গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা

ও

শিশু-চিকিৎসা

৺কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)।

২।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হ্যানিম্যান হোম

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৩।

বিজ্ঞাপন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সংক্রান্ত "গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা" নামক এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা পরমোৎসাহে প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রণেতা স্বর্গীয় বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বঙ্গে সম্ভ্রান্ত বিদ্বজ্জন সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার জন্য বিদ্যাসাগর ও প্যারিমোহন সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের মিত্র মণ্ডলী মধ্যে তিনিও একজন মাননীয় বন্ধু রূপে গণ্য ছিলেন। বারাসাতের সম্ভ্রান্ত মিত্রবংশে তাঁহার জন্ম হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র মহোদয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সমুদয় গ্রন্থ তাঁহার আয়ত্ত ছিল। সেই শাস্ত্র-জ্ঞান ও বহুদর্শনের ফল স্বরূপ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হয়। তাহা নিঃশেষিত হইলে তিনি বহু বৎসর-ব্যাপী বহু পরিশ্রমে দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহাতে পুস্তক খানি প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে তাঁহার আত্মীয় বাবু প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতি মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। দুঃখের বিষয় মুদ্রা কার্য্য পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি পরলোক-গত হইয়াছেন।

প্যারী বাবু নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করণান্তর স্বয়ং পুস্তক বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন বলিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণের তাবৎ সংখ্যা আমাদিগকে বিক্রয় পূর্ব্বক আমাদিগকেই প্রকাশক হইতে অনুমতি দিয়াছেন। এই বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ সাধারণের বিশেষ হিতকর বুঝিয়া আমরা আহ্লাদ সহকারে ইহার প্রচার করিতেছি। এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথমের প্রায় দ্বিগুণ কলেবর বিশিষ্ট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা বিশদরূপে আয়ত্ত হয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে এই গ্রন্থ মহোপকারী হইয়াছে। ইহার সরল

প্রাঞ্জল প্রণালী ও ভাষা স্ত্রীলোকেরও সুবোধ্য। এখন অনেক গৃহ-কর্ত্তা ও কর্ত্রীরা স্বগৃহের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আপনারাই বহু-লাংশে করিয়া থাকেন, অতএব প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সুবিধার জন্যই পুস্তকের আকার, পরিশ্রম ও ব্যয়ের তুলনায় মূল্য অতি সুলভই করা হইল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই কৃতার্থ হইব।

২।১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভাদ্র, ১৩০৩।

বশম্বদ
ম্যানেজার,
হ্যানিম্যান হোম।

ঔষধের তালিকা।

অরম মেটালিকম্
অরম মিউরিটিকম্
আইওডিয়ম্
আইরিস ভার্সিঃ
আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্
আর্জ্জেণ্টম্ মেটালিকম্
আর্টিকা
আর্ণিকা মণ্টেঃ
আরেনিয়া
আর্সেনিক এল্বম্
আর্সেনিক আইওডিয়ম
ইউপেটরিয়ম পার্ফ্লিঃ
ইউপেটরিয়ম পার্ফোঃ
ইউফর্ব্বিয়ম
ইউফ্রেসিয়া
ইউভা আর্সাই
ইউরেনিয়ম নাইট্রিকম্
ইউক্যালিপ্টাস গ্লোঃ
ইউজিনিয়া
ইগ্নেসিয়া
ইণ্ডিগো
ইথিউজা
ইপিকাকুয়ানা
ইরিজিরণ ক্যানাঃ
ইলেটিরয়াম্
একালাইফা
একোনাইট
একোনাইট র‍্যাড
এগ্নস ক্যাক্টশ
এগারিকস
এঙ্গষ্টুরা
এট্রোপিন
এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্
এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টঃ
এনাকার্ডিয়ম
এপিস মেলঃ
এপোসাইনম্ ক্যানঃ
এমিল নাইট্রোশম
এমোনিয়েকম্
এমন কার্ব্বঃ
এমন মিউরিঃ
এম্ব্রাগ্রিসিয়া
এমন মেকিউঃ
এলুমিনা
এলুমেন
এলোজ্
এসকিউলস হিপোঃ
এসকিউলস গ্লাব্রা
এসক্লিপিয়াস
এসাফিটিডা
এসিড অক্জেলিকম্
এসিড এসেটিকম্
এসিড কার্ব্বলিকম্
এসিড গ্যালিক
এসিড নাইট্রিকম্
এসিড পিক্রিকম্
এসিড ফস্ফরিক
এসিড ফ্লোরিক
এসিড বেঞ্জোইক
এসিড বোরাসেনিক
এসিড মিউরিয়েটিক
এসিড ল্যাকটিক
এসিড নাইট্রোমিউরি
এসিড সলফিউরিক
এসিড হাইড্রোসেনিক
ওপিয়ম
ওরিগেনাম
ওলিয়েণ্ডার
কাকউলাস
কফিয়া
কলচিকম
কলোফাইলম্

ঔষধের তালিকা।

কলোসিন্থ
কষ্টিকম্
কার্ব্বো এনিমেলিস
কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্
কিউবেব
কুপ্রম আর্সেনিকম্
কুপ্রম এসেটিকম্
কুপ্রম মেটালিকম্
কুপ্রম সলফিউরিকম্
কিউরারী
কোনায়ম
কোপেবা
কোরালিয়ম
কোলিনসোনিয়া
ক্যাক্টস গ্রাণ্ডিঃ
ক্যাজুপুটম্
ক্যানাবিস ইণ্ডিকা
ক্যানাবিস স্যাটাঃ
ক্যান্থারিস
ক্যাপসিকম্
ক্যামোমিলা
ক্যাম্ফার
ক্যাম্ফোরা মনোব্রোমাইড
ক্যাল্কেরিয়া আর্স
ক্যাল্কেরিয়া এসিটিঃ
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বঃ
ক্যাল্কেরিয়া কষ্টিঃ
ক্যাল্কেরিয়া ফস্
ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস
ক্যাল্ ক্লোরেটা
ক্যাল্কেরিয়া আইওডটা
ক্যাল্কেরিয়া মিউরিঃ
ক্যাল্কেরিয়া সল
ক্যালমিয়া ল্যাটিঃ
ক্যালম্বা
ক্যালি কার্ব্বঃ
ক্যালি ক্লোরস
ক্যালি পার্মেং
ক্যালি ব্রোমাইড
ক্যালি বাইক্রমিকম্
ক্যালি এসিটিকম্
ক্যালি আইওডেট
ক্যালি নাইট্রিক
ক্যালি সায়েনেটাম
ক্যালেণ্ডুলা
ক্রিয়োজোট
ক্রোকাস স্যাটাঃ
ক্রোটন টিগ্লিয়ম
ক্রোটেলস
ক্লোরাল হাইড্রেঃ
কোকা
গমিগটি
গোয়েকম
গ্যাম্বোজিয়া
গ্রাফাইটিস
গ্রিণ্ডেলিয়া
গ্লিশিরীণ গ্লোনাইন
চায়না
চিনিনম আর্সেঃ
চিনিনম মিউরিঃ
চিনিনম সলফিউঃ
চিমাফাইলা
চেলিডোনিয়ম
জিঙ্কম
জিঙ্কম আইওঃ
জিঙ্কম এসিটিঃ
জিঙ্কম সলফিউঃ
জিঙ্কম সাইনেটাম
জিঞ্জিবার
জ্যান্থোক্সিলাম
জেল্সিমিনাম্
জেবোর্যাণ্ডী
জ্যাট্রোফা
জ্যালেপা
জুগল্যান্স
টিউক্রিয়ম
ট্রিলিয়ম
টেরিবিন্থ
ট্যাবাকম্
টক্সিকম
ট্যারেণ্টিউলা
ডলকেমারা
ডাইস্কোরিয়া
ডিজিটেলিস

ডিজিটেলিন
ড্রোসিরা
থুজা
থেরিডিয়ন
নক্স জগ্ল্যান্স
নক্স ভমিকা
নক্স মস্কেটা
নার্কোটিন
নিকোটিনাম
নিম্ফিয়া
নুফার
ন্যাজা (কোবরা)
নেট্রম আর্সেঃ
নেট্রম কষ্টিকম্
নেট্রম কার্ব্বঃ
নেট্রম ক্লোরেটম
নেট্রম নাইট্রিঃ
নেট্রম মিউরিঃ
নেট্রম সলফিউঃ
পডোফাইলম্
পডোফিলিন
পল্সেটিলা
পলিপোরাস
পেট্রোলিয়ম
পেট্রোসেলিনম্
প্যাপেয়া
প্রুনাস স্পাইঃ
প্লানটেগো
প্লাটিনা
প্লম্বম্
ফস্ফরস
ফাইটোল্যাক্কা
ফিলিক্স ম্যাস
ফেরম আর্সেঃ
ফেরম আইওঃ
ফেরম এসেটিঃ
ফেরম কার্ব্বঃ
ফেরম ফস্
ফেরম পাইরোফস্
ফেরম ম্যাগ্নিঃ
ফেরম মেটাঃ
ফেরম মিউরিঃ
ফেরম সলঃ
বার্ব্বেরিস
বিউফো
বিসমথ
বেলেডোনা
বোভিষ্টা
বোরাক্স
ব্রাইওনিয়া
ব্রোমিয়ম
ব্যাডিয়েগা
ব্যাপ্টিশিয়া
বেরাইটা কার্ব্ব
বেরাইটা মিউরিঃ
ভাইবার্ণাম্
ভিরেট্রম এল্বম্
ভিরেট্রম ভিরিডি
ভেলেরিয়ান
মস্কস্
মাইগেল
মারকিউরিয়স আইওঃ
মারকিউরিয়স এসিটেঃ
মারকিউরিয়স করঃ
মারকিউরিয়স ডল্ঃ
মারকিউরিয়স ভাইঃ
মারকিউরিয়স বিনঃ
মারকিউরিয়স সলফিউঃ
মারকিউরিয়স সল্
মারকিউরিয়স সায়েঃ
মিউরেক্স
মেজেরিয়ম
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বঃ
ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিঃ
ম্যাগ্নেসিয়া সলঃ
মেলিফোলিয়ম
রডোডেণ্ড্রন
রসটক্স
রিউম
রিউমেক্স
রিসিনাস
রুটা
রেটানিয়া
র্যানানকিউলাস

লরোসিরেসস্	লাইকোপোডিয়ম	লাইকর আসে:
লিথিয়াম কার্ব্ব	লিডম	লেপ্‌টেণ্ড্রা
লিলিয়ম	লোবিলিয়া	ল্যাকটুকা
ল্যাকেসিস্	ষ্ট্যানম্	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া
ষ্ট্রিক্‌নাইন্	ষ্ট্রামোনিয়ম্	ষ্টীলিঞ্জিয়া
সলফর	সলফর আইও:	সাইমেক্স
সম্বল	সারসাপেরিলা	সিকেলি
সিকিউটা ভিঃ	সিনকোনিয়ম্ সল্	সিনা
সিলিসিয়া	সিনেমন্	সিনোথস্ আমে:
সিড্রন	সিমিসিফিউগা	সিপিয়া
সিনা	সেনেগা	সেনিসিও
সেলিনিয়াম	সোলেনম নাই:	স্যাম্বুকস
স্যাঙ্গুনেরিয়া	স্যাণ্টোনাইন	স্যাবাইনা
স্যাবাডিলা	স্পাইজিলিয়া	স্পঞ্জিয়া
সিম্ফাইটম	হাইপারিকম্	হাইওসায়েমাস
হাইডাষ্টিস্ ক্যান:	হাইড্রোকোটেইল	হিপার সলফর
হেক্লা লাভা	হেমেমিলিস	হেলিয়েন্থস
হেলিবোরাস	হেলোনিয়স	

সূচী পত্র।

গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা

ও

শিশু-চিকিৎসা।

সূতিকা গৃহ।

মহানগরীতে মেডিকেল কলেজের কল্যাণে এবং পল্লীগ্রামে হরিরলুট প্রথা প্রচলিত হওয়াতে সূতিকা গৃহের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাল তাল ঝাল এবং বৃহৎ বৃহৎ কুঁদা-কাষ্ঠের তাপসেকের ব্যবহার একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। দুঃস্থ ও ইতর, বিশেষ কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসের জোরে প্রভুর অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনার্থ, প্রসবের পরই পুষ্করিণীতে গিয়া অবগাহন ও পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের অতটা দূর সাহস হইয়া উঠে না, তাহারা একটুকু গঙ্গাজল মাত্র স্পর্শ ও একটী মাত্র ভিজা ভাত ভক্তিপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া নিয়ম রক্ষা করে। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় এক মাসকাল আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয় না। পাঁচ, ঊর্দ্ধ নয় দিনে প্রসূতী শুদ্ধ ও নিজ বাসস্থানে আনীত হয়।

খট্‌খ’টে বায়ু-পরিচালিত গৃহে প্রসব করান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়—সেঁত-সেঁতে স্থানে নয়—দোতালার ঘর উত্তম স্থান। ঝাল তাপের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। বর্ষা ও শীতে প্রয়োজনমতে গৃহের এক পার্শ্বে ঘুঁটের অথবা যাহাতে ধূম না হয় এরূপ কয়লার অগ্নি রাখা যাইতে পারে। প্রসূতীর প্রথম প্রথম লঘু-পথ্য বিধি। অল্প চিড়েভাজা ও তৎসঙ্গে ২।১ টা মরিচ কখন কখন দেশস্থ বিজ্ঞেরা দিতে আপত্তি করেন না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে ক্রন্দন-ধ্বনি করে, সেই, সময় হইতেই উহার শ্বাস-কার্য্য আরম্ভ। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে নাভির ৪।৫ অঙ্গুলী উপরে রেশমী বা শক্ত সূতা দ্বারা নাড়ী বন্ধন, এবং উহার ২।৩ আঙ্গুল ঊর্দ্ধে আর একটী বন্ধন দিয়া ভাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা মধ্যদেশ বিভাগ

করিবা ; চেঁচাড়ি দিয়া কাটিলে শিশুর সে স্থানে বেদনা হইতে পারে। পরে ঐ অবশিষ্ট নাড়ীকে শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বুকের দিকে ফেলিয়া ফ্লানেল দিয়া পেটে জড়াইয়া দিবা। ৮।১০ দিন মধ্যে নাড়ী শুকাইয়া আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। ভাল কাটা না হওন বা ধাতু-বিকৃতি জন্য নাভি কখন কখন পাকে, পূয পড়ে এবং দীর্ঘকাল ওরূপ থাকিলে দড়কা হইতেও পারে। ইহার পক্ষে প্রথম নক্স, তাহাতে ফল না দর্শিলে ভেরাট্র ; পেটের পীড়া থাকিলে কামো ; পূয পড়িতে থাকিলে সল্‌ফর বা হিপর এবং তাহাতে না সারিলে সিলিসা ; ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত সল্‌ফর ও কাল্কা ২০০ ক্রমের ; দড়কা হইলে এই পুস্তকে ঐ রোগের চিকিৎসা দেখ।

নাড়ীচ্ছেদের কিয়ৎকাল পরে অল্প উষ্ণ জলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিবা, গায়ে আটার ন্যায় ক্লেদ থাকিলে কেহ কেহ ঐ জলে ভূষী মিশ্রিত করিয়া দেন। পরক্ষণেই শুষ্ক সরু বস্ত্র দ্বারা আস্তে আস্তে মুছাইবা। সাবধান যেন সদ্য-প্রসূতের সুকোমল ত্বক্ সজোর ঘর্ষণে ছড়িয়া বা উল্টাইয়া না যায়। আবার দীর্ঘকাল গাত্রে জল বসিলে সর্দ্দি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। স্নানের পরেই উহাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবা। জঠরে বায়ু বিবর্জ্জিত স্থানে অবস্থান দরুণ ভ্রূণ সর্ব্বদাই গরমে থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথম প্রথম তাহাকে সেইরূপ গরমে রাখিতে যত্ন পাইবা। এজন্য সচরাচর ফ্লানেল কাপড় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সদ্য-প্রসূতের পক্ষে উহা কর্কশ ও কঠিন হইতে পারে। এজন্য সূক্ষ্ম মলমলের ওয়াড় দিলে ভাল হয়। গর্ভাবস্থায় সন্তানের ইন্দ্রিয় সকল অস্ফুটিত থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে বিকশিত হয়। একারণ প্রথম প্রথম কোন ইন্দ্রিয়ের এককালে অধিক উত্তেজনা হইতে দেওয়া অনুচিত। ঘর মধ্যে অধিক আলোক বা কটু-ঘ্রাণ-বিশিষ্ট দ্রব্য রাখা, অথবা নিকটে অধিক গোলমাল হইতে দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। সন্তান হইলে আমোদ প্রমোদ দান ধ্যান করিতে চাহ কর, কিন্তু এই উপলক্ষে পল্লির সমস্ত ঢাক ঢোল কাঁশী একত্র করিয়া মহা কোলাহল করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম।

মৃত-সন্তান।

জঠরস্থিত সন্তান মাতার শোণিত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। পঞ্চম মাসে উহা জীবন-বিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু জীবিতের কিছু মাত্র কার্য্য করে না। মুখ দ্বারা আহার, নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস, গুহ্যদ্বার দিয়া মল মূত্র ত্যাগ, তৎকালে এ সমস্তের প্রয়োজনাভাব। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই জীবনের কার্য্য ও নিয়মের অধীন হয়। জগতে প্রবেশ করিয়াই ট্যাঁ করিয়া কাঁদাই সচরাচর ইহার নিশ্বাস তোলা ফেলার প্রথম লক্ষণ। কখন কখন জন্মের পরক্ষণেই শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যায় না, নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিলে সন্তান পেট হইতে মৃত পড়িয়াছে বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না শরীর পচিতে আরম্ভ হয়, সে কাল মধ্যে ত্যাগ করা অবিধেয়।

বিবিধ কারণ বশতঃ ফুস্‌ফুসের (ফুল্কার) যথা বিহিত কার্য্য না হওয়াতে সন্তান মৃতপ্রায় দেখায়। গ্রীবাদেশে রক্ত চলাচল বন্ধ, গলায় নাড়ী জড়ান, নাড়ী চাপিত হওয়ায় রক্তের গতি-রোধ, হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া, মস্তক বহির্গত হইতে কাল বিলম্ব হওয়া, দীর্ঘকাল প্রসব-যন্ত্রণাভোগ, হস্ত বা যন্ত্র দ্বারা প্রসব করান, পা টানিয়া প্রসব করণ বশতঃ শিশুর মেরুদণ্ডের মজ্জায় আঘাত লাগা, মুখ ও শ্বাসনালী শ্লেষ্মায় অবরোধিত থাকা, ইত্যাদি কারণ উপস্থিত হইলে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস হয় না। চিকিৎসকেরা এইরূপ অবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ম; দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত বশতঃ শ্বাসাবরোধ। জনক জননী উভয়েই বল ও তেজোহীন থাকিলে, অথবা মাতার পূর্ব্বে গর্ভস্রাব হইয়া থাকিলে, বা প্রসব কালীন অধিক রক্ত ভাঙ্গিলে, সদ্য-প্রসূত সন্তান এইরূপ মৃতপ্রায় হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় কিছু মাত্র জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না। সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডাশবর্ণ ও আঁ'ট হীন; মস্তক, নীচের চোয়াল ও হাত পা ঠাণ্ডা; হাত পা নড়ে না, নড় ন'ড়ে হইয়া কেবল ঝুলিতে থাকে; মলদ্বারের মুখ ফাক ও তথা হইতে প্রথম শৌচ বা কৃষ্ণবর্ণ মল অসাড়ে নির্গত হয়; নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করা যায় না।

২য়; মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার বশতঃ শ্বাসাবরোধ। দীর্ঘ-কাল প্রসব-বেদনা ও জঠর হইতে সরিয়া আসিয়া অধোদেশে শিশুর বহুক্ষণ অবস্থান; গলদেশ নাড়ী দ্বারা বেষ্টিত থাকা; অথবা শ্বাস কার্য্যের আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে নাড়ীচ্ছেদ করণাশয়ে সূতা দ্বারা নাড়ী বদ্ধ করা; এই সকল কারণে সদ্যোজাত শিশু এই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মুখ সরস ও লাল, নাসিকারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে ঈষৎ নীল বর্ণের দাগ, লাল, গরম ও স্থানে স্থানে দুই চারিটা নীল দাগ; ধমনী ও শিরায় অধিক রক্ত সঞ্চার হওন বশতঃ প্রথম প্রথম উহাদিগের দপ্দপানি স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় ও শোণিত-প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট * শিশুদিগের এরূপ হওন সম্ভব।

৩য়; শ্বাসনালীতে ও মুখ-গহ্বরে অধিক শ্লেষ্মা থাকা জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ। ইহাতে দম-আট্কানর ন্যায় নব-প্রসূতের চেহারা দেখা যায়; মুখ সরস ও নীল-আভাযুক্ত-লাল; চক্ষু ঠেলে বাহির হওনের ন্যায়; ওষ্ঠ নীল; মুখ বা নাসিকারন্ধ্রে গেঁজ্লা'টে ফেণা; ক্রন্দন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু শব্দ ফোটে না, কেবল গলা ঘড়্ঘড়ানি শুনা যায়; দীর্ঘ ও স্থূলকায় শিশুদিগেরই প্রায় এইরূপ হয়।

পূর্ব্বলিখিত তিন প্রকার অবস্থাতেই যথেষ্ট আশঙ্কা আছে এবং যতই কাল বিলম্ব হয়, ততই অধিক ভয়াবহ হইয়া পড়ে।

দেশস্থ বুদ্ধিমতী ধাত্রীরা শ্বাস-প্রক্রিয়ার নিমিত্ত মুখে ও বুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা মারেন ও নাসিকারন্ধ্রে পালক বা কাটি দিয়া হাঁচাইতে চেষ্টা পান। একবার নিশ্বাসকে তোলাফেলা করিয়া দিতে পারিলে যাব-জ্জীবন ঐরূপ থাকে। পুনর্জ্জীবিত করণোদ্দেশে নানা প্রকার উপায় অব-লম্বিত হয়, অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে পারিলে সকল গুলিতেই ফল দর্শে। তাহার কয়েকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

সর্ব্ব প্রথম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া মুখের ভিতর হইতে শ্লেষ্মা নির্গত করিবা, অথবা জিহ্বা উল্টাইয়া থাকিলে তাহা সরল বা সোজা করিয়া দিবা।

* দেহ পুষ্ট, রক্তবহা নাড়ী বৃহৎ বৃহৎ, রক্তের লাল কণার আধিক্য; নাড়ীপূর্ণ ও বেগবতী, চক্ষু উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে শোণিত-প্রধান-ধাতু কহে।

পরে একবার গরম একবার ঠাণ্ডা জলের টবে পর পর খানিক খানিক রাখিবা। এইরূপ দশ পনের মিনিট করিবা। কখন কখন সন্তানকে মাতার বুকের উপর রাখিয়া গাত্র আবৃত করিলে জননীর গায়ের তাপ, তেজ্ বা উষ্মা ও সদিচ্ছায় শিশু পুনর্জীবিত হয়। কখনবা শিশুর সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বুক, ফ্লানেল দিয়া ঘষিতে থাকিবা; কেবল হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ওরূপ না করিয়া ব্রুস দিয়া ঘর্ষণ করিবা। নিশ্বাস করাইবার উদ্দেশে এক জন বলবান ব্যক্তি শিশুর মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দিতে থাকিবে। ইহাতে শিশুর ফুস্ফুসে বাতাস প্রবেশ করিবে। সেই সময়ে এক হাত দিয়া পেট চাপিয়া রাখিবে—যেন তথায় বায়ু প্রবেশ না করে; ও অপর হাত দিয়া শিশুর নাক টিপিয়া ধরিবে—যেন নাক দিয়া বাতাস বাহির না হয়। ফুস্ফুস মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চার হইলে পর, বুকে আস্তে আস্তে অল্প চাপ দ্বারা তাহা নির্গত করিতে থাকিবে। যে পর্য্যন্ত না স্বভাবতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের চিহ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে রাখা, মধ্যে মধ্যে বুক ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা মারা ইত্যাদি উপায় সকলও অবলম্বনীয়। শ্বাসাবরোধ-জনিত মৃত্যুতে, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার হাল সাহেব, যে উপায় উদ্ভাবন ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বভাবসঙ্গত ও বিশেষ ফলদায়ী বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত; তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটন করা হইল।

১ম, মুখের অভ্যন্তরের শ্লেষ্মা বাহির করিবা। মাথা বালিসের উপর উচ্চ রাখিবা। রোগীকে উপুড় করাইবা। সাবধান, যেন নাক মুখ ঢাকা না পড়ে। পরে তাহাকে কা'ত্ করিয়া সম্পূর্ণ এক পাশে না শুয়াইয়া কিঞ্চিৎ চিতভাবে রাখিয়া পুনরায় উপুড় করিবা। এইরূপ এক মিনিট কাল মধ্যে ১৮।২০ বার কা'ত্ বা পাশ ফিরাইবা ও উপুড় করিবা। উপুড় করার অবস্থায় শরীরে ভার বশতঃ বুকের অভ্যন্তরে চাপ পড়ায়, নিশ্বাস ত্যাগ বা প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, এবং পাশ ফিরান কালে ঐ চাপ না থাকায় বা তিরোহিত হওয়ায় ফুস্ফুসে বাতাস প্রবেশ করে। যেরূপ কামারের জাঁতায় চাপ দিলে বাতাস নির্গত হয় ও উপর দিকে টানিলে সেই চাপ স্থানান্তরিত হওয়ায় জাঁতা বাতাসে পূরিত হয়, চিত উপুড় করায় ফুস্ফুস্

য় তদ্রূপ কার্য্যই করা হয়। এক মিনিট কাল মধ্যে শিশুদিগের স্বভাবতঃ
০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে, এজন্য কৃত্রিম শ্বাস করণ সময়ে
রূপ করাই বিধি। উপুড় করাইবার কালে পিঠের দাঁড়ার উপর হস্ত
সম চাপ দিবা, পাশ ফিরাইবার কালে হাত তুলিয়া লইবা, অর্থাৎ
দেওয়া রহিত করিবা। প্রথম উপায় দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে প্রশ্বাস ও শেষ
য় দ্বারা শ্বাস করান হয়। রক্ত চলাচলের অবরোধ হওনের উপক্রম হইলে,
ং নাড়ী ক্ষুন্ন বা অপ্রাপ্য হইলে, দুই ব্যক্তি হাতে কাপড় জড়াইয়া
র নীচে হইতে উপর দিগে চুঁচিতে থাকিবে; শ্বাস রোধিত অবস্থায়
ঃ রক্তের চালনা মাত্র হয়, তথাচ এক্ষণে ইহা করা আবশ্যক, কারণ
দ্বারাই রোগীকে জীবিত রাখা যায়। হঠাৎ নিরাশ হইবে না, এমন কি
ঘণ্টা চেষ্টার পর কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যতক্ষণ শরীর
জদার্থের ন্যায় হইয়া রাসায়নিক নিয়মাধীনে পচিতে আরম্ভ না হয়,
ণ পর্য্যন্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইবা না। মুখের স্থানে স্থানে
ক মারা, নড়া ও ওষ্ঠদ্বয় লাল ও গরম হওয়া, ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প নিশ্বাস
া, ইত্যাদি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবার লক্ষণ। নাড়ীর গতিবিধি আছে, কিন্তু
প্রশ্বাস ও অঙ্গ-চালন রোধ, এমত অবস্থায়, চিন ৩০ ক্রমের অনুবটীকা
মৃতের জিবে দিবা, ১০।১৫ মিনিট মধ্যে উপকার না দেখিলে টার্টএমে,
া লাকাসি ৩০ বিধি। শেষোক্ত ঔষধে কখন কখন চমৎকার ফল লক্ষিত
নিশ্বাস ও রক্ত উভয়ই বন্ধ, কা'লচে বর্ণ, স্ফীত ও সংন্যাসের চেহারা,
া স্থলে প্রথম আকন, ৩০, অল্পক্ষণ পরে নাড়ী অপ্রাপ্য অবস্থায়, ওপি;
উহা অল্প অল্প অনুভূত, অথচ নিশ্বাস অস্পষ্ট, এমত স্থলে টার্টএমে, দিবা।
র প্রকার উপসর্গ পক্ষে ইপি ব্যবহার্য্য। নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও এ
ায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

আন্টিম-ক্রুড—জীবন-চিহ্ন অভাব, বা নাড়ী ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম, মুখ রক্ত-
ও ফেকাসে, হস্ত পদাদির আঁট অভাব; অথবা মুখ সরস ও লাল;
া শ্বাসনালী শ্লেষ্মায় পূরিত থাকা বিধায় শ্বাসরোধ; এরূপ অবস্থায়
ব্যবহার্য্য। একটী শুষ্ক অনুবটিকা জিহ্বাগ্রে দিবা অথবা ৪ টী অনু-
া অল্প জলে ফেলিয়া তাহার এক ফোটা মুখে দিবা।

ওপিয়ম—পূর্ব্ব ঔষধ সেবন করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে কোন ফল প্রত্যক্ষ না করিলে, ইহা দিবা ; অথবা শ্বাস রোধ, মুখ ফুলা ও কৃষ্ণ-নীলবর্ণ ও নিম্নলিখিত (টার্ট-এমিটিকের) অন্য অন্য লক্ষণাক্রান্ত হইবে ইহা সর্ব্ব প্রথমেই দেওয়া বিধি।

টার্ট এমেটিক—মুখ পাণ্ডাশবর্ণ, শ্বাস রোধ, নাড়ীর দপ্‌দপানি থাকিলেও থাকিতে পারে, এমত অবস্থায় দিবা।

আর্ণিকা—প্রসবকালীন আঘাতাদি লাগায় জখম হইয়া এরূপ অবস্থা হইলে ইহা দেওয়া বিধি।

আকনাইট—পুনর্জ্জীবিত হওনাবস্থায়, অথবা নির্জ্জীবিতাবস্থায় মুখ সরস ও লাল, ধমনী ও শিরায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, গাত্র গরম এবং সন্তান দীর্ঘকায় ও মোটা, এমত অবস্থায় দেওয়া যায়।

বেলেডনা—বদন অতিশয় লাল ও চক্ষু আরক্ত হইলে ইহা দিবা।

চাইনা—শ্বাসাবরোধাবস্থায় বা পুনর্জ্জীবিত হওন (শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ) কালীন মুখমণ্ডল পাণ্ডাশবর্ণ, শিশু ক্ষুদ্রকায়, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ থাকিলে, পূর্ব্বমত দেওয়া বিধি।

ইপিকাকুয়ানা—শ্বাসাবরোধ অবস্থায় শ্লেষ্মায় শ্বাস নালী পূর্ণ থাকা বিধায় নির্জীব বোধ।

৫০ বৎসরের অধিক হইল, সমাধিস্থ হরিদাস বাবাজিউ ৪০ দিবস কবরস্থ থাকার পর পঞ্জাব-সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ও জেনারেল ভেঞ্চুরা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ফরাসী সৈন্যাধক্ষ এবং ইংরাজ রেসিডেণ্ট ওয়েড সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ এবং অপরাপর অনেক ভদ্র ও সাধারণ লোকের সম্মুখে সাধুর দেহ সিন্দুক হইতে বাহির করা হয়। হাকিম, কবিরাজ, বিশেষতঃ ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা পরিক্ষীত হইল, শরীর কাষ্ঠবৎ ; শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ী স্পন্দন রহিত ; কেবল মাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র কিঞ্চিন্মাত্র উষ্ণ ছিল। মুখে আয়না ও সূতা গুটী করিয়া নাসিকা রন্ধ্রের নিকট ধরা, ঘড়ী ধরিয়া নাড়ী টেপা প্রভৃতি বিবিধরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। যোগী ও সুফিদের অদ্ভুত কাহিনী অবগত থাকায় হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসক স্পষ্ট কিছু বলিলেন না, কিন্তু সাহেব ডাক্তার মহাশয়ের সে বিশ্বাস অভাব, তিনি "মর্‌গিয়া, লাশ আগার দেও" এই ফরতা

দিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞা পাইয়া সাধুর শিষ্যেরা তাঁহার রন্ধ্র সকল (নাক কাণ মলদ্বার) হইতে পূর্ব্ব সন্নিবিষ্ট ছিপি বা পুঁটলি খুলিয়া, জিব সরল ভাবে টানিয়া চক্ষুর পাতা ও সমস্ত অঙ্গ ঘৃত দিয়া মর্দ্দন করিতে এবং এক ইঞ্চ দলের রুটী গরম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর লাগাইতে লাগিল; তৃতীয় বার ঐরূপ দিবার পর, সমস্ত শরীরে খেঁচুনি ধরিল, এবং নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (কাষ্ঠভাব গিয়া) সহজ সদৃশ কোমল হইল! কিন্তু তখনও নাড়ী অপ্রাপ্য, পরে ঘৃত দিয়া জিহ্বা কিছুক্ষণ ডলিতে ডলিতে চক্ষু-গোলক স্বাভাবিক জ্যোতি ধারণ করিল, রক্তের গতিবিধি হইতে লাগিল এবং উদাসীন মৃদুস্বরে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ফল কথা অন্য অন্য অঙ্গের ও যন্ত্রের অপেক্ষা মস্তিষ্কের মৃত্যু শেষে হয়। অন্য অন্য অঙ্গ শীতল হইবার অনেকক্ষণ পর অবধি ব্রহ্মতালু গরম থাকা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিলাতি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অপূর্ণতা ও ভ্রম এবং যোগশাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জড়-বাদীর পক্ষে এ প্রমাণ বিশ্বাস ও গ্রাহ্য করার সম্ভাবনা নাই। এ টিপ্পনী লিখিবার অভিপ্রায় এই সদ্যপ্রসূতের, এবং জলে ডুবা, গলায় দড়ি বা দমআটকান, সর্পাঘাত, অপঘাতদ্বারা মৃত ব্যক্তির মাথা গরম থাকিলে ব্রহ্মতালুতে গরম ময়দা বা লবণের সেক দিয়া পরীক্ষা করা, বোধ হয় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জড় সম্বন্ধে ইউরোপীয় বুধেরা অনেক অনেক নূতন নিয়ম আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে নত-মস্তক হইয়া যোগীগণের জীবন ও আত্মা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণে আমাদের বিলক্ষণ কল্যাণ সম্ভব। জীবাত্মা শরীর হইতে এককালে পৃথক্‌ হইলে আর পুনর্জীবনের আশা নাই। কিন্তু এই পার্থক্য নিশ্চয় করা সহজ নয়। অপ-ঘাত বা হঠাৎ মৃত্যুতে এ নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা অবিহিত। শীত-প্রধান দেশে মৃত্যুর সকল লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিও ৩।৪ দিন পরে বাঁচিয়া উঠে। দেহে পচা সড়া ধরিলেই নিশ্চয় মৃত্যু বুঝিবা। সংশয় স্থলে (মৃতবৎসতেও) আধ বা একঘণ্টা মেসমেরাইজ (Mesmerise) করায় (যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা ঝাড়ান ফুকান) ফল হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ করায় সহস্রের মধ্যে এক-টাও বাঁচিলে আমাদের এ টিপ্পনী লেখা সার্থক বুঝিব। মৃতদেহ ফেলিয়া

দেওয়া কঠিন কার্য্য নয়; তাহা দুই ঘণ্টা পরে দিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; তবে মনের ক্ষোভটা থাকে কেন? আশা মিটানই শ্রেয়ঃ।

প্রথম শৌচ ও প্রস্রাব।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তিন হইতে পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যায়। তন্মধ্যে ১০ বা ১২ ঘণ্টা মধ্যে সবল হইলে সন্তানকে মাতার স্তন দেওয়া বিধি। ঐ দুগ্ধের বিরেচন শক্তি আছে; উহা পানে সঞ্চিত মল নির্গত হয় এবং স্তন দেওয়ায় মাতারও অধিক শোণিত স্রাব হয় না। জোলাপ দিয়া বাহ্যে করান নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ ইহাতে উদরাময় হওন সম্ভব। স্তন-পান করিয়াও দীর্ঘকাল শৌচ বা প্রস্রাব না হইলে ২। ১ ঝিনুক ঈষৎ উষ্ণ চিনি বা মিছরির পানা দেওয়ায় ফল দর্শে। সাহেবেরা কখন কখন এ অবস্থায় উষ্ণ জলের পিচকারী দেন। এ সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য না হইলে নক্সভমিকা, ব্রাইওনিয়া, ওপিয়ম, মার্কুরিয়স, পলসেটিলা, ইহাদিগের মধ্যে যেটী লক্ষণানুযায়িক হইবে, তাহারই এক অনুবটিকা জিহ্বায়, অথবা এক ঝিনুক জলে দিয়া খাইতে দিবা। ইহাতে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কোষ্ঠ না হইলে অপর একটি ঔষধ দেওয়া বিধি। মাতার কোষ্ঠ-বদ্ধ নিবন্ধন সন্তানের এ রোগ হইলে জননীকে এক মাত্রা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ও সুপথ্য দিবা। এই সম্বন্ধে কোষ্ঠ-বদ্ধ প্রস্তাব পাঠ করিলে যথাবিহিত ঔষধ নির্ণয় অনায়াসে করিতে পারিবা। প্রথম শৌচের পর সন্তানের কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগ দাঁড়াইলে, ডাক্তার তেস্তে, শিশুর যে অবধি উপকার না হয়, প্রাতে পলসেটিলা ও রাত্রে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করেন। প্রথম ৪। ৫ দিন কোষ্ঠ না হইলে রাত্রে নক্স ও প্রাতে কাম্মো দিবা।

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইলে চিনি বা মিছরির পানা ২।১ ঝিনুক দিবা; তলপেট মসনের তৈল দিয়া মালিস করিবা; পরে ফ্লানেল দিয়া ঐ প্রদেশ আবৃত করিবা। যাঁহারা মেসমেরিজমে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শিশুর মাতাকে বা অন্য কোন শুভানুধ্যায়ীকে সন্তানের রোগমুক্ত হওয়া মনন করিয়া তলপেটের উপর দিক হইতে নিম্নদিকে পূর্ব্ব প্রকারে তৈল দিয়া

হাত বুলাইতে অনুরোধ করিবেন। এ অবস্থায় অন্য কোন প্রতিবন্ধকের কারণ না থাকিলে, স্নান করানতেও উপকার সম্ভব। আকনাইট প্রস্রাব-বন্ধের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (শিশুদিগের প্রস্রাব-বন্ধের চিকিৎসা দেখ)

স্তনদান।

সন্তানের যথাযোগ্য আহার ভগবান্ মাতৃ-স্তনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তথা হইতে নিঃসৃত অমৃতাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অপর কোন খাদ্য দেখা যায় না। জননীর স্তন যেরূপ দুগ্ধপূর্ণ, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ বা ততোধিক কারুণ্যরসে পূর্ণ। সন্তানের হিতোদ্দেশে আপনার সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জননী সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত। আমাদিগের দেশে এ পর্য্যন্ত কৃত্রিম সভ্যতার এত দূর উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা ও ঝঞ্ঝাট এড়াইবার উদ্দেশে, মাতা সাতিশয় প্রিয়তমের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভার অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন। কোন কালেই যেন তাঁহাদিগের স্নেহের বিকৃতি না হয়, ইহা আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনা।

শিশুর নাড়ী কাটা, গা ধোয়া প্রভৃতি কার্য্যের পর ও প্রসূতীর শ্রান্তি-দূর হইলে সন্তানকে স্তনপানের নিমিত্ত মাতার কোলে দিবা। এই দুধ ঘন ও আটার ন্যায়, ইহার রেচক শক্তি আছে এবং ইহা ঠিক এই সময়ের উপযুক্ত; ইহা পানে বিনা কষ্টে প্রথম শৌচ হইয়া থাকে—সন্তানকে জোলাপ দিতে হয় না। এবং স্তন দেওয়ায় প্রসূতীরও জরায়ু সংকোচিত হয় ও অধিক রক্তস্রাব এবং থুম্‌কা জ্বরও হয় না এবং দুধও শীঘ্র শীঘ্র নামে। মাই টানিতে না দেওয়ায় দুধভারে বোঁটা শক্ত হয়। কোন কোন প্রসূতীর প্রথমতঃ ৩। ৪ দিন, কাহারও বা সপ্তাহ কাল দুগ্ধ ভাল নামে না; বোধ হয় তাই দেখিয়াই প্রথম ৩ দিন স্থানে স্থানে গোদুগ্ধ সেবন প্রথা প্রচলিত। এটি কিন্তু স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য। "আহার উদরে, দেন সরা-কারে, জীবের জীবনদাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্বপাতা।" সেই অভ্রান্ত শক্তি কি মানবজীবনের প্রথম উদ্যমে সেই

নিয়মের অপূর্ণতা প্রদর্শন করিবেন? ইহা অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রম। পুরুষানুগত অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের ধাতু একপ্রকার বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সেই নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করিয়াও স্তনে দুধ না নামিলে একভাগ দুধ ও দুই ভাগ গরম জল মিশাইয়া খাইতে দিবা।

মাতা নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইলে, অথবা দুগ্ধে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থের অভাব থাকিলে, সন্তানের মঙ্গল নিমিত্ত তাহাকে মাতার স্তন দেওয়া অবিধেয়। স্তনে স্ফোটক বা বোঁটা ফাটা হইলে, তাহা আরোগ্য না হওন পর্য্যন্ত শিশুকে মাই খাইতে দেওয়া সৎপরামর্শ নহে। গরমির পীড়া, মৃগী, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বায়ুরোগ ও ক্ষয়-যক্ষ্মা-কাশগ্রস্তদিগের সন্তানকে আপন স্তন পান করান অবিধেয়। উহাদের দুগ্ধ পানে শিশুগণের ধাতু বিকৃত হইয়া তদ্রোগাক্রান্ত হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এমত স্থলে ধাত্রী নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। সুস্থ ও সবলকায়, প্রসূতীর সমবয়স্ক ও সমকাল-প্রসবিনী, শান্ত, ধীর, ও শিশুপ্রিয়; সে ধাত্রীতে এই সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক। তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিবা। উত্তম পুরাতন তণ্ডুল, মুগ ও মাসকড়াই, দেশী টাট্‌কা মৎস্য, পটল, আলু, কলা, মানকচু প্রভৃতি তরকারী, লেবু, পুরাতন তেঁতুল, দুগ্ধ ইত্যাদি অনায়াস-জীর্ণ বলকারী পথ্য দিবা। অতিরিক্ত ঝাল প্যাঁজ প্রভৃতি গরম মসলা নিষিদ্ধ। এককালে নিতান্ত অল্প বা অধিক আহার না হয় দেখিবা। সাবধান, যেন ইহারা কোন নেশা, বিশেষতঃ অহিফেনখোর না হয়।

ধাত্রী অপ্রাপ্য হইলে, গাধার, ছাগের বা গোরুর দুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে। গাধার দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও নর-দুগ্ধ সদৃশ বলিয়া অন্যাপেক্ষা ইহার অধিক আদর। ইহা সোডাওয়াটারের বোতলে পূরিয়া রাখিবা, জ্বাল দিয়া সিদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। খাওয়াইবার কালে বোতল উষ্ণ জলে ডুবাইয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু ইহা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। ছাগ-দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভারি; দেশী ছাগলের দুধে বোট্‌কা গন্ধ, পশ্চিমের ছাগে তত অধিক দুর্গন্ধ নাই। গো-দুগ্ধই অনায়াসে প্রাপ্য এবং সেই জন্য সর্ব্বত্র সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাভীর দুধে অর্দ্ধ-তেহাই বা সিকি জল ও কিয়ৎ পরিমাণে দুধের চিনি (Sugar of milk) বা তাহার অভাবে, অল্প পরিমাণে উত্তম চিনি

মিশাইয়া খাইতে দিবা। যে গাভীর দুগ্ধ সহ্য হইয়াছে, প্রত্যহ তাহাই দেওয়া উচিত। বাছুরহীন বা থেঁড়েং অথবা গর্ভিণী গাভীর দুগ্ধ নব-প্রসূতকে কোন ক্রমে দেওয়া উচিত নহে। দুই তিন সপ্তাহ ঐরূপ আহার সহ্য হইলে ক্রমশঃ জলের ভাগ কমাইতে থাকিবা। ১২।১৪ ঘণ্টার অধিক সময়ের দোহা দুধের ব্যবহার করিবে না। বাসি দুধে পীড়া জন্মায়। ঢোকা দুধ খাওয়াইতে কষ্ট হয় এবং ওরূপ খাওয়ানতে পরিমাণ বুঝা যায় না। কাঁচের কৃত্রিম স্তন (Suckling bottle) ব্যবহারে সকল প্রকারে সুবিধা। ইহা হইতে শিশুরা যথা প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ করে, ইচ্ছার অধিক খায় না এবং সেই নিমিত্ত ক্রন্দনও করে না। রৌপ্যের ঝিনুক অপেক্ষা ইহা সুলভ। এই বোতল ব্যবহারের পরক্ষণেই উহা গরম জলে ধুইবা। যে পর্য্যন্ত না পুনর্ব্যবহার হয়, উহার বোঁটাটি বিলক্ষণ পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবা। স্তন-দুগ্ধ কম হইলে অন্য দুধ দ্বারা অভাব পূরণ কর, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে স্তন-দুগ্ধও খাইতে দেও। যাহাদিগের স্তনে যথেষ্ট দুধ নামে, তাহাদিগের সন্তানকে অন্য দুধ দিবার প্রয়োজন নাই। পর্য্যায়ক্রমে উভয় স্তন তুল্যরূপে পান করান উচিত। ইহার অন্যথা হইলে অব্যবহার্য্য স্তনে অধিক দুধ সঞ্চয় হইয়া থুম্‌কা হইতে পারে এবং শিশুর একপেশে হইয়া অধিক থাকা বশতঃ অঙ্গ বক্র হওয়া সম্ভব। প্রথম প্রথম মাতা দুই ঘণ্টা অন্তর স্তন দিতে পারেন। নিয়তই মাই দেওয়া অপরামর্শ। বিশ্রাম না দিলে দুধ বিকৃতভাবাপন্ন হয়। দুধ-হীন স্তন টানায় শিশুর পেট্ কামড়ান ও উদরাময় রোগ হইতে পারে। ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্তন দেওয়া অবিধেয়। জননীর নিদ্রা-বস্থায় মাই দেওয়া অনুচিত। ঘুমন্ত অবস্থায় স্তনের চাপ মুখে পড়ায় কচিৎ শিশু দম আটকাইয়া মারা যায়। সন্তান দুই তিন মাসের হইলে, রাত্রে তিন চারি বার ও তৎপরে দুই তিন বার দিলেই যথেষ্ট হয়। ক্রন্দন করিলেই স্তন দিয়া থামান বুদ্ধির কার্য্য নহে। শিশুরা অসুস্থতা বশতঃ অনেক সময় চিৎকার করিয়া থাকে, পেট পূরণ দ্বারা শান্ত করিলে রোগ নির্ণয় করা হয় না। স্তনে দুধ কম হইলে, তাহা অধিক করণাভিপ্রায়ে, পোয়াতি জীর্ণ করিতে পারেন এমত পরিমাণে অধিক গাভী-দুগ্ধ, চিংড়ি কাঁকড়া, গেঁড়ি এবং শিঙ্গী, মাগুর, বাইন ও পাঁকাল মৎস্যের ঝোল খাইতে দেওয়া উচিত।

সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, লাল ভেরেণ্ডার পাতার ভাব্‌রা লইলে বন্ধ্যারও মাইতে দুধ নামে। অথবা ঐ পাতা গরম করিয়া স্তনে লাগাইলেও ঐ ফল হয়। প্রসূতীর এককালে স্তন-দুগ্ধ বন্ধ হইলে—পল্‌স, ডল্কা, বেল, ব্রাই, রস।

দুধ কমিলে—আকন, কষ্টিক, পল্‌স, রস।

বিকৃত হইলে (ঝিনুকে খানিক গালিয়া ইহার আকার ও বর্ণ দেখিয়া প্রবীণা গিন্নিরা অনায়াসে বুঝেন) বোরাক্স, সিলিসা, কামো, মার্ক, সিনা।

শিশু স্তন-দুগ্ধ খাইতে অনিচ্ছুক হইলে—মার্ক, সিলিসা।

পানের পরই তুলে ফেলা—সিলিসা, কামো, বোরাক্স।

বন্ধ হইয়া উদরাময় হইলে—পল্‌স, বেল, ব্রাই, রস ব্যবহারে পেটের পীড়া সারে এবং পূর্ব্ববৎ দুধ সঞ্চার হয়।

অতিরিক্ত হইলে—কাল্কা, পল্‌স, বেল, ব্রাই।

মাই দেওয়ার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দুগ্ধক্ষরণ পক্ষে—কাল্কা, ব্রাই, রস।

মাই ছাড়ান।

প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্র মতে সবল শিশুকে এক বৎসরের পর স্তন পান করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। দুর্ব্বলকায়, রুগ্ন এবং যাহার অবিলম্বে দন্ত উঠে, এরূপ শিশুকে ১৮।২০ মাস পর্য্যন্ত স্তন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত অন্য সন্তান না হয়, এমন কি কখন কখন সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেকে মাই দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য। ডাক্তর চিভর্স সাহেব তাঁহার পুস্তকে, কোন বালকের এক টান করিয়া গুড়ুক তামাক টানা ও পরক্ষণই মাই টানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও সচরাচর এরূপ দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার উদাহরণ কোনমতে কাল্পনিক নহে। দীর্ঘ কাল স্তন পানে মাতা ও সন্তান উভয়েই ক্লিষ্ট ও রুগ্ন হয়। দুই তিন বৎসরের শিশুর ভয়ানক উদরাময় কেবল স্তনপান বন্ধে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক যোবা সসত্ত্বা হইয়াও কোলের ছেলেকে আদর করিয়া স্তন দেন। ইহাতে

আপনিও দুর্ব্বল হন, ছেলেরও পীড়া হওয়া সম্ভব এবং জঠরস্থিত সন্তানও যথা প্রয়োজনীয় রসাভাবে সম্যক্ পুষ্টি লাভে বঞ্চিত হয়। বিকৃত-ধাতু-বিশিষ্টের গর্ভাবস্থায় কোলের ছেলেকে মাই দেওয়ায় কখন কখন গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা। শিশুর পেট ডাগরা হাত সুলা দেখিয়া অনেকে বলেন যে হিংসা জন্য শরীর এইরূপ হইতেছে, তাঁহারা বুঝেন না যে অযথা আহাররূপ স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করায় শিশু এই দশা প্রাপ্ত হয়। স্তনপান হঠাৎ এককালে বন্ধ করা গর্হিত। ইহাতে মাতা ও সন্তান উভয়েরই পীড়া সম্ভব। দন্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে মাই দেওয়া ক্রমে ক্রমে বারে কমাইবা ও গাভি-দুগ্ধ দ্বারা স্তন-দুগ্ধের অভাব পূরণ করিবা। জ্বরে বা দন্তোদ্গম বশতঃ পীড়ায়, স্তনপান বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইবা না। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, মাতাকে ২৪ ঘণ্টা অন্তর তিন অনুবটিকা ফস্ফরস্ ও সন্তানকে ১২ ঘণ্টা অন্তর এক অনুবটিকা বেলেডনা দিবা। দন্ত উঠিতে আরম্ভ হওনের পর, অর্থাৎ শিশু নয় দশ মাসের হইলে, দুধের সহিত এক এক বার আরোরুট বা সাগু, পরে ক্রমশঃ সুজি বা যবের কাথ্ বা ফেন দেওয়া যাইতে পারে। ভদ্র গৃহিণীরা চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানগণকে তাহাদিগের ইচ্ছা বিরুদ্ধে কেবল দুগ্ধ খাওয়ান এবং দুঃস্থ ইতরদিগের ন্যায় ভাত খাইতে দেন না বলিয়া গর্ব করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, অন্নপ্রাশন কেবল ধর্ম্ম সংস্কার নহে, ইহা ঐহিক সম্বন্ধের একটি প্রধান নিয়ম। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বহুদর্শনের পর নিশ্চয় করিয়াছেন যে, দন্ত নির্গমের পর হইতে কেবল জলীয় আহার অনিষ্টকর এবং সেই জন্য ক্রমশঃই কঠিন ভোজ্য দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সন্তান প্রসবের পর মাতার সচরাচর ছয় সাত মাস ঋতু বন্ধ থাকে। পুনরায় মাসিক শোণিত নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে সেই তিন চারি দিবস সন্তানকে স্তন না দিলে ভাল হয়। তাহা পানে শিশুর পীড়া হওয়া সম্ভব। সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ, স্নেহপূর্ণ ও আনন্দিত মনে সন্তানকে মাই দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে উহার দেহের পুষ্টি হয়। জননী রোগগ্রস্ত হইলে যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হন, সন্তানকে স্তনপান করান অপরামর্শ। ইহাতে প্রসূতী দুর্ব্বল এবং শিশুও তদ্রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মনের অবস্থা বিকৃত হইলে, স্তন-দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের বৈলক্ষণ্য হওনের সম্ভাবনা

আছে; যথা—ভয় দ্বারা দুগ্ধ এককালে বন্ধ হইতে পারে। বিরক্তি বা বিষাদে উহা কমিয়া যায় এবং স্বাভাবিক গুণের ব্যতিক্রম ঘটে। ক্রোধ ও উদ্বিগ্নতায় এরূপ বিকৃত হয়, যে উহা পানে শিশুর পেট কামড়ায় ও সবুজা ভেদ হয়। অত্যন্ত ভয়ের অবস্থায় সন্তানকে মাই দিলে তদ্দণ্ডে দড়কা এবং ক্বচিৎ বা মৃত্যুও হইয়া থাকে। অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপে কত মাতাই স্ব স্ব প্রিয়তমকে কষ্ট দেন। বামাগণ খোসগল্প, তাসাদি ক্রীড়া ও উপন্যাসাদি পাঠে বৃথা দীর্ঘকাল ক্ষেপণ না করিয়া, স্বাস্থ্যের নিয়ম ও শিশু-পালন সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ এবং বিজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের যথার্থই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হয়; তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত-রূপে গৃহিণীপদবাচ্য এবং নিজ নিজ ও সাধারণের মঙ্গল সাধন করেন।

শিশুকে মাই ছাড়ান কালীন মাতার শুষ্ক শুষ্ক আহার বিধি—ঝোল অধিক না দিয়া তৎ পরিবর্ত্তে চড়চড়ি, কাবাবাদি দিবা। অধিক জল ও লবণ নিষেধ। দুগ্ধ টানিয়া যাইবার নিমিত্ত গিন্নীরা স্তনে মুসুরীর লেপ লাগান। অধিক স্ফীত হইলে গরম ঘৃত দিয়া স্তন মালিস, পরে পেঁজা তুলা দিয়া উহা আবৃত করিবা এবং আবশ্যক মতে অন্য সন্তান দ্বারা দুধ টানিয়া ফেলা-ইবা। স্তন দেওয়া বন্ধের পর মাইতে দুধ সঞ্চয় হইতে থাকিলে এবং ঐ সঙ্গে মাতার সদা শীত শীত ও কাঁদিবার ইচ্ছা থাকিলে পল্‌স; স্তনে অধিক দুধ ও গাত্র জ্বালা পক্ষে—রস; স্তনের প্রদাহে অর্থাৎ উহা শক্ত, ফুলা ও লাল হইলে—বেল ডিক্যু।

ধাতু পরিবর্ত্তন।

জনক জননীর কোন কোন বিশেষ রোগ থাকিলে, বা তাঁহাদিগের ধাতু বিকৃত হইলে, সন্তানেরও তদবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। হাজারই সাবধান হও, আহার ও ব্যায়ামের নিয়ম কর, কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। চিকিৎ-সকেরা রোগ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহা প্রকাশিত হইলে যথা বিহিত ঔষধ প্রদান করেন। হোমিওপেথিক্ ভিষকেরা ধাতু পরিবর্ত্তনে সক্ষম। ডাক্তার গাস্‌টিয়র পারিস মহানগরের শিশু হাঁসপাতালে দীর্ঘকাল

বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া এবিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বলকায় ও রুগ্ন শিশু সন্তানদিগকে নাড়ীচ্ছেদনের অব্যবহিত পরক্ষণে, সলফর ২০০ ক্রমের দুই অনুবটিকা দেন। এক মাস পরে পুনরায় ঐরূপ এক মাত্রা ঔষধ দিয়া থাকেন। নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতিবিধায়ী (Antidote) ঔষধ প্রয়োগ করেন, নতুবা তিন মাস পড়িলে, এক মাত্রা ক্যাল্কারিয়া ২০০ ক্রমের ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত প্রয়োগে দন্ত উদ্গমেরও সুবিধা হয়। পূর্ব্ব ঔষধদ্বয় ব্যবহারে ইহাদিগের শরীর এরূপ সুস্থ ও নির্ম্মল হয় যে, তৎকালে ইহাদিগের ত্বকে গো-বীজ টীকা বা বসন্তের রস লাগাইলে গাত্রে গুটি বাহির হওয়া বা অন্য কোন ফল দেখা যায় না। সলফর ও কাল্কারিয়া ভিন্ন আর্সেনিক, গ্রাফাইটস প্রভৃতি অপর লক্ষণানুযায়িক ভৈষজও যথা সময়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল শিশুদিগের রোগ হইলেও তাহা ভয়াবহ ও দুঃসাধ্য হয় না। যাহাদিগের সন্তান হইয়া দীর্ঘ-কাল বাঁচে না, তাহাদিগের নব-প্রসূতদিগকে পূর্ব্ব নিয়মে ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

শিশুগণ পক্ষে অপরাপর নিয়ম।

কোন পীড়া না থাকিলে বর্ষা ও মেঘাচ্ছন্ন দিন ভিন্ন, শিশুকে প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করাইতে পারিলে ভাল হয়, কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য হইলে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা জল সহান বিধি। স্নানকালীন বাতাস না লাগে ও পরক্ষণেই যেন শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গা মুছান ও আবরণ দেওয়ান হয়। শরীরের অনেক ময়লা ঘাম সহ ত্বক দিয়া নির্গত হয়। ঐ অস্বাস্থ্যকর পরমাণুগণ দ্বারা লোমকূপের দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে অনেক পীড়ার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত চর্ম্মকে পরিষ্কার রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত গরু ও ঘোড়ার ডলাই মলাই করা হয়, তাহারা অন্যাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ, কর্ম্মশীল ও তেজস্কর হয়। জলকে হিন্দুরা জীবন কহে, ইহা রক্তের গরমত্ব দূর এবং কত প্রকারে নরের হিতসাধন করে তাহা বর্ণনাতীত। ঋষিরা পুরাকালে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং এখনও বামাগণ দুই বার করিয়া গাত্র ধৌত করাতে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী থাকেন।

গরম জলে স্নান দৌর্ব্বল্যজনক; তবে বয়স, ধাতু, কাল ও অবস্থা বুঝিয়া কাঁচা বা পাকা বা উভয় মিশাইয়া স্নান বিধি। ইউরোপ ও আমেরিকায় হাইড্রোপাথি বা কেবল মাত্র জল প্রয়োগে পীড়িতকে নিরাময় করে। "স্বেদ ভেদ বমন ও বারি" এই চারি উপায়ে কবিরাজ মহাশয়েরা পূর্ব্বে জ্বরাদিকে তাড়াইতেন। এখন কবিরাজ জলকে জীবন না বুঝিয়া যমবৎ দেখেন! তবে আনন্দের বিষয় এই যে, পূর্ব্বের ন্যায় আ'জকা'ল ততটা ক'ট্‌কেনা নাই। জল ব্যবহার না করিলে অপকার সম্ভাবনা। অরুগ্ন সহজ শরীরের সকল অবস্থায় ও সকল সময়েই যে নাওয়া উচিত, তাহা নয়—অতিশয় রৌদ্রে ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে, আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে স্নান অপরামর্শ। ইহাতে সর্দ্দিগর্ম্মি বা পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। প্রত্যহ স্নান করিতে পারিলেই ভাল হয়, যথায় তাহা সহ্য হয় না, তথায় অন্ততঃ দুইবার করিয়া গা মোছা, কাপড় ছাড়া ও উহা কাচিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দৈনিক কার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অকাট্য ও চমৎকার বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহা ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় কাহার কাহার আপত্তি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেটি আমাদেরই ভ্রমাত্মক সংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক। "কার্য্য" সকলই ধর্ম্ম—তবে কিনা কতকগুলি শারীরিক, কতকগুলি বা মানসিক; কতক নিজ সম্বন্ধে, কতক বা সমাজ সম্বন্ধে। আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ যদিও আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি, কিন্তু তলাইয়া বুঝিলে ইহাদিগের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ। মহাত্মা ও যোগীগণের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা পাশব নিয়ম কতকটা এড়াইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পক্ষে দেহ অপরিষ্কার ও রোগগ্রস্ত হইলে, মনের মালিন্য দূর অথবা উন্নতি সাধিত হওয়া সুদুষ্কর।

শিশুদিগকে পিঁড়াতে শোয়াইয়া বুকে ও কণ্ঠায় তৈল লাগাইয়া সূর্য্যপক্ব করা নিতান্ত গর্হিত। ১৫।১৬ দিনের হইলে, প্রত্যহ অপরাহ্নে কতক সময় বাহিরে আনিয়া পরিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান কর্ত্তব্য। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গৃহ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ লইয়া বেড়াইবা। সাবধান, যেন কোন মতেই হিম না লাগে। ৫।৭ মাসের হইলেই, ইহাদিগকে বসাইতে চেষ্টা করিবা না, তাহা হইলে শিশুর কুব্জ হওন সম্ভব। অনেকে আদর করিয়া নিতান্ত শিশুকে

তোলাফেলা করেন ও অযথাকালে বসান দাঁড়ান, হামাগুড়ি এবং হাঁটি হাঁটি পা পা ইত্যাদি অভ্যাস করাইতে বিশেষ যত্ন পান। এটি সর্ব্বতোভাবে অনুচিত কর্ম্ম। স্বভাবের নিয়মানুসারে ও আপনার বলানুযায়িক সন্তানেরা যখন যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করে তাহাই ভাল, অন্যথা চেষ্টায় অঙ্গ বক্র প্রভৃতি মন্দ ফল মাত্র উৎপন্ন হয়।

শরীরের ন্যায় শিশুদিগের বিছানা ও গাত্রাবরণ পরিষ্কার রাখিবা, ইহাতে অধিক ব্যয় নাই; একটুকু মাত্র যত্ন থাকিলে উহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। আমরা একপ্রকার শুচিবেয়ে—গোবর ও গঙ্গাজল ভিন্ন আমাদিগের এক দণ্ড চলা ভার। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে আমাদিগের ন্যায় অপরিষ্কার জাতি কম দেখা যায়। শিশুদিগের গাত্র আবরণ ও শয্যার ক্লেদ উহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। স্বাস্থ্য ও পরিষ্কারিতা, এই উভয়ের পরস্পরের কত নিকট সম্বন্ধ, তাহা না জানাতেই আমাদিগের সন্তানগণ এত অধিক কষ্ট ভোগ করে। স্ত্রীশিক্ষা এক্ষণে ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে; কাব্য উপন্যাসাদিতে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন না করিয়া, সহজ বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে নিঃসন্দেহ অধিক ফল লাভ হইবে। মাতারা কেবল আমাদিগের জন্মদাত্রী নহেন—শৈশব ও বাল্যকালে তাঁহারাই আমাদিগের রক্ষক ও শিক্ষক। মাতা সুবোধ না হইলে, বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরীও প্রকৃতরূপ প্রতিকারে অসমর্থ।

কোন কোন শিশু যথাকালে দাঁড়াইতে ও চলিতে পারে না, কাহারও কাহারও বা ঘাড় শক্ত হয় না। ইহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে যদি পূর্ব্বলিখিত ধাতু পরিবর্ত্তনের ঔষধ দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে প্রথমে কাল্কারিয়া ১ অনুবটিকা করিয়া প্রত্যহ দিবা। ৪ দিবস পরে সপ্তাহ বিরাম দিয়া পুনরায় পূর্ব্বমত ঔষধ সেবন ও বিরাম। ইহাতে প্রতিকার না হইলে সিলিস্ দিবা। বিশেষ দুর্ব্বল ও গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত বা যাহাদিগের গাঁইট ফুলে বা অস্থি না বক্র হয়, এমন সকল শিশু পক্ষে বিশেষ ফল দর্শে। পূর্ব্ব নিয়মে ঔষধ সেবনে কোন ফল না দর্শিলে সল্‌ফর্ পূর্ব্ব মত ব্যবহার বিধি।

একবার প্রতিকার আরম্ভ হইলে ঔষধ বন্ধ করিয়া ফল প্রতীক্ষা করিবা। ঔষধের ক্রম ফুরাইলে অর্থাৎ আর উপকার হইতেছে না বুঝিলে, পুনরায়

সেবন বিধি। বিশেষ পুরাতন অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে এই নিয়ম বলবৎ জানিবা। অল্পে উপকার হইয়াছে, অতএব অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবনে অধিক ফল লাভ হইবে, হোমিওপেথিক চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে ইটি ভ্রমাত্মক সংস্কার ও আরোগ্য প্রতিরোধক।

আহার।

মাই ছাড়িলে শিশুকে ক্রমে ক্রমে কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবা। শিশুদিগের ক্ষুধা প্রবল থাকায় তাহারা সদা খাই খাই করে বলিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে কেবল আহারে ব্যাপৃত থাকিতে দিবা না; অথবা বড়দিগের ন্যায় দুই কালে মাত্র ভোজন করিতে দেওয়া অপরামর্শ। বারে অধিক, মাত্রায় কম, অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে এমন দ্রব্যই ইহাদিগকে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। গিলিয়া খাওয়ান বিলক্ষণ দোষাবহ। অনেক স্থানে গৃহিণীরা বাটীর ৫।৭ টী সন্তান একত্র করিয়া এক পাত্রে ভাত মাখিয়া ডেলা পাকাইয়া সকলের মুখে তুলিয়া দেন, যাহাদিগের গলাধঃকরণ বিলম্বে হয় তাহাদিগকে ভৎসনা করেন। কাজে কাজেই উহারা আহার্য্য কিছু মাত্র চর্ব্বণ না করিয়া কোঁত কোঁত করিয়া গিলিয়া ফেলে। পেট ভরিলেও অবশিষ্ট অন্ন উদরস্থ করাইবার উদ্দেশে "কাগারে বগারে হুস্" অথবা আপনারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাতের ডেলাগুলিকে কাঁকুড় নাম দিয়া ছেলেদের শেয়াল হইয়া খাইতে অনুরোধ করেন; সুতরাং অনেকের এই অবস্থা হইতেই আহার্য্য দ্রব্য গিলিয়া খাইতে অভ্যাস হয়, পরে তাঁহা আর শুধরাইতে পারে না এবং পরিশেষে শুধরাইবার জন্য কতই যে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, বলা যায় না। দন্ত যে কেবল মুখের শোভা সম্পাদনার্থ ভগবান্ আমাদিগকে দিয়াছেন এমত নহে। চর্ব্বণ ভিন্ন অনেক খাদ্য পরিপাক হয় না; স্ত্রীলোকদিগের এটি জানা নিতান্ত আবশ্যক। শিশুই হউক, আর বড়ই হউক, কি পরিমাণে খাওয়া উচিত বা খাইলে পেট ভরে, ইহা যেমন আপনাপনি জানিতে পারা যায়, অপরের দ্বারা সেরূপ প্রায় হয় না; এটিকে এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিলে বলা যায়। কেবল বাসনমাজার শ্রম লাঘব করণাভিপ্রায়ে

এরূপ স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য করা নিতান্তই অমঙ্গলকর। সন্তানগণকে এক স্থানে বসাইয়া খাওয়ানতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে আপনাপনি খাইতে দেওয়া ভাল। কোন কোন বালিকা অভ্যাস বশতঃ বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া ভাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকে, পরে শাশুড়ী বা ননদ বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দেন। কি দুঃখ ও লজ্জার কথা!

ছেলেরা রাত্রে ১০।১২ ঘণ্টা উপবাসী থাকে, প্রাতে উঠিলে মুখে জল দিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। সে সময় টাট্‌কা দোয়া দুগ্ধ দিলে উত্তমই হয়। পরে ১০।১১ টার সময় অন্ন, ১।২ টার সময় কিছু জলযোগ ও অপরাহ্নে অন্ন বা রুটী। ইহাদিগকে অন্ততঃ চারি বার আহার দেওয়া বিধি।

দুগ্ধপোষ্য ভিন্ন আহার সম্বন্ধে একটী সামান্য নিয়ম সকলের পক্ষে হিতকর; পাকাশয়ের অর্দ্ধভাগ কঠিন দ্রব্যে, যথা, অন্ন রুটী ডাউল, সিকি জলীয় পদার্থে এবং বক্রী সিকি খালি বা বায়ু দ্বারা পূরণ করিলে পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওন সম্ভব। অভ্যাসে সকলই সহ্য হয়, কিন্তু অপাচ্য গুরুপাক ও অধিক খাদ্য, কাঁচা ফল, পচা সড়া মাংসাদি, অতিরিক্ত ঘি ও মসলা এবং অধিক রাত্রে ভোজন সকলের পক্ষেই বর্জ্জনীয়।

নিদ্রা।

জঠরস্থিত সন্তান গরমে থাকে। ভূমিষ্ঠ হওনের পর দেড় বা দুই মাস পর্য্যন্ত উহাকে তদ্রূপ গরম অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য সর্ব্বদা কোলে বা কাছে রাখিবা; পরে রাত্রে নিদ্রাকালীন উহাকে স্বতন্ত্র শয্যায় একটুকু অন্তরে রাখিলে ভাল হয়। এরূপ করিলে শিশুর নিয়ত মাই মুখে দিয়া থাকা ও যখন ইচ্ছা দুগ্ধ টানার অভ্যাস যায় ও মাতার প্রশ্বসিত দূষিত বায়ু তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় না এবং ঘুমের ব্যাঘাত না হওয়ায় প্রসূতী পুষ্টিকর দুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম হন। এতদ্ব্যতীত ইহা একটি স্বভাবের নিয়ম যে, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ব্যক্তিরা একত্র শয়ন করিলে অধিক বয়স্কেরা

অল্প বয়স্কদিগের তেজঃ বা উষ্মা কতক পরিমাণে হরণ করে এবং তজ্জন্য শোষোক্তেরা কৃশাঙ্গ ও দুর্ব্বল হয়। প্রাচীনদিগের যুবতী ভার্য্যা হইলে অল্প কাল সহবাসে বোধাকে বৃদ্ধার ন্যায় দেখায়। শিশুগণও উক্ত নিয়-মের অধীন জানিবা। বৃদ্ধা মাতামহির বা পিতামহির নিকট দুগ্ধপোষ্যকে রাত্রে শয়ন করান এবং অথর্ব্ব রুগ্ন বুড়া ঝির কোলে সর্ব্বদা শিশুকে রাখা সৎ পরামর্শ নহে। সুম বয়স্ক সহ ক্রীড়া করিতে এবং ৪।৫ বৎসরের হইলে মাতার নিকট অথচ স্বতন্ত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতে দেওয়া বিহিত।

প্রথম দুই মাস পর্য্যন্ত শিশুর ইন্দ্রিয় সকল শিথিল এবং কেবল আহার ও নিদ্রা প্রবল থাকে; তৎকালে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষাকৃত পাতলা থাকাতে ও শিশু এককালে অল্প পরিমাণে আহার করাতে, খাইবার পরক্ষণই নিদ্রা যাও-য়াতে হানিজনক হয় না। কিন্তু দুগ্ধ নামিলে সন্তান যখন এককালে অধিক খাইয়া থাকে, অথবা যথায় পেট ভরিয়া ঢোকা দুগ্ধ খাওয়ান পদ্ধতি, এমত স্থলে আহারের পরক্ষণই ঘুম পাড়ান অনুচিত। ভরা পেটে নিদ্রায় পরি-পাকের ব্যাঘাত জন্মায় এবং সেই কারণে সুনিদ্রাও হয় না। শিশুর মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠের দাঁড়া অপরিণত থাকায় উহাতে কোনমতে অধিক চাপ না পড়ে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এই জন্য তাহাকে দীর্ঘকাল চিত হইয়া শুইতে দেওয়া অবিধি। নিদ্রাকালে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করান কর্ত্তব্য। দক্ষিণের ফুস্‌ফুস বামের অপেক্ষা বৃহৎ, এই জন্য দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়ান বিধি। ইহার বিপরীতে শ্বাস কার্য্যের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত সম্ভব। এতদ্ভিন্ন সকলেরই উত্তরে বা পূর্ব্বে বা ঈশান কোণে শিয়র করা উচিত। হিন্দুরা সন্ধ্যা ও আহ্নিক পূজা উত্তর বা পূর্ব্ব মুখ হইয়া করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আছে—ঋষিগণ খামখেয়ালি নিয়ম প্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা জ্ঞানমান—মূর্খ ছিলেন না। পরাবিদ্যার বলে অনেক বিষয়ে অধিক বুঝি-তেন। পৃথিবী একটি বৃহৎ চুম্বক পাথর এবং সেই জন্যই পূর্ব্ব নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত ও ধাতুর বিকৃতি হওন সম্ভব।

দুই তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুদিগের মধ্যাহ্নে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিদ্রা বিধি। নিয়মিত সময় ভিন্ন যখন তখন কোলে দোলাইয়া ও গীত গাইয়া ঘুম পাড়ান সৎপরামর্শ নহে। বিদেশস্থ বাঙ্গালীরা শিশুগণকে

নিস্তব্ধ রাখিবার জন্য, অথবা উৎপাত ও সামান্য পীড়া নিবারণোদ্দেশে তাহাদিগকে আফিম ধরান। এ প্রথা যে কতদূর অন্যায় ও অমঙ্গলকর, তাহা বলা যায় না। সন্তান ও মাতার অস্বাস্থ্যকর বা অতিরিক্ত আহার হইতেই শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, এ বিধায়ে প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অনিদ্রার কারণ জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবা; যথা—মশা, মাছি, ছারপোকা, পীপিলিকা, শয্যার কুটা ধূলা সমস্ত দূর করা এবং পীড়া হইলে যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি। শিশুর নিদ্রার নিমিত্ত কোলে শয়নাবস্থায় দোলান বা নাচান, কান চাপড়ান, এবং এক ঘেয়ে সুরে "ঘুমপাড়ানি" প্রভৃতি অনুপ্রাস বিশিষ্ট সংগীত করার প্রথা দেশে প্রচলিত। অধিক বা অল্পাহার উভয়ই নিদ্রার ব্যাঘাতকারী। মাথা ঠাণ্ডা ও পায়ের পাতা গরম রাখা বিহিত। বড়দের মাথা গায়ে হাতবুলান বা টেপায় ঘুম আনে। উর্দ্ধদৃষ্টিতে এক মনে কোন বিশেষ শব্দ কিছুক্ষণ উচ্চারণ করিতে থাকিলে (প্রণব ৫০০ বা সহস্রবার আবৃত্তি করায় আহার ঔষধ দুইই হয়) মনস্কামনা প্রায়ই সিদ্ধ হয়। মোট কথা উদ্বেগ ও ভাবনা শূন্য হইলেই নিদ্রা হইয়া থাকে।

দুই প্রহর রাত্রের পূর্ব্বে ঘুম না হওয়া পক্ষে—আলুমিনা, কার্ব্বো, নক্স, পল্‌স, ফস্‌, রস্‌।

দুই প্রহর রাত্রের পর ঘুম না হওয়া পক্ষে—নক্স, আর্স, কফি, কাম্প, নাইট্রি আ, সিলিসা, সেপি, হিপর।

অনিদ্রা সহ ঝিমন—ওপি, কফি, কামো, পল্‌স্‌ ফস্‌, বেল, লাকাসি, সিলিসা।

অনিদ্রা—কাওয়া পান জন্য—নক্স, ইপি, ককু, কামো।

অনিদ্রা—চা পান জন্য—কফি, চিন।

অনিদ্রা—যথোচিত ঘাম না হওন জন্য—কাল্কা, গ্রাফাইট, নাইট্রি আ, সল্‌ফর, সিলিসা।

অনিদ্রা—অসহ্য গরম বোধ ও শয্যায় এগোড় ওগোড়—ভেরাট।

অনিদ্রা—পায়ের পাতা গরম জন্য—লাকাসি, আর্স, পল্‌স, লাইক, সিকেল।

অনিদ্রা—পায়ের পাতা ঠাণ্ডা জন্য—আম-কা, কার্ব্বো, গ্রাফাইট, সলফর; বরফবৎ ঠাণ্ডা পক্ষে—নাইট্রী আ।

অনিদ্রা—পেট অত্যন্ত বেদনা জন্য—আনা কার্ড।

—বাতিক বা স্নায়ুপ্রধান ধাতু পক্ষে—জেলস্, বেল, হাইয়স।

—বহু দিন—প্লাম্বম।

—বুক চাপা রোগ জন্য—আকন, নক্স, পলস্।

—বুক বেদনা জন্য—আকন।

—ভয় জন্য—আস, চিন, পলস্, সল্‌ফর।

—চোরের ভয় জন্য—আস, লাকাসি, সিলিসা।

—ভূতের ভয় জন্য—আস, পলস, সল্‌ফর।

—রক্ত গরম ও খস্‌খসে তাপ জন্য—কাষ্টিক, ব্রাই।

—রাত্রে, কিন্তু দিনে অধিক ঘুম—মার্ক।

—শরীর ঠাণ্ডা ও তৃষ্ণা জন্য—বোরাক্স।

—সারা রাত ও মাঝে মাঝে চমকান—মস্কস।

—সদা প্রস্রাব বেগ জন্য—ডিজিট।

—দুই প্রহর রাত্রের পর—রেণানকিউলস্।

—দুইটা রাত্রের পূর্ব্বে—কামো, গ্রাফাইট।

—৪টা রাত্রের পূর্ব্বে—কাষ্টিক।

—ভোরে অল্পকাল মাত্র নিদ্রা, কিন্তু উহা তৃপ্তিকর—ফ্লোরিক আ।

নিদ্রিত অবস্থায় সর্ব্বদা চমকান বশতঃ—ভাল নিদ্রার ব্যাঘাত—লেডস, হাইয়স।

আহারের ন্যায় নিদ্রা সকলেরই আবশ্যক। ইহা দ্বারা আমরা সুস্থ ও সবল থাকি। শিশু ও প্রাচীন ব্যক্তিরা অধিক ঘুমায়। স্তন্যপায়ীর ১৮ ঘণ্টা; দুই হইতে ষোল বৎসরের বালকের ১৪ হইতে ১০ ঘণ্টা এবং যুবকের ৮ ঘণ্টা-কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলে যথেষ্ট হয়। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট মহান্ আল্‌ফ্রেড দিবারাত্রিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার এক ভাগ নিদ্রায়, এক ভাগ আহার ও বিষয় কার্য্যে এবং এক অংশ মন ও আত্মার উন্নতি জন্য নিয়োজিত করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে এরূপ নিয়মে চলা শ্রেয়ঃ। দুঃস্থ

ব্যক্তিরা অনেক সময় পেটের দায়ে ১০।১২ ঘণ্টা অপেক্ষাও শারীরিক পরিশ্রম করেন এবং আত্মোন্নতির কালটা হয়ত নেশায় কিংবা অশ্লীল আমোদ বা ক্রীড়ায় কাটান—লেখা পড়া হইতে এক কালে বিমুখ থাকেন। ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ আট মাস ইয়ার্কিতে কাটাইয়া পরীক্ষার পূর্ব্বে অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ১০।১২ ঘণ্টা পড়া শুনা করেন এবং ঘুম নিবারণ নিমিত্ত অনেকে চা বা তমাক ব্যবহারে বাধ্য হন। বুদ্ধিমানেরা সিদ্ধমনোরথ হন বটে, কিন্তু পশ্চাতে ইহার নিমিত্ত হয় তো বিলক্ষণ রোগ ভোগ করেন। ইহার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ যথানিয়মে ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে সকল দিক বজায় থাকে। অনিদ্রা নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আঁকন—বিশেষ রক্ত প্রধান ধাতু পক্ষে। জ্বর বশতঃ অনিদ্রা। উদ্বিগ্নতা, ভয় ও দাঁত উঠা জন্য ঘুম না হওয়া। মুদ্রিত চক্ষু, কিন্তু ঘুম নাই এবং রোগী মাঝে মাঝে বলিতে থাকে আর আমি বাঁচিব না।

আমব্রা গ্রীসা—রাত্রিতে ঘুমের অভাব, কেন তাহা বুঝিতে না পারা।

ইগ্নে—শোক, বিরক্তি, মনোমালিন্য জন্য অনিদ্রা। ঘুমন্ত সব শুনিতে পাওয়া।

ওপি—ভয় বা আতঙ্ক জন্য অনিদ্রা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাড়াধিক্যতা। রাত্রে জাগরণ এবং ঘুমাইলে সর্ব্ব শরীর বা অঙ্গবিশেষের উৎক্ষেপণ নিবন্ধন নিদ্রা ভঙ্গ, পরে শেষ রাত্রে স্বপ্নবিশিষ্ট অতৃপ্ত ঘুম ও বেলায় উঠা।

কফি—বাতিকের আধিক্য বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম হয় না; শিশু খেলাইতে থাকে, এমত স্থলে ২০০ ক্রমের ঔষধ কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন। অতিরিক্ত আহ্লাদ বা রাত জাগা জন্য ঘুমে ইচ্ছার অভাব। সবুজ চা ব্যবহার জন্য অনিদ্রা। ইহাতে ফল না দর্শিলে—চিন বিধি।

কামো—অনিদ্রা, মাথাধরা, অস্থিরতা, পেট ফাঁপা ও কামড়ান জন্য কান্না, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ চিড়িক মারা বা চমকে উঠা, গাত্র তাপ, একটী গাল অপর গাল অপেক্ষা অধিক লাল, ক্রোধন স্বভাব ও ঘুমাইলে দুঃস্বপ্ন দেখা। মাতার অধিক কাওয়া পান জন্য নিজের ও স্তন্যপায়ীর অনিদ্রায় উভয়কে বা কেবল মাত্র জননীকে এই ঔষধ দিবা।

এই ঔষধে ফল না দর্শিলে কক্, বিশেষ যখন শরীর হাল্কা বা খালি খালি বোধ।

চিন—কোন পীড়া সারিয়া দুর্ব্বলতা জন্য ঘুম না হওয়া।

জেল্স—চক্ষুপাতা ভারি ও মুদিত, কিন্তু নিদ্রার অভাব, যদিই হয় তবে অতৃপ্তকর ও বিষয় কর্ম্মের স্বপ্নবিশিষ্ট। চা বা কাওয়া ব্যবহার জন্য অনিদ্রা।

নক্স—কাওয়া ব্যবহার, আহারের ব্যতিক্রম, যথোচিত ব্যায়াম অভাব, অধিক মানসিক চিন্তা ইত্যাদি কারণে ঘুমের ব্যাঘাত। ৩।৪ টা রাত্রে জাগ্রত হইয়া ২।৩ ঘণ্টার পর ঘুমাইয়া পড়া, তাহার পর নিদ্রাভঙ্গে শরীরের বিলক্ষণ গ্লানি।

পল্স—অধিক বা গুরুতর কিম্বা তৈলাক্ত আহার বা চিন্তা জন্য উদরাময় ও অনিদ্রা। প্রথম রাত্রে নিদ্রার অভাব, কিন্তু ভোরে ঘুম।

ইপি—অধিক বা গুরু আহার জন্য ঘুমের অভাব।

মস্কস—স্নায়বিক উত্তেজনা বা বাতিক বৃদ্ধি জন্য ঘুমের ব্যাঘাত (হাইয়স)।

বেল—কফিতে প্রতিকার না হইলে, অথবা মাইছাড়ান বশতঃ শিশুর অনিদ্রা, কিম্বা সে ঝিমায় অথচ তাহার নিদ্রা হয় না, বা অল্প ঘুমের পর চমকিয়া উঠিয়া কাঁদে, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল নিদ্রার ইচ্ছা, খেয়াল বা ভয় দেখা। সন্ধ্যা ও সকালে অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা জন্য ঘুম না হওয়া।

রিয়ম—পেট কামড়ান, ছেকৃড়া ও অম্লগন্ধযুক্ত ভেদ এবং অনিদ্রা।

লাইক—দিনে ঝিমন ও রাত্রে ঘুম না হওয়া।

ল্যাকাসি—ভ্রান্তি, ভোরে হৃৎকম্প, বাতিক বৃদ্ধি এবং সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করা, সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকা।

ষ্টাফিস—সমস্ত দিন ঘুম ঘুম, সারারাত্রি জাগা, সর্ব্বাঙ্গ কামড়ান ব্যথা।

ষ্ট্রাম—অতৃপ্ত নিদ্রা, শয্যায় সর্পাদি থাকা বোধে চমকান ও ঘুমের ব্যাঘাত।

সাইপ্রিপিডিয়ম—নিদ্রা না হওয়া বশতঃ বিলক্ষণ বলক্ষয়।

স্কুটেলারিয়া—অনিদ্রা, ঘুম হইলে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা।

হাইয়স—ঝিমন, চমকান, কেবল মাত্র রাত্রে কাশী জন্য অনিদ্রা।

শিশুদিগের রোগনির্ণয়।

হোমিওপেথি চিকিৎসায় ব্যাধি ও ঔষধের পরস্পরের লক্ষণের সৌসাদৃশ্য থাকিলেই উপকার দেয়। এই মতাবলম্বী ভিষকেরা বহুবিধ ঔষধ সুস্থ-শরীরে পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। রোগের সঙ্গে মিলাইয়া তাহা দিতে পারিলেই পীড়ার নাশ হয়। শিশুরা আপন আপন শরীরের অবস্থা বলিতে অক্ষম। এক মাত্র কান্না দ্বারা তাহাদিগের অন্তরের সকল কষ্ট প্রকাশ করে। এই নিমিত্ত ইহাদিগের রোগ নির্ণয়ার্থ বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। নূতন চিকিৎসকের স্বয়ং নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

১ অত্যন্ত গাত্র-তাপে জ্বর জানায়। তরুণজ্বরে গাত্র এককালে শীতল হয় না; হঠাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হওয়া কুলক্ষণ জানিবা। যথা হাম, গ্যানবসন্ত রোগে গুটি বাহির হওন কালিন হিমাঙ্গ হইলে সাংঘাতিক হওয়া সম্ভব।

নাড়ী—এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত নাড়ী অসমান বহে। তৎপরে উহার স্পন্দনের সমতা হয়। অবস্থাদর্শীদিগের ইহা জানা আবশ্যক যে, নিদ্রিতাবস্থায় ও স্বায়ংকালে স্পন্দন কম হয়। কান্না, ভয়, উদ্বিগ্নতা ও আহারের এবং শ্রমের পর এবং প্রাতে নাড়ীর স্পন্দন ১০০ হইতে ১৩০ শেরও অধিক হইয়া থাকে। ঐশ্বরিক বা স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা হৃৎপিণ্ড সংকোচিত হওয়ায় তথাকার রক্ত ধমনী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যপিয়া পড়ে। শিরা টিপিলেই দপ্ দপ্ করে। এই স্পন্দনকেই নাড়ী কহে। উহার গতি দ্বারা দেহের সুস্থতা অনুভব করা যায়। সচরাচর পুরুষের এক মিনিটে ৬৮ হইতে ৭৫, স্ত্রীলোকের ৭৪ হইতে ৮৫, বালকের ৮০ এবং অদন্ত দুগ্ধপোষ্যের ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। পীড়ায় উহার কম বেশী হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক স্পন্দন সহ গাত্রতাপ ও দ্রুত শ্বাসে জ্বর এবং ১৪০ অপেক্ষা বেশী নাড়ী টিপ টিপ করিলে আভ্যন্তরিক প্রদাহ জানিবা। ৮০ বা আরো কম এবং ক্ষীণ ও অসম স্পন্দনে ভয়াবহ দুর্ব্বলতা এবং নাড়ীর সূতাবৎ সূক্ষ্মতা ও অগণনীয় স্পন্দন আসন্ন মৃত্যু লক্ষণ বুঝিবা। রক্ত উর্দ্ধগ হইলে উহার গতি মৃদু হয় এবং সদা পরিবর্ত্তনশীল হইলে স্নায়বিক বা বাতিকের

পীড়া, সবিরাম জ্বর বা হৃদ্‌-রোগ বুঝায়। রোগ নির্ণয় জন্য সাহেব ডাক্তরেরা নানা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু নাড়ী পরীক্ষায় প্রাচীন বৈদ্যেরা অতুল্য।

জিহ্বা—সাদা লেপযুক্ত হইলে উদরের সামান্য বিশৃঙ্খলা; জর্দ্দা হইলে অন্ত্র ও যকৃৎ-প্রদাহ এবং পিত্তের অযথা সঞ্চার; পুরু লেপযুক্ত ও মাঝে মাঝে লাল লাল কাঁটাল (Scarlet) আরক্ত জ্বর; লাল এবং আগা শুষ্ক ও লাল হইলে অন্ত্রের অতিরিক্ত উপদাহ; মাঝে মাঝে লেপ হইলে পাকাশয়ের প্রদাহ; চক্‌চকে ও ফাটা হইলে অন্ত্রে ক্ষত বা ঘা হওয়া বুঝায়। জিবে ও মাড়িতে ঘা হইলে উদরাময় ও অজীর্ণতা; শুষ্ক ও গাঢ় পাটলবর্ণ হইলে পিত্তশ্লেষ্মা-বিকার; কাল, শুষ্ক, ফাটা ও কম্পিত হইলে বিকার এবং পাঁশুটেবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দুধের ন্যায় সাদা ফুস্‌কুড়ি ও জাড়ি ঘা যুক্ত হইলে পুঁতি জ্বর; ঔদরিক (Gastric) জ্বরে জিব ফুলা, সাদালেপ যুক্ত ও কিনারা কাঁটাময় হয়; এবং বদ্ধ মাতালের জিহ্বা ছুঁচ্‌লা ও কম্পান্বিত হইয়া থাকে এবং পেটের বা দাঁতের পীড়াও বুঝায়।

মুখের বদগন্ধ, ঢেকুর, পেট ফাঁপা ইত্যাদি উদরাময়ের চিহ্ন। শিশু বা মাতার অজীর্ণতা বা ঠাণ্ডী লাগার দরুণ সন্তানে ঐ সব উপসর্গ দেখা দেয়।

ক্ষুধা—বায়স-ক্ষুধা অর্থাৎ না চর্ব্বন করিয়া, যা পায় কাকের ন্যায় কোঁত করিয়া গেলা। কৃমি বা ক্লোম গ্রন্থীর পীড়ায় এইরূপ হইয়া থাকে। কুক্কুরবৎ ক্ষুধা বা ব্যগ্রতা সহ আহার করা, কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়া, অনেক সময় ইহা ফিতা কৃমির লক্ষণ। অক্ষুধা ও অরুচি, পেটের পীড়া, জ্বর, নেবা, (বিশেষ পুরাতন) রোগে এবং হাম বসন্তাদির পূর্ব্বাহ্নে অথবা অতিরিক্ত ঔষধ সেবন হেতুতে প্রকাশ পায়।

পিপাসা—প্রবল জ্বরে, পাকাশয় ও অন্ত্রের আমাশয়িক ঝিল্লির প্রদাহে, কখন বা উদরাময়ে, বিশেষতঃ ওলাউঠায় এবং বহুমূত্র রোগে অতিরিক্ত তৃষ্ণা হয়।

বমন—আহারের পরই শিশুকে নাচান বা তোলাপাড়া করা বা শয্যায় গড়ান, দাঁত উঠা, কষিয়া কাপড় পরা, অধিক বা গুরু আহার

এবং খাদ্য মধ্যে পোকা মাকড় থাকা, ইত্যাদি বিধায়ে বমি হয়। প্রসূতীর মনের উত্তেজনা কালে মাই দিলেই উহা প্রায় উঠিয়া পড়ে। হাম বসন্তের পূর্ব্বাহ্নে, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় অথবা পেটে কৃমি থাকিলে বমি হইয়া থাকে। স্থগিত কাশের প্রতি দমকে বা ক্ষেপে বমন হইতে পারে। বমন ও বাহ্যে এক কালে বন্ধ হইলে অন্ত্রের পথ রোধ বা অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ বুঝায়। অধিক বা গুরু আহারের দরুণ দুধ তোলা দেকৃড়া ছেকৃড়া হয়। এবং অম্ল বমনে জীর্ণতা ও কিছু মাত্র রূপান্তর না হইয়া অবিকৃত দুধ বমনে পাক-শক্তির এককালে সম্পূর্ণ হীনতার পরিচয় দেয়।

পেট—উদরী এবং প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিতে পেট ডাগরা হয়। অধিক আহার, বিশেষতঃ শাক পাতাড় ও তৈল ঘৃতাক্ত দ্রব্য আহার করিলে ও ব্যায়াম রহিত হইলে পেট মোটা বা ভুঁড়ি হয়। আমাদের দেশে এ রকম ভুঁড়ে লোকের বিশেষ আদর! ইহারা সামান্য শ্রমী নয়, ভাগ্যধর বড় মানুষ। অজীর্ণতায় পেট স্ফীত এবং বায়ু-পূরিত হইলে, ঘর্ষণে বিশেষ তেলে জলে মর্দ্দনে সমতা হয়। অন্ত্রের প্রদাহ জন্য পেট স্ফীত হইলে তথায় স্পর্শ করিলে লাগে। জ্বরকালিন পেট ফুলা কুলক্ষণ; তৎকালে জোলাপ দিয়া বাহ্যে করানর চেষ্টা করা গর্হিত—অনেক সময় মন্দ ফল অতি শীঘ্রই দেখা যায়।

সুস্থাবস্থায় মল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ থাকে। ফ্যাকাশে বা মেটে বর্ণের মল পিত্তের স্বল্পতা, কালবর্ণের মল পিত্তের আধিক্য বশতঃ হয়। শিশুর পাকাশয়ে অম্ল হইলে সবুজ, পেট ফাঁপিলে উহা ঈষৎ সবুজ হয়। এবং অন্ত্র প্রদাহে কিঞ্চিৎ আরক্ত স্বচ্ছ আম বেগ সহ ত্যাগ হয়। কখন ভেদ কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্লোম গ্রন্থির পীড়া হইতে উদ্ভব। এককালে কোষ্ঠবদ্ধ ও বমন, অথবা শাক ছেঁচানির ন্যায় হইলে মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়ের (Hydrocephalus) পূর্ব্ব লক্ষণ। অন্ত্রের যথা বিহিত শক্তির শিথিলতা জন্য মল কঠিন হয়।

পাতলা পুনঃ পুনঃ ভেদ—ইহা আহারের ব্যতিক্রম, ঠাণ্ডা লাগা, দাত উঠা ও কৃমি জন্য হইয়া থাকে। সবুজ পাতলা বাহ্যে—অম্ল ও পিত্তাধিক্য বশতঃ এবং সবুজ ও সাদা ভেদ—অজীর্ণতা ও পিত্ত জন্য; মল ও আম—অন্ত্রে

শ্লেষ্মা বা সর্দ্দি জন্য; চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায়—ওলাউঠার ভেদ; গ্যাঁজলাটে—অজীর্ণের ভেদ; কদর্য্য গন্ধের জলবৎ ভেদ—পুরাতন জ্বরে; কাল বর্ণের ভেদ—উপরিস্থিত অন্ত্রমধ্যে রক্ত সঞ্চয় জন্য; মেটে বর্ণের ভেদ—পিত্তের যথোচিত ক্ষরণাভাবে; পুনঃ পুনঃ বাহ্যে ও বেগ এবং আম ও রক্ত ত্যাগ—মলাশয়ের প্রদাহ বা আমরক্ত রোগে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ—জ্বর কাঠিন অন্ত্রের প্রদাহ, পিত্তের অযথা সঞ্চার, অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বা অন্ত্রের পথরোধ ইত্যাদি কারণে প্রকাশ পায়।

প্রস্রাব—স্বভাবতঃ ঈষৎ লাল্চে ও কিঞ্চিৎ ঝাঁঝবিশিষ্ট প্রত্যহ, সচরাচর পাঁচপোয়া ত্যাগ হয়। কিন্তু জ্বরে মূত্র গাঢ় ও ডগ্‌ডগে লাল; উদরাময়ে ও অধিক ঘর্ম্ম হইলে অল্প ও লাল; স্নায়বিক বা বাতিকের পীড়ায় পরিমাণে অধিক ও স্বচ্ছ। কৃমি রোগে দুধবৎ সাদা ও প্রচুর; নেবায় মেহাগ্‌নি কাষ্ঠের বর্ণ বা গাঢ় হল্‌দে; পিত্তের গোল হইলে কোন পাত্রে ধরিলে তলায় খাঁক্‌রি পড়ে; মূত্রাশয়ের পীড়ায় পরিমাণে অতিরিক্ত; মূত্রস্থালি বা মূত্রনালীর প্রদাহে প্রস্রাব বন্ধ বা অল্প মাত্রায় ফোটা ফোটা নির্গত, লাল ও গরম এবং তৎপ্রদেশ বেদনাযুক্ত; মূত্রস্থালির গ্রীবার দুর্ব্বলতা ও কৃমি জন্য অনিচ্ছাধীন (অসামাল) প্রস্রাব; এবং বাত রোগে প্রস্রাব ধরিয়া থিতুলে লাল তলানিও পড়ে। জ্বর কিছু দিনের হইলে প্রস্রাব প্রচুর হইলে ও তাহাতে তলানি পড়িলে সুলক্ষণ বুঝিবা।

নিঃশ্বাস—স্বভাবতঃ নিদ্রা বা বিরাম কালে, শিশু মিনিটে ২০।২৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। বুক উঠা নামায় উহা গণনা করা যায়। ইহার বিপর্য্যয় হইলে রোগ জানিবা।

দ্রুত নিঃশ্বাস, জ্বর বা কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহে হয়। জ্বরে মিনিটে ৪০।৫০ বার শ্বাস প্রশ্বাস; ইহাপেক্ষা অধিক হইলে ভয়াবহ প্রদাহের চিহ্ন। জ্বরের প্রথমে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস, হাম ও বসন্তের পূর্ব্ব লক্ষণ। শ্বাসখর্ব্বতা ও নাসিকার ঘন ঘন বিস্ফারণ ও চোপসান, বক্ষঃস্থলের প্রদাহ লক্ষণ এবং দুর্ব্বল বা মন্দ মন্দ শ্বাসের পর হঠাৎ অসমান প্রশ্বাস হইলে, ফুস্‌ফুসে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে জানিবা। গরম নিঃশ্বাস, জ্বর ও প্রদাহে; ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস, রক্তের মৃদু গতিতে এবং কোন যন্ত্রের জীবনী শক্তি বিনাশে ও চরমা-

বস্থায়; দ্রুত ও ঘন শ্বাস, বেদনা জন্য অথবা প্লুরেসি বা অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহে; ঘড়ঘড়ে নিঃশ্বাস, শ্বাস-নালীতে অধিক শ্লেষ্মা ও তথাকার প্রদাহে হয়। কেবল মাত্র বুকের পেশী দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ, পেটের প্রদাহে; অসম ও নাক ডাকাইয়া নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কের চাপ বা অতিরিক্ত আফিম সেবনে হয়; জ্বর ভিন্ন সাঁই সাঁই কষ্টকর নিঃশ্বাস, হাঁপানি কাশীতে; কর্কশ, স্বরভঙ্গ ও শিষ দেওয়ার ন্যায় শব্দ-বিশিষ্ট শ্বাস, ক্রুপ বা ঘুঙ্‌ড়ী কাশীতে; কদর্য্য গন্ধের শ্বাস—পেটের পীড়া, কৃমিরোগ ও জ্বরের শেষাবস্থায়; টক নিঃশ্বাস, পাকাশয়ে অম্ল জন্য; কষ্টকর নিঃশ্বাস অর্থাৎ [illegible]হের অভাব, অজীর্ণ জন্য; শ্বাস খর্ব্ব এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও কষ্টকর, ইহা ফুস্‌ফুসে রক্ত বা উহার চতুর্দ্দিকে জল সঞ্চার জন্য হইয়া থাকে; প্রশ্বাসকালিন হিক্কা, অন্তরাবর্ত্তন প্রদেশের কোন যন্ত্রের প্রদাহে দেখা দেয় ও পরেই ঐ যন্ত্রে পচা ধরিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। রোগের [illegible]বস্থায় নিঃশ্বাস শীতল ও দুর্গন্ধ হইলে সাংঘাতিক জানিবা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস।

মস্তিষ্কের পীড়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস, ফোস ফোঁস করা ও কান্না পক্ষে—ইগ্নে।

অধিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ও গোঁ গোঁ করা এবং ঠোঁঠ ও নাক হাজা পক্ষে—আরম ট, মর আ।

ঘুমন্ত ঘোঁত ঘোঁত করা—লাইক।

শ্বাসনালীর প্রদাহকালিন দ্বিতীয় দিবসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ও বিলাপ পক্ষে—কুপ্রম।

দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিলাপ, ভয়ানক খেয়াল বা দৃশ্য দেখা ও হাঁটু লট্‌পট্‌ করা পক্ষে—পল্‌স।

কান্না।

ক্রন্দনই শিশুর বল। উহা এক প্রকার তাহার বাক্য। উহা দ্বারাই সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে। অবিবেচক নব প্রসূতী শিশু কাঁদিলেই মাই মুখে দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু সুবোধ প্রবীণারা শিশুর চেহারা দৃষ্টে রোদনের কারণ নিশ্চয় করেন, সুতরাং তদনুযায়ী কার্য্য দ্বারা তাহাকে যাতনা হইতে মুক্ত করেন। সন্তান উর্দ্ধে পেটের দিকে পা তুলিলে, পেট কামড়ান; মুখে অঙ্গুলি কিংবা হাত পূরিলে বা মাই-বোঁটা কামড়াইলে, দাঁত উঠা; কাশীতে কাশীতে কান্নায় বুকে ব্যথা বুঝায়। কান লাল ও ফুলা এবং তথায় হাত লইয়া গেলে ভয় পাওয়া ও কান্না, ইহা কান কামড়ান এবং তন্মধ্যে পূয়ের লক্ষণ। ভেদ হওয়া ও মাঝে মাঝে মলদ্বারে হাত দেওয়া এবং থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌ড়িয়া উঠা, ইহা ক্ষুদে ক্রিমির লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন কাশী, ঢেকুর, স্বর পরিবর্ত্তন, নিদ্রা কম বেশী হওয়া, ঘুমন্ত চমকান ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া বিজ্ঞেরা যথোচিত ব্যবস্থা করেন। সহজেই কেহ শিশুর কান্না সহ্য করিতে পারে না,তাহাতে সর্ব্বদা ও দীর্ঘ চেক্‌ড়ানয় শিশুর মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয় এবং গোঁড় বা অন্ত্র বৃদ্ধি হওন সম্ভব। সে বিধায় কান্না নিবারণের উপায় চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বহু পরীক্ষার পর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি শিশুর বিবিধ প্রকারের কান্না, চীৎকার ও চেক্‌ড়ান পক্ষে বিশেষ উপকারী বোধে অবধারিত হইয়াছে। সদৃশ ঔষধে প্রতিকার হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে অধিক ব্যবহার্য্য গুলি বড় বড় অক্ষরে দেওয়া গেল।

আকন—জ্বর, কান্না, অনিদ্রা। নিয়ত কান্না ও অস্থিরতা (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে)। দাঁত উঠা কালিন—খেলায় না; সর্ব্বদা অসুখী থাকে; মাই, আঙ্গুল, ঝিনুক বা চুষি কামড়ায়; ঘুম ভাঙ্গার পর কাঁদে; এ অবস্থা। প্রস্রাব বন্ধ এবং কান্না ও অস্থিরতা।

আণ্ট ক্রু—শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলা।

আপিস—হঠাৎ ও নিদ্রাকালিন চেক্‌ড়ান, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অধিক, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে কিছুই নহে, অধিকন্তু—জ্বরে।

আর্ণিকা—রাগ বশতঃ কান্না ও কাশী। কাশীকালিন এবং উহা আসিবার আতঙ্কে কান্না।

আর্স—মাই খাওয়া বা আহারকালিন, বা তৎপরে কান্না।

আলুমি—বিনা কারণে হঠাৎ খানিক কান্না।

ইগ্নে—চীৎকার ও ঘুম ভাঙ্গা এবং সর্ব্বশরীর কাঁপা।

ইথুসা—যেন পেট ব্যথার দরুণ কান্না ও সর্ব্বদা জল চাওয়া।

ইপি—হাতের মুঠা মুখে দিয়া কান্না থামা, বদন পাঙ্গাস ও শরীর ঠাণ্ডা।

ওপি—আক্ষেপকালিন বা পূর্ব্বে ক্রন্দন। চীৎকার, কাঁপুনি, হাত পার চিড়িক্ মারা।

কফি—বিরক্তি বশতঃ হঠাৎ ঘুমভাঙ্গার দরুণ কান্না। সামান্য কারণে কান্না, আবার হঠাৎ হাসি এবং পুনরায় ক্রন্দন।

কলসি—পেটব্যথা জন্য শরীর দোমড়ান ও কান্না, পেট চাপায় স্বস্তি।

কল্‌চি—(আমরক্তে) মলাশয়ে ও মলদ্বারের যাতনা নিমিত্ত কান্না।

কামো—(বিশেষ ১২ ক্রমের) কোলে করিয়া বেড়াইলে শান্ত হয়, শোয়াইয়া দিলেই কান্না ধরে ; অথবা পেট ফাঁপা ও কামড়ান, সাদা সজাটে ভেদ, কান্না, অনিদ্রা, দড়্‌কা।

কাম্ফর—কান্না ও কোলে লুকান—সব বিষয় কুভাবে লওয়া ও বিরক্তি প্রকাশ।

কাল্কা—যতই সান্ত্বনার চেষ্টা কর ততই কান্না বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী ক্রন্দন।

ক্যালী—ঘুমন্ত কান্না ও এগোড় ওগোড় করা।

কুপ্রম—তীব্র চেক্‌ড়ান, চীৎকারকালিন দম আটকান সহ পেটব্যথা ও আক্ষেপ।

জিঙ্ক—থাকিয়া থাকিয়া কান্না, অচেতন, কাষ্ঠবৎ শক্ত বিশেষ। (Scarlatina) আরক্ত জ্বরে। মস্তিষ্কের পীড়ায় ঘুমন্ত বা ঘুম ভাঙ্গার পর চেক্‌ড়ান, লাফান ও মাথা ঘস্‌ড়ান।

জোলাপা—কান্না, অনিদ্রা ও অতিশয় পেট কামড়ান, কিন্তু এক কালে বাহ্যের অভাব বা রক্তমিশ্রিত মল ত্যাগ। সারারাত অস্থিরতা ও কান্না এবং সমস্ত দিবস ভাল থাকা।

ডল্কা—কামো সদৃশ লক্ষণ, বিশেষ কফাংশ ধাতু পক্ষে; দাঁত উঠিবার সময়, চক্ষু উঠা থাকিলে এবং যাতনাজন্য বাহুল্য ক্রন্দন।

নক্স—পেটে বায়ু সঞ্চয়, পেটব্যথা দরুণ পা উপর দিকে তোলা বা অণ্ডকোষ শিট্‌কুনি, কোষ্ঠবদ্ধ ও দম্‌কা কান্না।

পড—দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ ও কান্না।

পল্‌স—অতিরিক্ত বা গুরুপাক খাদ্য আহার বশতঃ পেটফাঁপা, ব্যথা, ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা ও কান্না; সর্ব্বদা বিলাপ ও নিয়ত কান্না।

বেল—বিশেষ কারণ অভাব, অথচ বায়না ধরিয়া সদাই কাঁদা, ও অনিদ্রা; অথবা এক দমে দীর্ঘ ক্রন্দন। সামান্য দ্রব্য না দিলে চেক্‌ড়ান, মিষ্ট কথায় আরো চটিয়া উঠা, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত বা সংকোচিত হওয়া ও ঘুমন্ত চমকান। হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা আবার হঠাৎ শান্ত হওয়া, যেন কিছুই হয় নাই। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ও প্রচণ্ড দড়্‌কা (এমত স্থলে আকন ও ব্যবহার্য্য)।

বোরাক্স—মাই ধরে না ও কান্না, ঘুমন্ত চম্‌কান, একগুঁয়ে। নিম্ন হইতে উচ্চ স্থানে যথা, দোলায় লইয়া গেলে, যেন পড়িয়া যাইবার আতঙ্কে শিশু নিকটস্থ বস্তু জড়াইয়া ধরে।

ব্রাই—জ্বরকালিন নড়া চড়ায় কান্না ও হাত মাথার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া বা বালিসে মাথা গোঁজ্‌ড়ান।

রিয়ম—অনিদ্রা, পেট কামড়ান জন্য চিৎকার, কোঁত্‌পাড়া কিন্তু বাহ্যে না হওয়া বা টক ও ধূসর বর্ণের মল পরিত্যাগ এবং উহা ত্যাগে যাতনার সমতা না হওয়া।

লাইক—প্রস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে চিৎকার এবং ত্যাগে যাতনা যাওয়া।

ষ্টানম—পেট ব্যথা জন্য কান্না, স্কন্ধে শিশুকে শোয়াইলে বা তাহার পেট চাপিলে স্বস্তি বোধ ও শান্ত হওয়া।

ষ্ট্রাম—দিন রাত কান্না সহ হুপিং কাশী। যেন কোন ভয়ঙ্কর পদার্থ সম্মুখে আছে, সেই জন্য আতঙ্ক।

সল্‌ফার—ছিঁচকান্না, রাত্রে অধিক এবং অস্থিরতা ও কাশী। অকারণে চিৎকার—কিছুতে থামে না, মাথা ঘস্‌ড়ান, ঠাণ্ডা স্থানে যাওয়ায় কষ্টের লাঘব ও স্থিরতা।

সিকুটা—কান্না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেড়াবেঁকা হওয়া।

সিনা—ঘুমন্ত চেকড়ান। হাত ধরিয়া বেড়ানয় অতিশয় কান্না।

সিলিসা—শিশু সহ কথা কহিলেই তাহার কাঁদিয়া ফেলা।

কষ্ট হইলে শিশু কাঁদে। ক্ষুধা, দীর্ঘকাল এক পেশে থাকা, অধিক বস্ত্রে আবরণ জন্য শরীর গরম হওয়া, শয্যায় মল মূত্র বা কাঁকর থাকা, পিপীলিকা, মশা, মাছি ও ছারপোকা কামড়ান, এই সকল সর্ব্বাগ্রে দেখা ও তাহার প্রতিবিধান করা উচিত। মাতার রোগ বশতঃ সন্তানের পীড়ায় প্রসূতীকে ঔষধ ও সুপথ্য এবং যন্ত্রণা জন্য শিশু অধিক ক্রন্দন করিলে তাহাকেও ঐ ভেষজ দিবা।

ঔষধ সেবনের প্রণালী।

স্তন্যপায়ী শিশুরা অনেক সময় মাতার পীড়ায় পীড়িত হয়। কেবল জননীকে যথা বিহিত ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিলে, সন্তান অনেক সময় নিরাময় হইয়া থাকে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে উভয়কেই এক ঔষধ দিবা। সর্ব্ব প্রথম রোগের কারণ, যথা, অপরিমিত আহার, হিম লাগা, জলে ভেজা, আঘাত লাগা, রাত্রি জাগরণ, ভয়, শোকাদি মনের সমতানাশক অবস্থা প্রাপ্তি, ইত্যাদি কোন্ কারণে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হইবা, তৎপরে উপসর্গ সমুদায় অনুধাবন করিবা এবং সর্ব্বশেষে [illegible] ঔষধ অধিকাংশ লক্ষণে মিলে তাহাই ব্যবস্থা করিবা। রোগ সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ঔষধে প্রতিকার না হইলে, নিশ্চয়ই জানিবা যে, [illegible] ধাতু বিকৃত হওয়াই ইহার মূল কারণ; [illegible]ত স্থলে ধাতু প্রকৃতিস্থ [illegible] (Anti-psoric) ঔষধ দুই এক মাত্রা দিবা। পরে সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে [illegible] দেখিতে [illegible]বা। পুরাতন বা দীর্ঘকালস্থায়ী রোগেই এরূপ করিতে হয়; তরুণ [illegible]ধিতে প্রায়ই উহার আবশ্যক হয় না। চিকিৎসক রোগীর সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থা নিজে পরীক্ষা করিবেন। শিশু সম্বন্ধে বাহিরে যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়া, মাতার মুখে সমস্ত শুনিয়া, দরকার মতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করা বিধেয়। কিন্তু সকল সময়ে

মাতার সকল কথাই পূর্ণ বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। স্নেহ বশতঃ অপত্যকে শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় দেখিবার আশয়ে মাতা হয় তো তিলকে তাল করেন, ভাবেন যে বাহুল্য বর্ণনে আরও ভাল ঔষধই দিবেক। কোথাও বা ইহার বিপরীত ঘটে ; পাছে ঠিক ঠিক বলিলে সন্তানের ও নিজের স্নান আহারের কট্ কেনা ঘটে, এই আশঙ্কায় অনেক মাতা কোন কোন উপসর্গ ঢাকিয়া রাখেন। এই সকল জননীর "লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়" এই প্রাচীন বচনটী শিরোধার্য্য। এই কারণে হয় তো নিজ নিজ সন্তানকে কুপথ্য দিতে কিন্তু করেন না। এই উভয় সঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত ইহাদের বাক্য গ্রহণ করেন। অধিক বয়স্ক রোগী নিজে সব বলিতে পারে, সুতরাং সে স্থলে বিশেষ সুবিধা। কিন্তু এ চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ার্থ অনেক সময় লাগে। নাড়ী টিপিয়া, "জিব দেখ্লাও এবং ঝাড়া কেয়াসা", ২।৩ প্রশ্ন করিয়া কাগজ কলম লইয়া ঝড়াৎ করিয়া প্রেসক্রিপসন লিখিয়া দর্শনীটী সংগ্রহ করিয়া পীঠটান দেওয়া হোমিওপেথিতে চলে না। পীড়িতের নিকট কখন কখন দীর্ঘকাল বসা আবশ্যক। লক্ষণসকল বিশেষরূপে দেখিতে হয়। খানিক বসিয়া দেখা উচিত যে, এক পা গরম অপর পা ঠাণ্ডা কি না, বা অঙ্গসকল কিয়দংশে উষ্ণ, কিংকিৎশ শীতল কি না, ইত্যাদি। শরীরাপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট পদার্থ এবং মনের বিশৃঙ্খলাই অনেক ব্যাধির মূল কারণ, সেই নিমিত্ত মহাত্মা হানিমান ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতেন। রাগ দ্বেষ ভয় হিংসাতে কত অনিষ্টই করে এবং ইহাদের হইতে কত উৎকট ব্যাধি, অধিক কি, আত্মহত্যা পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। কত শান্ত প্রকৃতির লোক রোগে উগ্র স্বভাববিশিষ্ট এবং কত রাগী লোক রোগে মাটির মানুষ হইয়া পড়ে। মনের অবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবা। সাহেবগণের অনুকরণ করিয়া রোগ সম্বন্ধে তিথি নক্ষত্র বার, এক কালে অগ্রাহ্য করা সুবোধের কার্য্য নহে। মৎস্যাদি জলচরের ন্যায় আমরাও যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হই, এ কথা আনুমানিক বা কাল্পনিক নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। পীড়িতের ধর্ম্ম, বয়ঃক্রম, জাতি, বাসস্থান, ব্যবসা, আহার, পরিধান, ব্যবহার, ধাতু, স্বভাব—পরে পীড়ার কারণ, উপস্থিত উপসর্গ, অল্প

কোন মতের ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে কি না, এ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যথাবিহিত তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ মিলাইয়া দিবা। এরূপ করাতে প্রথম প্রথম অনেক সময় যায় যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে অধিক ফল ও ক্রমে বহুদর্শন জন্মে। ইহার বাঁধা গত নাই। ডাক্তারেরা যাহা বুঝেন করুন, কিন্তু বিষয়ী চিকিৎসকের পক্ষে যথাবৎ স্বভাবের অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন এবং অসিদ্ধ হইলেও মনঃ-ক্ষোভ হইবে না। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী গল্প এ স্থলে উল্লেখ করি। তাঁহার পরমাত্মীয় সুবিজ্ঞ, তেজস্বী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ এবং উদার-স্বভাব জনৈক বাঙ্গালি ডাক্তার দ্বন্দ্বজ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশেষ যত্ন সহ দেখিতেন। আপনার অর্থের বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার এবং রাত্রি জাগরণ করিয়াও পীড়িতের কাছ ছাড়া হইতেন না। কথনও কথনও তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। এবং সেইরূপ ঘটিলে বাসায় আসিয়া ডাক্তরী পুস্তক ওলট পালট করিয়া যদি কোন অংশে আপন কিঞ্চিৎ ভ্রম অনুভব করিতেন, তাহা হইলে বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া এমত অনিশ্চিত ব্যবসা ও জহ্লাদ-বৃত্তি আর অবলম্বন করিবেন না স্থির করিয়া, ঘরে নির্জ্জনে থাকিতেন। পরে পেটের দায়ে এবং সুহৃদ্গণের উত্তেজনা ও অনুরোধে পুনর্ব্বার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আলোপ্যাথরা এক স্কাপে অনেক গুলি ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহার অধিকাংশ কম বেশী বিষাক্ত। তবে বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে উহাদের বিশেষ ফল দেখা যায়। কিন্তু অনেক স্থলে রোগ-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। শত জনের মধ্যে দুই জনকে ঐরূপ ক্ষমতাবান দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক ভেষজ না পড়িলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিলক্ষণ অপকার সম্ভাবনা। এমত স্থলে অভ্যাস দরুণ মুর্দ্দাফরাসের ন্যায় কঠিন হৃদয় ব্যক্তি ভিন্ন কোন দয়ার্দ্র চিত্ত এ ব্যবসা অবলম্বন করিবেন? কিন্তু মহাত্মা হানিমান তাঁহার অভিনব মতের আবিষ্কার করিয়া কি মহৎ কার্য্যই সাধিয়াছেন। রোগের উপসর্গের ন্যায় সুস্থদেহে পরীক্ষিত ভেষজের সদৃশ-লক্ষণ থাকিলে তাহা ব্যবহারে নিরাময় হয়, ইহা স্বভাবের অকাট্য নিয়ম। এ মতের চিকিৎসকের রোগ নিরূপণের বিশেষ আবশ্যকতার অভাব। যাতনাগুলি অতি নির্ব্বোধেও বুঝিতে সক্ষম। সদৃশ-

লক্ষণযুক্ত কোনও একটী ঔষধ দেও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সকল কষ্টের মুক্তি হইবে, তোমার আর কি চাই?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ন্যায় হোমিওপ্যাথ হইতেন, সুতরাং তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না।

কোন কোন ঔষধের পরস্পর লক্ষণের এত নৈকট্য দেখা যায় যে, তাহাদিগের বাছনি করিয়া প্রয়োগ করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষ নূতন চিকিৎসকের এমত স্থলে ভারি গোলমাল লাগে। বিজ্ঞেরা বহু দর্শনের পর ঔষধ বিশেষের দুই একটী গুণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত ভেষজকে অনায়াসে পৃথক করিতে সক্ষম হন। যেরূপ যমজ ভাই ভগ্নী মধ্যে অবয়বের তাদৃশ বিভিন্নতা থাকে না; কিন্তু টেরা, নাক লম্বা, কপালে আঁচিল, বর্ণ কটা প্রভৃতি বাহ্যিক চেহারা; অথবা রাগী, কুরূচট, শান্ত প্রভৃতি মানসিক গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা আমরা সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া জানি; এবং কেবল সেই গুণটী মাত্র উল্লেখ করিলেই এক এক জনকে চিনিতে পারি; ঔষধ সম্বন্ধে তদ্রূপ জানিবা। যত দূর পারিয়াছি এই প্রবন্ধে ঔষধ সকলের বিশেষ গুণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছি; তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ভেষজ প্রয়োগ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

অন্য অন্য চিকিৎসা প্রণালীতে ৪।৫ রকম ঔষধ একত্র করিয়া রোগীকে খাওয়ান হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথেরা সচরাচর এক সময়ে একটির অধিক রোগ-নাশক দ্রব্য ব্যবহার করেন না। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কখন কখন দুইটী ভেষজ ইঁহারা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু একত্রিত উদরস্থ হইলে পাছে অন্তরে ইহাদের গুণান্তর হয়, এই আশঙ্কায় ঔষধদ্বয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে রাখা হয়, কোন ক্রমে একত্র মিশান হয় না, পরে ব্যবস্থানুসারে অল্প বা দীর্ঘকাল অন্তর একটীর পর অপরটী দেওয়া হয়। অতঃপর যেখানে "পর পর দিবে" বলা যাইবে, সেখানে উপরিউক্ত ভাব বুঝিতে হইবে।

হোমিওপেথিক ভেষজ স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। এ চিকিৎসায় আনন্ত ধাতু বা উদ্ভিজ্জ প্রায়ই ব্যবহার হয় না। কোন ঔষধের কণামাত্র লইয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দুধের চিনি প্রভৃতি নিস্তেজ অবিষ

পদার্থ সহ দীর্ঘকাল মর্দ্দন ও ঘর্ষণ করিলে ইহাদিগের প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়। আবার উহার অণুমাত্র লইয়া পূর্ব্বমত দুধের চিনি সহ মাড়িলে দ্বিতীয় ক্রমের হয়। এইরূপ সহস্রাধিক ক্রমের ঔষধ আছে। বৈদ্য-দিগের পোরের ন্যায় ইহাদিগের ক্রমের যতই আধিক্য হয়, ততই জড়-পদার্থের ন্যূনতা ও বিষাক্ত-শক্তির-হ্রাসতা হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে রোগ নাশ করিবার শক্তিও বাড়ে। সকল ক্রমের ঔষধই ব্যবহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের ভিন্ন ভিন্ন গুণ; অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারিলে সকলগুলিতেই উপকার দর্শে। মজ্জাগত, স্নায়ু সম্বন্ধীয় এবং পুরাতন পীড়ায় উচ্চ ও মধ্যম ক্রমের ঔষধ দেওয়া বিধি। তরুণ রোগে ও শিশু পক্ষে নিম্ন ক্রমের সচরাচর প্রয়োগ হয়। এক হইতে ২৯ ক্রমকে নিকৃষ্ট, ৩০ হইতে ১৯৯ মধ্যবিত এবং ২০০ ও তদূর্দ্ধ হইলে উচ্চ ক্রমের কহে। শিশু ও বালক পক্ষে সচরাচর গাছ গাছড়া ৬ ক্রম এবং ধাতু ১২ বা ৩০ ক্রমের দেওয়া বিধি। এই পুস্তকের যথায় ক্রমের উল্লেখ না থাকিবেক, তথায় উল্লিখিত ক্রমের ঔষধ বুঝিয়া লইবা।

অনুবটিকা, বটিকা, গুঁড়া ও আরক, সচরাচর এই কয় প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। শিশুদিগকে এককালে এক অনুবটিকা দিলে যথেষ্ট হয়। আরকের এক বুঁদ বা ফোটা বয়ঃক্রমানুসারে ৩ হইতে ৬ মাত্রা করিবা। সামান্যতঃ ছয়টা অনুবটিকা বা ২টা বটিকা বা ৩ ধান গুঁড়া বা এক ফোটা আরকে ৬ ঝিনুক বা পলা পরিস্কার জল দিয়া কাচের বা পাথরের বাটীতে খানিক রাখিয়া, পরে তাহা ঝিনুক দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া এক ঝিনুক মাত্র এক একবারে খাওয়াইবা। গুঁড়া কি শুষ্ক অনুবটিকা দেওয়া আবশ্যক হইলে কোন ক্রমে হস্তের দ্বারা উহা স্পর্শ করিবা না, পরিস্কার কাগজে করিয়া মুখে দিবা। চোয়ান জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তৎপরে সিদ্ধ জল, নিদান পক্ষে পরিস্কার জলে ঔষধ ফেলিবা। যথায় ঔষধ গলাধঃকরণের উপায় নাই, তথায় ঔষধের শিশির ছিপি খুলিয়া বা তুলায় আরক ফেলিয়া নাসিকারন্ধ্রে মধ্যে মধ্যে ২০।৩০ সেকেণ্ড ধরিলে উপকার দর্শে। অথবা ঐ গুঁড়া, বড়ি বা আরকের জল, জিব ঠোঁট বগল প্রভৃতি কোমল স্থানে ঘর্ষণ বা মালিস করিবা। ঔষধ জলে ফেলিলে

শীতকালে ৩ দিবস, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ৪৮ ঘণ্টার অধিক রাখা উচিত নহে। ইহার অতিরিক্ত কালে গুণের বিকৃতি হওন সম্ভব।

ঔষধ সেবনের নিয়ম।

একটা ঔষধে প্রতিকার না হইলে অপর একটী দেওয়া বিধি। পুরাতন রোগে সপ্তাহ, অন্ততঃ ৩।৪ দিবস, ঔষধের ফল প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত নব বা তরুণ ব্যাধি আশুসংহারক নহে, যাহার উপসর্গ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাতে একটী যোগ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবা। এই কাল মধ্যে কিছু মাত্র অবস্থার অন্তর না হইলে, অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি, কিছুই হইতেছে না বুঝিলে, উহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ দিবা; বা প্রথম ভেষজ তখনও রোগের উপসর্গ সদৃশ থাকিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় ঔষধের উভয়কে পর পর ব্যবহার করিবা। কিন্তু ভয়াবহ অসহ্য-যন্ত্রণাদায়ক সাংঘাতিক, ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল উপসর্গবিশিষ্ট পীড়া সম্বন্ধে ঔষধ পরিবর্ত্তনের কোন নিয়ম খাটে না। ঘন ঘন তিন চারিবার খাওয়াইয়া কোন ফল দেখিতে না পাইলে, লক্ষণ সদৃশ অপর কোন ঔষধ দিবা, তাহাও পূর্ব্বমত ব্যবহারে নিষ্ফল হইলে, অন্য ভেষজ ব্যবহার করিতে সংশয় করিবা না। এই সমস্ত সাধারণ নিয়ম; স্থান ও অবস্থা বিশেষে ইহার অন্যথা হয়।

পুরাতন রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার, বড় জোর দুই বার, ঔষধ দেওয়া বিধি; তাহাও প্রত্যহ দেওয়া আবশ্যক নহে। দুই তিন দিবস এইরূপ দিয়া তিন চারি দিবস বন্ধ রাখিবা, পরে বিবেচনা মতে ঐ বা অপর কোন ঔষধ দিবা; হোমিওপেথিক বটিকা ও অনুবটিকা ময়দা ও দুগ্ধের চিনি দিয়া প্রস্তুত হয়; উহাতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আরক মাখাইলেই উহারা ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ হয়। চিকিৎসকের নিকট কতকগুলি ঔষধ-অমিশ্রিত বটিকা রাখা উচিত। যথায় ঔষধের প্রয়োজনাভাব, অথচ রোগী বা তাঁহার আত্মীয়-গণ ঔষধের প্রয়োজনাভাব শুনিলে অসন্তুষ্ট হন, তথায় তাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্য শুদ্ধ সাদা ঔষধ-অমিশ্রিত বটিকা দেওয়া বিধেয়। একমাত্রা উপযুক্ত

ঔষধ খাইয়া বহুদিবসের রোগ এককালে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। আবার পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর বাতিকের পীড়া এবং স্নায়ু-প্রধান * ধাতুতে, উপর্য্যুপরি এক সপ্তাহ ঔষধ সেবনে তদ্ব্যাধি তিরোহিত হইয়া অপর ভয়াবহ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, চিকিৎসকের এটী সর্ব্বদা মনে রাখা অতীব কর্ত্তব্য। সাংঘাতিক বা কষ্টদায়ক পীড়ায় যতক্ষণ না যন্ত্রণার সমতা হয়, ঘন ঘন ঔষধ দেওয়া বিধি। আবশ্যক হইলে এক, অর্দ্ধ বা সিকি ঘণ্টা; কখন কখন দুই, পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। সামান্যতঃ তরুণরোগে দিনে তিন চারি বার মাত্র খাইতে দিবা। এই প্রবন্ধে যথায় কোন বিশেষ উল্লেখ নাই, তথায় এই নিয়মেই ঔষধ খাওয়াইবা। নব প্রসূতদিগের সচরাচর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে এক মাত্রা দিলে যথেষ্ট হয়, তবে তেমন প্রয়োজনে অধিক বার দেওয়া যাইতে পারে।

অভুক্ত অবস্থাই ঔষধ খাইবার উত্তম কাল; ঔষধ খাওয়াইয়া খানিক ক্ষণ কিছু খাইতে না দেওয়া পরামর্শ। যথায় তিন চারি বার ঔষধ খাও-য়াইতে হয়, আহারের দেড় বা দুই ঘণ্টা পরে দিবা। নক্সভমিকা প্রাতে, ও ইগ্নেসা অপরাহ্ণে দেওয়া অবিধি। তবে নিতান্ত প্রয়োজন পক্ষে কোন নিয়মই খাটে না। কটু ঘ্রাণবিশিষ্ট দ্রব্য নিকটে রাখিবে না। পাথর বা কাচের বাটীতে ঔষধ রাখিবা। আমাদিগের সর্ব্বশেষ বক্তব্য এই যে, হোমিওপেথিক চিকিৎসায় ঔষধ নির্ণয় করাই কঠিন কার্য্য। স্থির চিত্তে রোগের উপসর্গ সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগে যে ব্যক্তি সক্ষম, তিনিই অধিকতর কৃতকার্য্য হন। ইহাতে অধিক বিদ্যা, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই, কেবল মনোনিবেশ, যত্ন, শ্রম ও একাগ্রতা থাকিলেই ফল লাভ হয়।

এক ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের ভিন্ন ভিন্ন গুণ সর্ব্বদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন সুবিজ্ঞ হোমিওপেথিক চিকিৎসকের বিশ্বাস যে, যে কোন ক্রমের ভেষজ হউক না কেন, রোগসাদৃশ্য হইলেই তাহাতে উপকার দর্শিবে। হানিমান সচরাচর ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিতে কহেন।

* নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামিনী এবং বেগবতী, ইন্দ্রিয় সকল অতি তীক্ষ্ণ এবং সামান্য কারণে উহাদিগের উদ্দীপকতা জন্মে, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্টকে স্নায়ু-প্রধান বা বাতিকের ধাতু কহে।

নাই পচা।

ভাল রূপ কাটা না হওয়ারই দরুণ নাই পচিয়া তথা হইতে পূয পড়ে এবং দীর্ঘকাল ঐরূপ থাকিলে দড়্কা হইতে পারে। কর্ত্তৃ-পক্ষেরা নারিকেল তৈল গরম করিয়া ঐ স্থানে লাগান। ঔষধ প্রথম প্রথম নক্স, তাহাতে না সারিলে ভেরাট। পেটের পীড়া থাকিলে কামো; পূয পড়িলে সল্ফর এবং সপ্তাহ মধ্যে উহাতে না সারিলে সিলিসা।

বুক সাঁই সাঁই করা।

কোন কোন সদ্য প্রসূতের বুক বা শ্বাস-নালীতে শ্লেষ্মা জমিয়া গলা সাঁই সাঁই করে। শ্বাসত্যাগের বা চিৎকার করিয়া কাঁদিবার সময় কখন কখন ঐ শ্লেষ্মা বাহির হইয়া পড়ে। ক'ড়ে আঙ্গুল বা নেকড়া দিয়া উহা মুছাইয়া লইবা। কখন কখন প্রথম শৌচ পর্য্যন্ত ইহা অবস্থিতি করে। ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল থাকিলে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ এক মাত্রা এক অম্বুবটিকা ইপিকাকুয়ানা দিবা। ৬।৮ ঘণ্টা মধ্যে কোন প্রতিকার না বুঝিলে এক মাত্রা মার্ক্ রিয়স্ দিবা।

সিয়নোসিস্ বা নীলরোগ।

ভূমিষ্ট হইবার কিছুদিন পরে কোন কোন শিশুর মুখ হাত পা, বিশেষতঃ অঙ্গুলী ও নখের অগ্রভাগ নীল বর্ণ হয়। স্তনপান বা ক্রন্দন কালিন উহার আধিক্য দেখা যায়। স্বাভাবিক অপেক্ষা গাত্র-তাপের ন্যূনতা, নিঃশ্বাস-কষ্ট ও নিস্তেজ হওয়া, পীড়ার অপর লক্ষণ। এরূপ অবস্থায় সামান্যতঃ ডিজিটেলিস দেওয়া বিধি। তিন দিবস প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া দিয়া, পরে চারি দিন বিরাম আবশ্যক; পরে পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবা। হৃৎপিণ্ডের গঠন-বিকৃতি বশতঃ হইলে আরোগ্য হওয়া দুরূহ। এই রোগগ্রস্ত হইলে অনেক সময় শৈশবকালে মৃত্যু হয়। বিশেষ সাবধানে থাকিলে কেহ কেহ যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। রোগ পুরাতন পক্ষে এবং লক্ষণানুযায়ী হইলে তরুণ অবস্থায়ও নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার্য্য।

আকনাইট। গাত্র-তাপ, জ্বর, অস্থিরতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে।

আর্ণিকা। নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে ও হতাশ অবস্থায়।

আর্সনিক। অত্যন্ত দুর্ব্বল, কৃশ, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম এবং অল্প মাত্র শ্রমে উপসর্গের আধিক্য।

কাল্কারিয়া। কফজ ধাতু, বিস্তৃত ব্রহ্মরন্ধ্র এবং মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম।

কার্ব্বোভেজিটেব্লিস। ঘাড়ের শিরা স্পষ্ট নীলবর্ণের লক্ষিত হইলে।

ডিজিটেলিস। নড়িতে চড়িতে গেলে মূর্চ্ছা; বমন; চক্ষের পাতা, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ নীলবর্ণের; নাড়ী অসম স্পন্দন।

লাকেসিস। নিদ্রার পর নিঃশ্বাসের কষ্ট ও বর্ণের গাঢ়ত্ব বাড়ে, অঙ্গস্পন্দন মাত্রেই লাগে। গাত্রে কাল্চে দাগ।

লারোসিরেসস্। একটুকু মাত্র শ্রমে হাঁস ফাঁস করে, বর্ণের গাঢ়ত্ব হয়, হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক বিকৃতি জন্য রোগী স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ ভাল থাকে।

ফস্ফরস। রোগের সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্টাধিক্য ও পা ফুলা।

সিকেল। শীর্ণ তোব্ড়ান চর্ম্ম, জ্বর-বিশিষ্ট নাড়ী, সর্ব্বদা কান্না, পেশীর আক্ষেপ।

চায়না। গাত্র ঠাণ্ডা, পাঙ্গাস বর্ণ, দুর্ব্বল, শিশুর চরমাবস্থায়।

এতদ্ভিন্ন ওপি, কাম্ফর, কুপ্রম্, সল্ফর প্রযুজ্য।

মাথা ফুলা।

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর উহার মাথা কম বেশী ফুলিয়া থাকে। অনেক স্থলে ইহা আপনা হইতেই সারে, কিন্তু কখন কখন ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক।

আর্ণিকা। এক অম্বুবটিকা জিহ্বায় দিবা, অথবা এক ঝিনুক জলে ভিজাইয়া আস্তে আস্তে ও সাবধানে খাওয়াইবা। ফুলাটা অধিক ও বিস্তৃত হইলে ইহার আদত আরকের (Mother Tincture) ছয় ফোটা লইয়া দুই ঝিনুক জলে ফেলিয়া, ঐ জল দিয়া স্ফীত স্থান ধৌত করিবা। প্রয়োজন হইলে ১২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার ধুইবা।

ভূমিষ্ট হওয়ার পর মস্তকের অস্থি সমস্ত সংমিলিত হয় না। নব-প্রসূতদিগের অসংমিলিত স্থান দপ্ দপ্ করিতে দেখা যায়। সামান্য ভাষায় ঐ স্থানকে ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু কহে। মস্তকোপরি সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে এইরূপ এক একটী রন্ধ্র আছে।

যথা সময়ে ক্রমশঃ ঐ রন্ধ্র পুরিয়া শক্ত অর্থাৎ অস্থি দ্বারা আবৃত হইতে না থাকিলে, সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা কাল্কারিয়া দুইবার দেওয়া বিধি; তাহাতে বিশেষ ফল লক্ষ্য না হইলে সিলিসা ও সল্‌ফার সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা করিয়া পর পর দিবা।

রস্‌টক্স। ব্রহ্মতালু অধিক ফুলিলে, অথবা পূর্ব্ব ঔষধে প্রতিকার না হইলে পূর্ব্ব মত এক অনুবটিকা।

বুকে ঘুঁটি উঠা।

প্রায় শিশু মাত্রেরই মাইয়ের বোঁটা সাদা দুধের ন্যায় রসে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া থাকে। টিপিয়া ইহা হইতে রস বা ভাত বাহির করা অনুচিত। কন্যাসন্তানের ওরূপ রস বাহির করায় বয়স্থা হইলে উহার স্তন প্রকাশ না হওয়া সম্ভব—কাজেই ইহাতে শ্রীহীনা হয় ও নিজ সন্তানকে মাই দিতে পারে না।

ইহা স্থানিক প্রদাহ মাত্র; এবং তদুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহার সমতায় যত্নবান্ হইবা। লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধগুলি এই রোগে ব্যবহার্য্য।

বুক কষিয়া বাঁধিবার দরুণ ঘুঁটি হইলে আর্ণিকা; বুক লালে কামো; ইহাতে ফুলা না কমিলে ব্রাই ও বেল পর পর; পাকিলে হিপর ও মার্ক এবং ফাটিলে সিলিসা। বুক গরম জলে ধয়াইবা, তথা গরম গরম ঘৃত (বা শূকরের চর্ব্বির) পটি লাগাইবা।

আকনাইট। মাইয়ের বোঁটার প্রদাহ ও উহার সঙ্গে অধিক জ্বর থাকিলে।

আর্ণিকা। ঘুঁটীটী মাত্র শক্ত ও লাল।

বেলেডোনা। ঘুঁটী ও উহার চতুষ্পার্শ্ব আওরান।

ব্রাইওনিয়া। ঘুঁটী অতিশয় শক্ত, গরম ও ফেঁকাশে লালবর্ণের; মাঝে মাঝে শীত।

কামোমিলা। ঘুঁটী শক্ত কিন্তু লাল নয়, বুক ছুঁইতে দেয় না, খ্যাঁত-খেঁতে, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে শান্ত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলি যথাযোগ্যরূপে খাওয়াইয়াও যদি বসিয়া না যায় এবং পাকিবার মত হয়, তবে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর সুর্জীর পুল্‌টীস ঐ স্থানে লাগাইবা এবং হিপরসল্‌ফার খাইতে দিবা। হিপরের এক বিশেষ গুণ আছে, স্ফোটকাদি বসাইতে হইলে ঘন ঘন, অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিন চারি বার এবং পাকাইতে হইলে দীর্ঘকাল অন্তর (দিনে একবার) দেওয়া বিধি। নিম্ন ক্রমের ঔষধে পাকায়, উচ্চ ক্রমে বসায়।

সল্‌ফার। পাকিয়া পূয নির্গত হওয়ার পর ক্ষত আরোগ্য নির্ম্মিত। ঘা অনেক দিন না শুকাইলে এবং তজ্জন্য জ্বর বা নালি হইলে সিলিসা অথবা মার্কুরিয়স বা ফস্‌ফরস্ দেওয়া বিধি। (জ্বর ও নালি ঘা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখ)

ক্যাল্কারিয়া। কফজ ধাতু* ও বিস্তৃত ব্রহ্মরন্ধ্র-বিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ খাটে। ঘুঁটি শক্ত কিন্তু লাল নয়।

সিলিসা—ঘুঁটি শক্ত থাকিলে অথবা ফাটিয়া গেলে।

চক্ষু উঠা ও চক্ষুর প্রদাহ।

ভূমিষ্ট হওয়ার ঘণ্টা কতক পর হইতে ছয় সপ্তাহ কাল মধ্যে শিশুর এই রোগ হইবার সম্ভাবনা।

সেঁৎসেঁতে ও আর্দ্র গৃহে বাস; ঠাণ্ডা বাতাস ও হিম লাগা; চক্ষে অধিক আলোক, ধূম বা ধূলা লাগা; বস্ত্রাদি দ্বারা মুখমণ্ডল [illegible] অধিক গরম রাখা; মাতার শ্বেত প্রদর অথবা জনক জননীর [illegible] গরমির পীড়া বা ধাতু-বিকৃতি

* নাড়ী ক্ষীণ, রক্তের গতি বন্ধ, হস্ত পদাদি [illegible]তল, চর্ম্ম ফিকা, নাড়ীর শক্তি ও ক্রিয়া স্বভাবতঃ অল্প, স্থূলকায়, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইলে [illegible] কফ, শ্লেষ্মা বা [illegible]প্রধান ধাতু কহে।

বশতঃ সন্তানের এই রোগ হয়। কখন কখন ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে।

প্রথমে, চক্ষুর উপরের পাতার কিনারা লাল হয়, শিশু আলোক সহ্য করিতে পারে না, কেবল অন্ধকারে চক্ষু মেলে। ক্রমে নীচের পাতায় রোগ ধরে। চক্ষের কোণ দিয়া জল পড়িতে থাকে এবং পাতা ফোলে ও জোড়া লাগে। তৎপরে পাতার ভিতরের দিকের সর্ব্বোপরি আবর্ত্তন ফুলিয়া অত্যন্ত লাল হয়। তথা হইতে জলের ন্যায় রস নির্গত হইলে, চক্ষু নষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা না হইয়া তথা হইতে আপনা আপনি রক্ত নির্গত হইলে প্রদাহ কমিয়া যায়। ক্রমশঃ রস গাঢ়, জর্দ্দা এবং অবশেষে তথা হইতে পূয নির্গত হয়। ইহার সঙ্গে চক্ষুর প্রদাহ হইলে জ্বর, টাটান ও সায়ংকালে রোগের বৃদ্ধি হয়; ক্রমশঃ তারকে ক্ষত, পুত্তলিকা সঙ্কোচিত এবং অন্য অন্য বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। রোগ-বৃদ্ধির অবস্থায় শিশু সর্ব্বদা অস্থির থাকে ও ক্রন্দন করে, তাহার ক্ষুধা ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং সে ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও কৃশ হইতে থাকে। পীড়া কঠিন হইয়া পড়িলে বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী দ্বারা চিকিৎসা করান আবশ্যক। সপ্তাহ হইতে এক মাস কাল পর্য্যন্ত এই রোগ অবস্থান করে।

মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ ২।৪ ফোটা প্রত্যহ ৩।৪ বার চক্ষে দিবা, অথবা শুভ্র সূক্ষ্ম নেকড়া অল্প উষ্ণ দুধ ও জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পাতা মুছাইয়া লইবা। ঐ বস্ত্র যেন দ্বিতীয় বার ব্যবহৃত না হয়। চক্ষে অধিক আলোক বা দমকা বাতাস যাহাতে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবা।

চক্ষু-প্রদাহ।

আকন—ঠাণ্ডা বাতাস, অধিক আলোক লাগা বা ধূলাদি অপর পদার্থ চক্ষে পড়া বশতঃ চক্ষু বা উহার পাতার প্রদাহ; জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, প্রচুর জল ঝরা, গোলক লাল হওয়া, ব্যথা; পাতা শক্ত হওয়া, ফুলা, লাল হওয়া ও শেঁটে থাকা; প্রাতে বৃদ্ধি হওয়া।

আপিস—প্রদাহের উত্তম ঔষধ। হাম বসন্তাদি স্ফোটক রো. অত্যন্ত

আলোকে দ্বেষ, প্রচুর জল ঝরা, চক্ষু মধ্যে কালশিরা পড়া এবং দপদপানি, ব্যথা, বেঁদা। জোরে বাতাস লাগা ও রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি এবং তাপের সমতা। পুরাতন রোগে রাত্রে পাতা জোড়া লাগা, অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে সর্ব্বপ্রথম ইহা ব্যবহার্য্য, পরে আবশ্যক মতে নাইট্রী-আ, সল্‌ফার বিধি। যথায় জনক জননীর ধাতু বিকৃতিই সন্তানের রোগের মূল কারণ, তথায় অপরাপর লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া প্রবল যন্ত্রণা নিবারণ করিবা। কিন্তু রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত সপ্তাহ অন্তর সল্‌ফার ও কাল্কা পর পর দিবা। আরোগ্য হইলেই ঔষধ বন্ধ।

হিক্কা।

স্তন পান করাইলে বা অল্প উষ্ণ চিনি বা মিছরির পানা খাইতে দিলে, এবং বাতাস লাগার দরুণ হইলে গাত্রাবরণে, সামান্যরূপ হিক্কার নিবারণ হয়।

অবস্থাভেদে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিক্কায় ব্যবহার্য্য।

(পেটে) অস্ত্র করার পর হিক্কা—হাইয়স।

আহারকালিন হিক্কা—ইউজিনা, কালী-কা, নেট্রম, ম্যাগ্ন-মি, সাম্বুকা।

আহারের পর—ইগ্নে, কার্বো-আ, মার্ক, লাইক, সাইক্লে, হাইয়স।

আহারের পূর্ব্ব—নক্স, ফস।

আক্ষেপযুক্ত হিক্কা—নক্স, বেল, ষ্ট্রাম।

উদ্গার ও হিক্কা পর পর হওয়া—ডল্কা ও সেপি।

পানের পর হিক্কা—ইগ্নে, আর্স, পল্‌স, ল্যাকাসি।

গরম পানের পর হিক্কা—ষ্ট্রাম, ভেরাট।

পূর্ব্বাহ্নে—বারাইটা, মার্ক।

প্রাতে তমাক টানায়—ভেরাট।

প্রচণ্ড হিক্কা—নক্স, বেল।

বৈকালে—আম-কা, কাষ্ট।

রাত্রে হিক্কা ও মুখ বেতার—আর্স।

রাত্রে হিক্কা ও ঘুমন্ত—পল্‌স্।

সন্ধ্যায় হিক্কা—ইথুসা, কফি। দীর্ঘস্থায়ী হইলে—সল্‌ফর, সার্সা।

সন্ধ্যায় হিক্কা, প্রচণ্ড উদ্গারের পর—রস্।

শয্যা হইতে উঠায় হিক্কা, পরে ঢেকুর তোলা—মাগ্ন-কা।

স্তন দিবার পর—টিউক্রীম, ম্যারম।

আঁমিল-না—হিক্কায় বেশ খাটে।

আর্স—পালা জ্বরে যথা নির্দ্ধারিত সময়ে জ্বর না আসিয়া তৎকালে হিক্কা হইতে থাকে।

ইথর—আক্ষেপ যুক্ত স্নায়বিক হিক্কার ব্রহ্ম-অস্ত্র।

ইপি—হিক্কা ও নিয়ত গা বমি বমি।

কার্বো—প্রতি শৌচকালিন হিক্কা।

নক্স—হিক্কা ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য—অথবা কোষ্ঠ-বদ্ধ দরুণ হিক্কা। বিশেষ কারণ ভিন্ন পুনঃ পুনঃ হিক্কা।

পল্‌স—নিদ্রাকালিন ও পানের পর রাত্রে অধিক হিক্কা, কখন কখন দম আটকান-প্রায় হওয়া।

ফস্—আহারের পর ও তজ্জন্য পেটব্যথা।

বেল—হিক্কার কষ্টে বদন ও চক্ষু আরক্তিম হওয়া ও কান্না। ইহার ধমকে উঠিয়া বসা, অথবা রাত্রে হিক্কা ও ঘাম, কিম্বা হিক্কার সহ দড়্‌কা ও তাহার পরই গা বমি বমি। ইহার পর দীর্ঘকাল ভাল শুনিতে না পাওয়া।

মস্কস—আক্ষেপযুক্ত স্নায়বিক হিক্কা, বিশেষ (হিষ্টিরিয়া) বায়ু রোগ-গ্রস্তের পক্ষে।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—হিক্কা, গা বমি বমি ও অঘোর থাকা।

সল্‌ফর—হিক্কা ও আল্‌জিব সন্নিহিত স্থানের বেদনা।

হাইয়স—হিক্কার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিড়িক মারা ও কম্পন।

ওলাউঠার পর হিক্কায় ব্রহ্মতালুতে লবণের সেক প্রয়োগ করায় আশু ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। প্রকৃত মেস্‌মেরিজ্‌মে অনেক স্থলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা।

বমন ও দুধ তোলা।

অতিরিক্ত বা গুরুপাক ও অযথা আহার করা, পেটে অম্ল হওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, দন্ত উঠা, শিরঃপীড়া এবং ভয় রাগাদি প্রভৃতি কারণে শিশুর বমন হয়। মাতার বা স্তনদাত্রী ধাত্রীর রোগ হইলে স্তন্যপায়ীরা দুধ তুলে। মস্তিষ্ক, পাকাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, জরায়ু ও অন্ত্রের প্রদাহ এবং জ্বরাদির ইহা আনুষঙ্গিক। দুর্ব্বলতা, কৃমি, গর্ভসঞ্চার, শকট বা নৌকারোহণ এবং অত্যন্ত কদর্য্য ও দুর্গন্ধ পদার্থ অবলোকনে বা উহার ঘ্রাণে অনেকে আহার তুলিয়া ফেলে।

বমন—অতিরিক্ত আহার বা পানে—আণ্ট, ইপি, নক্স, পল্‌স।

কাল্‌চে বর্ণের—আর্স, ভেরাট, চিন, প্লম্বম, ফস, সিকেল।

কৃমি, অথবা কৃমি জন্য—ইপি, ফেরম, সিনা, সিকুটা, সিলিসা।

গাঁজ্‌লাটে—ভেরাট।

জলবৎ—কাষ্টিক, কুপ্রম, ব্রাই, ভেরাট, সল্‌ফর।

জর্দ্দা বর্ণের—আর্স, ভেরাট।

টক—কাল্কা, নক্স, সলফর, হিপর। (কামো ও ফস মুখে টক গন্ধে)।

দুধ—আইড, ইপি, ইথুসা, কাল্কা, নক্স, ব্রাই, লাইক, সল্‌ফর, সিনা, সিলিসা।

দুর্গন্ধ (অত্যন্ত)—সেপি, ওপি, কাল্কা, নক্স।

পানীয় পদার্থ—আর্স, ফস।

পানের পর—আর্স, ইউপাট, ভেরাট, আকন, ইপি, পল্‌স, ব্রাই, সিলিসা।

পিত্ত—আর্স, ইউপাট, ইপি, কামো, চিন, ডায়োস্ক, নক্স, পড, পল্‌স, ব্রাই, ভেরাট।

পেটের পীড়া জন্য—নক্স, পল্‌স, ব্রাই।

প্রচণ্ড—আর্স, এস্কুলস, কুপ্রম, নক্স, ভেরাট, ভেরাট-ভি।

প্রচুর—ইপি।

প্রাতে—আর্স, ডিজিট, ড্রোস, নক্স, লাইক।

বিবক্তি জন্য—কামো।

ভয় জন্য—আকন, ওপি।

ভুক্ত পদার্থ—আর্স, নক্স, পল্‌স, ফেরম, ব্রাই, ভেরাট, লাকাসি, হাইয়স।

মল—ওপি, নক্স, প্লম্বম।

মস্তকে আঘাত জন্য—আর্ণিকা।

মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্য—বেল, লাকাসি।

রক্ত—আর্ণিকা, ইপি, ফস।

রাত্রে—আর্স, চিন, টার্ট, নক্স, পল্‌স, ফস, ফেরম, সিলিসী।

লোন্তা—পল্‌স।

শোক, মনস্তাপ, অপমান জন্য—ইগ্নে, ফস্‌-আ।

শ্লেষ্মা—ইপি, পল্‌স, আকন, ইগ্নে, এস্কুলস, নক্স, সল্‌ফর।

সবুজ শ্লেষ্মা—ভেরাট।

হিংসা জন্য—হাইরস, ইগ্নে।

গা বমি বমি ও কাট নেকার।

গা বমি বমি—আর্স, ইপি, কাষ্টিক, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ভোরাট, সল্‌ফর।

গা বমি বমি—আহার কালিন—কাষ্টিক, নক্স, পলস, ফেরম, বেল।

আহারের পর—নক্স, নেট্রম, পল্‌স, আর্স, ফস্‌, রস্‌, সল্‌ফর।

পানের পর—পল্‌স।

প্রাতে—গ্রাফাইট, নক্স, সিলিসা, আর্ণিকা, ফস্‌, সল্‌ফর।

রাত্রে—কার্বো-আ, পল্‌স।

সহ ক্ষুধা—ফস, ভেলিরিয়ান, তেল।

কাট নেকার—ক্রিয়োস, ইপি, নক্স, পল্‌স, ভেরাট, বেল, চিন, ব্রাই।

নিম্নে কতকগুলি ব্যবহার্য্য ঔষধের উল্লেখ করা হইল—যেটী অধিক লক্ষণ যুক্ত হইবে, তাহারই ব্যবহারে অধিক ফল আশা করা যায়।

আইরিস—গা বমি বমি ও টক জলীয় পদার্থ বমন, সর্ব্বদা শরীরে টক গন্ধ, পিত্ত বমন ও পাকাশয় জ্বালা, বমন ও পিত্ত ভেদ, নেতিয়া পড়া, অন্ত্রে বেদনা, কাট নেকার এবং কতকটা বায়ু মাত্র তেজে উদ্গারিত হওয়া।

আকন—তিক্ত বমন সহ ঠাণ্ডা ঘাম। পিত্ত ও শ্লেষ্মা, বা রক্ত ও শ্লেষ্মা মুখ দিয়া উঠা সহ অত্যন্ত তৃষ্ণা। সবুজ জল বমন ও ভেদ; টক ও দুর্গন্ধ বমন এবং ঐ সঙ্গে জ্বর।

আণ্ট-ক্রু—গা বমি বমি, কাট নেকার, প্রচণ্ড শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, কিছুতেই থামে না; আহার করায় আবার বমন হওয়া।

আণ্ট-টার্ট—ক্রমাগত গা বমি বমি, কাট নেকার জন্য কপালে ঘাম; অধিক শ্লেষ্মা বমন (ইপি)।

আপো-মর্‌ফিয়া—মস্তিষ্কের পীড়া জন্য বমন (গ্লোনিন)। থাকিয়াথাকিয়া গা বমি বমি, বিশেষ আহারের পর (ইপি)।

আপিস—পাকাশয় প্রদাহে বমন।

আর্ণিকা—মাথায় আঘাত জন্য বমন, জমাট রক্ত উঠা এবং আহার ও পানে পুনঃ পুনঃ বমন।

আর্স—জলীয় পদার্থ ও আহার-দ্রব্য বমন। বরফ জল বা কুল্‌পি অধিক ব্যবহারে বমন। পেট ফাঁফা, গা বমি বমি ও বমন। বমন, ভেদ, পাকাশয় ও গলা জ্বালা এবং হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা। জল পান মাত্রেই বমন, বিশেষ রাত্রে ও প্রাতে বমন, অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প অল্প মাত্র পানে সক্ষম হওয়া। বমন করিয়াই নেতিয়া পড়া ও ঐ সঙ্গে ভেদ ও অন্নাহারীর পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড বমনবেগ, অথচ অতি কষ্টে অল্প মাত্রায় বমন, অথবা বমনের পূর্ব্বে বা পরে আদ্‌কপালে মাথাধরা, মুখ চোপ্‌সান। রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণের পিত্ত বমন। পাকাশয়ে ক্ষত থাকা জন্য বমন পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আর্সনেট-কুপর—ক্রূর রোগ এবং অন্য ঔষধে ফল না দর্শিলে। গা বমি বমি আরম্ভ হইলে, ইহার এক মাত্রা দিবা।

ইউপাট—সবিরাম জ্বরের শীতের পর কষ্টকর বমন।

ইথুসা—দুগ্ধ পান মাত্রেই রূপান্তর না হইয়া অমনি উঠা। অথবা পানের ১০।১৫ মিনিট পরে অতিবেগে ছেকৃড়া ছেকৃড়া সবুজ বমন; পরক্ষণেই নিদ্রা এবং ঘুম ভাঙ্গিলে ক্ষুধা; শিশু দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। ঢোকা দুগ্ধপায়ীদের এরূপ পীড়া অধিক দেখা যায়। যাহাদের গোদুগ্ধে দ্বেষ, তাহাদের এই ঔষধ সেবনে সে ভাব যাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষ দাঁত উঠা কালিন, বদন পাঙ্গাশ, মাড়ি ব্যথা, টাটান ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালশিরা। ভেদ, বমন, দড়্কা, ফ্যাল্ফ্যালে দৃষ্টি; চক্ষু পুত্তলির বিস্তৃতি; অচেতন থাকা। এই ঔষধ আণ্ট সদৃশ, তবে তাহার লক্ষণের ন্যায় ইহার লক্ষণ জিব দুধে সাদা নয়।

ইপি—সর্ব্বদা গা বমি বমি ও বমন; কাশীর পর ও টক খাইলে বমন; বমনে অধিক শ্লেষ্মা উঠা; সব্জাটে বা কাল্চে বমন; মাথা নত করায় বমন; অধিক বা গুরু আহার কিম্বা হিম লাগা দরুণ রোগ। মাই খেলেই তুলিয়া ফেলা; অথবা অনেক ঘণ্টা পরে দুধ উঠিয়া পড়া; ঢোকা দুগ্ধপায়ীদের রোগ।

কাডমিয়ম-স—গা বমি বমি, জর্দ্দাটে বা কাল্চে বমন, নোস্তা ও পচা গন্ধের উদ্গার, পাকাশয় জ্বালা ও কন্কন্ করা এবং তলপেট কামড়ান।

কামো—মুখের তিক্ত তার, তিক্ত বমন। বমন ও ভেদ, বা দড়্কা ও জ্বর, পেট ব্যথা।

কালী-বাই—গর্ভবতীর গা বমি বমি, তিক্ত বা টক বমন, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন।

কাল্কা-কা—দুধ সয় না—পান মাত্রেই দই হইয়া উঠা, অথবা থানা থানা দুধ বাহ্যে। রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা সন্ধ্যায় অধিক ও তৎকালে ভেদ। টক ও ভুক্ত পদার্থ বমন, অন্ত্র ফুলা ও শক্ত হওয়া। অতিশয় দুর্ব্বল (উচ্চ ক্রমের ঔষধ); ডিম্ব খাইবার বড় ইচ্ছা।

কুপ্রম—সদত হিক্কা, সমস্ত বৈকাল ও রাত্রে প্রবল বেগে দুধ তোলা।

কোনাই—ঝাঁই ভাজা গুঁড়ার ন্যায় বমন।

ক্রিয়োস—শিশুর দাঁত উঠা ও বামার গর্ভকালিন বমন। আহার মাত্রে বা ঘণ্টা কয়েক পরে উহা তুলিয়া ফেলা। এক নাগাড়ে বমন। পুরাতন

রোগ। অজীর্ণতা ভিন্ন অন্য কারণ বশতঃ পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ক্রমাগত কাট নেকার।

চিন—বমন ও পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত অম্ল হওয়া; কখন কখন প্রচুর ভেদ। পুঁতি জ্বরে অধিক পিত্ত উঠা। বমি বন্ধের পর অধিক দুর্ব্বলতা পক্ষে উপকারী।

জাট্রোফা—গা বমি বমি, প্রচণ্ড বমন ও ভেদ, গলা ও পাকাশয় জ্বালা এবং রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া। অধিক পরিমাণে ডিম্বের শাদা অংশের ন্যায় জলবৎ পদার্থ উঠা, শরীর ঠাণ্ডা ও ঘর্ম্মাক্ত এবং পায়ে বেতর খাল লাগা।

জিঙ্ক—পুরাতন রোগে, ভুক্তদ্রব্য হঠাৎ বমন এবং রোগীর দিন দিন শীর্ণ হওয়া।

ডিজিট—দিন রাত বমন, বিশেষ প্রাতে। মস্তিষ্ক পীড়া জন্য ভয়ানক গা বমি বমি ও বমন। অতিরিক্ত ও সবুজ পিত্ত বমন, কিছুতেই থামে না ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল, তৎসহ ঠাণ্ডা ঘাম।

নক্স—আহারের অনিয়ম, কায়ীক শ্রম অভাব ও মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম। মাত্রার মাদক সেবন জন্য পীড়া। টক, দুর্গন্ধ ও সবুজ বা তিক্ত বমন। পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়, কোষ্ঠ বদ্ধ ও অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ বাহ্যে বা বৃহদাকৃতি মল ও তাহা কষ্টে ত্যাগ। গা বমি বমি, আহার ও পানে ঘৃণা। ভয়ানক কাট নেকার। চক্ষুর উপর প্রদেশ বেদনা—প্রাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া; বড় চটা।

পল্‌স—গা বমি বমি, তিক্ত ও টক বমন, প্রাতে মুখ দিয়া জল উঠা, শ্লেষ্মা বমন, অত্যল্প ভিন্ন এককালে অধিক আহারে পেট ফাঁপা ও ব্যথা, মাথাঘোরা, কখন বা মূর্চ্ছা—ইহাতে না সারিলে কক্। গাড়ি চড়িয়া বা জাহাজ আরোহণে পেট আড়মাড় ও জল বমন করা পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফেরম—কঠিন দ্রব্য (জলীয় নয়) আহার করিলেই তুলিয়া ফেলা ও বদন লাল হওয়া। দুই প্রহর রাত্রে কাশীতে কাশীতে বমন।

বিস্‌মথ—পুরাতন পাকাশয়ের উপদাহ সহ বেদনা ও জিব লাল হওয়া। পুনঃ পুনঃ বিনা ক্লেশে পিত্ত-বমন, গা-বমি-বমি ও উদ্গার, গলা জ্বালা ও ভেদ।

বেল—অতি কষ্টে অত্যল্প বমন। পিত্ত ও শ্লেষ্মা, বা কখন জলবৎ টক বমন, পরে হয়ত নিদ্রা।

ব্রাই—দুধ তোলা সম্বন্ধে ইহার আর্স সদৃশ লক্ষণ, এই মাত্র বিশেষ—ব্রাইয়ের বমনে অধিক জল ও শ্লেষ্মা থাকে। আহারের পরক্ষণই তুলিয়া ফেলা, সেই সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং ঠোঁঠ শুষ্ক হওয়া ও ফাটা। টক বমন এবং তিক্ত ও টক উদ্গার।

ভেরাট-অা—প্রচণ্ড বেগে খাদ্য এবং টক ও সবুজ গাঁজলাটে শ্লেষ্মা বমন। পুনঃ পুনঃ গা বমি বমি ও বমন, বদন রক্তহীন হওয়া এবং ঠাণ্ডা ঘাম, বিশেষ কপালে। অত্যল্প পানে বা নড়া চড়ায় গা বমি বমি ও বমন; পিত্ত বমন, মাথা ব্যথা, অধিক জলবৎ প্রস্রাব এবং কখন কখন মূর্চ্ছা।

ভেরাট-ভি—একটুকু আহার মাত্রেই তুলিয়া ফেলা, পাকাশয় ব্যথা ও হড় হড় করিয়া তেজে দুধ উঠা, ইহার পূর্ব্বে গা বমি বমি না থাকা।

মার্ক—হঠাৎ দুধ তোলা। গা বমি বমি ও তিক্ত বমন সহ মুখ আসা। বমি, পেট দমদমে ফুলা এবং মাথা যেন শক্ত রূপে বাঁধা থাকা বোধ হওয়া।

লাকাসি—পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন। রক্ত উঠা।

সল্ফর—টক বমন; পুরাতন রোগে ইহার উচ্চ ক্রমের প্রয়োগে অধিক ফল দেখা যায়। অথবা ধাতু বিকৃতি জন্য কোন ঔষধ কাজ করিতেছে না, তখন। এক সপ্তাহ পরে কাল্কা সাত দিন—কিছুকাল বিরাম—পুনর্ব্বার ঐরূপ বা অপর লক্ষণাক্রান্ত ভেষজ। কেহ কেহ প্রাতে সল্ফর, বৈকালে কাল্কা দেন; ৩।৪ দিন বিরাম দিয়া, পরে আবশ্যক বুঝিলে পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সিকেল—টক বমন ও কদর্য্য উদ্গার।

হিপর—অনেক কাট নেকার, পরে পিত্ত বমন এবং প্রাতে অধিক। অন্য মতের চিকিৎসায় অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ খাটে। আহারের পর একটু আদটু ছেকড়া দুধ তোলা; বিশেষ কোন পীড়ার চিহ্ন নহে, অথচ রূপান্তর না হইয়া সহজ দুধ উঠিলে পাকাশয়ের কোন যান্ত্রিক রোগ বুঝায়।

বমনের পরই দুধ খাওয়ান নির্ব্বোধের কর্ম্ম, ইহাতে কেবল যাতনার

বৃদ্ধি হয় মাত্র। থাইলেই তুলে, এমত স্থলে ১০।১৫ মিনিট অন্তর ১০।২০ ফোটা করিয়া দুধ দিলে মাত্রার স্বল্পতা বশতঃ কখন কখন উগা পেটে থাকে। বয়োধিকের পক্ষে জলীয় পদার্থ না তলাইলে, সিদ্ধ শুষ্ক মাংস (কাবাব) ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়।

পুরাতন রোগে পথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবা। অনেক উৎকট রোগে ইহাতেই জীবিত রাখে ও যাতনা অনেক পরিমাণে লাঘব করে।

বমি নিবারণার্থ টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ মুখে রাখিতে ও তাহা একটু একটু খাইতে দেওয়া যায়। শিশুরা না গিলিয়া ফেলে, এজন্য পুঁটলী করিয়া দিবা ও সেই পুঁটলীর গোড়া যেন মুখের বাহিরে থাকে। কখন কখন সমভাগে দুগ্ধ ও সোডাওয়াটার টাটকা মিশাইয়া, অথবা এক ছটাক দুধে ৬।৮ ফোটা টাটকা বাখারি চুনের জল দিয়া খাইতে দিলে ফল দর্শে। এ প্রকার রোগীর পাকাশয় গরম রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরিপাক কার্য্যের নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত থাকিলে, অনেক উপায় ও পন্থা মনে উদিত হয়। স্তন্যপায়ীর মাতার আহারের ক'ট্‌কেনা করা নিতান্ত আবশ্যক। বয়স্কদিগের আহারের প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন—যথা কিছু দিন কেবল মাত্র শূল্য মাংস।

রক্ত বমন।

ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পরে শিশু কখন কখন রক্ত বমন করে। এতদ্ভিন্ন মাতার স্তনে বা শিশুর নাকে মুখে ক্ষত থাকিলে ঐ রক্ত উদরস্থ হইয়া কখন কখন উঠিয়া পড়ে। পেটের পীড়া, পুনঃ পুনঃ ও প্রচণ্ড বমন জন্য অত্যন্ত গরম হইলেও রক্ত বমন হয়। ইহার ঔষধ আর্ণিকা, ইপি, ফস্, ফেরম; আর্স চিন, নক্স. সল্‌ফর।

আকন—বদন আরক্তিম হওয়া, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী থাকা এবং রক্তাধিক্য ধাতুর শোণিত বমন। জ্বর ও রক্ত উঠা।

আর্স—গা বমি বমি ও পাটকেলে পাঙ্গাশ্ বা কাল্‌চে বর্ণের বমন। তৎসঙ্গে রক্ত থাকা; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, খুব বুক ধড় ফড় করা, জ্বালা করা, তথা নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হওয়া, অত্যন্ত অস্থিরতা, পাকাশয় স্পর্শে লাগা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

কাষ্ট—প্রচণ্ড হিক্কা ও রক্ত মাখা জল তোলা, নিয়ত কাট নেকার ও রক্ত বমন।

সিট্রোল—রক্ত ও পিত্ত বমন।

মার্ক-ক—ক্রমাগত রক্ত বমন।

লাইক—জমাট রক্ত বমন; এবং নক্স লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও তাহাতে ফল না পাওয়া।

ইপি—পিত্ত ও শ্লেষ্মা-মিশ্রিত রক্ত বমন এবং সর্ব্বদা গা বমি বমি; ভয়ানক পাকাশয় ব্যথা; হঠাৎ টক কাল রক্ত বমন, অথবা উজ্জ্বল লাল রক্ত বমন; বদন পাঙ্গাশ হওয়া, গা বমি বমি, পুনঃ পুনঃ খুক্‌খুকে কাশী, লোস্তা ও রক্ত মাখা গয়ার; আকনের পর, বা উভয় পর পর।

চিন—রক্ত উঠার পর নেতিয়ে পড়িলে, মূর্চ্ছা, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হইলে।

আর্ণিকা—আঘাত লাগা বা অতিরিক্ত শ্রম জন্য কাল রক্ত উঠা অথবা ঐ সঙ্গে সর্ব্ব শরীরে ব্যথা।

হামেমেল—পাকাশয় জ্বালা ও যাতনা, শ্লেষ্মা সহ কাল রক্ত উঠা।

নক্স—সুরাপায়ীর পীড়া, অথবা অর্শ ও ঋতুর শোণিত বন্ধ দরুণ পীড়া। চটা স্বভাব ও কোষ্ঠবদ্ধ পক্ষে, পাকাশয় হইতে রক্ত উঠা।

পল্‌স—নম্র প্রকৃতি এবং কফাংশ ধাতু পক্ষে অধিক খাটে; স্ত্রীলোকের রজঃ বন্ধ হইয়া রক্ত বমন অথবা ঐ সঙ্গে উদরাময়।

সল্‌ফর—গণ্ডমালা ধাতু ও অর্শের রক্ত বন্ধ জন্য অথবা স্ত্রীলোকের রজঃ সম্বন্ধে গোল জন্য পীড়া।

সিকেল—দুর্ব্বলীর কাল্‌চে রক্ত বমন; শরীর রক্ত হীন হওয়া ও ত্বকে ঠাণ্ডা ঘাম।

ফেরম—থুথুর সঙ্গে বা কাশীতে কাশীতে রক্ত উঠা, হৃৎকম্প, মূর্চ্ছা।

ফস্—উজ্জ্বল লাল রক্ত বমন; বদন, ঠোঁঠ, মাড়ি ও জিব পাঙ্গাশ হওয়া; জল পানের পর পেট গরম হইলেই উঠা; রক্ত বমন হইলে রোগীর তাকিয়া বা উচ্চ বালিসে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া স্থির থাকা, বাক্যাদি না কহা। এইরূপ অবস্থায় ঘর ঠাণ্ডা রাখিয়া সর্ব্বদা বরফ টুকুরা গিলিতে দিবা।

বরফ জল ও লেমনেড বা লেবু দেওয়া চিনি মিছরির পানা ভিন্ন, মুখ দ্বারা কিছু খাইতে দিবা না। পিচকারি করিয়া দুধ বা ঝোল অন্ত্রে প্রবেশ করাইবা। মূর্চ্ছা হইয়া কখনও বমন বন্ধ হয়। রক্ত উঠার অনেকক্ষণ পরে খাদ্য দেওয়া বিধি। তাহাও সমুদয় যেন জলীয় এবং শীতল ও মাত্রায় অল্প অল্প হয়। তলপেটে ঠাণ্ডা জলের পটিতে বিশেষ উপকার হয়; সেই স্থান কোন মতে গরম হইতে দিবা না।

পাকাশয় হইতে খাদ্য সহ যে রক্ত উঠে, তাহা কাল্‌চে বর্ণের হয় এবং অনেক সময় অন্ত্র দিয়া বাহ্যের সঙ্গেও নামে। ফুস্‌ফুস্ হইতে উজ্জ্বল লাল রক্ত, থুথু ও গয়ারের সঙ্গে উঠে এবং তাহার সহিত কাশী থাকে।

রক্ত বমনের পূর্ব্বে পাকাশয় ভার, ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত; মুখে লোস্তা তার, গা বমি বমি, উদ্বিগ্নতা, মাথা ঘোরা, কখন কখন জ্বর, ঠাণ্ডী, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা, মৃত্যুর চেহারা। কখনও রক্ত উজ্জ্বল লাল ও পাতলা, কখনও কাল ও জমাট। এক এক সময়ে, এমন কি, এক সেরেরও অধিক রক্ত উঠে। না উঠিলে কাল ঝুল বা আলকাতরার ন্যায় রক্ত অন্ত্র দিয়া নামে। পাকাশয়ের রক্তের শিরা ছেঁড়া বা উহার অপর কঠিন পীড়া, অধিক সুরা বা শক্ত ঔষধ সেবন, আঘাত লাগা, অর্শের রক্ত পড়া বা বাহ্যার রজঃ হঠাৎ বন্ধ, ইত্যাদি কারণে এই রোগ প্রকাশ পায়।

প্রস্রাবের পীড়া।

প্রস্রাবের স্বাভাবিক বর্ণ খড়ের ন্যায় ঈষৎ লাল্‌চে। জ্বরে উহার বর্ণ গাঢ় এবং কখন কখন খাঁক্‌রি বিশিষ্ট হয়। বাত রোগের মূত্র থিতুলে তলানি-লাল, নেভায় উহা হরিদ্রা বর্ণ এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় প্রস্রাব অধিক মাত্রায় নির্গত হয়। মূত্রস্থালী ও মূত্রনালির প্রদাহে প্রস্রাব এককালে সঞ্চয় হয় না; অথবা অত্যল্প মাত্রায় গরম ও লাল মূত্র ক্ষরণ এবং তলপেটে ব্যথা হইয়া থাকে। কৃমিরোগ থাকিলে ইহা দুধবৎ শাদা ও প্রচুর। জ্বরের শেষা-শেষিতে তলানি পড়া সুলক্ষণ। মূত্রস্থালীর গ্রীবার দুর্ব্বলতা জন্মিলে ও কৃমি রোগ থাকিলে, মূত্র অসামাল বা অনিচ্ছাধীন রূপে পতনের সম্ভাবনা।

উদরাময় অবস্থায় ও অধিক ঘর্ম্মের পর যে প্রস্রাব হয়, তাহাকে সচরাচর অল্প ও গাঢ় হইতে দেখা যায়।

কখন কখন প্রস্রাব মাত্রায় ও বারে অধিক, এমন কি মাত্রায় এক বা দুই সের পর্য্যন্ত, এবং দিন রাত্রে ৩০।৪০ বারও হয়; এবং তজ্জন্য নিদ্রার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে। শরীর, বিশেষতঃ মুড়া ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হয় এবং অতিশয় তৃষ্ণা থাকে। মল প্রায় কঠিন ও অল্প মাত্রায় হয়। চিনি হওয়ার দরুণ প্রস্রাবে মিষ্ট গন্ধ হয় এবং তজ্জন্য পিপড়া ও মাছি লাগে; রোগী দিন দিন শীর্ণ এবং অবশেষে ক্ষয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু কবলে কবলিত হয়। ঠাণ্ডী লাগা; মস্তিষ্কের ও উদরের, বিশেষ যকৃতের পীড়া; মাথার পশ্চাৎ ভাগে আঘাত এবং অতিরিক্ত দুর্ভাবনা ও মনোকষ্ট হইতে এই ব্যাধির উদ্ভব হয়।

বঙ্গদেশে অন্ততঃ ভদ্রদিগের মধ্যে এই রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বোধ হয়, শারীরিক শ্রম-বিমুখতা এবং সর্ব্বদা অতিরিক্ত মনের উত্তেজনা। হাঁটিতে শিখিতে না শিখিতেই শিশুকে পাঠ-শালায় পাঠান হয়। বালকদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় ডাংগুলি, কপাটি, কুস্তি ও সন্তরণাদি ক্রীড়া করিতে দেখা যায় না। আট দশ বৎসর বয়স্কের বালক-গণ ভূতত্ত্ব, রসায়ণ প্রভৃতি ৪।৫ রকম অভিনব বিদ্যার গ্রন্থ; এবং ১০।১২ খানা কট্‌মটে ভাষায় নীরস সাহিত্যাদির বই মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য এবং উত্তীর্ণ হইলে পরেও ছাত্রগণ ৫।৬ বৎসর কাল কেবল বই লইয়া থাকে।

স্নান ও আহারের অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, কায়িক শ্রমের অভাব জন্য অনেকের তৎকালে গৃহিণী রোগ হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে বাঙ্গালীর সমবয়স্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাঠাবস্থায় নৌকায় বাচ খেলা, ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলায় অধিক সময় ক্ষেপণ করে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাতে উৎ-সাহ দেন এবং বৎসর বৎসর বাজির ক্রীড়ার সময় উহাদের কতই আমোদ। বাজি জেতাদের ধী ধী সুখ্যাতি। প্রধান প্রধান (Wrangler) র‍্যাংগ্লার অপেক্ষা দেশ মধ্যে তাহাদের অধিক আদর। অপর সাধারণ সকলের মুখে তাহাদের নাম। আর আমাদিগের শাস্ত্র ও বিজ্ঞের উক্তি "মল্ল বিদ্যাধমাধম।" ঘোড়া হইতে দশ ও হাতি হইতে শত হাত অন্তরে চলা এবং গঙ্গায় কিনারা

কিনারা দিয়া নৌকা চালান, এ সমস্ত সুবোধের লক্ষণ। এই হিতোপদেশের ফল কি হইয়াছে? দুই জন গোরা ক্ষেপিলে সহরের শত সহস্র বাঙ্গালীকে গোবেড়েন করিতে সক্ষম। সকাল বিকাল কাজ করা স্বাস্থ্য পক্ষে মঙ্গল জনক, সন্দেহ নাই এবং সেই নিমিত্তই দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র ইহা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে নয়টার সময় চারিটা ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া কাছারি বা আফিসে যাইতে বাধ্য, তাহাতে রেলওয়ে হওয়ায় সহরের নিকটস্থ প্রাত্যহিক যাত্রিদের তো (Daily passengers) মধ্যে মধ্যে গাড়ি ধরিবার জন্য বেদম দৌড়াইতে হয়। দশ জনে একত্রে বসিয়া খোসগল্প, আমোদ আহ্লাদ করা ও নৃত্য গীত দেখা শুনা উঠিয়া গিয়াছে বলিলে চলে, তৎপরিবর্ত্তে দিবা রাত্রি সংসার ও অর্থ চিন্তা! এমত স্থলে আমাদের যে বহুমূত্র পীড়া অধিক হইবে, বিচিত্র কি? বুঝিতে পারিলেই ইহার যথাবিহিত উপায়ও উদ্ভাবিত হইবে।

বালকের এ পীড়া অধিক হয় না। কিন্তু জনক জননীর এ ব্যাধি থাকিলে তাঁহাদের সন্তানের সুনিয়মে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতে রোগ না হইবারই কথা এবং হইলেও সুসাধ্য হয়। যদিও বহু পূর্ব্বে ইহার সূত্রপাত হয়, কিন্তু ২৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সেই রোগ অধিক প্রকাশ পায়। প্রথম প্রথম সুচিকিৎসায় ব্যাধি নিরাময় হইবার সম্ভাবনা। দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্য দুঃসাধ্য। তবে সাবধানে বিনাশ নাই। সুনিয়মে থাকিলে বহু দিন বাঁচে। অনেক সময় পৃষ্ঠব্রণ জন্মিয়া সাংঘাতিক হয়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে বহুমূত্রে—ফস্-আ।

উদরের পীড়া হইতে—নাইট্রেট-ইউরেনিয়ম।

যকৃতের বিকৃতি অথবা ক্লোম রোগের সঙ্গে বা পরে মধুমেহ পক্ষে—ফস্ ব্যবহার্য্য।

নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি এই রোগে কম বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে।

১। আকন—যকৃতের পীড়া জন্য প্রস্রাবে চিনি হওয়া।

২। আম-কা—প্রচুর প্রস্রাব ও পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ইচ্ছা, অধিক তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। প্রাতে মুখে তিক্ত, তার, মিষ্টান্ন প্রতি লালসা।

৩। আম্ব্রা-গ্রী—অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ও প্রাতে উহা ধারণে অক্ষমতা। সকালে নিদ্রাভঙ্গে মুখ, ঠোঁঠ ও জিব শুষ্ক।

৪। আরম—প্রচুর ও ছানার জলের ন্যায় প্রস্রাব।

৫। আরম-ট্রি—পুনঃ পুনঃ অধিক মাত্রায় বর্ণহীন প্রস্রাব এবং তাহাতে সিং পোড়ার ন্যায় দুর্গন্ধ।

৬। আর্জেণ্ট-না—চড়া গন্ধের প্রচুর মূত্র ত্যাগের পর ফোটা কতক পড়া, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ার দরুণ মুখ তোব্ড়ান, রোগীর মিষ্ট খাদ্যে সমধিক ইচ্ছা।

৭। আর্জেণ্ট-মে—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা ও অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ত্যাগ, অতিরিক্ত ক্ষুধা—নিবৃত্তি না হওয়া এবং আহারে বল পাওয়া। প্রস্রাবে পিপড়া লাগা।

৮। আর্ণিকা—যকৃত প্রদেশে আঘাত দরুণ বহুমূত্র। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা ও অধিক ত্যাগ, মুখ শুষ্ক হওয়া এবং অধিক তৃষ্ণা।

৯। আর্স—বহুমূত্রের অবস্থা বিশেষে ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ ফোড়া এবং ওষ্ঠ বা পৃষ্ঠব্রণ ও উহার পচা ধরা আরম্ভ হইলে—ইহার নিম্ন ক্রমের (৪) ব্যবহার্য্য। অধিক প্রস্রাব, জিব ও গলা অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়া, অনিবার্য্য পিপাসা, অরুচি ও কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া ইহার লক্ষণ।

১০। আলুমিনা—পুনঃ পুনঃ অধিক প্রস্রাব। রাত্রে মূত্র-ত্যাগ নিমিত্ত অনেকবার উঠা।

১১। আস্কল্পিয়স-সি—শারীরিক স্নায়বিক প্রাধান্য অবস্থায় অধিক ও পুনঃ পুনঃ ফেঁকাসে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব-হীন (Specific gravity) প্রস্রাব। জ্বরে অধিক প্রস্রাবের সঙ্গে কঠিন ও বিষাক্ত পদার্থ ত্যাগে সমতা।

১২। ইউপাট—সবিরাম জ্বর ও প্লীহা বৃদ্ধি জন্য বহুমূত্র।

১৩। ইউরেনিয়ম-না—প্রচুর শাদা প্রস্রাব এবং উহাতে পিপড়া বা মাছি লাগা, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা, তৃষ্ণা, রাত্রে জ্বর ও অস্থিরতা। ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবে চিনির ভাগ ও পরিমাণ নিশ্চয় কমায়, উত্তাপ ও পিপাসার হ্রাস হয় এবং পীড়িতের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। ইহার পর জিঙ্ক ব্যবহার্য্য।

১৪। ইকুইসেটম-হা—মূত্রস্থালী ব্যথাযুক্ত, কথন কথন স্ফীত, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ ইচ্ছা এবং অধিক মাত্রায় নির্গমন ও তৎকালে জ্বালা, এবং মূত্রে রক্ত, শ্লেষ্মা ও শ্বেতসার থাকা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে।

১৫। ওপি—ইহা ব্যবহারে তৃষ্ণা হ্রাস হয় এবং প্রথম প্রথম চিনির মাত্রাও কমে।

১৬। কলসি—প্রস্রাবের প্রচুরতা, পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, অতিশয় অসহ্য কদর্য্য ঘ্রাণ বিশিষ্ট এবং রাত্রে উহা চট্‌চটে ও ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় হওয়া।

১৭। কার্বো—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রচুর মূত্র ত্যাগ। পেটের গোল, সামান্য খাদ্যও ভাল রূপে পরিপাক না হওয়া, প্রাতে মুখ অতিশয় শুষ্ক হওয়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, যকৃৎ থ্যাথলান, উদ্বিগ্নতা, অবসাদ, অধীরতা ও চটা। রাত্রে সেজে মোতা।

১৮। কালী-কা—পুনঃ পুনঃ বেগ এবং সজ্জাটে বা ফিকে প্রস্রাব, ত্বক শুষ্ক হওয়া, যকৃতে ব্যথা ও চাপুনি, রোগী দুঃখিত ও চটা।

১৯। কাল্কা-ফস্—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ত্যাগ জন্য অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য। কথন কথন প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা।

২০। ক্রিয়োস—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, অক্ষুধা, ঝিমুনি এবং সর্ব্বদা হাই উঠা, ত্বক শুষ্ক হওন ও চুলকুনি, যকৃতে নিয়ত হুল ফুটুনি, কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া।

২১। ক্লেমেটিস-ই—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। অকষ্টকর ও প্রচুর পরিমাণে লাল্‌চে প্রস্রাব। ডাক্তার জার ইহা মধুমেহে দিতে কহেন।

২২। কোনাই—রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। বহুমূত্র সহ অতিশয় যাতনা, রাত্রে সেজে মোতা, রক্ত প্রস্রাব।

২৩। ক্লোরাল—বিশেষ মস্তিষ্কের অধিক চালনা জন্য বহুমূত্র।

২৪। গ্রাফাইট—বেতো ধাতু, ভগ্ন শরীর, জীর্ণতা, নাক দিয়া রক্ত পড়া, অধিক ক্ষুধা, পুনঃ পুনঃ ও কথন কথন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, রাত্রে সেজে মোতা।

২৫। চিন—প্লীহা ও ক্লোমের পীড়া জন্য বহুমূত্র।

২৬। চিমিফিলা—পুনঃ পুনঃ বেগ ও অধিক মাত্রায় সত্বাটে প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে সুতাবৎ শ্লেষ্মা ও কখন কখন রক্ত ক্ষরণ।

২৭। জিঙ্ক। পুনঃ পুনঃ অধিক শাদা প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে; মূত্রাধারের (বিশেষ বাম দিকে) অধিক বেদনা—মূত্রস্থালীতে চাপুনি।

২৮। টেরিবিন্থ—ইহা সেবনে প্রথম প্রথম প্রস্রাব বৃদ্ধি ও তাহাতে চিনি থাকে, কাজেই ইহা মধুমেহে খাটিবার সম্ভব। অসামাল প্রস্রাব।

২৯। ডিজিট—পুনঃ পুনঃ বেগ, কখন কখন অধিক মাত্রায় মূত্র ত্যাগ, গলা শুষ্ক হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ। প্রাচীনের রোগে অধিক খাটে।

৩০। নক্স—মধুমেহ বা বহুমূত্র এবং ঐ সঙ্গে উদরাময়। ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমে। নিম্ন ক্রম দিতে কহেন।

৩১। নেট্রম-ম—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, রাত্রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ত্যাগ, সর্ব্বদা ক্ষুধা, নিয়ত তৃষ্ণা, যকৃৎ ব্যথা ও কুঁড়ুনি। ব্রাতগ্রস্ত বা গণ্ডমালাশীল ধাতু পক্ষে। হিষ্টিরিয়া বা পক্ষাঘাত গ্রস্তের বহুমূত্র।

৩২। পড—যকৃৎ ও প্লীহায় রক্ত সঞ্চয় ও আকার বৃদ্ধি জন্য পীড়া।

৩৩। পল্‌স—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের জলবৎ ও অধিক প্রস্রাব।

৩৪। প্লম্বম—প্রচুর লাল বা সবুজ প্রস্রাব, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, মুখে মিষ্ট তার, মিষ্ট উদ্গার ও বমন—ক্ষয় জ্বর, অতিশয় শীর্ণ হওয়া।

৩৫। ফস্—প্রচুর ও জলবৎ প্রস্রাব, কথনও কথনও রসুন এবং গন্ধকের গন্ধময়। সুরকীর ন্যায় তলানি পড়া, রোগী শীর্ণ ও সামান্যতেই শ্রান্ত হওয়া এবং দুর্ব্বলতা জন্য কাঁপা। পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে।

৩৬। ফস-আ—পুনঃ পুনঃ প্রচুর দুর্গন্ধ প্রস্রাব, শাদা তলানি, রাত্রে বারে ও মাত্রায় অধিক ত্যাগ এবং তৎকালে জ্বালা, কনকনানি ও অনিদ্রা। ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হওয়া এবং প্রস্রাবে চিনি থাকা। দুধের ন্যায় মূত্র ও তৎসঙ্গে চট্‌চটে টুক্‌রা টুক্‌রা জমাট রক্ত।

৩৭। বারাইটা-কা—দিবা রাত্রি অধিক প্রস্রাব ও প্রাতে জিব শুষ্ক। এক দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ। গণ্ডমালা-ধাতু ও খর্ব্বকায় এবং যাহার অধিক বিলম্বে অঙ্গ বৃদ্ধি হয় (বাড়ে), ইহাদিগের পক্ষে বিশেষ খাটে।

৩৮। বেল—মাথায় আঘাত লাগা দরুণ বহুমূত্র।

৩৯। ভারবেসকম—পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা ও অধিক প্রস্রাব ত্যাগ, ঘর্ম্মের এককালে অভাব।

৪০। মর-আ—অধিক প্রস্রাব ও উহা ত্যাগ কালিন প্রতিবার অল্প অল্প বাহে।

৪১। মস্কস—অধিক প্রস্রাব ও উহাতে চিনি থাকা; তৃষ্ণা, শীর্ণতা ও সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বা শক্তি-হীনতা।

৪২। মাগ্নিসা-কা—ফেঁকাসে বা সবুজ বর্ণের প্রস্রাব, প্রবল পিপাসা, যকৃতে ব্যথা ও তন্মধ্যে যেন কঠিন পদার্থ থাকা বোধ, শক্তিহীন হওয়া।

৪৩। মার্ক-স—যে পরিমাণে জল পান করা হয়, তদপেক্ষা অধিক প্রস্রাব, বিশেষ গরমির পীড়া দরুণ বহুমূত্র।

৪৪। মিউরেট-কুইনাইন—ইহা সেবনে প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমিয়া যায়।

৪৫। রস—রাত্রে প্রস্রাব বৃদ্ধি ও অস্থিরতা। অধিক জলে থাকা বা ভেজা দরুণ রোগ। বাতগ্রস্তের পক্ষে অধিক খাটে।

৪৬। লেডম—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, ত্বক শুষ্ক এবং চুলকনা ও স্ফোটক বিশিষ্ট হওয়া, হাত ও পায়ের পাতা গরম হওয়া, সর্ব্বদা নেসার ন্যায় অনুভব করা।

৪৭। লেপ্টাণ্ড্রা—বিশেষ যকৃতে অধিক রক্ত সঞ্চয় জন্য বহুমূত্র।

৪৮। ষ্টাফিস—পুনঃ পুনঃ অধিক প্রস্রাব—কখন কখন তাহা কষ্টকর।

৪৯। সল্ফর—শ্লেষ্মাধিক্য ধাতু, অর্শগ্রস্তের বহুমূত্র। পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্রস্রাব, যকৃতে চাপুনি, বেদনা ও সংকোচ হওয়া এবং গাত্রে চুলকনা।

৫০। সিড্রন—অধিক প্রস্রাব ও পুনঃ পুনঃ বেগ, মূত্রনালি জ্বালা এবং মূত্রাধারে অতিশয় বেদনা।

৫১। সিলা বা স্কুইলা—পুনঃ পুনঃ প্রচুর ফিকে-জর্দ্দা প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে; মূত্রস্থালীতে সর্ব্বদা কষ্টকর চাপুনি ও মূত্র ধারণে অসামর্থ্য; অতিশয় তৃষ্ণা ও কক্কুরবৎ ক্ষুধা।

৫২। সিলিসা—যথেষ্ট পরিমাণে, বিশেষ রাত্রে, প্রস্রাব এবং তাহা ত্যাগ কালে তদ্দারে চিন্ চিন্ বা চিড়্ চিড় করা। পেট-ডাগ্‌রা ও যাহার মাথা অধিক ঘামে, এমত রোগীর পক্ষে।

৫৩। স্পাইজিলা— কৃমি রোগগ্রস্তের অধিক প্রস্রাব থাকিলে।

৫৪। হাইড্রোসিয়ানিক-আ—পুনঃ পুনঃ ও অধিক প্রস্রাব, দেহ শীর্ণ, ত্বক চুলকনা-বিশিষ্ট ও শুষ্ক, অনিদ্রা কঠিন কোষ্ঠ। (নাইট্রীক আসিডের ন্যায় গুণ)

৫৫। হেলোনিয়স— সহজ শরীরে ব্যবহার করিলে প্রস্রাব মাত্রায় অধিক হয় এবং উহাতে চিনিও যথেষ্ট থাকে। কেবল মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে মধুমেহ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

সিজিজিয়ম যথু—(দেশী কাল জাম্)—ইহার সমস্ত আটি বা উহার উপরের ছালটা শুকাইয়া খুব চূর্ণ করিবা। ঐ ফাকি বা গুঁড়া নূতন ও পরিষ্কার শিশিতে রাখিবা; উহার এক কুঁচ বা দুই গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। দুই একটী হোমিওপেথিক্ বাঙ্গালী ডাক্তার কহেন যে, কেবল মাত্র এই ঔষধ দ্বারা মধুমেহ আরোগ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের দেশী গাছ, কিন্তু আমেরিকানেরা ইহার গুণ আমাদিগকে শিখাইয়াছে।

এ সকল ঔষধ মধ্যে হেলোনিয়স, ফস-আ, নাইট্রেট্ ইউরেনিয়ম্, সিজিজিয়ম, লেপ্টাণ্ড্রাপড, ইহারা মধুমেহে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগ পুরাতন হইলে সুনিয়মে থাকিলেই অনেকটা ভাল থাকা যায়। অনেক পরীক্ষার পর পথ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, সুরা, মিষ্ট * ও টক সামগ্রী এক কালে নিষিদ্ধ। শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য, যথা—আলু, কলা, বেগুণ, চাউল, যব, গম, ফল, বিশেষ ফুটি ও কাঁকুড় অবৈধ। ভুষির রুটী, মোচা, থোড়, ডুমুর, পটল, কলাইশুঁটী, শিম,

* পাথুরে কয়লার আলকাত্‌রার ন্যায় রস হইতে এক প্রকার মিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহার তার চিনি অপেক্ষা মধুর এবং তাহা বহুমূত্রে হানিকর নহে; সুতরাং মিষ্ট-প্রিয় ব্যক্তিরা অনায়াসে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

কপি, মৎস্ত, মাংস, দুধ, বিশেষ মাটা-তোলা মাখন, ছানা, এই সমস্ত পরিমিত রূপে দেওয়া যায়। পথ্য কালিন মাটা-তোলা-দুধ কেবল ৫ বা ৬ সের ভিন্ন ভিন্ন আকারে (দধি, ক্ষীর, ছানা) কিছু দিন খাইতে দিবা। তৎকালে মাংসাদি ব্যবহার করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

ঘাম অধিক হইলে প্রস্রাব কমে, এবং নিষ্কর্ম্মাদেরই এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা ; সেই নিমিত্তই সকাল সন্ধ্যায় অধিক শ্রম, যথা, পদ সঞ্চালন, কুস্তি, দৌড়াদৌড়ির ক্রীড়া,(যে পর্য্যন্ত না যথেষ্ট ঘাম হয়) করা বিহিত। গরম বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করা ও উষ্ণ প্রদেশে বাস ব্যবস্থা।

বহুমূত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে কর্ত্রীপক্ষীয়েরা এখন হইতে সন্তানগণকে সুনিয়মে না চালাইলে, ভবিষ্যতে অধিক অনিষ্টপাত হইবে। আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিতে যাই—মন্দটী আগে গ্রহণ করি, ভালটীর বেলা পিছ্‌পা হই। ১৭ বৎসরে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া, সাহেব বালকের ন্যায় যথোচিত ব্যায়াম না হওয়া ও অযথাকালে মানসিক শক্তির অধিক উত্তেজনার দরুণ শারীরিক পীড়া এবং অল্পকাল মধ্যে বুদ্ধির ক্ষয় বা হ্রাসতা হয় এবং অল্প কালে বুড়িয়া যায়। তোমাদের হিত হয় হউক, কিন্তু ব্রিটন যুবকের মঙ্গল জন্য তাঁহারা পরীক্ষার বয়ঃক্রম এক্ষণে বাড়াইয়াছেন (২৩ করিয়াছেন)। তাঁহারা ইঁচড়ে পাকাইতে চান না। যথাকালে সুমিষ্ট ফল অস্বাদনে সমিচ্ছুক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কতকটা বুঝেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়, না করিলে তাঁহার কালেজ ও স্কুল ছাত্র-শূন্য হইবে। *

* কটিপ্রদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটী গ্রন্থি আছে, একটী যকৃতের, অপরটী প্লীহার ঠিক নীচে—ইহাদিগকে (Kidney) মূত্রাধার বা মূত্রাশয় বা মূত্রগ্রন্থি কহে। ইহার আকার শিমের দানার ন্যায়, লম্বায় ৪, চৌড়ায় ২ ও দলে ১ ইঞ্চ এবং ওজনে দুই হইতে তিন ছটাক। বামেরটা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ভারি। রক্তের ইউরিয়া নামক বিষাক্ত ভাগ ও অপর ত্যজ্য পদার্থ সকল এই যন্ত্র দ্বয় হইতে প্রস্রাব রূপে শরীর হইতে বিদূরিত হয়। প্রস্রাব সামান্যতঃ /১ বা /১।০ পোয়া প্রত্যহ ত্যাগ করা যায়। উহার মধ্যে হাজার করা জল ৯৫৬, চুণ, ক্ষারাদি পদার্থ ১৩ এবং ইউরিয়া ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি ৩১ ভাগ থাকে। জল

অনিচ্ছাধীন বা অসামাল প্রস্রাব।

(সেজেমোতা ও মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা)

অজীর্ণতা বা দুর্ব্বলতা জন্য সেজে মোতা—আম-কা।

আত্মমৈথুন জন্য—ফস-আ।

কাশিবার সময় অসামাল প্রস্রাব—পল্‌স, সল্‌ফর (কাষ্টিক—স্ত্রীলোকের পক্ষে)

কৃমি রোগ জন্য—সিনা, স্পাইজিলা, আর্জেণ্ট-না।

চর্ম্ম রোগগ্রস্তের—সলফর।

চড়া ঘ্রাণের ও খুব লাল প্রস্রাব—অনিচ্ছাধীন—ওপি, কাল্কা, নাইট্রী-আ, পড, বেঞ্জ-আ, লাইক।

দিবসে প্রস্রাব—অনিচ্ছাধীন—ফেরম্ ও সিলিসা এবং গাঢ় নিদ্রা কালিন বেল।

নড়া চড়ায় ফোটা কতক গরম মূত্র—আস´, ব্রাই।

নেশা দরুণ অসামাল প্রস্রাব—নক্স।

প্রাচীনের—কোনাই, জেল্‌স, বেল।

প্রচুর পরিমাণে সেজে মোতা—সিলা।

প্রথম রাত্রে বা ভাতঘুমে—সেপিয়া, কাষ্টিক।

অপেক্ষা প্রস্রাব কিঞ্চিৎ অধিক ভারি। জলের ১০০০ ধরিলে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ১০২০। অর্থাৎ মাপে সমান—যথা, এক বাটি বা এক ভাঁড় জল যদি ওজনে ১০০০ ধান বা রতি হয়, সেই বাটি বা সেই ভাঁড়ের মাপে প্রস্রাব তাহা হইলে ১০২০ ধান বা রতি হইবে; ইহাকেই আপেক্ষিক গুরুত্ব কহে। ইউরিয়া বিষ নির্গত না হইলে উহা ধমনীর রক্তে মিশিয়া যায় এবং তজ্জন্য ভেদ, বমি, অঙ্গ খেঁচুনি বা মৃগী এবং শেষ ঘোর তন্দ্রা বা তামসী নিদ্রা ও মৃত্যু। অপর, মূত্রাশয়ে যথা-বিহিত কার্য্য না হওয়ার জন্য তথায় অধিক শোণিত সঞ্চয় এবং প্রস্রাবে রক্তের শ্বেতসার নির্গত হয়। মূত্রাশয় হইতে (Ureters) মূত্রনালী দিয়া মূত্রস্থালীতে (Bladder) প্রস্রাব সঞ্চয় এবং তথা (Urethra) মূত্র মার্গ দিয়া প্রস্রাব বাহিরে পড়ে।

বেড়ান কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব—নেট্রম, পল্‌স; (কাষ্টিক—স্ত্রীলোকের পক্ষে)

মস্তিষ্কের উপদাহ জন্য—বেল।

মরুৎ ক্রিয়া কালীন অসামাল প্রস্রাব—সল্‌ফর।

শিশুর সেজে মোতা ও ত্যাগ কালিন যাতনা—আকন, কাষ্ট, ফেরম, বেল, সিকেল।

হিষ্টিরিয়া, বায়ুগ্রস্থের অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ও উহাতে অধিক ক্ষার থাকিলে—কাষ্ট, নক্স, ফস-আ।

১৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়, বিশেষ রাত্রে। বেগ হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব ত্যাগ না করিলে কোন কষ্ট বিনা আপনা হইতেই মূত্র পড়ে। দমক্কা কাশী বা হাঁচি কালিন এবং মূত্র সঞ্চার হইলেই উহার পতন হয়, গাত্রে প্রস্রাবের গন্ধ এবং দেহের যে স্থানে উহা লাগে সে স্থান হাজিয়া যায়।

মূত্রস্থালী বা মলাশয়ে কৃমি, মস্তিষ্কের বা মেরুদণ্ডের পীড়া, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা (যথা আত্মমৈথুন), সন্ধ্যা বা রাত্রে অধিক ও গুরুপাক দ্রব্য আহার ও তজ্জন্য গাঢ় নিদ্রা, অধিক জলীয়, বিশেষ গরম চা, দুধ পান মূত্রস্থালীর দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি কারণে এবং গণ্ডমালা ধাতুতে প্রবীণদেরও এই রোগ হইতে দেখা যায়। বালিকা অপেক্ষা বালকেরই অধিক হইয়া থাকে। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনেক সময় আপনা হইতেই সারে। মূত্রস্থালীতে পাথুরী থাকিলে দিবসে ঘন ঘন এবং মূত্রস্থালীর গ্রীবার গ্রন্থির আকার বৃদ্ধিতে রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়।

প্রবীণারা রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে শিশুকে প্রস্রাব করাইয়া শোয়ান এবং নিদ্রা কালিন চিত বা উপুড় থাকিলে পাশ ফিরাইয়া দেন। প্রথম ঘুমেই প্রায় সেজে মোতে, সে নিমিত্ত ২।৩ ঘণ্টা নিদ্রার পর সন্তানকে তুলিয়া প্রস্রাব করান বিধি। অল্পবয়স্ককে পায়ের উপর বসাইয়া শিস দিতে থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। বড় ছেলেদের প্রতি ভয় প্রদর্শনে কখনও ফল দেয়। সেজে মোতাদের সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চালিত স্থানে অবস্থান, বালিসহীন ও কঠিন শয্যায় শয়ন এবং সকাল সন্ধ্যায় স্নান অথবা মোটা গামছা বা তোয়ালে

দিয়া গাত্র মার্জ্জন বিধি। নিম্ন লিখিতের মধ্যে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য।

আপিস—কাশী বা হাঁচি কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব (আণ্ট, কাষ্টিক, পল্‌স, ভেরাট্রিস, সিলা।)

আপোসাইনম-কা—অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ও মূত্র পথের শিথিলতা। কখন কখন রাত্রে অনিচ্ছাধীন মূত্রত্যাগ।

আম-কা—শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও পরিপাক কার্য্য সুচারু রূপে না হওন জন্য রোগ। ঘুমন্ত সেজে মোতা, বিশেষ শেষ রাত্রে বা ভোরে।

আর্ণিকা—প্রসবের পর অসামাল মূত্রত্যাগ।

ইলাট—নিম্ন (২) ক্রমের ৫ ফোটা করিয়া প্রত্যহ দিয়া একজন ডাক্তার অনেক বয়স্ক রোগীর উপকার করিয়াছেন।

কান্থ—মূত্র লাল ও ত্যাগ কালিন গরম হওয়া ও অধিক যাতনা, জ্বর। ডাং এড্‌মণ্ড্‌ ইহার ৩য় ক্রমের ঔষধ প্রত্যহ শয়ন কালিন দিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। ইহাতে একান্ত না সারিলে তিনি ঐ রূপে বেল দিতে কহেন।

কামো—অধিক মাত্রায় টক গন্ধের মূত্র কষ্টে ত্যাগ, বিশেষ রাত্রে এবং ঐ সঙ্গে অজীর্ণতা। অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব।

কাল্কা—বেড়ান কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, পাটকেলে বর্ণের ও রক্ত মিশ্রিত। (মোটাসোটা কফজ ধাতু, যথেষ্ট মাথা ঘামে এমত শিশু পক্ষে)

কাষ্টিক—দুর্ব্বল ও ক্ষীণ পক্ষে। প্রথম রাত্রে সেজে মোতা। শীতকালে দিবসে অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, কিন্তু গরমিতে প্রায় ওরূপ হয় না। স্ত্রীলোকের কাশী বা বেড়ানকালিন অনিচ্ছাধীন ত্যাগ।

ক্রিয়োস—যাহাদের অঘোর নিদ্রা, কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গে না, এমত সকলের সেজে মোতা। শীর্ণ ও খর্ব্বকায় এবং বাল্যকাল হইতে বহু দিনের পীড়িত পক্ষে। ইহার ৬ ক্রম সেবনে রোগ বন্ধ; পুনঃ প্রকাশ হওয়ায় সল্‌ফর ৩০ দেওয়ায় সম্পূর্ণ আরোগ্য।

কোনাই—রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও ধারণে অসামর্থ্য। রাত্রে সেজে মোতা। প্রাচীনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

জেল্‌স।—মূত্রস্থালীর পেশীর দুর্ব্বলতা বা এককালে শক্তি-হীনতা জন্য। দিন রাত অসামাল প্রস্রাব। প্রাচীনের রোগে ব্যবহার্য্য।

থুজা—ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রস্রাব ত্যাগের পরও ফোটা ফোটা অনিচ্ছাধীন মূত্র পতন; বিশেষ যাহাদের প্রস্রাব দ্বারের নিকট আঁচিল আছে বা ছিল।

নক্স—মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশের উপদাহ জন্য প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা। অতিরিক্ত নেসা বা অনিয়মে থাকা জন্য রোগ।

নাইট্রেট ইউরেনিয়ম—রাত্রে শিশুর অসামাল প্রস্রাব; অনেক সময় উহা দেহের যে স্থানে লাগে, সে স্থান হাজিয়া যায়। কমি জন্য সেজে মোতা।

নাইট্রি-আ—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা ঘোড়ার চোনার ন্যায় মূত্র। প্রস্রাব-দ্বার দিয়া পূযবৎ ক্ষরণ, বিশেষ রাত্রে। প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, বিশেষ শিশুর।

পড—ঘুমন্ত প্রস্রাব।

পল্‌স—বসা বা বেড়ান কালিন ফোটা ফোটা পড়া; কাশী বা নিদ্রা কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব (রস)। রাত্রে সেজে মোতা, বিশেষ নম্র-প্রকৃতি ও ক্ষীণ-কায় পক্ষে এবং সে বিধায় বালকাপেক্ষা বালিকার অধিক খাটে (সেপি)। প্রস্রাব পাইলে ক্ষণকালও ধারণে অক্ষমতা। ইহাদের মূত্রদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়। বর্ষায় রোগ বৃদ্ধি। প্রসবের পর অসামাল প্রস্রাব। আর্ণিকায় প্রতিকার না হইলে ইহা দিবা এবং ইহাতেও না সারিলে বেল বিধি। বামার রোগ পুরাতন হইলে—সল্‌ফর, সিকুটা, সেপি—ইহার এক একটা পরে এক সপ্তাহ বিরাম।

প্লাণ্টানগো—দ্বারের পেশীর দুর্ব্বলতা জন্য অসামাল প্রস্রাব; প্রচুর পরিমাণে সেজেমোতা; চক্ষুর নীচে ফুলা; বিলক্ষণ ক্ষুধা ও সুনিদ্রা।

পিট্রোল—মূত্রস্থালীর গ্রীবার দুর্ব্বলতা জন্য প্রস্রাব ত্যাগের পর ফোটা ফোটা অনিচ্ছাধীন পড়া।

ফস-আ—রাত্রে বিছানা ভাসাইয়া দেওয়া। আত্ম-মৈথুন জন্য রোগ। যাহাদিগের অতিরিক্ত বাড়ন্ত গড়ন, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে।

ফেরম—দিবসে প্রস্রাব ধারণে অক্ষম, রাত্রে কোন গোল নাই।

বেল—মস্তিষ্কের উপদাহ বশতঃ রোগ সহ প্রচুর ঘাম। মূত্রস্থালীর দ্বারের পেশীর শিথিলতা জন্য নিয়ত মূত্র ঝরা। প্রাচীনের পীড়া।

বেঞ্জ-আ—রাত্রে সেজে মোতা—প্রস্রাব খুব লাল, কটু ঘ্রাণের এবং ইহার আপেক্ষিক ভার (Specific gravity) স্বাভাবিক প্রস্রাব অপেক্ষা অধিক।

মার্ক—যাহারা অল্পে ঘামে ও যাহাদের প্রস্রাব কটু ও টক গন্ধের এবং যাহারা বেগ হইলে ধারণে অশক্ত, তাহাদের পক্ষে।

রস—অনিচ্ছাধীন পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে ও স্থির থাকিলে। বাতগ্রস্তের পীড়া।

রুটা—রাত্রে বিছানায় মূত্র ত্যাগ এবং দিবসেও নড়া চড়ায় অসামাল প্রস্রাব। পুনঃ পুনঃ বেগ ও সবুজ বর্ণের মূত্র।

লাইকপ—অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি; বিশেষতঃ তলানিতে লাল লাল বালির কণা থাকিলে।

ষ্টাফিস—কাশিতে কাশিতে ফিন্‌কি দিয়া প্রস্রাব, (সিলা)।

সুল্‌ফর—ধাতু বিকৃতি বশতঃ, বিশেষ, চর্ম্ম রোগ-গ্রস্তে এবং একহারা, পেটডাগ্‌রা, মিষ্টপ্রিয়, স্নানে বিমুখ, এমত সকলের মূত্র ধারণে অক্ষমতা; বিশেষ দুইপ্রহর রাত্রের পর। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর মূত্র ত্যাগ। জল পতনের শব্দ শুনিলেই প্রস্রাব না করিলে কাপড় নষ্ট। কিছুকাল রাত্রি জাগরণের পর গাঢ় নিদ্রা ও তৎকালে সেজে মোতা। সকালে ১১ টায় গাত্র তাপ, দুষ্ট ক্ষুধা।

সল্‌ফ-আ—রাত্রে সেজ ভাসিয়া যাওয়া।

সিনা—নাক খোঁটা, দাঁত কিড়্‌মিড়ি, বায়সবৎ ক্ষুধা ও অপর কৃমির লক্ষণ। অনিচ্ছাধীন প্রস্রাবের পরই উহা ঘোলামারা এবং খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে দুধবৎ শাদা হওয়া।

সিলা—কাশিতে কাশিতে মূত্র ফিন্‌কি দিয়া ত্যাগ।

সিলিসা—কৃমি জন্য রোগ, বহু দিনের পীড়া। ৩০ ক্রমের বহুবার সেবনে আরোগ্য। রাত্রে সেজে মোতা।

সেপি—ঘুমন্ত ও প্রথম রাত্রে প্রস্রাব দ্বার দিয়া অধিক শ্লেষ্মার নির্গমন; সর্ব্বদা ত্যাগ ইচ্ছা; মূত্রস্থালীতে চাপ ও উহার গ্রীবার আক্ষেপ; কদর্য্য গন্ধের প্রস্রাব এবং মেটেবর্ণের চটচটে তলানি পড়া। আত্ম-মৈথুন-কারীর রোগ।

মূত্র রোধ বা কৃচ্ছ্রতা।

প্রস্রাবের বিবিধ যন্ত্রের পীড়ায় নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়। মূত্রাশয়ের প্রদাহে ঐ প্রদেশে ব্যথা হয় এবং চাপ দিলে কি নড়িলে চড়িলে যাতনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে—শীত ও তাপ, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, কখন বা তাহা রক্ত মিশ্রিত, গা বমি বমি, বমন। প্রদাহ অধিক বা উভয় কোষে হইলে হয়তো প্রস্রাব এক কালেই সঞ্চয় না হইতে পারে এবং তদবস্থায় ইউরিয়া বিষ ধমনী রক্ত মধ্যে সঞ্চালিত হওয়াতে প্রলাপ, অচৈতন্যময় গাঢ় নিদ্রা এবং দড়্কা উপস্থিত হয়, এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকার না হইলে আশু মৃত্যু সম্ভাবনা। হয়তো রোগ পুরাতন মধ্যে পরিগণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব সহ বেগ ও বেদনা আনে এবং ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল করিতে থাকে। এ পীড়ায় দুগ্ধ ও নিরমিষ খাদ্যই পথ্য এবং পরিমিত ব্যায়াম ও গর[illegible]লে স্নান বৈধ। কখন কখন মূত্রস্থালীতে প্রস্রাব সঞ্চিত হইয়া উহার [illegible] প্রদাহ, পক্ষাঘাত বা সংকোচন ঘটে। এজন্য অথবা পাথুরী থাকা [illegible] ইচ্ছা সত্ত্বে প্রস্রাব ত্যাগ হয় না। বস্তি প্রদেশ স্ফীত ও উচ্চ হয়। হয়তো ঘুমন্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে যায়, বেগ দেয়, কিছুই পড়ে না। বাত রক্ত (Gout) অধিক পরিমাণে ডাক্তারি চিকিৎসায় কান্থারিস ব্যবহার, অধিকক্ষণ জলে থাকা বা ভেজা, হিম লাগা ও অতিরিক্ত সুরা পান বশতঃ এই ব্যাধি হইয়া থাকে। প্রদাহের পর মূত্র-মার্গ অধিক পুরু অথবা তথায় আক্ষেপ জন্য পথ রোধ হওয়া, এমত স্থলে প্রথমতঃ যন্ত্র দ্বারা পথ পরিসর করিয়া পশ্চাৎ উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবা।

ঠাণ্ডা বা আঘাত, জ্বর বা অপর রোগে রক্তের বিকৃতি-ভাব জন্য মূত্রা-ধারে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার (Albumen) দেখা দেয় ও ইহার আকার বৃদ্ধি হয়। জ্বর, মূত্রাশয় বেদনা, অল্প অল্প ঘন ঘন লাল প্রস্রাব ইহার লক্ষণ। প্রথম প্রথম বদন ও চক্ষুর পাতা পরে ন্যূনাতিরেকে হাত ও পায়ের পাতা ফুলে ; শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা ঘটে ; কাহারও বা অঘোর অবস্থা ও আক্ষেপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ; এবং ১০।১৫ দিনের পর কমিতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে শরীর ফুলে, দিন দিন দুর্ব্বল করে ও প্রস্রাবে বিলক্ষণ শ্বেত-

সার দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত যে কোন ব্যাধি জন্য মূত্র-রোধ, কৃচ্ছ্রতা ও অপর যাতনা উপস্থিত হয়, তাহার সদৃশ ঔষধ নিম্নে প্রকাশিত হইল। উপসর্গ দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রোগ নির্ণয় করিতে পার, ভালই! কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ভেষজ দিয়া যন্ত্রণা নিবারণ করিলেই আমরা সিদ্ধ-মনস্কাম হইব। আমাদিগের দেশের দুরবস্থায় ইহাপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করা, বোধ হয়, সঙ্গত নহে।

ভূমিষ্ঠ হইবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হইলে, মূত্রস্থালী বিলক্ষণ ফুলিয়া উঠে ও ঐ সঙ্গে কখন কখন জ্বর, অস্থিরতা, কান্না, অঙ্গবিকৃতি এবং ক্কচিৎ বা দড়্কা কিম্বা অপর কোন ভয়াবহ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। গরম জল দিয়া তলপেটে ফোমেণ্ট বা সেক দিবা, অথবা সহ্য হয়তো ঐরূপ গরম জলের টবে বসাইবা; বস্তিপ্রদেশে হস্ত বুলাইতে থাকিবা। ইহাতে প্রতিকার না হইলে, অথবা প্রথম হইতেই স্থানীয় প্রদাহের উপশমার্থ আকন দিবা। গিন্নিরা কখনও এক আদ্ ঝিনুক মিছরির পানা দিতে কহেন।

আকন—সদ্য প্রসূতের প্রস্রাব বন্ধ হইলে, ইহার প্রয়োগে দুই ঘণ্টা মধ্যে মূত্রত্যাগ সম্ভাবনা। তাহা না হইলে, এবং ঐ সঙ্গে দড়্কা ও হাত পা ঠাণ্ডা থাকিলে ইপি ব্যবস্থা। জ্বর বা প্রদাহ; বদন সরস ও গাঢ় বর্ণের হওয়া; প্রস্রাব ত্যাগের খুব ইচ্ছা কিন্তু হয়না, এমত অবস্থা; তলপেটে হাত দিয়া কান্না; অস্থিরতা এবং বসিলে দুর্ব্বলতা বোধ। হিমলাগার দরুণ রোগে বিশেষ উপকারী। মূত্রমার্গের মাংস বৃদ্ধি জন্য শলা বা যন্ত্র দ্বারা প্রস্রাব করাইবার পর অনেক সময় ইহা ও কান্থ পর পর, অথবা জেল্‌স ব্যবহারে মূত্র-পথ সরল হওয়ার সম্ভব।

আপিস—জ্বরের পর অত্যল্প প্রস্রাব, এবং ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা, চিড়্ চিড়নী এবং বেগ দিলে যেন উদরস্থিত কোন পদার্থ ছিঁড়িয়া নির্গত হইবে, এমন বোধ হওয়া; হঠাৎ কোন অঙ্গ ফুলা ও তথায় হুল ফুটুনি; শ্বাস কষ্ট।

আপোসাইনম-কা—প্রস্রাব কখন কখন সঞ্চারিত না হওয়া বা সঞ্চয় হইয়া আট্‌কান, অথবা অত্যল্প ও হরিদ্রা বর্ণের হওয়া; বিশেষ শোথগ্রস্তের মূত্রপীড়া।

আরম-ফ—প্রস্রাব আট্কান ও বিলক্ষণ যাতনা এবং মূত্রস্থালীতে চাপুনি; ছানার জলের ন্যায় ও কটুঘ্রাণের অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হওয়া এবং উহার সঙ্গে শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

আর্জণ্ট-না—প্রস্রাব বন্ধ, অথবা অত্যল্প ও ঐ সঙ্গে পূয ত্যাগ। মূত্রনালী ফুলা ও টাটান। প্রমেহ (Gonorrhœa) পীড়া থাকা জন্য মূত্ররোধ।

আর্ণিকা—পড়া, আঘাত বা অতিরিক্ত শ্রম জন্য প্রস্রাব রোধ। মূত্র সঞ্চয় হইলেই যাতনা, মূত্রস্থালীতে ব্যাথা ও টাটান।

আর্স—মূত্ররোধ বা কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগ আরম্ভে জ্বালা। মূত্রস্থালী অধিক স্ফীত ও শক্তিহীন হওয়া, এবং পূয-রক্ত-মিশ্রিত ঘোলাটে প্রস্রাব। পুঁতি (Malaria) জ্বরের পর এবং এককালে বলহীনতা অবস্থায় ইহা প্রযুজ্য। প্রসবের পর স্ত্রীলোকের প্রস্রাব আট্কান।

ইউপাট-পর—সদা ত্যাগ ইচ্ছা সহ মূত্রস্থালীতে কন্কনানি এবং মূত্রনালী চিড়্ চিড়্ ও জ্বালা করা, এবং ফোটা কতক মাত্র ডগ্ডগে লাল ও শ্লেষ্মা-মিশ্রিত প্রস্রাব পতন। প্রস্রাব আট্কান এবং তলপেট ফুলা ও গরম হওয়া; অল্প প্রস্রাব ও শ্বাস কষ্ট, এবং সর্ব্বশরীর ফুলা। মূত্রাধারের প্রদাহ।

ইণ্ডিগো—নীল বর্ণের প্রস্রাব, কাপড় ধুইলেও দাগ না উঠা; দিন রাত পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা ও প্রতিবার কষ্টে স্বল্প মাত্রায় ঘোলাটে প্রস্রাব সহ মূত্রস্থালীর তলা জ্বালা। মূত্রাশয়ের শূল বেদনা।

ইপি—অত্যল্প, ঘন, লাল্চে ও ঘোলা মূত্র এবং লাল তলানি পড়া। প্রস্রাব আট্কান ও দড়্কা।

ইরিজিরণ—মূত্রস্থালীর গ্রীবার উপদাহ বশতঃ প্রস্রাবে অধিক রক্ত বা প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার ক্ষরণ। দাঁত উঠাকালীন বা পাথুরী জন্য মূত্র-কৃচ্ছ্রতা। পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ইচ্ছা ও তীব্র ঘ্রাণের প্রস্রাব।

উভা-অর্সি—পুনঃ পুনঃ বেগ ও অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ, পরে জ্বালা ও কন্কনানি; অধিক বেগ দিলে রক্ত ও শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

ওপি—মূত্র সঞ্চয় না হওয়া অথবা আট্কান—যেন পথ রুদ্ধ হইয়াছে; কিম্বা অত্যল্প প্রস্রাব এবং মূত্রস্থালী হইতে রক্ত পড়া। শৌচ প্রস্রাব বন্ধ ও বায়ু পর্য্যন্ত নিঃসরণ না হওয়া, পেট ফাঁপা এবং ঝিমন। ভয় জন্য

ও প্রসবের পর রোগ। প্রস্রাব (ও শৌচ) বন্ধের (বিসূচিকায়) একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কফি—প্রস্রাব বন্ধ, পুনঃ পুনঃ কষ্টকর বেগ, এবং সময় সময় ফোটা-কতক মাত্র ত্যাগ।

কলসিন্থ—বৃথা বেগ, অত্যল্প মূত্র এবং ত্যাগকালীন পূর্ব্বে ও পরে যাতনা, চট্‌চটে প্রস্রাব।

কল্‌চি—অত্যল্প ও কালীর মতন এবং ফোটা ফোটা ত্যাগ, শাদাটে তলানি; অথবা রক্ত বিশিষ্ট ও জ্বালাকর প্রস্রাব এবং কোমর হইতে উরু পর্য্যন্ত বাতের ব্যথা।

কান্থ—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রস্রাব বন্ধ, অথবা রক্তবিশিষ্ট ফোটা ফোটা ত্যাগ ও তৎকালে জ্বালা এবং পরে আরো অধিক যাতনা জন্য কাতরানি ও চীৎকার। মূত্রাশয়ে প্রদাহ ও ছেঁড়া, বেঁদা। মূত্রস্থালীপ্রদেশ ফুলা, জ্বালা, কন্‌কন্‌ করা ও ছুঁইলে বেদনা এবং কোমর সেঁটে ধরা; কখন কখন শ্লেষ্মা ও পূয ক্ষরণ। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পানে, এমন কি, জল দেখা-তেও যাতনার বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা বা আতঙ্ক জন্য পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

কানাবিস-ই—জ্বালাকর রক্তবিশিষ্ট ফোটা ফোটা প্রস্রাব ও কষ্টে ত্যাগ এবং বস্তিপ্রদেশ সেঁটেধরা।

কানাবিস-সা—মূত্রাশয়ে অতিশয় যাতনা। মিনিট কতক অন্তর রক্ত প্রস্রাব ও ত্যাগকালীন মূত্রনালী ছেঁড়া। বেগ দিলে অল্প অল্প ঘন মূত্র ত্যাগ। প্রথম প্রথম প্রস্রাবকালীন জ্বালা, পরে পুরুষ অঙ্গ ও কোষ জ্বালা।

কাপ্স—পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা, ফোটা ফোটা গরম জর্দ্দা মূত্র ত্যাগ। মূত্র লাল এবং মূত্রনালী জ্বালা ও চিড়্‌ চিড়্‌ করা।

কাম্ফর—মূত্রস্থালীর গ্রীবার আক্ষেপ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা, বিশেষ অধিক পরিমাণে টারপিন তৈল ও কান্থারিস ব্যবহারের পর। প্রস্রাব আট্‌কান বা অত্যল্প ত্যাগ—মূত্রস্থালীর চাপুনি, মুড়া ঠাণ্ডা ও পায়ের ডিমে খাল লাগা। মূত্রনালী ও স্থালীর জ্বালা হইলে এবং প্রস্রাব সঞ্চয় না হইলে, ইহার আদত আরক নাকের গোড়ায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর ধরিলে ফল দেখা যায়।

কালী-কা—মূত্রকৃচ্ছ্রতা; পাত্রে ধরিয়া নাড়া চাড়ায় প্রস্রাবে গেঁজলা

উঠা ও থিতুলে লাল্‌চে তলানি পড়া। ডাইনে আরম্ভ হইয়া বাম পাতা, পরে সর্ব্বশরীর ফুলা। চোট লাগা বা দীর্ঘকাল আর্দ্রস্থানে বাস জন্য রোগ।

কালী-না—প্রস্রাব ত্যাগকালীন জ্বালা ও মূত্রমার্গে ফুঁড়ুনি। কান্থ ও কাম্ফর ব্যবহারে রোগ উপশমিত না হইলে।

কালী-বাই—মূত্রাশয়ে রক্ত সঞ্চয় ও তথায় প্রস্রাব সঞ্চয় না হওয়া। গাঢ় লাল প্রস্রাব ও পীঠ বেদনা। প্রস্রাব বন্ধ এবং কোমর ব্যথা।

কালী-হা—গণ্ডমালা ধাতুর মূত্রকৃচ্ছ্রতা। দ্বার দিয়া সবুজ ধাতু ক্ষরণ। কষ্টে অত্যল্প লাল প্রস্রাব, জর্দ্দাটে তলানি, অত্যন্ত তৃষ্ণা, থ্যাঁথলানর ন্যায় পীঠে ব্যথা।

কিউবেব—প্রস্রাবের পর দ্বার কন্‌কনানি ও সঙ্কোচন।

ক্লেমেটিস—প্রদাহিক অবস্থার প্রথমে ব্যবহার্য্য। মূত্রমার্গের দীর্ঘকাল সঙ্কোচন জন্য থাকিয়া থাকিয়া অল্প অল্প বা ফোটা ফোটা প্রস্রাব, ও তৎকালে জ্বালা, ফুঁড়ুনি।

কোনাই—অত্যল্প মূত্র ও অতি কষ্টে শ্লেষ্মা পূয ক্ষরণ; থাকিয়া থাকিয়া ছিড়িক্ ছিড়িক্ প্রস্রাব। পুরাতন রোগে বিশেষ উপকারী।

চিমিফিলা—প্রস্রাব খুব লাল ও তলানি রক্ত-বিশিষ্ট; রাত্রে পুনঃ পুনঃ ত্যাগ, অথচ কোন বারই ক্ষেরে না হওয়া; অতিশয় দুর্ব্বলতা।

চেলিডন—মূত্রাশয়ে প্রদাহ। যকৃতের পীড়া জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

জেল্‌স—আক্ষেপ জন্য প্রস্রাব বন্ধ ও সময়ে সময়ে খোলসা প্রস্রাব।

টেরিবিন্থ—মূত্রাশয়ে প্রদাহ, তথায় জ্বালা ও সেঁটে ধরা; প্রতি রাত্রে কাল রক্ত-মিশ্রিত প্রস্রাব, এবং তলানি গাঢ় ও ঝাঁই গুঁড়ার ন্যায়; কষ্টে মূত্রত্যাগ ও মূত্রস্থালীতে জ্বালা এবং মূত্রদ্বারের সঙ্কোচন। এককালে মূত্র বন্ধ।

ডল্কা—ঠাণ্ডা বায়ু বা হিমলাগা, অধিকক্ষণ জলে থাকা বা ভেজার দরুণ রোগ, ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। মূত্রস্থালী পূর্ণ, অথচ অনেক বেগ দিলে ফোটা কতক মাত্র কষ্টে ত্যাগ। প্রস্রাব ঘোলাটে, দুধের ন্যায় বর্ণ ও দুর্গন্ধ, এবং উহার সঙ্গে শ্লেষ্মা, পূয ও খাঁকৃরি নির্গত হয়। শিশু মূত্রস্থালী-প্রদেশ হাত দিয়া চাপে, পা উপর দিকে তুলে ও কাতরাইতে থাকে।

ডি. স্প—মূত্রাশয়ের কার্য্য রাহিত্য জন্য প্রস্রাবের সঞ্চার না হওয়া বা অত্যল্প ত্যাগ। মূত্রস্থালীর গ্রীবা প্রদাহ ও তথা হইতে এক গাছা বিচালি যেন বাহির হইতেছে, এমন বোধ হওয়া। সর্ব্বদা ত্যাগের ইচ্ছা ও প্রতিবার জ্বালা করা, ফোটা ফোটা গরম মূত্র পড়া, শয়ন করিলে প্রস্রাব অনিচ্ছাধীন ত্যাগ হইয়া যাতনার সমতা।

থুজা—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, অত্যন্ত বেগ; ফোটা ফোটা রক্ত-মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ, তাহা না হইলে অত্যন্ত চুলকুনি। প্রস্রাব পাতলা ও সবুজ। প্রমেহগ্রস্তের কিম্বা যাহাদের মলাশয় বা জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল থাকে, তাহাদের মূত্রকৃচ্ছ্রতায় অধিক খাটে।

নাইট্রি-আ—মূত্রাশয়ে প্রদাহ—শ্বেতসার (Albumen) ক্ষরণ। কদর্য্য গন্ধের গরম অত্যল্প কৃষ্ণ বা গাঢ় নীল বর্ণের রক্ত প্রস্রাব; প্রত্যহ একবার, বা এক অথবা সাত দিন অন্তর প্রস্রাব।

পলিগনস-প—ত্যাগকালীন মূত্রস্থালীর গ্রীবার কন্‌কনানি ও তথায় অবরোধ বোধ হওয়া এবং অনেকক্ষণ ঐ ভাব থাকা।

পল্‌স—ভিজে কাঁথায় অনেকক্ষণ শয়ন জন্য শিশুর প্রস্রাব বন্ধ। কফজ ধাতু; বিশেষ তলপেট অধিক গরম থাকিলে, অথবা আকন ও নক্স দিয়া প্রতিকার না হইলে ইহা দেওয়া বিধি। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা, কিন্তু নির্গত না হওয়া; তৎসহ মূত্রস্থালীর কন্‌কনানি ও জ্বালা এবং কোমর শক্ত হওয়া; শীত; ঠাণ্ডা বাতাসের ইচ্ছা। মূত্রস্থালীর গ্রীবার উপদাহ; ত্যাগের পর কন্‌কনানি ও তলপেট ভার এবং টাটানি। নড়া ব্যথা, শ্লেষ্মা বা রক্তবিশিষ্ট ও লাল্‌চে প্রস্রাব।

পিট্রোল—পুনঃ পুনঃ অত্যল্প পাটলবর্ণের দুর্গন্ধ প্রস্রাব, অথবা ফোটা ফোটা পড়া ও মূত্রনালীর জ্বালা। পুরাতন রোগে ব্যবহার্য্য।

পিট্রোসিলিনম—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হওয়া ও তৎক্ষণাৎ ত্যাগ না করিলে যাতনার জন্য ওলট্‌ পালট খাওয়া। প্রমেহগ্রস্তের মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

পেরেরা—অতি কষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ বা এককালে বন্ধ এবং মূত্র-স্থালীতে ও সময়ে সময়ে পীঠে অত্যন্ত ব্যথা, জোরে কান্না; কেবল হাঁটু গাড়িয়া প্রস্রাবে সক্ষমতা; উরু হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ব্যথার

বিস্তার ও তজ্জন্য চীৎকার। শ্লেষ্মাবিশিষ্ট ও নিসাদলের ... চড়া ঘ্রাণের মূত্র।

কস্—ছেঁড়া দুধের ন্যায় প্রস্রাব, ঘন ও ঘোলাটে—শ্বেত...ার ও রক্ত-বিশিষ্ট তলানি। মূত্রনালী চিড়্ চিড়্ ও কন্‌কন্ করা। মূত্র...যন্ত্রের প্রদাহ; শ্বেতসার থাকিলে ও রক্ত প্রস্রাবে ব্যবহার্য্য। ঐ সঙ্গে শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহ, সর্দ্দি, হাড়ে ক্ষত থাকা, ইত্যাদি অবস্থা বিশিষ্ট হইলে ইহা বিশেষ খাটে। রক্ত প্রস্রাব ও অধিক যাতনা, বিশেষ অধিক রতি-ক্রীড়ার পর। এইরূপ রোগীদিগের প্রায়ই লম্বা, ... ও শক্ত মল কষ্টে ত্যাগ... অথবা পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ হইয়া থাকে।

কস-আ—প্রস্রাব শাদা ও ঐ সঙ্গে হয়ত টুক্‌রা টুক্‌রা রক্ত—মূত্রে শ্বেতসার, তাপ, তৃষ্ণা ও ফেঁকাসে বদন, এবং দুর্ব্বলতা। অথবা যাহারক অযথা (শীঘ্র শীঘ্র) বাড়—(বাড়ন্ত গড়ন) এমত শিশুর পক্ষে।

ফাইটোলাকা—শ্বেতসার-বিশিষ্ট ও গাঢ় লাল প্রস্রাব। মূত্রাশয় প্রদেশ, বিশেষ ডান দিকে, টাটান ও উত্তপ্ত। ত্যাগকালীন ও পূর্ব্বে মূত্রস্থালী প্রদেশে ব্যথা এবং অধিক মাত্রায় তলানি পড়া।

ফেরম—রক্ত প্রস্রাব। মেরুদণ্ডের পীড়া বা আঘাত বশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

ফেরম-মে—প্রস্রাব ত্যাগে যাতনার সমতা, অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় কষ্ট বৃদ্ধি।

বার্ব—মূত্রাধার প্রদাহ। মূত্র যন্ত্রসমূহে জ্বালা, কন্‌কনানি, ছেঁড়া। গাঢ় জর্দ্দা বা রক্তের ন্যায় প্রস্রাব ও লাল ভূষির ন্যায় তলানি। সমস্ত তলপেট ও কাঁকাল ব্যথা।

ব্রাই—মূত্র গরম, লাল, অত্যল্প এবং ত্যাগের পূর্ব্বে জ্বালা ও কন্‌কনানি।

বেন্‌জ-আ—ব্রাণ্ডী সুরাপের ন্যায় লাল ও বড় কড়া ঘ্রাণের প্রস্রাব এবং এত গরম, যেন প্রস্রাবদ্বার পুড়িয়া যায়, সুতরাং সেই নিমিত্ত দিবা রাত্রে এক বারের অধিক ত্যাগে অক্ষম।

বেল—এককালে বন্ধ বা ফোটা ফোটা গরম লাল প্রস্রাব, অতিশয় কাতরানি ও হঠাৎ চিক্‌ড়ে উঠা। অথবা ঘুমন্ত আক্ষেপ হইয়া জাগা বা

মূত্রস্থালী স্পর্শ মাত্র দড়কা ও তজ্জন্য কখন কখন হাত পা বাঁধিয়া কাষ্ঠবৎ হওয়া। ভয় হইতে রোগের উৎপত্তি; বিশেষ শোণিত-প্রধান ধাতুতে ইহা উত্তম খাটে (ইপি, ইগ্নে, হাইয়স)। মূত্রাশয় হইতে মূত্রস্থালীতে তীব্র বেদনা—হঠাৎ ধরা ও হঠাৎ ছাড়া (এটী ঔষধের বিশেষ লক্ষণ)। মূত্রাশয়-প্রদেশ গরম হওয়া ও ফুলা। মূত্রস্থালীর মধ্যে যেন কৃমি সড় সড় করা, কোমর ভেঙ্গে পড়া।

বোরাক্স—প্রস্রাবের পূর্ব্বে চেক্‌ড়ান—মূত্র ঝাঁঝাল ও গরম এবং তাহাতে দুর্গন্ধ হওয়া।

মার্ক—সর্ব্বদা ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব গাঢ় লাল, কখন সবুজ, অত্যল্প, এবং ধরিয়া রাখিলে শীঘ্রই ঘোলা ও দুর্গন্ধ হয়। সরুধারে বা ফোটা ফোটা পতন ও শ্লেষ্মা, পূয বা রক্তবিশিষ্ট হওন এবং ত্যাগকালীন ঘাম, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রস্রাব আট্‌কান ও মূত্রস্থালীর বেগ। ত্যাগের পর পুনর্ব্বার প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বার জ্বালা। জনক জননীর গরমির পীড়া জন্য সন্তানের গাত্রে ক্ষত, ফুস্‌কুড়ি ও মূত্রকৃচ্ছ্রতায় বিশেষ খাটে। মূত্রাধারে ফোড়া ও তাহা পাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

মার্ক-ক—প্রস্রাবে অতিরিক্ত শ্বেতসার থাকা (বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রসবের পর), এবং চড়া ঘ্রাণের অত্যল্প লাল মূত্র ত্যাগ।

রস—রক্তের ন্যায় প্রস্রাব এবং ফোটা ফোটা ও কষ্টে ত্যাগ; অধঃ অঙ্গ নাড়িতে ক্লেশ। বাতগ্রস্তের মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও তলানি বরফবৎ শাদা। ভেজা বা অঙ্গ কচিয়া যাওয়ায় রোগ। মূত্রাধারপ্রদেশ ছেঁড়া, অস্থিরতা, পাশ ফেরায় স্বস্তি; সর্ব্ব শরীর ফুলা।

লাইক—মূত্ররোধ বা কৃচ্ছ্রতা ও বায়ু জন্য পেট ডাকা। প্রস্রাবের পূর্ব্বে কোমর ব্যথা জন্য শিশুর চীৎকার, ত্যাগ আরম্ভে স্বস্তি, তলানিতে টক গন্ধের লাল বালি; ঐ সঙ্গে উদরাময় থাকিলে বিশেষ খাটে। প্রস্রাব আট্‌কান; ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর নির্গত হওয়া, এবং উহা ঘোলাটে শাদা ও ঘন পূযবৎ, ঘ্রাণে বমি আইসে। মূত্রাধারে বেদনা। পাথুরীর জন্য দ্বার দিয়া রক্ত পড়া।

লাকাসি—বিলক্ষণ বেগ আসে কিন্তু বাহির হয় না। গাঢ় হরিদ্রা বা

লাল, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণের এবং কখন কখন গাঁজলাটে প্রস্রাব। মূত্রনালী জ্বালা ও কদর্য্য শ্লেষ্মার নির্গমন। মূত্রস্থালী বা পেটে যেন একটা গোলা ঘুরিতেছে, বোধ হওয়া। স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া, বায়ু বা শেষ ঋতু-সন্ধি বা প্রৌঢ় কালে প্রস্রাব-কষ্টে ব্যবহার্য্য।

লিলিয়ম—মূত্রস্থালীতে নিয়ত চাপ জন্য সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগে ইচ্ছা, অত্যল্প ত্যাগ, পরে অধিক চিন্‌চিনানি ও বেগ।

লোবেলিয়া—গাঢ় লাল বর্ণের প্রস্রাব ও প্রচুর পরিমাণে লাল তলানি পড়া। মূত্র-শ্বেতসার রোগে ব্যবহার্য্য।

ষ্ট্রাম—প্রস্রাব সঞ্চয় না হওয়া বা অবরোধ হওয়া, বিশেষ জ্বর রোগে।

সল্‌ফর—বিকৃত বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পীড়া। ঠাণ্ডা লাগিলেই মূত্ররোধ। অথবা ক্রুপ রোগ; দুর্গন্ধ ফোটা ফোটা মূত্রসহ শ্লেষ্মা ও পূয-মিশ্রিত রক্ত ক্ষরণ। ত্যাগের পূর্ব্বে মূত্রনালীতে জ্বালা। অর্শগ্রস্তের মূত্রকৃচ্ছ্রতায় প্রাতে এইটী ও বৈকালে নক্স।

সার্সা—প্রস্রাব বেগ কালে কন্‌কন্ করা, ত্যাগকালীন ও পূর্ব্বে কান্না, মূত্রনালীতে অতিশয় বেদনা এবং তথা হইতে উর্দ্ধে পেটে যাওয়া। শেষাশেষি রক্ত নির্গত হইয়া যাতনা দূর হওয়া। মূত্রে অনেক লাল বালিকণা থাকা। প্রস্রাব কালে মূত্রস্থালী হইতে বায়ু নির্গমন।

সেনেসিও—পাথুরী নির্গত হওয়ার পর মূত্রাধার ও নালীর প্রদাহ।

সেপি—ত্যাগকালীন অধিক জ্বালা ও কন্‌কনানি, মূত্রে ভয়ানক দুর্গন্ধ ও তলানি কাদার ন্যায় (সরায় লেগে থাকা), মলদ্বার ভার, এবং বদন জর্দ্দা, বিশেষ নাকের এড়্‌এড়িতে হল্‌দে দাগ পড়া।

হাইয়স—মূত্রস্থালী স্ফীত হওয়া ও প্রস্রাব আট্‌কান। ঘোলাটে প্রস্রাব সহ তলানিতে শ্লেষ্মা বা পূয; জিব শুষ্ক হওয়া ও তৃষ্ণা; প্রলাপ। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর এবং শিশুর মস্তকের পীড়া সহ মূত্ররোধ।

হেল—প্রদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়া, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও তজ্জন্য আক্ষেপ।

গরম জলে স্নান ও পীড়িত প্রদেশে গরম জলে সেক দেওয়া বা ফোমেণ্ট করা; কখন কখন মলদ্বার দিয়া পিচকারী এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে যন্ত্র

দ্বারা প্রস্রাব করান বিধি। পথ্য লঘু; মাংসাদি নিষিদ্ধ; যব ও গঁদের জল, মাশকলাইয়ের যূস, পুরাতন তেঁতুল, ইত্যাদি ব্যবহার্য্য।

রক্ত প্রস্রাব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে রক্ত প্রস্রাবের কয়েকটী ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থলে বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে। মূত্রগ্রন্থি (মূত্রাশয়), মূত্রনালী, মূত্রস্থালী, মূত্রমার্গ, ইহাদের সকল গুলি হইতেই রক্ত পতন হয়। সর্ব্বপ্রথম মূত্রাশয় হইতে হইলে, তৎপ্রদেশ বেদনা ও অধিক রক্তযুক্ত হয়। প্রস্রাবের সহিত সেই রক্ত মিশ্রিত থাকে। মূত্রস্থালী বা নালী হইতে হইলে, অত্যধিক রক্ত থাকে না বা ওরূপে মিশে না, প্রায় প্রস্রাবের শেষে নির্গত হয়। মূত্রমার্গ হইতে হইলে, প্রস্রাব হয় না, ঐ পথ হইতে চোঁয়াইয়া ফোটা ফোটা শোণিত পতিত হয় এবং ইহার পর কখন কখন শ্লেষ্মাও দেখা যায়। অর্শ, পাথুরী, প্রস্রাবে শ্বেতস্রার, মূত্রমার্গে রক্ত সঞ্চয় বা তথায় ক্ষত থাকা, ইত্যাদি কারণে প্রস্রাবযন্ত্র দিয়া রক্ত পতন ঘটে। হাম, বসন্ত এবং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে রক্তপ্রস্রাব কুলক্ষণ।

আর্ণিকা—পতন, আঘাত বা পাথুরী জন্য রক্ত পড়া।

ইপি—প্রচুর রক্তস্রাব, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, গা বমি বমি, পেট ও মূত্রমার্গ কন্‌কনানি।

কান্থ—সর্ব্বদা ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব সহ রক্ত বা পূয ক্রমাগত ফোটা ফোটা পড়া।

কাম্ফর—টারপিন তৈল বা বেস্তারা ব্যবহার জন্য রক্ত প্রস্রাব।

ট্রিলিয়ম—দুর্ব্বলীর অধিক পরিমাণে প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত পড়া।

নক্স—অধিক ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার, অতিরিক্ত সুরাপান, অর্শ বা ঋতুবন্ধ নিবন্ধন প্রস্রাবে শোণিত।

নাইট্রি-আ—অধিক পারা ব্যবহার বশতঃ প্রস্রাবদ্বার দিয়া অধিক শোণিত নির্গত হওয়া, ঘোড়ার চোনার ন্যায় চড়া মূত্র।

ফস্—যথায় রক্ত বিকৃত হইয়াছে (সিকেল) ; যাঁহাদের সামান্য চোটে অধিক রক্ত-পতন হয়, এমত অবস্থায় শোণিত প্রস্রাব।

মার্ক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব। প্রস্রাবে যেন রক্ত ও পূয মিশ্রিত।

মিলিফলিয়ম—প্রস্রাব ত্যাগের সমধিক ইচ্ছা এবং দ্বার দিয়া অতিরিক্ত শোণিত স্রাব।

মেজেরিয়ম—রক্ত পাতলা, প্রায় জমাট হয় না এবং সামান্য ব্যথা।

সিকেল—মূত্রাশয়ের পীড়া জন্য কষ্ট না হইয়া পাতলা শোণিত পতন ; খুব দুর্ব্বল ও শরীর ঠাণ্ডা।

হামেমেলিস—প্রস্রাব সহ রক্ত পাত।

পথ্যের ব্যবস্থা—অনুগ্র।

পাথুরী।

এই রোগ সকলেরই হয়। প্রস্রাব সহ কাঁকর নির্গত হইলে রোগ নির্ণয়ের সন্দেহ থাকে না ; তদভাবে নিম্নস্থ উপসর্গ দ্বারা ব্যাধি নিশ্চয় করা যায়। অতি কষ্টে ফোটা কতক রক্তের ন্যায় লাল প্রস্রাব ত্যাগ, এবং পাত্রে ধরিয়া রাখিলে হড়্হড়ে আম বা পূযের ন্যায় তলানি পড়া। পাথুরীকণা বা মূত্ররেণু নামিবার সময় কষ্টের একশেষ হয়। যাতনার ধমকে চীৎকার ও কান্না এবং হাত দিয়া পেট চাপিয়া শিশু ছুটাছুটি করে। কখন কখন হাত মুঠা করিয়া বাঁধে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে, হাত পায় চিড়িক্ মারে এবং ক্বচিৎ বা দড়্কা হইয়া জীবন যাত্রা সমাপ্ত করে। ইহার সঙ্গে পেট ব্যথা, বমন ও কথন কথন ভেদ হইয়া থাকে। মূত্রস্থালীতে পাথুরী হইলে, ঘন ঘন অত্যন্ত ঝাঁঝাল প্রস্রাব হয় ও উহাতে অধিক শ্লেষ্মা থাকে। মূত্র ত্যাগ হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধ হয় এবং ঘোড়া বা গাড়ি চড়ায় কিম্বা আবড়খাবড় (অসম) রাস্তায় চলা ফেরা করায় প্রস্রাবের সহিত রক্ত মিশ্রিত হইয়া পড়ে।

মূত্রাধার, পিত্তকোষ ও মূত্রস্থালীতে পাথুরীর সঞ্চার হয়। মূত্রাশয়ের রোগে তৎপ্রদেশে বেদনা ও চাপুনি বোধ হয় ; হঠাৎ ব্যথা ধরে ও ক্রমে

সমস্ত পেটে উহা বিস্তৃত হয়। বমন ও চীৎকার এবং যে দিকের মূত্রগ্রন্থির পীড়া, সেই দিগের অণ্ডকোষের শিঁট্‌কিনি ও পায়ের যাতনা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা পাথুরীতে বালুকা, এটেল মাটি ও চূর্ণ পাওয়া যায়, তবে ইহাদের এক বা অন্যের আধিক্য ইহার গঠনে দেখা গিয়া থাকে। সেই সমস্ত বুঝিয়া তাহার সদৃশ ঔষধ, যথা—প্রথম পক্ষে সিলিসা; দ্বিতীয় পক্ষে আলুমিনা এবং তৃতীয় পক্ষে কাল্কা, ফস্ বা ফস্-আ দেওয়া বিধি।

পিত্ত জমাট হইয়া কখন কখন পাথুরী হয়, এবং কোষ হইতে নামিবার সময় উপর পেট ও যকৃৎ প্রদেশে হঠাৎ ভয়ানক বেদনা ধরে এবং ঐ সঙ্গে কাট নেকার বা বমন হইতে থাকে; ত্বক হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং ব্যথা আবার হঠাৎ ছাড়ে। ইহার ঔষধ—ইলাট, কাল্কা, লাইক, সল্ফর, সিলিসা ইত্যাদি। ব্যথা ধরা কালে—আকন। ডাং এঞ্জেল কহেন, যে চিন ঔষধে পাথুরীকে দ্রব করে এবং সে বিষয়ে ইহা এ ব্যাধির ব্রহ্ম অস্ত্র।

মূত্রস্থালীর পাথুরীতে মুদার বেদনা, মূত্রমার্গের চুলকুনি, কষ্টে প্রস্রাব, এবং ত্যাগ হইতে হইতে বন্ধ ও তলানিতে বালুকা এবং কখন কখন (বিশেষ অধিক শ্রমের পর) প্রস্রাবে রক্ত থাকা লক্ষণ। ক্ষুদ্রাকারের হইলে ইহা প্রস্রাব সহ নির্গত হয়। অথবা জলের টবে বসিয়া তাহার মধ্যে মূত্র ত্যাগ করা বিধি। বড় হইলে সুদক্ষ চিকিৎসক দ্বারা উহা মূত্র-স্থালীতে চাপিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া, অথবা যন্ত্রদ্বারা কাটিয়া বাহির করা যাইতে পারে। ইহার ঔষধ সার্সা, আণ্ট, কানাবিস, কান্থ, কাল্কা, পিট্রোল, ফস, রুটা, সিলিসা।

মূত্রস্থালীতে পাথুরী নামিলে যাতনা যায়। পাথুরী নামার বেদনা ভয়ানক ও অসহ্য। নিতান্ত শিশু না হইলে, গরম জলের টবে বসাইয়া নিয়ত গরম জলের ধারাণী দিলে, পাথুরী শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হওয়া সম্ভব। অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণার্থ সর্ব্ব প্রথম কাম্ফর ৩য় ক্রমের এবং বয়স্কদের আদত আরক পাঁচ মিনিট অন্তর চিনিতে ফেলিয়া খাইতে দিবা। ইহাতে প্রতি-কার না হইলে আকন ও কাগো ৫।১০ মিনিট অন্তর এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে কানাবিস ও কান্থ পর পর অথবা জেল্‌স, বা নক্স বা লোবেলা

এবং ঐ সঙ্গে ফ্লানেল বা কম্বল দিয়া গরম জলের সেক এবং প্রচুর পরিমাণে বার্লি বা যবের জল পান করিতে দিবা।

আসপারেগস—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব কালে মূত্রাধার ও নালীতে কন্‌কনানি—অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও শাদাটে তলানি।

ইউপাট-পর—মূত্রস্থালীর উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখা যায়। প্রস্রাব অত্যল্প ও সেই সঙ্গে মূত্ররেণু (Gravel) নির্গত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে পাথুরীকে দ্রব করে—সঞ্চয় হইয়া বাঁধিতে দেয় না।

ওপি—মূত্র যন্ত্রে যেন কসিয়া চাপুনি বোধ ও সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া কোন পদার্থের নির্গমন। মূত্রস্থালী ও অণ্ডকোষে বিঁধুনি। হড়্‌হড়ে লালা ও পিত্ত বমন উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা। নাড়ীর মৃদু গতি।

ইলাট—পিত্তিকোষের পাথুরী। ডান কোঁক ও উপর পেটে মৃদু মৃদু বেদনা। ইহা কিছু দিন সেবনে মলের সহ পাথুরী নির্গত হয়।

কান্থ—মূত্রাধার হইতে মূত্রস্থালীতে চাপুনি ভার বোধ—ফোটা ফোটা জ্বালাকর রক্ত বিশিষ্ট প্রস্রাব এবং মূত্রনালী ও স্থালী সেঁটে থাকা। বালকের পাথুরীতে পুরুষ অঙ্গ পর্য্যন্ত উপদাহ ও সর্ব্বদা উহা টেনে ধরা।

নক্স—বেদনা, বিশেষ ডান মূত্রাশয়ে, এবং জননযন্ত্রে ও ডান পা অবধি তাহার বিস্তৃতি; কুচ্‌কি দ্বয়ের সংকোচন এবং অণ্ডকোষ উর্দ্ধে উঠা; গা বমি বমি, বমন ও মূত্রস্থালীর বেগ। বৃথা বাহ্যের চেষ্টা।

পড—কোষে পিত্তের জমাট বাঁধিয়া তথায় পাথুরী ও অত্যন্ত বেদনা। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়—যথা এক হইতে পাঁচ গ্রেণ। তৎপূর্ব্বে এক সপ্তাহ তিন বার করিয়া জলপাইয়ের তৈল অন্ততঃ অর্দ্ধ পাইন্ট খাইতে দেওয়া হয়। প্রথম বারে পাথুরী নির্গত না হইলে ক্যালামেল ১০ গ্রেণ খাওয়াইয়া ইহা দিলে অধিক ফল হয়।

ফস—প্রাচীন ও ভগ্নকায় ব্যক্তির এক সময়েই অসামাল শৌচ ও প্রস্রাব। ত্যাগ করিতে করিতে প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ। নিসাদলের ন্যায় মূত্রের ঝাঁঝ এবং শাদাটে বা সুরকীর ন্যায় তলানি।

বার্ব-ভ—পিত্তজনিত পাথুরী, বিশেষ ডান দিকের অধঃপঞ্জরের নিম্ন প্রদেশে শূল ব্যথার ন্যায় বেদনা; পৈত্তিকের ভেদ বমন।

বেল—প্রস্রাব আটকান ও ফোটা ফোটা পড়া। মূত্রনালী হইতে মূত্রস্থালী পর্য্যন্ত আক্ষেপযুক্ত বেগ।

লাইক—পাথুরীসহ রক্ত প্রস্রাব ; ডেলা ডেলা রক্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরী-কণা নামিবার সময় যাতনার একশেষ। মূত্রাধার ও স্থালীর বেদনা; জ্বালা, কন্‌কনানি, প্রস্রাবে কাল কাল বালুকা থাকা ও দুর্গন্ধ হওয়া এবং ত্যাগের পূর্ব্বে কান্না। লাল ও জর্দ্দা তলানি। পাথুরী নামিবার কালে ইহার ব্যবহারে যাতনা কমায় এবং ঐ বালিকণাকে জমাট বাঁধিয়া পাথুরী হইতে দেয় না।

লেপ্টাণ্ড্রা—পিত্তকোষ বেদনা, কৃষ্ণবর্ণের মল এবং পাথুরীতে এ ঔষধে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা।

সার্সা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরীকণা ত্যাগ ও প্রস্রাবসহ রক্ত। মূত্র কাদাটে বালুকা বিশিষ্ট। ত্যাগের পূর্ব্বে চেঁক্‌ড়ান এবং বিছানায় বালুকা পড়া। প্রস্রাবের পর বড় যাতনা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে অসহনীয়। বাত রোগের সঙ্গে পাথুরী থাকিলে এই ঔষধ বিলক্ষণ ফলদায়ক।

সিকুটা—পাথুরীর যাতনা জন্য হাত পা কাষ্ঠবৎ। অত্যন্ত কাঁপুনি থাকিলে ইহার এক মাত্রা, পরে দড়্‌কা উপস্থিত হইলে আর এক ঔষধ বিধি।

পাথুরী নির্গমনকালীন আক্ষেপ ও বেদনা অতিরিক্ত হইলে যুবার পক্ষে আধ ঘণ্টা অন্তর (যে পর্য্যন্ত সমতা না হয়) এক ড্রাম করিয়া ইথর দেওয়া উচিত। ডাং ডুবাস্ত কহেন যে, সমভাগ ইথর ও টারপিনতৈল প্রয়োগে পাথুরী গলিয়া গিয়া সকল যন্ত্রণা দূর করে। বিষয়ীর অধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে আলোপ্যাথিক সুচিকিৎসকের মত লওয়া কর্ত্তব্য। সাবধান, যেন কোন মতে অপকার না হয়। অনুগ্র আহার এবং চোঁয়ান জল পান বিধি।

বালিকার প্রদর।

বয়স্থার ন্যায় বালিকারও গুহ্য অঙ্গ দিয়া ধাতু ভাঙ্গে। স্ত্রীঅঙ্গ অপরি-ষ্কার থাকা, কৃমির উপদাহ অথবা ধাতুর বিকৃতি জন্য এই পীড়া দেখা দেয়।

অল্প উষ্ণ জলে অঙ্গ পুনঃ পুনঃ ধৌত করা, খট্‌খটে পরিষ্কার ও বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস এবং পুষ্টিকর ও অনায়াস-জীর্ণ আহার বিধি।

কাল্কা—গণ্ডমালা ধাতু, শরীর ফেঁকাসে ও লোলত্বক হওয়া, পায়ের পাতা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা ও আর্দ্র থাকা, স্ত্রীঅঙ্গ দিয়া সিক্‌নির ন্যায় ধাতুর ক্ষরণ।

গ্রাফাইট—প্রচুর ও জলবৎ প্রদর এবং নির্গমন কালে দ্বার কুট্‌কুটনি। চর্ম্ম রোগগ্রস্তের, বিশেষ যাহার খাঁজের স্থানে (যথা কাণের পেছন) হাজে।

নক্স—জর্দ্দা ও দুর্গন্ধ প্রদর এবং নির্গমন কালে দ্বার শুড়্‌শুড়ুনি, স্বভাবতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

পল্‌স—প্রদর ঘন, জ্বালাকর ও দুধের ন্যায় এবং স্ত্রীঅঙ্গের বহির্ভাগ ফুলা।

সল্‌ফর—চর্ম্মরোগগ্রস্তের পীড়া, কটু ও ক্ষয়কারী প্রদর; বিশেষ যথায় উহা লাগে, তথায় হাজিয়া যাওয়া।

ঔষধ প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এক মাত্রা করিয়া এক সপ্তাহ দিয়া, ১০ দিন বন্ধ। অবস্থা বুঝিয়া প্রথম বা তৎকালোচিত অপর ঔষধ পূর্ব্ব নিয়মে দিবা।

আত্মমৈথুন।

বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের গঠন ও মনের ভাব রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সৌন্দর্য্যরাশি এবং লজ্জা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আর একরূপ করিয়া তুলে। তখন আর বাল্য ক্রীড়া ভাল লাগে না। এই অভিনব শক্তিই সংসার বন্ধনের মূল। ইহা হইতেই বিবাহাদি সম্বন্ধ, ইহা হইতেই সন্তান উৎপাদন এবং ইহাই সমাজ বন্ধন ও উন্নতির আকর। কামটা পাশব বৃত্তি বলিয়া ভদ্র ও সভ্য মহাশয়েরা ইহার কথা উল্লেখ করিতে কিন্তু করেন। ইহা যেন অপবিত্র ও ইহা হইতে অন্তর থাকা যেন শ্রেয়ঃ। তজ্জন্য ইহার কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবানের সংসারে কিছুই লুক্কায়িত বা অপবিত্র নাই। পবিত্র মনের পক্ষে সকলই পবিত্র। এইজন্য প্রেম, রূপ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্তানকে হিতকর উপদেশ দেওয়া গুরুজনের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না দিলে কুসঙ্গ ও কুমন্ত্রণার

বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মন্দ মার্গ অবলম্বন করিবে এবং নিজের ও সমাজের যৎপরোনাস্তি অহিত সাধিবে। বালিকা বিবাহ প্রচলিত থাকায় বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অনেকটা অমঙ্গলের হাত এড়ান যায়, তবু যে সব কুপ্রথা প্রচলিত আছে, বিশেষ সহর অঞ্চলে, তৎসম্বন্ধে গিন্নিদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমরা এস্থলে বালক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব এবং বাটীর কর্ত্তা মাত্রেরই এ সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করা উচিত।

পাঠশালা ও স্কুল, বিশেষ বোর্ডিং বাটীতে, অধিকাংশ সময়ে এই কুসংস্কারে বালকগণ দীক্ষিত হয়। বুড়া ধাড়িরা ছোটদের গুরু হন। একজনে সমুদয় ক্লাশ বা স্কুলের সর্ব্বনাশ করিতে সক্ষম।

আত্মমৈথুন আপাততঃ সুখকর। নূতন কাকের বিষ্ঠা ভোজনের ন্যায়, ইহারা অল্পে তৃপ্ত হয় না। এই কু অভ্যাসের চালনা যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া উঠা ভার। অল্পে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে শরীর, মন ও জীবাত্মার দুর্ব্বলতা এবং অধোগতি ঘটে। স্মরণশক্তি কমায়, মনোমালিন্য ও বুদ্ধির ক্ষীণতা হয়, পবিত্রতা ও নির্ম্মলতার চেহারা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং স্নায়বিক ও জীবনী শক্তির বিলক্ষণ হ্রাসতা হইতে থাকে। এই জঘন্য কদভ্যাসের অধিক চালনায় অনেক সময় পুংঅঙ্গ দিয়া রক্ত নিঃসরণ, সর্ব্বদা স্বপ্ন ভগ্ন এবং কেহ কেহ বা এককালে পুরুষত্ব বর্জ্জিত হইয়া জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ থাকেন। ডাক্তার য়্যাক্টন এ বিষয়ে যে বৃহৎ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িলে এই অস্বাভাবিক পথের পথিক নিতান্ত পাপমতিরও শরীর সিহরিয়া উঠে—ভাবী অমঙ্গলের সম্পূর্ণ হৃৎপ্রত্যয় জন্মে—অতএব ইংরাজীতে অভিজ্ঞ বালক মাত্রেরই সে পুস্তক পাঠ করা উচিত। এবং ভরসা করি, কোনো সুযোগ্য সমাজ-হিতৈষী বৃথা লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক সেই মহোপকারী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া এ দুর্জ্জয় অনিষ্ট স্রোতের রোধ করেন। ডাং য়্যাক্টন্ পুনঃ পুনঃ অভিভাবকগণকে লজ্জা ছাড়িয়া স্ব স্ব অধীন বালকগণকে ইহার ভয়ানক অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্কুলে সম-বয়স্কদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা উচিত, মাঝে মাঝে দুই একটা বুড়া ছোকরা থাকায় সব খারাপ করে। বোর্ডিং স্কুল বড় ভয়ঙ্কর স্থান, ইহার অধ্যক্ষ ধর্ম্মভীরু চৌকোস লোক হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালায় প্রথম বোর্ডিং

স্কুল স্থাপক ৺প্যারীচরণ সরকার প্রকৃত পক্ষে যোগ্য লোক ছিলেন। যে পক্ষে ভাবি, তাঁহার তুল্য লোক মেলা ভার। চরিত্র সম্বন্ধে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আদর্শ স্বরূপ হইবেন। বোর্ডারেরা তাঁহাকে পরম বন্ধু বলিয়া জানিবে। দুষ্ট বালকেরাও যেন ভয় অপেক্ষা তাঁহাকে প্রেম অধিক করে। ছাত্রবৃন্দের তো কথাই নাই, তথাকার কর্ম্মচারিরাও যেন তাঁহার প্রতি ভক্তিবান থাকে। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। ইহা ভাবিয়া অধ্যক্ষের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

মদ্যপায়ীর ন্যায় এই কুঅভ্যাসে যে পাকা হইয়াছে, তাহার ইহা ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য। আপন ইচ্ছার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব শক্তি থাকে না। বেচারা এই নেসার নিতান্ত অধীন হইয়া পড়ে। "ক্রমে ক্রমে ইহাকে ছাড়িব" এরূপ মনে করা দুরাশা মাত্র। এককালে পরিত্যাগ করাই আবশ্যক এবং আদিরস ঘটিত দৃশ্য বা কথোপকথন বা পুস্তকাদি পাঠ অকর্ত্তব্য। অধিক কি মনেও ওরূপ ভাব উপস্থিত হইতে দেওয়া অনুচিত। সৎসঙ্গ, সুপুস্তক পাঠ, ধর্ম্মে আস্থা, সুনীতির চর্চ্চা এবং আপনি যে দেবাংশ, ইহার চিন্তন সহিত সৎকার্য্যে মনোনিবেশ, এ রোগের মহৌষধ। তদতিরেকে, প্রত্যহ, সহ্য হয় তো, দুই বার স্নান, সকাল সন্ধ্যায় ব্যায়াম, খালি তক্তায় কাষ্ঠের উপর (লেপ কাঁথা ভিন্ন) শয়ন এবং খুব প্রত্যূষে উঠিয়া ধীর বায়ু সেবন, ইত্যাদি সুনিয়মে কিছুকাল চলিলে এবং মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে পুনর্ব্বার সহজ পবিত্র ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবে। এবং সেইরূপে পুনঃ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই উন্নতির পথে অগ্রসর ও সুস্থ দেহে যথার্থ মানব নামের যোগ্য হইতে পারে।

কাল্কা—স্ফূর্ত্তি হীনতা এবং কাঁদিবার ইচ্ছা। রাত্রে পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছাধীন বীর্য্যস্খলন। পায়ের পাতা শীতল হওয়া, দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

কার্বো—পুনঃ পুনঃ বীর্য্যস্খলন, পরে মূত্রমার্গে জ্বালা এবং প্রস্রাব ত্যাগে প্রচণ্ড কন্‌কনানি ও জ্বালা, এবং উহা অনেকক্ষণ অবধি থাকা।

কুপ্রম-স—রাত্রে স্বপ্নদোষ; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক খাটে।

থুচিন—আত্মমৈন-কারীর রাত্রে দুর্ব্বলতাজনক স্বপ্নদোষ (ফস-আ);

জীর্ণ শক্তির ন্যূনতা; অক্ষুধা; রাত্রে ঘাম বশতঃ বড় কাবু ও কাহিল বোধ হওয়া।

নক্স—রাত্রে বীর্য্যস্খলন ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হওয়া। রাগী, হিংসুটে, চটাভাব ও একা থাকিতে ভালবাসা। রাত্রে রক্তমিশ্রিত রেতঃপাত। স্বভাবতঃ কঠিন ও বৃহদাকৃতি মল। যে সকল ব্যক্তি বড় অনিয়মে থাকে ও যাহারা ঔষধখোর (অধিক পরিমাণে ঔষধ খায়) তাহাদের ইহা উপযোগী।

পল্‌স—আত্মমৈথুনকারীর বীর্য্য পতন। রাত্রে দুইবার স্বপ্নভঙ্গ। নিদ্রাকালে বীর্য্য ক্ষরণ এবং পর দিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ORCH ও ভয়ানক ভার ভার। প্রস্রাবের পরই বীর্য্যের আকার ও বর্ণের ধাতুর ক্ষরণ সহ জ্বালা। রাত্রে পুং অঙ্গের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা এবং মূত্রস্থলীর গ্রীবার নিকটস্থ গ্রন্থি (Prostate Gland) হইতে রস (ধাতু) ক্ষরণ।

ফস-আ—পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছাধীন বীর্য্য ক্ষরণ—বিশেষ আত্মমৈথুনকারীদের। প্রচুর পরিমাণে ভোরে দুর্ব্বলতাজনক ঘাম। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অধিক কার্য্য। সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাস্য—এমন কি কথার উত্তর করিতেও রাজি নয়, এরূপ অবস্থায়।

মস্কস—অনিচ্ছাধীন রেতঃপাত, এবং প্রস্রাব ত্যাগের সময় কষ্ট।

মার্ক-স—দিবসে আহারান্তে অল্প বা আদ্ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নভঙ্গ, পরে প্রস্রাব ত্যাগে দ্বার জ্বালা।

মেজের—অনিচ্ছাধীন রেতঃপাত, পরে উত্তেজনা ও সর্ব্বশরীর শিড়্‌শিড়ুনি।

লেডম—রাত্রে রক্ত বা জলবৎ রেতঃপাত এবং তাহার পর নেতিয়া পড়া বা নির্জীব হওয়া, অঙ্গ নাড়িতে অক্ষমতা।

ষ্টাফিস—আদিরস ঘটিত স্বপ্ন ও রেতঃপাত; এরূপ উপর্য্যুপরি পাঁচ রাত্রি হওয়া। স্বপ্নদোষের পর উভয় বাহু দুর্ব্বল ও ভারি ভারি—যেন সীসা পোরা। দিবসে আহারান্তে সামান্য তন্দ্রাকালে অতি প্রাচীনের স্বপ্ন ভঙ্গ। অত্যন্ত বদ্-মেজাজ, চটা ভাব, আপন রোগের কথা লইয়া অন্যকে জ্বালাতন করা, চক্ষুর পাতার কিনারায় প্রদাহ। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা।

পথ্য—নিরামিষ আহারই শ্রেয়ঃ ; সুরার কথা তর্ ময়ই—চা পান পর্যান্ত নিষিদ্ধ। তবে বহুকালের অভ্যাস থাকিলে একক্ষালে ছাড়া কঠিন। পেঁয়াজ অবিধি। খাঁসাহেবেরা ইহা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যবহার করেন—ফল, গায়ের গন্ধে নিকটে বসা যায় না। উদর মধ্যে যাহা প্রবেশ করে, তাহাতে তত দোষ নাই, কিন্তু শরীর হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই অসুখের ও দোষের আকর। এ কথা আপাততঃ শুনিতে মন্দ, কিন্তু আহার সম্বন্ধে আর্য্য বুধেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বীর ক্ষত্রিয়-গণের জন্য বন্য বরাহ অভ্যাসে খাইতে বিধি, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী শূকর এবং মুরগী বারণ। ইচ্ছার উর্দ্ধ ব্যবস্থা? তবে চল্‌তি বচন শিরোধার্য্য কর, "আপ্‌রুচি খানা"—যার যেমন প্রবৃত্তি।

যে কোন সদৃশ ঔষধ সপ্তাহ সেবনের পর সপ্তাহ বন্ধ, তৎপরে সেই বা অপর ঔষধ। কিন্তু সুনিয়মে থাকিতে বিরত হইবে না। আর কিছু না ও, ইহাতে যাতনা কমাইবে। অবিবাহিত যুবকের পক্ষে উত্তেজক দ্রব্য কম ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রস্রাবে অধিক শ্বেতসার থাকা (Bright's disease) সম্বন্ধে যাহা ব্যক্তব্য, তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তরুণ রোগে—আকন, আপিস, আপোসাইনম, আর্স, কান্থ, জেল্‌স, ডিজিট, ফস-আ, স্কুইল, হেল, ইত্যাদি। সজ্বরি ও শীত শীত অবস্থায় আকন ; অল্প প্রস্রাব সহ অসুখে—অপিস, কান্থ, জেল্‌স, স্কুইল। শোথের ফুলা থাকিলে—আপিস, আপোসাইনম, হেল। দুর্ব্বলতা—আপো-সাইনম, ফস-আ। নেতিয়ে পড়া—আর্স, ডিজিট। পুরাতন আল্‌বুমিনে-রিয়াতে জ্বর থাকিলে—আকন। শ্বেতসার প্রথম প্রথম দেখা দিলে—ইউপাট, ফাইটোলাকা।

প্রস্রাবে শ্বেতসার সহ রক্ত—চিমাফিলা।

সহ শিরঃপীড়া—আস্কেপ্লিয়াস।

সহ গা বমি বমি ও বমন—আস্কেপ্লি, ফস-আ।

সহ উদরী—আপসাই, চেলি।

সহ ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ—চেলি।

সহ ফুস্‌ফুস্‌ আবর্ত্তন পীড়া—আস্কেপি, ডল।

উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে বাস, শীত গ্রীষ্মে সর্ব্বদা গরম থাকা, এবং গাত্রে ফ্লানেলের জামা ব্যবহার কর্ত্তব্য—যেন কোন রকমে হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে। গরম জলে স্নান, অধিক শ্রম ব্যতীত ব্যায়াম। পথ্য, অনায়াস-জীর্ণ অথচ সবলকারী; দুধের ভাগ বেশী এবং মিষ্টের ভাগ কম। সন্ধ্যায় লঘু আহার এবং অন্ততঃ দুই ঘণ্টার পর নিদ্রা।

বীচি আওয়ারণ বা প্রদাহ। (ORCHITIS)

আঘাত বা হিমলাগা কিম্বা প্রমেহ পীড়া জন্য এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহাতে বীচি ফুলে ও টাটায় এবং ঐ সঙ্গে বেশী জ্বর থাকে। শীত কখন কখন এমন ভয়ানক হয় যে, কাঁথা কিছুতেই ঠক্‌ঠকানি কম্প নিবারণ হয় না। স্থির থাকা ও প্রদাহিত স্থানে ফোমেণ্ট বা সেক দেওয়া, এবং পায়ের পাতা গরম রাখা বিহিত।

আঘাত ও পতনাদির দরুণ রোগে—আর্ণিকা, পল্‌স, রস; কোনাই, জিঙ্ক রুটা। কর্ণমূল ফুলা সারিয়া, কোষের প্রদাহে নক্স, পল্‌স, জিঙ্ক। প্রমেহ পীড়া বন্ধ হওয়া জন্য রোগ—পল্‌স; আরম, কানাবিস, নাইট্রি-আ।

আকন—খুব জ্বরের অবস্থায়।

আরম-মে—উভয়, বিশেষ ডান দিকের, বীচির প্রদাহ। নূতনাপেক্ষা বহু দিনের পীড়ায় অধিক উপকারী। বীচির ব্যথা ও লালবর্ণ গিয়া, উহা যদি খুব ফুলে ও শক্ত হয়। পুং অঙ্গ উচ্চ হওয়া।

ক্লেমেটিস—প্রমেহ রোগের সুচিকিৎসা না হওয়া বিধায় বীচি-প্রদাহ ও শক্ত হওয়া। বীচি ফুলা ও শক্ত হওয়া ও তথায় থ্যাঁথ্‌লান, থাল লাগা ও সেঁটেধরা। বীচির প্রদাহ, বিশেষতঃ প্রমেহ সহ হইলে। কোষে ফুলা।

কোনায়ম—থ্যাঁথলানি বা ঘস্‌ড়ানি লাগার দরুণ বীচি প্রদাহ। উপদংশ ও প্রমেহ জন্য বীচি ফুলা ও শক্ত হওয়া।

জেল্‌স—বিশেষতঃ রোগের প্রথম প্রথম সুরু অবস্থায়।

থুজা—বীচি ফুলা ও ব্যথা। বাম বীচি পেট মধ্যে টানা, ও কুচ্কির গ্রন্থি ফুলা।

পল্‌স—এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাত লাগা, থ্যাঁথলান, ঘস্ড়ান ও ছাল উঠা, অথবা প্রমেহর পীড়া বন্ধ জন্য রোগ। বীচি প্রদাহ, তৎ-প্রদেশ বড় হওয়া, গাঢ় লাল হওয়া, স্পর্শে লাগা ও বীর্য্য বহনকারী (Spermatic Cord) শির শেঁটে ধরা ও তথায় তীব্র বেদনা। জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর বিধি।

মার্ক-স—যথায় কোষ চক্‌চকে ও বীচি শক্ত হয়; বিশেষ যথায় জর্দ্দাটে সব্‌জা ধাতু ক্ষরে।

রোড—পুরাতন রোগ—বীচি প্রদাহিত ও শক্ত হওয়া—চাপ পাইয়া যেন শীর্ণ বা ছোট হওয়া। বীচি আকারে বড় ও শক্ত এবং তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা হওয়া। পা উচ্চ করিয়া থাকাতে যাতনার সমতা। কোষ (Scrotum) স্ফীত হওয়া।

স্পঞ্জিয়া—বীচি শক্ত হওয়া ও ফুলা এবং তথায় কুচ্‌কির দড়িবৎ শিরায় কসিয়া চাপার ন্যায় বেদনা এবং কাপড়ের ঘর্ষণে যাতনা বৃদ্ধি।

হামমে—বীচি ফুলা ও স্পর্শে অতিশয় লাগা—ধাতু ক্ষরণ বন্ধ জন্য রোগ। ইহা অনেক সময় ব্যবহার্য্য এবং ইহাতে ব্যথা ও টাটানি কমায়।

ইরিজিরন—বীচির প্রদাহ, বিশেষতঃ আঘাত জন্য রোগ।

জলদোষ, একশিরা, কোষ বৃদ্ধি (Hydrocele), কোষে জল সঞ্চয় বা শোথ হইলে; বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে জল জন্মিলে ট্যাপ (Tap) বা ফুটা করিয়া তাহা নির্গত করা হয়। যদিও বিরল, কিন্তু ঐরূপ করায় পীড়া কখন কখন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হোমিওপ্যাথেরা ঔষধ উদরস্থ করাইয়া নির্ব্যাধি করণে সক্ষম। আপোসাইনম-কা দিবসে দুই বার এবং মাঝে মাঝে রাত্রে ২।১ মাত্রা; মার্ক-প্রটো-আইড ঐরূপে কিছু দিন দিয়া শেষে ২।৪ মাত্রা কাল্‌কা দিতে কহেন। এ ভিন্ন আর্স, কোনাই, চিন, পল্‌স, সল্‌ফর, সিলিসা, ইহারাও ব্যবহার্য্য।

প্রমেহ বা ধাতুর পীড়া।

মূত্রমার্গ হইতে শাদা বা সজাটে বা জর্দ্দা পদার্থের নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। প্রস্রাব কালে চিড়্‌চিড়্‌ ও জ্বালা করা। স্ত্রীলোকের স্ত্রী অঙ্গ ফুলা ও তাহাতে ব্যথা এবং বেড়াইতে কষ্ট বোধ। বালিকার রোগ বড়-দের সংস্পর্শে; যুবতীর রোগ অসৎ সহবাসে; পুরুষেরও তাই; অধিকন্তু ঋতুবতী বা প্রদরগ্রস্তা সহ সম্মিলনে অথবা হিমলাগা জন্যও প্রমেহ পীড়া দেখা দেয়। ইহা উপদংশের আনুসঙ্গিক রোগ।

প্রদাহ অবস্থায়—আকন, কানাবিস, মার্ক, সল্‌ফর। ক্ষরিত ধাতু, (ঘন হইলে) কাপ্‌, মার্ক। (জর্দ্দাটে ও পূযবৎ হইলে) কোপেবা, মার্ক। (সবুজ হইলে) মার্ক। (শাদাটে হইলে) কাপ্‌স, সল্‌ফর, সেলেনম।

রক্ত-মিশ্রিত ধাতু—কান্থ, নাইট্রি-আ, সল্‌ফর। কলতানির ন্যায় হইলে —সল্‌ফর; কানাবিস, মার্ক। পিচ্ছিল ও যথায় লাগে তথায় হাজে, এরূপ হইলে—মেজের।

আকন—প্রথম প্রথম ও জ্বর থাকিলে।

কান্থ—রোগ ১০।১৫ দিনের এবং কন্‌কনানি ও জ্বালা থাকিলে।

কানাবিস—প্রচুর পরিমাণে ধাতু ক্ষরণে।

পিট্রোসিলিনুম—পুরাতন রোগ ও মূত্রমার্গ শুড়্‌শুড়ুনি।

সেলেনম—পূয ও দুধবৎ প্রমেহ এবং রোগ ক্রমশঃ কমিতেছে, এমন অবস্থায়।

ধাতু ক্ষরণ, কিন্তু গরমির পীড়া হইতে উদ্ভূত নয়—নাইট্রি-আ, মার্ক, থুজা, সলফর, সিনেবার, সেপি।

প্রেমেহ পীড়া গিয়া কখন কখন অল্প অল্প ও পাতলা ধাতু ক্ষরণ থাকে। সুনিয়মে থাকিলে ও আবশ্যক মতে লক্ষণানুযায়ী ফেরম, নক্স বা চিন ব্যবহারে উহা প্রায়ই সারিয়া যায়।

জলদোষ, বীচি প্রদাহ প্রভৃতি রোগের তিথি নক্ষত্র সহ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা অনেক স্থলে স্পষ্টই দেখা যায়। পাশ্চাত্য বিদ্যা ইহা এককালে

অগ্রাহ্য করেন বটে, কিন্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত বোধ হয় না। একাদশীতে অন্ন ত্যাগ এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিশি পালন করা একান্ত আবশ্যক। বেতো ও জলদোষাদি পীড়াগ্রস্তের ইহা না করায় বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এমত সকল রোগীর নিরামিষ ভোজনই বিধি।

পাকাশয়ের ঝিল্লির শক্তিনাশ হেতু তাহার গলিতাবস্থা।

(Softening of stomach.)

শিশুদিগের নিম্নলিখিতরূপে ভয়াবহ রোগ হয় ও অনেক সময় সেই রোগকে সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়। ইহা বহুরূপ। কখন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ নাশ করে। কোন পূর্ব্ব উপসর্গ না থাকিয়া হঠাৎ প্রবল জ্বর, অত্যন্ত কান্না, নাড়ীর দ্রুত গতি, অনিবার্য্য পিপাসা, পেট ফুলা; উপর পেট গরম, চাপিলে ব্যথা বা টাটান; সজ্জা, টক্, হড়্হড়ে বমন ও মলদ্বার ক্ষয়কারী (হাজাটে) টক্ গন্ধ বিশিষ্ট সজ্জাটে জলবৎ ভেদ; নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট; উৎকাশী; ত্বক ও শ্বাস ঠাণ্ডা এবং শিশু অল্পকাল মধ্যেই শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া পড়ে; কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, অঘোর অবস্থায় গোঁ গোঁ মাত্র করে। নাড়ী অসম, ও তাহার স্পন্দন সংখ্যা করা যায় না, এবং দড়্কা ঘটিয়া বা এককালে দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যু হয়।

কখন বা রূপান্তর হইয়া রোগ ইহাপেক্ষা দীর্ঘকাল থাকে। প্রথমে অক্ষুধা, একগুঁয়েমো, তেজোহীনতা, সর্ব্বদা উদ্গার, মুখে ঘা; অথবা বহু দিন হইতে ভেদ, বমি; কখন একটু ভাল অবস্থা, কখন বৃদ্ধি; অনিদ্রা, পাঙ্গাশবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া হঠাৎ জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালে ভেদ ও বমন বারে এবং মাত্রায় অধিক হইতে থাকে, ও পেট ফাঁপে; সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ, উদর অত্যন্ত গরম, কিন্তু মুখ ও হাত পা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়, অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ গলায় মাংস থাকে না। কখন মস্তিষ্কের উপসর্গ প্রবল দেখা যায়। এইরূপ হইয়া রোগী ৫। ৬ দিন জীবিত থাকে।

কখন বা ব্যাধি বহু সপ্তাহ অবস্থান করে। উদরাময়, বমন, অত্যন্ত

পিপাসা, পেট ব্যথা, কাশী, ক্রমশঃ বলক্ষয় এবং কাহার কাহার ক্ষয়-জ্বরের লক্ষণও দেখা যায়।

জ্বরোদুগ্ধ, বা মনের শমতা নাশক কারণে মাতার রজঃস্বলা অবস্থার স্তন-দুগ্ধ পান, অধিক রেচক ব্যবহার, মুখে ঘা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লালা উদরস্থ করা, ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু মাই ছাড়ানের পরই এই রোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাই ছাড়ানোর পরই এই ব্যাধি অধিক হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত দুর্ব্বল শিশু সবল না হইলে, বা সন্তানের উদরাময় থাকিলে, বা তরুণ ব্যাধি হইতে সংপ্রতি মুক্ত হইয়াছে, এমত অবস্থায় মাই ছাড়ান উচিত নয়। এতদ্ভিন্ন হঠাৎ স্তন দেওয়া বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে ছাড়ান যুক্তিসিদ্ধ। একারণে রোগোৎপত্তি হইলে আবার স্তন ধরাইতে চেষ্টা পাইবা। দুই বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের প্রায় এ রোগ হয় না।

পাকাশিয়ে আনাশয়িক ঝিল্লিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বা ন্যূন পরিমাণে রক্ত চলাচল বশতঃ পূর্ব্বরূপ উপদ্রব সকল হয়।

সর্ব্ব প্রথমজ্বর দমন নিমিত্ত এক অনুবটিকা আকন; এক ঘণ্টায় প্রতিকার না, হইলে এবং পেট ফাঁপা বা গরম, ছুঁইলে ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা, শীত পা ঠাণ্ডা হইলে, ব্রাই; অঘোর হওয়া, কাটনেকার, গয়ার উঠা, ও মস্তিষ্কের উপসর্গে, বেল বিধি। মাই ছাড়ানর দরুণ রোগে শেষোক্ত দুইটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভয়াবহ উপসর্গে আকনে উপকার না হইলে আর্স একমাত্র ব্যবস্থা করিবা। আবশ্যক মতে ইহা পুনরায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগ ওরূপ তীব্র না হইলে ও বমনের আধিক্য থাকিলে আনটিমক্রুড. ইপিকা. পল্‌স্, নক্স, আনটিম-টার্ট ব্যবহৃত হয়। বমনাপেক্ষা ভেদের আধিক্য, তাহাতে টক গন্ধ ও মেটে রঙ্গের বাহ্যে, অক্ষুধা, অস্থিরতা, ক্ষীণ ও কৃশ হইতে থাকা পক্ষে, বিশেষতঃ তৎকালে দন্ত উঠিতে থাকিলে, কাল্কা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এই সম্বন্ধে উদরাময় ও বমন, রোগ দেখিয়া লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রদান কর। রোগের আরম্ভে বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ, এমন কি ১০।১৫

মিনিট অন্তর হড়্‌হড়ে শাদাটে ভেদ, অথচ তাহাতে তাদৃশ দুর্ব্বল করে না, এমত হইলে ফস্‌-আসিড দিবা।

অক্ষুধা।

অযথা ও অতিরিক্ত আহার হেতু পেটের গোল; অধিক মদ, আফিম ও তামাক ব্যবহার; রাশি রাশি ঔষধ সেবন; বহির্বাতাসে ব্যায়াম না করা; বায়ু-অপরিচালিত আবদ্ধ গৃহে নিদ্রা; না চিবাইয়া কোঁৎ কোঁৎ করিয়া অন্ন গেলা; আহার করিতে করিতে অধিক বার জল পান; খাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঘুমান; রাত্রি জাগরণ ও তৎকালে গুরু আহার; এই সমস্ত কারণে ক্ষুধামান্দ্য হয়। রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলে নির্ব্যাধি হওন সম্ভব। প্রত্যূষে উঠিবার পর এবং আহার ও রাত্রে শয়নের একঘণ্টা পূর্ব্বে এক এক গ্লাস শীতল জল পান, প্রত্যহ স্নান ও তৎকালে পেট ঘর্ষণ, এবং অনায়াসজীর্ণ পথ্য সেবনের বিধান করা উচিত। মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধাবলীর মধ্যে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক।

আইরিস—পাকাশয় মধ্যে চিবান বা জ্বালা, ঠাণ্ডা জলে উহাদের বৃদ্ধি, কিছু খাইলে যাতনার সমতা, বিশেষ পৈত্তিকের সহ ক্ষুধা থাকিলে।

আণ্ট—অক্ষুধা, মুখের শুষ্কতা, অতিশয় তৃষ্ণা—বিশেষ রাত্রে; গা বমি বমি—বমন উঠিতে উদ্যত; আহারের কিছু পরেই উহা জাবরের ন্যায় মুখে উঠা; নূতন নূতন অবস্থায় ও ইহাতে না সারিলে (ব্রাই)।

আলাট্রিস—সকল খাদ্যেই বিতৃষ্ণা, কোষ্টবদ্ধতা, গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, মূর্চ্ছাবৎ অবস্থা, অন্ন খাইলে পাকাশয়ে যাতনা। অধিক লেখা পড়া করার দরুণ ক্ষুধামান্দ্য।

ইগ্নে—নাম শুনিবা মাত্র বা খাম খেয়ালি খাইবার ইচ্ছা; একটু কিছু মুখে দিলে আর খাইতে না চাওয়া; গরম খাদ্য ও মাংসে দ্বেষ; রুটী মাখন, দুধ ও ফলে ইচ্ছা।

ইপি—বিশেষতঃ যে সকল শিশু নির্ব্বোধ জননীর হাতে পড়িয়া কোঁৎ

কোঁৎ করিয়া গ্রাস গিলে, তাহাদিগের মন্দাগ্নি হইলে। অপরিষ্কার জিভ এবং গা বমি বমি ও বমন, আহারে ঘৃণা। তামাকখোরেরও উহা টানার বমন।

কার্বো—বায়ু বা আধ্মান জন্মিয়া নিয়ত যাতনা; উহা উদ্গারে ফল না হইয়া, তখনি আবার সঞ্চার; বুক জ্বালা; মুখে তিক্ত বা টক তার। দুধ, মাখন, খাসির মাংসে ঘৃণা; মিষ্ট বা লোন্তা খাদ্য ও কাওয়াতে স্পৃহা। চেহারা জর্দ্দা বা অতিশয় ফেঁকাশে।

ক্রিয়োস—কোন রোগ আরোগ্যকালীন এক কালে অক্ষুধা, অথবা খাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভাল না লাগা; কিম্বা অল্প ক্ষুধা, এবং আহার ও পানের পর অজীর্ণতার লক্ষণ।

কামো—মন্দাগ্নি, অরুচি, কাঁচা তরকারি খাইবার ইচ্ছা, ঝোলে ঘৃণা। মাথাভার ও কামড়ান, অতৃপ্ত নিদ্রা, মুখে তিক্ত তার, পিত্ত বা তিক্ত গয়ার বমন, পেট ফাঁপা ও সজাটে ভেদ; কখন কখন জ্বরভাব।

চিন—সকল খাদ্যে দ্বেষ। সব তিক্ত লাগা (পলস, ব্রাই)। জিভ ফাটা ও উহাতে জর্দ্দা বা শাদা লেপ; তৃষ্ণার অভাব; টক, ঝাল ও অধিক মসলা দেওয়া ব্যঞ্জনে ইচ্ছা; আহারের পর উদ্গার; থাকিয়া থাকিয়া ঘুম ভাঙ্গা; খুঁতখুঁতে ও একগুঁয়ে ভাব। অধিক রস-রক্তক্ষয় হেতু বা চা পান কারণে, বা কোয়াসা লাগান বা জলার নিকট বাস জন্য মন্দাগ্নি।

জান্থুলিয়ম—মুখ-গহ্বর উত্তপ্ত; মুখে কদর্য্য তার; পাকাশয়ে ভুট ভাট সহ গা বমি বমি ও উদ্গার; অতিরিক্ত ছেপ উঠা; মাথা ভার; কাণ মধ্যে টুন্ টুন্ শব্দ বোধ এবং আতঙ্ক ও কষ্টের চেহারা।

নক্স—মুখে তিক্ত তার, তিক্ত উদ্গার ও তিক্ত বমন (পলস)। সকল খাদ্যই বেতার লাগা। রুটী ও তমাকে দ্বেষ; ব্রাণ্ডী ও চাথড়িতে লালসা। মল কঠিন ও বৃহদাকার। কায়িক ব্যায়ামের ন্যূনতা, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম; রাত্রি জাগরণ ও অধিক সুরাপান নিমিত্ত মন্দাগ্নি। সকালে উপসর্গের বৃদ্ধি।

পল্স—ঘৃত ও তৈলাক্ত দ্রব্য বা অধিক গুরু আহার, অধিক তরকারী খাওয়ার দরুণ উদর আধ্মান। জিব শাদাটে ও ফাটা। মুখে তিক্ত, লোন্তা বা পচা তার। তিক্ত উদ্গার ও জল উঠা, পেট ডাকা, পাঁজরার নীচে ফাঁপা। গরম খাদ্যে,

মাংসে ও তামাকে দ্বেষ; মাখন, রুটী ও ফলে ইচ্ছা। কষ্টে বাহ্যে, বা ভেদ, জৃম্ভন ও আড়ামোড়া ভাঙ্গা—সন্ধ্যায় উপসর্গ বৃদ্ধি। ভাল চিবাইয়া না খাওয়ার দরুণ পীড়া।

প্লম্বম—অক্ষুধা, অতৃষ্ণা, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, বুড়ুটে চেহারা।

ব্রাই—তরুণ মন্দাগ্নি; দিবা অপেক্ষা রাত্রে তৃষ্ণা অধিক ও গলাশুষ্ক; পূর্ব্বে বা জলো বাতাসে পীড়াবৃদ্ধি।

মার্ক—এককালে ক্ষুধাহীনতা (চিন, নক্স)। মুখে পচা তার, বিশেষ প্রাতে (পল্‌স)। বসিয়া থাকার অবস্থায় পাকাশয়ে যেন একখানা পাথর রহিয়াছে, এরূপ বোধ।

লাকাসি—একাদিক্রমে কয়েক দিন আহারে অনিচ্ছা। বেশ ক্ষুধা, অথচ খাদ্যে ঘৃণা। দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা এবং টক খাওয়াতে যাতনার বৃদ্ধি।

সল্‌ফ-আ—অধিক সুরা পান, রস-রক্তক্ষয় বা অধিক পড়ার জন্য অক্ষুধা। মুখে কটু বা পচা তার। জিভের শুষ্কতা, গলা জ্বালা, কদর্য্য ঘ্রাণের নিশ্বাস—বিশেষ প্রাতে;-মুখ-গহ্বরে ছোট ছোট শাদা শাদা দাগ, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় গলার মধ্যে কাঁটা ফুটুনি।

হিপর—অধিক পারা বা কুইনাইন ব্যবহারের পর। খুব সাবধানে থাকিলেও পেটের গোল, মুখে পচা তার ও সকল খাদ্যে দ্বেষ। বিশেষ পুরাতন রোগে। টক এবং খুব মসলা দেওয়া ব্যঞ্জন ও সুরায় স্পৃহা।

অতিরিক্ত—রাক্ষসবৎ বা দুষ্ট ক্ষুধা।

আহারের অব্যবহিত পর ক্ষুধা—লাইক।

আহারের কিছু পরই নিয়ত ক্ষুধা—সিকুটা।

সারাদিন ক্ষুধাবোধ, আহার করিলেও ক্ষুধা থাকা—ককু।

আহারের পর অতিরিক্ত ক্ষুধা—আক্স, গ্রনাইট।

পাক-যন্ত্রের বিকৃতি ভাব জন্যই অতিরিক্ত ক্ষুধা হইয়া থাকে।

চিন—কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, বিশেষ রাত্রে। টক দ্রব্য, ফল ও

সুরাপে স্পৃহা। উপাদেয় সামগ্রীতে লালসা। অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প মাত্র পান।

ষ্টাফিস—খাদ্যে পেট পূর্ণ, এমন অবস্থায়ও রাক্ষসবৎ ক্ষুধা। সুরা ও তাঁমাকে স্পৃহা। (নক্স)

সিনা—কৃমি থাকার দরুণ রোগ। অতিরিক্ত খাইবার ইচ্ছা। আহারের পরই ক্ষুধা (মার্ক, ষ্টাফিস)। প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দুধবৎ শাদা।

সিলিসা—খুব ক্ষুধা, কিন্তু রুচির অভাব। মল খানিকটা দ্বার হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার অন্ত্রে প্রবেশ করে।

শূল বেদনা—পেট কামড়ান, ও ব্যথা।

বৃহৎ অন্ত্র বা নাভি প্রদেশ থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপযুক্ত মোচড়ান ও কামড়ান ব্যথাকে শূলবেদনা কহে। ইহা কখন কখন এরূপ প্রবল ও ক্লেশকর হয় যে, রোগী যাতনার ধমকে ছট্‌ফট্, এগোড় ওগোড় ও অঙ্গ বক্র করিতে বাধ্য হয়। গা বমি বমি, উদ্গার ও বমন; পেট স্ফীত ও চাপায় স্বস্তি; বদন ঘামা ও অত্যন্ত কষ্টের চেহারা এবং প্রায়ই কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও সদা শৌচত্যাগে ইচ্ছা, রোগের এই সমস্ত আনুসঙ্গিক। অপক্ক ও টক ফল, কাঁচা তরকারী, যথা শসা, কাঁকুড়, ও গরমাবস্থায় বরফ, বা বরফের কুল্‌পি খাওয়া ইত্যাদি কারণে রোগ দেখা দেয়।

শিশুর এক প্রকার স্নায়ুশূল হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া ৮। ৯ মাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। ঢোকা দুধ-খেগদের এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে। ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া ধরে এবং ১০। ১১ মিনিটের অধিক ক্ষণ থাকে না। কাহারও কাহারও ইহা বিশেষ কষ্টকর হয়, কিন্তু সন্তানকে প্রায়ই মোটা হইতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময় মল কঠিন। শিশু আগ্রহ সহ দুধ পান করে এবং পীড়ার আবেগ কাল ভিন্ন তাহার বিলক্ষণ সুনিদ্রা হয়। এক হাত উর্দ্ধ হইতে সরু ধারায় ঠাণ্ডা জলের ধারাণী দিলে তদ্দণ্ডেই যাতনার সমতা হইয়া থাকে।

শিশু বা মাতার রাগ ও বিরক্তি বশতঃ পেট ব্যথায় কামো; হঠাৎ

আহ্লাদ বা ভয় জন্য—আকন বা ওপি ; শোকে—ইগ্নে, ফস-আ বিধি ; অজীর্ণতা ও হিম লাগা দরুণ রোগে—কামো ; তাঁহার সহিত অকষ্টকর ভেদ থাকিলে—ডল্কা ; ক্রমশঃ কান্না বা পা পেটের দিকে তোলায়—কামো, কলসি ; ইহাতে না সারিলে ও আইঢাই করিলে—জোলাফ ; ফল মূল এবং গুরু আহার দরুণ পেট ব্যথা, গা বমি বমি ও ভেদ পক্ষে—ইপি বা পল্‌স ; পেট ব্যথা ও কোষ্ঠ বদ্ধে—নক্স।

বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হওন কালে ঠাণ্ডী লাগায় কখন কখন নাভির ঊর্দ্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়। বাহ্যের বৃথা চেষ্টা, অনেক বেগ দিলে হয়ত কেবল বায়ু নিঃসরণ বা অল্প মাত্রায় মল ত্যাগ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্যথার কিছু মাত্র প্রতিকার হয় না ; এমত স্থলে ও ক্রিমির দরুণ ব্যথায় ১৫ মিনিট অন্তর সিনা দিলে বিশেষ উপকার সম্ভব।

উষ্ণ জলের সেকে কখন কখন ব্যাথার সমতা হয়।

পিত্তশূল—যকৃৎ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তের কুচি অন্ত্রে নামায় ভয়ানক যাতনা হয়। যকৃৎ প্রদেশে বা মেটেতে অসহ্য বেদনা সহ গা বমি বমি এবং প্রচণ্ড বেগে অতিরিক্ত পিত্ত বমন—এই সকলই রোগের লক্ষণ। সময়ে প্রতিকার না হইলে ইহা হইতে যকৃৎ প্রদাহ সম্ভব।

বায়ুশূল—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও তাহা আবদ্ধ থাকিয়া নানা যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অম্লশূল—আহারের ৩।৪ ঘণ্টা পরে পেট, বুক ও গলা জ্বলিতে থাকে ; পেট হয়ত ফুলে ; শরীর কেমন করে ; অবশেষে ভুক্তদ্রব্য কিম্বা টক জল, অল্প বা অধিক পরিমাণে উঠিয়া সকল কষ্ট যায়। কিছু বা অধিক দিনের হইলে ওরূপ বমন না হইয়া, আহার জীর্ণ হওন সময়ে ভয়ানক বেদনা ধরে। ইহা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা বলা যায় না—অসহ্য যাতনার ধমকে রোগী সামলাইতে না পারিয়া হতজ্ঞান হইয়া কখন কখন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। ইহাকেই অম্ল বা প্রকৃত শূল কহে এবং ইহা মহাদেবেরও অসাধ্য রোগ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে।

চিত্রকরের শূল—যাহারা সর্ব্বদা ও দীর্ঘকাল সীসা নাড়াচাড়া করে, তাদেরই বিশেষ এক প্রকার পেটের বেদনা হয়। এই রোগ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। প্রথম প্রথম ক্ষুধা-মান্দ্য, আহারান্তে উদ্গার ও গা বমি বমি, কোষ্ঠ বদ্ধতা ও মধ্যে

মধ্যে পেটভার ও পেট সেঁটে ধরা। অথবা থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত পেট কামড়ান ও মোচড়ান, কখন ব্যথা ঊর্দ্ধে বুক ও বাহুতে উঠা এবং অধঃ মলাশয় ও মূত্রস্থালিতে নামা, শৌচ এবং প্রস্রাব ত্যাগে অক্ষমতা, পেট শক্ত হওয়া, আঁতে পড়া ও টিপিলে লাগা, গা বমি বমি ও হয়ত হড়্‌হড়ে পিত্ত বমন। ভুম্‌ড়ে বসা বা নোড়া বা শক্ত পদার্থ পেটে দিয়া যাতনা কমাইতে রোগীর চেষ্টা। ঔষধে প্রতিকার না হইলে, বদন ও হাত পায়ে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে; জীবনী শক্তির শূন্যতা এবং শেষে মূর্চ্ছা হইয়া মৃত্যু হয়। গরম জলের টবে বসাইলে এবং পেটে ফোমেণ্ট করিলে যাতনা লাঘবের সম্ভাবনা। পূর্ব্ব লিখিত শূল ভিন্ন, উদরাময়, কৃমি, ঠাণ্ডা লাগা, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি বিবিধ কারণে পেটে কষ্টকর বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শূলবেদনার কয়েকটী প্রধান প্রধান ভেষজ এবং পেট ব্যথার সাধরণতঃ ব্যবহার্য্য ঔষধ নিম্নে পর্য্যায় ক্রমে লেখা হইল, মিলাইয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু ফল পাইবার সম্ভাবনা।

অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ জন্য কিছুই অধঃ হয় না, পেটে ভয়ানক বেদনা, এবং বিষ্ঠাদি বমন—ওপি, নক্স, প্লম্বম, ভেরাট।

আহারের বিশৃঙ্খলা, যথা, অধিক বা অযথা খাদ্য উদরস্থ জন্য পেট ব্যথা—আণ্ট, আর্স, ইপি, কার্বো, নক্স, পল্‌স।

আক্ষেপযুক্ত বা স্নায়বিক পেটবেদনা; বিশেষ জড় কারণ লক্ষ্য হয় না, অথচ রাগ, ভয়, শোক ইত্যাদি মনের বিকৃত অবস্থা দেখা যায়, এ অবস্থায় ও হঠাৎ ব্যথা ধরা পক্ষে—আর্স, ইগ্নে, ওপি, ককু, কামো, কুপ্রম, নক্স, পল্‌স, ফস, বেল।

কৃমি শূল—মার্ক, সাবাড, সিনা, স্পাইজি, সল্‌ফর, সিকুটা, হাইয়স।

ঠাণ্ডা লাগা ও ভেজাতে, বিশেষতঃ বাতগ্রস্তের পেট বেদনাতে—কলসি, কামো, ডল্কা, নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস।

পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়া ও ব্যথা এবং বমন—পল্‌স; ইপি, কলসি, নক্স।

পেট মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্য বায়ুশূল—চিন, নক্স, বেল, লাইক, সল্‌ফর; ককু, কামো, কার্বো, কলসি, গ্রাফাইট, পল্‌স, ভেরাট।

পেট মধ্যে অধিক খাল লাগা, বিশেষ অতিরিক্ত রাগের পর—কলসি, কামো, ষ্টাফিস।

প্রাদাহিক শূল বেদনা—নক্স, মার্ক, বেল, ব্রাই।

বলি বা অর্শ দরুণ পেটের নিম্ন প্রদেশের শূল—কলসি, কার্বো, নক্স, পল্‌স।

স্ত্রীলোকের ঋতু সংক্রান্ত পেট বেদনা—ককু, কামো, পল্‌স, ইগ্নে, কফি, নক্স, সাবিনা।

শিশুর পেট বেদনা—কামো; ইপি, কলসি, কাক্কা, বেল, রিয়ম।

সীসা বা তামা সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করায় বা চিত্রকরের শূল—আলুমি, ওপি; পড়, প্লাটিনা, বেল, সল্‌ফ-আ।

শূল বেদনা সহ অপর উপসর্গ।

পেট ব্যথা—অতিরিক্ত ঘাম—জেল্‌স। টক ঘাম—মার্ক।

——অতিরিক্ত হইয়া স্বস্তি—আর্স। ঘামে স্বস্তি না হইলে—কামো, ডল্কা

——সহ তাপ—আকন, আর্ণিকা, বেল, ভেরাট-ভি।

——সহ মাথাধরা—আকন, গ্লোলিন, বেল।

——সহ শীত—আকন, আর্স, জেল্‌স।

——সহ হৃদ্‌রোগ—আকন, ক্যাক্টস, ভেরাট-ভি, স্পাইজি।

——বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়—আকন, ব্রাই।

——নড়ায়—ব্রাই।

——প্রাতে—মার্ক।

——রাত্রে—চিন, জেল্‌স।

চিত্রকরের শূল।

ওপি—অন্ত্র যেন টুকরা টুকরা কাটা হওয়া। বমি সহ দড়্কা ও প্রচণ্ড শূল—ঝিমন, ঘুমাইবার বড় ইচ্ছা, কাল ভাঁটার ন্যায় মল।

কলসি—পাকাশয়ে আক্ষেপ ও গলা অবধি উহার বিস্তৃতি। নিয়ত বমনে উদ্যত ও সেই জন্য মুখ যেন অবরুদ্ধ। নাভি প্রদেশ কামড়ান, কন্‌কনানি ও দোম্‌ড়ানয় স্বস্তি। পেটের সমস্ত অন্ত্র যেন পাথর দ্বারা চাপা। শক্ত পদার্থ দ্বারা পেট চাপায় স্বস্তি। অস্থিরতা, চীৎকার। কলসিন্থের ব্যথা অসহ্য, ছট্‌ফট্ করা, বাহ্যের বেগ এবং হয়ত নাম মাত্র মল ত্যাগ। কিন্তু কফি সেবনে তন্মুহূর্ত্তে আগুনে জল ঢালার ন্যায় যাতনা নির্ব্বাণ।

কালী-আইড—নাভির চতুষ্পার্শ্বে কামড়ান, জ্বালা ও তথায় যেন ছেঁড়া, ঐ সঙ্গেই পাকাশয়ে বেদনা; শয়নে ঐ উভয় যন্ত্রণা যাওয়া, জাগ্রত হইলে উভয়ের পুনঃ প্রকাশ। ইহা সীসার বিষের গুণ নাশ করে এবং আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা ও নক্স পর পর বিধি।

নক্স—থেকে থেকে পেট কাম্‌ড়ান ও থাম্‌চান। অন্ত্রে কন্‌কনানি ও বমন ইচ্ছা। অন্ত্র থ্যাঁতলান ও টাটান, বাহ্যের বেগ, অত্যন্ত মল কঠিন ও লম্বাকৃতি, বিশেষ অনিয়মিত ভোজী ও অধিক ঔষধ সেবীর পক্ষে।

বেল—নাভির চতুর্দ্দিকে সংকোচন, যেন তথায় একটা গোলা বাধিবেক। পেট থাম্চান ও তথায় যেন থাবা মারা।

তরুণ রোগে কলসি ও নক্স ১৫ মিনিট অন্তর পর পর দিবা। ব্যথা সারিলে কালী-আ ব্যবহার্য্য এবং বলা বাহুল্য যে সীসার ব্যবসা এক কালে ত্যাগ কর্ত্তব্য।

পিত্তশূল।

আকন—জ্বর ও স্পর্শে পেট ব্যথা।

ইপি—নিয়ত গা বমি বমি, পিত্ত বমন, পাকাশয়ে ভয়ানক বেদনা, পেট কাম্‌ড়ান ও থাম্‌চান।

কলসি—মুখে তিক্ত তার (কামো, নক্স,) সবুজ পিত্ত বমন, ব্যথার দরুণ

ঢুম্‌ড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, অতিশয় অস্থিরতা, বিলাপ। প্রচণ্ড রাগ ও অধিক আফিম ব্যবহার দরুণ পীড়া।

চিন—বিশেষ পুঁতি প্রদেশের পীড়া (ও নক্স সদৃশ)

নক্স—পাকাশয়ে সংকোচ-কারক আক্ষেপ, কন্‌কনানি, খিম্‌চুনি সহ টক শ্লেষ্মা বমন, অত্যন্ত পীঠ-ব্যথা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পুনঃ পুনঃ বেগ, চটা স্বভাব।

ব্রাই—কড়ার নিম্নে খিম্‌চুনি বা কন্‌কনানি, পৈত্তিকের বমন, বিশেষ আহার বা পানের পর পাকাশয় চাপায় লাগা—মল শক্ত ও পোড়ার ন্যায়, বড় চটা।

মার্ক-আ—গ্রন্থি সব বড় ও তাহাদের কার্য্য শিথিল, প্রস্রাব অত্যল্প এবং জীর্ণ শীর্ণের শূল বেদনা।

লাইক—স্বভাবত কোষ্ঠ বদ্ধের পেট বেদনা পক্ষে।

বায়ুশূল।

কলসি—বদ্ধ বায়ু, নাভির গোড়ায় মোচ্‌ড়ান, ব্যথা তীব্র ও বেঁদার ন্যায়।

কামো—রোগী অস্থির ও বাতিকের ধাতু, বিশেষ শিশু।

চিন—পেট ফাঁপা, ডাকা, অন্ত্র খিম্‌চুনি, ছেঁড়া, শূল ব্যথা ও ভেদ।

নক্স—তলপেটে বা পাকাশয়ে খুব ব্যথা বিশেষ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে।

ভেরাট—ভেদকালীন অত্যন্ত পেট ব্যথা।

বেল—শিশুর পেট ব্যথা ও দড়কার উপক্রম।

অম্লশূল—ভুক্ত ভোগী হইয়া এই রোগে বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছি। লোকে কহে একবারকার রোগী আরবারকার ওজা। নিতান্ত নির্বোধ না হইলে পুরাতন ব্যাধিগ্রস্তরা নিজ পীড়া সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতে সক্ষম। চিকিৎসার কত গোল, অনভিজ্ঞতা, মতের ভেদ, তাহা এই পীড়ায় বিলক্ষণ অনুভূত হয়। নূতন নূতন ও সামান্যতর বুক জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গে অম্লনাশক সোডা, বিস্‌মথ খাইলে, রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা তদ্দণ্ডে ঢেকুর উঠিয়া যন্ত্রণার সমতা হইতে দেখা যায়। রোগ অধিক দিনের হইলে ওরূপ চিকিৎসায় হিতে বিপরীত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তৎকালে ২।৩ বার ১০০।১৫০ গ্রেন

(আণ্টাসিড) অম্লনাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া বমি ত নিবারণ হইত না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিজে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, অম্লের প্রকৃত ঔষধ উদ্ভিজ্জের অম্ল রস। কি বৈদ্য, কি ডাক্তার, ইহাঁরা সকল প্রকার অম্ল খাইতে নিষেধ করেন। একবার আহার কালীন ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে জলের পরিবর্ত্তে কিছু অধিক পরিমাণে কয়েক দিন কাঁজি খাইয়া বমন থামিল। অন্য অনেককে ঐরূপ ব্যবস্থা করায় তাহাদের সকলেরই কম বেশী প্রতিকার হইয়াছে। অন্য এক সময়ে কেবল মাত্র লেবুর রসে ময়দা মাখিয়া লুচি করিয়া খাওয়ায় বিশেষ উপকার পাই। ডাঃ বেরিনী সাহেব সর্ব্বদাই লেবুর আরক ব্যবস্থা করিতেন। মারকিন দেশের অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণও অম্ল রোগে অম্ল দেন। চাউল ফুটাইলে মিষ্ট এবং ভাত ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলে টক হইয়া পড়ে—ইহা রাসায়নিক কার্য্য। অম্ল রোগে শ্বেত-সার খাদ্য (যথা আলু, কলা, ছোলা, অড়হর ডাউল) ও মিষ্ট নিষিদ্ধ। মর্ত্তমান বা চাঁপা কলা এবং ইক্ষু গুড় কড়ি ভোর খাইলে পেট জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু খুব মজন্ত চিনিকাঁঠালি, খেজুরে গুড় প্রত্যহ একপোয়া করিয়া খাইয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে। পুরাতন ও যান্ত্রিক পীড়া হইলে, তাহা এককালে নিরাময় হওয়া সুকঠিন; কিন্তু সুনিয়মে থাকিলে অনেকটা ভাল থাকা যায়। সুবিজ্ঞ ডাক্তার-অনুমোদিত রাশি রাশি ঔষধ খাইয়া কিছু মাত্র প্রতিকার হয় নাই। কিছুমাত্র খাইবার ইচ্ছার অভাব, সুতরাং খাদ্য সম্মুখস্থ হইলেই কষ্ট হইত; ডবল পয়সার ন্যায় ৪।৫ খানা লুচি চক্ষু মুখ বুজিয়া উদরস্থ করিতাম—দুই ঘণ্টা পরে ক্রমশঃ পেট ফুলিতে থাকিত, অবশেষে ৩।৪ ঘণ্টা পরে এক বা দেড়সের টক জল উঠিয়া সচ্ছন্দতা পাইতাম। রাত্রি একটা দুইটার সময় আবার ঐ রূপ বমন; অনেক দিন এই রূপ ভুগি। এক বিশেষ আত্মীয়ের অনুরোধে এক সন্ধ্যায় এক বা আধ ধান আফিম খাইলাম। আর পেট ফাঁপা নাই, বমি নাই, যেন মন্ত্রের চোটে সব গেল। অপরে ইহাতে অল্পই ফল পাইয়াছে। দেখিয়াছি আফিমখোরের মৌতাত অপেক্ষা বেশী খাইলে নেসা অধিক হয় ও টক জল মাত্র উঠে। ওপি, চিন, নক্স, পল্‌স, সলফর, প্রভৃতি আবশ্যকমতে ব্যবহার্য্য। প্রথম প্রথম অজীর্ণের ঔষধ খাইয়া তাহা সারিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না।

শূল—পেট বেদনা।

আইরিস—পেট ব্যথা, পূর্ণতা ও অম্ল হওয়া, তেলা টক জল ও অধিক উদ্গার, ভেদ, মলদ্বার জ্বালা। বায়ু শূল; কলসি, কামো, নক্সতে উপকার না হইলে।

আকন—অসহ্য পেট কন্‌কনানি ও ব্যথা জন্য পাগল প্রায় হওয়া; ছট্‌ফটানি, চীৎকার, শিশুর হাতের মুঠা কামড়ান, জ্বর অতিসার, পেট ছুঁইতে দেয় না; অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ, হিক্কা, প্রাদাহিক শূল জন্য হুমড়ে বসিতে বাধ্য ও সর্ব্বদা অতি কষ্টে অল্প অল্প প্রস্রাব ত্যাগ; অত্যন্ত ভয় ও উদ্বিগ্নতা, ঠাণ্ডী লাগা বা ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস জন্য রোগ।

আরম—বায়ু জন্য বাম পাঁজরার নিম্ন প্রদেশে তীব্র বেদনা। সামান্য কারণে ও অল্প আহারে পেটে শূল ব্যথা।

আর্স। নিয়মিত সময়ে পেট বেদনা; তৃষ্ণা ও বমন। স্তন পান বা আহার আরম্ভে যথেষ্ট কান্না, অস্থিরতা, যাহা খায় রূপান্তর না হইয়া তাহাই ভেদ, সমস্ত পেট অতিশয় বেদনা; আহার, পানে ও রাত্রে উহার বৃদ্ধি, তাপ সেকে সমতা, ছট্‌ফটানি, বমন, ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধতা। হাত পায়ের মুড়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, ভয়ানক পেট ব্যথা, ভেদ, মূর্চ্ছা ও ঠাণ্ডা ঘাম। পাকাশয়ে প্রচণ্ড জ্বালা, খুব তৃষ্ণা কিন্তু অল্প অল্প পান এবং ত্বক শুষ্ক ও গরম বা ঠাণ্ডা ঘাম-বিশিষ্ট। বরফ খাওয়া জন্য পীড়া।

আলুমি—ঠাণ্ডী জন্য পেটে অত্যন্ত খিম্‌চুনি। সীসার বিষ শরীরস্থ হওন জন্য ভয়ানক শূল বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা। মলাশয়ের শক্তি-হীনতা জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেট ব্যথা।

আলোস্—পেটে, স্পর্শে লাগা ও অতিরিক্ত কন্‌কন্ করা ও তাহার মধ্যে টপ্‌টপানি শব্দ, জলপানে পাকাশয় ব্যথা।

আসাফাটিডা—অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্য পেট ফাঁপা, ডাকা এবং শ্বাস কষ্ট, রসুনের গন্ধের বায়ু উদ্গার ও অধঃ নিঃসরণ—চাপায় পেট ব্যথা স্বস্তি—যেন গলা দিয়া কিছু উঠিতেছে। বায়ু শূল ও মূর্চ্ছা।

ইগ্নে—নিয়মিত সময়ে, বিশেষ, রাত্রে বায়ু জনিত পেটে ব্যথা ধরিয়া ঘুম

ভাঙ্গা এবং তথা হইতে বেদনা বুক ও পার্শ্বদেশে যাওয়া—পেট ডাকা, দীর্ঘনিঃশ্বাস; মাতার শোক জন্য স্তন্যপায়ীর পীড়া—অথবা লজ্জাশীলা হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের শূল।

ইথুসা—পেট ব্যথা ও কান্না সহ প্রচণ্ড বমন।

ইপি—শিশুর পেট কামড়ান ও পিত্ত বমনের পরই ঝিমন, পাকাশয়ের অত্যন্ত ভয়ানক যাতনা জন্য চীৎকার ও ছট্‌ফটানি। বায়ু জনিত বেদনা, নাভির চতুষ্পার্শ্বে কন্‌কনানি ও যেন মুঠা করিয়া ধরা, নড়ায় বৃদ্ধি, স্থিরে সমতা; পেট টাটানি এবং ঐ সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন, কাঠ নেকার যত অধিক দেখিবা, ততই ইহা বিশেষ খাটে। বমনের পর ঘুমের ইচ্ছা।

ইলাট— পেট ও বুকে বদ্ধ বায়ু জন্য আক্ষেপ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা।

ওপি—পেট—বিশেষ, নাইয়ের গোড়া স্ফীত, পেট কন্‌কনানি, চাপুনি ও মোচ্‌ড়ান; চিত্রকরের শূল—অম্লশূল। শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, উদ্গার ও বমন। কাল ও গুট্‌লে গুট্‌লে মল।

ককু—বায়ুজনিত পেট ব্যথা, উপর পেট, নাভিস্থল ও বস্তি প্রদেশের ডান দিকে অধিক বেদনা, গা বমি বমি এবং বমন ও ঠাণ্ডা ঘাম; পেট সংকোচন এবং অধঃ ও বাহির দিকে ঠেল মারা। পিত্তজ্বরে পুরুষের তিক্ত বমন, নড়ায় পেট মধ্যে যেন ধারাল পদার্থের থাকা বোধ। দুই প্রহর রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি, উদ্গারে সমতা।

কফি—অসহ্য শূল বেদনা—পেট ছুঁইতে দেয় না, উহা যেন ফেটে পড়িবেক, অন্ত্র যেন টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটা হইতেছে, ভয়ানক কান্না ও দাঁত কিড়্‌মিড়্, যাতনা জন্য মরিয়া হইয়া পড়া, দড়্‌কা, অনিদ্রা ও খেঁতখেতে। পেটভার, খাললাগা, টক উদ্গার ও বমন, নেতান। ডাক্তারি চিকিৎসায় অধিক কলসিন্থ ব্যবহারের পর ক্ষিপ্তকারী যাতনা পক্ষে ইহা ব্রহ্ম অস্ত্র স্বরূপ ও ব্যবহারে ক্ষণমাত্রে প্রতিকার হয়।

কলসিন্থ—সর্ব্বপ্রকার পেটবেদনা, বিশেষ, নাভির পার্শ্বদেশের; পা উপর দিকে তুলা, উপুড় হইয়া শয়ন, কঠিন পদার্থ দিয়া পেট ঠেসে ধরায় বা বোতলে গরম জল পুরিয়া ব্যথিত স্থানে লাগানয় স্বস্তি। পেট কামড়ান ও ব্যথা জন্য শরীর দুম্‌ড়ান ও চীৎকার। বোধ হয় দুইখানি পাথর দিয়া পেট যেন চাপা আছে।

প্রচণ্ড রাগ, বিরক্তি, অপমান, ঠাণ্ডী লাগা, অনিদ্রা, অধিক আফিম ব্যবহার ও পৈত্তিকের জ্বরে নাভিশূলে ইহা বিশেষ খাটে। ইহাতে না সারিলে ডায়োস্কোরিয়া বা কষ্টিক।

কোলিন সোনিয়া—কোষ্ঠবদ্ধতা ও অর্শগ্রস্তের উপর পেট বেদনা।

কল্‌চিকম্—উপর পেট সংস্পর্শে যাতনা—ব্যথার দরুণ পেট বরফবৎ ঠাণ্ডা। বায়ু জনিত শূল ও পেট ফাঁপা, আহারে বৃদ্ধি, বাহ্যে হওয়ায় কখন কখন সমতা।

কাম্প—নাভিশূল ও আম ভেদ।

কামো—বায়ু জনিত বথ্যা, পেট ঢোল হইয়া অতিশয় ডাকা, চক্ষুর পার্শ্বে কালশিরা পড়া; এক লাগাড়ে পেট ব্যথা ও মরুৎ ক্রিয়ায় সমতা না হওয়া; অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, আহারের পর যাতনা, ঘুমন্ত চম্‌কান, রাত্রে শিশুর ভেদ ও ভয়ানক শূলের ন্যায় বেদনা জন্য চেক্‌ড়ান। শিশু অস্থির, চটা, একগুঁয়ে, মাই মুখে দিলে আগ্রহ সহ ধরে, কিন্তু তখনই ছাড়িয়া দেয়, গাত্রে টক গন্ধ ও সব্জা ভেদ। কিন্তু সন্তানকে খাড়া বা দাঁড় করাইয়া স্তন দিলে বেশ খায়। পীড়া কিছু অধিক দিন থাকিলে আমরক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর মাই টানে না। মাতার আহারের দোষে অথবা দীর্ঘকাল মূতো (ভিজে) কাঁথায় শয়ন জন্য সন্তানের পীড়া, বদন গরম, গাল লাল, উষ্ণ ঘাম পেট বেদনার সঙ্গে থাকা। অন্ত্র ছেঁড়া ও যেন একত্র হইয়া একটা গোলা বাঁধিতেছে, টক ও হড়্‌হড়ে বমন। ক্ষিপ্তকারী ব্যথা।

কাম্ফর—পাকাশয়ের শূল। নাড়ি থিম্‌চুনি। পেট কন্‌কনানি।

কার্বো—গাড়ি চড়ার দরুণ পেট ব্যথা। পেট পূর্ণ ও স্ফীত, যেন ফেটে পড়িবেক, উপর পেটের বাম দিকে যেন মুঠা করিয়া ধরা বা চাপুনি, মরুৎ বা শক্ত মল ত্যাগে সমতা, কিন্তু টক ও পচা উদ্গার ত্যাগে যাতনা কমে না, পেট ডাকা, বলক্ষয়; বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা, অথবা সন্ধ্যা ও আহারের পর রোগের বেশী বৃদ্ধি।

কাল্কা—অন্ত্রে কষ্টকর আক্ষেপ, বিশেষ সন্ধ্যা ও রাত্রে, তৎসহ উরু ঠাণ্ডা; পেট বড় ও শক্ত এবং শ্লেমগ্রন্থি স্ফীত হওয়া, বিশেষ দাঁত উঠা কালীন, এবং যাহাদের পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও মাথা যথেষ্ট ঘামে। ইহার সঙ্গে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

কষ্টিক—পেট ফাঁপা, কাম্ড়ান, কন্কনানি, ব্যথা, শয়নে বা হুম্ড়ে বসায় স্বস্তি। পাকাশয়ে আরম্ভ হইয়া বুক, পেট ও পীঠে বেদনা উঠা নামা, জিভে শাদা লেপ সহ উদ্গার, পেট ডাকা ও ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলদ্বার চুল্কুনি। স্ত্রীলোকের কেবল দিবসে রজঃশূল, রাত্রে যাতনা থাকে না।

কালী—বায়ু জন্য প্রচণ্ড শূল বেদনা, পাকাশয় যেন টুক্রা টুক্রা করা হইতেছে, তৎসহ উদ্গার ও খেঁচুনি উঠা এবং অন্ত্র যেন জলে পূর্ণ। হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের শূল।

কুপ্রম—সময়ে সময়ে পেটে ও হাত পায়ে প্রচণ্ড আক্ষেপ, নাভি প্রদেশে যেন ছুরি দিয়া হানা এবং উহা পীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া। যাতনার ধমকে চীৎকার ও শয্যা হইতে মাটিতে গিয়া পড়া, দড়্কা, পেট খুব শক্ত হওয়া ও কোষ্টবদ্ধতা, পান কালীন জল (টপ্ টপ্) শব্দ করিয়া নামা।

ক্রোটন—নাভির চতুষ্পার্শ্বে খিম্চুনি ও নড়ো ব্যথা—তথায় কন্কনানি, ছেঁড়া, কিন্তু কয়েক বার ভেদে সমতা—আহারে বৃদ্ধি, কিন্তু দুধ পানে সমতা।

চিন—ফল আহার, নূতন বিয়র সরাব পান, দুর্ব্বলকারী রোগ বা রস-রক্ত-ক্ষয় জন্য পীড়া। প্রত্যহ সকালে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেট ফাঁপা, ডাকা ব্যথা, নাভিদেশের গোড়ায় খিম্চুনি, কন্কনানি, দোম্ড়ানয় সমতা। বায়ু-শূল সহ তৃষ্ণা।

জিঙ্ক—অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্য পেট ডাকা, ব্যথা ও দুর্গন্ধ সহ গরম মরুৎ ত্যাগে সমতা না হওয়া, সীসা শূল। সন্ধ্যায় ও স্থির থাকায় রোগের বৃদ্ধি।

জেল্স—পাকাশয়ে ভার ও পেট মধ্যে চিবন বোধ।

জোলাপ—দিনে ভাল থাকা, কিন্তু বেদনা জন্য সারারাত চেক্ড়ান। ইহাতে না সারিলে সেনা।

টার্ট-এ—প্রচণ্ড পেট ব্যথা, অন্ত্র যেন টুক্রা টুক্রা করা হইতেছে, এরূপ অনুভব হওয়া। অতিরিক্ত কন্কনানি এবং উহা কুচ্কি দিয়া যেন হাঁটুতে নামা, পেট ডাকা, গা বমি বমি, মুখে জল উঠা, ভেদ।

ডল্কা—সর্দ্দিগরমি বা ঠাণ্ডী জন্য শূল বেদনা, নাভিপ্রদেশে খিম্চুনি, কন্কনানি, পেট কাম্ড়ান, ভেদ, কোমর ঠাণ্ডা।

ডায়োস্কোরিয়া—উপর পেট ও নাভির গোড়ায় নিয়ত অতিশয় ব্যথা ও

থেকে থেকে তথায় মোচড়ান, প্রাতে ও শয়নে বৃদ্ধি, উদ্গারে যাতনা কমা (মরুৎ নিঃসরণে নয়)। বাহ্যেকালীন ও অব্যবহিত পূর্ব্বে অন্ত্রে—বিশেষ, বস্তিতে ভয়ানক ব্যথা এবং তথা হইতে উহার সর্ব্বত্রে বিস্তার, পেটে আক্ষেপ ও অতিশয় বেগ—হঠাৎ ব্যথা ধরা সহ খাদ্য বমন।

ডিজিট—পাকাশয় ভার এবং তথায় খাল লাগা, টক উদ্গার ও বমন; অরুচি বা অত্যন্ত ক্ষুধা, নাভির চতুষ্পার্শ্বে ছেঁড়া, নিয়ত প্রচণ্ড শূল ব্যথা।

ড্রোস—শয়নে অত্যন্ত পেট বেদনা, ঔষধে ও বেড়ানয় সমতা, বাহ্যে-কালীন ও পূর্ব্বে শূল ব্যথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহা সর্ব্ব শরীরে না ব্যাপিয়া পড়ে, সেই পর্য্যন্ত উপরে উঠে ও নীচে নামে।

থুজা—অর্শের শূল ও তলপেটে তীব্র এবং প্রচণ্ড বেদনা, অধিক বায়ু নিঃসরণ, মল কঠিন বা অল্প ও পাতলা, এবং যেন গলান সীসা মলাশয় দিয়া নির্গত হইতেছে।

নক্স—অত্যন্ত পেট ব্যথা, কোষ্ঠ কঠিন, পুনঃ পুনঃ বৃথা ও বাহ্যের বেগ, পা তুলিয়া ছোড়া এবং পেট চাপায় স্বস্তি। প্রসূতীর উগ্র ও অধিক মসলা ব্যবহার জন্য স্তন্যপায়ীর পীড়ায় মাতা ও সন্তান উভয়কে ইহা দেওয়া বিধি। বায়ু উর্দ্ধে ঠেল দরুণ শ্বাসকষ্ট ও অধঃ দিকে প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ। সীসের বিষ জন্য শূল, সকালে যাতনা বৃদ্ধি। অযথা ও অজীর্ণকারী আহার জন্য বায়ু-শূল। হিঁসকুটে ও চটা মেজাজ।

পড—প্রত্যহ প্রাতে অত্যন্ত পেট ব্যথা ও সেঁটে ধরা, অন্ত্রে খাল লাগা, পেটের পেশী গাঁইট গাঁইট ও থানা থানা হওয়া, মল সজা, জর্দ্দা, শাদা বা মেটে বর্ণের, পেট ও পীঠ ব্যথা, বিশেষ, মল ত্যাগকালীন এবং পরে থাকা। সীসা-শূল।

পল্‌স—পেটব্যথা, বমি, ভেদ, বাতাজীর্ণতা, আহার ও পানের পর মুখে তিক্ত তার, নানা বর্ণের ভেদ, বিশেষ রাত্রে, ও সন্ধ্যায় যাতনা বৃদ্ধি হইয়া সারারাত থাকে, কাঁদুনে স্বভাব এবং টাট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস সেবনে ইচ্ছা। ঘৃত, চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য, তেলা মাছ খাওয়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভয়ানক পেট ব্যথা—বিশেষতঃ বাম কোঁকে, তৎকালে পিত্ত ও টক বমন এবং যাতনার ধমকে দৌড়াদৌড়ির সহিত চীৎকার, কিছুতেই সমতা না হওয়া। বদ্ধ বায়ু জন্য

অতিশয় যাতনা। ব্যথা সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করে, কখন এখানে, কখন ওখানে, কখনও ভয়ানক কষ্ট, আবার পরক্ষণেই খুব নরম হয়; অথবা সামান্য হইতে অতিরিক্ত বেদনা; বদ্ধ দুর্গন্ধ মরুৎ জন্য অতিরিক্ত যাতনা। মূত্ররোধ দরুণ শূল বেদনা।

প্লম্বম—পাকাশয়ে চাপুনি ও খাল লাগা, শরীর দোম্‌ড়ান ও পা উপর দিকে তোলায় যাতনা কম হওয়া। ভয়ানক বেদনা, বিশেষ নাভির চতুষ্পার্শ্বে, অন্ত্র সংকোচন জন্য মলদ্বার ও নাভি ভিতর দিকে সেঁধন। মল ভেড়ার নাদের ন্যায় ও কুপিত; অথবা শৌচ প্রস্রাব বন্ধ। নিয়মিতরূপে প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে বা দ্বিতীয় মাসে রোগ প্রকাশ, বিশেষ ঐ সঙ্গে অধঃঅঙ্গের ও মূত্র-স্থালীর পক্ষাঘাত থাকিলে। বদ্ধ বায়ু জন্য ভয়ানক শূল-বেদনা। শূল ও পেটে আঁত পড়া। ব্যথা ধরায় রজঃ-ক্ষরণ বন্ধ হওয়া। পুরাতন রোগে অধিক খাটে।

প্লাটিনা—চিত্রকরের ও সীসা-ব্যবসায়ীর শূল—নাভি প্রদেশে আরম্ভ হইয়া বেদনা পীঠ অবধি বিস্তৃত হয়। তখন চীৎকার করে ও কিছুতেই স্বস্তি পায় না, সর্ব্বদা এগোড় ওগোড় করিয়া থাকে।

বাপ্টিসা—পিত্তকোষ-প্রদেশে নিয়ত ব্যথা, সর্ব্বদা অঙ্গ নাড়া, কিন্তু তাহাতে সমতা না হওয়া।

বারাইটা—উদ্গার ও পেট কাম্‌ড়ান, কিন্তু গরম সেঁকে সমতা। কষ্টকর পেট ফাঁপা এবং নাভিপ্রদেশ আঁতে পড়া। খর্ব্বাকৃতি (বাউনে) ও যে সকল শিশু অপরিচিতকে দেখিলে কাঁদে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে।

বার্ব—পাথুরী মূলক বেদনা।

বিস্‌মথ—পাকাশয়ে ভয়ানক শূল বেদনা ও বমন।

বেল—ব্যথা হঠাৎ ধরা ও কান্না, আবার হঠাৎ ছাড়া এবং কোন অসুখ না থাকা। নাভির নীচে যেন থাবা মেরে ধরা বা খাম্‌চান ও অস্থির হওয়া, পেট মধ্যে যেন একটা গোলা সঞ্চয় হইতেছে, এমন বোধ হওয়া; ব্যথা কালে পেটের এড়এড়ি দড়ির ন্যায় ফুলা, চাপে সমতা, উপর পেটে আক্ষেপ যুক্ত বেদনা। পাতলা পূর্ব্ববৎ মল। সর্ব্বদা তামার সংস্রবে থাকায় শূল। দোম্‌ড়ানতে নয়, কিন্তু চিতও নয়, (চিত হইয়া বুকের দিক উচু করায়) যাতনার সমতা। ইহা বেগের লক্ষণ।

বোভিষ্টা—অন্ত্রে শূল বেদনা জন্য ছুম্‌ড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, তৎসহ লাল প্রস্রাব। আহার করিলে যন্ত্রণার সমতা। (কলসিন্থ খাইবার পর ব্যথা বৃদ্ধি)

বোরাক্স—শিশু কোলে থেকে নামিতে চাহে না, এমন কি ঘুমুলেও বুক হইতে নামাইতে গেলে জাগে ও কাঁদে। পেট ব্যথা ও খাদ্য পরিপাক না হওয়া—যেন কতকগুলা ধারাল পদার্থ পেটে ও কোঁকে সংঘর্ষণ করিতেছে, এরূপ যাতনা। গাড়ি চড়ার দরুণ পেট ব্যথা। পেটে অম্ল ও অজীর্ণতা জন্য ব্যথা এবং আম মিশ্রিত সবুজ বা কখন জর্দ্দা ভেদ; প্রায়ই মুখে ঘা থাকা।

ব্রাই—ঠাণ্ডী অথবা গরমাবস্থায় শীতল জল পানের দরুণ পেট ব্যথা—আহারের পর কদর্য্য উদ্গার উঠা, বসিলে মূর্চ্ছা, গা বমি বমি, বমন, পেট মধ্যে ছেঁড়া, নড়াতে এবং ঠাণ্ডা পানীয় পানে বৃদ্ধি—প্লীহা প্রদেশ ফুঁড়ুনি—নাভির চতুষ্পার্শ্বে ফুলা ও শক্ত হওয়া এবং তথায় ফুঁড়ুনি। জিভ শাদা ও শুষ্ক হওয়া এবং এককালে অধিক পানেচ্ছা বা তৃষ্ণার অভাব।

ভেরাট—পেট ফুলা ও স্পর্শে লাগা, প্রচণ্ড খিম্‌চুনি এবং পেটে যেন ছুরি দিয়া কাটা, অতিশয় পিপাসা ও অধিক পান, বায়ু উর্দ্ধ বা অধঃ না হইয়া অন্ত্র মধ্যে যেন অবরুদ্ধ। গা বমি বমি, গিলিতে না পারা, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, ভয় ও নৈরাশ্য। ভয়ানক শূল এবং কপাল ও পায়ের পাতা বড় শীতল হইয়া তৎসহ অতিশয় গা বমি বমি এবং বমন, ঠাণ্ডা ঘাম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও নাড়ীর ক্ষীণতা; শিশু ব্যথার ধমকে যেন লম্বা ও সরু হইয়া পড়ে। বায়ু-শূল—বিশেষ, বাতে; সমস্ত পেট ডাকা ও তথায় খাল লাগা। অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ জন্য শূল ব্যথা।

মাগ্নিসা—দিন রাত্রে অনেকবার পেট ব্যথা ও সেঁটে ধরা; ছুম্‌ড়ে বসা ও সজা ভেদ হইয়া যাতনা যাওয়া।

মার্ক—অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কামড়ান এবং কোঁত পাড়া, রক্ত ভেদে উহার সমতা। সন্ধ্যাকালীন ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় শূল; পুনঃ পুনঃ আম, পিত্ত ও আলকাতরার ন্যায় মল ত্যাগ; উরু ও পা ঘামা, রাত্রে রোগ বৃদ্ধি—পেটের সাড়াধিক্য।

রস—রাত্রে উদরাময় ও প্রচণ্ড শূল-বেদনা—রক্ত-ভেদ ও পেট ব্যথা।

রাত্রিকালে, জলে ভেজায়, চিত হইয়া পা তুলিয়া শয়নে ও স্থির থাকায় রোগের বৃদ্ধি, দোমড়ানয় ও নড়ায় যাতনার লাঘব। (এ সমস্ত ব্রাইয়ের বিপরীত)

রিয়ম—অত্যন্ত পেট ব্যথা এবং সজ্জাটে বা জর্দ্দাটে টক ভেদ, টক বমন, টক নিশ্বাস, এবং সর্ব্ব শরীরে টক গন্ধ, ধৌত করিলেও উহা যায় না। শূল বেদনা এবং হাত পায়ের আচ্ছাদন খুলিলেই উহার বৃদ্ধি।

রোড—বায়ু-জনিত শূল বেদনা, বিশেষ ঝড় তুফান কালে উহার প্রকাশে বা বৃদ্ধিতে।

লাইক—পেট ফেটে পড়া, মরুৎ ক্রিয়ায় স্বস্তি, কিন্তু উদ্গারে সমতা না হওয়া; বদ্ধ বায়ু জন্য পেট খিমচুনি, সেঁটেধরা ও অত্যন্ত ডাকা এবং প্রস্রাবের যাতনা নিমিত্ত চীৎকার ও ত্যাগে স্বস্তি। মূত্রাধার হইতে মূত্রস্থালী পর্য্যন্ত ব্যাথা নামা, বিশেষ ডান দিকে। বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত যাতনার বৃদ্ধি। বেশ ক্ষুধা, কিন্তু গ্রাস কতক মাত্র খাইতে পারা।

লেপ্টাণ্ড্রা—বায়ু জন্য পেটে অত্যন্ত বেদনা।

ষ্টানম—অজীর্ণতার পেট বেদনা দরুণ কান্না। ধাত্রী যদি শিশুর পেট নিজ কাঁধে রাখিয়া বেড়ায়, তবে শিশু স্থির থাকে, অথবা কিছু জোরে যদি তাহার পেট চাপা যায়, তবে স্বস্তি পায়, এরূপ অবস্থায়। রাঁধা খাদ্যে ঘৃণা, জল বমন। ব্যথা ক্রমে ধরা ও ক্রমে যাওয়া এবং নাভি অবধি বিস্তৃত হওয়া। অধিক বয়স্কদের নোড়া বা কঠিন পদার্থ দ্বারা পেট চাপায় স্বস্তি। কৃমি-শূল।

ষ্টাফিস—নেয়ো-পেটা ও যাহার মাথায় চুলের ভিতর পাচড়ার ন্যায় চাপ চাপ হইয়া সমস্ত মাথা জুড়িয়া লয়, এমত শিশুর শূল বেদনায় উপকারী। প্রতিবার আহার বা পানের পর পেট কন্‌কনানি—বদ্ধ-বায়ু জন্য পেট মধ্যে টিবান, বেঁধা ও ফুলা। বিরক্তি বা মাতার পীড়া জন্য সন্তানের রোগ।

ষ্ট্রাম—হঠাৎ শূল বেদনা সহ শীত ও মূর্চ্ছাবৎ অবস্থা হওয়া।

সল্‌ফর—ধাতু বিকৃতি জন্য রোগে ও অন্য ঔষধে ফল না দর্শিলে, প্রথম প্রথম ইহা ২।৪ মাত্রা দিয়া পরে সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ভেষজ বিধি। সহজ বাহ্যে, কিন্তু কষ্টে ত্যাগ, সমস্ত পেট টাটান এবং উর্দ্ধে বুকে ও নীচে কুচ্‌কি অবধি ব্যথার বিস্তৃতি—বক্র হইয়া বসায় সমতা, যেন পেট হইতে কিছু ছেঁড়া হইতেছে, এমন বোধ হওয়া। মিষ্ট আহারের দরুণ পীড়া।

সল্‌ফ-আ—সীসা-বিষ শরীরস্থ হওন জন্য শূল বেদনা।

সাবাড—কৃমি-শূল ; পেট মধ্যে যেন একটা সূতার গোলা ঘুরিতেছে বোধ হওয়া ; অল্পে চম্‌কান।

সিনা—নাড়ীর কিঞ্চিৎ উপরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্যথা, মোচ্‌ড়ান, খনন করা, বৃথা ব্যাহ্যের বেগ, অথচ কেবল বায়ু নিঃসরণ, ঘুমন্ত বা জাগ্রত সর্ব্বদা অস্থিরতা, একগুঁয়ে ও দুরন্ত স্বভাব, দোল না দিলে না ঘুমানো।

সিলিসা—প্রচণ্ড পেট ব্যথা জন্য দিবা রাত্রি কান্না। শূল ব্যথা ও সর্ব্ব শরীর আড়ষ্ট, হাত হরিদ্রাবর্ণ ও নখ নীল, মল কঠিন হওয়া এবং খানিক বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভিতরে সেঁধন। প্রত্যহ বৈকালে অত্যন্ত পেট খিম্‌চুনি। তলপেটে বেদনা ও গরম সেঁকে সমতা।

সেনা—শূল দরুণ ভয়ানক কান্না, কাঁদিতে কাঁদিতে শরীর নীল বর্ণ হওয়া। পেটে অধিক বায়ু-বদ্ধতা জন্য ব্যথা এবং কখন পুনঃ পুনঃ রক্ত বাহ্যে।

সেপি—নিয়ত সন্ধ্যায় পেট ব্যথা, পলাণ্ডু তাপে সমতা, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতু-গ্রস্তের ; পেট ফাঁপা, ডাকা, জ্বালা এবং রাত্রে কন্‌কনানি ও খ্যাঁথ্‌লান। বায়ু জন্য রোগ—বিশেষ জরায়ুর পীড়া থাকিলে।

হাইয়স—পেট ফেটে পড়া, আক্ষেপ যুক্ত কন্‌কনানি, ঢেকুর, হিক্কা, বমন ও চীৎকার—বিশেষ মস্তিষ্কের পীড়া থাকিলে।

হিপর—পেটে সংকোচকারক ব্যথা ও আক্ষেপ। নাভিপ্রদেশ কামড়ান ও চিবন, গা বমি বমি, গাল গরম। যাহাদের শুষ্ক বা কাট (নীরস) চুলকুনি, এইরূপ লোকের কষ্টকর পেট বেদনায় ইহা বিশেষ খাটে।

আধ্মান বা পেট ফাঁপা।

যাহাদিগের পরিপাক শক্তি কম, অথবা ঠাণ্ডা লাগার অব্যবহিত পরে, কিংবা অধিক মাত্রায় ও সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে ফল এবং তরকারী উদরস্থ করাতে আহারের পরই অসুখ (আধ্মান) আরম্ভ। পাকাশয় বা অন্ত্রে খাদ্য পরিপাককালীন বায়ু উৎপাদিত হইতে থাকা। শ্বেতসার পদার্থ হইতে দুর্গন্ধ মরুৎ, তৈলাক্ত পদার্থ হইতে কটু, ঝাঁঝাল, গরম ও চোঁয়া ঢেকুর, এবং মিষ্ট

সামগ্রী হইতে টক উদ্গার নির্গত হওয়া।পেট ফোলা, নিশ্বাস কষ্ট ও হৃদয়ের স্পন্দন হওয়া। হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বামার পেটের গোল ব্যতীতও অত্যন্ত পেট ফোলা। এমত সকল ব্যক্তির ঠাণ্ডা বা জলো বাতাস লাগান অথবা বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য সেবন, অথবা আহারের ১।২ ঘণ্টা পরে অধিক গরম গরম চা ব্যবহার বিধি। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সকালে বিকালে কায়িক শ্রম এবং পরীক্ষিত সুপথ্য এবং নিম্নলিখিতের মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আকন—পেট গরম হওয়া, ফাঁপা, স্পর্শে লাগা, জ্বর।

আগারিকস—পেট ঢাক্‌পানা হওয়া, অধিক ডাকা ও অনেক মরুৎ ত্যাগ।

আর্স—পেট ফোলা,পানে শীত ও গা শীড় শীড় করা, ঠাণ্ডা সামগ্রীতে বৃদ্ধি।

ইগ্নে—অতিরিক্ত পেট ফাঁপা জন্য শ্বাস-কষ্ট।

ওপি—পেট ফাঁপা ও ভার, ঢেকুর উঠিয়া সমতা না হওয়া।

ককু—পেট স্ফীত, তথায় বায়ুজনিত আক্ষেপ ও নড়িলে পেটটী যেন কাটি দ্বারা পূর্ণ। দুই প্রহর রাত্রের পর পেট ফাঁপা, মরুৎ ক্রিয়ায় সমতা না হওয়া, কিন্তু উদ্গার ও পাশ ফেরায় স্বস্তি।

কল্‌চি—যেন কতই আহার করিয়াছে, এভাবে পেট ঢোল হওয়া ও ঢপ ঢপ শব্দ সহ গাত্রতাপ ও শ্বাস-কষ্ট। অধিক উদ্ভিজ্জ খাওয়া, ঠাণ্ডী লাগা বা আর্দ্র আব-হাওয়া জন্য পীড়া।

কলসিন্থ—পেট ফাঁপা, কামড়ান ও কন্‌কন করা এবং স্পর্শে লাগা, পায়ের ডিম্বে খাল লাগা, ব্যথা জন্য এগোড় ওগোড় করা, কোষ্ঠ বদ্ধতা বা ভেদ, পৈত্তিকের বমন—বিশেষ আহারের পর।

কুষ্টিক—পেট ঢোলবৎ হওয়া, যেন ফেটে পড়ে, আহারে বৃদ্ধি।

কাম্প—পেট দমদমে ফাঁপা, যেন ফাটিয়া পড়ে।

কামো—উপর পেট কষ্টদায়ক ফাঁপা ও বুকের দিকে কষ্টকর বায়ুর ঠেল মারা—বিশেষ প্রাতে। অথবা আধ্মান সহ উদরাময় বা দড়্‌কা থাকিলে। নক্স ও পল্‌সের পর কখন কখন ব্যবহার্য্য।

কার্বো—বদ্ধ বায়ু জন্য কষ্ট, বায়ু নির্গত হইলে স্বস্তি; অত্যন্ত দুর্গন্ধ মরুৎ। পুরাতন রোগ এবং যৎসামান্য আহারেও পেট ফাঁপা।

কাক্কা—উপর পেট ঠোস মারা।

গ্রাফাইট—প্রায় সন্ধ্যার সময় পেটে অধিক বায়ু, সটান শয়নে সমতা।

চিন—ভেদ ও অধিক পেট ফাঁপা। আহারের ১।২ ঘণ্টার পর চা বা গরম দুধ পানে পরিপাক কার্য্যের ব্যঘাত, এবং রক্ত মোক্ষণ বা অধিক জোলাপ ব্যবহার অথবা বায়ু উদ্দীপক খাদ্য ভোজন দরুণ পেট ফোলা, সেঁটে ধরা ও পানীয় পানে গা শীড় শীড় করা।

টার্ট—পেট ফাঁপা, চাপায় লাগা ও যেন ছোট ছোট নুড়ী পূর্ণ বোধ হওয়া।

নক্স—আহারের পরই পেট ফোলা, কাহিল হওয়া ও স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা।

পড—দাঁত উঠাকালীন পেটফাঁপা, প্রাতে টক্ বমন।

পল্‌স—অজীর্ণতা বশতঃ পেটে অধিক বায়ু ও উহা নড়িয়া বেড়ানর দরুণ পেটে ডাক, ঝিমচুনি ও থ্যাঁতল্লান ; রাত্রে আহার বা ঘুম ভাঙ্গার পর রোগ। যাহাদের সর্ব্বদা চক্ষু পীড়া ও ভেদ হয়, এমত রোগীর পক্ষে।

পিট্রোল—শাক সব্জী—বিশেষ কপি খাওয়া জন্য পেটে অধিক বায়ু-সঞ্চয় ও নিঃসরণ।

ফস্—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়, পাঁজরার পার্শ্বে বদ্ধ-বায়ু এবং আহারের পর বহু উদ্গার।

ফস-আ—পেট দম্‌দমে ফুলা ও ডাকা।

মাগ্নিসা-কা—অত্যন্ত পেটফাঁপা, টক ঢেকুর ও সব্জা ভেদ।

মার্ক—পেট ফাঁপা ও খুব ডাকা এবং দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়া।

লাইক—পেট, পীঠ ও বুকে বায়ু-সঞ্চয় জন্য পেটে ভুট ভাট শব্দ এবং উদ্গারে তাহার সমতা।

সল্‌ফর—পেট অধিক ফাঁপা ও সন্ধ্যায় দুর্গন্ধ মরুৎ ত্যাগ। সামান্য কারণে ও সর্ব্বদা আধ্মান।

সিনামন—পেটে অধিক বায়ু ও তজ্জন্য শূল বেদনা।

সিলিসা—অত্যন্ত পেটফাঁপা ও পেটে হুড় হুড় শব্দ।

সেনা—অধিক পেটফাঁপার দরুণ শিশুর কান্না।

সেপি—অত্যল্প আহারের পরও খুব পেট ফাঁপা, পিত্তের ন্যূনতা জন্য রোগ।

হাইয়স—স্নায়বিক বা বাতিকের জ্বরে পেট ফাঁপা।

পাকাশয়ের আক্ষেপ—মুখ দিয়া জল উঠা।

পাকাশয় প্রদেশে সংকোচকারক ও আক্ষেপযুক্ত, চিবনবৎ বেদনা, এবং তাহা বুক পীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া, তৎসহ উদ্বেগ, গা বমি বমি, উদ্গার বা বমন; মূর্চ্ছা বৎ দুর্ব্বলতা, মুড়া ঠাণ্ডা, কথন বা শব্দময় মরুৎ ক্রিয়া, এবং কথন বা টক জল উঠিয়া তাহার সমতা, মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, পাকাশয়, ক্ষুদ্র অন্ত্র বিশেষ (Gout) আস্থলে বাত রক্ত সঙ্গে অবস্থান করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হইয়া থাকে—ঋতুর পর বা উহা বন্ধ হওয়ার দরুণ এবং তৎকালে হিষ্টিরিয়া বা গুল্ম-বায়ু ও মূর্চ্ছা এবং হয়ত রক্ত বমন হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ বাল্যকালে এই রোগ বিরল। দীর্ঘকাল অনাহার, খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা পানীয় পান, সুরা, অজীর্ণকারী খাদ্য এবং কথন কথন ঠাণ্ডা লাগা বা আর্দ্র বায়ু সেবনে রোগের উৎপত্তি হয়।

পাকাশয়ের আক্ষেপ বা খাল লাগা, কাওয়া পান জনিত রোগ পক্ষে—
ইগ্নে, ককু, কামো, নক্স।

——রাগ বা শোক হইতে—ইগ্নে, কলসিন্থ, কামো, নক্স, ষ্টাফিস।

——সন্তানকে স্তন দেওয়া, রক্ত ক্ষয়, অধিক জোলাপ ব্যবহার জন্য আক্ষেপ—আলেট্রিস, ককু, কার্ব্বো, চিন, নক্স, হেলোনিয়স।

——অজীর্ণতা জন্য—কার্ব্বো, চিন, নক্স, পল্স, ব্রাই।

——সুরাপান ও অন্য অন্য অত্যাচার—কার্ব্বো, কাল্কা, নক্স, সল্ফর।

——স্ফোটক বা গুটি আদি বাহির না হওয়া—সল্ফর।

——রজঃ-কালীন—পল্স, সেপি, ককু, কামো, নক্স।

——রজঃ অল্প, বা রোগী দুর্ব্বল হইলে—ককু, পল্স।

——রজঃ প্রচুর হইলে—কাল্কা, বেল, লাইক।

——যকৃৎ ও অন্ত্রের যথা-বিহিত কার্য্যের শিথিলতা জন্য—কার্ব্বো নক্স, সল্ফর।

আর্জেন্ট-না—পাকাশয়ে প্রচণ্ড আক্ষেপ সহ কাটনেকার ও তিক্ত বমন—বিশেষ যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতু আগুড়ি ও প্রচুর।

আর্ণিকা—পড়া বা পাকাশয়ে চোট লাগার দরুণ আক্ষেপ। পাকাশয়ে ও বুকের অগ্রভাগে পূর্ণতা ও সংকোচকারক বেদনা এবং কড়ার নিম্ন প্রদেশে পাথর দিয়া চাপুনির ন্যায় বোধ অথবা বুক সেঁটে থাকা ও পীঠ অবধি ব্যথা, আহারে পানে বা চাপে বৃদ্ধি।

আর্স—পাকাশয় জ্বালা; কটু ও টক উদ্গার; ভুক্ত পদার্থ, শ্লেষ্মা, বা কখন রক্ত বমন; জিভ লাল, কম্পান্বিত, জীর্ণ শীর্ণ।

ইগ্নে—শোক, উদ্বিগ্নতা বা বলক্ষয় জন্য এবং হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের পীড়া।

ইপি—উপবাস বা অধিক আহার দরুণ পাকাশয়ে থাল লাগা, গা বমি বমি, বমন ও অসুখ।

কক্কু—বায়ু নিঃসরণে যাতনা কম পড়া। কামো ও নক্সের পর ব্যবহার্য্য।

কষ্টিক—পাকাশয়ে চাপুনি, আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও যেন থাবা মেরে ধরা, অথবা ব্যথার বৃদ্ধিকালীন কাঁপুনি, অম্ল হওয়া ও জল উঠা।

কামো—কড়ার নীচে যেন পাথর দিয়া চাপা, পেট ফাঁপা, শ্বাস-কষ্ট, মাথা দপ্‌দপানি। কাওয়া পানে যাতনা কম পড়া। রাগ হইতে রোগ।

কার্বো—পাকাশয় জ্বালা, ব্যথা, চাপায় লাগা এবং যাতনার বৃদ্ধি।

কাল্কা—ক্রূর রোগ বা খুব সুরাপায়ীর পীড়া, অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের নাক হইতে রক্ত পড়ে বা অধিক রজঃক্ষরণ হয়। ব্যথা রাত্রে বা আহারের পর; বমন বা গা বমি বমি ও অম্ল হওয়া। কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা পুরাতন উদরাময় ও অর্শ থাকিলে অধিক থাটে।

চিন—অধিক রস-রক্তক্ষয়, পেট স্ফীত ও ভার, আহারে পাকাশয়ে কষ্ট এবং অনাহারে ভাল থাকা।

নক্স—পাকাশয়ের আক্ষেপের প্রধান ঔষধ। সুরা, চা, বা কাওয়া পান, অথবা অর্শগ্রস্তের রোগ, বিশেষ গুল্ম থাকিলে। কাপড় যেন খুব কসিয়া পরা, এমন বোধ; আহারের পর অধিক সংকোচন। অথবা গা বমি বমি ও জল উঠা, গলা জ্বালা। ঠোঁঠ ও মাড়ি শাদা, লাল ও ফুলা, জিভ ফাটা ও কম্পান্বিত, জর্দ্দা বা শাদা লেপযুক্ত। চক্ষুর পাতা ফুলা, বমন, হৃৎকম্প, ইত্যাদি লক্ষণ-যুক্ত। কখন রাগ হইতে রোগ, বা প্রাতে বৃদ্ধি অথবা ঘুমন্ত ব্যথা ধরায় নিদ্রা ভঙ্গ।

পল্‌স—পাকাশয়ে বেঁধা, নড়ায় এবং আহারে যাতনার বৃদ্ধি ও ভেদ হওয়া। রজঃবন্ধ দরুণ রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

প্লাটিনা—ঋতুকালীন পাকাশয়ের বেদনা, বিশেষ রজঃ অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী হইলে।

বেল—কড়ার নীচে সেঁটে ধরা, চিত হইয়া দম বন্ধ করিলে সমতা; মধ্যাহ্ন ভোজনকালীন পাকাশয়ের আক্ষেপ, অথবা ব্যথা জন্য অজ্ঞান হওয়া। জিভ চক্‌চকে লাল হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং পানকালে ও তৎপরে বেদনার বৃদ্ধি; রাত্রে অনিদ্রা, দিনে ঝিমন।

ব্রাই—বিশেষ বাতগ্রস্তের, আহারান্তে পাকাশয়ের পূর্ণতা; মাঝে মাঝে কন্‌কনানি; চাপায় ও উদ্গারে সমতা; অত্যন্ত মাথা ব্যথা এবং নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি।

ল্যাকাসি—সুরাপায়ীর পাকাশয়ের আক্ষেপ, আহারে সমতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ু-সঞ্চয়, হাত পায়ের কম্প ও দুর্ব্বলতা।

লাইকপ—পাকাশয় ফুলা ও উভয় মুড়া হইতে চাপুনি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পীঠ এবং কোমর বেদনা। ঠোঁঠ ফেঁকাশে; চক্ষের পাতা প্রদাহিত ও পুরু হওয়া। সকালে, আহারের পর বা বাহিরের বাতাসে উপসর্গ বৃদ্ধি, বিশেষ যে স্ত্রীলোকের অধিক রজঃ ভাঙ্গে।

সল্‌ফর—কোন পুরাতন চর্ম্মরোগ বন্ধ দরুণ, বিশেষ স্ত্রীলোকের ঋতু-বিশৃঙ্খলতা জন্য। বুক জ্বালা, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও আহারের পর যাতনার বৃদ্ধি—ক্রূর রোগে ব্যবহার্য্য।

পাকাশয় প্রদাহ।

কপাল ব্যথা, জ্বর, নাড়ী মোটা, সর্ব্বাঙ্গ গরম, মাথা ও হাতের চেটোয় অধিক তাপ, পরে ঘর্ম্ম। কড়ার নিম্ন প্রদেশে জ্বালা ও ব্যথা এবং চাপায় বৃদ্ধি, মুখ তিক্ত, জ্বালাকর উদ্গার, নিয়ত গা বমি'বমি বা কাট নেকার, এবং প্রথম প্রথম পৈত্তিকের সজ্জা, পরে রক্ত-বিশিষ্ট কালবর্ণের বমন, জিহ্বার গোড়া শাদা, আগা ও ধার লাল চক্‌চকে এবং আর্দ্র। অধিক পিপাসা, কিন্তু জলীয় দ্রব্য উদরস্থ করিলেই তাহা উঠিয়া পড়ে। হিক্কা, অরুচি, মন্দাগ্নি, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, কিম্বা মল প্রায়ই কঠিন, রোগ অবসান কালে ঘন ঘন ভেদ;

কথন কথন কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় পর পর প্রকাশ; অত্যন্ত বলক্ষয়, অস্থিরতা, চক্ষু ও মুখ বসা, শ্বাস-কষ্ট। হঠাৎ ব্যথা বন্ধ কুলক্ষণ।

অন্য কর্তৃক হত্যা বা স্বয়ং আত্মহত্যা উদ্দেশে অথবা ঔষধরূপে ঘোড়ার জোলাপ, রসকর্পূর বা সেঁকো প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ করিলে পাকাশয় ও অন্ত্রে ভয়ানক বেদনা এবং জ্বালা, রক্তভেদ, বমন এবং বেগ, শ্রীহীনতা, এককালে নেতিয়া পড়া; শরীর—বিশেষ হাত পা শীতল, চট্‌চটে ঘাম, নাড়ী ক্ষুদ্র সূতাবৎ ও ক্ষণ-লুপ্ত ক্ষণ-প্রকাশিত এবং শেষে অঙ্গ খেঁচুনি হইয়া মৃত্যু।

এককালে অধিক বা পুনঃ পুনঃ অনেকবার বা গুরুদ্রব্য আহার; অধিক ঘৃত অন্ন উদরস্থ করা, গরমাবস্থায় অধিক বরফ ব্যবহার, হঠাৎ ভয়, বিরক্তি বা রাগ হওয়া এই রোগের উৎপত্তির কারণ।

হাম আদি চর্ম্মরোগ ও টাইফয়েড জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ ইহার সদৃশ।

প্রায়ই এই ব্যাধি অল্পদিন স্থায়ী। যে কারণেই হউক ইহাতে আহারের কোট্‌কেনা নিতান্ত আবশ্যক। মাই. বন্ধ করিয়া ২।৪ দিন জলসাগু বা আরারুট ছাঁকিয়া ২।৩ ঝিনুক বক্কাদুধ সহ মিশাইয়া দিবা। বড়দের ঈষৎ উষ্ণ গঁদ ও চিনির জল, টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ, নামমাত্র আহার এবং অল্প সুপথ্য নিরাময়ের একটী প্রধান উপায়।

অধিক আহার বা ভ্রমববশতঃ বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে অনতিবিলম্বে লবণ-মিশ্রিত উষ্ণ জল পান বা গলায় আঙ্গুল বা পালক দিয়া বমন করা বিহিত; পরে রাসায়নিক বিষঘ্ন পদার্থ প্রয়োগ—যথা অম্লঘটিত বিষে (Acid) ক্ষার-পদার্থ (Alkalies) এবং ক্ষার ঘটিত পদার্থে অম্ল দেওয়া বিধি। অম্ল ঘটিত বিষের ঔষধ, কাল্কা; ক্ষারের, নাইট্রি-আ; তৈল ঘটিত পক্ষে, আর্স, নক্স, এবং ধাতু সম্বন্ধীয় পক্ষে, হিপর।

আইরিস—মুখগহ্বর, গলনালী, পাকাশয় ও ক্লোম প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা, বমন, ভেদ ও অত্যন্ত বলক্ষয়।

আকন—ঠাণ্ডাবশতঃ, বিশেষ ভয় হইতে উৎপাদিত রোগ, প্রাদাহিক জ্বর, উপর পেট টিপিলে লাগা, কড়ার নিম্নপ্রদেশ জ্বালা, তিক্ত বমন সহ মৃত্যু ভয়, জল ভিন্ন সব তিক্ত, অধিক তৃষ্ণা, মাথা ভারি, কপাল ব্যথা, বদন অতিশয় উত্তপ্ত, নাড়ী দ্রুত ও মোটা, শ্বাস-খর্ব্বতা, অতিশয় অস্থিরতা।

আর্নিকা—পাকাশয়ে কষ্টকর চাপ এবং খিম্‌চুনি ও ব্যথা, বিশেষ আহার-কালীন বা আহারের অব্যবহিত পরে পচা ডিম্বের গন্ধের ন্যায় উদ্গার, জমাট কাল রক্ত বমন (আর্স, নক্স), অরুচি ও অক্ষুধা, সর্ব্বশরীর টাটান, শয্যা কঠিন বোধ জন্য সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করা, আঘাত লাগা ও পড়া জন্য প্রদাহ, রক্ত বমন, মাথা গরম, কিন্তু অপর সকল অঙ্গ ঠাণ্ডা। অথবা অভক্ষ্য দ্রব্য বা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ-হওন জন্য পীড়া।

আর্স—ঠাণ্ডা বশতঃ অথবা অপক্ক ফল মূল, শাক সব্জি বা বরফ বা শীতল খাদ্য ভো[illegible] জন্য রোগ। গা বমি বমি, আহারকালীন বা আহারের ক্ষণ পরেই অথবা [illegible]র সময় পাকাশয়ে বা পেটে প্রচণ্ড বেদনা, উঠিয়া বসিলে অধিক বমি, অ[illegible]ট পিপাসা ও পুনঃ পুনঃ অল্প পান ; আহার মাত্র বা আহারের দুই ঘণ্টা প[illegible] ভুক্তদ্রব্য বমন হওয়া ; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ও মৃত্যু ভয় ; অথবা হঠাৎ ব্যথা [illegible] বা পাকাশয়ে কেবল জ্বালা থাকা এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও অসম বা ক্ষণ[illegible]; পুনঃ পুনঃ পূয নির্গমন ; কিম্বা সঙ্কটাবস্থায় হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ চক্ষু বসা, হিক্কা। সুরাপায়ীর এবং ভয়াবহ রোগে ইহা ও ভেরাট বা নক্স, পর পর—এমন কি কুড়ি ত্রিশ মিনিট অন্তর দেওয়া হয়।

আস্কুলস্—পাকাশয়ে অসহ্য কষ্ট ও যাতনা জন্য দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছাবৎ, গা ঠাণ্ডা এবং হাত ও পায়ের পাতায় আক্ষেপ।

ইউফ্রেসিয়া—বরফ বা ফলাহার জন্য পীড়া, হঠাৎ গা বমি বমি বা বমন, জলবৎ ভেদ, পাকাশয়ে অতিরিক্ত ও অনিবার্য্য যাতনা জন্য মূর্চ্ছাবৎ হওয়া, গা ঠাণ্ডা হওয়া এবং হাত ও পায়ের পাতায় আক্ষেপ থাকা।

ইপি—নিয়ত গা বমি বমি, উদ্গার, মুখে অধিক থুথু উঠা, বমন, খাদ্যে বিদ্বেষ, পাকাশয়ে বেদনা, সবুজ আমভেদ। অপক্ক টক ফল, বা চাট্‌নি ও আচার খাওয়া জন্য পীড়া।

কষ্টিক—পাকাশয়ে অতিরিক্ত অম্ল হওয়া ও জ্বালা, উপর পেট দম্‌দমে ফুলা, জ্বালাকর উদ্গার, বদন হরিদ্রা বর্ণ, কপাল ও হাত ঠাণ্ডা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গলা-গুড়্‌গুড়ুনি জন্য উৎকাশী।

কান্থ—পাকাশয়ে প্রচণ্ড ব্যথা, নিরাশ হইয়া এগোড় ওগোড় করা, পাকা-শয়ে কখন কখন অন্ত্র অবধি অত্যন্ত জ্বালা, তথায় হাত দিতে না দেওয়া; রক্ত ও

শ্লেষ্মা বমন, প্রচণ্ড কাটনেকার ও শূলবেদনা; পাকাশয় হইতে অন্ত্রে বেদনা, সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও ফোটা ফোটা পড়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কাট-নেকার। অধিক পেট ব্যথা; বাহ্যে—অন্ত্র-চাঁচা বা কেবল মাত্র রক্ত ভেদ; অস্থিরতা।

কামো—স্তন্যপায়ী ও বালিকার পাকাশয় প্রদাহ, বদন গরম ও লাল; মুখে তিক্ত তার, উদ্গার, পৈত্তিকের বমন, পেট ডাকা, সব্জা ও শ্লেষ্মা বা আম ভেদ; অস্থিরতা, চটা ভাব; ক্রন্দনের সময় বেড়াইলে চুপকরা; বিরক্তি বা রাগ জন্য রোগ।

কার্বো—পাকাশয় জ্বালা ও ফুলা, কটু ও টক উদ্গার, অম্ল দ্রব্যে স্পৃহা, মাংসে ঘৃণা, অতিরিক্ত ভোজন, পান বা ঘৃতাক্ত এবং তৈলাক্ত দ্রব্য উদরস্থ করা ও অগ্নিতাপজন্য যে পীড়া, তাহাতে ইহা ব্যবহার্য্য।

চিন—পাকাশয় ও অন্ত্রের পূর্ণতা এবং স্ফীততা; ঢেকুর, টক জল উঠা ও বুকজ্বালা, বিলক্ষণ ক্ষুধা, কিন্তু আহারের নামে গা বমি বমি, পাকাশয় স্পর্শে বেদনা ও উহার অভ্যন্তর ঠাণ্ডা বোধ হওয়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প জলপান।

নক্স—মাতা বা সন্তানের উগ্র, উত্তেজক ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার, যথা—সুরা, আফিম, কাওয়া বা মসলা খাওয়া, অথবা মানসিক শ্রম, রাত্রি জাগরণ বা রাগাদি-কারণে রোগ। উপর পেটে অতিশয় সংকোচকারক ব্যথার জন্য কাতরাণি ও কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অত্যল্প ঘাম, বিশেষ ব্যক্তিকের ধাতুগ্রস্ত পক্ষে: গলা জ্বালা, মুখে টক বা তিক্ত তার, টক ঢেকুর, টক শ্লেষ্মা বা রক্ত বমন, অন্ত্রনালী ও মুখ জ্বালা, পাকাশয়ের পূর্ণতা ও ভার, মাথাধরা বা ঘোরা, একগুঁয়ে ও চটা, ভাব; প্রাতে আহারের পর ও ঘরের বাহির হইলে অসুখ বৃদ্ধি।

পল্‌স—উপর পেটে ব্যথা ও চাপিলে লাগা, অক্ষুধা, অতৃষ্ণা, মুখের ও খাদ্যের তিক্ত তার, পুনঃ পুনঃ টক জল ও গাঁজ্‌লাটে শ্লেষ্মা উঠা, ভোজন ও পানে অকষ্টকর ভেদ, বিশেষ রাত্রে বমন ও ভেদ; গা শীড় শীড় করা, উঠিলে মাতাঘোরা, সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি।

ফস্—পাকাশয় কন্‌কন্ করা ও জ্বালা, মুখ দিয়া গরম বায়ু নির্গত হওয়া, অত্যন্ত পিপাসা, হৃৎপ্রদেশে জ্বালা, মুখ খিঁচুনি, অত্যন্ত শীত বোধ। অথবা

হাত ও পা অতিশয় শীতল, গা গরম, চক্ষু সজল, ওষ্ঠ ফেঁকাশে, নাড়ী দুর্ব্বল, দিন দিন বলহীন হওয়া। পানের পর জল পাকাশয় মধ্যে গরম হইলে উঠিয়া পড়া।

বেল—পাকাশয়ের কন্‌কনানি ও জ্বালা, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি, ভোজনকালে পাকাশয়ে আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠের দাঁড়া অবধি উহা বিস্তৃত হওয়া, হঠাৎ ব্যথা ধরা ও হঠাৎ ছাড়া, তৃষ্ণা, কিন্তু পানে বৃদ্ধি, হিক্কা, সর্ব্বদা ঢোক গিলা এবং ঢোক না গিলিলে দম আটকান বোধ হওয়া, কষ্টে অত্যল্প বমন, রক্ত ঊর্দ্ধগ জন্য মাথার দপ্‌দপানি, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, সর্ব্বদা নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চম্‌কানি, লাফান, প্রলাপ ও শয্যা হইতে পলাইতে উদ্যত হওয়া।

ব্রাই—পাকাশয় জ্বালা ও স্পর্শে ব্যথা, নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি, আহার বা পান করায় বমন আরম্ভ (আর্স, নক্স), কড়ার নিম্ন প্রদেশে যেন এক খানা পাথর থাকা বোধ এবং অনেক উদ্গার হইয়া তাহার সমতা; তৃষ্ণার অভাব বা অতিরিক্ত পিপাসা ও এককালে অধিক পান; মল কঠিন, কাল ও পোড়ার ন্যায়; বসিলে গা বমি বমি ও মূর্চ্ছা, প্রলাপ ও পলাইবার ইচ্ছা; গ্রীষ্ম কালের পীড়ায় এবং শাক সব্জি ও বায়ু উদ্ভবকারী খাদ্য ভোজন অথবা খুব উষ্ণ অবস্থায় ঠাণ্ডা জল পান দরুণ পীড়ায় ইহা ব্যবহার্য্য।

ভেরাট—পাকাশয় জ্বালা ও ভার, গা বমি বমি, বমন, নেতিয়ে পড়া, চক্ষু বসা, ঠোঁট শুষ্ক ও কালচে হওয়া, পাকাশয় টাটান (জ্বালা ও ভার), অতিরিক্ত তৃষ্ণা, পেটে কিছুই না থাকিয়া বমন হওয়া, হাত পা ঠাণ্ডা; সর্ব্ব শরীরে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম; মৃত্যু ভয়, নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, বলক্ষয়কারী ভেদ হওয়া। পীড়ার সঙ্কটাবস্থায় ইহা ও আর্স পর পর দিবা।

ভেরাট-ভি— কড়ার নিম্ন প্রদেশে অতিরিক্ত বেদনা; গলা শুষ্ক, উত্তপ্ত ও সংকুচিত; অতিশয় গা বমি বমি ও বমন; আহার্য্য উদরস্থ করিবা মাত্র তুলিয়া ফেলা; প্রথমে খাদ্য, পরে শ্লেষ্মা ও সেই সঙ্গে রক্ত বা রক্ত ও পিত্ত বমন, তৎসহ নাক এবং চক্ষু হইতে জল ঝরা; কষ্টকর কাটনেকার এবং হিক্কা।

মার্ক—পাকাশয় জ্বালা, রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন, অল্প মাত্র জলীয় দ্রব্য পানে তুলিয়া ফেলা, কিছুতেই পিপাসার নিবারণ না হওয়া, শিশুর হঠাৎ বমন।

সাঙ্গুইনেরিয়া—তরুণ রোগে পাকাশয়ের ভয়ানক জ্বালা, অনিবার্য্য তৃষ্ণা, পাকাশয়ের ব্যথা, বমন, নেতিয়ে পড়া।

হাইয়স—পাকাশয়ে প্রচণ্ড শূলবেদনা সহ বমন ও হিক্কা; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং পাকাশয় স্পর্শে লাগা।

অন্ত্র-প্রদাহ।

পাকাশয়ের প্রদাহ অপেক্ষা শিশুদিগের অন্ত্র-প্রদাহ অধিক হইতে দেখা যায়। অনেক সময় প্রথমের ফল স্বরূপ শেষোক্ত রোগটী হইয়া থাকে।

সর্ব্ব প্রথম পেট সামান্যতর মাত্র নরম করে, ক্রমে বাহ্যে বারে অধিক ও রূপান্তর হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে গেঙানি, মুখ বিকট করিয়া চিকৃড়ে উঠা এবং ক্বচিৎ বা হস্ত পদাদির খিঁচুনি এবং বাহ্যেকালীন কাতরাণি ও কান্না; রক্ত, পূয ও অন্ত্রের ছাল-মিশ্রিত পাট্কিলে বর্ণের আম, কখন কখন থান থান সজাটে মল, ক্বচিৎ বা ফিন্‌কি দিয়া বেগে জলবৎ মল-ত্যাগ এবং সর্ব্বশেষে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য সহ কৃষ্ণ বর্ণের বাহ্যে, এই সমস্ত অন্ত্র-প্রদাহের প্রধান চিহ্ন। ইহার সঙ্গে মলদ্বার ফুলা ও হাজা, এবং অনেক সময়ে মলাশয়ে (মল-ত্যাগ-কালে) গোগোল বাহির হওয়াতে কষ্টের আধিক্য হয়। জ্বর, নাড়ীর দ্রুত-গতি, গাত্র-জ্বালা; জিহ্বা প্রথম প্রথম শ্বেত ও আর্দ্র, পরে শুষ্ক ও লাল, বা পাটকিলে বর্ণের হয়। অনিবার্য্য পিপাসা, নিয়ত জল পান, বমন, পেট ফাঁপা; পেট অতিরিক্ত গরম হয় এবং টিপিলে তথায় ব্যথা লাগে; রোগী দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ হয় এবং প্রাচীনের ন্যায় তাহার ত্বক (চেহারা) শুষ্ক এবং তোব্‌ড়া তোব্‌ড়া দেখায়। শিশু এরূপ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে যে, ক্রন্দন করিতেও অক্ষম হয়, সুতরাং কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করে। এই সময় বাহ্যে বন্ধ হইয়া পেট ঢোলের ন্যায় ফুলে। সর্ব্বশেষে তেজোহীন ও আক্ষেপাধীন (Convulsions) হইয়া শিশু পঞ্চত্ব পায়।

স্তন্যপায়ীর পক্ষে এই রোগ বড়ই কঠিন। পঞ্চম বৎসর কাল মধ্যে শিশুর বয়স যতই অল্প, পীড়া ততই অধিক ভয়ঙ্কর হয়। এই কালের পর ব্যাধির ততদূর উৎকট উপসর্গ হয় না। তখন প্রথমতঃ সামান্যতর উদরাময় হয়, শিশু হাসিয়া

খেলিয়া বেড়ায়; ক্ষুধা হয়তো স্বাভাবিকরূপই থাকে, নয়তো ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। এইরূপ ৮।১০ বা অধিক দিন থাকিয়া জ্বর, তলপেট ব্যথা, পিপাসা, অক্ষুধা ও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। কখন কখন ওরূপ না হইয়া, হঠাৎ মাথা ব্যথা, পিত্ত ও ভুক্তদ্রব্য বমন, উপর ও তলপেট ব্যথা, পিপাসা এবং অক্ষুধা হয়। চারি হইতে দশ দিন মধ্যে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়। যদিও মুখমণ্ডল এককালে রক্ত-শূন্য হয় না, কিন্তু চেহারা বিকৃত, ত্বক উত্তপ্ত ও আর্দ্র, এক মিনিট কাল মধ্যে এক শত হইতে এক শত কুড়ি বার নাড়ীর স্পন্দন, এবং নাড়ী ও তৎপার্শ্বদেশ টিপিলে ব্যথা, তলপেট গরম ও ঢব্‌ঢবে ফাঁপা, বাহ্যে কখন অত্যন্ত পাতলা এবং বারে ও মাত্রায় অধিক, কখন বা অপেক্ষাকৃত ঘন এবং দিবা রাত্রি মধ্যে দুই হইতে ছয় বার হইয়া থাকে। জর্দ্দা বা পাট্‌কিলে আম বিশিষ্ট পৈত্তিকের ভেদও হয়।

আরম্ভের দুই এক দিন পরেই বমি বন্ধ হয়, কখন কখন বা গা বমি বমি মাত্র থাকে। জিহ্বা আর্দ্র, ক্বচিৎ শুষ্ক, তাহার অগ্র ও পার্শ্ব ভাগ লাল, এবং গোড়ায় কম বেশী পুরু শাদা বা জর্দ্দাটে ছেত্‌লা, কখন কখন মুখ ও নিঃশ্বাস দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। এককালে নিদ্রার অভাব, বা সুনিদ্রা না হওয়া, প্রলাপ প্রায় থাকে না, তবে রক্ত-প্রাধান্য-ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের সকল পীড়াতেই প্রলাপ দেখা যায়। এইরূপ কিছু দিন থাকিয়া জ্বরের লাঘব হয়, ভেদ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, পেট ব্যথা এককালে যায় এবং দুই বা তিন সপ্তাহ ভোগ করিয়া শিশু নির্ব্যাধি হয়।

এই রোগ ক্লোম যন্ত্র আক্রমণ করিলে উহাকে ক্লোম-প্রদাহ কহে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুর পূর্ব্ব রোগ হইতে কখন কখন এই রোগ হয়, এবং তৎকালে পশ্চাদুক্ত উপসর্গগুলি দেখা যায়। শিশু ম্যাদামারা ও একগুঁয়ে হয়, যদিচ পরিপাকের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু আহার দিলেই টাক্ মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সেই সময় চক্ষু এককালে খোঁদলে পড়ে, এবং পাঁজরা ও ট্যাঁকের হাড় বাহির হইয়া পড়ে। পেট ছুঁইলে লাগে না, কিন্তু নড়িতে চড়িতে ব্যথা বোধ হয় এবং সেই জন্য সর্ব্বদা চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। রাত্রি কালে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত এবং গাত্র উত্তপ্ত হয়; বিশেষতঃ পেট, পা ও হাতের চেটো অধিক গরম, এবং শিশু দিন দিন শীর্ণ ও

ক্ষীণ হয়; জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু ঘোরাল লাল; ব্যাধি কিছু অধিক দিনের হইলে শরীর ঢনামারা হইয়া পড়ে।

কখন প্রথমে শীত, পরে অতিরিক্ত তাপ; পেটে, বিশেষ নাভি প্রদেশে জ্বালা, ছেঁড়া এবং তথায় স্পর্শে, বা বমনে, বা কাশিতে কিংবা শ্বাস প্রশ্বাস সময়ে যাতনার বৃদ্ধি। রোগী চিত হইয়া পা উর্দ্ধে তুলে এবং গোঁ গোঁ করিতে থাকে, নড়িতে সাহস করে না—তাহা হইলে যাতনার একশেষ হয়। জিভ শুষ্ক ও তাহার মাঝখানে লেপ এবং আগা ও ধার লাল; অতিশয় দাহ এবং অনিবার্য্য তৃষ্ণা, পেট ফুলা, গরম ও স্পর্শে লাগা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, গা বমি বমি, এবং প্রথম শ্লেষ্মা ও পিত্ত, পরে সবুজ বর্ণের মলের ন্যায় বমন। ৭।৮ দিবসের অধিক রোগ অবস্থান করে না। হঠাৎ ব্যথা থামা, নাড়ী বসা, শ্রীহীন হওয়া, মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া, গাত্রে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম, হিক্কা, অল্প অল্প প্রলাপ ও মাঝে মাঝে দড়্‌কা, ইত্যাদি ঘটিয়া মানবলীলার শেষ হয়।

অধিক ও অপক্ক ফল, উগ্র জোলাপ ও সুরা ব্যবহার, আঘাত লাগা, পেটে কঠিন মল সঞ্চয়, ইত্যাদি কারণে এই রোগ দেখা দেয়।

নিদান। মাতার অনিয়মে জঠরস্থিত সন্তানেরও অন্ত্রের প্রদাহ কখন কখন হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওনের পর অল্প দিনের মধ্যে প্রায়ই মারা যায়। দন্ত উঠা ও মাই ছাড়ান কালীন সর্ব্বদা এই রোগ হইয়া থাকে। স্ফোটক রোগ (হাম, বসন্ত ইত্যাদি), নিউমোনিয়া নামক কাশরোগ সহ ইহা অবস্থান করে। অধিক পরিমাণে রেচক ও ক্যালমেল (Calomel) ব্যবহার এবং সামান্যতঃ হিম বা ঠাণ্ডী লাগা, এই রোগ উৎপত্তির কারণ। উদরাময় হইয়া চারি পাঁচ দিনে না সারিলে চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, রোগ সামান্য বলিয়া অবহেলা করা অবিধেয়, কারণ উহা হইতেই অন্ত্র-প্রদাহ হওন সম্ভব। সংপ্রতি মাই ছাড়ান বশতঃ পীড়া, এরূপ অনুভব হইলে, পুনর্ব্বার স্তন পান করিতে দেওয়া বিধি। আহারের বিলক্ষণ কট্‌কিনা কর্ত্তব্য। অল্প মাত্রায় সাগু বা আরোরুট সিদ্ধ এবং তাহার সঙ্গে আবশ্যকমতে দুই এক ঝিনুক দুগ্ধ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিলেও ক্ষতি হয় না।

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সর্ব্ব প্রথম এক, দুই বা অধিক ঘণ্টা অন্তর কামোমিলা দিয়া কোন উপকার না হইলে, লাইকপোডিয়ম তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিবা।

আইরিস—নাভি প্রদেশে ভয়ানক শূল ব্যথা, পরে বমন বা ভেদ। রাত্রি দুটা তিনটার পর জলবৎ ভেদ ও ভয়ানক মলদ্বার জ্বালা।

আকন— ঘাম বন্ধ দরুণ পীড়া, বিশেষ সমুদয় আমাশয়িক ঝিল্লীর প্রদাহ। পেট দম্‌দমে ফুলা, অত্যন্ত গরম হওয়া, জ্বালা ও কন্‌কনানি, অত্যল্প স্পর্শে লাগা, পুনঃ পুনঃ অল্প পাতলা বাহ্যে, কটু ও অল্প প্রস্রাব, প্রবল জ্বর। রোগের প্রথম দুই দিনে অনেক সময় ইহাতেই নির্ব্যাধি করে।

আণ্ট—পাকাশয়ের পীড়া হইতে অন্ত্র-প্রদাহে ইহা বিশেষ খাটে, জিভ দুধে শাদা, জলবৎ ভেদ।

আর্জেণ্ট-না—জলবৎ হড়্‌হড়ে ভেদ, রাত্রে বৃদ্ধি, কিছু পান করিলে কুল কুল করিয়া উহার অন্ত্রে নামা, পেট জ্বালা, জ্বর, শীর্ণতা। পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য্য। অধিক মিষ্ট খাওয়ার দরুণ উদরাময় সহ অধিক শব্দ বিশিষ্ট মরুৎ ক্রিয়া।

আর্ণিকা—অঘোর, অচেতন, নিঃশ্বাস সশব্দ, জিভ শুষ্ক ও তাহার মাঝখান পাটল বর্ণ, পেট ফুলিয়া ঢোল ও তদভ্যন্তরে যাঁতা পেশার ন্যায় যাতনা, অনিচ্ছাধীন শৌচ এবং প্রস্রাব।

আর্স—রোগের চরমাবস্থায় হঠাৎ বলহীনতা, ঘাম, অস্থিরতা, অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু ফোটা কতকের অধিক গিলিতে না পারা, পেট জ্বালা, ছেঁড়া, কন্‌কনানি, ভয়ানক গা বমি বমি ও অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্য শয়নে বাধ্য—নিয়ত উদ্গার প্রচণ্ড হিক্কা, বিশেষ রাত্রে; আহার বা পানে ভেদ বা বমন; দুই প্রহর রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি। জলীয় দ্রব্য পান করিলেই গা শীড় শীড়; পাকাশয়ের অত্যন্ত সাড়াধিক্য ও জ্বালা, এবং অন্ত্রে খাল লাগার দরুণ তথায় যেন গাঁইট বাঁধা বা বেঁধা। ভুক্তদ্রব্য, রক্ত এবং নানা বর্ণের হড়্‌হড়ে পদার্থ বমন। অথবা পুরাতন রোগ, বুড়্‌টে চেহারা, একগুঁয়ে ভাব, শরীর জীর্ণ, শীর্ণ; হতাশ, তৃষ্ণা, নাভি প্রদেশ জ্বালা, এবং পচা চর্বির ন্যায় বিবিধ রঙ্গের থোলো থোলো বাহ্যে, মল ত্যাগের সময় জ্বালা, সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা। ঠাণ্ডী লাগা, বরফ উদরস্থ করা (কার্বো) ও অঙ্গ পোড়া বা ঝল্‌সান জন্য রোগ।

ইপি—দাঁত উঠা কালীন রোগ, অন্ত্র—বিশেষ নাভিপ্রদেশ বেদনা, বদন পাঙ্গাশ, হাত পা ঠাণ্ডা ও উহাদিগের আক্ষেপ। মিষ্ট, ঘৃতাক্ত, টক ও গুরুপাক বা অধিক চাট্‌নি ব্যবহার জন্য রোগ।

ওপি—বেল ও নক্স দিয়া ফল না দর্শিলে এবং অপর উপসর্গ সহ বিষ্ঠা-বমন থাকিলে (প্লম্বম)।

ককু—কেবল মাত্র দিবসে অকষ্টকর জর্দ্দা পাতলা ভেদ, খুব পেট ডাকা, ক্ষয়-জ্বর ও শীর্ণতা।

কফি—যে রোগে স্নায়বিক উপসর্গের প্রাধান্য, তাহাতে বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্ণস-সি—পেট কামড়ান এবং কোঁত পাড়িতে পাড়িতে কালবর্ণের পিত্ত ভেদ, দুর্ব্বলতা, প্রথমে শীত পরে তাপ ও ঘাম।

কলসি—দুই কোঁক বেদনা ও প্রাতে জলবৎ ভেদ। বৃহদন্ত্র ও মলাশয় প্রদাহ; পেট ফুলিয়া ঢোল, টাটান ও স্পর্শে লাগা, ভোজন ও পানে পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ, গা বমি বমি ও পিত্ত বমন; প্রচুর মরুৎত্যাগ।

কল্‌চি—অন্ত্রের প্রদাহ; ধরিয়া বসাইলে শিশুর ঘাড় উল্টাইয়া পড়া, বেতর হা করা, পেট কন্‌কনানি, ছেঁড়া ফুঁড়ুনি—অথবা রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় পেট ফুলিয়া ঢাক, জলবৎ কদর্য্য গন্ধের সজাটে বা আঁটা আঁটা শাদা আম বা রক্ত মিশ্রিত ঝিল্লীর ন্যায় মলত্যাগ।

কলিনস্—শিশুর পেট ব্যথা, ভেদ ও অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয় সহ আক্ষেপ।

কান্থ—অন্ত্রে জ্বালা ও কন্‌কনানি (আকন, আর্স,) জ্বালাকর তৃষ্ণা, কিন্তু সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যে দ্বেষ। প্রস্রাবের বৃথা বেগ বা কষ্টে ফোটা ফোটা ত্যাগ; কেবল রক্ত বাহ্যে। অথবা রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় কঠিন মলত্যাগ এবং তৎসঙ্গে কল্‌তানি ও নাড়ীচাঁচা পদার্থের নির্গমন।

কামো—তলপেট ফাঁপা ও ব্যথা, পা উপর দিকে তোলা, মুখ শুষ্ক, পেট ডাকা, ভেদ এবং উহা ত্যাগের সময় অধিক যাতনা। অন্ত্র মধ্যে ক্ষত থাকা, তথায় একটু চাপ পড়িলে লাগা; কদর্য্য ভেদ, রাত্রে অধিক বাহ্যে; মলদ্বার হাজা ও লাল; ঘুমন্ত চম্‌কান বা হঠাৎ চিকুড়ে কাঁদিয়া উঠা; দড়্‌কার উপক্রম বুঝিলে। পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্কদের আকনাইটের পর ইহা বিশেষ খাটে। কখন কখন ইহা ও আর্স পর পর ব্যবহারে সমধিক ফল হয়।

কার্ব্বো—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় বশতঃ পেটফাঁপা, এবং দুর্গন্ধ মরুৎ ত্যাগে ও সেই ফাঁপার সমতা না হওয়া। মল নরম হইলেও কষ্টে এবং বেগ দিয়া ত্যাগ করা।

কাঙ্কা—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের, বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় পীড়া। পেটের অভ্যন্তরে ও উরুদেশে শীতলতা অনুভব; শাদাটে ভেদ ও বমন; রোগীর শরীর দিন দিন শীর্ণ হওয়া। বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগের বৃদ্ধি।

কালী-বাই—জিভে পুরু লেপ, মুখে তিক্ত তার; ফেঁকাশে বর্ণের মল (Deodenum); পাকাশয়ের অব্যবহিত নিম্ন প্রদেশে অন্ত্রের দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে প্রদাহ হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

গমিগটী—তলপেট বেদনা ও তাহা স্পর্শে লাগা, জলবৎ হড়্‌হড়ে অজীর্ণের ভেদ, অধিক কোঁত পাড়া, মলদ্বার বাহির হওয়া এবং হাত ও পায়ে ঠাণ্ডা ঘাম।

গাম্বোজ—পেট ও নাভির গোড়া অত্যন্ত কন্‌কনানি, মলত্যাগ সময়ে অতিশয় বেগ এবং হড়াৎ করিয়া মল বাহির হইয়া যাতনার সমতা।

চিন—পেট ফাঁপা ও ডাকা, নাভির নীচে ব্যথা, গাঁজ্‌লাটে অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ, পিপাসা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, আহারের পর ও রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। টক বিয়র ব্যবহার জন্য মাতার ও সন্তানের রোগ।

ডল্কা—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ রোগ। নাভি প্রদেশে শূল বেদনা, গা বমি বমি, ঠাণ্ডা ঘাম, পরে সবুজ ভেদ ও কখন কখন বমন, প্রচণ্ড পিপাসা এবং মলাশয়ে ও মলদ্বারে লবণ লাগিলে যেরূপ চিড় চিড় করে তদ্রূপ অনুভব।

নক্স—পেট ফাঁপা ও স্পর্শে লাগা; জিভ অপরিষ্কার, তাহার আগায় ও কিনারায় লাল; অন্ত্রে জ্বালা ও ব্যথা; আহারের পর বমন এবং পানে বেদনার বৃদ্ধি; প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অত্যল্প পরিমাণে জলবৎ বাহ্যে বা রক্ত-মিশ্রিত আম ভেদ। বিশেষ কোন প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ বা অজীর্ণকারী খাদ্য ভোজন জন্য রোগ। অন্য ঔষধে প্রতিকার না হইলে, বা ব্রাই সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নাইট্রি-আ—হড়্‌হড়ে পাটল বর্ণের মল, মল-ত্যাগকালে পেটে তীব্র বেদনা, প্রাতে যাতনার আধিক্য; পুরাতন পীড়া, পেট টেপায় লাগা ও অধিক কোঁত পাড়া। যে রোগীর শরীরে পারার অধিক সংশ্রব আছে, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

নেট্রম—দিনের বেলায় অধিক পরিমাণে সজ্জাটে, রক্ত বিশিষ্ট বা জলবৎ

ভেদ, বিশেষ রোগ পুরাতন হইলে। পীড়িতের গলা দিন দিন সরু হইতে থাকিলে।

পড—ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পাকাশয় প্রদাহ, ভেদের প্রকার ও বর্ণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল; প্রাতে রোগের বৃদ্ধি। রাত তিনটার সময় স্থূলান্ত্রে (colon) ব্যথা ও সেই সঙ্গে ভেদ।

পল্‌স—পেট কামড়ান, কন্‌কনানি ও খিম্‌চুনি; তৎসহ গাত্র-তাপ এবং মাঝে মাঝে শীত; অনিদ্রা বা শেষরাত্রে অল্প ঘুম; সর্ব্বদা গেঙান; পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর আম-মিশ্রিত ভেদ ও সেই সঙ্গে বমন; রাত্রে বৃদ্ধি; মুখে তিক্ত তার; অক্ষুধা।

পিট্রোল—অন্ত্র খিম্‌চুনি, কন্‌কনানি ও ব্যথা; হড়্‌হড়ে মল, পেটের ভিতরে শীতলতা বোধ, টক বা তিক্ত উদ্গার।

ফস্—প্রাতে অকষ্টকর জলবৎ ভেদ, বিশেষ ক্ষয়-কাশগ্রস্তের। পোঁতুড়ে প্রসূতীর উদরাময়, হাতের চেটো জ্বালা, শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হওয়া।

ফস-আ—পুরাতন পীড়া, নাভির গোড়ায় হুড়্ হুড়্ শব্দ এবং সেই সঙ্গে হলদে বা পাঁকের ন্যায় ভেদ; দুধ খাইলেই পেটে বায়ুর সঞ্চয় ও বমনের ইচ্ছা; সামান্য জ্বর; বর্ণ ক্রমশঃ পাঙ্গাশ হওয়া; দিন রাত কান্না। পেট অতিশয় ডাকিয়া জলবৎ অকষ্টকর ভেদ; রোগী যে পল্লীতে থাকে, তথায় ওলাউঠা দেখা দিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

ফেরম্-আ—পেটে হুল ফুটানির মত যাতনা; বেড়াইবার সময় উদরস্থ যন্ত্র সকল অত্যন্ত ভার এবং তাহাদের অধঃপতন হইবে এইরূপ অনুভব হওয়া; অনেকবার অকষ্টকর জলবৎ অজীর্ণের ভেদ হয় বটে, কিন্তু বিলক্ষণ ক্ষুধা থাকে।

ফেরম-ফস—ঘাম বন্ধ দরুণ অন্ত্র-প্রদাহ; জলবৎ রক্ত বিশিষ্ট ভেদ।

বাপ্টিসা—নাভির পার্শ্বে ও পেটের ডান দিকে ক্ষণে ক্ষণে অতিরিক্ত বেদনা ও তৎসহ পেট ডাকা এবং বাহ্যের ইচ্ছা। পেট ফুলা ও চাপায় লাগা; গা বমি বমি এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার।

বেল—পেট গরম ও ফোলা, বিশেষ নাভির উপর টাটানি, তথায় হাত দিলে বিকট-মুখে চীৎকার, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ এবং কাহারও

কাহারও বা বমন। অন্ত্রে প্রচণ্ড সংকোচাকারক ব্যথা বা খাম্‌চান—বেদনা হঠাৎ ধরা আবার হঠাৎ ছাড়া। মাথা গরম হওয়া, গলার শীরা উঠা। আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা ; ঘুমন্ত চম্‌কান ; নিয়ত গেঁঙান ; মাঝে মাঝে প্রলাপ। নাড়ী দ্রুত ; ত্বক শুষ্ক ও গরম ; তৃষ্ণা ; জিহ্বায় কাঁটা এবং উহার আগা ও পার্শ্ব ডগ্‌ডগে লাল হওয়া। সকল অঙ্গের আক্ষেপ ; অচেতন্য। ঠাণ্ডী লাগায় উদরাময় এবং অন্ত্র-প্রদাহ ; হড়্‌হড়ে রক্তবিশিষ্ট ভেদ এবং তৎকালে অতিশয় বাহ্যের বেগ।

বোরাক্স—পেট ডাকিয়া কি ব্যথা করিয়া বহুবার থস্‌থসে মল ও ঐ মলের সঙ্গে খানিকটা খানিকটা জল ত্যাগ—অত্যন্ত বেগ দেওয়া জন্য হড়াৎ করিয়া মল নির্গত হওয়া। নাভির চতুষ্পার্শ্ব সংকুচিত বা মোচ্‌ড়ান, মাথা ও মুখ-গহ্বর উত্তপ্ত, জিহ্বা শুষ্ক, চেহারা ক্লিষ্ট। আহার করিলেই বাহ্যে ও যাতনা, শরীর দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, চর্ম্ম লোল ও তোব্‌ড়াইতে আরম্ভ হওয়া, অত্যন্ত কান্না ও গেঙান, রাত্রি তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ ও গাত্র উত্তপ্ত হওয়া। মুখে ঘা থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ব্রাই—অন্ত্র-প্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা; নড়ায় বা সামান্য টেপায় পেটে খুব লাগা। মাথা ধরা অত্যন্ত, জিভ গাঢ় লাল, মুখ শুষ্ক, পিপাসা অতিরিক্ত, ভোজন ও পানে অন্ত্রে বেদনা ; কখনও বা ময়লা জলের ন্যায় ভেদ ও উহার মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের টুক্‌রা টুক্‌রা বা গুঁড়া পদার্থ থাকা, গা বমি বমি ও বমন হওয়া।

ভেরাট—গ্রীষ্মকালের রোগ, শাদা ভেদ, অধিক তৃষ্ণা এবং কখন কখন রাত্রে গা বমি বমি ও বমন ; পেট, বিশেষ নাভির গোড়ায় অন্ত্র সকল গাঁইট গাঁইট বা গির পাকানর ন্যায় হওয়া, ভয়ানক যাতনার জন্য কপালে ঠাণ্ডা ঘাম এবং মুড়া শীতল হওয়া। ইহা ও আর্স, বিশেষতঃ সংকটাবস্থায় পর পর দেওয়া বিধি।

ভেরাট-ভি—নিয়ত গা বমি বমি, পাকাশয় ও অন্ত্রে বেদনা এবং অসুখ ; সবুজ জলীয় পদার্থ তেঁজে বমন, পানীয় দ্রব্য পান মাত্রেই তুলিয়া ফেলা ; কড়ার নিম্নে ও নাভি প্রদেশে সেঁটে ধরা, তীব্র ব্যথা সহ পেট ডাকা।

মার্ক—পেট শক্ত হওয়া, টন্‌টনে ফুলা ও স্পর্শে লাগা, কখন প্রচুর জলবৎ

অত্যন্ত দুর্গন্ধের ভেদ; অধিকাংশ সময় এক লাগাড়ে এবং অনেক কোঁত পাড়ার পর শোণিত-মিশ্রিত আম অথবা প্রচুর পরিমাণে কেবল রক্ত ত্যাগ; অন্ত্রে কন্‌কনানি, হানার ন্যায় যাতনা সহ শীত ও গা গুর্ গুর্ করা (আর্স), মুখে কদর্য্য গন্ধ, তিক্ত শ্লেষ্মা বমন; মাড়ি-ফুলা, দাঁত ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়া; মুখ ও মলদ্বারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা; ঠাণ্ডা দ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই অন্ত্রে বেদনা; ঘাম হইলে যাতনার সমতা না হওয়া; সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ রোগ।

মেজর—উপর পেট অধিক ফাঁপা, বিশেষ রাত্রে ও তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট; পাশ ফিরিতে বা উপুড় হইয়া শয়নে অক্ষমতা। কখন পেট ব্যথা করিয়া খানিকটা হড়্‌হড়ে বাহে হইয়া বেগ আরম্ভ হয়, কখন বা কেবল বায়ু নিঃসরণে যাতনার সমতা হয়। আশু প্রতিকার না হইলে প্রাদাহিক জ্বর দেখা দেয়।

রস—অতিশয় পেট ব্যথা করিয়া সদ্গাটে মলত্যাগ; রাত্রে ও স্থির থাকাতে যাতনার বৃদ্ধি। অন্ত্র-প্রদাহ; পেট অত্যন্ত স্ফীত হওয়া; অনিচ্ছাধীন মল-নির্গমন।

রিয়ম—অতিশয় পেট ব্যথা হইয়া পরে গাঁজলাটে জলবৎ সবুজ বা শাদাটে বা মেটে বর্ণের টক ভেদ ও শিশুর কান্না।

লাইকপ—অনেক বেগের পর একটু একটু থস্‌থসে মল, ঝেড়ে বা খোলসা বাহে না হওয়া, পেট ব্যথা ও গরম সেক দেওয়ায় উহার সমতা। পঞ্চ বৎসরের কম বয়স্ক স্তন্যপায়ীর কামো দিয়া প্রতিকার না হইলে, ইহা বিধি।

লাকামি—পেট টন্‌টনে ফাঁপা, তথায় জ্বালা, ব্যথা, কন্‌কনানি, শ্বাস-কষ্ট ও মলবদ্ধতা; বেলের পর বিশেষ খাটে। অথবা কিছু দিন হইতে শিশুর খেলাতে অনিচ্ছা, কান্না, মাঝে মাঝে গাত্র-তাপ, দুধতোলা, চক্ষু-মুখ-বসা, মন্দাগ্নি, অরুচি, পেট-ফোলা ও স্থানে স্থানে ব্যথা, ক্রমশঃ মল রূপান্তরভাবে ছেকড়া ছেকড়া আমাশয়ের ভেদ এবং তৎকালে গাত্র-তাপ, জ্বালা, গোঁঙানি, হাঁপানি, প্রায়ই উত্তর না দেওয়া, ঘুমন্ত চম্‌কান।

লেপ্টাণ্ড্রা—নাভি প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা, ঠাণ্ডা কিছু পান করিলে উহার বৃদ্ধি; বায়ুতে পেট ফুলা, ডাকা এবং প্রচুর কাল ভেদ ও স্রোতের ন্যায় বেগে ত্যাগ। পুরাতন রোগে।

সল্‌ফর—জর্দা, পাটল বা সজা রক্ত-পূঁয-কল্‌তানি-মিশ্রিত ভয়ানক দুর্গন্ধ ভেদ—যথায় লাগে তথায় হাজে। মরুৎ-ত্যাগকালে বাহে। পেট ছুঁইলে ব্যথা, বাহেকালে কোমর ব্যথা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, রক্ত উর্দ্ধগ হওন, মলদ্বার বেরণো এবং উহাতে ও মলাশয়ে চুলকুনি, জ্বালা ও চিড়্‌ চিড়্‌ করা। বাহের পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে কন্‌কনানি, ত্যাগের পর সারা দিন উহাতে দপ্‌দপানি।

সল্‌ফর-আ—পুরাতন রোগে এবং ক্রমশঃ দিন দিন বৃদ্ধি হইলে। নাভির গোড়ায় হড়্‌হড়ে রবে ডাকিয়া হল্‌দে ঘোলাটে বা হড়্‌হড়ে পাঁকের ন্যায় ভেদ। দুধ খেলেই পেটে বায়ু-সঞ্চার ও বমন ইচ্ছা, সামান্য জ্বর, দিন রাত্রি কান্না ও শিশুর পাঙাশ বর্ণ হইতে থাকা।

সিলিসা—হঠাৎ পায়ের পাতার ঘাম বন্ধ বা শরীরস্থ ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র সারা জন্য রোগ। পেট শক্ত ও স্ফীত হওয়া, স্পর্শে লাগা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা দুর্গন্ধ জলবৎ ভেদ। দিবসে ত্বক শুষ্ক ও খস্‌খসে; প্রাতে ঘাম।

হাইড্রাসটিস—পেটের ডান দিকে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্ত্র-ফুলা, যদিও তাহা সামান্য, তবু স্পর্শে বিলক্ষণ অনুভব করা যায়—তৎসহ নাভি প্রদেশে তীব্র বেদনা, গোঁঙানি, চীৎকার, অস্থিরতা, অনিদ্রা, পেট টেপায় লাগা এবং পিস্তলের শব্দ ন্যায় মরুৎত্যাগ। জিভ ঠোঁঠ শুষ্ক; কিন্তু তৃষ্ণার প্রায় অভাব; খাদ্যে বিদ্বেষ, হিক্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাঙাস বর্ণ ও কদর্য্য চেহারা, ক্ষয়কারী শীতল ঘাম।

হিপর-ওগ্রাফাইট—বিশেষ যথায় অন্যমতের ঔষধ ব্যবহার হওয়ায় রোগ পুরাতন হইয়াছে।

সেপি—বলক্ষয়কারী ভেদ এবং দুগ্ধপানে রোগের বৃদ্ধি।

তরুণ রোগে অধিক ব্যবহার্য্য ঔষধ—আকন, আর্স, কামো, নক্স, পল্‌স বেল, ব্রাই, মার্ক।

জ্বরে—আকন। পেট ফুলা সহ প্রলাপে—বেল।

বমন থাকিলে—আর্স, নক্স, পল্‌স, ভেরাট, ভেরাট-ভি।

ভেদ থাকিলে—কল্‌চি, কাম্ফ, কামো, নক্স, মার্ক।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—আর্স, বাপ্টিসা, লেপ্টাণ্ড্রা, হাইড্রাস।

পুরাতন অন্ত্র-প্রদাহে পেটে অধিক বায়ু উদ্ভাবিত হইলে ককু, কার্ব্বো, গ্রাফাইট, নাইট্রি-আ, পল্‌স, ফস।

পুরাতন অন্ত্র-প্রদাহে কতক দিন কোষ্ঠবদ্ধতা, কতক দিন ভেদ, এমন অবস্থায়—আণ্টি, আর্জেণ্ট-না, গ্রাফাইট, নেট্রম, ফস, ব্রাই, রস, রুটা, সেপি।

——পীড়িতের সর্ব্বদাই আপন রোগ চিন্তা এবং তাহা লইয়া কথোপকথন—আর্স, ককু, কাল্কা, নাইট্রি-আ, ফস, মার্ক, সল্‌ফর, সেপি।

——দিন দিন শীর্ণতা ও পেট আঁত-পড়া—আইড, আর্স, কাল্কা, চিন, গ্রাফাইট, নক্স, নাইট্রি-আ, নেট্রম, পল্‌স, ফস, ফস-আ, ফেরম, ভেরাট, লাইক, লাকাসি, ষ্টাকিস, সল্‌ফর, সিলিসা।

পেটের ব্যথা অতিরিক্ত হইলে গরম জলের সেক বা ফোমেণ্ট কর। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিয়ত কোষ্ঠ-কাঠিন্যে দুধ এবং জলের পিচ্‌কারী দিতে বলেন।

অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ। * (Peritonitis)

শিশুদিগের এই রোগ স্বতন্ত্ররূপে হইতে দেখা যায় না, প্রায়ই অন্ত্র-প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতে দেখা যায়। তাপ, ক্ষুধাহীনতা এবং কচিৎ বা বমন হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। ক্রমে রোগী সর্ব্বদাই অস্থির, মুখ পাংশু বর্ণ, এবং তাহার মনোকষ্টের চেহারা দৃষ্ট হয়। সমস্ত পেট ফোলা বা নাভিকুণ্ড প্রদেশ মাত্র ঠোসমারা। একটী স্থানে ব্যথা আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেটে বিস্তৃত হয়। পেট ছুঁইতে দেয় না, এমন কি, জোরে কাঁদিলেও পেটে লাগে বলিয়া কেবল গোঁ গোঁ করে। প্রদাহ অধিক হইলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বিশেষতঃ কাশি বা হাঁচি হইলে কষ্টের একশেষ হয়। একজ্বরি; গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত;

* উদরস্থিত যন্ত্র সমূহ এক খানি ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই আবরণ জন্য উহারা সকলে যেন একটী মুখ-বন্ধ থালী মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ থালীকে ইংরাজিতে (Peretoneum) অন্ত্রাবর্ত্তন কহে।

পিপাসা অত্যন্ত ; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ ; জিহ্বার ধার ও মধ্যস্থল লাল ; প্রস্রাব কটু ও অল্প ; নিদ্রাহীনতা বা স্থির ভাবে বুকের দিগে হাঁটু দিয়া চিত থাকা, একটু নড়িলে চড়িলে যন্ত্রণার আধিক্য ; কোষ্ঠবদ্ধতা। ক্রমে অন্ত্রাবর্ত্তন মধ্যে জল-সঞ্চয় হইতে থাকে, কাজেই পেট ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখশ্রী এককালে যায় ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং শেষে অপ্রাপ্য ; বলক্ষয় জন্য রোগী প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয় এবং উদরাময় বা বমন হইয়া মৃত্যু ঘটে। কখন বা সামান্যতর উদরাময় হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, পেট ঢাকের মত হয় ও টাটায়, অবশেষে অন্ত্রাবর্ত্তন মধ্যে জল-সঞ্চয় হইয়া উঠে।

তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর-কাল শিশুদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। রোগের প্রধান কারণ ঠাণ্ডি লাগা বা আহারের অনিয়ম ; উদরস্থিত অপর কোন যন্ত্রে আঘাত বা পীড়া ; কিম্বা উদরী, টাইফস জ্বর সঙ্গে বা (Scarlatina) নামক স্ফোটক বা আরক্ত জ্বর রোগের পর এই পীড়া হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর অধিক হয়।

পীড়ার সূত্রপাত হইলে বা প্রথম প্রথম ইপিকা, কামো, আনটিম, পল্‌স ভেরাট প্রভৃতি সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগে ফল দর্শে, কিন্তু জ্বর ও পেট টাটান দরুণ ছুঁইতে দেয় না, এমন অবস্থায় ও ব্যথা, বাহ্যের বেগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আকন দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

আকন—প্রবল জ্বর, এগোড় ওগোড় করা, যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা ও বেঁদা, দীর্ঘ প্রশ্বাস। জ্বর, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, তিক্ত তার, বমন-বেগ কিন্তু বাহ্যে না হওয়া ; গরম, লাল ও অল্প অল্প প্রস্রাব ; পা ঠাণ্ডা, পেট স্ফীত ও গরম, ছুঁইতে দেয় না। কন্‌কনানি ; ছেঁড়া ; নড়ায় চাপায় বা ডান পার্শ্বে শয়নে বেদনার বৃদ্ধি ; নিদ্রাহীনতা ; মৃত্যু ভয়। রোগের প্রথমাবস্থায়, (বিশেষতঃ ঠাণ্ডী লাগায় বা গরমাবস্থায়) ঠাণ্ডা পানীয় পান জন্য পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

আপিস—পেট স্পর্শে ব্যথা, অন্ত্রে জ্বালা, হুলফুটুনি ও জল-সঞ্চয় হইতে থাকিলে। অত্যল্প প্রস্রাব, পায়ের পাতা ফুলা, ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালা, জরায়ু প্রদাহ।

আর্ণিকা—আঘাত, পড়া, অস্ত্রকরা বা অতিরিক্ত শ্রম জন্য অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহে। জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর। এই সঙ্গে আদত আরকে দশ গুণ জল মিশাইয়া বাহিরে প্রয়োগ করিবা।

আর্স—সামান্যতর পীড়া হইয়া হঠাৎ পেট ব্যথা, জ্বালা, নিদ্রাহীনতা, গাত্রতাপ, বিশেষ রাত্রে; পিপাসা, এককালে নির্ব্বলী ও সংকটাবস্থান্বিত হওয়া। যকৃৎ প্রদেশের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অতিশয় ব্যথা, শয়নে অক্ষমতা, দুম্‌ড়িয়া বসিতে বাধ্য হওয়া, নিয়ত কাতরাণি, যাতনার জন্য সর্ব্বদা অঙ্গ নাড়া, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস, নাড়ীর দ্রুততা, গা বমি বমি, অতিরিক্ত ও এক লাগাড়ে বমন (আহার ও পানে বৃদ্ধি), অত্যন্ত জ্বর, জিভে ছাতা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাল দুর্গন্ধ ভেদ ও অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প মাত্রায় পান। কখন বা যকৃতের ব্যথা তত প্রবল নয়, অথচ হাত পায় খাল লাগে, এমত অবস্থায়। অত্যন্ত যাতনা হইয়া ঠাণ্ডা ঘাম। রোগের প্রাদাহিক অবস্থা অবসানে নিস্তেজ হওয়া, বা টাইফয়েড দশায় বিকারের খেয়ালে পোকা মাকড় বা ভয়াবহ দৃশ্য দেখা ও অমঙ্গলজনক ভবিষ্যত ঘটনা মনে উদিত হইতে থাকা। ডানকোঁক ফুলা ও প্রচণ্ড জ্বালা, কাল ভেদ ও বমন, জ্বর এবং পাকাশয় বা অন্ত্র ফুটা হওয়া। দুই প্রহর রাত্রের পর যাতনার আধিক্য।

ইরিজিরিন—ভোরে বা বৈকাল ৪টায় (লাইক) পেট দমদমে ফুলা, খাম্‌চান ও কাম্‌ড়ান। বড় চটা ও একগুঁয়ে ভাব, বিশেষ ঘুমভাঙ্গার পর।

ওপি—মাথার জড়তা, তন্দ্রা গা আড়্‌মাড়্‌, পেট ফুলা, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, অন্ত্রের নিম্নদেশের অধোগতির কার্য্য এককালে রহিত হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠা, নিয়ত বমন ও উদ্গার।

কলসি—প্রচণ্ড রাগের পর রোগ প্রকাশ; পেট ফুলা ও অন্ত্র হইতে রোগের বিস্তৃতি ও তৎপ্রদেশে থ্যাঁথলানি, কন্‌কনানি, প্রচণ্ড ব্যথা জন্য দুম্‌ড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, যৎসামান্য আহার বা পানে পুনর্ব্বার ব্যথা ধরা, ভেদ এবং অন্ত্র ও মূত্র-স্থালীতে বেগ।

কান্থ—পেট উত্তপ্ত হওয়া ও চাপায় লাগা; উহার উপর বা উর্দ্ধভাগ দম্‌দমে ফুলা, নিম্নভাগে ঢপ্‌ ঢপ্‌ শব্দ; রক্ত মাখানো হড়্‌হড়ে মল ও মলত্যাগ কালে চিৎকার; মূত্র-স্থালীর ঝিল্লি প্রদাহ ও বেগ, জ্বালা, ফোটা ফোটা

মূত্র পড়া, চক্ষু মুখ বসা, হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, খুব তৃষ্ণা, কিন্তু সকল প্রকার পানীয়ের প্রতিই বিদ্বেষ।

কামো—ঠাণ্ডী লাগা বা ক্রোধ জন্য তরুণ রোগে; পেট ব্যথা, কিন্তু টিপিলে ব্যথা বাড়ে না; সবুজ বা জর্দ্দাটে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ভেদ; পেটে বায়ু-সঞ্চয়; জিবে ছাতা পড়া; মুখে তিক্ত তার; যকৃৎ প্রদেশ ফুলা ও গরম হওয়া; সন্ধ্যায় জ্বর; মাঝে মাঝে মন কেমন করা অথবা পেট ফুলা, পেটে ব্যথা ও স্পর্শে লাগা এবং অল্প অল্প জলবৎ ভেদ ও কাট নেকার, বিশেষতঃ রাত্রে। গাত্রতাপ; আবরণ থাকিলে ঘাম এবং বস্ত্র খোলায় শীত; কাতরাণি, কান্না ও কোলে লইয়া বেড়ানতে শান্ত হওয়া।

কার্বো—অন্ত্রাবর্ত্তন-প্রদাহ সারিয়া যদি উদর স্ফীত, হাঁটু অবধি পেট পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা, নাড়ী সূত্রবৎ, নিশ্বাস ঠাণ্ডা এবং বাহ্যে বন্ধ হয়; অথবা অনিচ্ছাধীন পচা গন্ধের পূয়-রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ হইতে থাকে।

কাল্কা—কফাংশ-ধাতু পক্ষে; মাথায় অধিক ঘাম এবং চা খড়ির ন্যায় শাদা ভেদ; সাত দিবস গায়ে লাল লাল স্ফোটক প্রকাশ ও বেদনা, ঠাণ্ডা জলে উহার সমতা হওয়া।

চিন—যকৃৎ প্রদেশ ফুলা ও শক্ত হওয়া; পেটে অধিক বায়ু ও অপাক-মল; ত্বকের নিম্নে যেন ক্ষত থাকা বোধ ও তৎস্থান স্পর্শে লাগা; বদন এবং হস্তের শিরা ফুলা। কাপড় খুলিলেই শীত শীত করা; গাত্র অতিশয় উত্তপ্ত হওয়া; জিভে ছাতা পড়া; গাল লাল, প্রলাপ এবং বলক্ষয় হওয়া; অত্যন্ত পেট ফাঁপা ও বিশ্রী হওয়া। রোগ নিঃশেষ করা ও বল প্রদান নিমিত্ত ইহাকে অপর ঔষধের পর দেওয়া হয়। পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য্য।

ডিজিট—মল শাদা বা পাংশু বর্ণের ও আম মিশ্রিত, নাড়ী মৃদু ও অসম।

নক্স—ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগার দরুণ রোগে; তলপেট ফাঁপা ও ছুঁইতে না দেওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর, তৃষ্ণা, ঘুমন্ত কাশি। যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা, ফুঁড়ুনি, দপ্‌দপানি। শরীর হরিদ্রা বর্ণ, অক্ষুধা, বমন, শেষ রাত্রে অনিদ্রা, শ্বাস-খর্ব্বতা ও প্রচণ্ড মাথা ধরা, প্রস্রাব বন্ধ। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে যদি অন্যমতের ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

নেট্রম—এক লাগাড়ে ও অতিরিক্ত পিপাসা, পেট ফুঁড়ুনি, বিঁধুনি ও কাষ্ঠের

ন্যায় শক্ত হওয়া এবং সাড় না থাকা। পা ঠাণ্ডা হওয়া, পুরাতন উদরাময়, এবং সকালে দশটায় রোগ বৃদ্ধি; কখন ভেদ কখন বা কোষ্ঠকাঠিন্য।

পল্‌স—গুরুপাক, বিশেষ তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবহার দরুণ উদরাময় হইতে অন্ত্রাবর্ত্তন-প্রদাহ রোগ; জিভে জর্দ্দা আটা-বিশিষ্ট ছাতা পড়া, অরুচি, মুখ তিক্ত বা বেতার হওয়া, পেট ব্যথা, দিনে সর্ব্বদা শীত শীত করা ও রাত্রে থেকে থেকে যন্ত্রণাধিক্য হওয়া, বিশেষ মন কেমন করা, সর্ব্বদা গা বমি বমি, সবুজ হড়্‌হড়ে মল। কখন ইহা ও চিন পর পর।

বার্ব—অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ সঙ্গে প্রস্রাবের পীড়া থাকিলে; মূত্রস্থালীতে কন্‌কনানি ও মূত্রত্যাগের পর জ্বালা।

বেল—পেট ফুলিয়া এরূপ ঢোল যে, কোমরে কাপড় থাকাতেও কষ্ট; পেট গরম, এমন কি, তথাকার জামা তুলিলে উষ্ণ ভাব উঠে। পেটে খাম্‌চানি ও থাবা মারা। ব্যথা হাঠাৎ ধরা ও হঠাৎ যাওয়া। ঝিমুনি, অনিদ্রা, চম্‌কানি, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ আঁতুড়ে স্ত্রীলোকের ক্ষরণ (Lochia) বন্ধ বা কমা জন্য অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ পক্ষে।

ব্রাই—নড়ায় শীত ও যাতনা, বিশেষ তীব্র ফুঁড়ুনি ও জ্বালা বৃদ্ধি হওয়া; এবং শ্বাস-কষ্ট ও মুখ-শুষ্কতা; বাহ্যে শুষ্ক ও শক্ত হওয়া বা বিলক্ষণ ভেদ, বুক ভার, ডান কাঁধ ব্যথা অথবা অতিরিক্ত তাপ ও তৃষ্ণা, কিন্তু পানের পরই উহা বমন হইয়া পড়া, ছট্‌ফটানি, পেট ফুলা, গরম হওয়া ও টাটানি; কোষ্ঠবদ্ধতা। ক্ষণেক শীত ও ক্ষণেক তাপ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকের আঁতুড়ে ক্ষরণ বন্ধ ও অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ পক্ষে অনেক সময় আকনের পর ইহা খাটে।

ভেরাট—পানীয় পানে বা একটু নড়ায় বমন, পেট স্ফীত হওন ও স্পর্শে লাগা এবং উহার মধ্যে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার থাকা বোধ, বদন নীল বর্ণ হওয়া, চক্ষু বসা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া, অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন ভাব।

ভেরাট ভি—খুব জ্বর, পেট জ্বালা ও ফুলা এবং ছুঁইলে লাগা; আকন দিয়া উপকার না হইলে ইহা বিধি।

মার্ক—পেট স্ফীত ও শক্ত হওয়া, টাটানি, সর্ব্বদা ডাকা এবং বেগ সহ আম ও শাদা বা সব্জাটে দুর্গন্ধ মল ভেদ। মুখ এবং চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ ও বসা।

কঠিন দ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা, অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা; জিভ ফাটা ফাটা ও তাহাতে জর্দ্দা লেপ; মুখে অধিক লালা ও দুর্গন্ধ; গা শীত শীত করা, অনিদ্রা; রাত্রে এগোড় ওগোড় করা; যকৃতে চাপুনি, ফুঁড়ুনি এবং কাশিলে বা হাঁচিলে বুক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত বেদনা; রোগী ডান পার্শ্বে শয়নে অক্ষম; ফোড়া থাকিলে এবং সঞ্চিত রস পূযে পরিণত হইলে। এই রোগের সঙ্গে যদি অন্ত্র-প্রদাহ থাকে, তবে এই ঔষধ সেবনে অধিক ফল হয়। অনেক সময় ইহা ও বেল পর পর খাটে, বিশেষতঃ গণ্ডমালা ধাতুতে।

রস—জ্বর, প্রলাপ, শূন্য দিকে বা শয্যায় হাত্‌ড়ানো, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জিভ লাল ও শুষ্ক হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অক্ষুধা; পেট—বিশেষ নাভি প্রদেশ অধিক ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা গিয়া জলবৎ পচা গন্ধের রক্ত-বিশিষ্ট অনিচ্ছাধীন ভেদ—কখন কখন ঘুমন্ত। উরু ছিঁড়ে পড়া। গরম প্রস্রাব। প্রাদাহিক অবস্থা (Typhoid) অবসানে অথবা তাহার নিস্তেজ অবস্থায় ইহা প্রযুজ্য। অঙ্গ নাড়ায় স্বস্তি।

র‍্যানানকিসল-ব—পেট মধ্যে জল জমা, পেটে যেন হানা বা ছোবল মারা, পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা। পড়িয়া গিয়া মাংসপেশী মচ্‌কান অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

লাইকপ—বিশেষ এই রোগ সহ যকৃৎ বা (Diaphragm) শ্বাস-কষ্ট। প্রদাহ থাকিলে। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যেন নাভিকুণ্ড প্রদেশ হইতে কোন কঠিন পদার্থ বাম দিকে গড়াইতেছে, এমন বোধ হওয়া; অথবা পীড়ার তৃতীয়, চতুর্থ দিবসে বদন হরিদ্রা বর্ণ, পেটে কষ্টকর বায়ু সঞ্চয় ও পেট ফুলা, পেট কাম্‌ড়ান এবং পেটে থাবা মারা। বৈকাল চারিটা বা ভোরে বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধতা, মলদ্বার সংকুচিত হওন জন্য মল নির্গত হওয়া অসাধ্য প্রায়; নিয়ত গা বমি বমি; অনিদ্রা।

লাকাসি—বদ্ধ-বায়ু জন্য পেট ফুলা ও গরম হওয়া, ছুঁইলে ব্যথা। কোমর হইতে উরু পর্য্যন্ত বেদনা ও শক্ত হওয়া। চিত হইয়া শুইয়া হাঁটু বুকের দিগে তোলা, কোষ্ঠবদ্ধতা; প্রস্রাব অল্প ও ঘোলাটে এবং তাহার তলানি লাল হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। নিদ্রা ভঙ্গের পর যাতনার বৃদ্ধি।

সল্‌ফর—বহু দিনের পীড়া এবং জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা।

বমি নিবারণার্থ টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ বা মধ্যে মধ্যে এক এক ঢোক ঠাণ্ডা জল পান বিধি। পেটে গরম জলের সেক দিলে যাতনার লাঘব হয়। কখন কখন ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা বা মল-কাঠিন্য।

ঢোকা দুগ্ধে প্রতিপালিত শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ হইতে অধিক দেখা যায়। মাতার রোগ বশতঃ শিশুর পীড়া হইলে, যাহাতে মাতার সরল বাহ্যে হয়, এরূপ ঔষধ ও পথ্য দিলে সন্তান নিরাময় হয়। চৌদ্দ ঘণ্টা বাহ্যে না হইলে মহিলাগণ মুক্তাবর্ষির পাতার রস বা বকুলের বীচি মল-দ্বারে লাগাইয়া দেন। পানের বোঁটায় বা নেকড়ার পলিতায় তৈল লাগাইয়া, অথবা সাবান সরু করিয়া কাটিয়া তাহার গাত্রে লবণ ও তৈল মাখাইয়া, মল-দ্বারের অভ্যন্তরে দিলেও ঐ ফল হয়। সাহেবেরা এ অবস্থায় ঈষৎ উষ্ণ জল ও দুধের পিচ্‌কারী দিয়া * থাকেন, এবং উহা দিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ ফল না হইলে ইহার সঙ্গে অল্প গুড় বা চিনি দিয়া পিচ্‌কারী দেন। কোষ্ঠবদ্ধতা দরুণ বিশেষ কষ্ট হইলে উদ্বেগের বিষয় নহে। প্রত্যহ দুই তিন বার ক্ষণিক পেট ঘর্ষণ, এবং কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান, ও লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে অন্য কোন্ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনাভাব।

কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পেট ফুলা, অস্থিরতা, কান্না, শ্বাসটান, আহারে অনিচ্ছা, এবং অবশেষে দড়্‌কা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধতার পর, নেবা ও জ্বর হইয়া থাকে। দন্তোদ্গম কালে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিশেষ সাবধান হইবা; এ সময় আরোগ্য না হইলে, শূল, অন্ত্র-বৃদ্ধি, অন্ত্র-প্রদাহ এবং অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ, এই প্রকার রোগ সকল উপস্থিত হইতে পারে। জোলাপ্ দিয়া বাহ্যে করাণতে আশু ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রোগ পুরাতন ও পাকা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

---

* সদ্য বা নব প্রসূতের পক্ষে দুই কাঁচ্চা; এক হইতে ৫ বৎসরের পক্ষে দেড় ছটাক হইতে তিন ছটাক এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসরের পক্ষে এক পোয়া দেওয়া যাইতে পারে। পিচকারির মুখে তৈল দিয়া সাবধানে গুহ্য দ্বারে দিবা।

সুস্থকায় শিশুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাক-যন্ত্র সমূহের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, কাজেই ঐ সময় মধ্যে একবার মলত্যাগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহারও কাহারও তাহা হয় না। দুই চারি দিন অন্তর এবং শুনা আছে কচিৎ কাহারো বা (বয়স্ক লোকেরও) সপ্তাহ বা পক্ষান্তর বাহ্যে হয়। এক ব্যক্তির এইরূপ তিন দিনের পর মলত্যাগ হওয়ায়, তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল এবং আসন্নকাল উপস্থিত বলিয়া নিজের উইলও করিয়াছিল। শারীরিক ব্যায়ামহীনতা, সমধিক মানসিক বৃত্তির চালনা, শোক ও দুঃখ, পাকাশয় ও যকৃতের বিশৃঙ্খলা, অনেক প্রকার রেচক বা ধারক এবং অধিক কুইনাইনাদি ঔষধ ব্যবহারে কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এ অবস্থায় জোলাপ দেন। সোডা এবং চাখড়ি প্রভৃতি অম্ল পীড়ার পক্ষে যেমন অপকারী, ঔষধে রেচকও তদ্রূপ; ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, রোগ পাকাইয়া তুলে ও আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহা অন্য পীড়ার আনুষঙ্গিক উপসর্গ মাত্র। তখন মূল ব্যাধির সঙ্গে ইহা আরোগ্য হয়। অনেকে ইহাকে রোগের মধ্যেই গণ্য করেন না। কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বাহ্যে যাওয়া ও যম-যন্ত্রণা উভয়ই তুল্য। আমার জানিত কোন ব্যক্তির বেগ দিতে দিতে বদন আরক্তিম ও চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হইত এবং অনেক কষ্টের পর তিনি মুটম্ হাত লম্বা একটী মোটা ন্যাড় ত্যাগ করিতেন। মল-দ্বারের ঝিল্লী ছেঁড়ায় প্রত্যহ শোণিতের ধারাণী পড়িত। তিন চারি ঘণ্টা পরে আফিসে গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লিখিতে বাধ্য হইতেন। তথাকার সাহেবের পরামর্শে হাত পিচ্‌কারী ব্যবহারে কথঞ্চিৎ সমতা হইয়াছিল। অবশেষে মহাত্মা ৺রাজেন্দ্র দত্ত তিন চারি দিবস আলুমিনার দুই তিনটী অনুবটিকা দেওয়ায় সহজ বাহ্যে হইতে লাগিল। একদিন একটু নরম বাহ্যে হওয়ায়, ইহা ওলাউঠার পূর্ব্ব লক্ষণ ভাবিয়া, ভয়ে একটী পরম আত্মীয়কে সমস্ত দিন কাছে বসাইয়া রাখেন। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল কোন পরিচিতের এরূপ হয়; দোতলায় পায়খানার দ্বারের নিকটই তাঁহার নিমিত্ত একটী মাদুর বিছান থাকিত, শৌচের পরই জ্বালার ধমকে বাবু তথায় শয়ন করিয়া পোনের কুড়ি মিনিট কাটা ছাগলের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেন; কতই বাতাস করা ও মলদ্বারে

মাখন প্রভৃতি লাগান হইত, কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিত না, অবশেষে আর্স দিয়া রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। এইরূপ এবং ধবল প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করায়, হোমিওপেথি কলিকাতা মহানগরীতে অল্প দিনের মধ্যেই জাঁকিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র দত্তের অধ্যবসায়, একাগ্রতা, কায়িক ও মানসিক শ্রম, যত্ন, অর্থব্যয় প্রভৃতি উপায়ে এই নব চিকিৎসা-প্রণালী দেশ মধ্যে প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছে। এজন্য তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরাও তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছি; এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও পরকালে তাঁহার সদগতির জন্য জগৎকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিলাম।

শরীরটি গৃহস্বরূপ, ইহা পরিষ্কার ও খট্‌খটে রাখা সর্ব্ব বিধায়ে বিহিত। ঘর দ্বার ধোয়ার ন্যায় কেহ কেহ প্রতি রবিবারে জোলাপ লইয়া থাকেন। ভাবেন যে ময়লা না জমিলে কেনই বা পীড়া হইবে। স্বীয় স্তন্য-পায়ী শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে বা পেট কামড়ানর জন্য কাঁদিলে জননী এক ঝিনুক ভেরাণ্ডার তৈল দেন। ইঁহারা বুঝেন না যে, এরূপ করায় রোগকে আরো ডাকিয়া আনা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় ছেলেদের কাঁচা দুধ দেওয়া যাইতে পারে। অন্নভোজিরা মৎস্য মাংস যতই কম খায়, ততই ভাল। পেঁপে, কলা, আম্র প্রভৃতি সুপক্ক ফল, অধিক পরিমাণে তরকারি, ও ডাউল, বিশেষ কাঁচা মাসকলাই, মধ্যাহ্নে আহারান্তে ডাবের জল, বন্ধা দুধ, রাত্রে শয়নকালীন ও খুব প্রত্যূষে এক গ্লাস করিয়া জল পান, পুরাতন তেঁতুল ও মিছরির পানা খাওয়া, প্রাতে ব্যায়াম, প্রত্যহ স্নান এবং তৎকালে ও আহারের পর পেট ঘর্ষণ বা ডলা, অথবা মুখ-শুদ্ধির স্বরূপ হরিতকী ব্যবহার করা, এই সকল উপায় অবলম্বন এবং মধ্যে মধ্যে সদৃশ লক্ষণযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে এককালে আরোগ্য না হইলেও যাতনা পাইতে হয় না।

আইরিস—প্রথম কঠিন মল, পরে জলবৎ ভেদ।

আইয়ড—গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তের কেবল বাহের ইচ্ছা মাত্র, কিন্তু ঠাণ্ডা দুধ পানে সহজ বাহে—কঠিন ও ডেলা ডেলা মল এবং উহার সকল বাহির না হইয়া কতক ভিতরে থাকে, এমন অবস্থায়।

আফন—কঠিন মল, কষ্টে ত্যাগ ও ঐ সঙ্গে জ্বর—অথবা পৈত্তিকের ধাতু, পেট শক্ত হওয়া, ফুলা ও কুথন বা টাটানি। দুর্গন্ধ প্রস্রাব। বাহ্যে হয় না, যদি বা হয়, পোড়ার ন্যায় কাল বর্ণের। জ্বর নাই, অথচ শীত। ধারক, বিশেষতঃ আফিম-ঘটিত ঔষধ সেবনের পর কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ ফলদায়ক। মেটে বর্ণের মল, খুব শক্ত ও কষ্টে তাহার নির্গমন।

আগারিকস—অত্যন্ত কঠিন মল ও কষ্টে ত্যাগ—প্রথম ডেলা ডেলা, পরে নরম, শেষ ভেদ। পাকাশয়ের গোলযোগ সহ যকৃৎ প্রদেশে ফুঁড়ুনি। হাত ও পায়ের পাতা লাল হওয়া, জ্বালা ও চুলকুনি।

আণ্ট-ক্রু—অধিক কোঁত পাড়ার পর শাদা, শক্ত ও বৃহদাকৃতি কঠিন মল ও মরুৎ-ত্যাগ—বিশেষতঃ দুগ্ধ-পোষ্যের গ্রীষ্ম জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা; জিভ শাদা হওয়া ও পেটের গোল।

অ্যানাকার্ড—বৃথা বেগ, মলাশয়ে যেন ছিপি আঁটা; কোঁৎ পাড়িলে অন্ত্র-মোচ্ড়ানি। দুই পাঁচ দিন এককালে বাহ্যে না হওয়া; মল প্রথম পাতলা, শেষ কঠিন ও পাঙ্গাশ বর্ণের।

আম-ম—মল বৃহদাকৃতি, কঠিন ও কষ্টে নির্গতি এবং ভাঙ্গিয়া পড়া, পরে নরম। অধিক উদ্গার ও মরুৎক্রিয়া এবং বাম কোঁক প্রদেশে ফুঁড়ুনি; খুঁত খুঁতে বদ্ মেজাজ।

আরম-মে—লম্বাকৃতি মল ও কষ্টে ত্যাগ। দুই তিন দিন বাহ্যে না হওয়া, (বিশেষ স্ত্রীলোকের ঋতুকালে ও জরায়ু বাহির হওয়ায়) বিশেষতঃ বহুমূত্র রোগগ্রস্তের ও যাহারা স্বভাবতঃ খেদান্বিত ও আত্মহত্যায় ইচ্ছুক।

আর্জেণ্ট-নে—মল শুষ্ক ও বালির ন্যায়—কঠিন ও অল্প এবং বিলক্ষণ কোঁতপাড়া সম্বলিত।

আলুমিনা—মল-ত্যাগের আবশ্যকীয় শক্তির অভাব বা ন্যূনতা, এমন কি নরম বাহ্যেতেও বেগ দিতে বাধ্য হওয়া (ব্যান বায়ু); বহু দিন বাহ্যের চেষ্টা নাই, পরে অধিক মল সংগৃহীত হইলে অতি কষ্টে উহা ত্যাগ। কোষ্ঠকাঠিন্য, ডেলা ডেলা (অল্প ও আম সংযুক্ত); পেট দম্দমে ফুলা; ভেড়ার নাদের ন্যায় মল ও মল-দ্বারে কন্কনানি এবং দীর্ঘস্থায়ী বেদনা। মলের প্রথমটা পাতলা, শেষটা শক্ত ও পোঁড়ার ন্যায়। বাহ্যের পর রক্ত

পড়া, অনেক সময় স্রোতের ন্যায়ও তেজে, বিশেষতঃ টাইফস জ্বরে; মলদ্বারে টাটানি। আলু খাইলেই অন্ন-ভোজীর রোগ বৃদ্ধি। সর্ব্বদা সীসা নাড়াচাড়ার দরুণ পীড়া। পেটের পীড়ায় আফিমাদি ধারক ব্যবহার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের ব্যথায় ইহা ব্যবহার্য্য।

আলুমেন—দীর্ঘকাল অন্তর বাহ্যে, শুষ্ক ও শক্ত কাল মল, কখন লম্বা কখন কখন ভেড়ার নাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি ও কষ্টে ত্যাগ।

আসটিরিয়াস-রু—ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, দশ পোনের দিন এককালে বাহ্যে না হওয়া এবং হইলে কঠিন ও জলপাইয়ের আকারের মল; মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ও তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহা উপকারী।

ইউপাট— সর্দ্দি সহ কোষ্ঠবদ্ধতা।

ইগ্নে—ঠাণ্ডী লাগা বা গাড়ী চড়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা; মলাশয় ও মলদ্বার বাহির হওয়া।

ইথুসা—কোষ্ঠবদ্ধতা ও যেন অন্ত্রের মল-তাড়না-শক্তি এককালে রহিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায়।

এপিস—কোষ্ঠবদ্ধতা ও ঘুমন্ত চীৎকার, গাত্রে লাল লাল ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া; অস্থিরতা। কয়েক দিন কোষ্ঠ এককালে না হওয়ায় পরে কষ্টে মলত্যাগ ও পেটে হুল ফুটুনির ন্যায় যাতনা এবং অধিক বেগ দিলে যেন উদরস্থ কোন পদার্থ ভাঙ্গিবে বা ছিঁড়িবে এরূপ বোধ হওয়া; কপাল ও চক্ষুর গোলকে ব্যথা এবং পেট টিপিলে লাগা; মনের চঞ্চলতা।

এসকুইলস-হি—সর্ব্বদা বেগ ও বৃথা চেষ্টা; জমাট কঠিন মল কষ্টে ত্যাগ, পরে মলদ্বারে জ্বালা ও তাহার সংকোচন। শক্ত বাহ্যের পর নাভির গোড়া ব্যথা ও কন্‌কনানি। মলাশয় যেন ছোট এবং তাহা কীট পূর্ণ; কোমর হইতে পাছা পর্য্যন্ত ব্যথা ও কাম্‌ড়ান; কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ অর্শে ইহা বিশেষ উপকারী; বিশেষতঃ ভগেন্দ্র হইলে বাহ্যের পর মলদ্বারে যেরূপ বেদনা হয়, সেইরূপ বেদনা।

ওপি—ভয় বা মানসিক উত্তেজনার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা; সুস্থ ও সবলকায় শিশুর পেট শক্ত হওয়া ও ফুলা এবং টিপিলে তথায় গুট্‌লে গুট্‌লে পদার্থ থাকা বোধ হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ কোন কষ্ট না থাকা এবং বাহ্যের চেষ্টাও

না থাকা। মল শুষ্ক, কাল ও ছোট ছোট ভাঁটার ন্যায় এবং অত্যন্ত পেট কামড়ানি। শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, ও ঝিমুনি। মলাশয় তাড়না-শক্তি-বিহীন হওয়া। অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ জন্য বিষ্ঠা অধোগামী হইতে না পারাতে উর্দ্ধে উঠা ও বমন; জমাট মলে অন্ত্র পূর্ণ এবং উহার উপরে বায়ু সঞ্চিত হইয়া উর্দ্ধে ঠেল মারা। কাঠিন্য জন্য মল অবরুদ্ধ হওয়া। জোলাপ দেওয়া বা আমরক্ত, উদরাময় বা অন্ত্র-প্রদাহের পর শক্ত গোলার ন্যায় মল।

ককু—অন্ত্র ও মলাশয়ের শাড়া ও তাড়না-শক্তিহীনতা জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

কাপ্স—জলীয় দ্রব্য পানের পর বাহ্যের বেগ, কিন্তু কেবল আম ত্যাগ; মলদ্বার জ্বালা।

কামো—শিশুর পাঁচ ছয় দিন অন্তর কেটো ন্যাড় বাহ্যে, পেট অল্প ফাঁপা ও রাত্রে অস্থিরতা। নূতন নূতন রোগে অনেক সময়ে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়। দাঁত উঠাকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা।

কলিন্‌সোনিয়া—পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা; ভাঁটার ন্যায় শুষ্ক মল এবং মলদ্বার গরম হওয়া ও তৎপ্রদেশে চুলকুনি; মলাশয় যেন ছোট ছোট কাটি দ্বারা পূর্ণ, এমত বোধ; পুরাতন রোগ ও ঐ সঙ্গে অর্শ থাকা।

কার্বো—অত্যন্ত পেট ফাঁপা, বেগ এবং অল্প ও শক্ত মল খণ্ডে খণ্ডে পড়া, মলাশয়ে গুড়্‌গুড়ুনি ও ত্যাগকালে দ্বারে জ্বালা।

কার্বো-আ—বহুমূত্র রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা (আরম); মল অত্যল্প ও বিলম্বে নির্গত হওয়া ও কোমর ব্যথা অথবা কেবল মরুৎ-ক্রিয়া।

কাষ্টিক—কোঁত পাড়িতে পাড়িতে বদন আরক্তিম হওয়া; অতি কষ্টে খণ্ডে খণ্ডে পেন্‌কলম-আকৃতি মল পতন; খুব শক্ত ও উপরে ঘি মাখানর ন্যায় চক্‌চকে মল ও ত্যাগকালে মাথা ঘোরা, বিশেষ পুরাতন রোগে। যাহারা সরল ভাবে হাঁটিতে অশক্ত এবং যাহাদের বসা অপেক্ষা দাঁড়ানয় সুবিধা, তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ খাটে।

কাল্কা—কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ পুরাতন; মল কাল বা চক্ খড়ির ন্যায় ও কঠিন এবং ভুক্ত পদার্থের অংশ পরিপাক না হইয়া উহাতে মিশ্রিত দেখা যায়। গণ্ডমালাধাতু এবং বাহ্যের পর মলাশয় হইতে রস চোঁয়ান;

তিনটা রাত্রের পর ভাল নিদ্রা না হওয়া। পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা হওয়া।

কোনাই—পুনঃ পুনঃ বৃথা বেগ বা পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় মল ত্যাগ; একদিন অন্তর কঠিন মল এবং ত্যাগকালে শীত, পরে বুক ধড়্ফড়ানি; নক্সের পর খাটে, বিশেষ যথায় বাহ্যের পর মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা।

কালী-কা—বৃহদাকৃতি মল ও উহা যেন নির্গত হইবে না বোধ হওয়া। মলাশয়ের তাড়না-শক্তির অভাব বা দুর্ব্বলতা; মলদ্বার কন্‌কনানি, বিছুনি, ফুঁড়ুনি, কোমর ভেঙ্গে পড়া। একদিন অন্তর বাহ্যে এবং উহার এক বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে পেট বেদনা; বিরাম দিবসে পেট যেন ভিতর দিকে টানা।

কালী-বাই—অল্প অল্প ও গাঁইট গাঁইট মল; মলদ্বার যেন ভিতর দিগে লেঁধন বা ছিপি লাগান, এমন বোধ; মাথা ধরা; হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া।

ক্রিমোস—দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায়; বিশেষ মল শুষ্ক, কঠিন ও কষ্টে নির্গত; পেট দম্‌দমে ফুলা (পল্‌স)

গ্রাফাইট—মল লম্বা ও কঠিন এবং কখন কখন ডেলা ডেলা আম ও রক্ত মাখানো; ত্বকে, বিশেষ খাঁজের স্থানে স্থানে সরস কুসকুড়ি; পেটে অধিক বায়ু এবং নিশ্বাসে প্রস্রাবের গন্ধ।

চিন—উদরাময় সারিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা—অনেক কোঁতের পর শক্ত মল-ত্যাগ এবং মাথা গরম হওয়া ও ঘোরা।

চেলি—ভেড়ার নাদের ন্যায় মল—ডান পাখুরার নিম্নে ব্যথা; ত্বক হরিদ্রা বর্ণ।

জিঙ্ক—শুষ্ক শক্ত মল ও কষ্টে ত্যাগ, অতিশয় বেগ ও পেট ডাকা। হাত কাঁপা ও মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া; স্থির থাকিতে না পারা, সর্ব্বদা নড়া চড়া।

টাবাক— কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ডাকা, শ্বাস খর্ব্বতা।

থুজা—কঠিন ও বড় ভাঁটার ন্যায় রক্তমাখানো মল, মলাশয়ের দ্বারে প্রচণ্ড বেদনা জন্য কোষ্ঠত্যাগে বিরতি। দ্বার সংকোচন ও নড়ায় বৃদ্ধি ও তৎপরে অস্ত্র যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে থাকা; মলদ্বার জ্বালা এবং তথায় ও বিটপে কদর্য্য ঘামের গন্ধ। কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর ও অস্ত্রের তাড়না-শক্তির ন্যূনতা বা রাহিত্য।

নক্স—কোষ্ঠবদ্ধতা ও পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁটার ন্যায় মল অথবা স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ কেটোন্মাড় ও কষ্টে ত্যাগ; পেট শক্ত হওয়া ও ফাঁপা, বায়ু উর্দ্ধ ও অধঃ নিঃসরণ; দিনে ঝিমুনি, রাত্রে অনিদ্রা, অস্থিরতা, খ্যাত্‌খেঁতে। মাই ছাড়ার পর কোষ্ঠবদ্ধতা; সর্ব্বদা বেগ, মলত্যাগ না হইলে, বা অল্প অল্প হইলে যেন বাকি রহিল বোধ হওয়া। শেষ রাত্রে অনিদ্রা। মলাশয়ে যেন মল রহিয়াছে এরূপ বোধ হওয়া, কিন্তু নির্গত হয় না, অথবা অল্প ত্যাগ এবং বাকি যেন তথায় থাকা।

স্নায়বিক বা বাতিকের ও সকল প্রকার কোষ্ঠবদ্ধতায় ও অতি ক্রুর রোগে, বিশেষ জিভে শাদা লেপ, অরুচি, অন্ত্রের দুর্ব্বলতা, গোগুল বাহির হওয়া, এমত সকল স্থলে ব্যবহার্য্য এবং ফল না দর্শিলে ইহার পর কখন কখন ব্রাই ও মার্ক পর পর দেওয়া হয়।

নাইট্রি-আ—মল-কাঠিন্য ও ত্যাগকালে ও পরে যেন দ্বার চিরা, মলাশয় জ্বালা, পেটে অধিক বায়ু, টক বা তিক্ত তার ও টক উদ্গার। অতিরিক্ত পেট ফাঁপা ও ঘোড়ার চোনার ন্যায় প্রস্রাব। পুনঃ পুনঃ ও অধিক পারা ব্যবহার বা জনক জননীর অধিক পারা ঘটিত ঔষধ ব্যবহার থাকিলে ইহা প্রযোজ্য।

নেট্রম—কঠিন মল ত্যাগকালে দ্বার চিরিয়া রক্ত পড়া; বাহ্যের পর মলদ্বারের সংকোচন ও যাতনা ও মূত্র-নালায় কন্‌কনানি। ভয়ানয়ক কোষ্ঠ-বদ্ধতা—অন্ত্রের যেন একেকালেই শক্তিহীনতা। নাভিকুণ্ড হইতে অধঃ দিকে চাপ অথবা তলপেট ও মূত্রস্থালীতে এড়োএড়ি যেন শিসার ভার থাকা বোধ।

পড—যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে না হওন জন্য রোগ, বিশেষ অন্য ঔষধে প্রতিকার না হইলে; পিত্ত রসের ন্যূনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা; মল কঠিন ও জব্দা-আম-বিশিষ্ট হওয়া; শুষ্ক মেটে বর্ণের মল এবং কষ্টে ত্যাগ; গোগুল বাহির হওয়া; নেবা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; জিভে শাদা লেপ, বদ্‌তার, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, প্রাতে বৃদ্ধি। কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ।

পল্‌স—কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফাঁপা, জিভ অপরিষ্কার হওয়া ও অজীর্ণের অপ-রাপর লক্ষণ। পীঠ ব্যথা। পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু বাহ্যে না হওয়া বা মলের পরি-

বর্ত্তে জর্দ্দা আম, কখন বা রক্ত-মিশ্রিত (নক্স) নির্গত হওয়া। অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, কষ্টে ত্যাগ। কুইনাইন দ্বারা জ্বর বন্ধের পর শুষ্ক ও লম্বাকৃতি মল। শান্ত ও নম্র প্রকৃতি, (এবং সে বিধায়) বালিকা পক্ষে অধিক উপযোগী। কখন ভেদ ও তাহার পর ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা। বাহিরের বাতাসে ভাল থাকা। উপসর্গ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনীয়।

প্রুণস—কঠিন কুক্কুর বিষ্ঠার ন্যায় ছোট ছোট চাপ চাপ মল ও মলাশয়ে কুঁড়ুনির জন্য চীৎকার।

প্লম্বম্—অন্ত্রের তাড়না-শক্তির দুর্ব্বলতা জন্য বাহ্যে না হওয়া ও পেট ব্যথা জন্য চীৎকার। ভেড়ার নাদের ন্যায় কঠিন ও কাল গোলার ন্যায় মল এবং জমাট হইয়া চাপ বাঁধা; মলদ্বার সংকোচন ও সেঁটে ধরা এবং নাভির খোড়া বসিয়া যাওয়া; আট দশ দিন অন্তর অত্যল্প ও কৃষ্ণবর্ণ মল, ও ত্যাগ-কালে বিলক্ষণ যাতনা। রক্তহীন, দুর্ব্বল, ও পায়ে পক্ষাঘাত, এমত ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা।

প্লাটিনা—এঁটেল কাদার ন্যায় মল ও দ্বারে লাগিয়া থাকে, সহজে পড়ে না, মুছাইয়া লইতে হয় এমত অবস্থা; অত্যল্প,কঠিন ও শুষ্কপ্রায় মল—অনেক কোঁৎ পাড়াতে নির্গত হয়। পরে মলাশয়ে কুঁড়ুনি। গাড়ি চড়া বা শিসা-বিষ শরীরস্থ হওয়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা।

ফস—সরু, লম্বা, শুষ্ক, কুক্কুর বিষ্ঠার ন্যায় মল কষ্টে ত্যাগ; বাহ্যের পর মলাশয়ে ভয়ানক আক্ষেপ (পুরাতন অজীর্ণ রোগে); কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ। আহারের পর ঘুম ঘুম, বিশেষ একহারা ব্যক্তির পক্ষে।

ফাইটোলকা—স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা—রেচক না নিলে প্রায় বাহ্যে হয় না—মলাশয়ের তাড়না-শক্তির শিথিলতা জন্য রোগ। মল ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরেও পেট-পূর্ত্তা ও ভার থাকা। মলদ্বার হইতে পুং অঙ্গ পর্য্যন্ত তীব্র বিঁধুনি। ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলে স্নায়বিক বেদনা। আমযুক্ত কঠিন মল ও বেগ—নিয়ত অতিশয় দুর্গন্ধ মরুৎত্যাগ।

ফেরম-আ—রক্তাধিক্যধাতু ও অর্শগ্রস্ত ও যাহার মলত্যাগকালে কষ্টকর চাপুনি হয়, এমত ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা।

বাপ্টিসা—যকৃতের যথা বিহিত কার্য্যের শিথিলতা জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

বার্বেরিস—ভেড়ার নাদের ন্যায় শক্ত মল।

বেল—কোষ্ঠবদ্ধতা সহ রক্ত উদ্বেগ হওয়া—মাথা নত করিলেই ঘোরা ও কপাল দপ দপ করা ও ফুঁড়ুনি—বিশেষ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি শিশুর পক্ষে। কেহ কেহ কোষ্ঠবদ্ধতায় নিম্ন ক্রমের ঔষধে বিশেষ ফল পান।

বোরাক্স—দুই প্রহর রাত্রের পর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা। ভেড়ার নাদের ন্যায় মল। শিশুর সবুজ বর্ণের মল।

ব্রাই—মল শুষ্ক ও শক্ত এবং পোড়ার ন্যায়; মুখ ও ঠোঁট শুষ্ক। স্তন্যপায়ীর স্বাভাবিক অপেক্ষা গাঢ়তর মল, গাত্র ঠাণ্ডা ও সর্ব্বদা শীত শীত। হাঁটিতে পারে এমন অন্নভোজী শিশুর গ্রীষ্মকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা। বৃহদাকৃতি মল ও কষ্টে ত্যাগ হইলে নক্স অপেক্ষা ইহা অধিক ফলদায়ী। কখন কখন প্রাতে ব্রাই ও বৈকালে নক্স। ভেরাণ্ডা তেলের জোলাপের পর কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্রাই বিশেষ উপকারী। ব্রাই, নক্স, ওপি; সলফর—ইহারা কোষ্ঠবদ্ধতার উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ নূতন রোগে।

ভেরাট—অন্ত্রের অপান বায়ু বা অধঃ-তাড়ন-শক্তির অভাব বা ন্যূনতা জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহ্যের ইচ্ছার অভাব, মল বৃহদাকৃতি, কঠিন বা এরূপ চাপ বাঁধা যে অঙ্গুলী বা নরুণ ব্যবহার করিয়া বাহির করিতে বাধ্য হইতে হয়। শিশুর পেট, পা ও পায়ের পাতায় খাল লাগা। বয়স্কদের অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া, কঠিন মল ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, মাঝে মাঝে গা বমি বমি, বুক জ্বালা, টক জল উঠা। পুরাতন রোগ; বড় ও শক্ত মল, ত্যাগকালে অতিশয় দুর্ব্বলতা, মাথা ব্যথা ও মাথা উত্তপ্ত হওয়া। প্রতিবার মলত্যাগের পর নেতিয়া পড়া ও মূর্চ্ছা। অধিক প্রস্রাব দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা।

মস্কস—কাওয়া ব্যবহার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

ম্যাগ্নিসা-ম—মল কঠিন হওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা; শক্ত মল, মলদ্বারের নিকটস্থ হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া।

মাল্‌গেনম্—নাভি প্রদেশ কন্‌কনানি সহ পেট খুব স্ফীত হওয়া, পিত্ত ও জল ভেদ এবং তৎসঙ্গে বালি বা পাথুরীর কুচি থাকা।

মার্ক—কোষ্ঠবদ্ধতা, পুনঃ পুনঃ শৌচ চেষ্টা, পেট ব্যথা সহ মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গা, গলা ব্যথা, বীচি আওরাণো এবং ঠাণ্ডীতে বৃদ্ধি। অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

গুলির ন্যায় কতকগুলি গুলি সংমিলিত হইয়া গন্ধহীন বৃহদাকৃতি মল ও উহার গায়ে আম থাকা; অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া, শাদাটে মল, হরিদ্রা বর্ণ চক্ষু ও মলাশয়ে চুল্‌কুনি। তিনবার কঠিন বাহ্যের পর একবার ভেদ। ডাক্তারী চিকিৎসার পর কোষ্ঠবদ্ধতায় ফলদায়ী।

রুটা—কৃমির উপসর্গ-বিশিষ্ট আঘাতাদির পর কোষ্ঠবদ্ধতা; পুনঃ পুনঃ বেগ ও মলাশয় বাহির হইয়া পড়া। কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন গাঁজলাটে আম ভেদ।

লাকাসি—অত্যন্ত কঠিন গুলির সদৃশ বা ভেঁড়ার নাদের ন্যায়, অথবা শাদাটে আধ্‌পোড়া মেটে বর্ণের মল ও কষ্টে ত্যাগ, ও তৎসহ পেট ফাঁপা। দীর্ঘকালের ক্রুর রোগ, মলদ্বার যেন অবরোধিত, তথা দিয়া কিছুই যেন বাহির হইবে না বোধ হওয়া। বা একটী মরুৎ মাত্র ত্যাগ, শূবের ন্যায় মলের গন্ধ।

লাইক—অন্ত্রের তাড়না-শক্তির ন্যূনতা, কোঁৎ পাড়িতে পাড়িতে মুখ লাল হওয়া ও অতি কষ্টে কঠিন মলত্যাগ; পেট ফাঁপা ও ডাকা এবং বাহ্যের অনেক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মলদ্বারে ও মলাশয়ে যাতনা; প্রস্রাবে লাল লাল বালুকা, বিশেষ ফুস্ ফুস্ ও মূত্রাশয়ের উপদাহ থাকিলে। কখন সর্ব্ব শরীর ব্যথা। ভোরে একগুঁয়ে ও খিট্‌খিটে। অধিক জোলাপ ব্যবহার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ উচ্চ ক্রমের লাইকপে ক্রুর রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্শ থাকায় অধিক খাটে।

সল্‌ফর—স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফুলা, মলদ্বার বাহির হওয়া ও চুল্‌কুনি; বুক ধড়্‌ফড়ানি ও মূর্চ্ছা, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হওয়া। গণ্ডমালা ধাতু, বিশেষ চর্ম্ম রোগ ও অর্শ থাকিলে, এবং ঐ সঙ্গে মলদ্বার ব্যথা ও মলত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার। তিন চারি দিন অন্তর অত্যল্প মল ত্যাগ এবং যেন অবশিষ্ট মল রহিল, এমন বোধ। শুষ্ক কঠিন মল এবং বেগ জন্য রক্ত নির্গত হওয়া। ওপি বা অন্য ঔষধে উপকার হইয়া পরে রোগ নিঃশেষ করণোদ্দেশে ইহা প্রযোজ্য। শিশুর মল নির্গমনের প্রথমে খুব কষ্ট জন্য বাহ্যে করিতে না চাওয়া।

সল্‌ফ-আ—কঠিন, কাল, ছোট চাপ চাপ রক্ত-মিশ্রিত মল সহ দ্বারে

প্রচণ্ড কুটুনি জন্য বাহ্যে করিতে করিতে উঠিতে বাধ্য হওয়া ও সর্ব্ব শরীরে কাঁপুনি। (স্ত্রীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালের কোষ্ঠবদ্ধতা ও সর্ব্বদা শীত শীত ও মাঝে মাঝে তাপ হওয়া)। অস্থির, চটা ও পরিবর্ত্তনীয় স্বভাব।

সাবাড—এক দুই তিন সপ্তাহ অন্তর নিয়মিত কোষ্ঠবদ্ধতা। বাহ্যের অত্যন্ত বেগ ও ব্যাঙ ডাকার ন্যায় শব্দ। শৌচে অনেক ক্ষণ বসার প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, পরে যথেষ্ট পরিমাণে বাহ্যে।

সার্সা—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিরিক্ত প্রস্রাব বেগ—যেন উহার দরুণ অন্ত্র সব বাহির হইয়া পড়িবে বোধ হওয়া; বাহ্যে কালে ও পরে মলাশয়ে কন্‌কনানি এবং কুঁড়ুনি। মল সহ বালি ও পাথুরী নির্গমন। অন্ত্র সংকোচিত হওয়া ও ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ দিকে প্রচণ্ড বেগ। আহারের নাম সহ্য হয় না।

সিলিসা—কষ্টে দ্বারের নিকট আসিয়া মল পুনর্ব্বার ভিতরে সেঁধয়। বাহ্যের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও পেট শক্ত হওয়া, কুন্থা ও সর্ব্বদা ব্যথা এবং মুখ দিয়া টক জল উঠা। শুষ্ক, শক্ত ও চাপ চাপ মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা। শিশুর আজন্ম কোষ্ঠবদ্ধতা—জোলাপ পিচ্‌কারী ভিন্ন কোন মতে বাহ্যে না হওয়া। ঐরূপে পাঁচ সাত দিন অন্তর বাহ্যে করান, তৎকালে পেট শক্ত হওয়া ও ফুলা; বেগ দিলে না নামিয়া মল উপর দিকে উঠে (ইহার বিশেষ লক্ষণ)। গণ্ডমালা-ধাতু ও দাঁত উঠা কালীন কোষ্ঠবদ্ধতা।

সেপি—মল কঠিন ডেলা ডেলা ও বাহ্যের পরেও যেন মলদ্বারে গোলা বা আলুর ন্যায় ঝুলিতে থাকা বোধ। মলাশয়ের শেষ ভাগে আসিয়া বাহ্যে আটকাইয়া থাকে এবং অঙ্গুলি বা নরুণ ভিন্ন উহা বাহির হয় না, এমত স্থলে। বৃথা বেগ—কেবল বায়ু ও আম নিঃসরণ। নরম মল ও কষ্টে ত্যাগ। মলাশয় হইতে আম চোঁয়ান।

সোলেনম—মল অতিশয় শক্ত ও চাপ চাপ এবং অস্ত্র বা নথ ভিন্ন বাহির হয় না—বিষ্ঠা মধ্যে গোছা গোছা চুল বা সুতার ন্যায় মল দেখা যায়।

হাইড্রাস্টিস—যথা শুদ্ধ কোষ্ঠবদ্ধতা বা উহার আনুষঙ্গিক অন্য রোগ থাকিলে মল কঠিন ও ডেলা ডেলা; জিভ অপরিষ্কার; অন্ত্র ও মলাশয়ে বেদনা; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; কখন কখন বাহ্যের অনেক পরে মলদ্বারে যাতনা, মাথা ধরা, মূর্চ্ছাবৎ হওয়া।

হিপর—বিশেষতঃ মাতা পিতার অধিক পারা ব্যবহার জন্য সন্তানের কোষ্ঠবদ্ধতা—বৃহদন্ত্রের শক্তি-ন্যূনতা বশতঃ অধিক কোঁৎ পাড়াতেও থেরে মল নির্গত না হওয়া।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—ওপি, নক্স, সেপি, আলুমি, ব্রাই, লাইক।

আঁতুড়ে স্ত্রীর কোষ্ঠবদ্ধতা আণ্ট, নক্স, প্লাটিনা, ব্রাই।

নিষ্কর্ম্মার পক্ষে—ওপি, নক্স, প্লাটিনা, ব্রাই, লাইক, সল্‌ফর।

প্রাচীনের পক্ষে—আণ্ট, ওপি, ফস।

ভেদের ঔষধ রেচক ব্যবহারের পর কোষ্ঠবদ্ধতায়—ওপি, নক্স, আণ্ট, রুটা, লাকাসি।

মাতালের কোষ্ঠবদ্ধতায়—ওপি, কাল্কা, নক্স, লাকাসি, সল্‌ফর।

স্তন্যপায়ীর পক্ষে—ওপি, নক্স, ব্রাই, আলুমি ভেরাট, লাইক, সল্‌ফর।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা—কাল্কা, কাষ্টিক্‌, কোনাই, গ্রাফাইট, ব্রাই, লাইক, লাকাসি, সল্‌ফর, সেপি।

গোগুল—মলাশয় বা মলদ্বার বাহির হওয়া।

শিশুর ও বৃদ্ধের হালিস বাহির হয়—স্বাভাবিক গঠনের অপূর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমরক্ত, অত্যন্ত কোঁতপাড়া অথবা অর্শের দরুণ এই পীড়া প্রকাশ পায়। বহির্গত হইলে ধৌত করিয়া উহা পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রবেশ করাইবে। অধিক বাহির হইলে ও ফুলিলে বরফের জলে নেকড়া ভিজাইয়া প্রথমতঃ তথায় লাগাইবে, পরে প্রদাহ কমিলে সাঁধ করাইবে এবং দুই এক দিন মাখন দিয়া রাখিবে। এককালে আরোগ্য জন্য নিম্নস্থ ঔষধ সকল ব্যবহার্য্য।

আর্স—মলদ্বার হইতে রক্তস্রাবের পর মলাশয় বাহির হইয়া পড়া ও বেদনা। নূতন নূতন রোগ, বিশেষতঃ আমরক্ত বা উদরাময়ের পর এবং

ঐ সঙ্গে তৃষ্ণা বা গা বমি বমি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীরে বেদনা থাকিলে —বিশেষতঃ নূতন রোগে।

ইগ্নে—বাহ্যের পর মলাশয়ে তীব্র বেদনা, হানা ও দ্বারে প্রচণ্ড চুলকুনি ও উহার সংকোচন; বিশেষতঃ মল ত্যাগের পর দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে বৃদ্ধি ও বসিলে ভাল থাকা—গোগুল বাহির হওয়া। ইহা সর্ব্ব প্রথম প্রত্যহ দুই তিন বার, পরে প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া দিবা।

এস্কুলস—কোষ্ঠবদ্ধতা ও গোগুল বেরণো।

নক্স—গোগুল বাহির হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পীঠ ব্যথা, দুর্ব্বলতা। যাহারা অধিক আহার করে ও যাহারা সবলকায় ও অর্শগ্রস্ত, তাহাদের পীড়ায় বিশেষ খাটে।

নাইট্রি-আ—কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহ্যের ইচ্ছা, বিফল চেষ্টা; অজীর্ণতা, অবসন্নতা, ও নেতিয়ে পড়া।

পডো—শিশুর দাঁত উঠা কালীন রোগ; তৎসহ কদর্য্য গন্ধের ভেদ। প্রতি শৌচে গোগুল বাহির হওয়া। বয়স্কদের দীর্ঘকালের পীড়া ও কাহারও কাহারও ঐ সঙ্গে উদরাময়। অল্প বেগে মলাশয় বা হালিস বাহির হওয়া, পরে সহজ বা রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ। প্রাতেই নির্গমনটা অধিক হয়। অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রাই—মল শক্ত হওয়া, মলাশয় বেরণো ও দীর্ঘকাল জ্বালা।

মর-আ—প্রস্রাবের বেগ দিলে গোগুল বাহির হওয়া।

মার্ক—পেট শক্ত ও স্ফীত হওয়া, অর্দ্ধাটে আমভেদ, গোগুল বাহির হওয়া ও অত্যন্ত চুলকুনি অথবা কৃষ্ণবর্ণের মলাশয় নির্গমন ও তথা দিয়া রক্ত পড়া।

মেজেরিয়ম—মলাশয় বাহির হইয়া তদবস্থায় থাকা, অর্থাৎ আর ভিতরে প্রবিষ্ট না হওন জন্য তথায় টাটানি, হাত দিতে না দেওয়া ও জ্বালা।

মাগ্নিসা—মল কঠিন হওয়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা, ডেলা ডেলা মল ও ত্যাগকালীন হালিস বাহির হওয়া।

আকন—মলাশয় হঠাৎ বাহির ও রক্তে পূর্ণ হওয়া। রোগীকে উপুড় রাখা বিধি।

রুটা—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রতি শৌচের সময় মলাশয় ও গোগুল বহির্গত হওন এবং ভিতরে সাঁধ করাইয়া দিলেও তখুনি আবার বাহির হইয়া পড়া।

লাইক—মলাশয় সংকোচিত; ও কঠিন মল ত্যাগকালে মলাশয় বাহির হওয়া। ক্রূর রোগে ও অপর ঔষধে কতকটা মাত্র উপকার হইয়াছে, এমত অবস্থায়।

ল্যাকাসি—বাহের পর গোগুল বাহির হওয়া ও ফুলা।

সল্‌ফর—শিশুর গোগুল নির্গমন ও তথা চুল্‌কনা, পাঁচড়ার ন্যায় থাকা। এবং দুর্ব্বলের অল্প পরিমাণে মলাশয় বাহির হওয়া। ধাতু-বিকৃতি ও দীর্ঘকালের পীড়া। কঠিন মল জন্য মলাশয় বাহির হওয়া। ইহা ও কাস্কা পুরাতন রোগের বিশেষ উপযোগী।

সেপি—গোগুল ও অর্শ বাহির হওয়া, কাল রক্ত ও রস ত্যাগ, দুর্ব্বলতা।

প্লীহা।

পাকাশয়ের বাম পার্শ্বে প্লীহা নামক একটী যন্ত্র আছে। ইহার কার্য্য এখন পর্য্যন্ত বিশেষরূপে নির্ণীত হয় নাই। শোণিতাধার ও তৎপরিশোধন পক্ষে প্লীহা কোনোরূপ সাহায্য করে, এমত সম্ভাবনা। ইহার প্রদাহ হইলে ঐ প্রদেশ টাটায়, চাপিলে বেদনা করে এবং উহার অভ্যন্তরে ফোড়ার ন্যায় ব্যথা হয়। উহা ঠেলিয়া ধরিলে উৎকাশি, গা বমি বমি, কখন কখন রক্ত বমন ঘটে। উহার আকার বৃদ্ধি হইলে ঐ স্থল ফুলিয়া উঠে; সেই সঙ্গে জ্বর, দুর্ব্বলতা, পাঁশ্বাস বর্ণ, চক্ষুপাতা রক্তহীন, হাত পায়ের আগা ঠাণ্ডা হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

জলায় বাস, অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময় বায়ু সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, প্রভৃতি যকৃৎ রোগের যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অধিক কুইনাইন বা সেঁকো ব্যবহার ইত্যাদি এই ব্যাধির হেতু। কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গদেশে যে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা আক্রমণ করিতে না করিতেই সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা দেখা দেয়। এ সম্বন্ধে আমার "সবিরাম জ্বর" * নামক পুস্তকে

* সদৃশ চিকিৎসা বিধান—সবিরাম ও অপরাপর জ্বর ও আনুষঙ্গিক রোগ চিকিৎসা। এল, ভি, মিত্র তাহার প্রকাশক। ১নং অপর সারকুলার রোড।

বিশিষ্টরূপে লিখিত আছে। অধিক জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাহা পাঠ করিতে পারেন। এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, যথায় রোগ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তৎস্থান পরিবর্ত্তন ; লঘু, জীর্ণ ও সবলকারী পথ্য গ্রহণ এবং সর্ব্ব প্রকার অনিয়ম পরিবর্জ্জন, উপসর্গ অনুযায়িক ঔষধ সেবন এবং রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত সোরা-বিষনাশক ভৈষজ্য মধ্যে মধ্যে ব্যবহার বিধি। প্লীহা ও অগ্রমাদের পুরাতন প্রদাহে জলের পটি পেটে বাঁধিলে বিশেষ ফল লাভ হইতে দেখা গিয়াছে।

জলপটি বাঁধার প্রণালী। সরু শাদা নেকড়া চারি পাঁচ পুরু করিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া নিঙড়াইয়া পেটের যে দিকে পীড়া (প্লীহায় বাম ও যকৃতে ডান) সেই দিক ঘেঁসিয়া জলপটি বসাইয়া উহার উপর কলার পাত এবং তাহার উপর দুপুরু কাপড় দিয়া পেট জড়াইবা, যেন উহার মধ্যে বাতাস না প্রবেশ করিতে পারে। কিছুক্ষণ পরে ঐ স্থান গরম হয় ও রোগী সচ্ছন্দতা বোধ করে। এককালে পটি না শুকায়, এজন্য আট ঘণ্টা অন্তর উহা পূর্ব্ব নিয়মে বদলানো উচিত। তবে আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে বদলাইলে ঠাণ্ডা লাগার দরুণ পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত সম্ভব। তরুণ রোগ ও প্রদাহ প্রবল হইলে, নেকড়া এক বা দুই পুরু মাত্র দিবে এবং উহা পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইবে। কোনক্রমে নেকড়ায় গরম হাত দিবে না—গরমে পীড়া বৃদ্ধি হয়। ব্যাধি নাশ করার পক্ষে জল একটী উৎকৃষ্ট উপায়, কিন্তু উহা ব্যবহার করা নিতান্ত সহজ নয়। যাঁহারা ইহার গুণাগুণ ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা যেন Hydropathy "জল-চিকিৎসার" গ্রন্থ পাঠ করেন।

প্লীহার আকার বৃদ্ধিতে—আর্স, আর্স-আইড, আগ্নেসা, চিন, পড, ফাইটোলকা, সল্‌ফর।

প্লীহার প্রদাহে—আর্স, চিন, নক্স, রস, ব্রাই, সল্‌ফর।

প্লীহা শক্ত হইলে—আয়স, আর্স, আইড, চিন।

আইড—বাম কোঁকে শক্ত হওয়া ও চাপিলে লাগা ; ফুঁড়ুনি। পালা জ্বরের পর প্লীহা ও তজ্জন্য উদরী।

আকন—অত্যন্ত জ্বর, প্লীহা-ব্যথা ও টাটানি, বিশেষ তরুণ রোগে।

আয়স-কা—সবিরাম জ্বর এবং প্লীহা শক্ত হওয়া ও ফুলা।

আগারিকস—প্লীহার আকার বৃদ্ধি, তথায় ব্যথা, শ্বাস গ্রহণে হুলফুটুনি, বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে কষ্ট, ডান পার্শ্বে সচ্ছন্দতা লাভ।

আরানিয়া—কুইনাইনে চাপা পুঁতিজ্বর, প্লীহা চাপপানা হওয়া, শরীর ভার, অনিদ্রা, হাতের পোঁছা বিবৃদ্ধি বোধ, প্লীহার আকার খুব বড়, রোগীর রক্তস্রাব, বাদল হইলেই বা প্রতিদিন বা সপ্তাহ বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর—ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

আর্ণিকা—বাম পাঁজরার নিম্নে বেদনা ও তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট, অতিরিক্ত বমন, বিশেষ আঘাত বা পতন জন্য রোগ ও রক্ত উঠা; অথবা প্লীহা ফুলা ও উহাতে খুঁচুনি এবং অঘোর অবস্থায় নিস্তব্ধ থাকা।

আর্স—বাম কোঁক সেঁটে ধরা, তথায় ফুঁড়ুনি ও যেন ছিঁড়িতেছে বোধ হওয়া এবং বাম পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা; বিশেষ সবিরাম পুঁতিজ্বর কালে বা পরে। প্লীহার বৃদ্ধি, তাহা শক্ত হওয়া ও ফুলা, এবং তাহাতে দপ্দপানি ও অত্যন্ত জ্বালা; তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পান; কড়ার নিম্নে সর্ব্বদা দপ্দপানি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কখন কখন কাল রক্ত ভেদ ও বমন; মলদ্বার জ্বালা এবং পায়ের পাতা ফুলা। চাপড়া প্লীহা। প্লীহার বিগলন বা পচা ধরা অবস্থা। অধিক কুইনাইন ব্যবহার দরুণ প্লীহা ফুলা ও তাহাতে ব্যথা।

কাপ্স—প্লীহায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, উহা ফুলা ও স্পর্শে লাগা, বিশেষ সবিরাম জ্বরের পর।

কার্বো—পুরাতন সবিরাম ও কম্পজ্বর, পেট স্ফীত ও পূর্ণ হওয়া এবং প্লীহা-প্রদেশে চাপুনি, খিমচুনি, হানা বা চিড়িকমারা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

কাল্কা—বাম কোঁক প্রদেশে তীব্র খিমচুনি, দপ্দপানি ও চাপুনি। পুরাতন জ্বরে, প্লীহা রোগে এবং ধাতু প্রকৃতিস্থ করণ পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ—কখন ইহা ও সল্ফর পর্য্যায়ক্রমে দেওয়াতে অধিক উপকার।

চিন—আর্দ্রস্থানে বাস জন্য প্লীহার বৃদ্ধি ও কম্পজ্বর (আরানিয়া); প্লীহায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, উহা বড় শক্ত হওয়া ও উহাতে একলাগাড়ে ফুঁড়ুনি—বিশেষ ধীরে পদ সঞ্চালন কালে অথবা তথায় খোঁচা মারার ন্যায় যাতনা হইলে ইহাতে বিশেষ ফল হয়। পুতি উদ্ভাবিত সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অধিক পরিমাণে ব্যবহার হওয়াতে রোগ দ্বন্দ্বজ হয় এবং আরোগ্য করা

সুকঠিন হইয়া উঠে। তৎকালে জ্বর ও কুইনাইন রূপ বিষ, উভয়েরই চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্লীহার ব্যথা জন্য রোগী বাম পার্শ্বে শুইতে অশক্ত। জ্বরকালে উত্তাপ, তৃষ্ণা, আই ঢাই, এবং বিরাম কালে তিক্ত মুখ, গা বমি বমি, রক্ত বমন, অক্ষুধা, বা সর্ব্বদা খাই খাই এবং ভেদ, এমত স্থলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নক্স—প্লীহা প্রদেশ ফুলা, চলাফেরা, টেপায় ব্যথা বৃদ্ধি, গা বমি বমি, রক্ত বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা।

নেট্রমস—পুরাতন প্লীহা ও যকৃতের পীড়া এবং পুতি জ্বরের একটা উত্তম ঔষধ। প্লীহাপ্রদেশ ফুলা, জ্বালা, চাপুনী ও কুঁড়ুনী (বিশেষ শ্বাস গ্রহণ কালীন) ও মাথা ধরা।

পল্‌স—নম্রপ্রকৃতি পক্ষে; প্লীহাপ্রদেশ ফুলা, বেঁধা ও নড়ায় বৃদ্ধি; স্ত্রীলোকের রজঃবন্ধ বা স্বল্পতা দরুণ রোগে (মাক্রেটিন)

ফেরম—সবিরাম ও কম্পজ্বরের পর প্লীহা ফুলা, স্পর্শে ব্যথা, তথা খাল লাগা, কুঁড়ুনি। প্লীহার স্ফোটক, কখন কখন প্লীহার আকার ছোট হওয়ায় ইহা ব্যবহার্য্য।

বারাইটা—কম্পজ্বরের পর প্লীহা শক্ত হওয়া ও আকার বৃদ্ধি, বিশেষ পুরাতন রোগে।

বেল—প্লীহা-জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা, ভার ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে। জ্বর কমিলে প্লীহারও উপসম হয়।

ব্রাই—প্লীহা কামড়ানি, কুঁড়ুনি এবং ঐ প্রদেশ ফুলা, নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি, জ্বর, গা হাত ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ ও রক্ত বমন। কখন কখন ইহা ও রস পর পর ব্যবহার্য্য।

বোরাক্স—বিশেষ অর্শগ্রস্তের প্লীহা ও যকৃতের পীড়া।

ব্রোমাইন—প্রমেহ পীড়ার কুচিকিৎসার জন্য প্লীহার আকার বৃদ্ধি ও শক্ত হওয়া। যেন বাম কোঁকে একটা গোলা থাকা বোধ।

মার্ক-প্র—যথা শৌচ প্রস্রাব ও ঘর্ম্মাদি সুচারুরূপে না হওয়া জন্য প্লীহার রোগ।

রস—প্লীহা প্রদাহ, বিশেষ অতিরিক্ত শ্রম জন্য রোগ এবং ইহার অনেক লক্ষণ আর্ণিকা সদৃশ।

লাইকপ—পুরাতন রোগে, বিশেষ বাম কোঁক সেঁটে থাকাতে।

লাকাসি—বিশেষ চাপ্‌ড়া প্লীহা, তৎপ্রদেশে প্রচণ্ড ব্যথা ও সেঁটে ধরা।

সল্‌ফর—পুরাতন রোগে বিশেষ উপকারী—প্লীহা ফুলা ও শক্ত হওয়া এবং দৌড়িলে তথায় লাগা; জোরে শ্বাস গ্রহণে, বেড়াইতে, বা ভ্রমণে ও কাশিতে গেলে প্লীহার কুঁড়ুনি।

সিওনিথস—পুরাতন রোগে প্লীহা ফুলা ও কন্‌কনানি এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগার যাতনা বৃদ্ধি। মার্কিন ডাক্তারেরা ইহার অধিক প্রশংসা করেন এবং ইহার আদত আরক জল সহ মিশাইয়া জলপটি করিয়া প্লীহার উপর লাগান।

সেরিন্—প্লীহা প্রদেশে হুল ফুটুনি, ফুঁড়ুনি, নড়ায় বৃদ্ধি, শ্বাসে খর্ব্বতা ও উদরী। সোরা-বিষাক্ত-ধাতু জন্য ক্রূর রোগে ব্যবহার্য্য।

অগ্রমার্সী ও নেবা।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত বৃহদাকৃতি গ্রন্থিরূপ যন্ত্রকে যকৃৎ বা মেটুলি (মেট্‌লে) কহে। উহার বহির্ভাগ বা উপর পীঠের (Conver) দিকের প্রদাহ হইলে (Plurisy) অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহের ন্যায় উপসর্গ হয়। খুব জ্বর, ডান্ দিকে উপত্যকার (fulserib) পাঁজরার নিম্নে তীব্র বেদনা বা জ্বালা, কখন কখন উহা বুক ও ডান্ কাঁধ ও বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি হইয়া, ডান্ পার্শ্বে শয়ন-কালে উহা বাড়িয়া থাকে। চক্রের অন্ত ভাগের ন্যায় (Concave) যকৃতের যে খণ্ডের আকৃতি, তাহার পীড়ায় জিভে শাদা জর্দ্দা লেপ, কাট্‌নেকার, গা বমি বমি, বমন, তিক্ততার, প্রবল তৃষ্ণা, অত্যল্প প্রস্রাব ও জর্দ্দা বা কাল্‌চে বর্ণ, চক্ষু ও ত্বক হরিদ্রাবর্ণ, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা। এতদ্ভিন্ন যকৃৎ প্রদাহে ডান্ গাল কখন কখন অধিক আরক্তিম হওয়া, পেটে অধিক বায়ুসঞ্চয় ও ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা দুর্গন্ধ, ধূসর বা সুজা বর্ণের অজীর্ণের ভেদ, শ্বাস কষ্ট ও বিরক্তি জনক উৎকাশি, হাতের চেটো গরম হওয়া ও জ্বালা, ঘর্ম্ম প্রায় না হওয়া, সন্ধ্যায় জ্বরের প্রকোপ, সুনিদ্রার অভাব, যকৃৎ প্রদেশ গরম হওয়া, কখন কখন ফুলা ও ব্যথা, টেপায় লাগা, এবং অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করিলে বিকৃত শব্দ হওয়া, রোগীর সর্ব্বদা

বিমর্ষ নতুবা একগুঁয়ে ও খ্যাত্‌খোঁতে হইয়া পড়া। ক্রমশঃ বলক্ষয়, নাড়ীর দ্রুততা—ক্ষণবিলুপ্ত ও কম্পান্বিত। দড়্‌কা, দাঁতকপাটি লাগা, এ সমস্ত কুলক্ষণ। চক্ষু রোগ; অধিক মাত্রায় ঘোলাটে হল্‌দে প্রস্রাব; কখন কখন ভেদ হইয়াও রোগ সারে।

অধিক গ্রীষ্ম বা ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ দন্তোদ্গম ও মাই ছাড়ান কালে; কৃমি থাকা, বা আঘাত লাগা; অধিক বমনকারী ও রেচক, বিশেষ পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার; গরম দেশে বাস; সর্ব্বদা সুরাপান; অধিক পরিমাণে মাংস ও চর্বি খাওয়া; (এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারদিগের মদ্য মাংস প্রতি এত দ্বেষ) যথা আবশ্যকীয় শ্রম-রাহিত্য বা রৌদ্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম; শোক রোগ হিংসা প্রভৃতি মনের শান্তি নাশক কারণ, এই সকল হইতে রোগ প্রকাশ পায়। অষ্টাহ মধ্যে প্রদাহ উপশমিত না হইলে ইহা পুরাতন পীড়া বলিয়া গণ্য হয় এবং আরোগ্য হইতে অনেক সময় লাগে। পুরাতন রোগ সঙ্গে প্রায়ই অজীর্ণতার লক্ষণ দেখা যায়। মল ফেঁকাশে বা মেটে বর্ণের, সকালে গা বমি বমি, আহার করিলেই পেটের পূর্ণতা, ভার ও ব্যথা; মাথা ধরা, উদ্যম রাহিত্য, সর্ব্বদা ঘুম ঘুম, লজ্জা ও মনোমালিন্য।

নেবা, পাণ্ডু, কামাল।

যকৃতের বিকৃত অবস্থা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি, এই নিমিত্ত স্বতন্ত্র না লিখিয়া উভয়েরই চিকিৎসা এক স্থানে বর্ণিত হইল।

যকৃৎ-প্রদাহের যে সকল কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন পাথুরী থাকা, অধিক মাত্রায় কুইনাইন বা সেঁকো সেবনে এ ব্যাধি হওন সম্ভব। সর্ব্বপ্রথম চক্ষু, পরে সর্ব্ব শরীর, পরে প্রস্রাব এবং কখন কখন ঘাম পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হয়। অনেক সময় ইহার সঙ্গে অতিরিক্ত ও কষ্টকর গা চুলকুনি, মাথার জড়তা, জিবে শাদা লেপ, অরুচি, মুখতিক্ততা বা বেতার, বমন উদাম, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন। কখন কখন যকৃতে ব্যথা। ৩।৪ দিবসের নবপ্রসূতের শরীর হরিদ্রা, কিন্তু চক্ষু ও প্রস্রাব শ্বেতবর্ণ থাকে। পরিষ্কার ও গরম রাখিলে এবং কেবল মাত্র স্তনদুগ্ধ পানে ৮।১০ দিনে আপনা হইতেই হলুদ রঙ্গের ভেদ হইয়া সারে।

অধিক দিনের হইলে ২।৩ দিবস এক এক অনুবটীকা মার্ক দিলেই আরোগ্য হয়। শেষ থাকিলে একমাত্রা সল্‌ফর বিধি।

সচরাচর শিশুর নেবা পক্ষে কাল্কে ও মার্ক। তবে অবস্থা বুঝিয়া অপর গুলিও ব্যবহার্য্য। যকৃতের প্রদাহ ও নেবা, উভয় রোগে মাংস এবং ঘৃত, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য এককালে নিষিদ্ধ। টাট্‌কা দুগ্ধ, পাকা ফল, টাট্‌কা তরকারী, অন্ন, মুগ, মুসুর ডাউল, বৈকালে বা সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে রুটী দুধ ব্যবহার্য্য। তরুণ পীড়ায় জ্বরের পথ্য।

অগ্রমাস—তরুণ রোগে—আকন, আর্স, নক্স, পড, পল্‌স, মার্ক, বেল, ব্রাই।

——পুরাতনে—নক্স, সল্‌ফর, কাল্কা, চিন, পাইট্রি-আ, সিলিসা।

নেবা—সুরাপান জন্য—আর্স, নক্স, ফস।

——পিত্ত জ্বর হইতে— আকন, ক্রেটোল, জেল্‌স।

——উত্তেজনার জন্য—কামো, নক্স, ব্রাই।

——পুরাতন রোগে—নাইট্রি-আ, লেপ্টাণ্ড্রা।

——পিত্তাশ্মরী (পাথুরী জন্য)—আকন, কামো, নক্স, পড।

যকৃতের পীড়া ও নেবা।

আইড—চোট লাগা অথবা অধিক পারা ব্যবহার দরুণ যকৃতের পীড়া; মেটে প্রদেশে চাপুনি, ফুঁড়ুনি ও স্পর্শে বেদনা। নেবা, জর্দ্দা ত্বক, জিভে পুরু লেপ, অধিক তৃষ্ণা, গা বমি বমি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা শাদাটে ভেদ, সবুজ প্রস্রাব ও শীর্ণতা।

আকন—যকৃত প্রদেশে অসহ্য ব্যথা, প্রবল জ্বর; মাথা ফেটে পড়া, দীর্ঘ প্রশ্বাস বা অস্থিরতা; প্রস্রাব বন্ধ হইয়া মৃত্যু ভয়। বিশেষ যকৃতের উর্দ্ধ পীঠ প্রদাহ, উহা ছেঁড়া, জ্বালা—হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, অথবা রাগ বিরক্তি বা রক্তের গরমত্ব হেতু রোগে উপযোগী। নেবা, জ্বর; চক্ষু হলুদ, অনিদ্রা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ বা উভয় পর পর।

আরম—যকৃত প্রদেশ ও উপর পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাঙ্গাশ, সজ্ঞাটে বা পাটকেলে মল, অত্যল্প প্রস্রাব এবং হাঁটু হইতে নিম্নস্থল ব্যথাময় ও শ্রান্ত।

পুরাতন নেবা রোগ।

আর্স—যকৃতের একটী নির্দ্দিষ্টস্থানে অতিশয় ব্যথা। রোগী শুইতে অশক্ত, হুমড়ে বসিতে বাধ্য, যাতনায় সর্ব্বদা অঙ্গ নাড়ে। জ্বর, নিয়ত কাতরাণি, গা বমি বমি, কাল বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাল দুর্গন্ধ ভেদ, খুব তৃষ্ণা, যকৃৎ শক্ত হওয়া, জ্বরে উহা ফুলা ও ব্যথা; ডান কোঁক স্ফীত হওয়া ও প্রচণ্ড জ্বালা; কম্প ও পুঁতিজ্বর জন্য যকৃতের পীড়া; অজীর্ণের ভেদ ও বিকারের উপসর্গ; মনো-মালিন্য ও চটা; যকৃতে সামান্য ব্যথা, হাতে খাল লাগা, অত্যন্ত কষ্ট, পরে ঠাণ্ডা ঘাম।

পালাজ্বরদরুণ নেবা এবং ঐ সঙ্গে মস্তকের চর্ম্মরোগ (যথা, গুঁক নেড়ে ও খুস্কি পড়া) হইলে এবং ত্বক হরিদ্রা ও শাদাটে এবং মল দুর্গন্ধ হইলে, ইহা ও পলস্ পর পর বিধি। গর্ভাবস্থায় নেবা অথবা যকৃতে আব বা ক্ষত থাকা জন্য নেবা।

কামো—তরুণ রোগ এবং ঠাণ্ডী বা ক্রোধবশতঃ রোগে বিশেষ উপকারী। যকৃত প্রদেশ গরম হওয়া, ফুলা ও ব্যথা, জিভে ছাতা পড়া, পেটে বায়ু সঞ্চয়, সব্জা বা জর্দ্দাটে ভেদ, মুখে তিক্ততার ও সন্ধ্যায় জ্বর। আহারের অত্যাচার ও পেটের পীড়া, বড় চটা এবং কেবল কোলে নে বেড়ানয় স্থির থাকা, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পাকাশয়ে চাপ ও মাঝে মাঝে মন কেমন করা, এমত স্থলে ব্যবহার্য্য। অধিক বাতাসলাগা জন্য মেটে-স্ফীত ও শ্বাস ঠাণ্ডা হইলে ডাং লুজি এই ঔষধ ও মেসমেরিজম বা ঝাড়ান ব্যবস্থা করেন। নবপ্রসূতের নেবায় এবং হিম লাগা বা বিরক্তি ও রাগ হইতে উৎপন্ন রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ী।

কার্ব্বো—বেড়ানকালে যকৃতে চাপুনি ও ছেঁড়া জন্য চীৎকার, প্যাঁথলানি, কুঁড়ুনি ও যেন উহার অভ্যন্তর টুকরা টুকরা করিতেছে বোধ হওয়া; তথায় রক্তসঞ্চয় এবং কখন ব্যথা, কখন বা সেঁটে ধরা, এরূপ পর পর হইলে। সোরা-বিষ, শীত বা সবিরাম জ্বর জন্য নেবা বা কামাল রোগ; কোষ্ঠবদ্ধতা বা শাদাটে ভেদ ও লাল-রক্ত-মিশ্রিত প্রস্রাব; চর্বি বা ঘৃত আহার জন্য রোগে (পলস্); পেট ঢোল হওয়া ও শূল বেদনা, চটা ও রাগাশক্ত হওয়া।

কার্ব্বস-ম—যকৃৎপ্রদেশ ভার, মাথা ধরা, মুখে তিক্ততার, জিভ শাদা ও

তাহার অগ্রভাগ এবং ধার লাল হওয়া, গা বমি বমি, সন্ধ্যাটে টক্ বমন, প্রস্রাব ও মল হরিদ্রাবর্ণ। নেবা ও পাথুরী, সামান্য সর্দ্দি, পাকাশয় ব্যথা, মুখে জলউঠা ও বমন, স্মরণশক্তির হ্রাস হওয়া।

কালী-কা—যকৃৎ ফুলা, ব্যথা এবং বুকের ডানদিকের বেদনা কাঁধে উঠা, ফুঁড়ুনি, সেঁটে ধরা ও ভার, খাল লাগা, স্পর্শে বেদনা ও তৎপ্রদেশ গরম হওয়া ও জ্বালা, কেবল ডানপার্শ্বে শুইতে পারা, প্রস্রাবে পূযের থাক্‌রী, যকৃতে স্ফোটক। নেবা, হরিদ্রাবর্ণ ও বলক্ষয়।

কালী-ব্রাই—যকৃতের তরুণ-প্রদাহ ও পাক্‌ধরা। পুরাতন রোগ ও পিত্তের কম্ ক্ষরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা।

কোনাই—যকৃতে ব্যথা, বেড়ানকালে ছেঁড়া, থেকে থেকে কুঁড়ুনি জন্য শ্বাস-রোধ, মেটে ফুলা ও শক্ত হওয়া। পুরাতন পীড়ায় ব্যবহার্য্য। নেবা, জর্দ্দাবর্ণ, গ্রন্থি আওরাণো, প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ, কিন্তু কিছু পরে মুত্রত্যাগ, শয়নে কাশি।

ক্রোটাল—চক্ষু বসা, নিস্তেজ ও জর্দ্দাটে হওয়া; মুখ সীসার বর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, জিভ ফুলা, গলার শুষ্কতা, গা বমি বমি, ঠাণ্ডা ত্বক, যকৃত প্রদেশে জ্বালা, তৎসহ চাপুনি, সবুজ বা কাল বমন, পেট জ্বালা, শ্বাসে কষ্ট, অত্যন্ত পিপাসা, বুক সেঁটে ধরা।

চিন—যকৃৎ স্ফীত ও শক্ত হওয়া এবং তথায় অধিক রক্তসঞ্চয় ও যেন ক্ষত থাকা বোধ এবং স্পর্শে ব্যথা, পেটে অধিক বায়ু হওয়া ও অপাক মল, বদন ও হাতের শিরা ফুলা। অধিক রসরক্ত-ক্ষয়, অধিক সুরাপান বা কাম-চরিতার্থিতা, অতিরিক্ত শ্রম, অধিক পারা ব্যবহার জন্য নেবা, অথবা কিছু দিন ভাল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ, বা পীড়িতের অধিক ঘর্ম্ম হইলে কিম্বা পীড়ার কসুর থাকিলে এবং ইহার সঙ্গে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, পেট ফাঁপা ও অজীর্ণের ভেদে ইহা ব্যবহার্য্য। জলা-প্রদেশের পুঁতি-উদ্ভাবিত জ্বর হইতে উৎপন্ন নেবা সহ পৈত্তিকের ভেদ।

চেলি—যকৃতে বেদনা এবং উহা ঊর্দ্ধে ডান কাঁধে উঠা, হৃদয়ের অসম স্পন্দন। পুরাতন যকৃৎ ও প্লীহার পীড়া, নেবা, পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়। নেবা; চক্ষু ও ত্বক, বিশেষ হাতের চেটো হরিদ্রাবর্ণ; যকৃতের বাম দিক স্ফীত হওয়া ও ডানকাঁধ চাপায় লাগা।

জ্যালাপ-সা—যকৃৎ-প্রদেশে ফুঁড়ুনি, ডানপাখুরার নিম্নে ব্যথা, প্রস্রাব ও মল জর্দা, রাত্রি চারিটার সময় ঘুম ভাঙ্গা এবং আর নিদ্রা না হওয়া ও মাথার পিছন দিক ধরা।

জেল্‌স—সেবা, অবসন্নতা, নিস্তেজ হওয়া, মাথাধরা, মেটে ও দুর্গন্ধ বাহ্যে, চক্ষুর পাতা ভার ও খুলিয়া রাখিতে না পারা, জিভে জর্দা লেপ।

ডিজিট—যকৃৎ ব্যথাযুক্ত ও শক্ত, নাড়ী মৃদু ও অসম, জিভ শাদা লেপযুক্ত, গা বমি বমি, মল চক্ খড়ির ন্যায় শাদা। সেবা, পিত্ত-কোষ-প্রদেশে ব্যথা, ঘোলাটে ও কাল্‌চে প্রস্রাব—ছিড়িক ছিড়িক করিয়া ত্যাগ। পর পর শীত ও তাপ। শিশুর কাঁদুনে-স্বভাব।

নক্স—রাগজন্য পীড়া, যকৃৎ প্রদেশ স্ফুল ও শক্ত হওয়া (বিশেষ অধিক কুইনাইন ব্যবহার জন্য) এবং ঐ স্থলে যেন ফোড়া হইয়াছে বোধ হওয়া, স্পর্শে লাগা, ডান দিকের ক্ষুদ্র পাঁজরার নিম্নে খুঁচুনি ও দপ্‌দপানি এবং ঐপার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা; ত্বক হরিদ্রাবর্ণ, পৈত্তিকের বমন, অরুচি, অনিদ্রা (বিশেষ তিনটা রাত্রির পর)। মদ্যপায়ীর ও পুরাতন রোগে, বিশেষ ডাক্তারি চিকিৎসার ফেরৎ রোগীর পক্ষে বিশেষ খাটে এবং অন্য উপসর্গ সহ টক বা তিক্ততার, গা বমি বমি, অত্যন্ত শিরঃ পীড়া ও শ্বাসখর্ব্বতা থাকিলে ইহার পর সল্‌ফর।

সেবা—হরিদ্রাবর্ণ, খাদ্যে ঘৃণা, যকৃতে ব্যথা, গা বমি বমি, তিক্ত বমন, সন্ধ্যায় গা চুল্‌কুনি, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা ও পরে দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শ্রমবিমুখতা ও নৈশ-খোরের পীড়া।

নাইট্রি-আ—যকৃৎ-প্রদেশে চাপুনি ও সেঁটে থাকা, চেঁচাইলে তথায় ফুঁড়ুনি; পুরাতন রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ এ রোগ সহ উদরী থাকিলে। সেবা, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ; পাতলা ভেদ হইলেও বাহ্যের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত মলাশয় ছিঁড়ে পড়া; ঘোড়ার চোনার ন্যায় প্রস্রাব।

পড—যকৃতের তরুণ রোগ, ডান কোঁকে ব্যথা ও ভার এবং তৎস্থানে সর্ব্বদা ঘর্ষণ ও নাড়া, তিক্ততার, তৃষ্ণা, বমন, শাদা ভেদ ও গোগুল বাহির হওয়া, পাকাশয় হইতে পিত্তকোষ পর্য্যন্ত ব্যথা ও তৎসহ অত্যন্ত গা বমি বমি। সেবা ও শরীর হরিদ্রাবর্ণ।

পল্‌স—তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য আহার জন্য ; উদরাময় হইতে যকৃতে প্রদাহ ; ঐ প্রদেশ সেঁটে ধরা, বেঁধা, জিহ্বায় ক্লেদ, অরুচি, মুখে কটু তার বা বেতার, উপর পেট ফুলা, দিবসে সর্ব্বদা শীত শীত এবং রাত্রে থেকে থেকে যাতনা বৃদ্ধি, গা বমি বমি, সবুজ হড়্‌হড়ে ভেদ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ ও মূত্রদ্বার কন্‌কনানি, রাত্রে মাঝে মাঝে মন কেমন করা। নম্র-প্রকৃতির রোগ। নেবা, অধিক কুইনাইন ব্যবহারে পিত্তসঞ্চারের বিকৃতি ভাব ; উদরাময় ও জ্বর।

প্লম্বস—নেবা, চক্ষু, বদন ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, রাত্রে বমন।

ফস—যকৃতে পাক ধরা, ক্ষয়জ্বর, রাত্রে ঘাম ; ডান কোঁক স্ফীত হওয়া, পাকাশয় হইতে পিত্তকোষ পর্য্যন্ত ব্যথা, যকৃৎ-প্রদাহ ; জিভে লেপ, কদর্য্য তার, পুনঃ পুনঃ শাদা বাহ্যে, তৎসহ তৃষ্ণা এবং যকৃৎ ক্ষুদ্রাকার হওয়া। নেবা সহ ফুস্‌ফুসের পীড়া বা মস্তিষ্কের রোগ থাকিলে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় নেবা, তৎসহ উৎকাশি ও অনিচ্ছাধীন কাল্‌চে প্রস্রাব ; শাদাটে, ধূসর, প্রচুর ভেদ। ত্বক ও চক্ষু হল্‌দে, রোগী হতাশ ও ম্লান।

বার্ব—নেবা ও প্রচুর জলবৎ ভেদ, কদাচিৎ কঠিন মল ; প্রস্রাব খুব জর্দ্দা বা ঘোলাটে ; ধরিলে তাহাতে অধিক তলানি পড়া ; কখন বায়সবৎ ক্ষুধা ; কখন বা খাদ্যে ঘৃণা ; অতিরিক্ত তৃষ্ণা বা জলে দ্বেষ ; নিয়ত পেটফুলা ও মাঝে মাঝে শব্দবিশিষ্ট মরুৎত্যাগ ও যকৃৎ-প্রদেশে চাপ।

বেল—যকৃতে তীব্র বেদনা, ও কাতরাণি—চাপিলে, কাশিলে, নড়িলে, বা ডানপার্শ্বে শুইলে যাতনা-বৃদ্ধি এবং ডান কাঁধ ও ঘাড় পর্য্যন্ত ঐ ব্যথা বিস্তৃত হওয়া। বদন আরক্ত, চক্ষু লাল, মুখ ও গলা শুষ্ক। ঘুম ঘুম ভাব, অথচ ঘুম হয় না—আইঢাই। সোণার বর্ণের প্রস্রাব, বুক-ব্যথা ও শ্বাস-কষ্ট। ইহা, মার্ক বা লাকাসি সহ পর পর দেওয়া হয়। অধিক কুইনাইন বা পারা ব্যবহার জন্য নেবা, তৎসহ পাথুরী, মস্তিষ্কের উপসর্গ, মাথা তুলায় ঘোরা, পেট গরম হওয়া ও স্পর্শে লাগা। অজীর্ণ খাদ্য, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন এরূপ স্থলে প্রযুজ্য।

ব্রাই—যকৃতে জ্বালা, কুঁড়ুনি ; ডান কাঁধ ব্যথা। মুখে জর্দ্দারং ; জিভে জর্দ্দা লেপ। মুখ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও এককালে অধিক পান, বুক

ভার, শ্বাস কষ্ট, জ্বর, পেট বড় ও শক্ত হওয়া এবং টেপায় লাগা। পুরাতন প্রদাহ, বিশেষ বাত-গ্রস্তের। নেবা—চক্ষু জর্দ্দা, জ্বর, তৃষ্ণা, কপাল ও চেটো অধিক গরম, আহার বা পানের কিছু পরেই বমন; গা, হাত ব্যথা, উঠে বসায় গা বমি বমি ও মূর্চ্ছাবৎ হওয়া, স্থির শয়নে ভাল থাকা। বিশেষ অধিক ক্যালামেল্ বা পারা ব্যবহার থাকিলে।

মাইরিকা—যকৃতে অতীব্র বেদনা, পীঠ সেঁটে ধরা ও অধিক যাতনা, জিভ হল্‌দে বা ময়লা যুক্ত, সর্ব্বদা আহারে ঘৃণা, টকে স্পৃহা।

মায়িসা-ম—যকৃৎ প্রদেশে সেঁটে ধরা ও ব্যথা—বেড়ানয়, স্পর্শে, ডান পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, উহার বৃদ্ধি। ডান কোঁকে জ্বালা ও ফুঁড়ুনি, চাপিলে স্বস্তি। পুরাতন প্রদাহ, মেটের আকার বৃদ্ধি, অক্ষুধা, তিক্ত তার ও উদ্গার। নেবা—মুখ ও জিভ জর্দ্দাটে, মল ধূসর, প্রস্রাব ঘোলাটে, শ্বাস খর্ব্ব, বুক ধড় ফড়, পায়ের পাতা থেকে ডিম পর্য্যন্ত স্ফীত, দুর্ব্বল, শীর্ণ।

মার্ক—ডান পার্শ্বে শয়নে অক্ষতা, যকৃৎ-প্রদেশে চাপুনি ও ফুঁড়ুনি, কাশি, হাঁচিকালে বুক হইতে পীঠের দিকে ফুঁড়ুনি; যকৃৎ স্পর্শে লাগা, শ্বাস প্রশ্বাসে ও উদ্গারে কষ্ট। তরুণ যকৃৎ প্রদাহ, উহা শক্ত হওয়া ও ফুলা, দুর্গন্ধ ভেদ, কটু প্রস্রাব, পুনঃ পুনঃ শীত, অধিক লালা ভাঙ্গা, অধিক পারা ব্যবহার দরুণ যকৃতের পীড়ায় হিপর মার্ক উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেবার উৎকৃষ্ট ঔষধ; শরীর হরিদ্রাবর্ণ, স্থানে স্থানে ব্যথা, দুর্ব্বলকারী ঘাম, পর পর আকান ভাগ থাটে।

রিয়ম—অপক্কফল আহার দরুণ নেবা, শাদাটে ও টক ভেদ এবং শরীর হরিদ্রা বা মেটে বর্ণ।

লাইক—যকৃতে প্রচণ্ড ব্যথা, শ্বাস গ্রহণে সেঁটে ধরা, চাপুনি, খাল লাগা, খিম্‌চুনি, ফুঁড়ুনি ও কাশি-কালীন চিড়িক মারা ও অভ্যন্তরে যেন চুলকুনি, বিশেষ পুরাতন প্রদাহ ও ঐ সঙ্গে ফুস্‌ফুস রোগ থাকিলে বিশেষ খাটে। পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও শব্দ সহ উহা নিঃসরণ, এক পায়ের পাতা গরম, অপর পাতা ঠাণ্ডা এবং নাকের পাতা ক্রমান্বয়ে চোপ্‌সান ও স্ফীত হওয়া, ইহার বিশেষ লক্ষণ। নেবা—জর্দ্দাটে মুখ, খুব ক্ষুধা কিন্তু অল্পাহারে তৃপ্তি, একগুঁয়ে ও চটা ভাব; ভয় হইতে রোগ উৎপত্তি, নিদ্রার পর যন্ত্রণাধিক্য।

লাকটুকা—যকৃৎ ও প্লীহার তরুণ ও পুরাতন—উভয় রোগ ; বিশেষতঃ ডানকোঁকে ফুঁড়ুনি, মেটে থ্যাথলানি, ও সেঁটে ধরা, চাপুনি, ভার ও ফুলা। প্লীহা-প্রদেশ ফুঁড়ুনি।

লাকাসি—সুরাপায়ীর যকৃৎ প্রদাহ, তৎপ্রদেশে ব্যথা ও স্ফোটক হওয়া।

লারো—তরুণ ও পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ এবং আকারের বৃদ্ধি হওয়া, যকৃৎ দপ্‌দপানি, যেন তথাকার ফোড়া ফাটিবেক বোধ হওয়া ও অভ্যন্তরে ঘা থাকার ন্যায় অনুভব। শ্বাস গ্রহণ কালে কাঁধ ব্যথা। বহু বৎসরের শক্ত মেটে ইহা সেবনে আরোগ্য হয়।

লেপ্টাণ্ড্রা—যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা ; নিয়ত গা বমি বমি ও বমন, জিভে জর্দ্দা লেপ, কালবর্ণের শৌচ প্রস্রাব।

নেবা—পিত্তকোষ ব্যথা, মেটে বর্ণের ভেদ।

সল্‌ফর—একহারা, কোলকুঁজো, বিশেষ যাহাদের ব্রহ্মতালু সর্ব্বদা গরম থাকে বা ধাতু-বিকৃতি জন্য কোন ঔষধ খাটিতেছে না কিম্বা পাল্টে পাল্টে পড়া, অথবা যথায় রোগের কসুর থাকা বা অধিক কুইনাইন ব্যবহার জন্য রোগ, এমত স্থানে সমূহ ফলদায়ী, বিশেষ অনিদ্রা ও চর্ম্মরোগ থাকিলে। যকৃৎ-প্রদেশ সংকোচন, সেঁটে ধরা ও জ্বালা, ফুঁড়ুনি, খিমচুনি, স্পন্দন ও স্পর্শে লাগা, ফুলা ও শ্বাস-রোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভোরে ভেদ, শ্বাসরোধ, ক্ষয় জ্বর, রাত্রে গা চুল্‌কুনি। নেবা—বিশেষ অধিক বয়স্ক বালক পক্ষে, হল্‌দে ত্বক, কৃমি বমন।

সিলিসা—ডান কোঁকে একলাগাড়ে চাপুনি, যকৃৎ-প্রদেশ শক্ত হওয়া, ফুলা, তথায় গুপ্‌গুপুনি ও ক্ষত থাকা বোধ হওয়া, বেড়ানয় ও টেপায় যাতনা বৃদ্ধি, যকৃতে স্ফোটক। নেবা, অনেক পূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত, বিশেষ মল বাহির হইয়া ভিতরে সেঁধন।

সিকেল—যকৃৎ-প্রদাহ, শেষ উহার বিগলন বা পচা ধরা।

সেপি—যকৃৎ-প্রদেশ স্পন্দন, প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি, স্পর্শে ব্যথা, টাটানি ও পূর্ণতা বোধ, প্রচণ্ড খাল লাগা ও বায়ু নিঃসরণে সমতা। নেবা—যকৃৎ ব্যথাযুক্ত, চক্ষুর পাতা জর্দ্দা, নাকের এড়এড়ি জর্দ্দা দাগযুক্ত।

হাইড্রাসটিস—ত্বক ও চক্ষু জর্দ্দাটে, মল ফেঁকাসে, নেতান।

হিপর—যকৃৎ-প্রদেশে ফুঁড়ুনি, বেড়ানকালে উভয় কোঁকে যেন রক্ত সঞ্চয় ও প্রতি পদক্ষেপে যেন রক্তের গতিবিধি রোধ অনুভব হওয়া। মেটেতে পাক ধরিলে এবং অধিক পারা ব্যবহার দরুণ রোগে। নেবা, চক্ষু ও বর্ণ হল্‌দে, প্রস্রাব জর্দ্দা, বাহ্যে মেটে রঙ্গের।

জাহাজ বা নৌকারোহণ দরুণ গা বমি বমি ও বমন।

পূর্ব্বকালে হিন্দু আর্য্যেরা বাণিজ্য নিমিত্ত সমুদ্র পথে গমন করিতেন। শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যে ইহা বহুদিন অপ্রচলিত ছিল, এক্ষণে পুনরায় চলিতেছে এবং ক্রমশই ইহার শ্রীবৃদ্ধি যে হইতেছে তৎপ্রতি কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিলাত যাওয়ায় যদিও গোঁড়ারা গোল করেন, কিন্তু লঙ্কা ও ব্রহ্মদেশে অনেক সুব্রাহ্মণও কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতেছেন এবং তৎপক্ষে কাহাকেও কোন আপত্তি করিতে দেখা যায় না। জাহাজে চড়িলে ধাতু বিশেষে অনেকের অত্যন্ত মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত গা বমি বমি ও বমন হয়, এমন কি, পেটে কিছুই থাকে না—খাদ্য, জল, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সবই উঠিয়া পড়ে, তাহাতে খুব দুর্ব্বল করে। যত দিন না জাহাজের গতি সহিয়া যায়, তত দিন কম বেশী যাতনা থাকে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি ঔষধ জানা থাকিলে নিজের বা সঙ্গীদের উপকার হওয়া সম্ভব।

আর্স—অত্যন্ত গা বমি বমি, প্রচণ্ড কাটনেকার, এবং কিছু উদরস্থ হইলেই তাহা উঠিয়া পড়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, অল্প অল্প ও বহুবার পান, বলক্ষয়, নৈরাশ্য ও মৃত্যু ভয়।

ইপি—নিয়ত ও এক-লাগাড়ে গা বমি বমি; প্রচুর খোলসা বমন, কিন্তু উহাতে বিশেষ দুর্ব্বল না হওয়া (পূর্ব্ব ঔষধের বিপরীত)।

ককু—শয্যা হইতে উঠা বা দাঁড়ানয় মাথাঘোরা। অতিরিক্ত গা বমি বমি ও বমন এবং নৌকা বা জাহাজ টলমল করায় উহা বৃদ্ধি। আহার বা পানে যাতনার আধিক্য।

নক্স—জাহাজ চড়িবার পূর্ব্বে ইহা সেবন করিলে রোগ প্রকাশ না পাইবার সম্ভাবনা; সে বিধায়ে দুই চারি মাত্রা পূর্ব্বে খাওয়া বিধি।

রোগীর শয়নাবস্থায় থাকাই বিধি। যে স্থলে ঔষধ না পাওয়া যায়, তথায় মধ্যে মধ্যে টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ খাইলে ভাল হয়।

অন্ত্র বৃদ্ধি—গোঁড়।

পেটের মধ্যস্থিত নাড়ীভুঁড়ি বা অন্ত্র স্থানভ্রষ্ট ও উচ্চ হইয়া আবের ন্যায় প্রকাশ পায়। সকল অবস্থার ও সকল বয়সের লোকেরই ইহা হইতে পারে। নাভি-প্রদেশে ওরূপ হইলে উহাকে গোঁড় কহে। নবপ্রসূতের ও অনেক সন্তান-প্রসবিনীরও এ রোগ হয়। বালিকার উরুতে এবং পুরুষের কুঁচ্‌কী ও কোষে, অন্ত্র কখন কখন নামে। এই সর্ব্ব প্রকারকেই অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia) বলে। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে সহজে যথাস্থানে আবার সন্নিবেশিত করা যায় এবং কতকগুলি পুরু বা সংযোজিত হওয়ার দরুণ ওরূপ করা যায় না; উহারাই উচ্চ হইয়া থাকে। কতক নাড়ী বাহির হইবার পর উহাদের পথ সংকোচিত হওয়ায় আর ভিতরে সেঁধয় না। সেই অন্ত্রের রসরক্তের গতিবিধি এককালে বন্ধ হয়। পেট সেঁটে ধরে ও শূলের ন্যায় ব্যথা হয়। বাহের ইচ্ছা, কিন্তু মলত্যাগে অক্ষমতা এবং ঐ সঙ্গে কমবেশী জ্বর। ইহার পর বমন। প্রথম পাকাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। শেষ অন্ত্রস্থ পদার্থ সকল উঠিতে থাকে। কিছুপরে ঐ স্থান প্রদাহিত হয়। স্পর্শে লাগা, উদ্গার ও আক্ষেপযুক্ত হিক্কা; কিয়ৎকাল এইরূপ ভয়ানক যন্ত্রণার পর ব্যথা হঠাৎ বন্ধ হইয়া চক্ষু ঘোলাটে, মুড়া ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলুপ্ত এবং প্রদাহিত-অন্ত্র কালবর্ণ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ঔষধ দ্বারা ব্যথা কমাইয়া অন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে না পারিলে রোগীকে শস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। রোগীকে চিত করিয়া শুয়াইয়া হাঁটু দুইটি পেটের দিকে তুলিয়া অতি নিকটা-নিকটি রাখিবা, পরে আপনার বাম হাত দিয়া, স্ফীত বহির্গত অন্ত্রটা ধরিয়া ডানহাতের আঙ্গুল ঐ ফুলার উপর দিয়া ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া উহাকে ঠেলিয়া উপর দিকে তুলিতে অর্দ্ধঘণ্টা কাল চেষ্টা করিবা। ফল না দর্শিলে, এবং তৎস্থানের প্রদাহ, ব্যথা, জ্বালা ও বমন হইতে থাকিলে, দশ কুড়ি মিনিট অন্তর আকন এবং তাহাতে উপকার না দর্শিলে, ইহার সহ নক্স

পর পর দিবে অথবা বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করিবে। অন্ত্র যথা স্থানে সন্নিবেশ করিতে পারিলে, আর ওরূপ না হয়, সেই নিমিত্ত কোনপ্রকারে ঐ প্রদেশ চাপিয়া রাখা আবশ্যক। ট্রস নামক যন্ত্র বিশেষে এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রাত্রে ঐ ট্রস খুলিয়া রাখিবে এবং প্রাতে উহা পুনরায় পরিবে। ইহা ব্যবহার দরুণ ঐ স্থান টাটাইলে গরম জল দিয়া তথায় ফোমেণ্ট অথবা প্রত্যহ আর্ণিকার আদত আরকের জল দিয়া একবার করিয়া ধৌত করিলে ব্যথা দূর হইবে। গোঁড়পক্ষে পাঁচ ছয় পুরু সরু শক্ত নেক্ড়ার পটি করিয়া তাহা নাভির উপর রাখিয়া হাত দিয়া চাপিয়া উহা এড়োএড়ি ঢেরার মতন করিয়া বাঁধিবে। কাক (Cork) বা অন্য হাল্কাকাঠের ছোট চাকা লইয়া গোঁড়ের উপর চাপিয়া রাখা বিহিত।

অতিরিক্ত শ্রম, বড় মোট তোলা, অথবা স্থানীয় দুর্ব্বলতা জন্য, কাশি, হাঁচি, অধিক কোঁতপাড়া ইত্যাদি উপলক্ষে এই রোগ হঠাৎ বা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

আকন—পীড়িত স্থানের প্রদাহ, পেট বেদনা, জলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বালা, খুব জ্বর, অন্ত্র আবদ্ধ বা অবরুদ্ধ হওয়া, তিক্ত বমন, ঠাণ্ডা ঘাম, অস্থিরতা।

আণ্ট— অত্যন্ত কান্নাজন্য রোগ, শাদা জিভ, বমন, ভেদ ও অল্পঅল্প কাশি।

আরম—শিশুর কান্নাজন্য অন্ত্রবৃদ্ধি, ডান কুঁচ্‌কীর ভিতর দিয়া অন্ত্রের স্বস্থানভ্রষ্ট হওয়া ও আক্ষেপ। ঠাণ্ডাদরুণ অথবা পৈত্রিক বা পুরুষানুগত (Hereditary) পীড়া।

ওপি—মুখ লাল, পেট শক্ত ও স্ফীত ; কুঁচ্‌কী প্রদেশে অন্ত্র নামা ও তথায় অবরুদ্ধ হওন জন্য তৎস্থানে ব্যথা এবং পচা গন্ধের উদ্গার ও বিষ্ঠা এবং মূত্র বমন। ইহাতে আশু ফল না পাইলে প্লম্বম ব্যবহার্য্য। ইহা নক্সের পর খাটে।

ককু—অধিক কান্নার দরুণ গোঁড় বা নাভির অন্ত্র বৃদ্ধি। কুঁচ্‌কীর অন্ত্র বৃদ্ধি, খুব ক্ষুধা, কান্না ও শীর্ণ হওয়া। কোষে অন্ত্র আবদ্ধ হওয়া ও ফুলা। অত্যন্ত শীত, পেট জ্বালা, কন্‌কনানি, বমন। বদন উত্তপ্ত লাল ও ঘর্ম্মাবৃত। বেদনা বৃদ্ধিতে এই ঔষধ উত্তম খাটে।

কামো—প্রচণ্ড চেক্‌ড়ানি জন্য কুঁচ্‌কী প্রদেশে অন্ত্র নামা ও তথায় চাপুনি। অনবরত ভেদ ও অত্যন্ত অস্থিরতা, কোলে লইয়া বেড়ান ভিন্ন কিছুতেই শান্ত না হওয়া।

কাল্কা—কফাংশ-ধাতু ও যাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বড়। শিশুর এককালে বহু অন্ত্র বৃদ্ধি।

নক্স—পেট ব্যথা, পা তোলা ও ছোড়া। অক্ষুধা, রাত্রে অধিক কান্না, গোঁড় বা অন্ত্র নীল কাল্‌চে বর্ণ এবং অবরোধিত হওয়ায় তিক্ত বমন ও শ্বাস-কষ্ট। আহারে ব্যতিক্রম, ঠাণ্ডী লাগা বা অধিক গরম হওয়া কিম্বা প্রচণ্ড রাগ জন্য রোগ, অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ইহা দিয়া প্রতিকার না হইলে ওপি বিধি। শিশু ও স্ত্রীলোকের গোঁড়ে অধিক ব্যবহার্য্য। শিশুর অধিক কান্নার জন্য গোঁড় দেখা দেওয়া।

প্লম্বম—সীসা-ঘটিত শূলের অকথ্য ও ভয়ানক যন্ত্রণাকালে নাভি ও কুঁচ্‌কীতে অন্ত্র বৃদ্ধি হওয়া।

বেল—কুঁচ্‌কীর অন্ত্র বৃদ্ধি, বিশেষ ঠাণ্ডী লাগায়।

বোরাক্স—অন্ত্র বৃদ্ধি সহ দিন রাত্রি কান্না, উপর হইতে নীচে নামিতে ভয়; এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় কোল হইতে বিছানায় শোয়াইতে গেলে ভয়ে জাগিয়া উঠা।

ভেরাট—অন্ত্র বৃদ্ধি সহ কাটনেকার ও অনবরত বমন, নড়িলে বৃদ্ধি, নেতান, মুড়া ঠাণ্ডা, বদন তোবড়ান ও কাল্‌চেবর্ণ ও ঠাণ্ডা ঘর্ম। ইহাতে ফল না দর্শিলে বেলু।

লাইক—অতিরিক্ত চেক্‌ড়ানির জন্য কুঁচ্‌কী প্রদেশস্থ অন্ত্র বৃদ্ধি, বিশেষ ডান দিকের। তাহাতে ব্যথা, টাটানি, ছেঁড়ার ন্যায় বোধ হওয়া, বিশেষ নাড়া চাড়া পেলে। বায়ু জন্য অত্যন্ত পেট ফুলা ও ডাকা এবং প্রস্রাবে লাল লাল বালি ও উহা ত্যাগকালে কান্না। ঋতুর পর অন্ত্র বাহির হওয়া ও সে সঙ্গে ছেঁড়ার ন্যায় যাতনা।

ষ্টাকিস—আঘাত বা চোট লাগার জন্য কুঁচ্‌কীতে অন্ত্র নামা।

সল্‌ফর—আট দশ দিনের শিশুর নাভি প্রদেশে ব্যথা ও টাটানি। আকন ব্যবহারে রোগের তিক্ত বমন টক হইলে ইহা প্রযুজ্য। অথবা রোগ

ক্রুর—ধাতু বিকৃতি জন্য সারিয়াও সারে না—তথায় প্রথমতঃ ইহা ব্যবহার করিয়া আবশ্যক হইলে অন্য সদৃস ঔষধ দেওয়ায় নির্ব্যাধির সম্ভাবনা।

সল্‌ফর-আ—কোমরের ডান দিকে অন্ত্র যেন ভিতর হইতে বাহিরে ঠেল মারা, কাশিতে বা জোরে শ্বাস লইতে অক্ষমতা, পরে থাকিয়া থাকিয়া অতিশয় বেদনা সহ অন্ত্র কুঁচ্‌কীতে প্রবেশ, বিশেষতঃ কথা কহা কালীন। পীড়িতাবস্থা বা ধাতু পরিবর্ত্তন, উভয় পক্ষেই ইহা উত্তম ঔষধ।

সিনা—ঘুমন্ত অস্থির হয় ও পাঁচ মিনিট কাল থাকিলেই কাঁদে। দিন রাত্রি দোলায় বা কোলে লইয়া বেড়ানয় শান্ত থাকে, এমত অবস্থায়। ইহার দুই শত ক্রমের ঔষধে অন্ত্র বৃদ্ধি সারে এবং রোগীও স্থির হয়।

সিলিসা—অন্ত্র বৃদ্ধি; ঐ স্থান টাটানি, এমন কি, স্পর্শ করিতে দেয় না; পেটে শূল বেদনা এবং দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়ায় উহার সমতা। দুধ খাইলেই তুলে ফেলা। সল্‌ফরের পর ব্যবহার্য্য।

গোঁড় বা নাভিপ্রদেশের অন্ত্রবৃদ্ধি—নক্স; আরম, কামো, ভেরাট, সল্‌ফর, সিলিসা।

অন্ত্রবৃদ্ধি—অণ্ডকোষে—নক্স; ওপি, পিট্রোল, মাগ্নিসম।

——স্ত্রীর উরু প্রদেশে (Temonel) নক্স।

——কুঁচ্‌কী প্রদেশে (Ingrienal) আরম, ভেরাট, লাইক, সল্‌ফ-অনু, আম-ম, ককু, কামো, ক্লেমেটিস্, নক্স, নাইট্রি-আ, রস, সিলিসা।

——ও অবরোধিত বা আবদ্ধ হওয়া—নক্স; আকন, ওপি, সল্‌ফর।

——শিশু পক্ষে—আরম, ককু, নক্স, নাইট্রি-আ, ভেরাট।

——ও শিশুর অত্যন্ত কান্না—আরম, ককু, কামো, নক্স, বেল, বোরাক্স।

আমরক্ত।

বর্ষাকালে ও দন্ত উঠা সময়ে শিশুদিগের এই রোগ হয়। পুস্তকান্তরে অর্থাৎ "হোমিওপেথিক চিকিৎসা, আমরক্ত" নামা পুস্তকে এ বিষয় যদিও সবিস্তার লিখিত হইয়াছে, তথাপি এখানেও প্রয়োজনমত সংক্ষেপে লিখিলাম।

পেটফাঁপা, কামড়ান, ব্যথা, অত্যন্ত বেগ, ও কোঁত পাড়ার পর অল্প আম ও রক্ত নির্গমন, অতিশয় শূলুনি, বেগ, মলদ্বার-জ্বালা এবং কখন গোগুল বাহির হওয়া, কখন কখন সেই সঙ্গে কমবেশী জ্বর, গা বমি বমি ও বমন, অল্প প্রস্রাব, অনিদ্রা ও বাহ্যে কালীন কান্না ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। মলাশয়ের প্রদাহে এই পীড়া হয়।

সামান্যতঃ ইপিকা, নক্স, মার্ক ও সল্‌ফর্‌ এই চারিটী ঔষধ এক একটী বা দুইটী পর পর দিলে অনেকে নির্ব্ব্যাধি হয়। জ্বর থাকিলে দুই এক মাত্রা আকন দেওয়া বিধি। প্রাতে ইপিকা, বৈকালে নক্স, কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে প্রাতে সল্‌ফর্‌ ও বৈকালে নক্স, রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে মার্ক ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ডাক্তর তেস্ত শিশুর এই রোগ পক্ষে প্রাতে দুই তিন মাত্রা ইপিকা ও বৈকালে ঐরূপে পিট্রোল দুই তিন দিবস দিতে কহেন।

রক্তাতিসার বা আমরক্ত।

বৃহৎ অন্ত্রের আমাশয়িক ঝিল্লির প্রদাহ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। পীড়ার পূর্ব্বে অনেক সময় অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গা বমি বমি ও বমন; জ্বর, তলপেট ব্যথা, ভেদ; কিছুকাল পরে কেবল শ্বেতআমত্যাগ এবং সর্ব্বশেষে রক্তাতিসার দেখা যায়। কখনওবা সামান্য উদরাময়ে অত্যাচারের দরুণ ইহার উদ্ভব হয়। জ্বরের পূর্ব্বে, জ্বরের সময়ে বা জ্বরের আসানে এবং প্লীহা অগ্রমাস ও ক্লোমরোগের সঙ্গেও কখন ইহা অবস্থিতি করে।

পুনঃ পুনঃ বাহ্যের চেষ্টা, পেটের কামড় সহিত আম ও রক্ত এবং কেচিৎ বা ঐ সঙ্গে সঞ্চিত কঠিন মলত্যাগ, কমবেশী বেগ ও জ্বালা, পেটব্যথা, কন্‌কনানি, প্রস্রাবের কষ্ট, উরুতে খাল লাগা, জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্র প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। পীড়ার ছয় দিবসের পরে বৃহদন্ত্রে ক্ষত হয়। এ অবস্থায় আরোগ্য না হইলে ইহা পুরাতন রোগ মধ্যে গণ্য হইয়া দীর্ঘকাল [illegible]য়। কাহারও অল্প, কাহারও বা অধিক মাত্রায় শুদ্ধ বা রক্ত মিশ্রি[illegible]য়, দুর্গন্ধ মল ও

কলতানির ন্যায় রস নির্গত হয়, এবং পূর্ব্ব যন্ত্রণার আধিক্য ও নূতন নূতন উপসর্গ দেখা দেয়।

অজীর্ণকারী গরম দ্রব্য আহার ও পান, বিশেষতঃ লবণাক্ত মাংস ও মৎস্য ও অপক্ক ফল ভক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম বা উহার এককালে অভাব; অপরিষ্কৃত ও সেঁতসেঁতে গৃহে এবং বহুজাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস, জলে ভেজা, হিম লাগা, ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া, ইত্যাদি কারণে রোগ উৎপন্ন হয়। বর্ষা ও হেমন্তের প্রথম প্রথম অধিক হইয়া থাকে। পুঁতি বাষ্প হইতে কখন জ্বর, কখন আমরক্ত হয়। এবং উভয়ই প্রায় এক ঔষধে সারে। এই রোগ কখন বা সাংক্রামিকরূপে অবস্থান করে। ক্রিমি, অর্শের রক্তপাত, হঠাৎ বন্ধ, শিশুর দাঁত উঠাকালিন আমরক্ত প্রকাশ পায়।

সুচিহ্ন—মলের পীতবর্ণ ও বারে কম এবং যন্ত্রণার ন্যূনতা এবং বলের বিশেষ হ্রাসতা না হওয়া এবং প্রস্রাবে খাঁকুরি থাকা, এ গুলি আরোগ্যের লক্ষণ।

পেটে অতিশয় কষ্টকর ব্যথা, কামড়ানি, বেগ, হিক্কা, বমি, মুখে ঘা, গিলিবার কষ্ট, দড়কা, হাত পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডা হওয়া, দেহের বিকার, স্থানে স্থানে শীতল ঘর্ম্ম; জিহ্বা শুষ্ক, লাল এবং ঠাণ্ডা হওয়া; হঠাৎ পেটের বেদনা এককালে বন্ধ হওয়া; অতিরিক্ত বলক্ষয়; মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধি ও অন্ত্রের ভিতরের ছাল পচিয়া নির্গত হওয়া; পেটে মসা কামড়ানর ন্যায় দাগ, অসাড়ে বাহে, খাল লাগা, চক্ষু মুখ বসা, নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হওয়া, এ সমস্ত কুলক্ষণ।

আইড—আম ও রক্তবাহে, বিশেষ পুরাতন রোগে; বলক্ষয়কারী অধিক ঘাম হওয়া এবং সর্ব্বাদা স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা। (আর্স)

আইরিস্—পেট কামড়ানি, খুব ডাকা, আম ও রক্তভেদ, বমন, ত্বক ঠাণ্ডা ও নীল হওয়া, বলক্ষয়।

আকন—ঠাণ্ডী, ঘামবন্ধ এবং মলাশয়ের প্রদাহ জন্য পীড়া। প্রথম প্রথম কষ্টকর উদরাময়, পরে রক্ত সহ ভেদ; অথবা প্রথম হইতে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প রক্তবিশিষ্ট বাহে, পেট কন্‌কনানি, জ্বালা, ছেঁড়া, বেঁধা, জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, মাথা ঘাড় এবং কাঁধ ব্যথা, মৃত্যু ভয়। দিবসে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা, এমত কালের রোগ এবং রাত্রে মলদ্বারে অসহ্য শুড়্‌শুড়ুনী ও চুলকুনি। ইহার পর অনেক সময় মার্ক খাটে।

আর্ণিকা—শুদ্ধ আম বা উহার সহ রক্ত, কিম্বা মল ও রক্ত ও অতিশয় বেগ; পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ ঘ্রাণের ঢেকুর ও বায়ু উর্দ্ধ ও অধঃ নিঃরণ, তৃষ্ণা, মূত্র-স্থালীর বেগ; আম, রক্ত ও কখন কখন পূয মলাশয় হইতে নির্গত হওয়া; বিশেষ লক্ষণ—দীর্ঘকাল, অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা অন্তর বাহ্যে ও মলদ্বারে থ্যাথলানির ন্যায় ব্যথা। আঘাত পাওয়ার দরুণ রোগ।

আর্স—দুই প্রহর রাত্রে এবং আহার ও পানের পর অধিক কাল্‌চে বর্ণের জলবৎ রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ (তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ) ও মলাশয়ে জ্বালা এবং তাহার পরেই নেতিয়া পড়া, মৃত্যুভয়, কখন কখন মূর্চ্ছাবৎ হওয়া, অতিশয় গাত্রতাপ, অনিবার্য্য তৃষ্ণা ও অল্প অল্প পান বা উহাতে বিদ্বেষ। নাড়ী ক্ষীণ ও ক্ষণলুপ্ত হওয়া ও অন্য অন্য ভয়াবহ উপসর্গ অথবা অসাড়ে বাহ্যে, দুর্গন্ধ প্রস্রাব, চক্ষু মুখ বসা, কদর্য্য ঘ্রাণের নিশ্বাস, গাত্রে ফটকা ফটকা লাল বা নীল দাগ থাকিলে। ইহাতে প্রতিকার না হইলে কার্ব্বো। সঙ্কটাবস্থায়—ক্কার্ব্বো সদৃশ, কিন্তু উহার ন্যায় পেট ফাঁপা অধিক হয় না।

আলুমিনা—উদরাময় বা আমরক্ত, বিশেষ যথা শৌচকালে কোঁত না দিলে প্রস্রাব হয় না (অন্য সময়ে প্রস্রাব রহিত)। স্ত্রীলোকের মেটে পাণ্ডু সহ পুরাতন উদরাময়, এক দিন অন্তর বৃদ্ধি এবং পোড়া মাটী খাইতে ইচ্ছা থাকিলে উচ্চ ক্রমের ঔষধ ঘন ঘন দিলে ফল সম্ভাবনা।

আলুমেন—পচা গন্ধের রক্তাতিসার। টাইফস জ্বরে থানা থানা রক্ত ভেদ।

আলোস্‌—আমরক্ত ও অত্যন্ত পেট ব্যথা জন্য চিৎকার ও মূর্চ্ছাবৎ হওয়া; পুনঃ পুনঃ রক্তাতিসারের বাহ্যে ও মলাশয় জ্বালা; পেটডাকা ও অধিক মরুৎ ত্যাগ। অর্শ, বিশেষতঃ অনেক বার ও অধিক মাত্রায় রক্ত পড়িলে এবং আঙ্গুরের ন্যায় আকৃতি ও তাহা বাহির হইলে ভগেন্দ্রের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। বাহ্যের পূর্ব্বে তলপেট কামড়ানি (নক্স), পরে থলো থলো আম ও রক্ত, তৃষ্ণা। অধিক পরিমাণে আম ত্যাগ।

আসক্লেপিয়স্‌—সর্দ্দি, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও আমরক্ত, পেটডাকা, অধিক ও দীর্ঘকাল কোঁতপাড়া, মলত্যাগের কালে ও পরে মূর্চ্ছাবৎ হওয়া; থাবা থাবা আম পড়া এবং বিলগ্ন ক্ষুধা থাকা। রক্তাতিসার সারিয়া অধিক বেগ দেওয়া থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ ফল হয়।

ইপি—বর্ষার জন্য বা অপক্ক ফলাহার বা অজীর্ণতা দরুণ পীড়া। নাভি প্রদেশে প্রচণ্ড ব্যথা ও কোঁত পাড়ার উপর পিত্ত ও রক্তভেদ, সকল প্রকার আহারে দ্বেষ। প্রথম প্রথম আম বা হড়্‌হড়ে বাহ্যের পর রক্ত মিশ্রিত মল, পরে বেগ, শীত, মাথাধরা ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। শুদ্ধ আম ভেদ, নিয়ত গা বমি বমি এবং কখন কখন বমন, ইহার বিশেষ লক্ষণ।

ইরিজিরণ—রক্ত-বিশিষ্ট ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ডেলা ডেলা মল ও বেগ, অন্ত্রে ও মলাশয়ে জ্বালা। প্রস্রাব কষ্টে ত্যাগ বা সঞ্চয় না হওয়া।

এপিস—বিশেষ কষ্ট ভিন্ন পুনঃ পুনঃ রক্তভেদ, কখন কখন ঐ সঙ্গে অন্ত্র থ্যাথলানি, বেগ ও মলদ্বার হাজার ন্যায় হওয়া।

কলসি—রক্তবিশিষ্ট কখন থলো থলো সবুজ আম ভেদ, জর্দ্দা জলবৎ আম ও টাট্‌কা রক্ত ভেদ হইয়া যন্ত্রণার সমতা। পেট ফাঁপা, স্পর্শে লাগা, খাল ধরা ও ভয়াবহ অসহ্য বেদনা; বিশেষ নাভি প্রদেশে থেকে থেকে খাল ধরা, আহার ও পানে বৃদ্ধি; দোম্‌ড়ান ও পেট খুব চাপায় সমতা।

কলিবসোনিয়া—আম বা আম ও রক্ত অথবা শুদ্ধ শোণিত ভেদ তৎসহ কম বেশী বেগ। মিনিট কতক অন্তর তলপেট ব্যথা ও মূর্চ্ছা; বাহ্যের পূর্ব্বে ও পরে অতিরিক্ত শূল বেদনা।

কাল্‌চিকম—আম ও রক্ত বাহ্যে সহ প্রচণ্ড বেগ ও মলদ্বার-পেশীর আক্ষেপ। ক্রুর রোগ, অত্যন্ত দুর্গন্ধি ও পুনঃপুনঃ জলবৎ ও রক্ত-বিশিষ্ট (যেন অন্ত্র চাঁচা) ভেদ। অত্যন্ত বলক্ষয় ও পেট খুব ফাঁপা। তলপেটের বাম দিকে বেদনা; বিশেষ বর্ষার রোগে। বাহ্যের পর প্রচণ্ড বেগ ও মলদ্বার সংকোচন জন্য বিলক্ষণ কষ্ট; অথবা কেবল দ্বারের আক্ষেপ মাত্র, বাহ্যে হয় না। উদরী-রোগগ্রস্তের রক্তাতিসার সহ অল্প প্রস্রাব; পায়ের পাতা ফুলা।

কাক্‌টস—সমস্ত আমাশয়িক ঝিল্লী দিয়া রক্ত ভাঙ্গা, পুরাতন রোগে।

কান্থ—আমাশয়িক ঝিল্লীর চাঁচুনি সহ বাহ্যে যেন রক্ত মিশ্রিত। অত্যল্প জ্বালাকর প্রস্রাব বা ফোটা ফোটা মূত্র কষ্টে ত্যাগ। পেট কন্‌কনানি, ভয়ানক জ্বালা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয় মাত্রেই ঘৃণা। পূর্ণ গর্ভবতীর রক্তাতিসার। খুব জ্বর সহ মুখশোষ ও জ্বালা, তৃষ্ণা বা উহার অভাব।

কাপ্স—পাকাশয় ঠাণ্ডা হওয়া, পেট ফাঁপা—যেন ফেটে পড়িবে এরূপ বোধ হওয়া, আম ও রক্ত, আম সহ কাল রক্ত; বাহ্যেকালে ও পরে নাভির গোড়া ব্যথা, মূত্রস্থালী ও মলাশয়ে অতিরিক্ত জ্বালা; বাহ্যের পরক্ষণেই বেগ ও তৃষ্ণা, জলপানে গা শীত শীত ও পীঠ সেঁটে ধরা। অথবা পুনঃ পুনঃ কেবল অল্প অল্প আম বা রক্ত-মিশ্রিত আম ত্যাগ। কতক কান্থ সদৃশ। দমকা বাতাসে যাতনার বৃদ্ধি। মুখের তার পচা জলের ন্যায় বোধ হওয়া।

কামো—ঘর্ম্ম বন্ধ বা ক্রোধ জন্য অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার দরুণ পীড়া, বিশেষ দাঁত উঠা কালে। রোগের প্রথমে। শিশু একগুঁয়ে আবদেরে। কেবল মাত্র শোণিত ভেদ। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প সবুজ বা সজা পচা ডিমের দুর্গন্ধময় আম ভেদ। একটী গাল লাল ও গরম, অপর গাল পাংশু বর্ণ ও শীতল।

কার্বো—রক্ত বিশিষ্ট আম ও পচা গন্ধময় মল, পেট অতিরিক্ত ফাঁপা, (পাকাশয় ফাঁপা—লাইক) মাথা গরম, মুড়া শীতল, নিশ্বাস ঠাণ্ডা, জ্বালার জন্য বাতাস প্রিয়, অতিশয় দুর্ব্বল, নাড়ী অপ্রাপ্য, নিদান ও সঙ্কটাবস্থায়। অথবা অনিচ্ছাধীন বাহ্যে, তন্দ্রা, ত্বকে লাল লাল বা সবুজ দাগ; অন্ত্র জ্বালা, ইহাকে আর্সের পর অথবা উভয়কে পর পর দেওয়া যায়। মলের দুর্গন্ধি নিমিত্ত ইহা ও চিন পর পর বিধি। নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলুপ্ত, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ও উদ্গার। প্রচুর রক্ত ভেদ ও তাহার মধ্যে ডেলা ডেলা রক্ত।

কালী-বা— আমরক্ত, থস্‌থসে ত্রিউলীর আটার ন্যায় মল, নাভির গোড়া চিবুনি, অতিশয় বেগ, জিভ শুষ্ক, লাল ও ফাটা, তৃষ্ণা, টকে স্পৃহা, প্রাতে রোগ বৃদ্ধি। মল কাল্‌চে, আম অধিক, টাইফএড জ্বরের পর। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের আরম্ভে আমরক্ত ভেদ।

গমি—রক্তবিশিষ্ট আম বা সবুজ আম ত্যাগে জ্বালা, অধিক কোঁত পাড়া ও গোগুল বেরণো, বিশেষ পুরাতন রোগে। পেট ডাকা, ফাঁপা ও থিম্‌চুনি ও নাভির গোড়ায় চিবুনি।

চিন—শিশুর রাত্রে টক বা পচা গন্ধের ভেদ ও থানা থানা রক্ত-মিশ্রিত আম; অত্যন্ত কদর্য্য গন্ধের আমরক্ত ভেদ, পেট দম্‌দমে, অধিক মরুৎ ক্রিয়া, অত্যন্ত বলক্ষয়, অথবা এক দিন অন্তর রাত্রে রোগ বৃদ্ধি, দিবসে

বাহ্যে প্রায় না হওয়া, তবে কেবল আহারের পর হওয়া। রক্তাতিসারে অন্ত্রে (নাড়ী) পচা ধরিলে এবং আর্স ও কার্বোতে উপকার না হইলে ইহা দিবা। আহার বা পানে ভেদ। কার্বোর ন্যায় ইহার লক্ষণে অধিক পেট জ্বালা ও দুর্গন্ধ মরুৎ নয়। রস রক্ত ক্ষয় দরুণ ও দুর্ব্বলকারী রোগে।

জেল্‌স—দাঁত উঠা কালীন রোগে। (উদরাময় দেখ)

টার্ট-এ—মুখে তিক্ত তার, তৃষ্ণা, পেট খুঁচুনি, পিত্ত ও রক্ত ভেদ। অথবা রক্তাতিসারে অনেক যাতনার উপশম হইয়া পাটল বর্ণের রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, গা বমি বমি এবং কখনও বা বমন হওয়ার স্থলে। কিম্বা টাইফয়েড জ্বরের ভেদ বমি সারিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা ঘাম, পেট ফুলা, ডাকা, ব্যথা, টেপায় লাগা, চোঁয়া ঢেকুর, ভেদ এবং নাড়ীর ক্ষীণাবস্থায় প্রযুজ্য।

ডক্কা—হিম, ঠাণ্ডী, জলো বাতাস জন্য রোগের উৎপত্তি, অথবা ঐ সকল কারণে পীড়ার বৃদ্ধি। শাদা বা সব্জা ও হড়্‌হড়ে বা রক্তমিশ্রিত আম, টক, অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ ত্যাগ, গাত্র তাপ।

ডায়োস্কারিয়া—রক্তাতিসার ও অন্ত্র মধ্যে ছেঁড়ার ন্যায় বেদনা। আমরক্ত বা উদরাময় সহ অন্ত্রশূল ও তথায় আক্ষেপ; বিশেষ সাংক্রামিক রূপে রোগ অবস্থান করিলে। নিয়ত পেটে শূলব্যথা জন্য চীৎকার, পেট ফুলা, ও স্পর্শে লাগা, অল্প জ্বর ও অত্যন্ত কোঁত পাড়া।

নক্স—পাতলা, সবুজ, পাটকিলে রক্তবিশিষ্ট আম, অল্প অল্প মল, বা গুট্‌লে গুট্‌লে সঞ্চিত মল নির্গমন ও ঐ সঙ্গে তাপ, তৃষ্ণা; শেষ রাত্রে অনিদ্রা; বাহ্যে কালে ও পূর্ব্বে পেটবেদনা; বাহ্যে ত্যাগে বেদনার সমতা; রোগী বড় চটা হয় ও একা থাকিতে ভালবাসে। পীঠ ভেঙ্গে-পড়া; রক্ত ও পাতলা আম, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁটার ন্যায় মল, প্রাতে যাতনার বৃদ্ধি। ঠাণ্ডী লাগা, রাত্রি জাগরণ, নেশা, গুরু ভোজন ও অনিয়মে থাকার দরুণ রোগ। ইহা ও মার্ক অনেক সময় পর পর ব্যবহার্য্য।

নাইট্রি-আ—পাটকিলে হড়্‌হড়ে বা সবুজ ও রক্তবিশিষ্ট দুর্গন্ধ আম ভেদ, দীর্ঘস্থায়ী পেট বেদনা, মলাশয়ে চাপ ও ভার কিন্তু মলত্যাগ না হওয়া, মুখে ঘা ও ক্রমশঃ উহার বিস্তার, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস। জনক জননীর পূর্ব্বে গরমির

পীড়া অথবা পারা ঘটিত ঔষধ অধিক ব্যবহার করা থাকিলে ইহা প্রযুজ্য। পেট ব্যথার পর প্রচুর রক্ত ত্যাগ ও তৎকালে মলদ্বারের আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও তথায় এবং মলাশয়ে কন্‌কনানি এবং বেগ, বাহ্যের পর কোঁত পাড়া ও মলদ্বার জ্বালা। ইহা ও বেল অনেক সময় পর পর দেওয়া হয়।

পড—বাহ্যে কালে অতিরিক্ত কোঁত পাড়া ও পেট হড়্‌হড় করা এবং যথেষ্ট মরুৎ ত্যাগ, আম নির্গমন ও তাহার গায়ে রক্তের দাগ, পেট ব্যথা (চাপে স্বস্তি) ও তৎপরে চট্‌চটে আমরক্ত ভেদ, পেট হুড় হুড় করা, গোগোল বাহির হওয়া, প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—দাঁত উঠা-কালে পীড়া। শিশু মাথা এগোর্ড় ওগোড় করে।

পল্‌স—পুনঃ পুনঃ শৌচে ইচ্ছা ও তাহার বেগ এবং কেবল মাত্র রক্ত মিশ্রিত জর্দ্দা আম নির্গমন; বিবিধ বর্ণের মল এবং রক্ত বিশিষ্ট আম নির্গমন; মুখে তিক্ত বা বদতার; পেট মধ্যে থ্যাঁথলানি, জিভে শাদাটে বা জর্দ্দাটে লেপ, শ্বাসকষ্ট, মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা; সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি। পিপাসার অভাব হইলে (ইপি)।

প্লম্বম—পুনঃ পুনঃ ও অধিক শৌচের চেষ্টা, অধিক কোঁত পাড়া; পেট আঁতে পড়া, মলদ্বারের সংকোচন ও ভিতর দিকে সেঁধন; শূল ব্যথা ও রক্তাতিসার, যাতনা জন্য কান্না ও চেকৃড়ান। আমরক্ত, অতিশয় ভয়ানক পেট কন্‌কনানি, হিক্কা ও জ্বর।

পিট্রোলিয়ম্—জর্দ্দাটে জলবৎ, আম ও রক্তবিশিষ্ট ভেদ। গাড়ি চড়ায়, শাক সব্জি থাওয়ায়, অন্তসত্বার রোগে; প্রাতে ও ঝড় তুফানে বৃদ্ধি। ইহা ইপির সহ পর পর ব্যবহার্য্য।

ফস্‌—অকষ্টকর রক্তাতিসার, মলদ্বার সর্ব্বদা হা করিয়া (ফাক) থাকা, মল সবুজ হড়্‌হড়ে বা রক্ত মাথা এবং উহার সঙ্গে সাগুদানার ন্যায় শাদা গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ থাকা; সকালে ও বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

ফাইটোলাকা—আমরক্ত।

ফেরম-ফ—ঘাম বন্ধ দরুণ রক্ত বিশিষ্ট ভেদ, অধিক বেগ থাকিলে মার্ক বিধি।

ব্যাপ্টিসা—পেট ব্যথা বিশেষ কোঁকে; আম ও রক্ত বাহে, অথবা কেবল শোণিত ভেদ এবং তৎকালে ও পরে অধিক কোঁত পাড়া, সর্ব্ব শরীর টাটানি বা ব্যথা; শৌচ, প্রস্রাব ও ঘামে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং কখন কখন ঐ সঙ্গে ভিদ্‌ভিদে জ্বর। টাইফয়েড জ্বরে রক্ত বাহে হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। অত্যল্প মাত্রায় আম ও রক্ত বাহে, অতিরিক্ত কোঁত পাড়া ও জ্বর।

বারাইটা—পুরাতন রোগে; পুনঃ পুনঃ আম ও রক্ত বাহে, অপর উপসর্গের অভাব।

বেল—পেট টাটান ও গরম হওয়া, উহার অভ্যন্তরে হঠাৎ আঁকড়ে ধরা আবার হঠাৎ ছাড়া, নিশ্বাস বন্ধে কমা; মল সজাটে, হড়্‌হড়ে বা রক্ত বিশিষ্ট; সর্ব্বদা বেগ এবং বৈকাল তিনটায় রোগের বৃদ্ধি; শিশুর ঝিমনি, ঘুমন্ত চম্‌কানি, লাফানি; খস্‌খসে গাত্র ও তাহাতে উত্তাপ এবং পুনঃ পুনঃ পাশ করা থাকিলে উপকার সম্ভব।

ব্রাই—পাতলা রক্ত বিশিষ্ট মল বা কেবল রক্ত বাহে, তৎসহ পেট কন্‌কন করা, উঠিয়া বসিলে গা বমি বমি ও বমন; নড়া চড়ায়, এমন কি সামান্য পাশ ফেরায় পেট ব্যথা ও বাহে; এককালে কিন্তু দীর্ঘ সময় অন্তর অনেক পরিমাণে জল পান; গ্রীষ্মকালের পীড়া ও খুব গরমাবস্থায় ঠাণ্ডা পানে (যথা বরফজল) (আর্স), প্রাতে ও নড়ায় বৃদ্ধি।

ভেরাট—রক্তাতিসার বা শুদ্ধ শোণিত ভেদ, পেট টেপায় লাগা, অনিবার্য্য তৃষ্ণা, গা বমি বমি, অন্ত্রে জ্বালা; নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, প্রতি শৌচের পর অতিরিক্ত বলক্ষয় ও কপালে ঠণ্ডা ঘাম। এক জনের সবিরাম জ্বরে নিম্ন ক্রমের (৫ম) আর্স তিন চারি মাত্রা ব্যবহার করায় জ্বর পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত রক্ত ভেদ হইতে লাগিল, তাহাকে ভেরাট দেওয়ায় আশু প্রতিকার দেখা গেল।

মার্ক-আইড—দিন, রাত অসংখ্যবার শৌচ ক্রিয়া, রক্ত কম, সবুজ আমের ভাগ অধিক, অত্যন্ত বেগ ও পেট কাম্‌ড়ান। দুই মাত্রা সেবনে আরোগ্য।

মার্ক-ক—প্রবল রোগ; আম ও টাটকা রক্ত এবং বাহে কালে ও পূর্ব্বে অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কন্‌কনানি, অত্যন্ত কোঁত পাড়া ও ত্যাগের পর বেগ

থাকা, মুখ চক্ষু আরক্তিম, অত্যল্প ও গরম প্রস্রাব এবং মূত্রস্থালীর বেগ, জ্বর, বদন ও হাত ঠাণ্ডা। পুরুষের রোগে—মার্ক-ক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে মার্ক-স অধিক খাটে।

মার্ক-ভা—পেটে ভয়ানক খাল লাগা ও সবুজ বর্ণের অধিক আম ত্যাগে ইহা ব্যবহার্য্য।

মার্ক-স—সবুজ ও রক্তবিশিষ্ট আম এবং হড়্ হড়ে মল ভেদ (ও পুনঃ পুনঃ হওয়া) অত্যন্ত তৃষ্ণা, রাত্রে প্রচুর ঘাম, বিশেষ মাথায়, রাত্রে ও বৃষ্টিতে রোগের বৃদ্ধি; হালিস বা গোগোল বাহির হওয়া।

মগ্নিসা-কা—বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় রোগ—আমরক্ত বা সবুজ জলবৎ আম ও মল ভেদ, এবং জলে ফেলিলে উহা না ভাসিয়া গুরত্ব বশতঃ তলায় পড়া, জিভে জর্দ্দা ময়লা লেপ, টক বমন।

মেজেরম—তরুণ রোগ—আম ও রক্ত বাহ্যে এবং অতিরিক্ত বেগ—বাত-গ্রস্তের আমরক্তে বিশেষ খাটে।

রস—বিশেষ ভেজা দরুণ রোগে, পাত্‌লা জর্দ্দা বা লাল আম ও ঐ সঙ্গে রক্ত থাকিলে; অন্য অন্য ঔষধে প্রতিকার না হইলে ও পীড়ার শেষাবস্থায় প্রযুজ্য; সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। প্রতিবার শৌচের সময় বেদনা যেন উরু দিয়া নামিয়া বাহির হইতেছে এমন বোধ হওয়া; অসাড়ে বাহ্যে; মলত্যাগে ও নড়িলে চড়িলে যাতনার সমতা, কিন্তু স্থির হইলে বৃদ্ধি (ব্রাইওনিয়ার বিপরীত), রাত্রে রোগ বৃদ্ধি।

ষ্টাফিস—পুনঃ পুনঃ ঈষৎ জরদা আম বাহ্যে, পেট টাটান ও দুর্ব্বলতা। আমরক্ত ত্যাগকালে, তৎপূর্ব্বে ও পরে পেট কন্‌কনানি এবং বেগ।

সল্‌ফর—সোরা বা গণ্ডমালাধাতু অথবা চর্ম্মরোগ অন্তর্হিত হইবার জন্য রক্তাতিসার; অন্য ঔষধ খাটিতেছে না, অথবা তাহাতে কথঞ্চিৎ মাত্র প্রতিকার হওয়া; কিম্বা পুনঃ পুনঃ পীড়া হইলে ইহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার বিধি। লাল্‌চে বা সবুজ বা রক্তবিশিষ্ট আম, বা শাদা আম ও সেই আমের গায়ে রক্তের ছিটা এবং মল ত্যাগকালে পেট জ্বালা, খিম্‌চুনি, থ্যাঁথলানি, মলাশয় বাহির হওয়া, বুক ধড়্ ফড়্ করা, শ্বাস কষ্ট হওয়া।

সল্‌ফিউ-আ—রক্তমিশ্রিত অত্যন্ত দুর্গন্ধ পাতলা মল, প্রস্রাব লাল বা অল্প

কাল, গাত্রতাপ ও জ্বালা, মুখে ঘা, গায়ে ফোস্কা বা মশা কাম্‌ড়ানর মত দাগ, বমন—ইত্যাদি লক্ষণে প্রযুজ্য।

সিনা—রক্তাতিসার সহ কৃমি রোগের অনেক লক্ষণ থাকিলে।

হামমেলিস—রক্তভাঙ্গার ন্যায় অধিক ও কৃষ্ণবর্ণের শোণিত এবং ঘাম ও মধ্যে মধ্যে ডেলা ডেলা বা ছেকৃড়া ছেকৃড়া মল। কেবল রক্তভেদ।

হিপর—রক্তবিশিষ্ট আম; পেটের পশ্চাদ্দিগে ডাক, কিন্তু ব্যাথার অভাব। বর্ষার রোগ; মলত্যাগের সময় কষ্টকর বেগ।

অন্য মতের চিকিৎসায় বাহ্যে এককালে বন্ধ হইয়া অত্যন্ত পেট ফোলা, ব্যথা, গা বমি বমি, হিক্কা, প্রস্রাব না হওয়া, শরীর ও নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, শরীরের স্থানে স্থানে খাললাগা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, তৎকালে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অনেক স্থলে ব্যবহার্য্য।

আকেন ও বেল—অন্ত্রের প্রদাহ জন্য অত্যন্ত পেট বেদনা।

কলসি—পেট ফোলা ও অত্যন্ত ব্যথা।

কার্বো—নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, অতিরিক্ত ঘাম ও নাড়ী দুষ্প্রাপ্য প্রায়।

কিউপ্রম—অধিক খাল লাগা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘাম।

ভেরাট—কাটনেকার ও হিমাঙ্গ।

এই রোগ সাংক্রামিক রূপে অবস্থিতি করিলে, যাহাতে ইহা সুস্থ ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ না করে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যাহা রোগ সদৃশ, তাহা প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন বিধি।

আর্স—সাংক্রামিক রক্তাতিসার।

কলচিক—বর্ষার পীড়া।

চিন—পুতি উদ্ভাবিত, অথবা জলায় বাস জন্য, কিম্বা স্থানীয় বা জাতীয় পীড়া পক্ষে। ধাতু প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত এক মাত্রা সল্‌ফর এক দিন সেবন বিধি।

পেটে বেদনার আতিশয্য হইলে তথায় ফোমেণ্ট (অর্থাৎ গরম জলে ফ্লানেল বা কম্বল ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া পেটে দিবা, অথবা গরম জল বোতলে পুরিয়া তাহা খাল লাগা স্থানে বুলাইবা।) মলদ্বারে শূলুনি জন্য কেহ কেহ গেঁড়ির শাঁসের পুঁটুলি করিয়া তাহার সেক দিয়া থাকেন।

বাহ্যে কালে অত্যন্ত বেগ থাকিলে—ওপি, মার্ক।

পুনঃ পুনঃ বেগ ও বৃথা বাহ্যের চেষ্টা হইলে—নক্স ও ওপি পর পর।

রাত্রে অনিদ্রা ও শয্যায় সর্ব্বদা পাশ ফেরা—কাফি দুই শত ও বেল দুই শত ক্রমের।

নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন ও শঙ্কটাপন্ন অবস্থায়—আর্স, ও কার্ব্বো পর পর।

জ্বর থাকিলে—আকন, জেল্‌স। সাংক্রামিক রোগে—আর্স, ডাওক্ষ, বাপ্টিসা।

সবিরাম রক্তাতিসার—(মাঝে মাঝে দুই দশ দিন ভাল থাকা) আর্স, চিন।

আমরক্তসহ মলাশয় (হালিস) বাহির হওয়া—আলোস্, পড, মার্ক।

বিকারের অবস্থা—প্রলাপ বা তন্দ্রা, হঠাৎ শৌচ প্রস্রাব বন্ধ বা নাড়ীর ক্ষুণ্ণ অবস্থায়—রস ও আবশ্যক হইলে তৎসহ আর্স পর পর ব্যবহার্য্য।

চরমাবস্থায় নাড়ী অপ্রাপ্য ও অতিরিক্ত ঘাম হইলে—কার্ব্বো এবং কখন কখন ইহা ও আর্স পর পর বিধি।

রোগীর ঘর বিছানা ও পরিধেয় পরিষ্কার, পেট ও পা গরম রাখা উচিত এবং রোগী অসমর্থ হইলে শৌচার্থ সরা দিবা। ঠাণ্ডা জল পানে পেটের কন্‌কনানি বাড়িতে পারে, সেই নিমিত্ত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান বিধি। প্রথম দুই এক দিন উপবাসই সুপথ্য, নিতান্ত খাই খাই করিলে যবের ক্বাথ, সাগু বা এরারুট, তাহার অভাবে খৈয়ের মণ্ড সুসিদ্ধ করিয়া সরু বস্ত্রে ছাঁকিয়া লেবুর রসের সহিত (আকন ব্যবহার কালে অম্ল নিষেধ) বা মিছরির গুঁড়া সহ খাইতে পারে। ক্রমশঃ গাঁদাল পাতার এবং মাগুর বা সিঙ্গি মাছের ঝোল, যব (Barley), পোরের ভাত, পানীফলের মণ্ড, মুসুরীর ক্বাথ; সুস্থ হইলে প্রাতে অন্ন এবং সন্ধ্যায় এরারুট প্রভৃতি দুই চারি দিন দিবে। ঘরে পাতা সাজো ঘোল, কলাইডালের ঝোল, পুরাতন তেঁতুল এবং কাঁচা বেল রাত্রে সিদ্ধ করিয়া বা পোড়াইয়া প্রাতে পুরাতন খেজুরে গুড় বা তদভাবে অল্প মিছরির গুঁড়া দিয়া অল্প মাত্রায় খাইলে আহার ঔষধ দুইই হয়। হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষ সকলের পক্ষেই দুগ্ধ বিশেষ বলকারী পথ্য। দুর্ব্বলাবস্থায় প্রথমে সমভাগে জল মিশাইয়া এবং দুই বেলা এক এক কাঁচ্চা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বয়স্কদের ঐ সঙ্গে যব বা সাগু মিশান আবশ্যক। পুরাতন রোগে কখন কখন

ছাগ দুধে উপকার হয়। মোট কথা খাদ্য জীর্ণ করিতে পারিলেই বল হয়। লঘু ও পেট খালি রাখিয়া আহার, পেট গরম রাখা ও উহা ঘর্ষণ করা, অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ, বিশেষ ভোজন কালে, উদরস্থ না করা, অল্প অল্প ব্যায়াম এবং সুবিধা হয় ত স্থান পরিবর্ত্তন করায় আশু সবল হওয়া যায়।

ক্লোম প্রদাহ।

ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পাকাশয় মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থি আছে, উহাদিগকে ক্লোম কহে। উত্তেজনা বশতঃ ইহাদের আকার বৃদ্ধি, পাকিয়া উঠা ইত্যাদি উপসর্গ হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী ও পুনঃ পুনঃ জ্বর সহ হামাদি স্ফোটক পীড়া বা তৎসঙ্গে অন্ত্রে ক্ষত থাকা নিমিত্ত ক্লোমপ্রদাহ হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন, কদর্য্য ও অপুষ্টিকর আহার বশতঃ, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের, এই ব্যাধি হইয়া থাকে।

কদর্য্য গন্ধের ও মেটে বর্ণের মল, অথবা অধিক জলবৎ, শাদা টক ভেদ, মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে কৃমি পড়া, ঘর্ম্ম ও নিঃশ্বাসে টক গন্ধ, অতিরিক্ত ক্ষুধা, কিন্তু মাংসে দ্বেষ ও অন্নে লালসা, প্রস্রাব শাদা ঘোলাটে ও আটা আটা, পেট স্ফীত এবং প্রথম প্রথম নরম থাকা পরে মধ্য স্থলে পৃথক পৃথক বা এক সাংড়া শক্ত শক্ত অনেক গুলা ডিম্বের ন্যায় পদার্থ দেখা যায়। পেট দিন দিন বাড়িয়া প্রকাণ্ড হয়, হাত পা সুলা হইতে থাকে, সর্ব্বদা গা শীত শীত, নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা, বুদ্ধিভ্রংশ ও খুঁৎখুঁতে মেজাজ হয়। সর্ব্বশেষে ক্ষয় জ্বর এবং রাত্রে তাহার বৃদ্ধি, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অনিদ্রা, মুখ আরক্ত এবং উদরাময় ও অধিক ঘর্ম্ম হইয়া মৃত্যু। শিশুরই এই পীড়া হইয়া থাকে।

ডাং তেস্ত এই রোগে সর্ব্ব প্রথম এক সপ্তাহ সার্সা প্রত্যহ চারি বার করিয়া, পর সপ্তাহে আলোস ঐরূপে, সর্ব্বশেষ কল্চিকম তিন মাত্রা করিয়া দশ দিবস খাইতে ব্যবস্থা করেন।

ক্লোমের প্রদাহিক অবস্থায়, পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ ন্যায় চিকিৎসা করা উচিত। পেট ও বগলের বীচি (গ্রন্থি) আওরাণ হইলে, বেল, মার্ক, সল্ফর, কাল্কা, নাইট্রি-আ ব্যবহার্য্য। উদরাময়, দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হওয়া পক্ষে,

আর্স, চিন, সল্ফর। ফুস্ফুসের উপসর্গ থাকিলে, ফস্, কালী-কা, নাইট্রি-আ দেওয়া বিধি। এতদ্ভিন্ন আইড, বারাইটা, হিপর, সিনা, কামো, আবশ্যক মতে ব্যবহার্য্য।

তরুণ পীড়ায় ও জ্বরের অবস্থায় সাগু ও এরারুট; অন্য সময় অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য দেওয়া বিধি। মাংস আহারকারীর পক্ষে তিন চারি ঘণ্টা ঢিমে জ্বালে মাংস সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে কেবল অল্প হরিদ্রা ধনে ও লবণ মাত্র দিয়া, ক্বাথ ছাঁকিয়া অল্প অল্প করিয়া অধিক বার খাইতে যেন ব্যবস্থা করেন।

কৃমি।

তিন হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। কৃমি নির্গত হইলেই রোগ নিশ্চয় হয়, তদভাবে নিম্নলিখিত উপসর্গের কমবেশী উপস্থিত থাকিলে, কৃমি অনুভব করা হয়। অন্য অন্য পীড়ায় ঐ সকল লক্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু হোমিওপেথিক চিকিৎসক ব্যাধির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উপসর্গ নিবারণার্থ সদৃশ গুণ বিশিষ্ট ভেষজ অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করেন এবং যে কোন রোগ হউক না কেন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

মুখ ফুলা, দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ; বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তন—কখন কখন লাল—কখন ফেঁকাসে, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া, চক্ষুর তেজের হীনতা বা অধিক উজ্জ্বলতা, পুত্তলিকার বিস্তীর্ণতা, ক্ষণিক একদৃষ্টিপাত বা দৃষ্টির স্থিরতাভাব, নাক চুলকুনি, নাসিকারন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া, আহারান্তে শিরঃপীড়া, রাত্রে মুখ দিয়া লাল পড়া, জিহ্বা শুষ্ক এবং তাহার অগ্রভাগ ও পার্শ্বে লাল দাগ, টক বা দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, নিদ্রাভঙ্গে পিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা বা এক-কালে আহারে অনিচ্ছা, উপবাসে কষ্টের আধিক্য, পেট ডাগরা, সময়ে সময়ে পেট খিম্চন বা মোচড়ান, সর্ব্বদা পেট ডাকা, বায়ু উদ্গার, হিক্কা, গা বমি বমি, শ্লেষ্মা বা টক বমন, কোন কারণ বিনা হঠাৎ বমন, প্রস্রাব জর্দ্দাটে বা দুধের ন্যায় শাদা, অল্প মাত্রায় ভেদ, সময়ে সময়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহ্যে, মল-দ্বার চুলকুনি, উৎকাশী, বুক ধড়্ফড়ানি, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, ঘুমিয়া বকা, বুক

চাপা, নিশিতে পাওয়া, দাঁত কিড়মিড়নী, দড়কা, প্রলাপ, মূর্চ্ছা—কখন কখন বা এক দিন মধ্যে অনেক বার ঐরূপ মূর্চ্ছা, শ্রমকাতরতা, বিমর্ষতা, খামখেয়ালি মেজাজ, ইত্যাদি উপসর্গ এই রোগে দেখা যায়।

নাভিপ্রদেশ কামড়ান, রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, দিন দিন কৃশ হওয়া, বড় ক্বমির প্রধান লক্ষণ। ছোট ক্বমিতে পূর্ব্বোল্লিখিত উপসর্গ ভিন্ন গা বমি বমি, পাকাশয়ে চিবনর ন্যায় ব্যথা, নাক ও মল দ্বার চুলকুনি, প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট, বালিকাগণের অনেক সময় ধাতু ক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্বমি মলাশয়ে আবাস জন্য কখন কখন তথা হইতে নির্গত হইয়া শয্যায় বেড়ায়, এবং বালিকাগণের গুহ্য (স্ত্রী অঙ্গ) দেশে প্রবেশ বশতঃ তৎস্থানের অত্যন্ত চুলকুনি হয়। ফিতে ক্বমি শিশুদিগের প্রায়ই হয় না। ইহার বিশেষ লক্ষণ—যেন কণ্ঠনালী দিয়া কিছু উঠিতেছে বা নামিতেছে, অথবা পার্শ্বদেশে ঢেউ খেলানর ন্যায় কোন পদার্থ নড়িতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

আর্দ্র, অপরিষ্কার, নিম্ন ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপুষ্টিকর আহার প্রভৃতি এই রোগের মূল কারণ; কফজ ও গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্টদিগের এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

হোমিওপেথিক চিকিৎসকেরা শিশুর ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যত্ন পান। ক্বমি নাশ করিয়া শরীর হইতে নির্গত করিলে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রোগ উৎপত্তির কারণ দূরীভূত হয় না; কিছু দিন পরে ডিম্ব সকল ফুটিয়া পুনরায় পূর্ব্বমত পীড়া দেয়। অত্যন্ত উগ্র ও তীব্র না হউক, সাণ্টো-নাইন প্রভৃতি ঔষধ গুলি বিষ। ধাতু বিশেষে ইহা সেবন করিয়া মারা পড়িয়াছে। হোমিওপেথিক চিকিৎসকেরা শিশুর ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যে চেষ্টা করেন, তাহাতে ক্বমি সকলের আহারাভাবে অধঃপতন হয়, অথবা নির্জীবাবস্থায় অন্ত্রে অবস্থান করে, কিছু মাত্র অপকার করিতে পারে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্বমির নিমিত্ত ডাক্তার টেষ্ট—লাইকপ দুই দিন, ভেরাট চারি দিন এবং ইপি তিন দিন, প্রত্যেক ঔষধ তিনবার করিয়া খাইতে কহেন। ডাক্তার লারি—রাত্রে এক মাত্র সিনা ও প্রাতে এক মাত্রা মার্ক, এইরূপ এক সপ্তাহ এই রোগে ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার হিউজেস সাহেব বলেন প্রাতে ও রাত্রে এক ফোটা করিয়া টিউক্রম দেওয়ায় অনেক ক্বমি পড়ে এবং উপসর্গও

যায়। এতদ্ভিন্ন লক্ষণানুযায়ী এই ঔষধ গুলিও ব্যবহার্য্য ; যথা—আকন, চিন, কাল্কা, গ্রাফাইট, টিউক্রম, ফস, সল্ফর, স্পেপি।

বড় কৃমি পক্ষে টেষ্ট ভাওলা-ও তিন বার, পরে ষ্টানম দিনান্তে একবার দিতে বলেন। অন্যে—সাণ্টোনাইন চূর্ণ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এক সপ্তাহ ; এক দুই দিন বিরাম দয়া সিনা, ঐ রূপ চারি দিন এবং সর্ব্বশেষ সল্ফর এক দিবস দুই বার ব্যবস্থা করেন। আকন, ইগ্নে, চিন, নক্স, ফেরম, বেল, ষ্ট্রাম, স্পাইজি, সিনা, সিকুটা, আবশ্যক মতেও দেওয়া হয়। বয়স্কদিগের পেঁপের আটা ২। ১০ ফোটা দুগ্ধের সহিত ২। ৩ দিন সেবনে এবং এক পক্ষ ছাগ দুগ্ধ পান করিলে বড় কৃমি বাহির হইয়া পড়ে।

ফিতে কৃমি পক্ষে—ফিলিক্স-মাস, প্রত্যহ তিন বার করিয়া—দিনকতক পরে মার্ক-ক, প্রাতে ও রাত্রে চারি দিবস। আর্জেণ্ট-না, ইগ্নে, কাল্কা, কাষ্টিক, কুপ্রম, কোস, পমগ্রানাইট, পল্স, সল্ফর, সাবাড, কখন কখন বিধি। শুক্ল-পক্ষের দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি পক্ষে—সল্ফর ; কৃষ্ণপক্ষে দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত রোগবৃদ্ধি পক্ষে—সিলিসা। নিয়মিতরূপে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপসর্গ উপস্থিত হইলে—স্পাইজি। অত্যন্ত মলদ্বার চুলকুনি পক্ষে—ইগ্নে, নক্স। কৃমিজ্বর পক্ষে—আকন, স্পাইজিলা, সিলিসা ; ও সেই সঙ্গে পেট ব্যথা থাকা পক্ষে—আকন, বেল, মার্ক, সিনা, হাইয়স। পেট ব্যথা ও দড়্কা পক্ষে—বেল, সিনা, হাইয়স। পেট ব্যথা, উদরাময় ও অতিরিক্ত ক্ষুধা—নক্স-ম, স্পাইজি।

আকন—জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা. মলদ্বার ও স্ত্রীলোকের গুহ্য দ্বার ভয়ানক চুলকুনি, অত্যন্ত ভয়—এমন কি একা শুইতেও আশঙ্কা। পেট ফোলা, নাভির চতুষ্পার্শ্ব শক্ত, বৃথা বাহ্যের বেগ বা হড়্হড়ে মল, রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি।

আপোসাইনম—নাক চুলকুনি ও সড়্সড়ানি, সকল দ্রব্যেরই মধুর ঘ্রাণ ও তার ; পেটে শূল বেদনা এবং পার্শ্বদেশ ও পায়ের তলায় খাল লাগা।

আর্জেণ্ট—ক্ষুদ্র কৃমির দরুণ মলদ্বার অতিরিক্ত চুলকুনি, গা বমি বমি, শ্লেষ্মা বমন, যকৃৎ ও নাভির চতুষ্পার্শ্বে বেদনা। ফিতে কৃমিতেও ইহা ব্যবহার্য্য।

অর্টিকা-উরেন্স—অক্ষুধা, নাক ও মলদ্বার চুলকুনি, রাত্রে অস্থিরতা, অঙ্গ বিশেষের কুটুনি ও জ্বালা।

আসারম—থোলো থোলো আমের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে।

ইগ্নে—রাত্রে শিশুর মলদ্বারের অতিশয় চুলকুনি ও মলাশয়ের সড়্সড়ানি, পুনঃ পুনঃ বাহ্যের ইচ্ছা ও হালিস বাহির হওয়া, মুখ দিয়া জল উঠা, প্রবল বমন, দড়্কা, অচৈতন্ত হওয়া এবং পরে খানিকক্ষণ কথা কহিতে না পারা।

ইপি—অতিরিক্ত গা বমি বমি, কাট নেকার ও বমন, এবং পাকাশয়ের অভ্যন্তরে নিয়ত কেমন করা, (অসুখ)।

কলসিন্থ—কৃমি জন্য মাথা ধরা ও দপ্ দপ্ করা, মাঝে মাঝে গা'বমি বমি।

কার্বো—কৃমিরোগ জন্য সর্ব্বদা রাগ ও বদ মেজাজ, পা ছোড়', কামড়ান, রাত্রে ভূতের ভয়, দিন দিন দুর্ব্বল হওয়া।

কাল্কা—সকল প্রকার কৃমির পক্ষে, বিশেষ যে রোগীর ধাতু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কফাংশ প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং রং ফরসা শিশুর পক্ষে অধিক খাটে। বয়স্কের মলাশয়ে জ্বালা বিশিষ্ট শুষ্কতা এবং উহা হাল্কা বোধ ও উহার ফুঁড়ুনি।

কালী-কা—হিম বা ঠাণ্ডা লাগায় রোগের বৃদ্ধি; দুই প্রহর রাত্রে বড় বড় কৃমি পতন, পেট ব্যথা, ঝিমন, নিদ্রিত অবস্থায় সর্ব্বদা চমকান, বাল্যভোজের পর বমন, গাত্র তাপ এবং মুখমণ্ডল পাঙ্গাস বর্ণ ও তদবসানে দুর্ব্বলতা। ফিতে কৃমি।

কোস—ফিতে ও অপুর কৃমি পক্ষে। অজীর্ণ, অক্ষুধা, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, প্রচুর ও ঠাণ্ডা ঘাম, শীর্ণতা পেট ফুলা এবং ব্যথা, কোষ্টবদ্ধতা।

গ্রাফাইট—শিশু চনামারা (শীর্ণ); গাত্রে চুলকুনি ও পাচড়া; প্রাতে গয়ার তোলা; কখন কোষ্ঠকাঠিন্য, কখন বা ভেদ এবং উভয়াবস্থায় থোলো থোলো আমের নির্গমন; পেট ডাগরা ও মধ্যে মধ্যে তথায় ব্যথা, ঘুমন্ত চমকান ইত্যাদি ফিতা কৃমির লক্ষণ থাকিলে। মলসহ বড় কৃমি পতন।

চিন—পেট ফোলা, বিশেষ আহারান্তে ও রাত্রে; অঙ্গের কাঁপুনি ও দুর্ব্বলতা, অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ ও ঐ সঙ্গে কৃমি পতন, নাক খোঁটা, যাহাদের পুরাতন উদরাময় বা সর্ব্বদা জোলাপ লওয়া অভ্যাস এমন সকলের পীড়া।

টিউক্রম—মলদ্বার প্রদেশ চুলকুনি ও সড়্সড়ানি, রাত্রে অস্থিরতা এবং

এগোড় ওগোড় করা, এই রকম কিছুদিন হইয়া ভাল থাকা, পরে ২।৩।৪ পক্ষ অন্তর পুনর্ব্বার উপসর্গের প্রকাশ।

টেরিবিন্থ—জলবৎ ভেদ সহ ক্ষুদে ও ফিতে কৃমি ত্যাগ। মলদ্বারের সড়্-সড়ানি এবং যেন ক্ষুদে কৃমি নির্গত হইতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

নক্স-ভ—নাক খুঁটুনি, অক্ষুধা, গা বমি বমি, পেট ভার বা ব্যথা, শেষরাত্রে যাতনার বৃদ্ধি জন্য অনিদ্রা।

নক্স-ম—শিশুর কৃমি সহ পেট কন্‌কনানি, অল্প অল্প ভেদ, বিশেষতঃ রাত্রে; ঝিমন।

পল্‌স—নক্স সদৃশ লক্ষণ, কেবল কোষ্টবদ্ধ না হইয়া ভেদ এবং শেষ রাত্রে না হইয়া সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি। অথবা মুখে বদ গন্ধ, গয়ার বমন, মুখে জল উঠা, মলদ্বার দিয়া কলৃতানি ত্যাগ।

পুণিকা-গ্রাণেটম—দাঁত কিড়্মিড়ি, মুখে জল উঠা, বমন, পাকাশয়ের মধ্যে যেন কিছু নড়িতেছে এরূপ অনুভব, অন্ত্র ফুলা, পেট ব্যথা, বুক ধড়্-ফড়ানি, আক্ষেপ; মূর্চ্ছা।

ফস—মলদ্বার চুলকুনি, বেঁদা, ছেঁড়া, সড়্সড়ানি এবং তথায় হাত দিয়া শিশুর কান্না ও চীৎকার; সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি।

ফেরম-আ—মলদ্বার অতিশয় চুলকুনি এবং হড়্হড়ে মল সহ ক্ষুদে কৃমি ত্যাগ, মলাশয় চুলকুনি ও চিবনর ন্যায় যাতনা, মুখে জল উঠা ও খাদ্য বমন; সামান্য কারণে বদন অত্যন্ত লাল হওয়া।

ফেলিক্স-মাস—নাক চুলকান, চক্ষুর পার্শ্বে কালশিরা, জিভে কাঁটা, অক্ষুধা, অন্ত্রে চিবন ও খনন করার ন্যায় ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, একগুঁয়ে ও চটা স্বভাব।

বারাইটা-ম—নাভির চতুস্পার্শ্বে অধিক বেদনা, বিশেষ সকালে; উৎকাশি, জিভ শ্লেষ্মায় আবৃত, খাদ্যে অত্যন্ত লালসা, শীর্ণতা।

বেল—মলাশয় ও মলদ্বারের প্রচণ্ড চুলকুনি। জ্বর, তৃষ্ণা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ ঘুমন্ত চমকান, বদন ও চক্ষু লাল, দাঁত কিড়মিড় করা, চক্ষুর পুত্তলিকার বিস্তৃতি, পাগলের ন্যায় দৃষ্টি, গোঙান, মাথা ব্যথা, রাত্রে প্রলাপ, অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব ত্যাগ।

ভাওলা-ও—বড় কৃমি পক্ষে সিনা সদৃশ লক্ষণ এবং তাহা সেবনে ফল না দর্শিলে।

ভেরাট—ভেদ, বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ও অন্য অন্য কৃমির লক্ষণের ন্যায় ইহার লক্ষণ কিতে কৃমি পক্ষে উপকারী।

ভেলিরিয়ান—সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, অনিদ্রা, অঙ্গ চিড়িক মারা।

মার্কিসা-ম—নিদ্রাভঙ্গেরই পর গা বমি বমি ও দুর্ব্বলতা, গলার নলিতে যেন ভাঁটার ন্যায় পদার্থ উঠা ও তজ্জন্য দম আটকান; পেট কনকনানি; অনেক বার শৌচক্রিয়া, প্রথম বার কঠিন, দ্বিতীয় বার থসথসে মল, পরে ভেদ; অল্প আহারেই পেট ভার, কিন্তু প্রবল ক্ষুধা থাকায় সদা টুকি টাকি খাওয়া। ফিতা কৃমি।

মার্কিসা-স—প্রতি শৌচে ক্ষুদ্র কৃমি ত্যাগ।

মার্ক—মলদ্বার হইতে নির্গত হইয়া ক্ষুদে কৃমির শয্যায় বেড়ান, পেট ফুলা ও শক্ত, উদরাময়, মুখ দিয়া লাল পড়া। মলদ্বারে চুলকুনি, আহারে লোভ, অধিক খাওয়া, কিন্তু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়া, কদর্য্য দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, অন্ত্র ব্যথা, অধিক বায়ু নিঃসরণ, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, অনেক বার ঘুম ভেঙ্গে কান্না।

রুটা—মাথা ঘোরা, ত্বক ঠাণ্ডা, দুর্ব্বলতা, বমন ও পেট ব্যথা, অধিক থুথু উঠা, জ্বরে তৃষ্ণা ও প্রলাপ থাকিলে।

লাইক—ক্ষুদ্র কৃমির দরুণ মলদ্বার চুলকুনি, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া, পেট বায়ু-স্ফীত ও ডাকা এবং উহার মধ্যে যেন কিছু সড় সড় করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ হওয়া, মল কঠিন ও প্রস্রাবে লাল বালুকা।

লাকাসি—প্রাতে বা নিদ্রাভঙ্গের পরই মলদ্বার চুলকুনি।

ষ্টানম—থেকে থেকে পেট ব্যথা ও শক্ত পদার্থ দিয়া উহা চাপিলে ভাল থাকা। অথবা অত্যন্ত কাশি, হঠাৎ মূর্চ্ছা, দড়্কা বা অঙ্গ বিশেষ শক্ত হওয়া।

ষ্ট্রাম—পেটে খাল লাগা, পুনঃ পুনঃ শৌচের ইচ্ছা, জাগিয়া কিছু দেখিলেই চীৎকার করা।

সল্ফর—চর্ম্মরোগ থাকিলে অথবা ধাতু পরিবর্ত্তনে ব্যবহার্য্য। নাইয়ের গোড়ায় বা পেটের বাম দিকে একটী চাপের ন্যায় থাকায় বিশেষ খাটে। মলদ্বার প্রদাহ, গাত্রে কষ্টদায়ক ও এক লাগাড়ে চুলকুনি এবং ফুসকুড়ি;

অথবা জ্বর; মলাশয় সড়্সড়ানি ও কুট্‌কুটুনি; বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। সকল প্রকার কৃমি পক্ষে। কঠিন্ মল সহ বড় কৃমি পড়া।

স্পাঞ্জিয়া—প্রত্যহ ক্ষুদে কৃমির নির্গমন।

সাবাড—নাক, কান ও মলদ্বার চুলকুনি; পেট ব্যথা, প্রতি চতুর্থ দিবসে রোগের বৃদ্ধি।

স্পাইজিলা—নাভির গোড়ায় অতিশয় ব্যথা এবং অঙ্গুলি দিয়া শিশুর তৎ স্থান দেখান, বুক ধড়্ফড়ানি, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, ক্ষুধা, সর্ব্বদা শয়নের ইচ্ছা, মুখমণ্ডল ফেকাসে ও চক্ষুর পার্শ্বে হল্‌দে দাগ। অথবা খুব জ্বর, প্রলাপ, মাথা ঘোরা, চক্ষুর পুত্তলির বিস্তৃতি, বদন আরক্তিম, কপাল ব্যথা, মুড়া ঠাণ্ডা। পেটে অধিক বায়ু, দুর্গন্ধ মল সহ ক্ষুঁদে কৃমি।

সিকুটা—পেট ব্যথা, জ্বর, সর্ব্বদা শীত শীত, মুখ নত করিলে তিক্ত জল উঠা, পরে গলা জ্বালা ও তাহা নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ জল পান, পরে পুনরায় জল উঠা, হিক্কা ও কান্না, হা করিতে অসামর্থ্য, দড়্কা, মৃগীর ন্যায় মূর্চ্ছা এবং তদবসানে একটা হাত বা পা কাষ্ঠবৎ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা, খিঁচুনি বন্ধ হইলে সেই স্থান ক্রমাগত কাঁপিতে থাকা।

সিনা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বড় কৃমি পক্ষে। সর্ব্বদা নাক খোঁটা, দিবা রাত্রি কান্না, কিছুতেই শান্ত না হওয়া, খেলাইতে না চাওয়া, নানা দ্রব্যের জন্য আব্‌দার, কিন্তু তাহা পাইলেই টেনে ফেলিয়া দেওয়া, উৎকাশি, পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা, দুধের ন্যায় সাদা প্রস্রাব, ঘুমন্ত এ গোড় ও গোড় করা। অথবা নাভির গোড়ায় খিমচুনি, পেট শক্ত ও স্ফীত, অতৃপ্ত নিদ্রা ও চক্ষু ঘোরান; খক্‌খকে কাশি, বিশেষ বর্ষায়; বদমেজাজি, একগুঁয়ে, কোলে লইয়া বেড়ান ভিন্ন কিছুতেই স্থির না থাকা।

সিলিসা—গণ্ডমালা ধাতু। পুরাতন ভিদভিদে জ্বর, মাথা যথেষ্ট ঘামা, দশমীর পর রোগের বৃদ্ধি। পেট শক্ত, ফুলা, কামড়ান ও জ্বালা; কঠিন মল সহ বড় কৃমি পতন। পেট আড়ুমাড়ু করিয়া মুখে তিক্ত জল উঠা, বিশেষ প্রাতে, কিছু আহারে উহার সমতা। পেট ডাগ্‌রা, ঘুমন্ত অঙ্গ চিঁড়িক মারা, অরুচি, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষুধা ইহার অপর লক্ষণ।

পরিষ্কার থাকা পরিমিত শ্রম করা, অধিক শাক সব্‌জি, কাঁচা ফল, মিষ্টান্ন

ও গুরুপাক খাদ্য নিষেধ, জল সিদ্ধ বা ফিল্টর করিয়া পান করা বিধি। জ্বর থাকিলে সাগু, প্রবল ব্যথার সময় ঠাণ্ডা দুধ ও মিছরি আহারে তাহার সমতা হয়। ক্রিমি রোগগ্রস্ত শিশুর নিকট সুস্থ কায় (সোঁদা) শিশুকে শয়ন করান অপরামর্শ।

অর্শ ও বলি।

মলাশয়ের শিরার আকার বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুদ্র মটর কড়াই হইতে বাদামের আকৃতি হয়। কখন একক, কখন বা আঙ্গুরের ন্যায় থোলো থোলো হয়। কখন অন্তরে কখন বাহিরে, কখন উহা দিয়া রক্ত কখন বা কেবল আমের ন্যায় আট আটা পদার্থ নির্গত হয়, আবার কখন বা কিছুই পড়ে না; কিন্তু শেষের অবস্থায় যাতনা অধিক হইয়া থাকে। যখন ইহা প্রকাশ পায়, তখন ইহা লাল বা বেগুণে বর্ণ ও প্রদাহিত হয় এবং সুড়্ সুড়নি, চুল্‌কুনি, হুল্‌ফুটুনি, চিড়্‌চিড়িনি, বিঁধুনি বা জ্বালা ইহার সঙ্গে থাকে। মলত্যাগকালে এই সকল যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া পড়ে, এমন কি যাতনার ভয়ে রোগী শৌচ ক্রিয়া করিতে অনিচ্ছুক হয়। রস বা রক্ত পড়িয়া কষ্টের সমতা হয়। হিম লাগা বা বাহিরে প্রলেপাদি প্রয়োগে ঐ শোণিত ক্ষরণ বন্ধ হইলে ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দেয়।

সর্ব্বদা রেচক বা জোলাপ ব্যবহার করা এই রোগের মূল কারণ। এতদ্ভিন্ন গরম পানীয় (দুগ্ধ, চা) পান, অধিক ঘোড়া চড়া, বেশী পরিমাণে মসলা ব্যবহার, আর্দ্র স্থানে সর্ব্বদা বাস, যকৃতে রক্ত সঞ্চয়, দীর্ঘকালের স্রাব (যথা, স্ত্রীলোকের রজঃ) বন্ধ, এই সকল কারণেও এই রোগ দেখা দেয়।

অর্শ ও তথা দিয়া কেবল আটা বা রস নির্গত—আণ্ট, কাপ্স, কার্ব্বো, কল্‌চি, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর।

অর্শ সহ রক্ত পড়া—কালমিয়া, মর-আ; আকনু, আম-কা, কর্ব্বো, নাইট্রি-আ, বেল, বোরাক্স, মিলিফো; আণ্ট, আর্স, কাপ্স, কামো, নক্স, পল্‌স ফস, ফস-অ্যা, ফেরম, সল্‌ফর, সেপি।

——ও প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়া—আব্রোস ইপি, ডাওক, নাইট্রি-আ, মিলিফো, ফস-অ্যা, লেপ্টাণ্ড্রা, ইগ্নে, কাক্কা, বেল, সল্‌ফর, হ্যামিমে।

——ও বাহ্যে কালিন মাত্র রক্ত পড়া—নাইট্রি-আ, ফস, ফস-আ।

-ও রক্ত পড়া বন্ধ—সল্‌ফর; কাল্কা, নক্স, পল্‌স।

——মলদ্বারে—কালমিয়া, গ্রাফাইট, পল্‌স, মর-আ; আণ্ট, আর্স, কার্বো, নাইট্রি-আ, নেট্রম, ফস, বেল, বোরাক্স, মেলিফো, সল্‌ফর, সল্‌ফর-আ।

——মলাশয়ে—কাল্কা, ফস; কলসি, নক্স, লাইক।

——কাণা (Blind), রক্ত ও রস পড়াহীন—আর্স, কল্‌সি, কামো, নক্স, পল্‌স, রস, সল্‌ফর।

——পুরাতন রোগ—নক্স, সল্‌ফর; কার্বো, লাইক।

——বাহিরে বেরন—পল্‌স, ফ্লুস-আ, সল্‌ফর, সেপি; লাইক, হিপব।

——কোষ্ঠবদ্ধ দরুণ—এস্কুলস, কলিন্স, নক্স।

——কষ্টকর—আর্স, ফস-আ; কার্বো, কলসি, নক্স, সিমিসি।

——ক্ষত বিশিষ্ট—কামো; নাইট্রি-আ, সিলিসা, হিপর।

——ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লেস্তারার ন্যায় ফুস্‌কুড়ি—নক্স, পল্‌স; আণ্ট, কল্‌চি কাল্কা, সল্‌ফর।

——জ্বালা কর—আর্স; কার্বো; আণ্ট, মর-আ।

——সহ কোমর ব্যথা—আকন, নক্স, বেল।

——জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয় ও ঋতুর গোল—আলোস, কলিন্স।

——যকৃতে রক্ত সঞ্চয় ও মেটেবর্ণের বাহ্যে—পড, হিপর।

——প্রদাহ—আকন।

——পীঠ ব্যথা (অধিক)—আলোস, এস্কুলস, নক্স।

——ফাটা—আণ্ট, কাষ্টিক, গ্রাফাইট।

——ফুলা—কার্বো, মর-কলসি, কাপ্স, কাষ্টিক।

——বিঁছুনি—নাইট্রি-আ; কলসি, নক্স।

——মাথাধরা—আলোস, এস্কুলস, নক্স, সল্‌ফর।

আকন—রক্ত বা রস পড়া অর্শ। মলদ্বারে হুল্‌ফুটুনি, চাপুনি, জ্বালা ও তথায় যেন ফুটন্ত গরম জল ঢালা হইতেছে বোধ হওয়া, ত্বক শুষ্ক, অত্যন্ত

অস্থিরতা, বিশেষ রক্তাধিক্য ধাতুর পীড়া। পেট টন্‌টন্ করা ও অত্যন্ত ব্যথা কোমর ও নিম্নদেশ যেন ভেঙ্গে পড়া। হঠাৎ বলি হইতে শোণিত স্রব বন্ধ জন্য মাথাধরা, পীঠ ব্যথা, অন্ত্রে শূল, হৃৎকম্প ও শ্বাস কষ্ট।

আণ্ট—রাত্রে ঘুম না হওয়া পর্য্যন্ত বলি শুড়্‌শুড়্ ও জ্বালা করা।

আম-কা—বাহ্যে কালে বলি বাহির হওয়া, উহা আর্দ্র হইয়াছে ও হাজির গিয়াছে, এরূপ বোধ হওয়া।

আর্স—কাণা বা রক্ত পড়ে না, এমত অর্শ; অগ্নিদগ্ধের ন্যায় জ্বালা, বিশেষতঃ রাত্রে, ও তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, দিবসে উহাতে হুল্‌ফুটিনি, বিশেষ বেড়াইবার সময়। খুব তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প অল্প পান, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা ও মৃত্যুভয়। রাত্রে, বিশেষ বারোটার পর যাতনার বৃদ্ধি। অর্শে ফুলা, ব্যথা, ফুঁড়ুনি, উষ্ণতা ও জ্বলুনি এবং বেগ; হালিস বাহির হওয়া, মলদ্বার চুলকুনি, সমস্ত শিরা জ্বলিতে থাকা, রোগী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়া।

আলুমি—বলি বাহির হওয়া, উহা আর্দ্র থাকা ও উহাতে ছেঁড়ার ন্যায় বেদনা।

আলোস্—অর্শ হইতে উত্তপ্ত কাল কাল রক্ত পাত, অন্ত্র ও যকৃৎ উত্তপ্ত হওয়া এবং তথায় কষ্টকর চাপ; বাহ্যের বেগ, গরম পৈত্তিকের ভেদ; বদন ও মাথায় ঝলকে ঝলকে তাপ।

ইগ্নে—অর্শে ও মলাশয়ের ঊর্দ্ধ দেশে প্রচণ্ড বিঁড়নি। প্রতি বার শৌচের সময় বলি বাহির হয় এবং উহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় (রস, সল্‌ফর, সেপি)। যেন ঐ স্থান হাজিয়াছে এমন বোধ হওয়া। মল নরম হইলেও রক্তপাত এবং ব্যথার আধিক্য; বস্তি প্রদেশ সেঁটে ধরা, গুমো বা চাপা। (অপ্রকাশিত) শোক জন্য পীড়া।

ইপি—অর্শ; প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট, মনোমালিন্য, কুভাবনা, গা বমি বমি, অধিক রক্তপাত এবং বলিতে হুল ফুটুনি, কনকনানি ও জ্বালা, মলদ্বার ফুঁড়ুনি এবং প্রায়ই ভেদ হওয়া।

এস্কুলস—বেগুণে বর্ণের অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও জ্বালাযুক্ত সুপারির ন্যায় বলি, বাহ্যে কালে বা বেগ দিলে উহা বাহির হওয়া; বাহ্যের সহিত চুলকুনি, ফুটুনি ও মলদ্বারে অতিরিক্ত বেদনা—তরুণ এবং বহু বৎসরের পীড়া ইহাতে সারে।

কলিন্সো—ক্রুর রোগ, কষ্টকর বেদনা, কখন কোষ্ঠ বদ্ধতা, কখন বা ভেদ। প্রচুর নয় অথচ অর্শ হইতে এক লাগাড়ে শোণিত পতন। গর্ভাবস্থায় অথবা কষ্টকর রজঃ ও প্রদর বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পীড়া।

কার্বো—বড় ও কাল্‌চে বর্ণের বলি; উহা স্ফীত ও বাহির হওয়া এবং সেই বলি হইতে অধিক রক্তস্রাব। মলাশয় হইতে কটু দুর্গন্ধ রস চোঁয়ান অথবা কাণা বলি এবং উহার শুড়শুড়ুনি, চুলকুনি, ব্যথা ও জ্বালা; বিশেষ বেড়াইবার সময়। কোষ্ঠ বদ্ধতা বা কদর্য্য রক্তবিশিষ্ট আমভেদ। অন্ত্রে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও পচা টক ঢেকুর উঠা; রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া ও নাসিকা হইতে শোণিতপাত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেঁড়া।

কাক্কা—বলি ফুলা, ব্যথা ও বাহির হওয়া এবং তাহা হইতে অধিক রক্ত পড়া। মলাশয় জ্বালা ও ফুটুনি, রোগীর স্থির থাকিতে না পারা। যে সকল স্ত্রীলোকের রজঃপ্রচুর ও ঘন ঘন প্রকাশ পায়, তাহাদের অর্শজন্য মলাশয়ের কন্‌কনানি, সেঁটে ধরা ও ছেঁড়া এবং বাহ্যের পর মলাশয় বেদনা; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হওয়া এবং নিম্ন স্থান হইতে উপরে উঠিলে মাথা ঘোরা। অর্শের শোণিত হঠাৎ বন্ধ দরুণ মাথা ঘোরা ও অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া, ভয়ানক মাথা ভার ও টন টন করা, পায়ের পাতা অতিশয় ঘামা ও তলা টাটান। স্মরণশক্তির লোপ।

কালী-কা—বলি বাহির হওয়া সহ ভেদ, ফুটুনি ও জ্বালা। প্রদাহ। প্রস্রাব ত্যাগ কালে বলি বাহির হওয়া।

কাষ্টিক—বলির খুব ব্যথা ও বড় আকার জন্য বাহ্যে বন্ধ। অর্শে ফুটুনি ও জ্বালা এবং ইহা স্পর্শ করিলে বা বেড়াইলে সেই যাতনা অসহ্য হয়। পেটের পূর্ণতা ও যেন ফাটিয়া যাইবে, এরূপ বোধ।

গ্রাফাইট—অর্শের সহিত হালিস বেরন—মলাশয় জ্বালা, চুলকুনি। গাত্রে চলকনা ও তাহা হইতে চট্‌চটে রস নির্গত হওয়া।

জিঙ্ক—বলি বাহির হওয়া ও চিন্ চিন্ করা।

ডায়োস্ক—বলির আকার বড়, বর্ণ কাল্‌চে এবং হালিস বাহির হওয়া।

নক্স—রক্তপড়া ও কাণা, উভয় প্রকারের অর্শ। মলাশয় চুলকুনি, জ্বালা, ও তাহাতে বলি। বাহ্যের পর ফিকে রক্ত পড়া, কোমর ও তলপেট

ভয়ানক ছেঁড়া, চাপুনি ও থ্যাতলানি, উঠিতে অক্ষমতা; মলদ্বার অবরোধ পুনঃ পুনঃ বৃথা বেগ, মাথা ভার ও ঘোরা, প্রস্রাব বন্ধ।

নাইট্রি-আ—প্রতি শৌচের পর বলি বাহির হওয়া ও তাহা হইতে রক্ত পড়া এবং সেই বলি ফুলা ও তাহাতে জ্বালা। মলাশয়ের কন্‌কনানি, বিশেষ পাতলা বাহ্যের পর এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকা। পুরাতন রোগে বলি হইতে অধিক রসনির্গমন (ন ব্লার ফা ু) ।

পড—কখন কাণা, কখ রক্ত প অর্শ; সর্ব্বদা মাজা ব্যথা, বাহ্যে কালিন, বিশেষ পরে অধিঃ হড়্‌হড়

পল্‌স—কাণা অর্শ, ব্যথাতি কষ্টকর চাপুনি। মলাশয়ে হুল ফুটুনি ও চুলকুনি এবং মলদ্বার টক্‌ণই ব উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা; কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্রাতে মুখের বদ স্বাদ; সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি। বলি হইতে রক্তপড়া, তাহাতে ব্যথা ও জ্বালা; কোমর ব্যথা, অর্শ বন্ধে বিবিধ যাতনা।

ফস্—বাহ্যে কালিন বলি বেরন ও জল শৌচের সময় তথায় হাত লাগায় জ্বালা। বসিতে বা শয়নে বলিতে ব্যথা, উঠিবার সময় তথায় ফুঁড়ুনি।

ফেরম—রক্তপড়া অর্শ, মলাশয়ে অধিক চাপুনি, দুর্ব্বলতা; কোষ্টবদ্ধতা ও ভেদ পর্য্যায়ক্রমে হওয়া।

বার্ব—অর্শ ও বাহ্যের পর জ্বালা।

বেল—রক্তপড়া অর্শ ও স্পর্শে লাগা, পীঠ ভেঙ্গে পড়, কাজেই নড়িতে অশক্ত; হঠাৎ ব্যথা ধরা ও হঠাৎ ছাড়া, রগ দপ্ দপ্ করা, নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা না হওয়া।

ভেরাট-ভি—অর্শের সহিত মলাশয় ও মলদ্বারে স্নায়বিক বেদনা, উহার বর্ণ কথন লাল, কথন গাঢ় নীল; নিয়ত য

মর-আ—কাণা ও রক্তপড়া অ কখ প্রকাভাবিক না হ‍ত জ্বালাকর টাটানি।

মার্ক—বলি হইয়েথে ্পেতিক ।সেদি ইয়া, পিপাসা ও গলা।

রস—ব্যথাযুক্ত কাণা অর্শ, প্র শা হির হওয়া। পৃষ্ঠদেশের উপর হইতে নীচে হইয়া, পুনরায় পীড়িতয়ে চাপুনি। কোমরে থ্যাতলানি, ই দিতে অনুরোধ করেন। বা ভারি দ্রব্য তোলার দরুণ; বিশে

উদরাময়—ভেদ।

স্বভাবতঃ শিশুরা সচরাচর প্রত্যহ ৪।৫ বার বাহে গিয়া থাকে। উহা তরল, ঈষৎ টক গন্ধ বিশিষ্ট এবং হরিদ্রা বর্ণের। বারে কেহ ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক, কেহ বা কিছু কম যায়। গন্ধ ও বর্ণের বিকৃতি, বারে অধিক ও ইহার সঙ্গে পেট ব্যথা, ফাঁপা, কখন কখন ঠোস্ মারা ও স্পর্শনে গরম বোধ, জিহ্বাতে ছাতা পড়া, পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ বিশিষ্ট হইলে রোগ বলিয়া গণ্য করা হয়। স্তন্যপায়ীদিগের মাতার স্তনদুগ্ধ অপুষ্টিকর থাকা বা তাঁহার মনের কষ্ট হওয়া, অথবা হিম লাগা, শিশুর অন্ত্রের উপদাহ, বা দন্ত উদগম প্রভৃতি কারণ বশতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। বয়োধিকদিগের অন্য অন্য হেতু বশতঃ এই রোগ হয়; সকলের পক্ষের ঔষধ এ স্থলে লেখা হইল।

মাতার দুগ্ধে পুষ্টিকর পদার্থের অসদ্ভাবে রোগ হইলে কামো বা ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—বা সিলিসা।

মাতার (১) ভয়, (২) রাগ, (৩) শোক, (৪) অত্যন্ত আহ্লাদ বশতঃ হইলে, প্রথম নিমিত্ত ওপিয়ম, আকন; (২) নক্স, কামো; (৩) ইগ্নেসা, ফস্-আসিড্ (৪) কফি, পল্স।

মাতাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন বার এবং সন্তানের অধিক কষ্ট হইলে উহাকেও উহার এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া বিধি। মাতাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্য দেওয়া পরামর্শ; ইহাতেও দুধ পুষ্টিকর না হইলে অগত্যা ওরূপ স্তন-দুগ্ধ পান করিতে না দেওয়া উচিত।

ঠাণ্ডা বশতঃ রোগে—পল্স, ডল্ক, মার্ক, কামো।

অন্ত্রের উপদাহ বশতঃ হইলে—মার্ক।

ভেদ, পেট কামড়ান ও মুখ লাল—কামো।

ভেদ, পেট কামড়ান ও মুখ ফেঁকাসে হইলে—বেলেডোনা।

ভেদ ও অতিরিক্ত পেট ফাঁপা হইলে—পল্স্ বা নক্স।

গ্রীষ্মকালে ভেদ পক্ষে—ব্রাই।

ভেদ সহ মলদ্বার টাটানি পক্ষে—মার্ক, সলফর, চাইনা আর্স।

ভেদ বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন হওয়া পক্ষে—আর্স, কার্ব্বো।

উদরাময় অবহেলা করিলে কখন কখন ইহা হইতে পুরাতন রোগ দাঁড়ায়,

কচিৎ বা ওলাউঠা, আমরক্ত, জ্বর প্রভৃতিও হইয়া থাকে। ইহাতে আহারের কট্‌কেনা করা নিতান্ত আবশ্যক। স্তন্যপায়ীর ঢোকা দুধ নিষিদ্ধ, প্রসূতীকে অল্প পরিমাণে সুপথ্য দিবা। প্রসূতীর স্তনে অধিক দুধ থাকিলে, তাহার কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলাও কখন কখন কর্ত্তব্য। রোগের নূতন অবস্থায় বয়োধিকের জল সাগু; পুরাতন হইলে পোরের অন্ন; মাগুর, শিঙ্গী মৎস্য, বা গাঁদাল পাতার ঝোল; লেবু, ঘোল দেওয়া যাইতে পারে।

বিশেষ বিশেষ পীড়া সম্বন্ধে।

অন্যমতের চিকিৎসায় অধিক ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকিলে—উদরাময় পক্ষে—নক্স।

অম্লরোগসহ উদরাময়—কামো, কার্ব্বো, নক্স, ব্রাই, সেপি।

আঘাত বা পতন জন্য ভেদ—আর্ণিকা।

ওলউঠা হইবার ভয় জন্য—কামো।

ঐ সারিয়া পরে ভেদ—সিকেল।

কৃমি জন্য ভেদ—স্পাইজি, সিনা; নক্স-ম।

কোষ্ঠবদ্ধের পর—আলুমিনা।

গর্ভাবস্থায় ভেদ—আণ্ট, কামো, পল্‌স, ফস, সল্‌ফর, সেপি, হাইয়স।

গোবীজে টিকা দিবার পর উদরাময়—থুজা।

ঘর্ম্মবন্ধ দরুণ উদরাময়—আকন, কামো, ভেরাট-ভি, মার্ক।

চর্ম্মরোগকালিন উদরাময়—আর্স, চিন, টার্ট, সিনা।

——অন্তর্হিত হওয়ায়—ব্রাই।

জ্বর—ঔদরিক (Gastric) সহ উদরাময়—আর্ণিকা।

—ক্ষয়জ্বর—আসারম।

—পিত্তশ্লেষ্মা (Typhoid) ওপি, নক্স-ম, মর-আ, ষ্ট্রাম, হাইয়স; আর্স, বেল, ব্রাই, ভেরাট, রস, লাকাসি।

—সবিরাম জ্বরে শীতের পূর্ব্বে ভেদ—কর্ণস, রস; আর্স—জলবৎ রক্ত মিশ্রিত; পল্‌স—জ্বরের বহু পূর্ব্ব ও আমযুক্ত।

—শীতে—আণ্ট আর্স, ইউপাট, ইলাট, পল্‌স, ফস-আ, রস, সল্‌ফর স্পাইজি, হাইয়স।

—তাপে—আকন, আণ্ট, আর্স, ইপি, ইলাট, কফি, কামো, পল্‌স, মার্ক, রস, লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা।

——ঘর্ম্ম কালিন—আকন (প্রাতে), সল্ফ (রাত্রে); কামো, কাক্কা, চিন, ফস, মার্ক, রস।

——বিরামে—আইড, আণ্ট, কামো, পল্‌স (আম বাহ্যে), ফস, ফস-আ, ফেরম, ভেবাট, রস, সিনা।

দড়কা কালিন ভেদ—টাবাক।

দাঁত উঠা কালিন ভেদ—আকন, আর্স, কামো, কাক্কা, চিন; আর্জেণ্ট-না, আস, ইথুসা, ইপি, কলসিন্থ, কাক্কা, ডক্কা, নক্স, পড, বোরাক্স, মার্ক, রিয়ম, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি।

পুঁতি (Malaria) জন্য উদরাময়—আর্স, কার্ব্বো, চিন, পল্‌স।

ফুস ফুস প্রদাহ কালিন—টার্ট

ফোড়া—আরাম হইবার সময়—রস।

বসন্তরোগ কালিন—আর্স, চিন, টার্ট।

বাতগ্রস্তের উদরাময়—কালী-বা।

বুক ব্যথার পর—সাঙ্গুই।

মুখ আসা কালিন—মার্ক।

যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে—আর্স, কাল্কা, চিন, ফস, ফেরম, সিকুটা।

রেচক ঔষধ ব্যবহার জন্য—নক্স।

রস রক্ত অধিক ক্ষয় জন্য—চিন ; কার্বো, ফস-আ।

শিরঃপীড়ার পর—পড।

সর্দ্দি কালিন—সেপি।

সর্দ্দির পর—ক্যাম্ফর, সাঙ্গুই।

সাংক্রামিক ওলাউঠা কালিন ভেদ—ক্যাম্ফর।

স্ফোটক অন্তর্হিত বা বসে যাওয়ায়—ব্রাই, মেজের সল্ফর, হিপর।

হাম কালিন ভেদ—পল্স ; ইপি, কামো।

—মিলানের পর—ইপি, চিন, পল্স, মার্ক, সল্ফর ; আর্স, ফস।

অপর কোন মতের চিকিৎসায় বিশেষ ঔষধ ব্যবহার-জন্য উদরাময়।

অধিক আফিম ব্যবহার জন্য উদরাময়—নক্স, বেল, মার্ক।

——ঔষধ—নক্স ; কার্বো, পল্স, হিপর।

——কুইনাইন—ফেরম, হিপর।

——পারা—চিন, নাইট্রী-আ, হিপর ; সল্ফর।

——মাগ্নিসা—নক্স।

——রেউচিনি (রুবার্ব্ব)—কলসি, পল্স, মার্ক।

——রেচক (জোলাপ)—নক্স।

ধাতু বিশেষে উদরাময়।

একহারা ব্যক্তির উদরাময় পক্ষে—ফস।

গণ্ডমালা ধাতুর—কাল্কা, মার্ক, সিলিসা ; আর্স, চিন, ডল্কা, বারাইটা, সল্ফর, সেপি।

দুর্ব্বলতা জন্য—আসার, চিন, নক্স-ম, ফস-আ।

বাতাধিক্যের—আসার।

মোটা সোটা শিশুর—কাল্কা।

যাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বিলম্বে যোড় লাগে—কাল্কা, মার্ক-স, সল্ফর, সিলিসা।

——শীঘ্র শীঘ্র বাড়—ফস-আ।

——স্বভাবতঃ অধিক শীত—আসারম।

শ্রম—শারীরিক জন্য—রস।

—মানসিক—নক্স।

—উভয়বিধ—কাল্কা ; পল্স, সল্ফর।

শীর্ণকায়দের—আইড, কামো, ফস।

আহার-বিশেষে উদরাময়।

কপি খাওয়া জন্য উদরাময়—পিট্রোল (বাঁধাকপি-ব্রাই)।

কাওয়া পানে—ইগ্নে, ইপি, ককু, কাষ্ট, কামো, চিন, সুজা, নক্স, পল্স।

কাঁকড়া, গেঁড়ি, চিঙ্গড়িমাচ জন্য—কার্বো।

কোন কিছু আহার করিলেই রোগ বৃদ্ধি—কলসি, কার্বো, চিন, নক্স, ফেরম।

খাদ্য না চিবাইয়া কোঁত কোঁত করিয়া গেলার জন্য—ইপি, নক্স।

চা পান জন্য—চিন, জেল্স, হাইমস।

জলপানের পর—সেপি। অপরিষ্কার জলপানে জিঙ্ক। অতিরিক্ত জলপানে—গ্রাটিওলা।

জলে চূনের ভাগ অধিক থাকিলে—ক্যাম্ফর। বরফজল পানে—আর্স, চিন, নক্স।

টক দ্রব্য আহারে—আর্স, নক্স, পলস, ল্যাকাসিস্ সল্ফর; অ্যান্ট, অ্যাপিস, অ্যালোস, ক্যাল্কে, ফস্, সেপি।

ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে—পলস; অ্যান্ট, ক্যাল্কে, লাইক।

তামাক ব্যবহারে—ইপি, ক্যামো, পলস; ইগ্নে, ককু, চিন, নক্স, হিপর। তামাক টানায়—ব্রোম।

তরমুজ, শসা খাওয়ায়—জিঙ্ক।

তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি, ইলিস মৎস্য প্রভৃতি আহারে—পলস; ক্যামো, থুজা; অ্যান্ট, ইপি, চিন, সল্ফর।

দুধ পানে—ইগ্নে, কার্ব্বো, নক্স, ব্রাই, লাইক, সল্ফর; আস, ক্যাল্কে, চিন। জ্বাল দেওয়া দুধ পানে—সেপি। ঠাণ্ডা দুধ—নক্স, পলস। নক্স, পলস, ব্রাই, মার্ক।

ফল আহারে—আর্স, চিন, পলস, ব্র ল্যাকাসি; অ্যাকন, ক্যাল্কে, নেট্র। পিচ-ফল-ভক্ষণে—গ্লোনিন।

বরফ খাওয়ায়—আস, কার্ব্বো, নক্স, পলস।

মৎস্য আহারে—কার্ব্বো, কালী বা। পচা মৎস্য—কার্ব্বো, ক্রিয়োস, চিন, পলস।

মসলা দেওয়া খাদ্য আহারে—চিন, নক্স।

মাংস আহারে—চিন, সল্ফর; ফেরম, সেপি। গোমাংসে—কালী না। বাছুরের মাংসে ইপি, নাইট্রম। টাট্কা মাংসে—কাষ্টিক। ধূম দেওয়া শুষ্ক মাংসে—ক্যাল্কে। লবণাক্ত (লোণা) মাংসে—আস, কার্ব্বো। শূকরের মাংসে—পলস।

মিষ্ট ভোজনে—আর্জেণ্ট, ইগ্নে, ক্যামো।

রসুন ও পেঁয়াজ অধিক আহারে—থুজা।

লবণ অধিক ব্যবহারে—আর্স, কার্ব্বো।

শ্বেতসার যুক্ত খাদ্য অধিক আহারে—নেট্রম স, নক্স।

শাক সব্জি আহারে—আর্স।

সিকা ব্যবহার জন্য—অ্যাণ্ট।

সুরাপান জন্য উদরাময়ে—ল্যাচক। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে—আস, টার্ট, নক্স। বিয়র সরাপ পানে—কালী বা।

অবস্থা বিশেষে ভেদ।

অধিক মানসিক শ্রম বা লেখা পড়া জন্য উদরাময় পক্ষে—অ্যানাক্রি স, ইপি, ককু, নক্স, ফস-অ্যা।

অধিক শব্দ শ্রবণ জন্য উদরাময়ে—ককু, নক্স, নাইট্রি অ্যা। হঠাৎ অধিক শব্দ জন্য ঐ—বেল, বোরাক্স।

অধিক সূর্যতাপ লাগান জন্য—কার্ব্বস।

অন্ধকারে থাকার জন্য—ষ্ট্রাম

আগুনের উত্তাপ লাগান জন্য উদরাময়—যথা আঁতুড়ে শিশুকে অধিক তাপ দেওয়া ও প্রসূতীকে এক প্রকার ভাজিয়া লওয়া; বয়স্কদিগের রন্ধন করা এবং কামার বা কল-অনলকের অগ্নি সঙ্গে যুঝা দরুণ উদরাময় পক্ষে—কার্ব্বো।

আহার সময়ের অনিয়ম জন্য (যথা কখন সকালে, কখন দুপুরে, কখন বৈকালে) উদরাময় পক্ষে—ইপি, নক্স, মার্ক, হিপর।

আহার—বালা ভোগ বা হাজরের পর ভেদ—আইরিস, আর্জেণ্ট না, থুজা, বোরাক্স। মধ্যাহ্ন ভোজ (ডিনরের) পর—আম-ম, অ্যালুমি, নক্স, নাইট্রী অ্যা। রাত্রি ভোজ (সপর) পরে—আইরিস।

আহারের পর ভেদ—সামান্যতঃ—আর্স,

আলোস, কলসি, কাষ্টিক, চিন, নেট্রম, পড, ব্রাই, বোরাক্স, ভেরাট, লাকাসি।

একা থাকায় ভয় জন্য উদরাময়ে—ষ্ট্রাম।

গরম (অধিক) হওয়া জন্য—আকন, পড; আণ্ট, আলোস, ব্রাই।

গরম খাদ্য জন্য—ফস্।

গরম গৃহে বাস জন্য—আপিস।

গাত্র আবরণ (অধিক) রাখা জন্য—সিকেল।

ঘাম বন্ধ জন্য—আকন, কামো, চিন, ভেরাট, ভি, মার্ক।

ঘোড়া চড়া জন্য—কক্, নক্স ম, পিট্রোল।

চকচকে পদার্থ দর্শন জন্য—ষ্ট্রাম।

চিনি খাইবার পর—আর্জেণ্ট না।

চুল ছাটা জন্য—বেল

ঝড় তুফানে—পিট্রোল; বৃষ্টি বজ্রাঘাতে—নেট্রম, রড।

থুথু গেলা কালীন বাহ্যে পাওয়ায়—কল্চি।

দাঁড়ান কালীন বাহ্যে পাওয়ায়—আলোস।

দুর্ব্বলতার জন্য উদরাময়ে—আর্স, আসারম, চিন, নক্স।

নিদ্রা কালীন ভেদ—আর্ণিকা, পল্স, রস।

নিদ্রার পর—জিঙ্ক, ব্রাই, বেল, লাকাসি।

নিম্ন হইতে উপরে উঠায়—আকন, ওপি, আর্।

প্রাচীনের উদরাময়ে—আণ্ট, ফস্, ব্রাই, সিকেল।

প্রস্রাব কালীন ভেদ—স্কুইলা।

বসিলে বাহ্যে পাওয়ায়—ডায়োস্ক। (সোজা) বাহ্যে পওয়ায়—ব্রাই।

মলে দুর্গন্ধ।

গন্ধ কদর্য্য—ওপি, কল্চি, ক্রিয়োস, বাপ্টিসা, মার্ক, লাকাসি, সল্ফর, সিকেল, সোরিন।

গন্ধ হীন—রস, হাইয়স।

—ঝাঁঝাল—আসাফটিডা।

—টক—মাগ্নিসা, কাল্কা, হিপর, রিয়ম, মার্ক, আর্ণিকা, গ্রাফাইট, চিন, জেলাপ, সল্ফর, সেপি।

—টক ও পচা—কলসি।

—ডিম্ব পচার ন্যায়—কামো কাল্কা, সল্ফর।

—দুর্গন্ধ—আর্স, কলসি, কাম্মো, কাল্কা, নক্স, ফস আ, মার্ক, রিয়ম।

—পচা—আর্স, কলসি, কামো, কার্বো, চিন, নক্স, ব্রাই, মার্ক, সল্ফর সেপি।

—দুধ বা পনিরের ন্যায়—ব্রাই, হিপর।

—মাংসের ন্যায়—ফস্।

—ভাব্‌সা—কলসি।

—শবের ন্যায়—কার্বো, রস, ষ্ট্রাম, সিলিসা; আস, পড, বিস্মথ।

সময়ানুসারে ভেদ।

ভেদ—প্রাতে—আণ্ট, আপিস, ইউপাট, কোপেবা, পড, ফস, ফেরম, ব্রাই, বোভিষ্টা।

শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র—লাইক, সল্ফর।

সকাল ১০টা ও রাত্রে—আলোস্।

দিবসে—আন মি, কক্, কাষ্ট, কালী-না, গমি, নেট্রম স, পিট্রোল, মাগ্নিসা কা, সিনা, সিলা।

ভেদ বৈকালে—আর্স, আলোস, চিন, হল্‌কা, বেল, বোরাক্স, লারো।
বৈঃ ৪ হইতে ৬টা—ভেদ—কার্বো। ৪ টা হইতে ৮টা—লাইক। ৫ হইতে ৬টা—চিঙ্গিট
—সন্ধ্যায়—আলো, ইপি কল্‌চি, কাষ্ঠ, কাল্কা, কালী, কাষ্টিক, জেল্‌স, মর আ, মার্ক, মেজর, লাকাসি।
রাত্রে—আসাফাটিডা, কাপ্‌স, কামো, গ্রাফাইট, চিন, পল্‌স, ফেরম, ভেরাট, মার্ক, রস।
—রাত্রি ১১টায়—কলসি।—১২টায় ড্রোস, ১২টার পর—আজেন্টা না, আর্স, আলোস, ফেরম, লাইক।
—১টা হইতে ২টা—ফাইটোলাকা
২টায়—সিকুটা; টবাক, ফস।
—২টা হইতে ৩টা—আলোস, লাইক।
৩টায়—ফস, সিলিসা। ৪টায়—পিট্রোল, ফস।
৬টায়—পিট্রোল, ফস।
কেবল রাত্রে—মার্ক স।
দিন রাত—কলসি, কালী, মার্ক, সলফর, সিলিসা।
নিয়মিত এক সময়ে—থুজা।
— —বৎসরান্তে—কাল বাই।
এক দিন অন্তর—আলুমি, চিন, নাই ট্রি আ, ফ্লোরিক আ। ও প্রত্যেক পালায় এক ঘণ্টা পেছন—ফ্লোরিক আ।

উদরাময় বা ভেদ।

বাতাস (আর্দ্র) লাগা জন্য উদরাময়—রড। সন্ধ্যার বাতাসে মার্ক।
বাতাস (আর্দ্র) লাগা জন্য গরম—লাকাসি পড, ব্রাই।
— ঠাণ্ডা—আকন, ডল্কা, সিলিসা।
— দমকা—আকন, কাপ্‌স, নক্স।
বাহিরের—আগার, আম ম,
— শুষ্ক—আলুমি।
স্ত্রীর ঋতু কালীন উদরাময়—ওলিয়ম, কাল্কা, কাষ্টিক, সিকেলি
—ঐ পরে—গ্রাফাইট।
—পূর্ব্বে—আলোস, হাইপরিকুম। ঋতু কালীন ও পূর্ব্বে—বোভিষ্টা।
—শেষাশেষি—ব্রোমাইন।
স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়—আণ্ট, ডল্কা, নক্স, পিট্রোল, ফস্, লাইক, সলফ নপি হাইয়স।
—আঁতুড়ে অবস্থায়—রিয়ম, সিকুটা, হাই য়স; ডল্কা, পিট্রোল।
—দীর্ঘকাল সন্তানকে স্তন দেওয়া জন্য—ক্রোটন, কোটলিস, চিন, পল্‌স।
ব্যায়াম বা কায়িক শ্রম অভাবে—আলে ট্রিস, নক্স, ব্রাই।
বেড়ান কালীন ভেদ—আলুমি, আলোস।
ভেজার পর—রস, আকন, রড।
রাত্রি জাগরণ জন্য উদরাময়—নক্স, আলেট্রিস, আর্ণিকা, ইপি, কক্, কার্বো, পল্‌স, ভেরাট।
শয়নে—ডায়োস্ক, কুবেব; ও স্থির থাকায়—রস, রড।
——চিত হইয়া—পড।
——বাম পার্শ্বে—আর্ণিকা, ফস্।
——স্নান করায় উদরাময়ের বৃদ্ধি—আণ্ট।

মনের ভাবানুসারে উদরাময়।

অপমান জন্য ভেদ—ফস আ।

আতঙ্ক জন্য—কফি; কিছু দীর্ঘকালের হইলে—আকন, আর্ট, ইগ্নে, ওপি, কামো, জেল্‌স, ভেরাট, হইয়স।

আহ্লাদ জন্য—কফি: আকন, ওপি, পল্‌স।

ইন্দ্রিয় দোষ (কাম চরিতার্থ) জন্য—ফস-আ।

কলহ জন্য—কলসি, কামো।

কুসংবাদ প্রাপ্তি জন্য—জেল্‌স।

ভয় জন্য—ওপি, ভেরাট; ইগ্নে, কফি, নক্‌স, পল্‌স, প্লাটিনা।

রাগ জন্য—আকন, কামো।

রাগ ও ভয় উভয় জন্য—কলসি (ও বমন), কামো, নক্‌স, ব্রাই।

বিরক্তি জন্য—আলোস, কামো।

শোক জন্য—ইগ্নে, কলসি, জেল্‌স, ফস্।

অসামাল বা অনিচ্ছাধীন বাহ্যে।

অসামাল বা অনিচ্ছাধীন (বাহ্যে) ভেদ—আর্ণিকা, ওপি, চিন, রস, সিকেল; আর্স, ফস, ফস্‌-আ, বেল, ব্রাই ভেরাট, মর-আ, সিনা, হাইয়স।

—ভেদ—কাশিতে কাশিতে—ফস্।

—ঘুমন্ত—আর্ণিকা, পল্‌স, রস।

—নড়া চড়ায়—আপিস।

—প্রস্রাব ত্যাগ কালীন—মর-আ।

—বায়ু নিঃসরণ কালীন—আলোস্, ওলিয়গুার, ফস-আ।

—রাত্রে—আর্ণিকা।

—হাঁচি কালীন—সিনা।

অসাড়ে বাহ্যে—আস, ভেরাট নক্‌স, মার্ক-স লাকে, হাইয়স।

বাহ্যের বর্ণ বা রং।

বর্ণ—বাহ্যের আলকাত্‌রার—ইপি, নক্‌স, মার্ক, লাকাসি।

—কাল—আকন, আর্স, ইপি, কাম্ফ, কাম্ফর, চিন, ফস্, ভেরাট, মার্ক, লেপ্টাণ্ড্রা; ওপি, কাম্ফা, প্লম্বম, ব্রোম, ষ্ট্রাম।

—কাল নীল—ইণ্ডিগো।

—চকচকে—ফস।

—জর্দ্দা—আগার, ইপি, কলসি, কাম্ফা, ক্রোটন, চিন, ফস, বেল, মার্ক, আলোস্, কামো, জিঙ্ক, নেট্রম, সেনা, হিপর

—জর্দ্দা ও কাল মিশ্রিত—আর্স।

—জর্দ্দাটে-সবুজ—কলসি, গ্রাটিওলা, সল্‌ফর। জর্দ্দাটে শাদা—আরম, কলসি, নাইট্রী-আ, রুস।

—জলবৎ—আস, ভেরাট।

—ধূসর—আর্ণিকা, আস কাস্টো, ফস-আ, ভেরাট, মার্ক, রিয়ম। ধূসর সবুজ—ক্রোটন।

—পাটল—আর্ণিকা, কার্বো, ভেরাট, মার্ক, আলোস্, চিন। পাটল সবুজ—আস, ডক্স।

—পোড়ার ন্যায়—প্লম্বম (ও ভেড়ার নাদির ন্যায় হইলে)

—ফেকাসে (পাংশুস)—কামো, লাইক, ফস, ফস-আ, বেল, রস, সল্‌ফর।

—মেটে—কাম্ফা, রস, হিপর।

—লাল—জোলাপ। লাল আম,—সল্‌ফর; লাল জর্দ্দা (মিশ্রিত)-রস, লাইক।

—সবুজ—আকন, আলোস, ইথুসা, ইপি,

ইলাট, ক্রোটন, চিন, ফস, মাগ্নিসা কা, মার্ক স, সল্ ফর, সেপি, হিপর। সবুজ বা শাদা—ক্রোটন, ডল্ কা।

—সবুজ, ঈষৎ—আর্স, কামো, পল্ স।

—সবুজটে জর্দ্দা—টেরিবিন্থ, ষ্টানম। সবুজ আম—ক্রোটন।

—সবুজ জলপাইর ন্যায়—ইলাট। গাঢ় সবুজ—আর্স, ক্রোটন, মার্ক-ক।

—শাদা—আকন, আর্স, ইপি, কাল্ কা, চিন, ভেরাট, হিপর। ঈষৎ শাদাটে—আকন, কামো, চিন, পল্ স।

—শাদা চক্ খড়ির ন্যায়—কাল্ কা, পড।

দুধের ন্যায়—আর্ণিকা, ডল্ কা, নক্ স, বেল, মার্ক, রিয়ম

—শাদাটে জর্দ্দা—ইগ্নে।

—সীসার রং—প্লম্বম।

অর্টিকা-উরেন্স—উদরাময়, অত্যন্ত গাত্র চুলকুনি ও জ্বালা করা এবং তথায় ফটকা ফটকা দাগ হওয়া। চর্ম্মরোগগ্রস্তের স্ফোটক বন্ধ হইয়া ভেদ হওয়া।

আইড—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পুরাতন উদরাময় বা বাতাজীর্ণ, প্রচুর ও ঘোলের মত শাদাটে দুর্গন্ধ ভেদ, প্রাতে বৃদ্ধি, আহারে ব্যথার সমতা, বাহ্যের পর মলদ্বার জ্বালা; অতিরিক্ত ও পুনঃ পুনঃ আহার শীঘ্র শীঘ্র হজম হয়, কিন্তু দিন দিন জীর্ণতা, শীর্ণতা, অত্যন্ত অস্থিরতা (আর্স) জন্য সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন ও নিদ্রার ব্যাঘাত (বিশেষ লক্ষণ), ভিন্ন ভিন্নে জ্বর, কাশী। জলবৎ ভেদ বা শাদাটে আম নির্গমন। প্লীহার বৃদ্ধি ও কাঠিন্য এবং তাহা স্পর্শ করিলে লাগা; যকৃতের পীড়া থাকিলে।

আইরিসিভ—গ্রীষ্মকালের ভেদ বমন। প্রথম দুই তিন দিন সামান্যতর ভেদ ও মরুৎ ক্রিয়া হইয়া পরে হঠাৎ বমি, হাত পা ও পেটে খাল লাগা, কিন্তু দুম্ড়ে বসায় স্বস্তি বোধ; অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ভেদ, অত্যন্ত পিপাসা, বিবর্ণ হওয়া, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, নাড়ীর ক্ষুণ্ণতা, শ্বাস-কষ্ট ও প্রস্রাব বন্ধ হওয়া (এমত স্থলে দশ পনের মিনিট অন্তর দিবা) অথবা নাভি-প্রদেশ কাম্ড়াইয়া ও খুব সাড় করিয়া জর্দ্দা সবুজ বা অপরিষ্কার জলবৎ মল। অতিশয় দুর্ব্বলতা, সমস্ত চম্কানি।

আকন—প্রাদাহিক উদরাময়, গা বমি বমি সহ ঘর্ম্ম, বমন, শাকছেঁচানি ও গরম জলের ন্যায় ভেদ, রসের ভেদ, শিশুর পৈত্তিকের ভেদ ও অদম্য পেট ব্যথা, জলবৎ শাদা হড়্ হড়ে ও রক্ত-বিশিষ্ট বাহ্যে হওয়া, গরম অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয় পান, শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগান বা ঘাম বন্ধ জন্য পীড়া হওয়া। জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, কান্না ইত্যাদি উপসর্গ সঙ্গে থাকা।

আগারিকস—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় (কার্ব্বো, লাইক) ও পেঁয়াজের গন্ধের মরুৎক্রিয়া, জর্দ্দা হড়্‌হড়ে বা জলবৎ ভেদ, বৃষ্টি হইলে পীড়ার বৃদ্ধি, ভেদ করিতে আরম্ভ হইলে জ্বালার বৃদ্ধি, গাত্রের চুলকণার দাগ সকল মিলাইতে থাকিলে ; প্লীহা প্রদেশ ব্যথা, উদরাময় ও মাথা ঘোরা, প্রথমে গাঁইট গাঁইট মল, পরে পনের মিনিট বাদে জলবৎ ভেদ, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড বেদনা ও গা বমি বমি। শিশুর ঘাসের বর্ণের দুর্গন্ধ পৈত্তিকের ভেদ।

আণ্ট-ক্রু—মাতার টক সুরাপান কিম্বা শিশুকে অধিক আহার বা স্নান করান জন্য রোগ ; ক্রনিক আম বা জলবৎ ভেদ ও তৎসঙ্গে ছোট ছোট ডেলা ডেলা মল থাকা। জিভে দুধে-শাদা লেপ (কখন কখন জর্দ্দা) গা বমি বমি, প্রচণ্ড অথচ তিক্ত শ্লেষ্মা বমন, আহার ও পানে ঐ বমনের বৃদ্ধি (ইপিকা প্রয়োগে বমি বন্ধ না হইলে ইহা বিধি) মুখ ও ঠোঁট শুষ্ক, কিন্তু প্রায় পিপাসা না থাকা। তাহার দিকে কেহ তাকাইলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলে বিরক্তি প্রকাশ, স্নান করিতে বিরক্তি। বাহ্যে কালীন ও পূর্ব্বে বেদনা, মলাশয় বাহির হওয়া।

আণ্ট-টার্ট—কখন ভেদের, কখন বা বমনের আধিক্য, একের বৃদ্ধির কালে অপরের ন্যূনতা—পেট কামড়াইয়া ও ডাকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ জর্দ্দা মল ও আম, ত্যাগে যাতনা, কিন্তু বেগ ও মলদ্বারে জ্বালা থাকা। বিশেষ গুরু আহার জন্য ও মাথায় রক্ত সঞ্চার জন্য উপসর্গে। মাথা ঘোরা, মাথা ভার, জড়তা ও নড়ায় যাতনা, অধিক তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ অল্প পান, প্রবল হিক্কা, গা বমি বমি, জলবৎ কখন কখন বা অজীর্ণ খাদ্য বমন, পরে নেতাইয়া পড়া, নাভির চতুষ্পার্শ্বে শূল ব্যথার ন্যায় ব্যথা। প্রচুর সজোরে ভেদ, অল্প প্রস্রাব। বসন্ত, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, গুটি বসার দরুণ উদরাময়।

অনাথিরা-বাই—অত্যন্ত বলক্ষয়কারী ভেদ।

আর্জেণ্ট-না—অধিক মিষ্ট খাইবার পর, উপাদেয় ভোজের পর। কয়েক দিন দুইটা রাত্রের পর হড়্‌হড়ে রক্ত-মিশ্রিত ভেদ। সবুজ দুর্গন্ধ আম ভেদ ও তৎসঙ্গে বালি বা পাতর কুচির ন্যায় থাকা। জলীয় পানের পর উহা হুড় হুড় করিয়া নামিয়া বাহির হওয়া, গা বমি বমি ও শ্লেষ্মা বমন। বাহ্যে সহ দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়া ও ঢেকুরউঠা। এরূপ শীর্ণ, যেন চামড়ায়

হাড় ঢাকা, এমত সকলের ভেদ ও বমন। শিশু যাহা খায় তাহাই রূপান্তর না হইয়া নামা (ভেদ)।

আর্নিকা—হড়্ হড়ে আম বা গাঁজলাটে ভেদ, দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়া, জ্বরে ঘুমন্ত অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব ত্যাগ। আঘাত বা পতন জন্য রোগ, মুখের তিক্ত বা পচা তার। উদ্গারে পচা ডিম্বের গন্ধ। দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস। পুরাতন রোগ সহ কদর্য্য গন্ধের মরুৎক্রিয়া।

আরেনিয়া—অত্যন্ত পেট ডাকা ও জলবৎ ভেদ হওয়া, অতৃপ্তিকর নিদ্রা এবং ঘুম ভাঙ্গিলে অঙ্গ বিশেষ, যথা হাত পা খুব বড় হইয়াছে বোধ হওয়া। হাত পা অসাড়।

আরম—ঘন ঘন বা জলবৎ ভেদ, বিশেষ রাত্রিকালে, কিন্তু খোলসা না হওয়া, মলদ্বার জ্বালা, বেগ, বিশেষতঃ যাহার উপেন্দ্র বা মলদ্বারের নিকট গ্যাঁজ থাকে। যাহাদের গরমীর পীড়া ছিল ও যাহারা অধিক পারা ব্যবহার করিয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের হাড়ে ক্ষত থাকে, তাহাদের নিজের, অথবা সন্তানের উদরাময় রোগে ইহা অধিক খাটে।

আর্স—বরফাদি পানে অথবা অঙ্গ অধিক পোড়া জন্য রোগ। সবুজ বা পাটকেলে আম বা জর্দ্দা জলবৎ অকষ্টকর, কখন কখন বা জ্বালাজনক দুর্গন্ধ ভেদ, রাত্রে (বারটার পর) বা আহার ও পানের পর বাহ্যে ও বমন। অনেক সময় মল-ত্যাগের পূর্ব্বে অস্থিরতা বা কান্না এবং পরে মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা। অধিক বয়স্কের ঐ সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা, বদন ফেকাসে, গাল তোবড়ান, চক্ষু-পার্শ্বে কাল্চে পড়া, বুড়ুটে চেহারা, মৃত্যুভয় ও মনোকষ্ট থাকা, শরীর আইঢাই করা।

অলোস—পুরাতন রোগ এবং মলদ্বার হাজা ও জ্বালা। প্রাতে ভেদ, বিশেষ গরমিতে; অসামাল প্রায়, যাইতে বিলম্ব সয় না। কাল বা জর্দ্দা বর্ণের কদর্য্য জলবৎ প্রচুর ভেদ ও ঐ সঙ্গে নাভি-প্রদেশে শূল, পেট গড় গড় করিয়া ডাকা, মলাশয় যেন জলপূর্ণ এবং বাহ্যে কালে ও পরে মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা। শাদা বা সস্তা চট্চটে জমাট আমের ন্যায় মল।

আলুমিনা—গ্রীষ্মকালে সবুজ ভেদ; অল্প অল্প ভেদ ও অনেক সময় রক্তপাত জন্য মলাশয় টাটানি। বাহ্যে কালে বেগ দিলে মূত্র ত্যাগ না হওয়া।

আলুমেন—ভেদ ও তৎসঙ্গে কদর্য্য ঘ্রাণের রক্ত ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া ; বাহ্যের পর মলাশয়ে অসহ্য যাতনা।

আসাফাটিডা—বাতাধিক্যের পীড়া, সজ্বা বা পাটকেলে জলবৎ ভয়ানক কদর্য্য গন্ধের ভেদ।

আস্কেপ্লিয়স-টি—পেট-মধ্যস্থিত অগ্নি-স্রোত বহির্গত হইতেছে বোধ হওয়া। কাল বর্ণের ভেদ ও মধ্যে মধ্যে যেন ফোটা ফোটা চর্ব্বি থাকা ; পচা ডিম্বের গন্ধ, অতি কষ্টে মলত্যাগ ও যেন নাড়ী ভুঁড়ি সব বাহির হইবে বোধ হওয়া।

আপিস—সজ্বা, জর্দ্দা, হড়্‌হড়ে আম বা হল্‌দে জলবৎ ভেদ। শরীর নাড়ায় ও প্রাতে অধিক, পেট টিপিলে ব্যথা, গাত্রে স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ। মলদ্বার ফাক বা হা করিয়া থাকা, অনিচ্ছাধীন বাহ্যে (আলোস, ফস) ; শিশুর ভেদ, প্রচণ্ড তিক্ত বমন এবং পান ও আহারে বৃদ্ধি, জিহ্বার শুষ্কতা, কিন্তু তৃষ্ণার অভাব (যথায় তৃষ্ণা থাকে তথায় স্কার্লেট উপসর্গের ন্যায় অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ পান) গা খস্‌খসে, উত্তপ্ত, কখন কখন ইহার সঙ্গে পায়ের পাতা ও জননেন্দ্রিয়ের ফুলা থাকা। রাত্রিকালে অনেক বার ঘুম ভাঙ্গা ও কখন কখন চীৎকার করিয়া উঠা। প্রতি শৌচের পর মল-দ্বার যেন শক্তি-হীন হইয়াছে বোধ হওয়া। শোথ ও উদরীগ্রস্তের উদরাময়ে অধিক ব্যবহার্য্য। প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি।

আফিস-গ্লা—প্রাতে ভেদ এবং মলদ্বারে বেগ ও জ্বালা। ক্রমশঃ পেটকামড়ানির বৃদ্ধি হইতে থাকা।

ইউপর্বি—পৈত্তিকের জলবৎ প্রচুর ভেদ এবং গা বমি বমি, অত্যন্ত পেট-ব্যথা, অল্প অল্প বাহ্যে ও কোঁত পাড়া ; বলক্ষয়।

ইউফ্রেসিয়া—তেজে বমন ও জলবৎ ভেদ। শরীর ঠাণ্ডা ও উহাতে ঠাণ্ডা ঘাম ; উদ্বিগ্নতা, যেন মৃত্যু উপস্থিত ; হাত, পায়ে ও অন্ত্রে আক্ষেপ, মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা, রোগের সমতা না হইলে বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকা।

ইগ্নে—শোক জন্য বা পেট ডাকিয়া লাল কলতানির ন্যায় ভেদ। অকষ্টকর ভেদ, বিশেষ রাত্রে ও সশব্দ মরুৎ ক্রিয়া, বিশেষতঃ যে সকল শিশু সর্ব্বদা চমকায়।

ইপি—দাঁত উঠা কালে ঠাণ্ডা লাগা, কাঁচা ফল আহার এবং উত্তমরূপে

চর্ব্বণ না করিয়া কোঁৎকরে গেলা জন্য রোগ। ভেদসহ চীৎকার ও ছটফটানি, চক্ষু-পার্শ্বে কালশিরা ও হয় ত নাক দিয়া রক্ত পড়া, জিভে শাদা বা জর্দ্দা লেপ; মুখ দিয়া অধিক লালা ভাঙ্গা, নিয়ত গা বমি বমি; পিত্ত, টক বা কাল বর্ণের বমন এবং বমনের পরই প্রায় অতিশয় তৃষ্ণা, কড়ার নিম্নে কষ্টকর যাতনা, পেট ফোলা, ব্যথা ও কামড়ানি, নড়ায় উহার বৃদ্ধি। সজোরে সবুজ বর্ণের হড়্ হড়্ গাঁজলাটে জলবৎ ভেদ ত্যাগ; অধিক ও গুরু আহার জন্য উদরাময়। আহার বা পানের পর ক্ষণেই তুলিয়া ফেলা। কখন কেবল মাত্র বমন।

ইলাট—অল্প মধ্যে দশ পোনের মিনিট অন্তর অতিশয় কন্‌কনানি বা হানার ন্যায় যাতনা; সবুজ বা শাদা আম, অথবা জলবৎ ভেদ ও বমন। শিশুর পুনঃ পুনঃ সীসার বর্ণের ও গাঁজলাটে ভেদ জোরে নির্গমন। অধিক শ্রমের পর আর্দ্র স্থানে থাকা জন্য পীড়া, ক্রূর রোগ। বায়ু জন্য পেট ডাকা ও তলপেট অত্যন্ত বেদনা। সবিরাম জ্বরে ভেদ বমি পক্ষে উত্তম ঔষধ। হল্‌দে জলবৎ কষ্টহীন ভেদ ও বমন।

ইথুসা—গ্রীষ্ম কালের পাতলা, জর্দ্দা বা সব্জা ভেদ, বেগ ও অতিশয় ঝিমুনি। ভেদ ও তৎসহ অঙ্গ খেঁচুনি। অনেক ভেদ বমির পর শিশুর ভোমা-মারা হইয়া পড়া, ফেল ফেল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, চক্ষুর পুত্তলির বিস্তৃতি এবং চেতনা শূন্য হওয়া। ঘুমন্ত চমকানি, প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম, দড়্‌কা, হাত মুঠা বাধা। দাঁত উঠা কালীন ও গ্রীষ্মের রোগে; টাইফয়েড জ্বরে জিভ কাল ও পৈত্তিকের ভেদ। জমাট দুধ ভেদ ও বমন। তৃষ্ণা থাকা ও নেতাইয়া পড়া।

এসকুইলস-হি—পুরাতন উদরাময় ও পীঠ ব্যথা। অর্শের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ স্ত্রীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালে (ঋতু বন্ধ হইবার বয়সে)।

ওপি— আতঙ্ক বা হঠাৎ ভয় জন্য ভেদ ও কখন ঐ সঙ্গে দড়্‌কা (কাল-বিলম্ব হইলে, ইহা ও আকন পর পর), অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দরুণ উদরাময়।

ওলিয়াণ্ডার—পেট ডাকা, বায়ু নিঃসরণ করিতে গিয়া মল দেখা দেওয়া।

পাতলা ও পূর্ব্ব দিনের খাদ্য জীর্ণ না হইয়া আদত পদার্থ ভেদ। বাতাজীর্ণ রোগে এবং আর্সে ফল না দর্শিলে। আহার করার সময় ভেদে ফেরম; আহারের পর ভেদে আর্স. চিন; আহারের ঘণ্টা কতক পরে বাতাজীর্ণের ভেদে ওলিয়াণ্ডার। বাতাজীর্ণ রোগে যাহার পূর্ব্ব দিনের খাদ্য জীর্ণ না হইয়া পর দিন আদত অবস্থায় নির্গত হয়, তাহার পক্ষে—আর্স, চিন, ফেরম।

ককু—কেবল মাত্র দিবসে অকষ্টকর জর্দ্দাটে ভেদ, খুব পেট ডাকা, ক্ষয়-জ্বর, শীর্ণতা।

কর্ণস—চিন সদৃশ। গা বমি বমি, বমন, জলবৎ পৈত্তিকের ভেদ, অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কাম্‌ড়ানি, বুকজ্বালা; শীত ও তাপ, পরে ঘাম।

কফি—সংসারের ভাবনা চিন্তা জন্য উদরাময়, যথা, বাটীর গিন্নি বা কর্ত্রীর।

কলিনস্‌নিয়া-সি—শিশুর পেট ফাঁপা ও ডাকা, ব্যথা, থাল লাগা ও ভেদ।

কলসি—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে ভেদ; পান ও আহারে বৃদ্ধি; ইহার ব্যথা বাহ্যে কালীন, পূর্ব্বে ও পরে ধরে। বড় ভয়ানক চীৎকার করা, বাহ্যে করায় ও দুমড়ে বসায় তাহার শমতা। প্রচণ্ড রাগ ও মনের অতিরিক্ত উত্তেজনার জন্য ভেদ বমন ও পেট ব্যথা, কলসিন্থ ব্যবহার দরুণ পেট ব্যথায় কফি দিবা মাত্র তাহার প্রতিকার হয়। পুরাতন পীড়া ও সকালে ভেদ।

কল্‌চিকম—অসাড়ে জলবৎ ভেদ এবং গা বমি বমি ও বমন।

কাক্টস—প্রাতে খুব পেট ব্যথা ও পরে ভেদ, মলদ্বার ভার এবং তথায় যেন আলপিন ফোটানির ন্যায় যাতনা, হৃৎপিণ্ড রোগ-গ্রস্তের উদরাময়।

কান্থ—হড়্‌হড়ে ভেদ সহ কোঁৎ পাড়া ও মলদ্বার জ্বালা; রাত্রে এবং আহার ও পানে সেই সকলের বৃদ্ধি। বাহ্যের পর পীঠ বেদনা থাকা।

কামো—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, দাঁত উঠা কালীন এবং রাগ ও বিরক্তির জন্য পীড়া। রাত্রিকালে বৃদ্ধি। প্রচুর জলবৎ সব্জাটে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ভেদ ও তাহাতে পচা ডিম্বের গন্ধ থাকা, গরম টক হড়হড়ে বমন, পেট শক্ত হওয়া ও ফাঁপা। পেট ব্যথার দরুণ পা উপর দিকে তোলা ও থাকিয়া থাকিয়া উহার খেঁচুনি! চোখ মুখ তেড়া বাঁকা, জিভ লাল ও শুষ্ক ছাতা পড়া, তৃষ্ণা এবং মুখে

ঘা থাকা, অথবা অজীর্ণতা রোগে আহারের পরই যাতনা, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চম্‌কান ও অঙ্গ চিড়িক মারা, পিত্ত মিশ্রিত গরম ভেদ জন্য মলদ্বার হাজা ও টাটান; একগুঁয়েম করা ও আবদার লওয়া, কোলে লওয়ায় স্থির হওয়া। শিশুদের পক্ষে এই ঔষধটী উৎকৃষ্ট। জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর দিবা। টক ভেদ ও সর্ব্ব শরীরে টক গন্ধ থাকা।

কাম্ফর—হঠাৎ ভেদ ও শীত; ঠাণ্ডী জন্য অসামাল বা অনিচ্ছাধীন ভেদ ও শরীর শীতল হওয়া, অথচ গাত্র দাহ জন্য অঙ্গে বস্ত্র রাখিতে না দেওয়া। কাল্‌চে জলবৎ অকষ্টকর ভেদ ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া। উদরাময় ও তৎসহ শূলের ন্যায় বেদনা থাকা।

কার্বো—অগ্নি বা সূর্য্যাতাপ অধিক লাগা বা গ্রীষ্ম কালের পীড়া অথবা বর্ষায় ঠাণ্ডী লাগার জন্য রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। পাকাশয় জ্বালা, চোঁয়াঢেকুর উঠা, পেট ফাটিয়া পড়িবেক এইরূপ বোধ হওয়া, লঘু আহারেও অতিরিক্ত অসুখ হওয়া এবং কখন কখন পচা গন্ধের মরুৎক্রিয়া ত্যাগ এবং কখনও বা অনিচ্ছাধীন ভেদ হওয়া। অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর উদরাময় হইলে ইহা ও পল্‌স পর পর প্রয়োগ করিলে অধিক ফল লাভ হয়। অধিক ভেষজ ব্যবহার জন্য পীড়ায় ইহা বিলক্ষণ খাটে। প্রাচীনের কষ্টকর উদরাময়। প্রচুর লাল্‌চে ভেদ ও ওলাউঠার অন্য অন্য উপসর্গ এবং পীড়ার চরম অবস্থায় ইহা উপকারক। বৈকালে পাঁচটা ছয়টার সময় রোগের বৃদ্ধি।

কার্বোলিক-আ। পাতলা রক্তবিশিষ্ট ভেদ, তৎসহ বেগ।

কালী-কা—পেট খুব সাড় করিয়া অকষ্টকর ভেদ হওয়া, মল ত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করা; পুরাতন রোগেও যে রোগীর চক্ষুর উপরের পাতায় ঠোস দিয়া ফুলা, থাকে তাহার পক্ষে খাটে।

কালী-বাই—অতিরিক্ত বিয়র বা এল্‌ সরাপ পান জন্য পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ।

কালী-ব্রোম—শিশুর ভেদ বমন ও অত্যন্ত বলক্ষয়, গা শীতল হইতে থাকিলে ও মাথায় জল সঞ্চার রোগের উপসর্গ থাকিলে।

কাল্কা-কা—গণ্ডমালা ও কফাংশধাতু গ্রস্তের পক্ষে, যে সকল শিশুর ব্রহ্মরন্ধ্র বিলম্বে যোড়া লাগে ও বিলম্বে দাঁত উঠে, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে এবং নিদ্রা

কালে যাহাদের মাথা অধিক ঘামে। অজীর্ণের সজাটে বা চা খড়ির ন্যায় শাদাটে ভেদে, দাঁত উঠা কালে প্রচুর জলবৎ টক ও পচা গন্ধের এবং পুরাতন রোগে কাদাটে ভেদে, নাকের আগা লাল হওয়া, পেট ডাগর হওয়া ও ঠোস মারা, কষ্টে কটু ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব ত্যাগ এবং বেড়াইবারকালে অসামালে প্রস্রাব হইয়া পড়া, যথোচিত পিত্তরসক্ষরণ অভাবে শিশুর ভেদ ও শেষ বেলায় অধিক ঘাম, ঝিমন, গোঁঙান, বৈকাল বা সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি, দুধ সহ্য না হওয়া—খাইলেই পীড়া বাড়িয়া উঠা, ডিম্বা খাইতে বিশেষ লালসা থাকা।

কাল্কা-ফস্—ভেদ ও পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়।

ক্রিয়োস—শাদা বা ধূসর বর্ণের দুর্গন্ধ বাহ্যে, নিয়ত বমন ও সর্ব্বদা তৃষ্ণা, হিক্কা বিশেষ লইয়া বেড়াইলে, গোঁ গোঁ করা, ঝিমন, বদন ঠাণ্ডা, কালচে ও শীর্ণ হওয়া, নাড়ীর দ্রুতগতি, কখন বা অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়ী।

কুপ্রম—ভেদসহ পাকাশয় ও বুকে লাগা; গড় গড় শব্দ করিয়া জল গলাধঃকরণ হওয়া।

ক্রোটন—মাই খাওয়া অথবা আহার ও পানের পরই পেট ডাকা, ব্যথা ধরা ও ভেদ, দাঁত উঠা কালে অতিরিক্ত গা বমি বমি করা, বমন এবং সবুজ বা জর্দ্দাটে বর্ণের ভেদ হওয়া, অতিশয় নেতিয়া পড়া; জলবৎ প্রচুর ও পিচকারীর তেজে বাহ্যে হওয়া এবং মলদ্বার জ্বালা করা ও হাজিয়া যাওয়া, গরমিকালে উহার বৃদ্ধি, আম বাহ্যে ও ত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা। গা বমি বমি এবং জল, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

গমি—নাভীর গোড়ায় কামড়ান ও পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ দমকা জর্দ্দা বা সবুজ বর্ণের ভেদ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, তলপেট স্পর্শে ব্যথা, আহার ও পানের পর গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া, ক্ষুধা, কিন্তু অল্প আহারেই তৃপ্তি।

গ্রাটিওলা—সবুজ গাঁজলাটে ভেদ ও তেজে তাহার নির্গমন; অসাড়ে বাহ্যে হওয়া, মুখে পেচ পেচ করিয়া থুথু উঠা, অথচ অতিরিক্ত তৃষ্ণা থাকা; গা বমি বমি করা ও তিক্ত বমন হওয়া, পাকাশয় যেন ঠাণ্ডা জলে পূর্ণ বোধ হওয়া। অতিরিক্ত জলপান হেতু রোগ।

গ্রাফাইট—পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় টক গন্ধের ভেদ ও টক বমন, মলদ্বারের বাহির হাজা, গায়ে রসপূর্ণ চুলকনা ও ফুস্‌কুড়ি। অজীর্ণের অত্যন্ত

দুর্গন্ধ ও আম মিশ্রিত মল, ত্যাগের পর কিছুক্ষণের জন্য নেতিয়ে পড়া, বিশেষ পুরাতন রোগে।

গাম্বোজ—নাভীর গোড়ায় কন্‌কনানি, অত্যন্ত বেগ ও হড়াৎ করিয়া মল বাহির হইয়া যাতনার সমতা।

চিন—পেট ফাঁপা ও টগ্‌বগানি এবং জর্দ্দা ও শাদাটে বা কালচে জলবৎ অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যসহ দম্‌কা অকষ্টকর ভেদ এবং কখন কখন অসামাল হইয়া পড়া, অতিশয় দুর্ব্বল ও রাত্রে অধিক ঘাম হওয়া, কখন পেটের আক্ষেপযুক্ত ব্যথা জন্য দুমড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, অধিক তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প অল্প পান, অধিক বায়ু নিঃসরণ; একদিন অন্তর, বিশেষ রাত্রে রোগের বৃদ্ধি; পুরাতন রোগ, ভেদ সহ ঝিমন ও নির্জ্জীব হওয়া পক্ষে ইহা ও আর্স পর পর বিধি। ফল ভোজন জন্য ভেদ, অন্তরে শীত বাহিরে তাপ, পেট ডাকা ও অবচারের বাহে, দিবসে প্রায় হয় না, তবে কিছু উদরস্থ করিলে ভেদ হয়। সময়ে সময়ে দিন রাত্রি বাহে হইলে ইহা উপকারী। শিশুর পক্ষে চিন ও বয়স্কের পক্ষে কার্বো অধিক খাটে। রোগ একদিন অন্তর এবং রাত্রে ও আহারের পর বৃদ্ধি, দীর্ঘকাল উদরাময়ের পর ঝিমুনি পক্ষে আর্স, চিন।

জাট্রোফা—হড় হড় করিয়া দুর্গন্ধ ভেদ; অতিরিক্ত তৃষ্ণা এবং পানমাত্রেই সমুদয়টা তুলিয়া ফেলা, পিত্ত, জল বা শ্বেতসার পদার্থ বমন।

জেল্‌স্—ভয় ও উদ্বিগ্নতা জন্য রোগ; পরীক্ষা দেওয়া বা অস্ত্র করানর ভয় জন্য ভেদ হইলে ইহা ব্যবহার করিলে উদরাময়ও সারে এবং ভয়ও যায়। সন্ধ্যার সময় পেট ব্যথা হইয়া জর্দ্দা প্রচুর জলবৎ ভেদ, মলদ্বারের মুখ বন্ধ বোধ হওয়া, একা ও স্থির থাকিবার ইচ্ছা, জিভ জর্দ্দা বা শাদা হওয়া।

জোলাপা—শিশুর জলবৎ টক গন্ধের ভেদ, বয়স্কদের জলের ন্যায় ভেদ এবং নাড়ীর স্পন্দন ও তাপ কমিয়া যাওয়া।

ডল্কা—ঠাণ্ডা বাতাস, বা হিম লাগা বা আর্দ্র স্থানে বাস, অধিক গরম অবস্থা হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওন প্রভৃতি জন্য পীড়ায়; দাঁত উঠা কালে উদরাময়, অথবা স্ফোটক বা গুটী বসার দরুণ পীড়ায়; গাত্রতাপ ও অতিরিক্ত তৃষ্ণা, রাত্রে ভেদসহ পেট ব্যথা, গাত্র তাপ, বলক্ষয় হওয়া। পুরাতন রোগে প্রচুর জলবৎ সবুজাটে ভেদ। রোগের প্রথম প্রথম ইহা অমোঘ ঔষধ।

ডায়োস্ক—প্রাতে ভেদ, পেটকামড়ান ও ব্যথা এবং সেই বেদনা পেট হইতে অন্যত্র বিস্তার হওয়া, দুর্গন্ধ ও কাল্‌চে ভেদ।

থুজা—প্রাতে আহারের পরেই ভেদ। শিশুর সামান্যতর ভেদ ও বমি, অধিক জলবৎ ভেদ ও সজোরে তাহার নির্গমন, অধিক তৃষ্ণা থাকা। পুরাতনরোগে জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, প্রাতে রোগের বৃদ্ধি। গোবীজে টীকা (Vaccination) দেওয়ার পর উদরাময়ে।

নক্স—ঢোকা দুধ খেগোর উদরাময়ে। শিশুর পট্‌কান অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প বাহ্যে। আম ও দুর্গন্ধ পৈত্তিকের ভেদ, অধিক বেগ জন্য কখন কখন গোঁগোল বাহির হওয়া, প্রাতে বা আহারান্তে বাহ্যে, পেট ফাঁপা ও ব্যথা, মুখে জল উঠা, গা বমি বমি ও মাথা ব্যথা করা, অধিক বাহ্যের বেগ, কিন্তু মলত্যাগে স্বস্তি বোধ; অধিক রাত্রিজাগরণ, শ্রম, নেবা, পেটে অম্ল সঞ্চয়, অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য আহার, সদা সর্ব্বদা জোলাপ ব্যবহার ইত্যাদি কারণে রোগ হইলে। কিছু দিন কোষ্ঠবদ্ধতা পরে কিছু দিন ভেদ এমত অবস্থায় উপকারী, অথবা জলবৎ সজাটে জর্দ্দা বর্ণের ভেদ এবং তৎসহ পেট ব্যথা, বাহ্যের বেগ, জিভে পুরু জর্দ্দাটে শাদা লেপ, মুখে পচা ঘা, বড় চটা ও একগুঁয়ে স্বভাব, গায়ে হাত দিলে বিরক্তি প্রকাশ, সর্ব্বদা খিটখিটে, অল্পে রাগ, এমত স্থলে ইহা ও মার্ক পর পর বিধি। সকালে রোগের বৃদ্ধি।

নক্স-ম—দাঁত উঠা কালে উদরাময় ও সর্ব্বদা ঘুমের ইচ্ছা, জিভ অতিশয় শুষ্ক ও মুখে লেগে থাকা, পাতলা জর্দ্দা বর্ণের ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ও কদর্য্য গন্ধের ভেদ, মূর্চ্ছা; পেটে শূলের ন্যায় ব্যথা, গরম জলের সেঁকে সেই ব্যথার সমতা, কিন্তু আহার ও পানে বৃদ্ধি। কিছু খাইলে পেট অতিশয় স্ফীত, রাত্রে ও ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুতে যাতনার বৃদ্ধি। বালিকার অরুচি, ভেদ ও অবসন্নতা।

নাইট্রি-আ—অজীর্ণের ভেদ, সজা আম ও অধিক বেগ (মার্ক), সকালে অধিক ভেদের সহিত পেটে তীব্র বেদনা; অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভেদ এবং শিশুর ঐ সঙ্গে থানা থানা দুধ নির্গত হওয়া, বিশেষতঃ অধিক পারা ব্যবহার বা পূর্ব্বে জনক জননীর গরমির পীড়া থাকিলে।

নাফালিয়ম—পেট ডাকা ও ব্যথা, জলবৎ ভেদ, রোগী একগুঁয়ে ও চটা।

নেট্রম-কা—অসামাল প্রায়, জর্দ্দা পাতলা মল, জোরে ও শব্দসহ তাহা

ত্যাগ, টক উদ্গার, কাট নেকার, মুখ আসা, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় হওয়া এবং আহারের পর ক্ষণেই পেটকামড়ান ও বাহ্যে হওয়া।

নেট্রম-ম—সজ্জাটে বা রক্ত-বিশিষ্ট বা জলবৎ ভেদ। শীর্ণতা, বিশেষ ঘাড় খুব সরু হওয়া, নিয়ত তৃষ্ণা, খাদ্য ও পিত্ত বমন, পেট মধ্যে টগ্‌বগানি, দিবসে এই সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি।

নেট্রম-স—(ডায়োস্ক, পড, ব্রাই, সলফর) কাট নেকার, বমনের পর পাকাশয় সংকোচন জন্য শিশুর চীৎকার ও জলবৎ ভেদ, তেজে নির্গমন। বাহ্যের পর বেগ। পুরাতন উদরাময়; উঠিবার পর বা নড়া চড়ায় ভেদ, ও অধিক মরুৎত্যাগ; অধিক টক বা বেতার ঢেকুর উঠা।

পড—অকষ্টকর ভেদ ও বমন, বিশেষ গ্রীষ্মকালে; পেট হুড় হুড় করিয়া নানাবর্ণের প্রচুর জলবৎ শব-গন্ধের মল তেজে নির্গত হইয়া তখন খোলসা বোধ হওয়া, কিন্তু কিছু পরে পূর্ব্ববৎ পেটের পূর্ণতা; কখন কখন উরুদেশে, পায়ের ডিমে ও পাতায় খাল লাগা। প্রাতে এবং বৈকালে রোগের বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বৈকালে। মলদ্বার হাজা ও টাটান, শিশুর পুনঃ পুনঃ খড়ি-গোলার ন্যায় বাহ্যে ও অত্যন্ত তৃষ্ণা বা উহার এককালে অভাব, গা বমি বমি ও কাট নেকার, ঘুমন্ত গোঁ গোঁ করা ও মাথা চালা। প্রত্যূষে বা আহার ও পানে বৃদ্ধি, দন্তোদ্গম কালে দাঁত কিড়মিড়, কান্না ও কষ্টকর ভেদ; প্রাতে সজ্জা বা জলবৎ ভেদ, পরে আবার অনেকবার সহজ মলত্যাগ; কাল জলবৎ ভেদ ও মূর্চ্ছা। পুরাতন পীড়া, ডানকোঁক ব্যথা হইয়া পৈত্তিকের ভেদ ও ফিন্‌কী দিয়া নির্গমন। শীতকালে রোগের বৃদ্ধি। গোগোলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহার বা পানের পর ভেদ।

পলিপোরস-আ—সাংক্রামিক এবং পুঁতি-উদ্ভাবিত উদরাময় ও আমরক্ত, বিশেষ পুরাতন সবিরাম জ্বর বন্ধ হইয়া পেটের পীড়া হইলে (আর্স, চিন, জেল্‌স)। পিত্তসহ আম ও কাল মলের নির্গমন এবং তৎপূর্ব্বে ও ভেদের পর উপর পেট, যকৃৎ ও নাভিপ্রদেশে জ্বালা; অজীর্ণের ভেদ, কেবল মাত্র আম ত্যাগ।

পল্‌স—ঠাণ্ডীলাগায়; তৈল ও ঘৃতাক্ত দ্রব্য আহারে; বরফ সংশ্লিষ্ট খাদ্য, ষ্ট্রাবরি ফল, তামাক এবং ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহারে এবং হামের পর ও অধিক

কুইনাইন, পারা, ম্যাগ্নিসা, রুবার্ব সেবন এবং আতঙ্কজন্য উদরাময়ে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। প্রতি শৌচে মলের বর্ণ ভিন্ন, দুইবার এক রকমের হয় না, জর্দ্দা, সবুজ, শাদা বর্ণের জলবৎ ও হড়্ হড়ে ভেদ; পেট ফাঁপা, কাম্ড়ান, ডাকা ও দুর্গন্ধ মরুৎ ক্রিয়া; মুখের দুর্গন্ধ ও তিক্ত তার, জিভে লাগাড়ে শ্লেষ্মা থাকা, গা বমি বমি, নিয়ত ছেপ, অক্ষুধা, শীত শীত পরে গা গরম, অতিশয় খেঁতখেঁতে ও কাঁদুনে এবং রাত্রি বারটার পর রোগ বৃদ্ধি। পেটে শূলের ন্যায় নড়া বেদনা ও নড়িলে চড়িলে তাহার বৃদ্ধি এবং পিত্তের ন্যায় সবুজ ভেদ, মাথা ঘোরা, বিশেষ বসিলে এবং মাথা নত করিলে। স্ত্রীলোকের ঋতুকালে উদরাময়, বিশেষ রাত্রে। অতৃষ্ণা, টাট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাসে ভাল থাকা।

পালিনিয়া—গন্ধহীন সবুজ বর্ণের প্রচুর ভেদ।

পিট্রোল—জলবৎ জর্দ্দা বা হড়হড়ে ও অধিক আম ভেদ, বিশেষ পুরাতন রোগে, পেটের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা বোধ হওয়া এবং মাংস ও চর্বিতে দ্বেষ। কপি খাওয়া, গাড়ী চড়া, গর্ভাবস্থায় পীড়া, প্রাতে ও ঝড় তুফানে বৃদ্ধি। শাক সব্জি আহারে পেটে অধিক বায়ু সঞ্চার ও নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গা এবং পার্শ্বে আর একজন শয়ন করিয়া আছেন বোধে তাহার সঙ্গে কথা কহা, এমত স্থলে ব্যবহারে বিশেষ উপকার সম্ভব।

ফস্—প্রাতে অকষ্টকর সবুজ ভেদ—হয়ত শুদ্ধ আম ও সেই ভেদ দুর্ব্বলকারী; প্রচুর জলবৎ ভেদের পর মলাশয় ও মলদ্বারের প্রচণ্ড জ্বালা ও রোগীর নেতাইয়া পড়া। কাশিতে কাশিতে বা ভিদ্ ভিদে জ্বরে অনিচ্ছাধীন ভেদ; অসামাল গরম ভেদ ও তেজে ত্যাগ; গরম খাদ্যে ও প্রাতে বাম পার্শ্বে শয়নকালে রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা খাদ্য ও কুল্পি আহারে এবং নিদ্রায় সমতা; জলবৎ ভেদ, মধ্যে থোলো থোলো সাগুদানার ন্যায় আম, অত্যন্ত পিপাসা এবং জল উদরস্থ করিলে ও তথায় গরম হইলে উহা উঠিয়া পড়া। পুরাতন বিশেষতঃ হৃদ্‌রোগগ্রস্তের পীড়া, সে অবস্থায় পূর্ব্বাহ্নে এক-মাত্রা নক্স দিলে বিশেষ ফল হয়। পাকাশয়ে খাল লাগা, তথা হইতে যকৃতে যাওয়া, নল দিয়া জল পড়ার ন্যায় হড়হড় করিয়া ভেদ, প্রস্রাব ক্রমশঃ অল্প ও ঘোলাটে হওয়া। অধিক (কাম প্রবৃত্তি) ইন্দ্রিয়সুখ তৃপ্তির জন্য এক-কালে নিস্তেজ হইয়া পড়া, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, কানমধ্যে শব্দ, চক্ষু বসা ও

তৎপার্শ্বে কালশিরা, ঠোঁট, মুখ ও গলা শুষ্ক হওয়া, ভয়ানক পিপাসা কিন্তু পানে বৃদ্ধি, জাবর কাটা, নিয়ত গা বমি বমি করা ও মুখে টক জল উঠা, প্রচুর জলবৎ ভেদ, মলাশয় দিয়া ক্রমাগত মল সরা, মলদ্বার হা (কাক) হইয়া থাকা, হাতের চেটোতে জ্বালা।

ফস-আ—ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে পেট দমদমে কাঁপা ও অতিশয় ডাকিয়া জলবৎ ভেদ ; জর্দা ও কদর্য্য গন্ধের ভেদ ; এবং শিশুর সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাস্য হওয়া, কিছুই না চাওয়া বা না লওয়া ; অকষ্টকর অন্নের ভেদ, চক্ষুপার্শ্বে কালশিরা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা। শাদা জলবৎ অকষ্টকর ভেদের উৎকৃষ্ট ঔষধ ; দীর্ঘকালের উদরাময় কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দুর্ব্বল না হওয়া। মরুৎত্যাগ করিতে অসামাল ভেদ, পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব ; রাত্রে অধিক ঘর্ম্ম হওয়া ; বিশেষ দুর্ব্বল পক্ষে।

ফ্লুইটোলকা-ডি—পৈত্তিকের ভেদ।

ফেরম—অজীর্ণের প্রচুর জলবৎ অকষ্টকর ভেদ। পুনঃ পুনঃ ভেদ, মলদ্বার হাজা, মুখ ডগ্‌ডগে লাল হওয়া ; অজীর্ণের হড়্‌হড়ে মল, বলক্ষয়কারী ও বড় ক্রূর পুরাতন রোগ, শিশুর আহার বা পানকালে বা পরে অকষ্টকর ভেদ (চিন), মলসহ অজীর্ণ খাদ্য ভেদ বা বমন, রাত্রে তৃষ্ণা, পেট টগ্‌বগানি ও তথায় বায়ু সঞ্চয়, পীঠ ও মলদ্বারে বেদনা, জীর্ণ শীর্ণ ও পেট ডাগর হওয়া, কখন অতিরিক্ত ক্ষুধা ও রুচি, কখন বা এককালে উভয়ের অভাব।

বাপ্টিসা—জলবৎ বলক্ষয়কারী উদরাময়, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প কাল কদর্য্য ও রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ হওয়া ; বাহ্যে প্রস্রাব ও ঘামে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকা।

বার্ব—নরম বাহ্যে সহ মলদ্বার জ্বালা, অর্শ থাকা।

বিস্মথ—ভেদ ও বমন হওয়া এবং নেতিয়ে পড়া, গাত্রতাপ, পাকাশয়ে ভয়ানক ব্যথা, শিশুর অন্যের নিকট থাকার অনিচ্ছা—মাকে না ছাড়া।

বেঞ্জোইক-আ—দাঁত উঠা কালে অতি কদর্য্য ও প্রস্রাবের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট জলবৎ প্রচুর শাদা ভেদ এবং চড়া দুর্গন্ধ প্রস্রাব, জিভে শাদা লেপ বা ক্ষত থাকা, কষ্টকর কাশি।

বেল—জলবৎ বাহ্যে ও জোরে তাহা ত্যাগ এবং তৎকালে ও পূর্ব্বে শিশুর বদন লাল জিভ লেপযুক্ত ও কিনারা লাল হওয়া ; মলদ্বারে পেশীর পক্ষাঘাত

জন্য অনিচ্ছাধীন মলত্যাগ, ঘন ঘন সবুজ বা শাদা জলবৎ বা রক্ত-বিশিষ্ট আম বা জদ্দা বাহে হওয়া, উদরাময় থাকা, হঠাৎ চেক্‌ড়াইয়া উঠা, এবং ব্যথার জন্য বুক চিতান (তুম্‌ড়ান—কনসিস্ত) ; ভেদের পর পুনঃ পুনঃ বেগ, অথচ কিছুই ত্যাগ না হওয়া, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চম্‌কান, লাফান।

বোরাক্স—পেটে অম্লের দরুণ শিশুর অজীর্ণের ও সবুজবর্ণের ভেদ ও অতিরিক্ত শূল বেদনা ; প্রত্যহ জদ্দাটে বা জলবৎ ও অধিক আম মিশ্রিত চারি পাঁচ বার দাস্ত হওয়া ও পাকাশয়ে অম্ল থাকা ; পাতলা হড়্‌হড়ে মল সহ অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা, পেটথিমচুনি ও ভেদ ; ভেদের পর মূত্রত্যাগ, নিয়ত বমন ও অকষ্টকর ভেদ। জিভ ও মুখে ঘা। যাহাদের অধিক সন্তান সন্ততি হইয়াছে, তাহাদের ও প্রদর-রোগগ্রস্তের এবং কেবল বামপার্শ্বে শয়নে সক্ষম, এমত রোগীর পক্ষে বিশেষ খাটে।

বোভিষ্টা—প্রাতে বা সন্ধ্যায় ভেদ, পেটকন্‌কনানি ও তাহা বায়ুপূর্ণ হওয়া ; ঋতুকালে ও পূর্ব্বে উদরাময়।।

ব্রাই—উদরাময়ে তত অধিক ব্যবহার হয় না, তবে লক্ষণানুযায়ী হইলে খুব খাটে। বাহের পূর্ব্বে কান্না ও বসিলে মূর্চ্ছাবৎ অবস্থা ; গ্রীষ্মকালের ভেদ, বিশেষ আহার ও পানের পরই পেট ব্যথা ও দাস্ত ; একটু মাত্র নড়াচড়ায় অপরিষ্কার জলবৎ ভেদ ; অজীর্ণ খাদ্যের গুঁড়া ভেদের তলানিতে থাকা এবং রাত্রে বা ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়াই পেট কন্‌কন করিয়া ভেদ হওয়া ; গরমে ঠাণ্ডা পান জন্য ভেদ ; ঘুমন্ত ভেদ ; অকষ্টকর ভেদ ও মলদ্বার জ্বালা ; ফল ভোজন. ঠাণ্ডা পান ও রাগের পর অকষ্টকর ভেদ ; সকালে বা রাত্রি নয়টায় ও নড়ায় বৃদ্ধি।

ভেরাট—পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ ও অতিরিক্ত শ্লেষ্মা বমন এবং কপাল ও গাত্রে ঠাণ্ডা ঘাম, বাহের পর নেতিয়া পড়া ও নড়ায় বৃদ্ধি। বর্ষায় রোগ, তেজে মল নির্গমন, শূলের ন্যায় বেদনা ও হিক্কা ও দম আটকান ; ভয়ের পর ভেদ, শরীর ঠাণ্ডা ও দুর্ব্বল হওয়া, অসাড়ে ভেদ ও মৃত্যু.. চেহারা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা। নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, কপালে ঘাম ও অতিশয় দুর্ব্বল হওয়া।

ভেরাট-ভি—অতিশয় জ্বর, মস্তিষ্কের উপসর্গ, প্রলাপ ও তন্দ্রা থাকা এবং জলবৎ প্রচুর, কদাচিৎ বা রক্তবিশিষ্ট ভেদ।

মর-আ—জলবৎ ভেদ, অনিচ্ছাধীন মলমূত্র ত্যাগ; প্রচুর সজ্বা হড়্‌হড়ে, কোঁচিৎ রক্তবিশিষ্ট ভেদ ও তৎসঙ্গে ক্ষয়কারী জ্বর; অধিক বেগ, মলদ্বার জ্বালা ও অসহ্য চুলকুনি, অর্শ; মলদ্বার অতিরিক্ত টাটান, তাহা স্পর্শে বা কাপড় লাগায় যাতনার একশেষ হওয়া; পুরাতন উদরাময়।

মস্কস—পেটফুলা ও খিম্‌চুনি; হিষ্টিরিয়া বায়ুগ্রস্তের পেট ঢোলপানা হওয়া, তৎসহ মূর্চ্ছা, পেট কাঁপা ও রাত্রে জলবৎ প্রচুর ভেদ।

মাগ্নিসা-কা—সবুজ জলবৎ ভেদ, তাহাতে থানা থানা চর্ব্বিরন্যায় পদার্থ ভাসিয়া-থাকা অথবা টক হড়্‌হড়ে আম অনেকবার ত্যাগ ও বহুদিন থাকা; দাঁত উঠাকালে পীড়া, তৃষ্ণা, বমন; পুরাতন রোগে পায়ের পাতা হইতে ডিম্ব পর্য্যন্ত ফুলা।

মার্ক—দাঁত উঠা, পেটে অম্ল হওয়া বা ঠাণ্ডালাগার দরুণ শিশুর উদরাময়। পেটকামড়াইয়া জর্দ্দা ভেদ; নানা বর্ণের—সজ্বা, জর্দ্দা, শাদাটে, জলবৎ হড়্‌-হড়ে, কখন কখন বা রক্তবিশিষ্ট ভেদ; বাহ্যেকালে ও পূর্ব্বে অতিরিক্ত কোঁত-পাড়া, ত্যাগের পরও অনেকক্ষণ বেগ দিতে থাকা এবং উদ্গার আতিশয্যবশতঃ কখন কখন গোগোল নির্গত হওয়া, মল দ্বার জ্বালা করা; পাকাশয়ে ব্যথা, অধিক বেগ ও ভেদ; সর্ব্বদা ছেপ উঠা, রাত্রে অধিক ঘাম। তৃষ্ণা, কাটনৈ-কার, বমন, পেটব্যথা ও স্পর্শে লাগা; জ্বরাদি শান্তির পর পেট ডাকিয়া পৈত্তি-কের ভেদ হইয়া শরীর খোলসা বোধ হওয়া, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-বৎ যাতনা। আমরক্ত সারিয়া ওলাউঠার ন্যায় নিয়ত ভেদ বমির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। মল হড়্‌হড়ে ও আমবিশিষ্ট না হইলে ইহাতে ফল দর্শে না। রাত্রে ও গরম আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধে উপকার।

মাঙ্গেনম—পেটে অধিক পিত্ত সঞ্চয়, নাভিপ্রদেশ কনকনানি ও ফুলা এবং পিত্ত ও জলবৎ ভেদ। পিত্তজনিত পাথুরিতে দিলে উপকার সম্ভব।

মেজেরম—শিশুর গা বমি বমি, বমন ও জলবৎ ভেদ এবং দিন দিন শীর্ণ হওয়া। সোরাধাতুগ্রস্তের পুরাতন উদরাময়ের ইহা উত্তম ঔষধ। মুখে অতিরিক্ত থুথু উঠা, পেট কন্‌কন্ করা, খিম্‌চুনি, সেঁটেধরা, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প টক গাঁজলাটে ভেদ, অথবা পেটফাঁপা, আম ও জলবৎ বাহ্যে হওয়া ও শূল বেদনা থাকা। স্ফোটক বন্ধ বা গুটি বসার পর উদরাময়ে।

রস—ভেজার দরুণ ভেদ ও গা হাত ব্যথা ; জলবৎ ফিকে লাল ও আম-বিশিষ্ট জলাভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন ভেদ ও প্রতি শৌচের পর পায়ের পেছন দিক ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় অনুভব ; অতিশয় পেট ব্যথা ও দুই প্রহর রাত্রের পর সজ্ঞাটে ভেদের আধিক্য। টাইফয়েড জ্বরে ভেদ ও বমন হওয়া ও স্থির থাকিতে না পারা।

রিয়ম—দাঁত উঠা কালে, ঠাণ্ডী লাগা, অযথা আহার জন্য শিশুর (এবং প্রসবের পর বামার) উদরাময়। পেট ফাঁপা, ব্যথা, কামড়ান এবং টক গন্ধের ভেদ, ত্যাগ কালে ও পরে কোঁতপাড়া ও কান্না এবং কখন কখন বমন হওয়া। সমস্ত গাত্রে টক গন্ধ থাকা এবং ধুইয়া ফেলিলেও উহা না যাওয়া এবং অম্লের দরুণ পেটের যাতনা, কান্না, চীৎকার, গোঁ গোঁ করা, অঙ্গের আক্ষেপ, চমকান, পুনঃ পুনঃ গাঁজলাটে জলবৎ সবুজ ভেদ ও কটু প্রস্রাব। মাতার পোড়ামাটি, পাতখোলা ও মাম্‌সা খাওয়ার দরুণ উদরাময় এবং উহার স্তনপানে সন্তানের ভেদে ইহা উপকারী। বেড়ানয় বাহে পাওয়া।

রুমেক্স—প্রাতে জলবৎ পাটল বর্ণের অকষ্টকর ভেদ এবং ঐ সঙ্গে কাশি ও গলা ঘড়্‌ঘড়ানি থাকা।

রোড—বাদলা, ঝড় তুফান বা ফল ভোজন জন্য ভেদ।

ল্যাইকপ—পুরাতন উদরাময়, পেট হুড় হুড় করা ও পাতলা দুর্গন্ধ ভেদ হওয়া ; বিলক্ষণ ক্ষুধা, কিন্তু অল্পাহারেই পেট ভার ও স্ফীত হওয়া, কাপড়ের খুঁট ঢিলা দিলে তাহার সমতা। বৈকালে ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি। শিশু অতিশয় একগুঁয়ে ও চটা, বিশেষ সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর।

লাকাসি—অধিক পারা, কুইনাইন বা সুরা ব্যবহার জন্য উদরাময়। জীর্ণ-শক্তি এত দুর্ব্বল যে, অতি সামান্য লঘু খাদ্যও পরিপাক না হওয়া, খাইলেই পেট ভার থাকা। টক দ্রব্য কোনমতে সহ্য না হওয়া। গ্রীষ্মের ভেদ, টক পানীয় বা কাঁচা ফল উদরস্থ করা অথবা বায়ুর আর্দ্রতা জন্য রোগ, কিম্বা কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ, এমত অবস্থায় ইহা প্রযুজ্য। নিদ্রাভঙ্গে শাদা বা আল-কাতরার ন্যায় ভেদ ; অন্য চিকিৎসায় ভেদ হঠাৎ বন্ধ হইয়া সমস্ত পেটে, বিশেষ পেটের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্পর্শে ব্যথা, এরূপ হইলে ইহা সেবনে পুনঃ পুনঃ

ভেদ হইয়া যাতনা দূর হয়। টাইফয়েড জ্বরে ভেদের মধ্যে বিচালি-পোড়ার গুঁড়ার ন্যায় দেখা যায়। কখনও বা রক্ত ভেদ হয়।

নাচলান্থ—বায়ুজন্য পাকাশয় হুড়মুড় করা, পেট ডাকা ও অধিক মরুৎ-ক্রিয়া হওয়া, অনেক বেগের পর খানিকটা আমাশয়িক ঝিল্লির ন্যায় বাহে।

লারো—পাতলা সবুজ আম ভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন ভেদ, ও হৃৎরোগ; কণ্ঠে কোন দ্রব্য গলধঃকরণ করা এবং জলীয় পদার্থ সশব্দে উদরে নামা, দম আটকান, জিভ শাদা ও শুষ্ক হওয়া, তৃষ্ণা, একদৃষ্টি চাহনি বা চক্ষু মুদ্রিত থাকা।

লিলিয়ম—বাসার প্রাতে ভেদ সহ জরায়ু বাহির হওয়া। সদাই বাহের বেগ, কোকোয়া খাইলেই ভেদ।

লেপ্টাণ্ড্রা—আলকাতরার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ও আম, প্রায়ই বৈকালে বা সন্ধ্যায় ত্যাগ। ভেজা বা আর্দ্র বাতাস লাগার জন্য যকৃতের পীড়া বা আমাশয়িক ঝিল্লির উপদাহ বা দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগ; প্রচুর জলবৎ শাদা ভেদ হইয়া পরে পেট কন্‌কনানি,বাহেকালে নাভিপ্রদেশে জ্বালা ও ব্যথা এবং কখন কখন পিত্ত বমন। পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য্য। পীড়িতের দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হওয়া।

ষ্ট্রণ্টিয়ানা—উদরাময়—রাত্রে বৃদ্ধি, ৩।৪ টার কমা; জলশৌচ করিয়া উঠিতে না উঠিতে পুনর্ব্বার বাহে।

ষ্ট্রাম—শিশুর বমন, কদর্য্য গন্ধের অর্দ্ধা ভেদ, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ এবং রাত্রে ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গা।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—জিভ ও মাড়ি শাদা ও স্পঞ্জের ন্যায় নরম। বাহের পূর্ব্বে ও পরে পেট কন্‌কনানি এবং ত্যাগকালে মলাশয়ের অত্যন্ত বেগ এবং গরম ও পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধের মরুৎ ত্যাগ। আহার ও পানে পুনঃ পুনঃ ভেদ।

সল্‌ফর—অনেক প্রকার উদরাময়ে ব্যবহার্য্য। স্ফোটক বন্ধ বা গুটী বসিয়া যাওয়া ও সামান্য ঠাণ্ডী জন্য পীড়া। ধাতু বিকৃতি জন্য অন্য কোন ঔষধে ফল না হইলে, ইহা দ্বারা ধাতু সংশোধন সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। গণ্ডমালাধাতু-গ্রস্তের প্রথম পেট ব্যথার পর জলবৎ বা নানা বর্ণের টক বা দুর্গন্ধ ভেদ; খুব প্রাতে অসামালপ্রায় বাহের বেগ ও মল কটু জন্য দ্বার হাজা। রাত্রিকালে

শূলবেদনা, বেগ, জলবৎ শাদা আমযুক্ত অনিচ্ছাধীন ভেদ; ব্রহ্মতালু গরম, রোগী দুর্ব্বল কৃশ ও পেটডাগ্‌রা এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুস্‌কুড়ি ও চুলকুনি। তিন দিবস পরে চারি দিবস ঔষধ বন্ধ এবং ফল না দর্শিলে কাল্কা।

সল্‌ফ-আ—বিশেষ দাঁত উঠা কালে, অকষ্টকর হল্‌দে বা সজ্‌জা জলবৎ বা ফেণাবিশিষ্ট আম ভেদের সহিত শরীর কাঁপিতেছে বোধ হওয়া বা তৎসহ দুর্ব্বলতা, মুখে ঘা ও অধিক থুথু উঠা, বড় চটা স্বভাব।

সাঙ্গুইনেরিয়া—জর্দ্দা, জলবৎ ও অজীর্ণের মল ও অধিক দুর্গন্ধ মরুৎ ত্যাগ।

সাবিনা—পুনঃ পুনঃ অনেক বেগের পর প্রথমে পাতলা ও পরে কঠিন মল ত্যাগ। ভেদসহ পীঠ হইতে অধঃকুন্তল-প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যথা বিস্তৃত হওয়া।

সিনা—বিশেষ দাঁত উঠা কালে ও কৃমি রোগগ্রস্তের পীড়া পক্ষে। শাদা থস্‌থসে বা সজ্‌জাটে হড়্‌হড়ে মল। আহার বা জল পানের পরক্ষণেই বাহ্যে। পেট ফুলা, নাভীর গোড়া খিম্‌চুনি, মলের সহিত ক্ষুদে বা বড় কৃমি নির্গত হওয়া, শাদা ঘোলাটে চট্‌চটে আটার প্রস্রাব, সর্ব্বদা পাশফেরা, দাঁত কিড়্‌মিড়ি ও চীৎকার করিয়া শিশুর জাগিয়া উঠা। জাগ্রতাবস্থায় একগুঁয়েম ও দুরন্তভাব এবং সর্ব্বদা না দোলাইলে ঘুম না আসা।

সিলিসা—অজীর্ণের কদর্য্য গন্ধের অকষ্টকর ভেদ; শিশুর আহার তুলিয়া ফেলা। এই সঙ্গে চর্ম্ম রোগ থাকিলে ইহা অধিক খাটে। পেট স্ফীত হওয়া ও ব্যথা করা, খুব ঘাম ও দুর্ব্বলতা, শিশুর বড় মাথা, মাই খাইতে না চাওয়া, খাইলেই তুলিয়া ফেলা। দাঁত উঠাকালীন রোগে।

সিনামন—ভেদ, পান করায় উহার বৃদ্ধি।

সিকেল—অনিচ্ছাধীন ভেদ; পচা গন্ধের জলবৎ প্রচুর, কখনও বা বিশেষ কষ্টকর, ভেদ। ভেদ ও বমন, তৃষ্ণা, বদন ফেকাসে, চক্ষু বসা ও তৎপার্শ্বে কালশিরা পড়া, গাত্রে তাপ, অস্থিরতা এবং অনিদ্রা। প্রাচীনের অকষ্টকর বলক্ষয়কারী ভেদ; এবং আঁতুড়ে বামার কদর্য্য গন্ধের পাতলা মল। তেজে ভেদ, বমন, অতিশয় তৃষ্ণা, নেতান, গায়ে কাপড় দিতে না দেওয়া। একহারা ও লোলত্বক-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

সেনেগা—পেট কামড়াইয়া অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ, ঐ সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন এবং পাকাশয়ে খাল লাগা ও জ্বালা থাকা।

সেপি—শিশুর পট্‌কান। দুর্ব্বলকারী ভেদ, দুগ্ধ পানে বৃদ্ধি; মলদ্বার দিয়া রস চোঁয়ান, পেট মধ্যে হানা বা ছুরি দ্বারা কাটার ন্যায়, জ্বরে এরূপ হওয়া।

সোরিণ—ধাতুবিকৃতি জন্য পীড়া। পচা ডিম্বের গন্ধ-বিশিষ্ট উদ্গার ও ভেদ।

হাইয়স—রাত্রে ঘুমন্ত অসাড়ে ভেদ। অকষ্টকর জর্দ্দা জলবৎ ভেদ। স্নায়বিক জ্বরে পেট ফাঁপা, অনিচ্ছাধীন ভেদ ও বিবস্ত্র থাকার ইচ্ছা।

হিপর—শিশুর ও নবপ্রসূতীর শাদা, জর্দ্দা বা সব্জাটে হড়্‌হড়ে, কখনও বা রক্তমিশ্রিত ভেদ। টক ও দুর্গন্ধ ভেদ। পুরাতন রোগ; আম ও পূয বাহ্যে, গায়ে টক গন্ধ। অধিক পারা ব্যবহার জন্য পীড়া।

হেল—পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ। শুদ্ধ শাদা আম বাহ্যে ও বেগ, দাঁত উঠাকালে অথবা মস্তকে জল সঞ্চার রূপ (Hydrocephalus) কুটিল ভয়াবহ রোগে অঘোর থাকা এবং দক্ষিণ বাহু ও বাম পদের খিঁচুনি এবং উদরাময় থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

বিসূচিকা—ওলাউঠা।

আর্য্যাবর্ত্ত সকল মঙ্গলের আকর। ইহার আদিম নিবাসীরা সর্ব্বপ্রথম কৃষিকার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণ, গ্রাম নগরাদি স্থাপন, বাণিজ্য ব্যবসায়, ধন উপার্জ্জন, বিদ্যালোচনা এবং সত্যধর্ম্মের অনুশীলন্ করতঃ ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল খণ্ডে উহারই বিস্তার করেন। ইঁহারা সকল প্রকার সভ্যতার মূলস্বরূপ এবং সেইজন্য বিজ্ঞ বুদ্ধিমান সুপণ্ডিতের নিকট চির আদরণীয়। কিন্তু এক সনাতন সচ্চিদানন্দ ভিন্ন বিকার-বিশিষ্ট কোন পদার্থকেই কেবল সুখ-সম্পাদনকারী হইতে দেখা যায় না। চন্দ্রেও কলঙ্ক এবং গোলাপ ফুলেও কাঁটা আছে। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবী ও অমৃতের পর হলাহল উদ্ভবের ন্যায় ভারতমাতা পরাধীনাবস্থায় ও প্রাচীন বয়সে ওলাউঠা উৎপন্ন করিয়া ভূমণ্ডলের যথেষ্ট অহিত সাধিয়াছেন। এখন সত্যযুগ নহে, দেবানুকূল্যের কোন আশাই নাই—কলিতে বুঝি নীলকণ্ঠ নিদ্রিত। এখন নিজ বুদ্ধি বিদ্যার বলে আপদ বিপদে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। ধন্বন্তরী বা হিপোক্রেটিসের বংশধরেরাই মাত্র আমাদিগকে এ সঙ্কট হইতে

উদ্ধার করিতে সক্ষম—তাঁহারাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু ব্যাধি অত্যন্ত ক্রূর, অল্পকালস্থায়ী, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল ও ভয়াবহ। মৃত্যুকে যেন অগ্রসর করিয়া ও নিজে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ওলাউঠা দেখা দেয়। প্রায় এক যুগ অন্তর এই মহারোগ সাংক্রামিকরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করে। তৎকালে পল্লীর অবস্থা মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প হয়। বৈদ্য মহাশয়েরা পারতপক্ষে ইহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। দীর্ঘ-পরাধীনতা জন্য ইঁহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় শাস্ত্রের উন্নতির নিমিত্ত ইঁহাদের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। শ্রীবৃদ্ধি বা নূতন আবিষ্কার দূরে থাকুক, সাবেক পুঁজি বজায় রাখিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকতার্থ ভাবেন। বৈদ্যবংশের অধিকাংশই পেটের দায়ে কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া রেলওয়ের কেরাণীগিরি প্রায় একচেটে করিয়া লইয়াছেন! ১০।৫ জন মাত্র বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় সহর অঞ্চলে দেখা যায়—পাড়াগাঁয়ে স্থানে স্থানে বা ২।১ জন আছেন, তাঁহারা নামে গরলা। তাঁহারা মূর্খ, কেবল দুই চারিটা শক্ত ঔষধমাত্র ব্যবহার দ্বারা কষ্টে দিনপাত করেন। সাহেবেরা আজ্ কা'ল্ সর্ব্বজয়ী। পৃথিবীর সকল খণ্ডেই ইঁহাদের আধিপত্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা দ্বারা ইঁহারা দেবতাতুল্য শক্তিশালী হইয়া যেন ইঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, এমনি রব ও সংস্কার চলিতেছে। কিন্তু বস্তুকর্ত্তৃক চিকিৎসা বিদ্যায় ইঁহারা আজও অনভিজ্ঞ। কল্পনারূপ বালুকা রাশির ভিত্তির উপর স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি শাস্ত্ররূপ অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্ত উহার স্থৈর্য্য দার্ঢ্য সুভঙ্কর ও অসম্ভব। এই ওলাউঠা রোগই ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ৫০ বৎসরের অধিক হইল মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার সূত্রপাত। এ কাল মধ্যে ওলাউঠার কত রকম চিকিৎসাপ্রণালী দেখা গেল—কখন আফিম, কখন গাঁজা, সিদ্ধি, লবণ-জল, হিং, লঙ্কা, ক্যালোমেল, টার্টএমিটিক, কুইনাইন প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধের প্রয়োগ হইয়াছে। এক একটার দুই চারি বৎসর আদর থাকে, পরে আর তাহার নামও শুনা যায় না। এরূপ চিকিৎসায় উপকার কি অনুপকার হয় বলা যায় না—অথবা বলা ভাল দেখায় না! কিন্তু কখন কখন আমাদিগের

সামান্য বিষয়-বুদ্ধিতে এরূপ চিকিৎসা বিলক্ষণ হানিজনক বোধ হয়। কয়েক বৎসর হইল পশ্চিম অঞ্চলে এক গোরা-সৈন্যদলে এই মহামারী রোগ হওয়াতে তথাকার প্রধান চিকিৎসক নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলে পীড়িতদের ফস্ত খুলিতে লাগিলেন। একজন মরিল—বলিলেন যথেষ্ট রক্ত লওয়া হয় নাই। আর এক রোগীর বেলা অধিক শোণিত-মোক্ষণ করা হইল—সেও গেল! এইরূপে ক্রমশঃ ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জন কাল বা ডাক্তারি চিকিৎসাগ্রাসে পতিত হয়। বিনা চিকিৎসায় শুদ্ধ ফেলিয়া রাখিলে কি ইহা অপেক্ষা মন্দ ফল ফলিত? ৩৪ বার এই মহামারী পৃথিবী ব্যাপিয়া যখন পরিভ্রমণ করিয়াছে, তখন এলোপ্যাথিক বা বীর-চিকিৎসায় ইহাতে অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক মারা গিয়াছে। তবে কি আমাদিগের ঐ ব্যাধির হাত হইতে এড়াইবার বা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই নাই? ভগবানের সৃষ্টির নাশ হওয়া অসম্ভব। অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলের উদ্ভব—বিপদ হইতেই সম্পদ।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হানিমান তাঁহার হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-চিকিৎসাপ্রণালী প্রথম প্রকাশ করেন। দ্রব্য বিশেষে রোগ বিশেষ আরোগ্য করে, ইহা জন-সাধারণের বিশ্বাস। যাহাতে জ্বর সারে, সে সকল দ্রব্য জ্বরঘ্ন; যাহাতে পিত্ত দমন করে, তাহা পিত্তঘ্ন। ইহাতে যদিও বিশেষ কিছু জানা যায় না—কেবল ইতর ভাষার পরিবর্ত্তে সাধু ভাষার ব্যবহার মাত্র, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ বলিতে সকলই অক্ষম। সত্যপ্রিয় ও মানবহিতাকাঙ্ক্ষী হানিমান বহুল ঔষধ নিজের শরীরে ও আত্মীয়গণ মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, যে দ্রব্যে যে রোগ সারে, সুস্থ দেহে সেই ঔষধ ব্যবহার করিলে সেই ব্যাধির উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। এত দিনের পর ঔষধ ও রোগের পরস্পর সম্বন্ধ অবধারণ করিলেন। এই গভীর ও অটল ভিত্তির উপর তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্র স্থাপিত। যাহা হউক এক্ষণে ওলাউঠা সম্বন্ধে ইহার কার্য্য দেখা যাউক।

বিখ্যাত পারিস নগরে ওলাউঠা দেখা দিল। দিন দিন হাঁসপাতাল রোগীতে পূর্ণ হইতেছে; ডাক্তারেরা এরূপ অল্পকালস্থায়ী ও সাংঘাতিক রোগ কখন দেখেন নাই। রোগের কি মূল ধরিয়া চিকিৎসা করা উচিত স্থির

করিতে না পারিয়া, সকলেই নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সাধারণে প্রায় কোন রোগীকে সুস্থকায় ফিরিতে দেখেন না। বুঝিলেন যে, নেড়ার মাথা ক্ষত বিক্ষত করিয়া নাপিতের ক্ষৌরকার্য্য শিখার ন্যায়, ডাক্তারেরা গরিবের উপর পরীক্ষা করিয়া (সহস্রমারী) চিকিৎসক উপাধি-লাভে উদ্যত। এইরূপে কাকের পশ্চাৎ ফিঙ্গালাগার ন্যায় ডাক্তারবেশধারীরা ডেলা বা পাট্‌কেল ছুড়িয়া রোগীদের দেখ মার করিতে লাগিল। পরোপকার-ব্রতী এবং জন সমাজের হিতার্থীদের কি লাঞ্ছনা, কি দুর্গতি! এ দিকে জার্ম্মেনি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কেইথেন নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতির নিকট মহামতি হানিমান তৎকালে বাস করিতেছিলেন। তিনি একটীও রোগী না দেখিয়া, কেবল মাত্র সংবাদপত্রে রোগের পরিচয় পাইয়া, এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির যে ব্যবস্থা-পত্র (Prescription) প্রকাশ করেন, আজিও তাহা হোমিওপ্যাথদের গ্রহণ ও আদরের যোগ্য।

এই চিকিৎসায় মৃত্যু সংখ্যা আলোপাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও কম! এই ওলাউঠার জন্যই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে এদেশে ইহার এত প্রচলন। ভেদ বমি হইলেই ডাক্তার না ডাকিয়া অনেকে হোমিওপাথের ঔষধ সেবন করে। হানিমান ও তৎসঙ্গে আমাদিগের দেশে হোমিওপাথি প্রচারক রাজেন্দ্র দত্তের গুণ গান করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

অন্য রোগ সম্বন্ধে যাহার যে মত হউক, ওলাউঠা সম্বন্ধে হোমিওপেথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব অপর সাধারণ সকলেই স্বীকার করেন। একে দেশের লোক অধিকাংশই দুস্থ, আবার ডাক্তার বৈদ্য অনেক স্থলে পাওয়া যায় না; এতদ্ভিন্ন রোগের ভাবও ক্ষণেক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ বদলান আবশ্যক, সুতরাং চিকিৎসক নিকটে থাকা ভিন্ন আরোগ্যের আশা অতি কম। এমত স্থলে বিষয়ী লোক ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে গরিবদের উপায় কি? প্রতি গণ্ড গ্রামে সুবোধ, বিজ্ঞ, স্বাধীন, লেখাপড়া-জানা, পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ২।৪ জন লোক মহামারী উপস্থিত হইলে ২।৪ খানি পুস্তক ও ২০।২৫টা ঔষধ লইয়া পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করিতে থাকুন। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বুঝিলে ও সুচিকিৎসক পাইলে আবশ্যকমতে তাঁহার সাহায্য লইতে পারেন। সুপণ্ডিত চিকিৎসক নিঃসন্দেহে আহ্লাদ পূর্ব্বক

আনুকূল্য করিবেন। ইহাতে যে কত হিত হইবে তাহা বলিয়া উঠা ভার। যদিও ঔষধ সম্বন্ধে এলোপ্যাথেরা উন্নতি লাভ করেন নাই, কিন্তু চিকিৎসার আনুষঙ্গিক ও সহকারী বিদ্যার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিয়াছেন। স্বাস্থ্যের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়ায় মনুষ্যের পরমায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক বাড়িয়াছে। সভ্য দেশে মনুষ্য গড়পড়তায় ইতিপূর্ব্বে যদি ২৪ বৎসর বাঁচিত, এক্ষণে ৩৪ বৎসরের অধিক বাঁচে। এলোপাথেরা ওলাউঠার ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রোগ মহামারী রূপে পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তারিত হইতে দেন না। রোগ প্রকাশ হইবার উপক্রমেই বিশেষ সাবধান হওয়ায় অনেকটা হিতসাধনে সক্ষম হইয়াছেন। আমরাও সেই পথ অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য না হইব কেন? সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করা তত কঠিন নয়, অধিক ব্যয়সাধ্যও নহে—একটু বুঝা চাই, কতকটা বিশ্বাস চাই এবং সাধারণের মধ্যে পরস্পর ঐক্যটীও নিতান্ত আবশ্যক। রোগকে ডাক্তার বৈদ্যের অসাধ্য এবং মনুষ্যের চেষ্টার অতীত ভাবিয়া হতাশ হওয়া অনুচিত। আত্মা ও জাগতিক পদার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই আমাদিগের অধিকাংশ কষ্টের মূল কারণ। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত অধিক আলোচনা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম যতই অধিক আবিষ্কৃত হইবে, ততই আমাদিগের দুঃখের লাঘব হইবে। স্বভাবের নিয়ম না জানা এবং বুঝিয়াও উহা ভঙ্গ করার ফল—রোগের যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যু। ইহা যথার্থ বটে যে, উহাদিগের হাত আমরা কখনই এড়াইতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রের উন্নতি হইলে মহামারীরূপ সাংক্রামিক ব্যাধি অথবা এককালে বহু জনের প্রাণনাশ নিশ্চয়ই সংসার হইতে দূর হইবেক।

স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল সময় সকলেরই প্রতিপালন করা বিহিত; বিশেষ মহামারী বা সাংক্রামিক পীড়া পল্লীর নিকটস্থ হইলে, বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সহিত সেই নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করিলে অনেক স্থলে উত্তম ফল লব্ধ হয়। এই সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়ম-গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পরিষ্কার ও কদর্য্য গন্ধশূন্য গৃহে বাস, স্নান, গাত্র মার্জ্জনা ও প্রত্যহ বস্ত্র কাচা নিতান্ত আবশ্যক। শুদ্ধ আপনি নয়, পরিজন ও প্রতিবেশীরা সকলেই

যাহাতে ঐরূপ নিয়মে চলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নির্ব্বোধ ও এক-গুঁয়ে লোকেরা বলিতে পারে আমার দেহ ও আমার বাটি আমি ক্লেদ পূর্ণ রাখিব, অন্যের তাতে কি? এ কথা কোনমতে খাটে না। তুমি সমাজভুক্ত থাকিয়া হিংস্র বন্যজন্তুর ন্যায় যথেচ্ছাচারী হইতে পার না। সমাজ তোমাকে অনেক কষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছে, সেই খাতিরে সাধারণের হিতার্থে কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিজের স্বাধীনতার খর্ব্ব করা যুক্তি, ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত নয়? ইচ্ছা পূর্ব্বক না কর, রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি বলপূর্ব্বক তোমাকে তাহা করিতে বাধ্য করিবেন। আমরা অতি পবিত্র জাতি বলিয়া অভিমান করি এবং সাহেবদিগকে ইহার বিপরীত বলিয়া ভাবি। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইংরাজ ও বাঙ্গালী টোলার অবস্থা দেখিলেই আমাদের সেই সংস্কার যে ভ্রম-পূর্ণ, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবেক। ইডেন গার্ডেন দেখিলেই চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি এবং মনের শান্তি লাভ করা যায়। অমরাবতীর উদ্যান যে ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বড় বলা যায় না। অপ্সরী কিন্নরীর পরিবর্ত্তে গড়ের বাজনা ও বিবিদিগের সমাগম, বাড়ার ভাগ ইলেক্‌ট্রিক আলোক। যদি বল সাহেবদের আয় অনেক। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু পরিষ্কার থাকার পক্ষে অর্থের তত প্রয়োজন নাই। অনবধানতা, ঔদাস্য, স্বাস্থ্যের নিয়মে অজ্ঞতা, বিশেষতঃ পরস্পর অনৈক্য আমাদিগের কষ্ট ও দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যথা-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অগ্রাহ্য করিব, আবার বিজ্ঞান অনুযায়ী নিয়ম সকলও প্রতিপালন করিব না, সুতরাং আমাদিগের দুর্গতির একশেষ হইবে না তো, আর কাহাদের হইবে? এখনও যদি না বুঝি তাহা হইলে নিতান্তই নিরুপায়।

জলকে জীবন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেন। জলের দোষে স্থান-বিশেষের লোকদের গলগণ্ড, গোদ ও বিবিধ চর্ম্মরোগ হয়, ইহা অনেকেই জানেন। বিশুদ্ধ বারিপান স্বাস্থ্য পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কলিকাতার অবস্থা দেখ। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা লোনা ও জবনা বলিয়া সকলে ঘৃণা করিত, এক্ষণে ময়লা-শূন্য ও বিশুদ্ধ জলের নিমিত্ত বঙ্গের (Sanitarium) বা স্বাস্থ্যাবাস হইয়াছে। বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, বারাসত প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে ইংরাজেরা হাওয়া খাইতে যাইতেন, কিন্তু এখন তথাকার অনেকে

রোগের দৌরাত্ম্যে এই মহানগরে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করে। পাড়াগাঁয়ের জলাশয়ের কথা মনে পড়িলে কান্না আইসে। শীতাবসানে ডোবা সব শুষ্ক হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ছোট ছোট পুকুরগুলি পাঁক ও কাদায় পূর্ণ এবং স্ত্রীলোকের কল্যাণে ঐ সকল পুষ্করিণীর অবশিষ্ট জলটুকুও এককালে লবণাক্ত হইয়া পড়ে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক আবাদ হওয়ায় গ্রামের নিকটে পতিত ভূমি প্রায় দেখা যায় না, সুতরাং বড় বড় পুষ্করিণীর পাড়গুলি পল্লীর মল ও মূত্র ত্যাগের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। বৃষ্টি হইলে ঐ সমস্ত মল মূত্র ধৌত হইয়া জলে পড়িয়া তাহাকে পবিত্র করে! আবার কোন কোন পুকুরের গর্ভে প্রতিবাসীরা সকল প্রকার আবর্জ্জনাই ফেলেন। এই সকল পুকুরের জলে বাসন মাজা, ছেলেদের মলমূত্রপূর্ণ কাঁথা নেকড়া এবং বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি সাংক্রামিক রোগগ্রস্তের বস্ত্রাদি কাচা, ঘাটে ঘা পাঁচড়া, গরমির পীড়া ও মহাব্যাধি-গ্রস্তদের আপন আপন ক্ষত ধৌত করা, আঘাটায় ধোপাদের সিদ্ধ কাপড় পরিষ্কার করা এবং জমা দেওয়া থাকিলে মাঝে মাঝে জেলেদের ২। ৪ ঘণ্টা মৎস্য ধরা; এই সকল কারণে উহারা এককালে বিষাক্ত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। আবার বেওয়ারিস জলাশয় হইলে ত কথাই নাই, মহাসমারোহে শত শত লোক তাহাতে নামিয়া জলটুকুকে একেবারে দধিবৎ করিয়া তুলে। ১। ২ ক্রোশ দূর হইতে কেহ কেহ বা উহাই পানার্থ লইয়া যায়। এইরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র জলে ঠাকুরদের অন্ন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়—ভাল সেগুলি যেন পাথর বা ধাতু-নির্ম্মিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও জানিয়া শুনিয়া অম্লান মুখে ঐ অবিশুদ্ধ জল প্রত্যহ কতবারও উদরস্থ করিতেছেন। অভ্যাসে সকলই হয়। মেথরেরা এক হাতে ময়লা সাফ করে, অন্য হাতে পানীয় ও ভোজ্য মুখে তুলিয়া থাকে এবং কখন কখন গোঁফেও তা দেয়। নিমতলার ঘাটে চিতার পার্শ্বে চুল্লি হইতে আদপোড়া কাষ্ঠ লইয়া মুদ্দফরাসেরা আমোদ আহ্লাদ সহ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিতেছে। পরে সেখানেই হয়ত আহার করিবে। ভগবানকে ভাবিলাম! অমনি আমাদের সেই বিশুদ্ধ ও পবিত্র জলের কথা মনে পড়িল! অন্য দেশীয় ও অপর জাতীয়েরা আমাদের এরূপ পানীয়ের ব্যবস্থা শুনিবা মাত্র বমি করিতে থাকিবে—তাহাদের জ্বর আসিবে, কিন্তু

আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরত একটুকুও বিকার হয় না ; কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে, ইহাদ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারিত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদিগের কতক দূর জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারাই বিশেষ কষ্ট পান। ইহা নিবারণের কি কোন উপায়ই নাই ? কে বলে নাই ! পূর্ব্বে শেঠ ও সেন মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ এক শত আট করিয়া বড় বড় দীঘি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এখনকার ধনাঢ্যেরা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় নিজ নিজ পল্লীতে "হল" বা সাধারণের ব্যবহারার্থ উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর বৃত্তি সংস্থাপনে প্রচুর অর্থ দিয়া থাকেন ! সময়ে রায় এবং রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ! এরূপ দেশহিতকর কার্য্য তাঁহাদের ভাল লাগিবে কেন ? তাহাতে তো রাজসম্মান নাই ! কিন্তু মান ও যশঃপ্রার্থী নয়, এমত লোকও আছে। চৌগাছা নিবাসী ঘোষবংশোদ্ভবা ইন্দ্র-নারায়ণী নাম্নী একটী বিধবার মৃত্যুকালে যাহা কিছু অল্প নগদ টাকা ছিল, পরিচারক ও সেবা শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া পিতৃব্যদত্ত ৫০০ টাকার একখানি মাত্র কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহা একটী পুষ্করিণী খনন নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। একেই বলে দান ! এমন সকল ব্যক্তি-রাই ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। ইঁহারাই দেব-প্রসাদের প্রকৃত পাত্র। ইঁহারা কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া পরজন্মে উচ্চ ও সৎকুলে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি এবং শেষে পরা জ্ঞান লাভ করিয়া পরমে লয় প্রাপ্ত হইবেন।

সামান্য কথায় বলে "একের বোঝা দশের নড়ি"—যাহা এক জনের অসাধ্য, দশ জনে তাহা নির্ব্বাহ করিতে সহজে সক্ষম। লর্ড রিপণ দেশ মধ্যে স্বায়ত্তশাসন-বিধি সংস্থাপন করিয়া যে কি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। অনেকেই ইহার মর্ম্ম আজও ভাল বুঝেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহাই স্বাধীনতার মূল। ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে বহু মঙ্গলের সম্ভাবনা। এক্ষণকার সভ্যগণ নূতন ব্রতী, তাঁহাদিগের আদর্শ কলিকাতা, সুতরাং কাল, অবস্থা ও অর্থ, এই সমস্ত বিবেচনা না করিয়া ইঁহারা মহানগ-রীর মিউনিসিপালিটি সভার অনুকরণ করিতে চেষ্টা পান। কাছারির নিক-টস্থ রাস্তার ধারের ঘাস চাঁচা ও গাছ থাকিলে তাহার পাতা কুড়ান, তথায় বৈকালে জল ও রাত্রে ৩।৪টি আলোক দেওয়া এবং অধিক বেতনে আবশ্যকের

অতিরিক্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী রাখা, ইত্যাদি অনেক অপব্যয় করিয়া দেশ-হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন! কিন্তু জলাশয় খনন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে যে কি অধিকতর হিতকর কার্য্য, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিতে আসে না! প্রতি গণ্ডগ্রামে এক একটী দীঘি কাটান বা যাহা আছে তাহার পঙ্কোদ্ধার করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা কেবল পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হইবে —উহার পাড় পরিষ্কার রাখা এবং সুবিধাক্রমে উহাতে পুষ্পোদ্যান করা উচিত। অন্ততঃ প্রতি পল্লীতে পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় এক একটি বড় কূপ খনন করিলে ও তাহার পাড় প্রশস্ত করিয়া বাঁধাইলে, অল্প ব্যয়ে অনেকটা কার্য্য সাধিত হইতে পারে। হাজার ইল্লত (ময়লা) প্রিয় হউক, হাজার অনাচারী হউক, স্ত্রীলোকেরা কখনই ইহার জল অপরিস্কৃত ও অপবিত্র করিতে সক্ষম হইবে না।

ওলাউঠা মহামারী রূপে পল্লীর নিকটস্থ হইলে বাটীর দ্বার জানালা সকলই খুলিয়া রাখা বিহিত—বায়ু যেন কোথাও আবদ্ধ না থাকে। চোর কুঠারীটা বহু দিন অবধি কাঠরায় পূর্ণ আছে, উহা খোলা অনাবশ্যক, ইহা নির্ব্বোধের কথা। বায়ু আমাদিগের প্রাণ, উহা দূষিত হওয়া যত অনর্থের মূল।

ওলাউঠার সময় আহার বিহারে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। আউস বা নূতন চাউল, কাঁচা বা টক ফল, বাজারের লুচি কচুরি, অধিক পরিমাণে তৈল সংযুক্ত ভাতে পোড়া, কাঁচা ঘি বা ঘৃতাক্ত দ্রব্য, ইলিস্ বা তেলাল, গলা, পচা বা শুঁটকি মৎস্য, পাকা সজন্মে ডাঁটা, শসা লাউ কুমড়া হিঁচড় প্রভৃতি যাহা খাইলে উদরাময় হওন সম্ভব, তাহা বর্জ্জন বিধি; যদিও অভ্যাস থাকিলে তত অপকার হয় না, তথাপি সে সমস্ত পরিত্যাগই উচিত। নিতান্ত উপায়ান্তর না থাকিলে ঐ সকল সামগ্রী অল্প করিয়া খাইবা। অধিক বা গুরু আহার, রাত্রি জাগরণ, অধিক সুরাদি পান, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম ও বারইয়ারি পূজাদি উপলক্ষে ২।৩ দিন ক্রমাগত উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান এবং সকল প্রকার অনিয়ম সর্ব্বথা পরিহার্য্য। রোগাক্রমণের পূর্ব্বাহ্ণে স্থানান্তর হওয়া মন্দ নয়, কিন্তু রোগের বিষ শরীরস্থ হইলে পলাইয়াও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে হয়ত ব্যাধির বীজ অন্যত্র লইয়া গিয়া বপন করা হয়।

এই ব্যাধির প্রকৃত কারণ আজও অবধারিত হয় নাই—উদ্ভিজ্জজাত বা অপর কীটানু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক হইয়া রক্তকে বিকৃত করাতে উঠিয়া নামিয়া নির্গত হয়। ডাক্তার কচের পরীক্ষায় ইহা উদ্ভিজ্জজাত, ইহার আকার (,) কমার ন্যায়, রস পাইলে মধ্য ভাগে সূক্ষ্ম হইয়া প্রথমে ক্ষণ মধ্যে উহা দ্বিখণ্ড হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় অল্পক্ষণ মধ্যে আবার ঐ দুই ভাগ চারি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কীটানুতে পরিণত হয়; এইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ ঘণ্টায় অসংখ্য হইয়া পড়ে। এই সকল কীটানু ভেদেতেই অধিক থাকে, বমনে প্রায় নয়। পুকুরের জলে ঐ বিষ্ঠাসংযুক্ত বস্ত্র কাচিলে উহারা সেখানে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং সেই জল যাহারা পান করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই ব্যাধি হয়। পাকস্থালীর অম্লরসে উহারা প্রায় জীর্ণ হয়, কিন্তু পেটরোগাদের তাহা না হওয়ায়, তাহাদের অন্ত্রে উহা নামিলে অল্প কাল মধ্যে বহু হইয়া ওলাউঠা প্রকাশ পায়। এই হেতু ব্যাধি দেখা দিলে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটাইয়া ও তাহা জুড়াইয়া পান করা বিধি। কেহ কেহ ভাবেন যে, ঐ বিষাক্ত পদার্থ নিঃশ্বাস দ্বারা ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির সৃষ্টি করে। ওলাউঠার ভেদ বমির নেকড়াদি পোড়াইয়া ফেলাই শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্ততঃ খুব গভীর গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। পীড়িতের ঘরে ৫।৭ দিন অন্য কাহার রাত্রিবাস অনুচিত। রোগ প্রকাশ হইলে সকল বাটিতেই ও পল্লীর স্থানে স্থানে গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্যক। ঠাকুর ঘরের ন্যায় সকল কুঠারিতে ধূপ ধূনা জ্বালাইবা। শরীর রক্ষার্থ সর্ব্ব প্রকারেই সাবধান হও, কিন্তু কোনমতে ভীত হইওনা। ভীত ব্যক্তিদিগকে ব্যাধি যেন আগে আসিয়া ধরে। নিজের অমঙ্গল আশঙ্কায় অনেকে পীড়িত আত্মীয়গণকে দেখিতে যাইতে সাহস করেন না। কিন্তু আমাদিগের প্রতি দেবতার কৃপা আছে, এই সংস্কার বশতঃই হউক, অথবা দৃঢ়-সংকল্প মনের উল্লাস জন্যই হউক, সকল প্রকার মহামারী এবং সাংক্রামক রোগের সময় যাহারা পরের শুশ্রূষায় বদ্ধ থাকিয়া দিন রাত বাড়ী বাড়ী যাতায়াত করে, তাহাদিগকে প্রায়ই অক্ষত শরীরে এই মহা সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। অপিচ তাহা না হইলেই বা ক্ষতি কি? পরহিতার্থ নিজ প্রাণ অর্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম

জগতে আর নাই। ইহাতে দশের কাছে মান, পরলোকে সদ্গতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল—কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা জন্য যে আত্ম-প্রসাদ, তাহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। আত্ম-সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া পরহিতানুষ্ঠানে ব্রতী হওয়াকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম কহে। হিন্দু-শাস্ত্রমতে ইহাতেই চরমে পরম গতি; যে গতি হইতে আর শ্রেষ্ঠ গতি নাই। অধিক আর কি তোমার আকাঙ্খা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আর একটী বিশেষ গুণ এই দেখা যায় যে, তাহাতে সাংক্রামিক ও মহাব্যাপক ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধ আছে। গোবীজ বা বিলাতী টীকা তাহার উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিলাতে গোয়ালাদের ইচ্ছা-বসন্ত প্রায়ই হইত না। ইহা জানিয়া এবং বহু পরীক্ষার পর বুদ্ধিমান মহান্ ডাক্তার জেনর দেখিলেন যে, গাভীর বসন্তের রস লইয়া টীকা দিলে বসন্ত আর মহামারী বা ঐ রোগ হইতে বিরূপ ও বিকলাঙ্গ হইবার ভয় থাকে না। সেই নিমিত্তই সকল সভ্যজাতির মধ্যেই এই অভিনব ও অকষ্টকর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ প্রথানুসারে টীকা দিতে কেহ অনিচ্ছুক হইলেও, তাহাকে বল পূর্ব্বক দেওয়া হয়। বিখ্যাত রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ডাক্তর ডুমা পারিস মহানগরের কয়েক বারের ওলাউঠার রিপোর্ট পাঠ ও অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাম্রব্যবসায়ীদের প্রায় এ রোগ ধরে না এবং ধরিলেও তাহা অনুগ্র ও চিকিৎসাসাধ্য। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে সদৃশ লক্ষণ জন্য ভেরাট ও কুপ্রমকে হানিমান ওলাউঠার প্রতিষেধক বলিয়া এক দিন একটী, পরদিন অপরটী বয়ঃক্রমানুসারে এক হইতে ৪টী বড়ি খাইতে বিধি দেন। কলিকাতা ও অনেক পল্লীগ্রামে কেহ কেহ এরূপ না করিয়া একটা তামার মাদুলী বা একটী পয়সা ফুটা করিয়া ঘুন্সিতে লাগাইয়া রাখে; ইহাতে সুফল হইবার কথা। হুফ্‌লাণ্ড নামক মহা প্রসিদ্ধ জর্ম্মান ডাক্তর কহেন যে, হোমিওপ্যাথি যদি সত্য হয় তবে লক্ষণের সৌসাদৃশ্য জন্য আর্সেনিক (সেঁকো) ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ। এই ভয়াবহ রোগ এক মাসের অধিক কোথাও থাকে না। ডাকাইত পড়ারন্যায় প্রথম প্রথম ইহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, পরে আর তত উগ্রতা থাকে না। এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল কুপ্রম, ভেরাট ও আর্স পর পর পূর্ব্ব নিয়মে ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। এইরূপ ঔষধ ব্যবহারে এবং সুনিয়মে থাকিয়াও

রোগ উপস্থিত হইলে তাহা সামান্যতর যত্ন ও চিকিৎসায় আরোগ্যের সম্ভাবনা। শেষরাত্রে অসাধারণ, তেজে জলবৎ ভেদ ও অপর সদৃশ লক্ষণ থাকায়, ডাক্তর হেরিং পূর্ব্বাহ্নে গন্ধক সেবন করিতে বা পদতলে মাখিতে ব্যবস্থা দেন। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার এক কুলিডিপোতে ওলাউঠা ধরিল এবং প্রত্যহ ৫।৭টা করিয়া মরিতে লাগিল। কিছুতেই কোন উপকার দেখিতে না পাইয়া, শেষে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আহারের ২।৪ মিনিট পূর্ব্বে এক টিপ্‌নি করিয়া কর্পূরের গুঁড়া সকলকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিলেন; ভগবানের কৃপায় সেই দিন হইতেই রোগ বন্ধ হইয়া গেল।

ওলাউঠার সময় পেটের পীড়াটা অধিক প্রবল হয়। উদরের সামান্যতর গোল অথবা নরম এবং একবারের অধিক বার বাহ্যে হইলে অগ্রাহ্য করা কোনক্রমে উচিত নয়। আহারের খুব ধরাকাট আবশ্যক। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা অনাহারের কষ্ট খুব লঘু। পূর্ব্বলিখিত উদরাময়ের অধ্যায় পাঠ করিয়া কারণ ও লক্ষণানুযায়ী ভেষজ প্রয়োগ করিলে অল্প কালে ও অল্প ব্যয়ে এবং অধিক না ভুগিয়া নিরাময় হইবে।

আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ওলাউঠা চিনেন। ইহার রূপ বর্ণন সেই জন্য অনাবশ্যক। এই রোগাক্রান্ত হইলে কোনমতে বাহিরে বাহ্যে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। এক দুই দাস্তের পর জেদ করিয়া কোন কোন রোগী নিকটস্থ পাইখানায় যাওয়ায় তাহাকে মূর্চ্ছিত ও নাড়ীহীন হইতে দেখা গিয়াছে, সুতরাং মালসা বা সরায় মলত্যাগই প্রশস্ত। উহা যেখানে সেখানে নিক্ষেপ বা উহার নেকড়া ও কাপড় কোন জলাশয়ে ধৌত করা নিতান্ত গর্হিত। অগ্নিসাৎ করাই শ্রেয়ঃ, তদভাবে গভীর গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলাই উচিত। ঘর বিছানা পরিষ্কার রাখিবা এবং রোগীর নিকট ২।১ জন সেবা ও শুশ্রূষাকারী ভিন্ন জনতা হইতে দিবা না। রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবা। কর্পূর সর্ব্বত্র ও অনায়াস-প্রাপ্য দ্রব্য—অনেকে ইহা সর্ব্ব প্রথম ব্যবহার করেন—ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। হোমিওপ্যাথদের মধ্যেও ইহার আরোক প্রস্তুত করার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন *। ইটালি দেশস্থ ডাক্তার রুবিণী ২।৩

* হানিম্যানের মতে এক ভাগ কর্পূর ও ১১ ভাগ সুরা; ডাং কুইনের মতে ১ ভাগ কর্পূর ও ৫ ভাগ স্পিরিট এবং ডাং রুবিণী উভয় সমভাগ (অর্থাৎ এক কাচ্চা গ্রেণের ওজনে কর্পূর

বৎসর যাবৎ ওলউঠার সকল অবস্থাতেই প্রায় ৬০০ রোগীকে তাঁহার প্রস্তুতীকৃত কর্পূরের আরোক প্রয়োগ করিয়া কোনটীতেই বিফলমনোরথ হয়েন নাই। প্রতিষেধক স্বরূপ বয়ঃক্রমানুসারে সিকি হইতে ৫ ফোটা প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সপ্তাহকাল দেওয়া যায়। ভেদ আরম্ভ হইলেই রোগীকে ফ্লানেল, কম্বল বা অন্য গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, পূর্ণবয়স্ক হইলে ৫। ১০ মিনিট অন্তর ৪ ফোটা আরোক চিনিতে ফেলিয়া খাইতে দিবা। ব্যাধি অধিক উগ্র হইলে, সাধারণ রোগীকে ১০ হইতে ১৫ ফোটা এবং বন্ধ-নেসাখোর, বিশেষ অপরিমিত সুরাপায়ীকে কখন প্রতিবার ৬০ ফোটা দেওয়ায় ফল দর্শিয়াছে। গাত্র আবৃত রাখিয়া ঘন ঘন ঠাণ্ডা জল অল্প অল্প মাত্রায় পান করিতে বা টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ মুখে রাখিতে দিবা। ৩। ৪ ঘণ্টার মধ্যে ঔষধে উপকার দর্শিলে এবং গাত্র তাপযুক্ত, বদন সরস (টস্‌টসে) ও আরক্তিম এবং ঘর্ম্ম হইলে ঔষধ একেকালে বন্ধ বা দীর্ঘকাল অন্তর ব্যবস্থা। ভেদ বমি বন্ধ হইলেও ১০। ১২ ঘণ্টা উঠিতে দিবা না এবং গাত্রও আবৃত রাখিবা। বাতাস লাগা বা অন্য কারণে ঘাম বন্ধ হইলে পুনর্ব্বার রোগ দেখা দেয়। রোগী কোনমতে বিরক্ত বা হতাশ্বাস না হয় এবং তাহার নিকট কেহ যেন হা হুতাশ না করে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিবা। আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; ভেদ বন্ধ হইলেও অনেক সময় তৎকালে পেটে কিছু পড়িলে পুনরায় ভেদ দেখা দেয়। আরোগ্য হইয়াও কাহার কাহার উদরাময় থাকে —ইহার দুই ফোটা করিয়া এই আরোকের ২। ৪ মাত্রা দুই দিন খাইলে স্বাস্থ্য লাভ করে। আহারের ব্যতিক্রম বা অন্য কারণে রোগ পুনঃ প্রকাশ হইলে এই ঔষধই দেওয়া হয়।

অধিক কর্পূর ব্যবহার জন্য কখন কখন শরীর অত্যন্ত গরম হয়। তৎকালে কাপ কাওয়া প্রস্তুত করিয়া উহার এক পেয়ালা অথবা ৫।১০ ফোটা লাডেনম বা সিকি ধান আফিম ব্যবহার করিলে ঐ সমস্ত উপদ্রব

এবং এক কাচ্ছা জলীয় মাপের, ব্রাণ্ডী অপেক্ষা কড়া, স্পিরিট 60 above proof। শেষোক্ত আরোক আর সকল গুলি অপেক্ষা কড়া, ঐ পরিমাণ সুরায় আর কর্পূর খায় না এবং সেই জন্য ইহাকে Saturated Spirit of Camphor কহে। ঠাণ্ডা লাগিলে কতকটা কর্পূরের গুঁড়া তলায় গিয়া চাপ বাধে—রৌদ্রে দিলে ও শিশি নাড়িয়া লইলে আবার পূর্ব্ববৎ দ্রব হয়।

যায়। বলা বাহুল্য যে, শিশু বা গর্ভবতীকে আফিম বা অধিক কর্পূর দেওয়া এককালেই অনুচিত। ডাক্তার রুবিনীর ন্যায় অন্যান্য অনেকেই এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। রোগ সকলবারে এক প্রকারের হয় না। বোধ হয় ডাক্তার রুবিনীর সময়ের ওলাউঠা তাদৃশ ক্রূর বা ভয়াবহ ও সাংঘাতিক ধরণের না হওয়াতে তিনি অত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের মতে সর্ব্ব প্রথম এক বা দুই ঘণ্টায় ১০।১২ বার কাম্ফর আরোক সেবনে বিশেষ উপকার না দেখিলে ভেরাট বা আর্স লক্ষণানুযায়ী দিলে ভাল হয়।

ব্যাধির বীজ শরীরস্থ হইয়াছে, ভেদ ও বমি নাই, কিন্তু চক্ষু মুখ বসিয়া গিয়াছে, এককালে বলহীন, সুতরাং উঠিয়া বসিতে অশক্ত, শ্বাস-কষ্ট, কখন বা অচেতন, এমত অবস্থায় কর্পূরের আরোক বিশেষ উপকারী, এমন কি উহার ঘ্রাণেও রোগী পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। এই মহৎ রোগের বিষের সকল উপসর্গই যে এককালে প্রকাশ পায়, তাহা নহে। কোন কারণ নাই, অথচ শরীরে গ্লানি ও দুর্ব্বলতা, এমত স্থলে ইহা প্রয়োগে রোগ ফুটিতে পায় না। ভেদ বমন নাই, নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব হয় না, সর্ব্বাঙ্গ নীল বর্ণ, এইরূপ উপসর্গে সর্ব্ব শরীরে কর্পূরের আরোক মালিস করা ও উহার শিশির ছিপি খুলিয়া নাসারন্ধ্রে ধরা, এইরূপ ১০।১৫ মিনিট করিলে ২।৩ ঘণ্টার পর আরোগ্য লাভ হয়। যে রোগীকে কোন ঔষধ এককালে দেওয়া হয় নাই, অথবা প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইবার পরও তাহার হিমাঙ্গ, জিভের বরফবৎ অবস্থা, শরীর শক্ত, হাতে পায়ে নীল ফট্‌কা ফট্‌কা দাগ, এবং হাতে পায়ে ও পায়ের ডিম্বে অসহ্য খাল লাগা, নাড়ীর ক্ষুণ্ণ অবস্থা রহিয়াছে এমত স্থলেও ইহা প্রয়োগ বিধি।

আর্স—অধিক টক বা কাঁচা ফল আহার, বরফ বা ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহার, পচা শবের ঘ্রাণ গ্রহণ, আর্দ্র স্থানে বাস, পুঁতি উদ্ভাবিত জ্বরের সঙ্গে এবং দুর্ভিক্ষ বা বহু দিনের অনাহারের পর ওলাউঠা এবং যেখানে এই ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিতেছে বা প্রথম হইতে সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিবে বা করিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, সেখানে সর্ব্বাগ্রে ইহা ব্যবহার করা উচিত। কুমড়া পচানি জলের ন্যায় ভেদ ও বমন, অত্যন্ত

পেটব্যথা ও জ্বালা—প্রথম প্রথম অল্প, পরে অসহ্য, অত্যন্ত তৃষ্ণা—কিন্তু অধিক পানে অশক্ত, জল উদরস্থ হইলেই উহা উঠা বা নামা, এবং অপর উপসর্গের বৃদ্ধি, সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় খাল লাগা, বিশেষতঃ পায়ের ডিম্বে; স্বর-ভঙ্গ, কষ্টে দুই একটী কথা কহা, এককালে নেতিয়া পড়া, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হওয়া; অথবা ভেদ বমি বন্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ হিম, নাড়ী অপ্রাপ্য, প্রস্রাব বন্ধ, এমত সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগে রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করে। আর্সের ভেদ মাত্রায় অধিক নয়, কিন্তু কষ্টকর বেগ ও কাট্‌নেকার এবং মলাশয়ে ও মল-দ্বারে জ্বালা, অঙ্গুলি চোপ্‌সান; এই লক্ষণ গুলি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্সিনেট-কুপ্রম—শিশুর ভেদ ও বমন, অন্ত্রে আক্ষেপ ও স্নায়বিক বেদনা জন্য চীৎকার সহ আঙ্গুলে খিল লাগা, দুর্ব্বলতা ও হিমাঙ্গের উপক্রম।

ভেরাট্রম—চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় অতিরিক্ত ভেদ ও বমন, কাটনেকার, অত্যন্ত পিপাসা ও এককালে অধিক পান এবং কখন কখন উদরস্থ হইবা মাত্র উহা তুলিয়া ফেলা; ভেদ ও বমনানুসারে ক্রমশঃ দুর্ব্ব-লতা, (আর্সের ১ বা ২ দাস্তে নাড়ী ছাড়া) বদন ঠাণ্ডা, নীল ও ফেকাসে; স্বর ক্ষুণ্ণ; আতঙ্কের চেহারা; মুখাভ্যন্তর, জিভ, ঠোঁঠ ও শরীর ঠাণ্ডা; প্রস্রাব বন্ধ, চট্‌চটে ঘাম, হাত পা ও পেটে আক্ষেপ, বুক ও উদরাভ্যন্তরে অতিশয় যাতনা। রোগ সাংক্রামিক ও ভয়াবহ না হইলে ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেওয়া বিধি।

কুপ্রম—প্রচুর জলবৎ ভেদ ও বমন, ভয়ানক পেটব্যথা, পেশী সব সেঁটে ধরা, প্রথম অঙ্গুলিতে অল্প অল্প, পরে সর্ব্বাঙ্গে ক্রমাগত ও প্রচণ্ড খাললাগা, (বিশেষ পায়ের ডিম্বের হইলে ইহা অব্যর্থ) বুক সেঁটে ধরা জন্য শ্বাস-কষ্ট এবং কণ্ঠনালীর সঙ্কোচন জন্য কথা কহিতে অশক্ত ও দম আট্‌কানবৎ হওয়া, জল গিলিবার সময় টপ্ টপ্ শব্দ হওয়া; তৃষ্ণা, গরম জলে প্রয়াস, ঠাণ্ডা পানে বমন বন্ধ, ঠোঁঠ নীলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, প্রস্রাব অত্যল্প বা এক-কালে বন্ধ, ভাল শুনিতে না পাওয়া, চক্ষু নিস্তেজ ও তাহার চারিদিকে কাল-শিরা পড়া, শরীর বরফবৎ ও রাত্রে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া। আর্স ও ভেরাট দিয়াও অনবরত খাল লাগা, অথবা ভেদবমি বন্ধের পর থাকিয়া থাকিয়া হাত ও পায়ের আঙুলে খাল লাগা থাকিলে ইহা বিধি। অথবা বমির পরিবর্ত্তে

তৎকালে পেটে অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকিলে ইহা ও ভেরাট পর পর দেওয়া যাইতে পারে।

কার্ব্বোভেজি—আর্স ও ভেরাটে ফল না দর্শিলে। কল-চালক (Engine Driver) কর্ম্মকার, রাঁধুনি, এই সকল ব্যক্তির পীড়ায় অধিক উপযোগী। রোগের শেষাবস্থায়, উপসর্গ সকল বন্ধ হইয়া তেজোহীন ও অসাড় হওয়ায় রক্ত আসিয়া বক্ষঃস্থল ও মস্তকে সঞ্চয় হইলে। অতিশয় শ্বাসের কষ্ট, নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, নাড়ী অপ্রাপ্য, মুখমণ্ডলে চটচটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অথবা প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া নাড়ী এককালে বসিয়া যাওয়া ও শব প্রায় পড়িয়া যাওয়া; কাহারও বা মধ্যে মধ্যে অনিচ্ছাধীন বা অসামাল ভয়ানক পচা গন্ধের গাঁজলাটে পাতলা আম-বিশিষ্ট এবং কখন বা পূয-সংযুক্ত ভেদ, অতিশয় পেটফাঁপা ও প্রস্রাব এককালে বন্ধ। অন্তিম কালে ইহা ও আর্স পর পর বিধি।

হাইড্রো-আ—অঙ্গে খাল লাগা ও ভেদ এককালে বন্ধ, অথবা অসাড়ে বাহ্যে ও বমন ক্রমশঃ কমা, হিমাঙ্গ হওয়া, আইঢাই করা, হিক্কা, অতিশয় শ্বাস-কষ্ট, খাবি খাওয়া, ঠাণ্ডা চটচটে ঘাম, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত ও এক দৃষ্টে চাহনি। ৩।৪ বার এই ঔষধ প্রয়োগের পর পুনরায় ভেদ দেখা দিলে এবং লক্ষণ বুঝিয়া ভেরাট প্রভৃতি তৎকালোচিত ঔষধ দিবা। পূর্ব্বাবস্থাপন্ন রোগীকে ডাক্তর সরকার ৬ ক্রমের কোব্রার (কেউটের বিষ) অনুবটিকা সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় লাকাসিসেও (মার্কিন সর্পবিষে) ফলদর্শান বিলক্ষণ সম্ভব; তবে বিভিন্নতা এই, অধিক মৃত্যুভয় থাকিলে কোব্রা, তদভাবে লাকাসি, চরম অবস্থায় খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাস হইলে নাজা; এবং ঐ সঙ্গে নাভির চতুষ্পার্শ্বে ভয়ানক কষ্টকর বেদনায় ক্রোটালু-হ দেওয়া হয়।

সিকেল—হঠাৎ চক্ষু মুখ বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া; সর্ব্বদা, বিশেষ কিছু উদরস্থ করিলে, গা বমি বমি ও বমন; পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ; ত্বক ঠাণ্ডা ও তোবড়ান, উপর পেট জ্বালা, স্বরভঙ্গ, প্রস্রাব বন্ধ, বুক পেট হাত পা এবং পায়ের পাতা ও আঙ্গুলে খাল লাগা ও উহাদের খুব ফাক ও তেড়াবাঁকা হওয়া, মুখমণ্ডল বক্র ও বিশ্রী, পুনঃ পুনঃ জিহ্বা কামড়ান, অনিবার্য্য পিপাসা, কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কখন বা বড় বড় কৃমি বমন, মুখ নাক অতিশয় শুষ্ক এবং নাড়ী

অপ্রাপ্য প্রায়। কুপ্রম দিয়াও খাল লাগা না গেলে; দেহ নীলবর্ণ, টংকার এবং অঙ্গুলি খুব ফাক ফাক ও তেড়াবাঁকা হইলে। শরীর অত্যন্ত শীতল, কিন্তু অন্তর্দাহ জন্য গায়ে কাপড় রাখিতে না দিলে। বমি বন্ধ হইয়া কেবলমাত্র ভেদ পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক।

টার্ট-এ—সঙ্কটাপন্ন বা রোগের চরমাবস্থা, হৃদয়ের মন্দগতি—এমন কি মিনিটে ৬।৭ বার মাত্র সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস হওয়া, হৃদয়ের পক্ষাঘাত আশঙ্কা; মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গী, অচেতনপ্রায়—অনেক ডাকায় সংজ্ঞা লাভ, কিন্তু উত্তরদানে অশক্ত। পল্লীতে বসন্ত রোগ উপস্থিত কালীন ওলাউঠায় ইহা বিশেষ খাটে।

আইরিস—কড়ার নিম্ন, নাভিপ্রদেশ ও তলপেট অতিরিক্ত জ্বালার পর ভেদ বা বমন। উপর পেট মিনিট কতক অন্তর অসহ্য জ্বালা করা এবং তলপেট ব্যথার পর বমন ও এক লাগাড়ে ভেদ, মাথা ধরা, গরম ঘাম ও হতাশ্বাস হওয়া।

রিসিনস—ভেরাণ্ডার বীচি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কলিকাতার ডাক্তারেরাই ইহা উলাউঠায় ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সকল অবস্থায় ইহা প্রযুজ্য, বিশেষ উদরাময় হইতে রোগের উদ্ভব হইলে ইহা অধিক ফলদায়ক। ক্রূর উদরাময় হইতে ক্রমে ওলাউঠায় পরিণত হওয়ায় অথবা হঠাৎ অনবরত ভেদ ও বমি, কিন্তু পেট ব্যথা প্রায় না থাকা, (ব্যথা থাকিলে ভেরাট)। প্রচণ্ড ও অধিক জলবৎ ভেদ, কখন হরিদ্রা বর্ণের, কখন বা দুধবৎ, ক্বচিৎ বা শেষে রক্তযুক্ত হইলে। পর পর একবার ভেদ একবার বমন। ক্রমাগত বমি, কখন বা পিত্ত-মিশ্রিত জলবৎ বমি, পুনঃ পুনঃ অধিক তৃষ্ণা এবং পান করিলেই তুলিয়া ফেলা। বদন বিকৃত, মলিন ও বসা; চক্ষু লাল ও অর্দ্ধ নিমীলিত, পাকাশয়ের উপর আড়া আড়ি একটী লম্বা পদার্থ থাকা বোধ, নাক ছুঁচাল ও চোপ্‌সান, স্বরভঙ্গ, অঙ্গুলি তোব্‌ড়ান, শরীর নীল ও বরফবৎ শীতল, অন্তর্দাহ, আইঢাই করা, মৃত্যুভয় থাকা, কখন কখন অঙ্গ খেঁচুনি এবং নিশ্চয় মৃত্যু হইবে এরূপ বোধ, নাড়ী সূত্রবৎ এবং অতি মৃদু বা অত্যন্ত দ্রুত বা অপ্রাপ্যপ্রায়, প্রস্রাব বন্ধ, ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে ঘাম, কখন কখন অত্যন্ত পেটব্যথা ও পেটে খাল লাগা এবং হয় ত দুই এক দাস্তের পরও যাতনা যাওয়া। কাহার কাহার এক পায়ের পাতায় পচাধরা এবং এককালে বলক্ষয় হওয়া।

আমন-কাষ্টিক—ভেদ বমন বন্ধ হইয়া বদন ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ও নাড়ীবসা অবস্থায়।

টাবাক—বমন, খাল লাগা, অচেতন, অসাড়ে ঘন ঘন এককালে ভেদ ও বমন, অতিরিক্ত তৃষ্ণা। শরীর ঠাণ্ডা, দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হওয়া। শাদাটে ভেদ-বমি ও মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হওয়া, নড়া বা উঠায় বমন, অল্পক্ষণ অন্তর ভেদ, মৃতবৎ রক্তহীন চেহারা হওয়া, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। অথবা আর্সাদি দেওয়ায় ভেদ বন্ধ হওয়া, কিন্তু গা হাত ছেঁড়া, খাল লাগা, আইঢাই করা, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও নড়ায় বমন হওয়া, এমত স্থলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ওলাউঠা রোগে ৩।৬ ও ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা কখন কখন আদত (Mother Tincture) ঔষধও দেন। ঔষধগুলির মধ্যে কোন কোনটী তীব্র বিষ, চিকিৎসা বিদ্যায় অব্যবসায়ীর উহার নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা অপরামর্শ, কারণ তাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে। রোগের প্রচণ্ডাবস্থায় ৫।১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ বিধি। উপশম বুঝিলে ক্রমশঃ অধিক বিলম্বে দিবা। দাঁতকপাটি লাগিলে বা ঔষধ গিলিতে না পারিলে কর্পূর বা বেলেডোনা নাকের গোড়ায় কিয়ৎক্ষণ ধরায় গলাধঃকরণের শক্তি হয়। ঔষধ সেবনে ভেদের বর্ণের পরিবর্ত্তন ও অন্য অন্য সুলক্ষণ হইয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতে থাকিলে ভেরাট বিধি। নাড়ী ছাড়িয়া দীর্ঘকাল এক ভাবে থাকা অবস্থায় পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্ত্তন বা উহা ঘন ঘন দেওয়া অবিহিত। তৎকালে গাত্রাবরণ সহ্য হয় না এবং তাহা রাখাও অনাবশ্যক। ওলাউঠায় পাকাশয়ে একপ্রকার জ্বালা হয়, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাবোধে রোগী আহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করে; সে সময়ে ঠাণ্ডা জল, লেবুর পানা বা ফটিক জলের ন্যায় কাঁজি ২।১ ঝিনুক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনমতে কঠিন দ্রব্য যেন উদরস্থ না হয়। ভেদ বমি বন্ধ হইয়া কখন কখন সামান্যতর জ্বর হইয়া থাকে। ২।৪ মাত্রা আকন প্রয়োগ করিলে প্রায়ই উহা সারিয়া যায়। কিন্তু বলক্ষয়কারী জ্বরবিকার ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রবিশেষে অধিক রক্ত সঞ্চয় বা উহার প্রদাহ হইলে রোগ কোন মতে অনায়াসসাধ্য নহে। সকল ঔষধের গুণ বিশেষরূপে জানা না থাকিলে এ অবস্থায় প্রকৃতরূপে চিকিৎসা করা সুকঠিন।

এ স্থলে কয়েকটী মাত্র সর্ব্বদা ব্যবহৃত ঔষধের গুণ ও লক্ষণ উল্লেখ করা হইল *।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়া (Re-action) কালীন জ্বরে—আকন; তাহার সহিত মস্তিষ্কের প্রদাহ থাকিলে—বেল; ফুস্‌ফুসের হইলে—ব্রাই বা ফস; পাকাশয়ের হইলে—আর্স, নক্স, ব্রাই। বিকারের অবস্থায়—ব্রাই, রস, আর্স, ইত্যাদি। (জ্বর ও টাইফয়েড জ্বর অধ্যায় পাঠ কর)

আর্স—বিকার ও ক্রমশঃ সন্নিপাতের অবস্থার বৃদ্ধি—বদন লাল কখন বা পাঙ্গাশবর্ণ, অত্যন্ত মাথাধরা, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ বৃদ্ধি, পার্শ্বদেশে ব্যথা, কাশি ও পূযমিশ্রিত রক্ত উঠা, পেট-স্পর্শে ব্যথা, জলবৎ কদর্য্য ভেদ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, পান করিলেই তুলিয়া ফেলা, মলে দুর্গন্ধ, আইঢাই ও গা জ্বালা করা, নাড়ী কখন ক্ষীণ কখন লুপ্ত।

মস্কস—নাড়ীর হীনতা, বদন ও চক্ষু-নিষ্প্রভতা, হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ থাকা এবং ফস ব্যবহারে কিছু না দশিলে।

ব্যাপ্টিসা—দুর্ব্বলতা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা, দীর্ঘকাল এক পাশে শুইতে না পারা—কারণ যে পাশেই শোয় সেই দিকেই ক্ষতের ন্যায় বোধ; গা গরম; জিভ শুষ্ক, লাল বা কটা; কণ্ঠশুষ্ক; মাথা ধরা ও ভার; অঘোর অবস্থা, নিদ্রালুতা, অসং-

* হিমাঙ্গ, নাড়ী ছাড়া ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাহাকে কাহাকে হাইড্রোপেথি বা জল চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এই চিকিৎসার নিমিত্ত একখানি বড় চাদর ও কম্বল (বিলাতী কম্বল হইলে পুরাতন) এক গাছি শাণিত ক্ষুর, এবং সংগ্রহ করিতে পারিলে, খানিকটা বরফ সঙ্গে থাকা আবশ্যক। চাদর খানি ভিজাইয়া ও কতক নিংড়াইয়া রোগীর গলা অবধি পা পর্য্যন্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দিবা; পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া নেকড়া জড়াইয়া নিয়ত শীতল বা বরফ জল দিতে থাকিবা। মিনিট কতক মধ্যে চন্‌ চন্‌ করিয়া তর্জ্জনীতে নাড়ী উপস্থিত, শরীর গরম এবং হয় ত শৌচ ও প্রস্রাব হয়। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কখন বা ঠাণ্ডা করার দরুণ তদ্দণ্ডেই মৃত্যু হইতে পারে। হাইড্রোপেথি মতের মর্ম্ম বিশিষ্টরূপে অবগত না হইয়া অব্যবসায়ীর ইহাতে হস্তক্ষেপ করা অযৌক্তিক; তবে "গোপাল বসুর নাস" প্রয়োগে আরোগ্যের ন্যায় ইহাও আরোগ্য হওনের একটী অসমসাহসিক উপায় বলিয়া জানা থাকায় হানি নাই। সুবিজ্ঞ ডাক্তর নিকটে থাকিলে তাঁহার সঙ্গে এ প্রকার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। ২।৪ টায় কৃতকার্য্য হইলে অনেকটা সাহস হয় ও শিখা যায়।

লগ্ন বাক্য, শরীরে কোন প্রকার গন্ধ, নিঃশ্বাস ও প্রস্রাব অতিশয় দুর্গন্ধময়, বাহ্যে কদর্য্য গন্ধ-বিশিষ্ট ও কৃষ্ণ বর্ণের, মূত্র গাঢ় লাল, এবং সন্নিপাতের উপক্রম অবস্থা।

ককু—অধিক গাত্রতাপ, মাথা ভার হওয়া ও ঘোরা এবং তাহার জড়তা, শরীর ও মনের দৌর্ব্বল্য, অতিরিক্ত গা বমি বমি—বিশেষ মস্তক উত্তোলনে—ও মূর্চ্ছিত প্রায় হওয়া।

ফস-আ—চক্ষু নিস্তেজ ও বসা, নাক বাঁকিয়া যাওয়া, অনিদ্রিতাবস্থায় (জাগিয়া) প্রলাপ, অথবা চিত হইয়া নিঝুম থাকা, উত্তর না দেওয়া, বা অসংলগ্ন বাক্য কহা ও কহিতে কহিতে নিদ্রা যাওয়া, বিবিধ প্রকারের খেয়াল দেখা ও নানাবিধ শব্দ শুনা (এ অবস্থায় ইহা ও রস পর পর); নিয়ত বিড় বিড় করা বা বকা, আকাশ ও শয্যা হাতড়ান, ভয়ের চেহারা হওয়া ও পলাইবার চেষ্টা করা, অসাড়ে জলবৎ ভেদ বা কথন রক্ত বাহ্যে হওয়া, নাড়ী দুর্ব্বল কথন বা ক্ষণলুপ্ত হইয়া যাওয়া, বিকারাবস্থায় সদাই এক প্রকার ভাব মনে উদয় হওয়া।

বেল—মাথা ও কপাল ব্যথা করা এবং তজ্জন্য তথায় হাত দেওয়া, মুখ ও চক্ষু লাল হওয়া, ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখা ও পলাইতে উদ্যত হওয়া, তৃষ্ণা, কিন্তু ফোটা কতক জল মাত্র গিলিতে সক্ষম হওয়া, প্রচণ্ড প্রলাপ বকা, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠা, অন্যের গায়ে থুথু দেওয়া, তাহার চুল টানা ও বস্ত্র ছেঁড়া, যাহা পায় তাহাই কামড়ান, শয্যা হাতড়ান, অঘোর হইয়া থাকা, অনেক ডাকায় চেতনা হওয়া, দাঁত কিড়মিড় ও মুখ বিকৃত করা, গাঁজলা ভাঙ্গা, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা থাকা, নাড়ী দ্রুত ও মোটা হওয়া, ঘুমন্ত চমকান।

ষ্ট্রাম—মুহূর্ত্ত বিরাম ভিন্ন দিন রাত প্রবল প্রলাপ, প্রচণ্ড রাগ ও ঝেঁকে ঝেঁকে উঠা, অন্যকে মারা, দাঁত দিয়া আপনার অঙ্গ পর্য্যন্ত ছেঁড়া, কামড়ান, খল খল করিয়া হাসি, পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া কান্না, দেবতা ভূত ও নানা জন্তু দেখা এবং ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করা। অদ্ভুত খেয়াল দেখা ও শব্দ শুনা, অন্যকে চিনিতে না পারা। জলে ভয় ও গিলিতে কষ্ট হওয়া, সদা আবল্য, নাকডাকা, ও মুখভঙ্গী করা। শ্বাস-কষ্ট ও তাহার খর্ব্বতা, প্রস্রাব এককালে সঞ্চার না হওয়া, বা অনিচ্ছাধীন খানিকটা ত্যাগ করা।

হাইয়স—চক্ষু নিস্তেজ বা চক্‌চকে ও তাহার পার্শ্বে কালশিরা পড়া ও তাহার পুত্তলি কখন বিস্তৃত কখন বা সঙ্কুচিত, বধিরতা, বা কাণমধ্যে নানা প্রকার শব্দ হওয়া,জিভ বাহির করায় তাহা কাঁপা,মাথাব্যথা করা,ঘোরা ও তথায় শির উঠা, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে ফুটুনি, পুনঃ পুনঃ বৃথা প্রস্রাবের বেগ, অথবা অসাড়ে শৌচ প্রসাব ত্যাগ, প্রবল প্রলাপ, রাগ ও বল প্রকাশ, দিবা রাত্রি উলঙ্গ থাকা, অনিদ্রা, চীৎকার, নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরা, পলাইবার ইচ্ছা; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও অপ্রাপ্য প্রায়, আকাশ হাত্‌ড়ান, লোক চিনিতে না পারা, প্রলাপ বকা, অচৈতন্য হওয়া, কষ্টে হা করিতে পারা, বিড় বিড় করা, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি, মাঝে মাঝে চমকান।

ওপি—হা করিয়া ও নাক ডাকাইয়া অঘোরে নিদ্রা যাওয়া, অসাড়ে শৌচ ও প্রস্রাব ত্যাগ, বা শুষ্ক ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ত্যাগ, শয্যা হাত্‌ড়ান, বিড় বিড় করা, অথবা নিয়ত অচেতন থাকা—কষ্টে জাগাইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা পাওয়া। প্রচণ্ড প্রলাপ বকা ও নিয়ত আইঢাই করা।

লাকাসি—জিভ বার্ণিস করার মত চক্‌চকে লাল, ভার ও কষ্টে বাহির করা, তৃষ্ণা, কিন্তু পানে অনিচ্ছা; নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়া, বিড় বিড় করা।

মিউরিয়াট-আ—নিদ্রাকালীন গোঁ গোঁ করা ও দুর্ব্বলতা জন্য বিছানার পাস্তনার দিকে গড়াইয়া পড়া, জিহ্বার সাড়ত্ব প্রায় নাশ এবং তজ্জন্য কথা কহনে অক্ষমতা।

নেট্রম—অতিশয় দৌর্ব্বল্য, জিভ শুষ্ক হওয়া, অনিবার্য্য পিপাসা এবং অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকা।

লারো—ওলাউঠার মূর্চ্ছা জন্য শ্বাস-রোধ। বিকারাবস্থায় মস্তক ও বক্ষঃস্থলে অধিক রক্ত সঞ্চয় হওয়ায় নেসার ন্যায় অঘোরে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকা, কষ্টে চেতনা করান যায়। অথবা কষ্টের চেহারা, মুখমণ্ডল বাঁকাচুরা, গিলিতে কষ্ট, পা ছিঁড়িয়া পড়া।

কানাবিস-ই—মৃদু প্রলাপ, সকল পদার্থ ঘুরিতেছে বোধ, এবং আকাশে উড়িতে থাকা বোধ হওয়া। মনের ভাব ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল এবং অসংলগ্ন। সর্ব্বশরীর, বিশেষ জননেন্দ্রিয় প্রদেশ অতিশয় চুলকান।

সিকুটা—বিকারে শিব-নেত্র হইলে এবং ভেদ, বমন ও শ্বাস-কষ্ট থাকিলে।

আর্নিকা—অচৈতন্য, বলক্ষয়কারী জ্বর, প্রলাপ, শয্যা হাতড়ান।

সিকেল—গাত্রতাপ, অনিবার্য্য পিপাসা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, পীঠের দাঁড়া হইতে উদ্ভব হইয়া আক্ষেপ যুক্ত ব্যথার সর্ব্বাঙ্গে বিস্তার, মুখমণ্ডলের আক্ষেপ ক্ষণে থাকা ক্ষণে যাওয়া, কিন্তু হাত পায়ের খাল লাগা ক্রমান্বয়ে (একলাগাড়ে) হওয়া। ইহা দ্বারা আক্ষেপের সমতা হইলে, অন্যান্য উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎসাময়িক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

মার্ক—ওলাউঠার বিকারবস্থা। মাথা ছিঁড়িয়া পড়া ও জ্বালা, বিশেষ রগে, জিভে পুরু ছাতা পড়া, গা বমি বমি করা, অতিশয় গাত্রতাপ, কম বেশী তৃষ্ণা, বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, পেট খিনচুনি বা কন্‌কনানির পর গাঢ় সবুজ বা গন্ধকের বর্ণের গাঁজ্‌লাটে, কখন বা রক্ত ও আম মিশ্রিত ভেদ হওয়া।

ফস্—গাত্রতাপ, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত, গলার শিরার দপ্‌দপানি, রাত্রে ঘাম, স্বপ্ন বিশিষ্ট নিদ্রা, হঠাৎ চীৎকার, ও অস্থিরতা, ঘুমভাঙ্গার পর মুখ শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, অতিরিক্ত গাত্রতাপ ও সর্ব্বাঙ্গ কামড়ান ও ব্যথা, মুখ হা করিয়া অঘোর থাকা, জিভ এবং ঠোঁঠ শুষ্ক ও কৃষ্ণ বর্ণের, অতিশয় পেট-ডাকা ও অকষ্টকর ভেদ হওয়া।

ব্রাই—মাথা টাটান, রগ ছিঁড়িয়া পড়া, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া, পুনঃ পুনঃ মাথায় হাত তোলা, নড়ায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও পূর্ব্ব যন্ত্রণার আধিক্য, মধ্যে মধ্যে বা দিন রাত অতিশয় প্রলাপ, জিভ শুষ্ক, ফাটা বা হরিদ্রা লেপযুক্ত ও ফুসকুড়ি বিশিষ্ট; মুখ শুষ্ক হওয়া ও তৃষ্ণা থাকা, উপর পেট ছুঁইলেই চিকড়াইয়া উঠা, গাত্রতাপ ও তৎসঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম, পেট ফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ, বা ভেদ হওয়া, অনিদ্রা ও অস্থিরতা, অথবা অঘোর থাকা ও মাঝে মাঝে চমকান, গলায় ছিপি লাগান থাকা বোধ, পলাইবার ইচ্ছা, ভাল শুনিতে না পাওয়া, বুক ধড়্‌ফড়ানি, কষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ, অতিশয় দুর্ব্বল হওয়া, স্বপ্ন দেখা, নাড়ীর পুনঃ পুনঃ বা অসম স্পন্দন, ক্ষুদ্রতা বা ক্ষণলুপ্তাবস্থা।

রস—ওলাউঠার পর বিকারাবস্থা চক্ষু লাল, জিভ লাল ও শুষ্ক হওয়া, অতিশয় তৃষ্ণা, উদরাময়, অস্থিরতা, বলক্ষয় ও রাত্রে ভুল বকা। শিরঃপীড়া, ঘাড় পীঠ ব্যথা, পাকাশয় স্পর্শ করিলে অতিশয় ব্যথা, পেটফোলা, অসাড়ে দুর্গন্ধ শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ, হৃৎপ্রদেশ ভার, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, গিলিতে কষ্ট, বধিরতা,

হাত পা অবশপ্রায় হওয়া, স্থির থাকিবার পর অঙ্গ চালনায় তাহার ক্ষণিক সমতা, গাত্রতাপ, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাওয়া, বিড় বিড় করা, বা সর্ব্বদা হাত নাড়া বা অচেতন অবস্থায় অধিক বকা ও ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা।

স্পিরিট্স-নাইট্রি-ডল্সি—স্থিরভাবে পড়িয়া থাকা, কথা শুনিতে পাওয়া ও বুঝা, কিন্তু উত্তর না করা, এক-দৃষ্টিতে ও উন্মাদের ন্যায় চাহনি। অতিশয় দুর্ব্বলতা, কিছুই না চাওয়া এবং নিজের অভাব কি তাহা না জানা—সমাধি অবস্থার ন্যায় মনের অভাব-শূন্যতা হওয়া।

জিঙ্ক—সংজ্ঞাশূন্যতা, পেশীর চিড়িকমারা, এক দৃষ্টিতে দেখা, প্রলাপ বকা, ঝাঁকিয়া উঠা, নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও বেগ, দ্রুততা ও তাহা অপ্রাপ্য প্রায় হওয়া, অল্প পরিমাণে অনিচ্ছাধীন ভেদ।

ওলাউঠায় শরীরস্থ যন্ত্র সমূহের কার্য্য এককালে রহিত হয়, এই নিমিত্ত মলের বর্ণ দেখা দিলে (পিত্তকোষের কার্য্য চালনার চিহ্ন) সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যায়, কিন্তু প্রস্রাব না হওন পর্য্যন্ত ভয় দূর হয় না। প্রস্রাব-দ্বার দিয়া শরীরস্থ দূষিত পদার্থ সকল নির্গত হয়, উহা বন্ধ হইলে ঐ বিষ শোণিতে মিশ্রিত হইয়া প্রলাপাদি নানা উপসর্গ উপস্থিত করে। মূত্রাধারে মূত্র সঞ্চার না হওয়া পক্ষে আর্স উত্তম ঔষধ, কিন্তু তাহাতে ফল না দর্শিলে কান্থ বিধি।

কান্থ—প্রস্রাব এককালে বন্ধ, মূত্রাধারে মূত্র সঞ্চার না হওয়া, বা মূত্র স্থালীতে জমিয়া উহা অধিক স্ফীত হওয়ায় প্রস্রাব না হওয়া, কিম্বা ফোটা ফোটা, বা কখন জ্বালাসহ, পড়িতে থাকা, অন্ত্র টাটান জন্য ছুঁইতে না দেওয়া, নাভির চতুষ্পার্শ্বে জ্বালা, এই সব অবস্থায় কেহ কেহ প্রথমে এক মাত্রা আকন ও অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কান্থ দিয়া আশু ও অধিক ফল লাভ করেন। প্রস্রাব বন্ধ দরুণ আঘোর অচেতন ও দড়্কা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবও হয় এবং অপরাপর উপদ্রবও দূরে যায়। ইহাতে ফল না দর্শিলে টেরিবিন্থ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব ঔষধ দুইটীতে ফল না দর্শিলে কালী-বা—প্রস্রাব এককালে সঞ্চার না হওয়া ও মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা, বলক্ষয়। ইহার পর, বিশেষ পীড়িতের

প্রমেহ রোগ থাকিলে, অথবা মূত্রস্থালীর শক্তিহীনতা জন্য কষ্টে ত্যাগ পক্ষে, কানাবিস-ই।

ওপি—মূত্র সঞ্চার না হওয়া বা মূত্র দ্বারে অবরুদ্ধ থাকা বোধ। আফিম-খোরের পক্ষে বেল সেবন ও তাহার ঘ্রাণ লওয়ায় উপকার হয়। প্রস্রাব বন্ধ ও বিকারের লক্ষণ দেখিলে—বেল, ষ্ট্রাম, ওপি, সিকুটা। ঐ অবস্থায় তলপেটে ঠাণ্ডা জলের পটী—(কেহ কেহ উহাতে অল্প সোরা মিশ্রিত করে) ও তাহা নিয়ত আর্দ্র রাখা বিহিত। দেশী টোট্‌কার মধ্যে পাথরকুচির পাতার প্রলেপ উপকারী।

প্রস্রাব মূত্রস্থালীতে সঞ্চিত হইয়া তৎপ্রদেশ স্ফীত থাকিলে—ক্যাম্ফর, কাষ্ট, ওপি, ল্যাকাসি, ভেরাট। এই অবস্থায় বোতলে গরম জল পুরিয়া বুলা-ইলে আশু উপকার সম্ভব।

ওলাউঠা সারিয়া দুর্ব্বলতা পক্ষে চিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা সর্ব্বপ্রথম দেওয়া বিধি। ঐ সঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম থাকিলে কার্ব্বো, চিন, সল্‌ফর।

ফস-আ—বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা, কথা কহিতে শ্বাসের খর্ব্বতা, রাত্রে অধিক ঘর্ম্ম, স্বপ্ন-দোষ।

রস—বিকার সারিয়া অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ীতে অল্প অল্প জ্বর-বেগ, বুক ভার, ক্ষুধা-মান্দ্য ও উদরাময়।

অনায়াস-জীর্ণ সুপথ্য ও এককালে অল্প পরিমাণে ও বহুবারে খাওয়া, শরীর, বস্ত্র, শয্যা, ঘর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, সদা প্রফুল্ল থাকা, সাধ্যানুসারে কিছু কিছু ব্যায়াম করা এবং বিশ্বাস থাকিলে এই সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্ত জন্য ইষ্টদেবের গুণ-কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

রোগে দুর্ব্বলতা ও দীর্ঘ কাল শয়নাবস্থায় থাকা নিমিত্ত কখন পৃষ্ঠ, পাছা প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয়। এক ভাগ সুরা ও দুই ভাগ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ আরোকে নেকড়া ভিজাইয়া সেই ক্ষত স্থানে দিবা এবং নিয়ত উহা দ্বারা ভিজাইয়া রাখিবা। ইহাতে প্রতিকার না হইলে আর্ণিকার আদত আরোক (Mother Tincture) ২০ ভাগ জলে মিশাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় লাগাইবা। ক্ষত স্থানে পচা ধরিলে কার্ব্বো ৩০ ক্রমের ৫০ ফোটা, অথবা ৬ ক্রমের আর্স ১০ ফোটা, অথবা চিনের আদত আরোক ৫০

ফোটা এক পোয়া জলে ফেলিয়া, ইহার যে কোন একটা পূর্ব্বরূপে দিবা। গুঁড়া কয়লার পুলটিসও এ অবস্থায় ব্যবহার্য্য। ঘা ডগ্‌ডগে লাল হইলে বেল এবং গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পক্ষে বেল ও সল্‌ফর পর পর সেবন বিধি। পচাধরা অবস্থায় কার্ব্বো, আর্স, সিকেল বা চিন, এবং ঘা হাড়ে গিয়া ঠেকিলে সিলিসা; ক্ষত পূরিতে কালবিলম্ব হইলে সল্‌ফর বা সিলিসা।

ওলাউঠার পর চক্ষুর স্বচ্ছ আবরণীতে (Cornea) ক্ষত হওয়ার পূর্ব্বাহ্নে টের পাইলে সিকেল—নতুবা নিশ্চয়ই অন্ধ হয়। চক্ষুতে শিরা উঠা ও উহার ক্ষয় জন্য পল্‌স, মুখে ঘা থাকা পক্ষে—নাইট্‌-আ, নেট্রম, মার্ক। গালের ও ঠোঁঠের ভিতর দিকে কদর্য্য দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘা থাকা পক্ষে—আর্স, সিকেল, সিলিসা। মাড়িতে ঘা ও তথা হইতে রক্ত পড়া—কার্ব্বো, নাইট্‌-আ, মার্ক, ষ্টাফিস। রক্ত বন্ধ জন্য আদত আর্ণিকা আরোক ২০ গুণ জল সহ মিশাইয়া উহার কুলি করিতে দেওয়া উচিত। বধিরতা পক্ষে ও ভাল না শুনিতে পাইলে কিম্বা বহু বৎসরের হইলে—সিকেল। পায়ের পাতাফুলায়—চিন, পল্‌স, ব্রাই, লাইক, সল্‌ফর।

হিক্কা অতিশয় কষ্টকর, ইহা নিবারণার্থ বৈদ্যেরা মুড়ির জল দেন। কোথাও বা মাসকলাইয়ের ধূম ব্যবস্থা করেন। দুর্ব্বলাবস্থায়, বিশেষ শিশু ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে, উহা খাটে না। লবণের পুঁটুলি গরম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে শেক বা তাপ লাগাইলে অল্পক্ষণ মধ্যে যন্ত্রণামুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। হোমিওপেথি মতে অনেকগুলি ঔষধ ব্যবহার হয় ("হিক্কা" প্রবন্ধ দেখ)।

আকন—হিক্কা দীর্ঘস্থায়ী। আর্স—হিক্কা আক্ষেপযুক্ত। কার্ব্বো—নড়ায় হিক্কা। ইগ্নে—জল বা ধূম পানের পর এবং নিদ্রিত অবস্থায় ও দম আটকান হিক্কা। কুপ্রম্‌-আ—উপর্য্যুপরি ৮।১০টা হিক্কা। ভেরাট—প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী হিক্কা। লাইক—খানিক খানিক অন্তর প্রচণ্ড হিক্কা। সিকুটা—সশব্দ হিক্কা এবং দূর হইতেও শুনা যায়, চক্ষু তেড়াবেঁকা, শ্বাসকষ্ট ও দড়্‌কা। হিক্কা, গা বমি বমি ও মধ্যে মধ্যে বমন পক্ষে—আগ্নস্‌।

ঔষধে উপসর্গ দমন না হইলে নেকড়া ভিজাইয়া ৪।৫ পুরু করিয়া পেটে দিবা, তাহার উপর ফ্লানেল বা গরম বস্ত্র দিয়া জড়াইবা। অন্য মতের চিকিৎসায় অধিক ঔষধ ব্যবহার দরুণ হিক্কা হইলে নক্স। অনেক সময় কৃমি জন্য

এ উপসর্গ হয়, তৎকালে সিনা, বিশেষ ২০০ ক্রমের, দেওয়া বিধি। ইহাতে কৃমি মারা যায়। মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা দুধপানে যাতনার সমতার সম্ভব।

ওলাউঠা সারিয়া উপর পেট ফাঁপার পক্ষে নক্স এবং ঐ সঙ্গে মুখের কদর্য্য দুর্গন্ধ থাকিলে মার্ক; ইহাতে কোন ফল না হইলে বা অন্য চিকিৎসায় অধিক কালোমেল বা পারা ব্যবহার থাকিলে সল্‌ফর। ভেদ ও পেটফাঁপায় কার্বো; পেটফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধে ওপি; তলপেট ফোলা—লাইক, চিন; পেট দম্‌দমে ফুলা—কাম্প। পেট ফাঁপিলে ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া ও লেবুর পানা খাওয়ায় এবং কোষ্ঠবদ্ধে অল্প ডাবের জলে ফল দর্শিতে পারে।

প্রকৃত ব্যাধির হস্তে মুক্ত হইয়া উদরাময় বা ভেদ হইতে থাকিলে লক্ষণানুযায়ী ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অধিক খাটে।

চিন—অরুচি, ভেদ ও দুর্ব্বলতা। ফস—অতিশয় দুর্ব্বলকারী ভেদ। ফস-আ—ভেদে তত কাহিল করে না,এমন অবস্থায়। নক্স—পেটফাঁপা আম সংযুক্ত ভেদ, ঝেড়ে খোলসা না হওয়া। নাইট্র-আ—অত্যল্প ও বেগসহ আমবিশিষ্ট এবং পচাগন্ধের বাহ্যে, আহারের পর মুখের তার তিক্ত এবং শবের ন্যায় মুখের গন্ধ, সেই সঙ্গে অল্প জ্বরও থাকিতে পারে। পড—জলবৎ দুর্গন্ধ ও অকষ্টকর ভেদ বা মল আমে আবৃত, প্রাতে বৃদ্ধি। মার্ক—আম বা রক্ত ভেদ অথবা রক্তাতিসার। সল্‌ফ-আ—অকষ্টকর ও বড় দুর্ব্বলকারী জর্দ্দা বর্ণের ভেদ, টক উদ্গার।

নিয়ত গা বমি বমি থাকিলে—ইপি, টার্ট, টার্ট-এ, নক্স, পড। পান করার ১০।১৫ মিনিট পরে তুলিয়া ফেলা পক্ষে—ফস। গা বমি বমি, মুখে অধিক জল উঠা, বমন, নড়ায় বৃদ্ধি—লাকাসি। লেবুর পানা পানে ও ফ্লানেল বা কম্বল দিয়া পেট গরম রাখায় ফল দর্শিতে পারে। কফি—উলাউঠা সারিয়া অনিদ্রা বা উত্তেজনা জন্য অর্দ্ধ খোলা চক্ষে জাগিয়া থাকা পক্ষে। কামো—পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ এবং অস্থির হওয়া বা ছট্‌ফট্ করা। বেল—চক্ষু মধ্যে লাল শিরা প্রকাশ ও তাহার পুত্তলি বিস্তৃত, সদা ঘুম ঘুম, কিন্তু হয় না। হাইয়স—নিদ্রিত হইবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়া।

এই রোগকালীন বিবিধ উপসর্গের মধ্যে কতকগুলি উপসর্গ ও তাহাদিগের ঔষধ এস্থলে লেখা হইল।

অন্তর্জ্বালা, আইঢাই, মৃত্যুভয়—আর্স। পেট ও পাকাশয় জ্বালা, আর্তনাদ ও ছট্‌ফটানি—আর্স, ক্যাম্ফর। প্রথমে অল্প অল্প ভেদ, পাকস্থলী ও হাতপায়ে খাল লাগা, শরীর ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর। ভেদ বমি ও খাললাগা বন্ধ এবং রোগের পতন বা চরমাবস্থা—ক্যাম্ফর, কার্বো, ভেরাট, হাইড্রো-আ। অল্প অল্প ভেদ এবং পুনঃ পুনঃ ভয়ানক আক্ষেপ ও খাললাগা—আর্স, ইপি, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ভেরাট, সিকেল। ভেদ ও বমন অল্প অল্প বা উহাদের অভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক খাললাগা—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ফস-আ, সিকেল। হাতপায়ে খাল লাগা এবং পাকাশয় প্রদেশ স্পর্শে বেদনা—আর্স, ক্যাম্ফর, ফস-আ, ভেরাট। রাত্রে আক্ষেপ ও খাললাগা—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, সিকেল, সিনা। রাত্রিকালে আক্ষেপ বৃদ্ধি পক্ষে—কুপ্রম, সিকেল। পতনাবস্থায় (ডাহা) শুদ্ধ রক্ত ভেদ—কার্বো, মার্ক। রক্ত কলতানির ন্যায়—রিসিনস ও রস। কাল জল ভেদ—ইলাপ্স। জ্বরকালীন আনরক্ত—চিন, ফস, মার্ক, ক্রোটন। পতনাবস্থায় শ্বাস-কষ্ট—আর্জেণ্ট-না, হাইড্রো-আ। পতনাবস্থায় ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চয়—ফস, টার্ট-এ। হিমাঙ্গ, বদন নীল, শ্বাস-খর্ব্বতা, নাড়ীহীনাবস্থায়—কাল্কা, আর্স। মলের স্বাভাবিক বর্ণ হইয়া ও অপর সুলক্ষণ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হওয়া পক্ষে—ভেরাট। পথ্য দেওয়ার পর পুনর্ব্বার ভেদ ও বমন আরম্ভ হইলে—ভেরাট, আর্স, কুপ্রম, সিনা। বিকারে মস্তিষ্কের উপসর্গাধিক্য হইলে—বেল, রস। জ্বর এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ অভাব পক্ষে—ভেরাট।

ভেদ বমি আরম্ভ হওয়ার কিঞ্চিৎ পরে হস্ত পদাদিতে খিল লাগিলে, সর্ব্ব প্রথমে হস্তদ্বারা তৎ তৎ স্থান ঘর্ষণ করিতে থাকিবা, অথবা রোগীর সহ্য হয় এরূপ গরম জল বোতলে পুরিয়া তথায় বুলাইবা। মদে নেক্‌ড়া ভিজাইয়া খিললাগা স্থলে লাগাইলে যন্ত্রণা সমতার সম্ভব। এ অবস্থায় কুপ্রম সেবন বিধি এবং লক্ষণ যুক্ত হইলে ইহার সহিত আর্স বা ভেরাট পর পর দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ফল না দর্শিলে সিকেল দেওয়া বিধি। জলে খানিকটা লবণ ও অল্প সোরা ফেলিয়া ফুটাইয়া সেই গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া ও উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া ইহার ভাব দেওয়া বা ব্যথার স্থানোপরি ঐ উষ্ণ বস্ত্র লাগাইয়া তাহা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে শীঘ্র সমতার সম্ভব।

পিপাসা হইলে অল্প অল্প ঠাণ্ডা জল ও টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ দেওয়া বিধি। এ অবস্থায় উঠিয়া বসা, বা অধিক কথা কহা অবিহিত। নাড়ী ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্য অবস্থায় কার্বো, আর্স, হাইড্রো-আ ব্যবহার্য্য। শেষ বা শ্বাসের অবস্থায়— কার্বো, আর্স, হাইড্রো-আ, কোব্রা, লাকাসি, নাজা, ক্রোটালস—এই অবস্থা রোগীর খাবি খাওয়া অবস্থা।

ওলাউঠা সারিয়া উঠিলে—সাগু, আরারুট, খই, জব ও ভাতের মণ্ড, গাঁদাল পাতার ও (মৎস্য-আহারীদের ঐ সঙ্গে) মাগুর বা সিঙ্গী মাছের ঝোল, লেবুর রস, ঘোল এবং এক-বল্কা দুধ ও মিছরি পথ্য। তৎকালে জ্বর দেখা দিলে—আকন—৩।৪ মাত্রায় না সারিলে এবং বিশেষ ঔষধের লক্ষণ অভাব ও একজ্বরী অবস্থায় ব্রাই ও রস পর পর বিধি। জবা ফুলের ন্যায় চক্ষুর রং মুখমণ্ডল আরক্তিম, রগের শির উঠা ও সেই স্থান দপ্‌দপানিতে—বেল; কামড়াইতে ও পলাইতে উদ্যত হওয়া, অঙ্গ খেঁচুনি ও জলে দ্বেষ থাকিলে—বেল ও হাইয়স বা ষ্ট্রাম; বিকারের অবস্থায় অঘোর ও অচেতন থাকা, বিড় বিড় করা, ডাকিলে উত্তর না দেওয়া, অসাড়ে মলত্যাগ, প্রভৃতি উপসর্গে—ফস-আ, ওপি, লাকাসি; অত্যন্ত গাত্রতাপ, অতিশয় ভেদ বমন, শ্বাস-কষ্ট ও নাড়ীর ক্ষুণ্ণ অবস্থায়—আর্স ও লাকাসি পর পর; বিকার সহ শিব-নেত্রে—সিকুটা; ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহে—ব্রাই, ফস, লাইক; পাকাশয়ের উপসর্গে—আর্স, নক্স, ব্রাই, পল্‌স, ফস্; অন্ত্রের উপসর্গে—ব্রাই, নক্স, মার্ক, ইপি; মূত্রস্থানের উপসর্গে—কান্থ। ইহা ব্যবহারের পরও নাড়ীর ক্ষুণ্ণ ও অপ্রাপ্য অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আর্স, ভেরাট, কার্বো বিধি। শরীরের যান্ত্রিক কার্য্য বন্ধ, নাড়ীহীন, বর্ণ নীল, এমত স্থলে কার্বো সহ ফস্‌ফা লারো প্রয়োগে অধিক উপকার সম্ভাবনা। বিকারের অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বদন কখন লাল কখন পাঙ্গাশ, আইঢাই, পেট স্পর্শে ব্যথা, জলবৎ বাহ্যে পক্ষে—আর্স।

ওলাউঠাকালীন বর্ণ নীল পক্ষে—আকন, কাম্ফর, ভেরাট; আর্স, কার্বো, সিকেল; ইপি, ওপি।

——ভেদ-আধিক্য—ভেরাট; আর্স, ইপি, সেপি; কুপ্রম, ফস্-আ।

——বমন-আধিক্য—ইপি, ভেরাট; আর্স, জাট্রোফা।

——খালধরা—কাম্ফর, কুপ্রম, ভেরাট, সিকেল; ইপি।

ওলাউঠাকালীন—খাললাগা ও অসামাল শৌচ প্রস্রাবে—বেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স।

——খাললাগা—পায়ের ডিম্বে—কুপ্রম, কাম্ফর, ভেরাট।

——শ্বাস-রোধ ও নাড়ীহীনতা—আর্স, ভেরাট; কাম্ফর, কার্বো, হাইড্রো-আ।

——শরীর বরফবৎ—ভেরাট।

——অত্যন্ত বলক্ষয়—আর্স, কার্বো, চিন, ফেরম, ভেরাট, রস।

শিরঃপীড়া—মাথাব্যথা বা মাথাধরা।

মস্তকের কোন অংশের বেদনাকে মাথাধরা কহে। অনেক সময় ইহা অন্য রোগের আনুসঙ্গিক, সুতরাং ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলে ইহাও সারে। স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ বন্ধ, স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, সর্দ্দি, অজীর্ণ, অনিদ্রা, দূষিত বায়ুসেবন, অধিক তাপ বা ঠাণ্ডা লাগা, কায়িক বা মানসিক অতিরিক্ত শ্রম, স্নায়বীয় ও মনের উত্তেজনা, অধিক (নেসা) মাদক দ্রব্য এবং চা প্রভৃতি গরম পদার্থ ব্যবহার এবং সর্ব্বপ্রকার অনিয়মে থাকা জন্য, এই রোগ প্রকাশ পায়। এই রোগ অতিশয় ক্রূর। কোন কোন প্রকারের শিরঃপীড়া এককালে নিরাময় হয় না, তবে সাবধানে থাকিলে যাতনার লাঘব হয়। সময় সময় ইহাতে রোগীকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া ফেলে। জোঁক ধরান শিঙ্গা বসান (Cupping) বা ফস্তখোলায় আশু প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু অধিক শোণিত নির্গত হইলে শেষে রোগীকে (বিশেষ দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে) কাবু করে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ রক্তমোক্ষণে তাহাকে অকর্ম্মন্য ও চিররোগী করিয়া ফেলে। রোগ আক্রমণ সময়ে ঠাণ্ডা জলে গুড়মুড়া পর্য্যন্ত পায়ের পাতা ১৫। ২০ মিনিট এবং মাথা, রগ ও কুনুই অবধি হাত ধৌত করায় পীড়ার প্রতিকার সম্ভাবনা। প্রাতে ব্যয়াম, প্রত্যহ স্নান, গুরুপাক খাদ্য ও নেসা বর্জ্জন, সকাল সকাল নিদ্রা যাওয়া এবং মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকা, এই কষ্টদায়ক রোগ হইতে নিষ্কৃতির সহজ উপায়।

এই ব্যাধি অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, তজ্জন্য ইহার চিকিৎসাপ্রকরণ বাহুল্যরূপে বিবৃত হইল।

কারণানুযায়ী শিরঃপীড়ার ঔষধ, যথা ;-

মাথাধরা—আঘাত বা চোট লাগাজন্য—আর্ণিকা, পিট্রোল, মার্ক, রস, সিকুটা।

——আতঙ্ক বা ভয় জন্য—আকন, ওপি ফস আ।

——আত্মমৈথুন জন্য—চিন, জেল্‌স, নক্স, ফস আ, ষ্টাফিস, সলফর।

——আহ্লাদ জন্য—ওপি, কফি,স্কুটেল।

——(অতিরিক্ত) ইন্দ্রিয় (কামপ্রবৃত্তি) চরিতার্থতা জন্য—আগ্নস,চিন,জেল্‌স, থুজা, নক্স, ফস, ফস-আ, সল্‌ফর।

——উপাদেয় ও গুরু আহার জন্য—নক্স, পল্‌স, ভেরাট ভি।

——ঔষধ (অধিক পারিমাণে) সেবন জন্য—নক্স।

——আফিম খাওয়ায়—আসাটিক আ,বেল।

——কাওয়া পানে—কক, কামো, নক্স,পল্‌স, বেল, মার্ক, লাইক, হিপর।

——কামোমিলা চা পান জন্য—পল্‌স।

——কুইনাইন ব্যবহার জন্য—আর্ণিকা, আর্স, ইউপাট, ইগ্নে, ইপি, কার্বো, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, লাকাসি, সল্‌ফর, সিনা।

——গন্ধক ব্যবহার জন্য—পল্‌স।

——চা ব্যবহার জন্য—সেলেনম।

——তামাক ব্যবহার জন্য—আকন, আণ্ট, আসাটিক-আ।

——তামা ব্যবহার জন্য—হিপর।

——ধাতু ব্যবহার জন্য—সল্‌ফর।

——পারা ব্যবহার জন্য—আইড, আরম, কার্বো, চিন, নাইট্রি আ, পড, পল্‌স, সল্‌ফর, সার্সা।

মাথাধরা—বিয়র পান জন্য—কক্‌, রস।

——লেমনেড (লেবুর পানা) ব্যবহার জন্য—সেলেনম।

——লৌহ ব্যবহার জন্য—জিংক, পলস।

——সুরা ব্যবহার জন্য—আণ্ট, আর্স, ইপি, কফি, কার্বো, নক্স, নেট্রম, পলস, লাকাসি, সল্‌ফর, সিনা।

——গরম (অধিক) জন্য—কার্বো, বেল, ব্রাই, সিলিসা।

——গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওন জন্য—ডল্কা।

——গরমির পীড়া জন্য—আরম, নাইট্রি আ, মার্ক, সার্সা, হিপর।

——গাড়ী বা নৌকা চড়া জন্য—আইড, কক্‌, কালী, গ্রাফাইট, নাইট্রি আ।

——ঘর্ম্ম বন্ধ জন্য—আকন, আস্কেপ্লি

——চুল ছাটা জন্য—ফস্‌, বেল।

——তাপ জন্য—আকন,আর্ণিকা, ইগ্নে,ইপি, কাম্ফ, বেল, ব্রাই, সিলিসা। বিশেষ অগ্নিতাপে—কার্বো, বারাইটা।

——তাপ সূর্য্যের—গ্লোনো,নক্স,নেট্রম, ষ্ট্রাম

——দ্রব্যাদি তোলা জন্য—আর্ণিকা, ব্রাই, রস।

——পরিবর্ত্তনশীল আব হাওয়া জন্য—কার্বো, নক্স, ব্রাই, রস, রোড।

——পান (ঠাণ্ডা) জন্য—আকন, আর্স, পল্‌স, বেল।

——প্রস্রাব বন্ধ জন্য—আস্কেপ্লি।

——বাতাস ঠাণ্ডা জন্য—কার্বো আ, নেট্রম, ফেরম, রোড।

মাথাধরা—ঠাণ্ডা ও অৰ্দ্র জন্য—আক্টিয়া, ডক্কা,

——দমকা জন্য—আর্স, কলসি, নক্স, বেল।

——শুষ্ক জন্য—আকন।

——ব্যায়াম (বাহিরে) জন্য—আম, কাল্কা পিট্রোল, সাবাড, হিপর।

——বিকম্পন (Concussion) জন্য—আর্ণিকা, কক্, ফস্, পল্স, বেল, হিপর।

——মানসিক উত্তেজনা জন্য—ইগ্নে, জেল্স, ফস-আ।

——মানসিক শ্রম জন্য—আর্ণিকা, ইগ্নে, কাল্কা, চিন, নক্স, পল্স, সল্ফর, সেপি।

——ম্যালেরিয়া (পুঁতি বাষ্প) জন্য—আণ্ট, আপিস, আর্ণিকা, আর্স, ইউপাট, ইপি, ক্যাপ্স, কার্বো, কাল্কা, চিন, নক্স, নেট্রম, পল্স, ভেরাট, রস, লাকাসি, সল্ফর, সিনা।

——রস-রক্ত ক্ষয় জন্য—চিন, নেট্রম, ফস আ।

——রাত্রি জাগরণ জন্য—কক্, কলসি, চিন, নক্স, পল্স, ব্রাই, সল্ফর।

——রাগে (কথার প্রতিবাদ জন্য)—আকন, ওপি, কার্বো, কফি, কলসি, কামো, নক্স, নেট্রম, ফস, রস, লাইক।

——লজ্জা পাওয়া জন্য—ওপি।

——সর্দ্দি জন্য—আকন, আণ্ট, কামো, চিন, ডক্কা, নক্স, পল্স, বেল, ব্রাই।

——স্নান জন্য—আণ্ট, কাল্কা, পল্স, রস।

——স্ফোটক অন্তর্হিত জন্য—আণ্ট, মেজের, সল্ফর, সোরিন।

সময়ানুসারে শিরঃপীড়া।

মাথাধরা—প্রতি বসন্তকালে—নেট্রম-স।

——বসন্তে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল থাকা—গ্লোনোইন

——প্রতি পূর্ণিমায়—নেট্রম-কা।

——প্রতি পক্ষে (১৫ দিন অন্তর)—সল্ফর।

মাথাধরা—২য় বা ৩য় সপ্তাহে এবং ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত থাকা—ফেরম-আ।

——সপ্তাহে (৭ম দিনে)—সল্ফর, সিলিসা।

——৩য় বা ৪র্থ দিবসে—আরম।

——নিয়মিত (এক) সময়ে ধরা—আরান।

——নির্দ্দিষ্ট কালে—নেট্রম-কা।

——প্রত্যহ—আর্স, কাল্কা, কোনাই, নক্স, নেট্রম, বেল, লাকাসি, সল্ফর, সাবাড, সিলিসা, সেপি।

——প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে—আর্স, জেল্স।

——কিন্তু রোজ রোজ আগুড়ি ধরা—ফর্মিকা।

——এক দিন অন্তর—আর্স, আলুমি, চিন, ফস।

——একদিন অন্তর নিদ্রাভঙ্গের পর—ইউপাট, ওপি।

——সকালে—আম ম, নেট্রম, পল্স।

——প্রত্যহ সকালে—সেপি, হিপর।

——ভোর হইতে আরম্ভ হইয়া (প্রাতে) ৮টা অবধি থাকা—নাইট্রি-আ।

——ভোরে ও মধ্যাহ্নে অসহ্য—টাবাক।

——সকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত থাকা—নেট্রম। ১০ টায় বা ১০॥০ টায় মাথা ধরা—হাইয়স।

——সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত—ইপি, নেট্রম, ফস, সেপি।

——সকালে, ১২টায় অধিক হইয়া, পরে কমা ও সন্ধ্যা ৭টায় পুনঃ প্রকাশ—চেলি।

——সকাল হইতে দুই প্রহর অবধি বৃদ্ধি, পরে ক্রমশঃ কমা—সল্ফর।

——সকাল হইতে দুই প্রহর অবধি বৃদ্ধি, ও সন্ধ্যায় এককালে যাওয়া—কালী-বাই, নেট্রম, সাঙ্গুই, স্পাইজি।

মাথাধরা—সকালে আরম্ভ হইয়া দিনে বৃদ্ধি ও সন্ধ্যায় নরম পড়া—নক্স।

——সকালে আরম্ভ এবং বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে কম পড়া—কাষ্টিক।

——সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত—চিন।

——মধ্যাহ্নে—আক্‌টিয়া, গ্রাফাইট, নেট্রম; ও প্রত্যহ ১২ টায়—আর্জেন্ট-মে, কোনাই।

——মধ্যাহ্ণ আহারের পর ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি—জিংক। এবং পর দিন প্রাতঃকাল অবধি থাকা—লোবেলা।

——দুই প্রহর বেলা হইতে রাত্রি ১০টা—ফর্মিকা।

——দুই প্রহর বেলায় আরম্ভ হইয়া সারা রাত্রি থাকা—কুপ্রম, ভেরাট।

——বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত থাকা—মাগ্নিসা-কা।

——২টা হইতে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত থাকা—বাডিয়গা।

——৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত থাকা—লাইক, হেল।

——৪টা হইতে, রাত্রি ৩টা বা ভোর পর্য্যন্ত থাকা—বেল।

——সন্ধ্যায়—আইরিস; ও শয়নকালীন—পল্‌স।

——সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত—লোবেলা; সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত—কল্‌চিক।

——দুই প্রহর রাত্রি হইতে ভোর পর্য্যন্ত—হিপর।

——দুই প্রহর রাত্রি হইতে পরদিন বেলা ৭টা পর্য্যন্ত—নেট্রম।

——দুই প্রহর রাত্রির পর—ফস-আ।

মাথাধরা—রাত্রি ৩ টায়—বোভিষ্টা।

——রাত্রি ৫ টায়—কালি-আ।

——রাত্রে ঘুম ভাঙ্গায়—চেলি।

——সূর্য্য উদয় হইতে অস্তে যাওয়া পর্য্যন্ত—কালী বাই, নেট্রম। প্রত্যহ—গ্লোনো-ইন, স্পাইজি।

——সারাদিন পুনঃ পুনঃ ধরা—টেরিবিস্থ।

——এক দিবসে অনেক বার, বা বহুদিন অন্তর ধরা—আইরিস।

——এক লাগাড়ে—আর্জেন্ট-মে, কানাবিস, কুপ্রম, ডল্কা, নেট্রম, ফস, রস-বা; ২। ৩ দিন থাকা—ক্রোকস, এবং বহু মাস বা বৎসর পর্য্যন্ত থাকা—টেরিবিস্থ।

সর্দ্দির মাথা ধরা (Catarrhal)—আকন, আর্স, ইউফ্রে, ইগ্নে, কামো, কালী, চিন, জেল্‌স, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, বেল, ব্রাই, মার্ক, মেজের, সল্‌ফর, সাঙ্গুই।

পেটের পীড়া জন্য (Gastric)—আইরিস, আকন, আট্রোফা, আণ্ট, আপিস, আর্স, ইউপাট, ইগ্নে, ইপি, ওপি, ককু, কলসি, কাম্ফ, কামো, কার্বো, কাক্কা, কাষ্টিক, জেল্‌স, নক্স, পল্‌স, প্লাটিনা, ভেরাট, লাইক, লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি।

রজঃ সম্বন্ধীয় (Menstrual)—আগ্নস, আপিস, আর্স, ইগ্নে, ককু, কফি, কামো, কাক্কা, ক্রোকস, জিংক, জেল্‌স, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, প্লাটিনা, বেল, ব্রাই, ভেরাট, লাইক, লাকাসি, ষ্টানম, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি, হাইয়স, হেল।

স্নায়বিক (Nervous)—আকন, আট্রোফা, আপিস, আর্ণিকা, আর্স, ইগ্নে, ইপি, ওপি, কাক্‌টস, কামো, কাক্কা, কাষ্টিক, গ্রাফাইট,

গ্লোনো, চিন, জিংক, জেল্‌স, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ফস, ফস আ, বেল, ব্রাই, ভেরাট, রস, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি।

বাতের (Rheumatic)—আকন, আম ম, আস্কেপ্লি, ইগ্নে, কলসি, কামো, কালো, কাষ্টিক, চিন, নক্স, নাইট্রি আ, পড, ফস, ফাইটো, বেল, ব্রাই, মার্ক, রস, লাইক, লাকাসি, লেডম, ষ্ট্রাম, সল্‌ফর, সিলিসা, স্পাইজি।

মাথাধরা –কাশিকালীন—কাপ্স, কার্বো, কালী-কা, সলফর।

——কাশির পর—ইপি, ষ্ট্রাম।

——মৃগী রোগ আক্রমণকালীন—কুপ্রম, (পূর্ব্বে—সিনা।)

——স্ত্রীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালে (Critical)—কার্বো, লাকাসি। (ঐ সময়ে রজঃক্ষরণের পরিবর্ত্তে শিরঃপীড়া হওয়ায়—ক্রোকস)।

——তৎপূর্ব্বে পেট কামড়ান—আলোস।

——দৃষ্টি মালিন্য—জেল্‌স। কিন্তু খুব ধরার পর স্পষ্ট দৃষ্টি—কালী বাই।

——সর্দ্দি হইবার উপক্রমে—কার্বো, পল্‌স, লাকাসি।

——নিদ্রাকালীন—কামো, মাগ্নি।

——সুনিদ্রার পর—হিপর।

——সহ ক্ষুধা—সোরিন।

——সহ চীৎকার—সিলিসা।

——সহ প্রচুর প্রস্রাব—ইগ্নে, জেল্‌স।

–সহ মূর্চ্ছা—জেল্‌স।

——যাতনার ধমকে হতাশ—ভেরাট।

——ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ক্রমশঃ কমা—ষ্টানম।

——ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ ছাড়া—ইগ্নে, আর্জেণ্ট, সল্‌ফর।

মাথাধরা—হঠাৎ—ইগ্নে, জেল্‌স, বেল।

——হঠাৎ, ও অল্পে অল্পে কমা—সাবিনা।

——হঠাৎ, ও হঠাৎ ছাড়া—বেল।

——প্রথমে সামান্য, ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও প্রচণ্ডতর, শেষে সামান্য হওয়া—প্লাটিনা।

মাথাধরা বৃদ্ধি।

মাথাধরা বৃদ্ধি—প্রাতে—আরম, আর্ণিকা, আস কাষ্ট, কামো, কাক্কা, কোকা, কোনাই, নক্স, নেট্রম, পড, ফস, সেপি, স্পাইজি; (খুব ভোরে—ক্রোকস, চেলি)।

–সকাল ১০টায়—নেট্রম

——দুই প্রহর বেলায়—আর্জেণ্ট, কানাবিস ই, কোনাই; (তৎপ্রাক্‌কালে—চেলি, টবাক, সল্‌ফর)

——দুই প্রহর হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত—ডল্কা।

——দুই প্রহর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—কালোক্ষি।

——বৈকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—কাষ্টিক

——বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত—লাইক।

——বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত—পল্‌স।

——বৈকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত—মার্ক।

——কেবল দিবসে—আম ম।

——কেবল সন্ধ্যায়—মাগ্ন কা, সেপি।

——রাত্রে ও জ্বরকালীন—হিপর।

মাথাধরা—অবস্থা বিশেষে বৃদ্ধি।

মাথাধরা বৃদ্ধি—আহারকালীন—আর্স, কক্কু।

——আহারের পর—আনাকার্ড, আম কা,

কফি, কার্বো, কাঙ্কা-ফ, কোনাই, চিন, নক্স, ফস, সল্‌ফর।

মাথাধরা বৃদ্ধি—কথা কহায়—আইড।

কাওয়া পানে—ইগ্নে, কক্‌, নক্স।

কাশিলে—আনাকার্ড, আর্ণিকা, ইপি, কাপ্স, নক্স, ব্রাই, সল্‌ফর।

—কোলকুজা হইয়া বসায়—হামামে।

—গ্যাসের আলোকে—গ্লোনো।

—ঘুম ভাঙ্গায়—আর্ণিকা, কোনাই, ক্রোকস নেট্রম, ল্যাকাসি।

—চা পানে—থুজা, সেলেন।

—চিন্তায় বা কান্নায়—ইগ্নে, কফি, চিন, নক্স, ফস্‌।

—চুল আঁচড়ানয়—রস; (ঐ উল্টা দিকে নেট্রম-ম)।

—চুল ছাটায়—ফস, বেল।

—টক দ্রব্য আহারে—লাকাসি।

—ঠাণ্ডা (শরীর শীতল) হইলে—হাইয়স।

—ঠাণ্ডা জল লাগায়—আর্স, কাঙ্কা, গ্লোনো।

—তমাক টানায়—ইগ্নে, কক্কু।

—তাপে—আলোস, নেট্রম।

—সূর্য্যের উত্তাপে—কাঙ্কা, গ্লোনো, নেট্রম কা।

—দুগ্ধপানে—ব্রোমাই।

—নিদ্রায়—কক্‌, মার্ক, লাকাসি।

—পানের পর—কক্‌, মার্ক।

—বাতাসে—স্পাইজি; (ঐ গরম—আইড ঐ দমকা—চিন।)

—বাতাস ঠাণ্ডা—আইরিস, কক্‌, কাম্ফর, ডল্কা, সিলিসা।

—বাহ্যে কালীন—কোনাই।

—শোক জন্য—ইগ্নে, ফস।

মাথাধরা বৃদ্ধি—শ্রম জন্য—মেজের, হেল।

—সুরাপানে—গ্লোনো, জিংক, নক্স, লাকাসি।

—স্ফোটক বন্ধে—নক্স-ম, সল্‌ফর।

—স্পর্শে—আকন, আরম, কোনাই, কুপ্রম, ফস, রস, সল্‌ফর, সিলিসা।

—হাঁচিলে—সল্‌ফর।

মাথাধরা—সমতা।

মাথাধরার—সমতা প্রাতে—বাডিয়াগা, বোভিষ্টা ও গাত্রোত্থানের পর—আলুমি, নক্স

—বেলা ১১টায়—আট্রোফা।

—মধ্যাহ্নকালীন—সিড্রন।

—মধ্যাহ্ন আহারকালীন—ব্রেকমিটিস্‌।

—সূর্য্য অস্তে—কোকা।

—সন্ধ্যায়—আট্রোফা, আর্ণিকা, স্পাইজি।

—রাত্রি ৯টায়—কুপ্রম।

—রাত্রে—লারো।

মাথাধরা—অবস্থা বিশেষে কমা বা সমতা।

মাথাধরার সমতা—অন্ধকারে সাঙ্গুই, সেপি।

—আহারকালীন—লিথ।

আহারের পর—আইড, কোকা, চেলি, সোরিণ।

—একদৃষ্টি তাকানয়—আগ্নস।

—কপাল চাপায়—বেল; (খুব জোরে চাপায়—চিন, মাগ্নি-স, সাঙ্গুই)।

—কথা কহায়—ইউপাট।

—কোলে লইয়া বেড়ানয়—বেল।

—ঘর্ম্ম হইলে—নক্স, নেট্রম।

—চক্ষু খোলায়—চিন।

—চক্ষু মুদ্রিত করায়—কাঙ্কা, চেলি, সেপি।

—চুল আঁচড়ানয়—ফেরম।

মাথাধরা—ঠাণ্ডা জল পানে আকন, কালী কা
—ঠাণ্ডা জল মাথায় লাগনয় আলোস, কাল্কা।
—তমাক টানায়—আরান।
—তাপে—আর্স, কাম্ফ, কালী, ষ্ট্রাম, সিলিসা, হাইয়স।
মাথাধরার সমতা নিদ্রায়—কল্চি, গ্লোনো, পড, সিলিসা, সেপি।
—পুস্তক পাঠে—কোনাই।
—বায়ু নিঃসরণে—সিকুটা।
—ব্যায়ামে—রোড; (অল্প ব্যায়ামে নেট্রম)
—বেড়াইলে—আরম, কাম্ফ, কাস্থ,ড্রোস, হাইয়স।

মাথাধরা বৃদ্ধি—মাথা গোলায়—লাইক।
—মাথায় কিছু জড়ানয়—আর্জেন্ট-না, কাল্কা, পল্স।
—মাথা নাড়ায়—কোনাই।
—মানসিক চিন্তায়—কাল্কা।
—শয়নে (অন্ধকার ঘরে—পড, সিলিসা, (চিত হইয়া, ইগ্নে,) (ধরা দিকে, আর্ণিকা ইগ্নে, নক্স, সেপি), (মাথা উচ্চ করিয়া, কাম্ফ স্পাইজি।
—স্থির থাকায়—কক্, স্পাইজি।
—সোজা হইয়া বসায়—সিকুটা।
—স্পর্শ করায়—কলসি,কোনাই,সাইক্লো।

আইরিস—স্নায়বিক অথবা পাকাশয় ও যকৃতের পীড়া জন্য কপাল-ভার, গা বমি বমি, টক জল বমন, পেটব্যথা ও ভেদ এবং নেতিয়া পড়া, অথবা মাথার হাতুড়ি পেটার ন্যায় যাতনা অনুভব; কাশিলে বা ঠাণ্ডা বাতাসে নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি, কিন্তু দীর্ঘ গতিবিধিতে তাহার সমতা। প্রচণ্ড শিরঃপীড়া-সহ মুখমণ্ডলে, বিশেষ দক্ষিণ দিকে, স্নায়ু-শূল ও প্রচুর স্বচ্ছ প্রস্রাব হইলে।

আকন—রাগ, বিরক্তি, ঠাণ্ডা বাতাসে ঘাম বন্ধ এবং রক্ত ঊর্দ্ধগ জন্য কপাল ও মাথাধরা, মস্তিষ্ক যেন ফাটিয়া বাহির হইবে বোধ হওয়া (বেল), দাঁড়াইলে মাথাঘোরা (পল্স), আলোক, শব্দ ও অঙ্গস্পর্শ অসহ্য হওয়া, গা বমি বমি, তিক্ত বমন, জ্বর, অধৈর্য্য ও মরিয়া হওয়া।

আগ্নস-কা—অধিক ইন্দ্রিয় (কামপ্রবৃত্তি) চরিতার্থতা জন্য,যাহাদিগের সর্ব্বদা স্বপ্নদোষ হয় এবং জরায়ু, ডিম্বকোষ বা পুং-অঙ্গের পীড়া থাকে, এমত সকল ব্যক্তির শিরঃপীড়া থাকিলে, এবং সন্ধ্যায় ও নড়ায় বৃদ্ধি হইলে।

আণ্ট—অজীর্ণতা, হিম লাগা বা স্ফোটকাদি বন্ধ জন্য কপাল, রগ এবং ব্রহ্মতালু ব্যথা, মাথা ছেঁড়া ও ফাটিয়া পড়া বোধ, শীত শীত ও গা বমি বমি করা, বমনে উদ্যত, সিঁড়ি ভাঙ্গায় বৃদ্ধি, বাহিরের বাতাসে সমতা হওয়া।

আপিস—উদরের পীড়া ও পিত্তাধিক্য জন্য মাথা জ্বালা, দপ্ দপ্ করা, নড়ায় ও নত হওয়ায় বৃদ্ধি। পুরাতন স্নায়বিক শিরঃপীড়া; মাথা ভার, ঘোরা ও ব্যথা, হাত দিয়া মাথা চাপায় কতকটা ও ক্ষণিক স্বস্তিবোধ করা।

আরম—হিষ্টিরিয়া বায়ু-রোগগ্রস্তের মাথা থ্যাৎলান এবং উহার মধ্যে বুজ বুজ বা অন্যবিধ শব্দ হওয়া, বিশেষ প্রাতে শয্যা হইতে উঠার পর বা চিন্তা কালীন।

আরানিয়া—নিয়মিত সময়ে মাথাধরা, উঠিলে মাথাঘোরা এবং মস্তক ও হাত স্ফীত হওয়া বোধ, জ্বর, কেবল মাত্র শীত, অথবা শীত ও পরে ঘামসহ তৃষ্ণা, ভয়ানক দন্তশূলুনি। তমাক টানায় যাতনার সমতা হওয়া।

আর্জেণ্ট-না—স্নায়ুপ্রধান ধাতু। মাথাঘোরা, পড়িবার সম্ভাবনা হওয়া, মাথাধরা, শরীর কাঁপা, গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া, মাথা খুব বড় হইয়াছে বোধ হওয়া, ঔদাস্যভাব ও ম্লানমনা, অস্থিরতা, সময় কাটে না এরূপ বোধ হওয়া; গরমে, বাহিরের বাতাসে, রাত্রে, আলোকে ও মানসিক শ্রমে যাতনার বৃদ্ধি এবং মাথা কসিয়া বাঁধায় সেই যাতনার সমতা।

আর্ণিকা—আঘাত বা পড়া জন্য পীড়া। নিয়মিত সময়ে মাথা ধরা, প্রাতে কপালে অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ রগ দিয়া মাথার পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত উহার বিস্তার এবং বৈকালে যাতনার একশেষ হওয়া। চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা, কপাল ফুঁড়ুনি, শরীর ঠাণ্ডা, বদন গরম, পাকাশয় টাটান, চোঁয়াঢেকুর উঠা, গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া। দ্রুত চলিলে, সিঁড়িতে উঠিলে, নত হইলে, কথা কহিলে, চিন্তা করিলে ও আহারের পর যাতনার বৃদ্ধি; গরম ঘর অসহ্য বোধ, কিন্তু বাহিরের বাতাসে যাতনার সমতা হওয়া।

আর্স—নির্দ্দিষ্টকালে শিরঃপীড়া (বেল)। মাথা, বিশেষ কপাল, অতিশয় ভার হওয়া, কপালের স্পন্দন, প্রচণ্ড বমন, বিশেষ আহার ও পানের পর। স্থির থাকায় বৃদ্ধি, নড়ায়, ভাপ লাগানয়, গরম বস্ত্রে মস্তক আবৃত করায় যাতনার সমতা হওয়া। যকৃত-পীড়াগ্রস্তের "আদ কপালে" মাথাব্যথা। কখন পিত্তজনিত পেটব্যথা ও কখন বা (বাতিকের) স্নায়বিক শিরঃপীড়া, এইরূপ একের পর অপর পীড়া হওয়া।

ইগ্নে—মাথার এক পার্শ্বে যেন গজাল দিয়া বেঁধা, কপাল ফুটুনি, শয়নে ইহার সমতা, দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে অতিশয় বেদনা, মাথার এক দিকে বা পশ্চাতে ব্যথা—মস্তিষ্ক কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপা হইতেছে বোধ হওয়া, চক্ষু জ্বালা করা ও তাহা হইতে জল ঝরা এবং তাহার পাতা ফুলা,

আলোকে আতঙ্ক, তমাকের ধূমের গন্ধে রোগের বৃদ্ধি, ভয়তরাসে, নারাকাতুরে ও বদ্ধশোক জন্য শিরঃপীড়া হইলে।

ইথুসা—কপাল ফাটিয়া পড়া বোধ, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় হিক্কা, কাটনেকার, বমন এবং শেষে ভেদ হইলে।

ইপি—মাথা ও মাথার খুলি থ্যাঁতলান এবং জিভের গোড়া পর্য্যন্ত ব্যথার বিস্তার। গা বমি বমি করা ও বমন (বিশেষ নত হওয়ায় বমন, ইহার প্রধান লক্ষণ—ভেরাট)। তৈল এবং ঘৃতাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ও মিষ্টান্ন আহারে শিরঃপীড়া (আণ্ট, নক্স, পল্‌স)।

এস্কুলস-হি—পেটরোগা বা অর্শগ্রস্তের পীড়া হইলে ইহা বিশেষ খাটে। মাথা ভার, পূর্ণ ও তাহাতে চাপুনি; মাথা ঘোরা ও উহার জড়তা।

ওপি—অতিরিক্ত আহ্লাদ, আতঙ্ক, রাগ বা লজ্জা জন্য অসুখ। তরুণ ব্যাধি, বিশেষ প্রাচীনের পীড়া হইলে, মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয় ও পেটের গোল জন্য মাথা ধরা। স্নায়ু-প্রধান ধাতু, চটা স্বভাবের লোক ও যাহারা অধিক ঝিমায়, তাহাদের পক্ষে অধিক খাটে। মাথার দপ্‌দপানি, মাথা ভার ও ছেঁড়া, সকল পদার্থ ঘুরিতেছে বোধ হওয়া, চক্ষু নাড়ায় মাথার যাতনা, টক উদ্গার উঠা, বমনের ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা।

ককু—গাড়ী বা নৌকা চড়া জন্য মাথা ধরা, ঘোরা ও গা বমি বমি, বমন (বেল), বিশেষ স্ত্রীলোকের ও ভয়তরাসে শিশুর পক্ষে। মাথা ছেঁড়া, দপ্‌দপানি ও ব্যথার ধমকে উঠিয়া বসা, কথা কহা, হাসা, শব্দ বা আলোক জন্য বৃদ্ধি। কষ্টে কঠিন মল ত্যাগ, প্রথমে বাধক বেদনা পরে অর্শ-গ্রস্তার শিরঃপীড়া পক্ষে।

কফি—মস্তিষ্কে যেন গজাল মারা হইতেছে বোধ হওয়া। বেদনা জন্য এককালে হতাশ হওয়া এবং ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা, বাহির হইলে এবং আলোক ও শব্দে যাতনার বৃদ্ধি। মাথা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে ছরকুটে পড়িবেক এবং মস্তিষ্ক খুব ছোট হইয়াছে বোধ হওয়া। এককালে অনিদ্রা, জ্বালাকর টক উদ্গার উঠা।

কলসি—আদ-কপালে মাথা ব্যথা ও যাতনা জন্য উঠিয়া বসা, ক্ষণ লুপ্ত বা থাকিয়া থাকিয়া শিরঃপীড়া, উদ্বিগ্নতা, ঘর্ম্মে প্রস্রাবের গন্ধ, মূত্র অত্যল্প ও তাহাতে দুর্গন্ধ। বিরক্তি ও অজীর্ণের পর, বিশেষ বাতগ্রস্তের পীড়া।

কাক্টস—সুরা পান, রাত্রি জাগরণ, বিলম্বে আহার জন্য শিরঃপীড়া। প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ভয়ানক হওয়া এবং সেই সঙ্গে বমন। ঠাণ্ডা লাগায় স্নায়বিক মাথাধরা, যাতনায় মাথা ফাটিয়া পড়িবে বোধ ও মাথার দপ্‌দপানি এবং রাত্রে অসহ্য হওয়া। হৃৎরোগের দরুণ শিরঃপীড়া, রোগীর শরীর প্রায়ই শীর্ণ। উঠিয়া বসিলে, আলোকে, শব্দে বা শ্রমে কষ্টের একশেষ, সুতরাং স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া, মাথা টেপা বা চাপায় স্বস্তি বোধ। নাসারন্ধ্র নিয়ত শুষ্ক থাকা।

কামো—সর্দ্দি হওয়া বা কাওয়া পান জন্য ; স্নায়ুপ্রধান শিশুর, বেতোধাতু-বিশিষ্ট যুবার, দন্তশূলগ্রস্তের বা প্রসবকালীন স্ত্রীলোকের মাথা ধরায় ইহা বিশেষ খাটে। মাথার এক দিক সেঁটে ধরা এবং চোয়াল অবধি উহা বিস্তৃত হওয়া ও কপাল দপ্‌দপানি থাকিলে। ক্ষিপ্তকারী বেদনা হইলে। একগুঁয়ে ও অধৈর্য্য রোগীর পক্ষে। মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি, নড়ায় সমতা হইলে।

ক্যাম্ফর—মাথার পশ্চাদ্ভাগে হাতুড়ি পেটার ন্যায় যাতনা অনুভব, কপাল বা মস্তকের বাম দিক ব্যথা এবং তথা হইতে যেন হাতের আঙ্গুল অবধি তাহার বিস্তার ও তৎসহ কম্প, বিশেষ দম্পতির নিয়মিত সহবাস না হওন নিমিত্ত ও নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি হইলে।

কার্ব্বো—রুগ্নের শিরঃপীড়া সহ শীত, কম্প ও পা ঠাণ্ডা থাকিলে। অথবা রগের নিকট কোন একটী সংকীর্ণ স্থানে প্রচণ্ড বেদনা, নাক হইতে রক্তপড়া, মাঝে মাঝে চমকান, রোগীর বড় চট্টা স্বভাব হওয়া।

কালোফি—কপাল সেঁটে থাকা ও তথায় আলপিন ফুটান এবং রগে চাপুনি বা পেশীর ন্যায় যাতনা, বাম চক্ষুর উর্দ্ধে ব্যথা, দৃষ্টিমালিন্য ও চক্ষু হইতে প্রচুর জল ঝরা থাকিলে। স্নায়বিক বা বেতো এবং জরায়ু ও মেরুদণ্ডের পীড়া-সংঘটিত মাথাধরা থাকিলে।

কাল্কা—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, ধাতু-বিকৃতি অথবা স্ফোটক বন্ধ দরুণ শিরঃ-পীড়া, পুরাতন রোগ। প্রাতে মাথা দপ্‌দপানি ও সারা দিন থাকা ; সিঁড়ি ভাঙ্গায় মাথা ঘোরা। সমস্ত মাথা বা উহার অংশ বিশেষে অভিনব প্রকার শীতলতা বোধ, হাত ও পায়ের পাতা ঘামা। সমস্ত মাথা বা কেবল কপাল,ডান দিক বা ব্রহ্মতালু ব্যথা, দপ্‌দপ করা এবং তথায় হাতুড়ি পেটার ন্যায় অনুভব,

মাথার খুলি বা তাহার অভ্যন্তরে শীতলতা বোধ, মাথার মধ্যে শব্দ হওয়া, মাথার খুলিতে দাদ ও তাহা স্পর্শ করিলে লাগা, চুল উঠিয়া যাওয়া, স্ত্রীলোকের রজঃ শীঘ্র শীঘ্র ও প্রচুর পরিমাণে আসা এবং দীর্ঘকাল থাকা পক্ষে।

ক্রোকস—বামার শেষ সন্ধিকালে রজঃ বন্ধ হইয়া সেই সময়ে ২।৩ দিন প্রায় এক লাগাড়ে মাথাধরা ও অনিদ্রা। প্রচণ্ড মাথাধরা, গা বমি বমি, কখন কখন কেবল প্রাতে। অথবা ডান চক্ষুর পার্শ্বে বা মাথার পশ্চাদ্ভাগে ডান দিকের বেদনা, বিশেষ যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে অধিক রক্ত ভাঙ্গে, তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। চক্ষুর সম্মুখে জাল থাকা বোধ। নাক দিয়া রক্ত পড়া।

গ্লোনোইন—স্ত্রীলোকের এবং স্নায়বিক ও রক্তাধিক্য-ধাতু পক্ষে বিশেষ খাটে। অধিক আতপতাপ লাগায় পীড়া হওয়া। সূর্য্য উদয়ে আরম্ভ হইয়া রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং অস্তে যাওয়ার পর ক্রমশঃ কমা। মাথার পশ্চাদ্ভাগে অত্যন্ত ব্যথা ; খুলি ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইবে, এরূপ বোধ হওয়া। ~~মাথার~~ সিকির (।০) আকারের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রচণ্ড স্নায়বিক ব্যথা, গলার পূর্ণতা বোধ, দম আটকাইয়া যাওয়া। মাথায় রক্ত সঞ্চয় ও উহা অতিশয় ঘোরা। মাথা নাড়ায়, নত করায়, সিঁড়িতে উঠায়, সূর্য্যতাপে, গ্যাসের আলোকে লেখা পড়ায় ও সুরাপানে বৃদ্ধি ; মাথায় ঠাণ্ডা জল লাগানয় মাথার আক্ষেপ। মাথা চাপায় ও তাহাতে বাহিরের বাতাস লাগায় যাতনার সমতা।

চিন—ফস্তখোলা বশতঃ অধিক রক্তপাত ও বহু দিন অবধি সন্তানকে স্তনপান করিতে দেওয়া নিমিত্ত মাথা দপ্‌দপানি। সর্দ্দি জন্য কপাল ফেটে পড়া, মস্তিষ্ক টাটান, এক দিন অন্তর ব্রহ্মতালু বেদনা এবং নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়ানয় স্বস্তি বোধ। মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি। কখন শয়নে অশক্ত, কখন উহাতে আরাম বোধ (চিন-স)। স্নায়বিক শিরঃপীড়া এবং থাকিয়া থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পাওয়া।

জিঙ্ক—পুরাতন রোগ ; দৃষ্টি-মালিন্য, দক্ষিণ চক্ষুর ফুঁড়ুনি, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, যখন তখন বমন।

জেল্‌স—পেটের গোল জন্য মাথা ধরা। বেদনা হঠাৎ ঘাড়ে আরম্ভ

হইয়া সমস্ত মস্তকে বিস্তীর্ণ হওয়া, অথবা কপাল হইতে ব্যথার ঘাড়ে নামা এবং ঐ সঙ্গে দৃষ্টি-মালিন্য বা দ্বিত্ব দেখা ; চেয়ে থাকা বা চক্ষু খোলায় নেসা হওয়ার ন্যায় কষ্ট অনুভব। মাথা ঘোরা ও অত্যন্ত ভার এবং উহা যেন খুব বড় ও হাল্কা হওয়া বোধ।

থুজা—বাতগ্রস্তের এবং সাইকোসিস Sycosis চর্ম্মরোগ অথবা গরমি-পীড়া-গ্রস্তের পুরাতন স্নায়বিক শিরঃপীড়া। প্রায়ই মাথার বাম ভাগে, কেচিৎ বা সম্মুখে ব্যথা করা ও বদন অবধি উহার বিস্তার হওয়া। মাথায় গজাল বেঁধা, উহার মধ্যস্থলে ভিতর হইতে ঊর্দ্ধভাগে ঠেল মারার ন্যায় বোধ। শয্যায় বা গরম ঘরে ও স্থির থাকায় বৃদ্ধি, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অথবা মস্তক পেছন দিগে হেলা-ইলে স্বস্তি বোধ করা।

নক্স—হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের প্রচুর রজঃক্ষরণ নিমিত্ত, মানসিক শ্রম, অতিরিক্ত কাওয়া বা সুরাপায়ী এবং এবং আত্মমৈথুনকারীর শিরঃপীড়া। মাথা ফুঁড়ুনি ও ফেটে পড়া বোধ—অধিকাংশ সময় প্রাতে আরম্ভ হইয়া দিবসে বাড়িতে থাকা এবং সন্ধ্যায় কমিয়া যাওয়া, ঐ সঙ্গে দৃষ্টি-মালিন্য, নাক বন্ধ, শব্দ ও আলোক অসহ্য হওয়া ; বুক ধড়্ফড়ানি থাকিলে।

নেট্রম—ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাধরা আরম্ভ হওয়া, লেখা পড়ার শ্রম (বিশেষ বালিকার) জন্য রোগ, কথা কহায় বৃদ্ধি হইলে।

পড—পিত্তাধিক্য জন্য বা বাতগ্রস্তের কিম্বা অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারকারীর শিরঃপীড়া। যকৃতের জড়তা ও যথাবিহিত কার্য্য না হওয়া, প্রাতে ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত ও তাহাতে ব্যথা ধরা, রগধরা ; উদরাময় ও শিরঃপীড়া পর্য্যায় ক্রমে হওয়া। প্রাতে বৃদ্ধি ; চাপায়; নিদ্রায়, স্থিরভাবে ও অন্ধকারে শয়নে সমতা।

পল্স—অধিক পড়া, কাওয়া বা কামোমিলা চা পান, তৈল ও ঘৃতাক্ত বা চরবিযুক্ত খাদ্য ভোজন, অধিক কুইনাইন, গন্ধক, লৌহ বা পারা ব্যবহার, রাত্রি জাগরণ বা ঠাণ্ডালাগা জন্য শিরঃপীড়া। যাহারা মোটা ও যাহাদের রজঃবন্ধ বা বিলম্বে বা অত্যল্প ক্ষরে এবং যাহাদের মৃদু ও কাঁদুনে স্বভাব, এমত সকলের পক্ষে ইহা অধিক খাটে। মাথা ছেঁড়া, ফুঁড়ুনি এবং উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে বা নত হইলে মাথা ঘোরা, গা বমি বমি করিলে, বমন হইলে এবং জলের তার তিক্ত লাগিলে। বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত যাতনায়,

ভেপ্সায়, গরমে ও আবদ্ধ গৃহে রোগের বৃদ্ধি, মাথা চাপা ও বাঁধায় এবং বাহিরের শীতল বায়ুতে স্বস্তি বোধ হইলে।

প্লাটিনা—হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের ও স্নায়বিক শিরঃপীড়ায়। মাথার এক দিক ব্যথা, অন্য দিক শীতল, রগে যেন স্ক্রু বেঁদার ন্যায় অনুভব ও নড়ায় বৃদ্ধি। বেড়াইবার সময় মস্তিষ্ক কাঁপিতে থাকা এবং কাণের ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া; ঋতু কালে যাহাদের রজঃ প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে। দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা, ও অচেতন হইবার উপক্রম হওয়া, পরে হৃৎকম্প ও মাথা ধরা। রাগ বা বিরক্তি এবং জরায়ুর পীড়া হইতে রোগের উদ্ভব।

ফস-আ—অতিরিক্ত বা পুনঃ পুনঃ মনের উত্তেজনা (শোক, বিরক্তি) জন্য, অথবা ভয়াবহ এবং অতিশয় বলক্ষয়কারী তরুণ ব্যাধি আরোগ্যের পর শিরঃপীড়া; ব্রহ্মতালুস্থিত মস্তিষ্ক পেষণের ন্যায় অনুভব। মাথা ভার, প্রচণ্ড মাথাধরা ও ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া। স্ত্রীলোকের আগুড়ি ও দীর্ঘ স্থায়ী রজঃক্ষরণ সহ যকৃতে ব্যথা। আহারের পর রোগ প্রকাশ; শব্দে, বিশেষ গান বাদ্য শ্রবণে বৃদ্ধি—শয়নে সমতা।

ফেরম—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ও গুপ্‌গুপুনি শব্দ হওয়া, থাকিয়া থাকিয়া মাথায় হাতুড়ি পিটুনির ন্যায় বোধ; বদন কখন লাল, কখন বা পাঙ্গাশ বর্ণ, যাতনার ধমকে উঠিয়া বসা।

বেল—উদরাময় জন্য শিরঃপীড়া। মাথা ফাটিয়া পড়া বোধ, মাথার দক্ষিণ দিকে ফুটা করার ন্যায় যাতনা; মাথা গুপ্‌গুপুনি, দপ্‌দপানি ও ঘোরা, নিয়মিত সময়ে বা নিয়ত ধরিয়া থাকা, নড়ায় এবং আলোক ও শব্দে তাহার বৃদ্ধি, যাতনা জন্য জ্ঞান শূন্য হওয়া। গা বমি বমি ও বমন, অস্থিরতা, অনিদ্রা, প্রলাপ, চমকানি—বিকাল ৩ টায় বৃদ্ধি।

ব্রাই—সকালে নিদ্রা ভঙ্গে মাথা ধরা এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি, অথবা সকালে ব্যথা ও বিকালে যাওয়া, আবার সন্ধ্যায় তেজে ধরা। মাথা ফেটে পড়া; নড়া, কাশা, হাঁচা বা নত হওয়ায় বৃদ্ধি, বসিতে গেলে মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়া—টক বা তিক্ত বমন হইয়া কখন তাহার সমতা হওয়া।

ভেরাট-আ—স্নায়বিক মাথাধরা, ভয়ানক ব্যথার ধমকে হতচেতন ও

নিরাশ হওয়া, দুর্ব্বল ও সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম, ব্রহ্মতালু শীতল, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও গা বমি বমি এবং বলক্ষয়কারী ভেদ, কখন বা ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, ঋতু কালীন স্নায়বিক শিরঃপীড়া।

ভেরাট-ভি—মাথা ফাটিয়া পড়া বোধ, ঘাড়ে আরম্ভ, অথবা কপালস্থিত ডান রগে চক্ষুর সন্নিহিত প্রদেশে স্নায়বিক শূল, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিমালিন্য কখন কখন দ্বিত্ব দেখা, ধমনী দপ্ দপ্ করা, ঘাড় ব্যথা করা, হিক্কার পর পিত্ত বমন, নাভি প্রদেশ কনকন করা।

মার্ক—মাথা ব্যথা, ছেঁড়া, জ্বালা, বেঁধা; অধিকাংশ সময় আদকপালে এবং কখন কখন দাঁত ঘাড় ও কাণ অবধি যাতনা, রাত্রে বৃদ্ধি সহ প্রচুর ঘাম ও শীত হওয়া। মাথা কসিয়া বাঁধা বোধ হওয়া।

ল্যাকাসি—প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বা মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব কিম্বা আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে মাথা ধরা সহ গা বমি বমি ও ঝিমন; রগ দপ্‌দপানি; মাথার পশ্চাৎ ভাগে বা চক্ষুর উপরে বা উহার খোঁদলে অতিশয় ব্যথা ও ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া; মাথা ছিঁড়িয়া বা ফেটে পড়া ও ঘোরা; বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে ব্যথা, কোমরে কাপড় রাখিতে কষ্ট অনুভব করা।

সল্‌ফর—প্রত্যহ বা ৭।৮ দিন অন্তর মাথা ধরা, প্রাতে ও রাত্রে বৃদ্ধি। সমস্ত মাথা ব্যথা করা—ফেটে পড়া, অথবা একদিগের পীড়া মাত্র—নড়ায়, বাহিরের বাতাসে এবং চিন্তা করায় বৃদ্ধি; খুলি স্পর্শে লাগা, চুল উঠা। মাথায়, বিশেষ কপাল ও রগে, চাপুনি, ছেঁড়া, দপ্‌দপানি; ব্রহ্মতালু সর্ব্বদা গরম; (ঠাণ্ডা—ভেরাট্, সেপি) ভোরে অসামাল বাহ্যে; রোগা, একহারা, কোলকুঁজা ও অর্শ-গ্রস্তের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্ফোটক বন্ধ দরুণ শিরঃপীড়া।

সাইপ্রিডিয়ম—অধিক শ্রমের পর বা অভিনব দৃশ্য দেখায় কিম্বা দীর্ঘ অনাহার থাকা জন্য শিরঃপীড়া।

সাঙ্গুইনেরিয়া—মাথাধরা সকালে আরম্ভ ও দিবাভাগের সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যা অবধি থাকা; সপ্তাহ অন্তর হওয়া, (সাবাড্ সিলিসা)। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন অবস্থায় শেষ সান্ধিকালের মাথাধরা। শব্দে, আলোকে, নড়ায়, অঙ্গস্পর্শে বৃদ্ধি; নিদ্রায়, অন্ধকার গৃহে, ও স্থির থাকায় এবং ব্যথিত স্থান সজোরে চাপায় যাতনার সমতা।

সার্সা—মাথার ডান দিক ধরা, (বাম দিক—সিলা)। বেড়ানয় ও রাত্রে বৃদ্ধি হওয়া।

স্পাইজি—সকালে বা রাত্রে নিয়মিত সময়ে মাথাধরা ; মাথা ভার, চাপুনি যেন ফাটিয়া পড়িবে,এইরূপ বোধ করা। মাথা ছেঁড়া ; খনন করিতেছে, অনুভব হওয়া ; প্রত্যেক পদক্ষেপে মাথা টলমল করা, চক্ষু জ্বালা করা ও তাহা হইতে জল ঝরা এবং চক্ষুর গোলক খুব বড় বোধ হওয়া ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে হরিদ্রা বর্ণের দাগ থাকা ; সকালে মুখ ফুলা।

সিমিসি—সমস্ত কপাল কিম্বা কখন ডান, কখন বা বাম চক্ষুর উপর দপ্‌-দপানি, কখন বা চক্ষু অভ্যন্তরে (খুব ভিতরে) তীব্র বেদনা। প্রত্যহ মাথা ধরা, কিন্তু এক দিন অন্তর বৃদ্ধি। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে যেন ব্রহ্মতালু উঠিয়া পড়িবে এরূপ বোধ। মাথার খুলিতে মস্তিষ্ক ধরে না এমন অনুভব ; অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা, চিন্তাশক্তির হ্রাসতা ; মাথা কসিয়া বাঁধায় যাতনার সমতা হওয়া।

সিলিসা—কপাল ও মাথার পশ্চাদ্ভাগের দপ্‌দপানি। রগে আরম্ভ—চক্ষু, নাক, চোয়ালের হাড় ও দাঁত অবধি ব্যথা বিস্তৃত হওয়া। মাথার এক দিক ছেঁড়া ও সেই দিগের চক্ষুতে ফুঁড়ুনির ন্যায় যাতনা। কথা কহায়, মানসিক শ্রমে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি—গরম ঘরে ও নিদ্রার পর সমতা। আহারকালীন বেদনা কমা, পরে আবার বৃদ্ধি। কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ মাথা ঘামা বা খুলির সাড়াধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

সেনেসিও—কপাল ও চক্ষুর্দ্বয়ের উপর তীব্র এবং ছেঁড়ার ন্যায় বেদনা, মাথা খুব হাল্কা বোধ, কপাল উত্তপ্ত, হঠাৎ ঘূর্ণি এবং পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ ও কাঁপুনি হওয়া।

সেপি—অজীর্ণতা বা জনন-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা জন্য মাথাধরা। গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালীন এবং সন্তানকে দীর্ঘকাল স্তন দেওয়া জন্য শিরঃপীড়া। নম্রপ্রকৃতির পক্ষে এই ঔষধ অধিক খাটে। স্নায়বিক, হিষ্টিরিক ও ঔদরিকের বা বাত জন্য পীড়া হইলে। মাথা ফেটে পড়া জন্য চীৎকার করা, কপাল বা রগের স্পন্দন ও ফুঁড়ুনি, বদন হরিদ্রা বর্ণ, গা বমি বমি, আহারে ঘৃণা, বমন, দুর্গন্ধ প্রস্রাব হইলে ও সেই প্রস্রাবের মেটে তলানি পড়িলে। পুরাতন রোগ হইলে এবং উপর পাতার গুরুত্ব জন্য চক্ষু খুলিতে না পারিলে।

সেলেনম—বাহ্যের বেগ দিবার সময় ধাতুক্ষরণ ও তৎকালে মাথা ধরা; অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ হইলে এবং পুংশক্তির হ্রাসতা পক্ষে।

হিপর—অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে এবং দুর্ব্বল ও গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে। সেপিয়াতে কতক মাত্র উপকার পাইলে তৎপরে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডান রগে বা নাকের গোড়ায় ভোরের সময় বিহুনি। গাড়ীচড়ায় মাথাঘোরা। রাত্রে, জ্বরের সময়, যাতনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে এবং নড়ায় বৃদ্ধি হইলে। উঠার পর এবং পাইচারি করায় সমতা হইলে।

সর্দ্দি-গর্ম্মি।

সর্ব্ব শরীরে, বিশেষ মস্তকে, অধিক সূর্য্যতাপ লাগায় এই পীড়া হয়। শীত, তাপ, মাথা দপ্ দপ্ ও উহার ভিতরে টলটল করা, চেতনাশূন্য হইয়া নেতিয়া পড়া, মস্তিষ্ক-প্রদাহের কতকগুলি উপসর্গ। পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীষ্ম-কালে ও লু চলিতে আরম্ভ হইলে, ইহা অধিক হয়। তথাকার লোক কাঁচা আম্র পোড়াইয়া তাহার পানা করিয়া খাইতে দেয় ও গায় মাথায়।

আকন—মাথায় অধিক পরিমাণে সূর্য্যতেজ লাগা জন্য অত্যন্ত মাথা দপ্‌দপানি, বদন লাল, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা হইলে।

বেল—মাথা ফেটে পড়া, মাথা নত করায় উহার বৃদ্ধি। কপাল দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইবে এরূপ বোধ এবং উঠিতে গেলে ঘূর্ণি হওয়া, চক্ষু ব্যথা ও জ্বালা করা এবং আলোক অসহ্য হওয়া।

ব্রাই—মাথা ফেটে পড়া ও নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, বসিতে গেলে গা বমি বমি করা ও মূর্চ্ছিতবৎ হওয়া।

কার্বো—মাথাধরা, ভার, দপ্‌দপ করা, চক্ষু বেদনা ও উহার উপর চাপুনি, এক দৃষ্টিতে দেখায় যাতনার বৃদ্ধি। ক্যাম্ফর এবং ওপিয়মও ব্যবহার্য্য। প্রথম প্রথম ঘন ঘন—১৫।৩০ মিনিট পরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর—ঔষধ ব্যবহার বিধি। ঠাণ্ডা বা বরফ জল মাথায় প্রয়োগ এবং অল্প অল্প পান করিতে দিবা।

গ্লেনোইন—মাথা ঘুরিয়া হঠাৎ অজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পতন। সর্ব্ব-শরীর, বিশেষ মস্তক ও বদন অধিক উত্তপ্ত ও লাল হওয়া, নাড়ী অতিশয় দ্রুত, দমআটকানপ্রায় নিঃশ্বাস, বমন ও ভেদ হওয়া।

সর্দ্দি-গর্ম্মি সারিয়া কপাল ব্যথা এবং মাথার ঘূর্ণি ও জড়তায়—বেল; বুক ভার এবং মাথার পশ্চাতে ও পীঠে বেদনায়—গ্লেনো; নিকটস্থ ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর লইয়া গাত্রের কাপড় খুলিয়া ঠাণ্ডা জলে অঙ্গ মার্জ্জনা করিবা। সারিবার উপক্রম হইলে গরম চা চিনির সহিত পান করায় উপকার হয়।

সংন্যাস।

ঘাড়ে গর্দ্দানে সমান, প্রশস্ত স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল, নেয়ো-পেট এবং রক্ত-প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিরই সংন্যাস অধিক হইয়া থাকে। যুবা অপেক্ষা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে, কোন পীড়া নাই, অথচ হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। বদন সরস ও নীল বর্ণ, কষ্টকরশ্বাস গ্রহণ, নাক ডাকা এবং প্রশ্বাস ত্যাগকালীন শব্দ-বিশিষ্ট ফুৎকার করা, হাত পা শক্তিহীন হইয়া অঙ্গে ঝোলা, নাড়ী পূর্ণ, মৃদু ও ক্ষণলুপ্ত এবং ক্রমশঃই জীবনি শক্তির নাশ হইয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। প্রথম ধাকা সামলাইলে মস্তিস্ক প্রদাহের উপসর্গ হয় ও বহু দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া অবশেষে স্থানীয় পক্ষাঘাত, কিম্বা বাক্‌রোধ বা বুদ্ধির মালিন্য, বিশেষতঃ স্মরণ শক্তির খর্ব্বতা ঘটিয়া থাকে। ব্যাধি সামান্যতর হইলে ক্রমশঃ সারে। অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম, মনের অধিক উত্তেজনা, এককালে ব্যায়াম-হীনতা, মস্তকে আঘাত, গুরু ও অপরিমিত আহার, সমধিক নেসা, বিশেষ সুরাপান, দীর্ঘকাল রৌদ্রে থাকা, যথেষ্ট পরিমাণে রক্তক্ষয়, অর্শের শোণিত হঠাৎ বন্ধ হওয়া ইত্যাদি, ব্যাধি উৎপত্তির কারণ। ঋতু পরিবর্ত্তন সময়ে এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়।

সংন্যাস—অত্যন্ত শোক হইতে হইলে—ইগ্নে, ফস-আ, লাকাসি।

———অত্যন্ত আহ্লাদ বা আনন্দ হইতে হইলে—কফি বা ওপি।

———অত্যন্ত রাগ হইতে হইলে—আকন, নক্স, ব্রাই।

———অত্যন্ত ভয় বা আতঙ্ক হইতে হইলে—আকন, ওপি।

———অধিক সূর্য্যতাপ লাগা বা গরম জলে স্নান জন্য—আকন, বেল। কখন বা উভয় পর পর।

সংন্যাস—অধিক আহার ও পেটের গোল জন্য—নক্স, পল্‌স; (তাড়াতাড়ি অন্নাদি চর্ব্বণ না করিয়া গেলাপক্ষে—ইপি)।

———রাত্রি জাগিয়া পড়া ও এককালে ব্যয়াম রাহিত্য জন্য—নক্স।

———রস রক্তপড়া হঠাৎ বন্ধ (যথা—অর্শের শোণিত বন্ধে) নক্স.পল্‌স।

আকন—হঠাৎ ভয়ের পর রোগ; মাথা গরম, বদন আরক্তিম, চক্ষু চক্‌চকে লাল, জিহ্বার পক্ষাঘাত ও কাঁপুনি, কথা কহিবার সময় তোত্‌লা বাক্য নির্গত হওয়া।

আর্ণিকা—মাথা গরম, অথচ শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষ বাম দিকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত, অচেতন অবস্থা ও নাক ডাকা, বিড় বিড় করা এবং অসামাল শৌচ ত্যাগ।

ওপি—অর্দ্ধ নিমীলিত কিন্তু পুত্তলি বিস্তৃত চক্ষে অচেতন থাকা, বদন লাল, স্ফীত ও উত্তপ্ত; নাকডাকা, ও অসম নিঃশ্বাস ত্যাগ, নাড়ীর মৃদু গতি, অধঃ-চোয়াল ঝুলিয়া পড়া, হাত পায়ের খিঁচুনি বা সমস্ত শরীর কাষ্ঠবৎ হওয়া, মাথায় গরম ঘাম হইতে থাকা, মুখ দিয়া গাঁজলা ভাঙ্গা। প্রাচীন, বিশেষ অপরিমিত সুরাপান জন্য রোগে।

ককু—বদন লাল ও গরম, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, চক্ষু মুদ্রিত কিন্তু উহার আক্ষেপ যুক্ত ঘূর্ণি, হাত পায়ের বিশেষ পায়ের পক্ষাঘাত।

নক্স—অচৈতন্য হইয়া নাক ডাকা, অধঃ-চোয়াল এবং অনেক সময় অধঃ-অঙ্গ শীতল ও সাড়শূন্য হইয়া পড়া।

বারাইটা—মুখ বক্র হওয়া, বিশেষ ডান দিকে; জিভ বা হাতের পক্ষাঘাত, বিড় বিড় ও গোঁ গোঁ করা, কথা কহিতে অক্ষমতা, মনোভাবের বিশৃঙ্খলতা, ছেব্‌লামি। প্রাচীনের পক্ষে এই ঔষধটী অধিক ব্যবহার্য্য।

বেল—বদন স্ফীত, গাঢ়লাল ও উহার আক্ষেপ; মাথা ও ঘাড়ের শিরা স্ফীত, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত, মস্তকের ধমনীর দপ্‌দপানি, দৃষ্টি ও ঘ্রাণ হীনতা, বাক্‌রোধ, জিভ পুরু, কষ্টে কোন দ্রব্য গেলা, ডান অঙ্গের পক্ষাঘাত, মুখ এক দিকে বক্র হওয়া ও তাহা হইতে গাঁজ্‌লা ভাঙ্গা।

লাকাসি—সংন্যাস ও বাম অঙ্গের পক্ষাবাত এবং হাত শবের ন্যায় ঠাণ্ডা। মুখ একদিকে বাঁকা, গলা ছুঁইতে না দেওয়া, গলধঃকরণে অক্ষমতা।

লারো—বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, ত্বক্ শীতল ও আর্দ্র, বদনের পেশীর খিঁচুনি।

রোগীকে ঠাণ্ডা ও বায়ু-পরিচালিত স্থানে মাথা উচ্চ করাইয়া গলা বন্ধনাদি খুলিয়া হাত ও পায়ের তলা গরম ফ্লানেল দিয়া বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিতে থাকিবা। অথবা তদভাবে গরম জল বোতলে পূরিয়া তলায় লাগান এবং পা গরম জলে ফোমেণ্ট করিতে থাকিবা। প্রথম ১৫।২০ মিনিট অন্তর ঔষধ, গিলিতে না পারিলে ঠোঁঠ মধ্যে ৩। ৪ টা করিয়া বটিকা রাখিয়া দিবা।

মস্তিষ্ক প্রদাহ।

মুখমণ্ডল আরক্ত ও উত্তপ্ত, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, শির দপ্‌দপানি, আলোক-অসহিষ্ণুত্ব, পুনঃ পুনঃ পৈত্তিকের বমন, অক্ষুধা, প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখশ্রী পরিবর্ত্তন, কখন আবল্য বা অঘোর, কখন ছট্‌ফটানি বা প্রলাপ, ক্রমশঃই উপসর্গের প্রাবল্য; কখন কখন জ্বরের খর্ব্বতা হয়, কিন্তু নাড়ী অনুন্মান্, নিঃশ্বাস দ্রুত ও কখন বা মন্দ মন্দ, বদন পাঙ্গাশ বা গণ্ডদেশ বেগুনে বর্ণ, পেট এককালে খোঁদলে পড়া, শয্যা আঁচড়ান; ধড়, চোয়াল ও হাত পা শক্ত; চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত; সর্ব্ব শেষে ত্বকের সাড়ত্বের নাশ, নাড়ী অধিক দ্রুত, পরে অপ্রাপ্য এবং সন্নিপাতের ন্যায় অঘোর বা দড়কা হইয়া মৃত্যু হয়। ৩৬ ঘণ্টা হইতে ৯ দিন পর্য্যন্ত রোগের ভোগ। প্রথম দিন আকন ও বেল ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর পর পর, দ্বিতীয় দিবস পূর্ব্বাহ্নে ২ মাত্রা বেল এবং অপরাহ্নে ২ মাত্রা ব্রাই ও রাত্রে এক মাত্রা বেল দিলে সামান্য প্রকারের মস্তিষ্কের প্রদাহ আরোগ্য হয়।

কান হইতে রস ও পূয পড়া বন্ধ জন্য মস্তিষ্ক প্রদাহ হইলে—সল্‌ফর, পল্‌স, পৃথক্ পৃথক্ বা কখন পর পর ব্যবহার্য্য।

আঘাত বা পতন জন্য প্রদাহে—আর্ণিকা; এবং তৎপরে বেল, মার্ক, সিকুটা।

অধিক সুরা পান জন্য—ওপি, ভেরাট, লাকাসি।

অতিরিক্ত মানসিক শ্রম নিমিত্ত প্রদাহে—বেল।

হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা, গভীর ও দীর্ঘ চিন্তা, বালককে এঁচড়ে পাকান অর্থাৎ তরুণ বয়সে পণ্ডিত করিবার চেষ্টা, স্ফোটক বা গুটী বন্ধ হওয়া, সংক্রা-

মক পীড়া, সুরা ও আফিম অধিক পরিমাণে ব্যবহার জন্য এই রোগ প্রকাশ পায়। ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, বিসর্প, শিশুর বিসূচিকা রোগের সঙ্গে সঙ্গে কখন দেখা দেয়।

আকন— রোগ আরম্ভে খুব জ্বর, রক্ত ঊর্দ্ধগ, বদন আরক্তিম, মৃত্যু ভয়, কবে মৃত্যু হইবে পূর্ব্বাহ্নে বলা, অনিদ্রা, এগোড় ওগোড় করা, উঠিলে মাথা-ঘোরা বা মূর্চ্ছা।

ওপি—অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা। বদন বেগুনে বর্ণ ও স্ফীত, প্রলাপের বকুনি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, ভয় ও চম্‌কান, কাল ভাঁটার ন্যায় মল। শোক, ভয় বা প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা জন্য রোগে।

বেল—মাথা অত্যন্ত গরম ও ফুঁড়ুনি এবং গলার ধমনীর প্রচণ্ড দপ্‌দপানি, চক্ষু চক্‌চকে লাল, প্রচণ্ড প্রলাপ, পলাইবার চেষ্টা, নিকটস্থ ব্যক্তিদের আঁচড়ান, শব্দ ও আলোক অসহিষ্ণুতা।

ব্রাই—রক্ত ঊর্দ্ধগ সহ মাথা গরম ও জ্বালা, রাত্রে প্রলাপ ও পলাইবার ইচ্ছা। ঠোঁঠ শুষ্ক ও অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং এককালে অধিক পান, নড়ায় যাতনা, উঠিয়া বসায় গা বমি বমি করা ও মূর্চ্ছা হওয়া; নিদ্রা হইতে ধড়্‌মড়িয়া উঠা।

ষ্ট্রাম—প্রলাপ, বাচালতা, পলাইবার ইচ্ছা, দাঁত কিড়িমিড়ি করা, ভয়ের দৃষ্টি সহ নিদ্রাভঙ্গ, ঠোঁঠ টাটান ও ফাটা এবং দাঁতে (Sordes) কাল ময়লা পড়া।

হাইয়স—ঝিমন ও অচেতন, বাক্যের অস্পষ্টতা, প্রলাপ, ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি, গলার ধমনীর দপ্‌দপানি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎক্ষেপণ, মুখে ফেনা, চক্ষু তেড়াবাঁকা, দ্বিত্ব দেখা, হঠাৎ ঘুমন্ত চম্‌কে উঠা, অসামাল বা অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ, বিড় বিড় করা ও শয্যা খোঁটা বা হাতড়ান।

মাথায় ঠাণ্ডা বা বরফজলের পটি দেওয়া এবং সেই পটি গরম হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বদলান উচিত। গা ঠাণ্ডা হইলে উহা ফ্লানেল বা অন্য গরম বস্ত্র দিয়া আবৃত এবং আবশ্যক হইলে গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই ঠাণ্ডা স্থানে বুলাইতে থাকিবা।

জিঙ্ক—এককালে চৈতন্যশূন্যতা, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু ও প্রসারিত এবং

সাড়হীন পুত্তলি, হাত পা বা সর্ব্বশরীর বরফবৎ, আবদ্ধ শ্বাস, হাত ও পায়ের পাতার বর্ণ নীল, নাড়ী দুর্ব্বল ও অপ্রাপ্য-প্রায় হওয়া।

ভেরাট-ভি—সূর্য্যতাপ অধিক লাগা, অপরিমিত সুরা পান জন্য এবং শিশুর দন্তোদ্গম কালীন মস্তিষ্ক প্রদাহ, শ্রবণশক্তির আধিক্য,দৃষ্টির গোলযোগ, স্মরণ শক্তির হ্রাসতা, মাথায় হাতুড়ি মারার ন্যায় অনুভব।

জেল্‌স্—মাথার পশ্চাদ্ভাগে কোন গুরু ভার দ্রব্য থাকা বোধ, মস্তিষ্কের চতুর্দ্দিগে একটা লৌহচক্র পরিহিত রহিয়াছে বোধ, চক্ষু অত্যন্ত ভার, দৃষ্টি-মালিন্য।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা।

(IRRITATION OF BRAIN.)

গমনকালীন মাথাঘোরা, ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি, আলোক বা শব্দ অসহ্য হওয়া, অক্ষুধা, বমন, অঙ্গ চিড়িক মারা ও খিঁচুনি, দৃঢ়-মুষ্টি বাঁধা, হঠাৎ হাত পা ঊর্দ্ধে তোলা, অনিদ্রা, খেঁৎখেঁতে হওয়া, অস্থিরতা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান উপসর্গ। নিতান্ত শিশুদিগের আতঙ্কের চেহারা হওয়া ও ভয় পাইয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরা; কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্কের জ্বর, তাপ, কপাল ব্যথা, এবং খেলাইতে খেলাইতে তাহা ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া মার কোলে মাথা গোঁজড়ান এবং অত্যন্ত ভয় পাওয়া ও কান্না; আবার কিছু পরে পূর্ব্বের মত খেলা করা, অথবা গা বমি বমি হইয়া বমন করা প্রভৃতিও এই রোগের উপসর্গ। দন্তোদ্গম, উগ্র ও উত্তেজক দ্রব্য আহার বা পান, ভয় রাগ প্রভৃতি মনের শমতানাশক কারণ, শরীরস্থ রসের অধিক ক্ষয় এবং নিম্ন আর্দ্র ও অল্প বা অবিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস, ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। আরোগ্য না হইলে ইহা হইতে মস্তিষ্ক-প্রদাহ ও মস্তিষ্কে জল-সঞ্চার রোগ হওনের সম্ভাবনা।

জ্বরে লঘু পথ্য; জ্বর না থাকিলে অনায়াস-জীর্ণ, অনুত্তেজক, পুষ্টিকর আহার বিধি। রোগী অধিক আলোক দেখিতে বা অধিক শব্দ শুনিতে না পায় এমত ব্যবস্থা করিবা। স্থান নিম্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইলে তাহা পরিবর্ত্তন

করিয়া দিবা। সেক ও ঘর্ষণ দ্বারা পায়ের পাতা গরম ও সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখা কর্ত্তব্য।

সামান্য রোগে অস্থিরতা, অনিদ্রা, শব্দের অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সামান্য মাত্র লক্ষণ থাকিলে ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার কাফি এবং তাহাতে ফল না দর্শিলে আর্স বা লাকাসিস বিধি।

আকন—তাপ, দ্রুত নাড়ী, অনিদ্রা, অস্থিরতা।

বেল—মস্তক ও বদনমণ্ডল গরম, লাল, তাহাতে শির উঠা, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, চক্ষু অতিরিক্ত উজ্জ্বল, অনিদ্রা, ঘুমাইলে সামান্য শব্দ বা গাত্র-স্পর্শ মাত্রে চমকান, আক্ষেপ বশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা, মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চিড়িক মারা, মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, নিয়ত কান্না।

কামো—রাগ বা পেটের অম্ল বশতঃ রোগে; ইহার সঙ্গে উদরাময় ও পেট ব্যথা, অত্যন্ত আব্দার করা, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে শান্ত থাকা।

নক্স—সুরা প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার হেতু রোগে; গা চিড়িক মারা, আলোকে বিরক্তি, অপরিষ্কার জিহ্বা, স্পর্শ মাত্র গাত্র বেদনা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

ইগ্নেসা—অন্য অন্য উপসর্গ সহিত অঙ্গ চিড়িক মারা বা পেশীর আক্ষেপ।

চায়না—দীর্ঘকালের উদরাময় অথবা নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস বশতঃ অস্থিরতা, অনিদ্রা, দিন দিন কৃশ হওয়া ও সর্ব্বাঙ্গ সমধিক সাড়বিশিষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্পর্শ মাত্রেই লাগা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে।

আর্স—গণ্ডমালাধাতুগ্রস্তেরা পূর্ব্ব-লক্ষণ-যুক্ত হইলে—কেবল অত অধিক সাড়ের অভাব।

ওপিয়ম—ভয় বশতঃ রোগে।

ইগ্নেসা, নক্স—৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ও চায়না ১২।২৪ ঘণ্টা অন্তর।

মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

(CONGESTION OF BRAIN.)

ব্রহ্মরন্ধ্র কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, মাথা অল্প গরম, নাড়ীর গতির অসমতা ও মান্দ্য, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, কখন বা ভেদ; মুখ-মণ্ডল সরস, কপাল ও ঘাড়ের শিরা উঠা, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত, ফ্যাল্‌ফেলে

দৃষ্টি, নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, এবং নিদ্রা গাঢ় অথচ মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। ইহা না সারিলে মস্তিষ্ক-প্রদাহ বা মাথায় জলসঞ্চার ব্যাধি হইয়া থাকে।

দুই কারণে এই রোগ হইতে দেখা যায়। এক কারণ—আঘাত লাগা, দন্তউঠা এবং হুপিংকাশির দরুণ মাথায় অধিক রক্তের গতি হওয়া; অপর কারণ—শিরায় অধিক চাপ লাগা বা দুর্ব্বলতা জন্য রক্তের তেজোহীনতা ঘটিয়া স্কন্ধে সেই রক্ত সঁচন্ন হইয়া থাকা।

রোগ হয়ত হঠাৎ দেখা দেয়, অথবা প্রথম খিট্‌খিটে ভাব ও অস্থিরতা, পরে মাথাধরা, বমন ইত্যাদি উপসর্গের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া মাথা গরম হওয়া, বদন আরক্তিম হওয়া, কষ্টের চেহারা, সকল বিষয়ে ঔদাস্য, অঘোর হওয়া, এবং সর্ব্বশেষে দড়্‌কা বা আক্ষেপাবস্থা ঘটিয়া মৃত্যু।

এই রোগে মাথা ঠাণ্ডা ও পায়ের পাতা গরম রাখা আবশ্যক; রোগীকে স্থির রাখিবা, কোন মতে বিরক্ত হইতে দিবা না; পথ্য লঘু ও বলকারী এবং যাহাতে ঘর অধিক গরম না হয়, এমত ব্যবস্থা করিবা।

আকন—বদন সরস ও লাল, গা গরম, নাড়ী দ্রুত, পিপাসা, মাথা ঘোরা, অস্থিরতা, এগোড় ওগোড় করা।

আরম—মাথা গরম ও তন্মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া, চক্ষুর সম্মুখে আগুনের ফিন্‌কিবৎ ঝক্‌মক্‌ করা।

আর্নিকা—আঘাত লাগা জন্য রোগ। শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা গরম, উঠিলে মাথা ঘোরা, কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভনানি শব্দ হওয়া।

ওপি—অঘোর, বদন আরক্তিম, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত ও আক্ষেপযুক্ত বা চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত, আবল্য, ভগ্ন-নিদ্রা, জাগিলে অস্থির দৃষ্টি, ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফীত, শ্বাস-কষ্ট ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা।

কফি—মাথাভার, চক্ষু লাল ও চক্‌চকে, এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের এককালে অভাব বোধ হওয়া।

কাল্কা—প্রাতে মাথা দপ্‌দপ্‌ করা, ঘুমাইলে প্রচুর ঘাম হওয়া, সদা শ্রান্তি বোধ ও ঘুম পাওয়া, পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা হওয়া।

গ্নোনোইন—মস্তক বড় হওয়া বোধ, মাথা ঘোরা, মস্তিষ্কের স্পন্দন, বদন পাল্লাশ বর্ণ, নাড়ীর দ্রুত গতি। অধিক রৌদ্র বা অগ্নিতাপ লাগা জন্য পীড়া।

চিন—রস রক্ত ক্ষয় দরুণ দুর্ব্বলতা জন্য রোগ। বদনে রক্তহীনতা, মাথা ফেটেপড়া, স্পর্শ করা মাত্র মাথার বেদনা বৃদ্ধি, সামান্য বাতাসে কষ্ট।

জেল্‌স্—মাথা ভার, জড়তা, দ্বিত্ব দেখা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাড়াধিক্য, অঘোর ঘুম, বড় চটা স্বভাব। দাঁত উঠাকালীন পীড়া।

নক্স—অজীর্ণতা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও আবল্য থাকিলে ইহা ওপির পর খাটে।

পল্‌স—বদন গরম ও ঘর্ম্মাটে, মাথা খালি বোধ ও তাহার জড়তা, সদা শীত শীত করা, অথচ বায়ু সেবনে স্বচ্ছন্দতা বোধ, সন্ধ্যায় যাতনা বৃদ্ধি, অধিক আহার হেতু উদরাময় জন্য মাথায় রক্তসঞ্চয় পক্ষে।

ফেরম—বদন পাঙ্গাশ, কিন্তু অল্প শ্রম বা উদ্বেগ হইলে উহার আরক্তিম ভাব, মাথা টিপ্‌টিপ করা ও মাথার খুলি স্পর্শে লাগা।

ব্রাই—কপাল ফেটে যেন মস্তিষ্ক বাহির হইবে এমন বোধ; বদন লাল হওয়া; নাক হইতে রক্ত পড়া; নড়ায় যাতনার আধিক্য, স্থির থাকায় যাতনার সমতা; মল শুষ্ক ও কঠিন। শেষোক্ত তিনটী ঔষধ সামান্যতঃ ও উদর-সংশ্লিষ্ট পীড়ায় অধিক ব্যবহার্য্য।

বেল—বদন লাল ও উত্তপ্ত, চক্ষু আরক্তিম ও চক্‌চকে, তাহার পুত্তলি বিস্তৃত, চক্ষু মুদিলে চম্‌কান, ঘুম ঘুম অথচ নিদ্রা না হওয়া, দড়্‌কা, ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফীত হওয়া ও তাহাতে দপ্‌দপানি, নিয়ত গোঁঙান, ব্যথা হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছাড়া।

ভেরাট—মাথার জড়তা ও তাহা ঘোরা, উহার অভ্যন্তরে ফুলা বোধ, অযথা দৃষ্টি, শীত শীত করা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাড়ের হ্রাসতা, দড়্‌কা বা পক্ষাঘাত। দাঁত উঠাকালীন পীড়া।

মার্ক—মস্তকের এত পূর্ণতা, যেন ফেটে পড়িবে বোধ হওয়া, রাত্রে বৃদ্ধি।

রস—মাথা জ্বালা ও দপ্‌দপানি, তথায় হুল ফুটুনির ন্যায় যাতনা, বদন চক্‌চকে লাল হওয়া, অস্থিরতা, সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, দুই প্রহর রাত্রের পূর্ব্বে নিদ্রা না হওয়া।

লাচনান্থ—শরীর এমন ঠাণ্ডা যে কিছুতেই গরম হয় না, অথচ অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় জ্বলিতে থাকা। মাথা খিল (Wedge) দ্বারা দুই ভাগ করা হইয়াছে অনুভব হওয়া।

ষ্ট্রাম—অচৈতন্য, দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা, প্রচণ্ড রাগ ও কামড়াইবার ইচ্ছা, বদন লাল হওয়া ও ফুলা, বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া ফেলা, জড়ের চেহারা, অতিরিক্ত পিপাসা ও জলে আতঙ্ক।

সল্‌ফর—থাকিয়া থাকিয়া মাথায় তাপ। মাথা পূর্ণ ও ভারি, এক প্রকার ভ্রমাত্মক দৃষ্টি, পেশীর আক্ষেপ, চর্ম্ম রোগ বন্ধ হওন জন্য পীড়া।

দাঁতউঠা কালীন মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় সহ দড়কা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ, এই উভয় রোগে গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া মাথায় ক্রমাগত লাগাইতে থাকিলে আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা। এইরূপ অর্দ্ধ ঘণ্টা বা অধিক কাল করিতে থাকিলে রোগী অনেক সময় সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চার।

(DROPSY OF THE BRAIN.)

মস্তিষ্কোপরি তিনটী ঝিল্লি বা আবর্ত্তন আছে। ধাতুবিকৃতি থাকিলে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, মধ্যাবর্ত্তন মধ্যে জলসঞ্চার হয়। প্রথম কয়েক দিন শরীর অবসন্ন, ক্রমে অল্প শ্রমেই শ্রান্ত, নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা, চলিতে পা লট্‌পট্‌ ও সামান্য কারণে বিশেষতঃ মাথা তুলিতে হইলে টলিয়া পড়া, বিরক্তি প্রকাশ এবং ঘাড়, হাত ও পা ব্যথা, মাথা গরম, তথায় বেদনা ও তাহা হঠাৎ নাড়িলে চক্ষে সরিষার ফুল দেখা, মুখমণ্ডলের বর্ণ কখন গাঢ় লাল, কখন ফেঁকাশে, পাকাশয়ের উত্তেজনা, সোজা হইয়া বসিলে বা বসাইলে বমন, চক্ষু আরক্ত হওয়া বা পুত্তলিকার সংকীর্ণতা, আলোক অসহিষ্ণুতা, জ্বর, গাত্র-তাপ, অনিদ্রা বা অধিক নিদ্রা, নিদ্রিত অবস্থায় দন্ত কিড়িমিড়ি ও চমকান এবং জাগরিত করিলে মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার, উত্তর দেওয়া কালীন কথা বাঁধিয়া যাওয়া, প্রস্রাব অল্প ও ঘোলাটে বা এককালে বন্ধ, গা বমি বমি ও বমন এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা। শেষোক্ত দুইটী ইহার বিশেষ উপসর্গ, মস্তিষ্কের অপর রোগে ইহাদিগকে দেখা যায় না। বহু দিন রোগী এই অবস্থায় থাকে। রোগের যত বৃদ্ধি হয়, শরীরের ব্যথা ততই কমে; চিত করিয়া শোয়াইয়া রাখিলে চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু উচ্চ করিয়া তুলিলেই চীৎকার করে। অঘোর, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত, তাহার পুত্তলী বিস্তৃত বা স্থির, অথবা

ক্ষণিক বিস্তৃত, ক্ষণিক সঙ্কুচিত, বস্তু অস্পষ্ট বা দ্বিত্ব দেখা বা তেড়াচে দৃষ্টি, কাহারও এ সময় কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, কিন্তু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে, গোঁ গোঁ করিতে থাকে এবং দুর্ব্বল ও কম্পিত হস্ত পুনঃ পুনঃ মাথার দিকে তোলে। এ অবস্থায় ৮ হইতে ১৪ দিন থাকিয়া, অধিক বা অল্প পরিমাণে দড়্‌কা, নিয়ত গোঁ গোঁ করা বা প্রলাপ, কিন্তু এককালে চেতনা শূন্য, চক্ষু নিস্তেজ, ঘোলাটে ও উর্দ্ধ দৃষ্টি, প্রথম হইতেই সকল অবস্থায় নাড়ী দ্রুত, মধ্যে মৃদু ও দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে বেগবতী হইয়া এককালে লুপ্ত হয়, হাত পা শিথিল, পেট খোলে পড়া, নিঃশ্বাস অসমান। সর্ব্বশেষে অঘোর ও নির্জীব বা দড়্‌কা হইয়া প্রাণত্যাগ হওয়া।

দুই হইতে আট বৎসর বয়ঃক্রম কাল মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। যাহাদের গণ্ডমালা-ধাতু ও যাহাদের বড় মাথা, চক্ষু বসা ও বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া লাগে এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবিশিষ্টদিগের এই রোগ হয়। জনকের অতিরিক্ত সুরাপান অথবা জননীর গর্ভ বা স্তন দেওয়ার অবস্থায় হঠাৎ ভয় পাওয়া, শিশুর পড়িয়া যাওয়া কিম্বা আঘাত লাগা, মাথায় অতিরিক্ত হিম বা তাপ লাগা, হঠাৎ পুরাতন চর্ম্মরোগ, ঘা বা হাঁমাদির গুটী অন্তর্হিত হওয়া, আমরক্ত বা পুরাতন উদরাময়, কাণের পূয পড়া হঠাৎ বন্ধ হওয়া, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মস্তিষ্কের সন্নিহিত যন্ত্রের প্রদাহ, এই সমস্ত রোগের উদ্দীপক কারণ। কখন কখন রোগ অতি প্রবল হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই সাংঘাতিক হয়। সবলকায়দিগের জ্বর ও প্রবল দড়্‌কা হইয়া তিন চারি দিবসে মৃত্যু হয়, অথবা অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল লাল, মাথা গরম, তাহাতে শির উঠা ও দপ্‌দপানি, সামান্য শব্দে চম্‌কান, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, আলোকাসহিষ্ণুতা, নাড়ী প্রথম প্রথম মোটা ও দ্রুত, নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, পাকাশয়ের উত্তেজনা, জিহ্বা শাদা ও কাঁটা-বিশিষ্ট এবং যেন আকারে একটুকু বড়, কোষ্ঠ বদ্ধ বা সবুজ বর্ণের মল, প্রস্রাব অত্যল্প বা এক কালে বন্ধ, সর্ব্বদা হাত মাথার দিকে তোলা, ভয় ও কষ্টের চেহারা, উন্মাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর চীৎকার এবং পূর্ব্বলিখিত শেষ উপসর্গ হইয়া মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ না সারিয়া, অথবা ক্রমে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘকালে রোগ পুরাতন হইয়া পড়ে। মাথা ক্রমে ক্রমে বড় হয়, কিন্তু মুখ

স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। নিতান্ত শিশুদিগের মাথার জোড় খুলিয়া যায় এবং সন্ধি স্থান উচ্চ ও স্বচ্ছ হইয়া দপ্‌দপানি ও চাপিলে জল নড়া বিলক্ষণ অনুভূত হয়। যাহাদিগের স্বাভাবিক বড় মাথা, তাহাদিগের মস্তকাকৃতির বৃদ্ধি হয় না। সর্ব্বপ্রথম অবসন্নতা, ক্রমশঃ হাত পা ঘাড় ও পীঠের মাংস ক্ষয় হয়, কিন্তু পেট সমান অবস্থায় বিস্তৃত থাকে, প্রস্রাব অল্প, মুখ দিয়া লালা ঝরা, দিন দিন দুর্ব্বলতা এবং কাহারও বা বুদ্ধি-ভ্রংশতা ঘটে, কিন্তু অধিকাংশের মনোবৃত্তি বিশৃঙ্খল হয় না। কখন কখন মাথাটা এত বড় হইয়া উঠে, যে উহা সোজা করিয়া উর্দ্ধ দিগে রাখিতে অশক্ত হয়। প্রবল ও প্রচণ্ড খিঁচুনি এবং অঙ্গ কাষ্ঠবৎ হওয়া, বসিলেই মাথা ঘোরা, অথবা মাথা গরম হওয়া ও বেদনা করা, রাত্রে জ্বর, অস্থিরতা, মাথা এগোড় ওগোড় করা, বালিশে মাথা গোঁজ্‌ড়ান, জিহ্বা ঠোঁঠ ও নীচের চোয়াল সদা নাড়া—যেন কিছু চিবাইতেছে —টেড়া দৃষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। কখন কখন মস্তকের আকার বৃদ্ধি না হইয়া চক্ষু ঘোলাটে ও তাহা হইতে জল ঝরে, তাহার কোণে পিচুটি পড়ে, নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক ও ঘ্রাণ শক্তির এককালে নাশ হয়, কিন্তু শ্রবণশক্তির এরূপ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, কনকনে স্বরে দড়কা উপস্থিত হয়। স্মরণ শক্তি এককালে যায়, হা করা মুখ হইতে লালা গড়াইয়া পড়ে। বিলক্ষণ ক্ষুধা ও নিদ্রা হয়, কিন্তু দিন দিন রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। মাথা দোলাইলেই ভোমা মারার (হতবুদ্ধি) ন্যায় দেখায়। শেষোক্তটী পুরাতন রোগের বিশেষ লক্ষণ।

অধিকাংশ স্থলে রোগের সূত্র গর্ভাবস্থাতেই বা ভূমিষ্ঠ হওনের অল্প দিন পরেই হইয়া থাকে।

তরুণ রোগে নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গরম ঘর্ম্ম নির্গত হওয়া, নাসিকা ও কর্ণ রন্ধ্র সরস থাকা, মাথা ভারের লাঘব ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া সুলক্ষণ। বমন হওয়া, অঘোর থাকা, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুত্তলিকা স্থির থাকা ও দেখিতে না পাওয়া, আগ্রহের সহিত আহার্য্য ও পানীয় গলধঃকরণ করা, দড়্‌কা, এক কপালে মাথা ব্যথা, নাড়ীর অসমতা ও মন্দগতি হওয়া কুলক্ষণ। ব্যাধি যতই নূতন ও প্রদাহ যতই প্রবল হয়, ততই অধিক আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে। অধিক ঘর্ম্ম বা প্রস্রাব হইয়া কখন বা হঠাৎ নিরাম

হয়। কখন কখন অত্যন্ত সঙ্কট ও দুঃসাধ্য অবস্থা হইতে রোগী ফিরে। কখন কখন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

জ্বর, বিশেষ একজ্বর, হাম, বসন্ত, কাশি, উদরাময়, কষ্টে দন্তোদ্গম প্রভৃতি ব্যাধি সকলের সহিত এই রোগ অবস্থিতি করে; এবং সেই জন্য বমন, আলোক ও শব্দাসহিষ্ণুতা, মাথা গরম ও খেঁৎখেঁতে মেজাজ দেখিলেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম চিকিৎসা করিলে রোগ আরোগ্যের অনেক সম্ভাবনা।

যে পরিবার মধ্যে এ রোগ দেখা দিয়াছে, তথায় সন্তানকে মাতার স্তন দেওয়া পরামর্শ নহে। ধাত্রী-স্তন বা ঢোকা দুধ দেওয়া কর্ত্তব্য। তথায় শিশুগণের মস্তক প্রথম প্রথম ঈষৎ উষ্ণ ও পরে ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ ধৌত করা উচিত; মাথায় ফুস্কুড়ি বাহির হইলে ঐ ধৌত-প্রক্রিয়া বন্ধ করিবা। রোগের প্রথমাবস্থায় লঘু, পরে অনায়াস-জীর্ণ হাল্কা ও বলকারী পথ্য বিধি।

আকন—চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, নাড়ী দ্রুত, বিশেষ স্থূলকায় পক্ষে। সর্ব্ব প্রথমে উপদাহের অবস্থা, আলোক ও শব্দাসহিষ্ণুতা; অনিদ্রা, অস্থিরতা, অতিরিক্ত কান্না, রোগীর নিজের হাত কামড়ান, জলবৎ সবুজ ভেদ ও অতিশয় ভয় পাওয়া। প্রাতে এক মাত্রা করিয়া সাত দিবস, পরে দশ দিন বিরাম, আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার প্রথম বারের ন্যায় সেবন, প্রতিকার বুঝিলে বন্ধ।

আপিস—ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চীৎকার, অত্যন্ত জ্বর ও প্রলাপ, বালিশে মাথা গোঁজড়ান, দাঁত কিড়মিড় করা, শরীরের এক ভাগে চিড়িকমারা ও অপর ভাগে পক্ষাঘাত, মাথায় প্রচুর ঘাম, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব হওয়া।

আর্ণিকা—আঘাত বা পড়িয়া যাওয়ার নিমিত্ত রোগে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আঘাত হইলে কোনিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্স—মুখমণ্ডল পাঙ্গাশ বর্ণ; যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু এককালে অধিক পানে অশক্ত; নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অসমান, বিশেষ যথায় রোগের মধ্যে মধ্যে বিরাম থাকে।

ইগ্নেসা—পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ হইতে থাকিলে।

ইপিকা—অনবরত গা বমি-বমি করা এবং এক মুহূর্ত্তও তাহার বিরাম না থাকা। ইহার উচ্চ ক্রমে বিশেষ ফল লাভ হয়। (পূর্ব্বোক্ত বিশেষ

উপসর্গ উহার সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধে দমন হইলে রোগেরও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার হয়। যথায় দুই একটী মাত্র উপসর্গের উল্লেখ আছে, তথায় এই ভাবে বুঝিয়া লইবা।)

ওপিয়ম—অতিরিক্ত অগ্নি বা সূর্য্যের তাপ লাগা প্রযুক্ত রোগে; অথবা অন্য কোন উপসর্গ না হইয়া হঠাৎ বলক্ষয়, হতবুদ্ধিতা, খুব ঝিমন, অঘোরভাবে ও অর্দ্ধ মুদ্রিত ও ঘূর্ণিত চক্ষে নিদ্রা, নিদ্রিত অবস্থায় নাক ডাকা, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাথা ঘোরা, এককালে যন্ত্রণা-শূন্যতা এবং ইহার সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধতা; বদনমণ্ডল স্ফীত ও তাহার বর্ণ কাল্‌চে হওয়া, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হওয়া, আক্ষেপ কালে বা তাহার পূর্ব্বে চীৎকার।

ক্যাম্ফর—গা পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা, কিন্তু অন্তর্দাহ বশতঃ গাত্রে বস্ত্র সহ্য না হওয়া।

কাল্কা—কফাংশ ও গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু; স্বভাবতঃ বিস্তৃত ব্রহ্মরন্ধ্র ও বৃহৎ মস্তক যে সমস্ত শিশুর সকল সময় মাথায় অধিক ঘর্ম্ম হয়, তাহাদের পক্ষে; অজানতঃ হাত মাথার দিকে তোলা; চক্ষুর পুত্তলী বিস্তৃত, নাড়ী দ্রুত, কিন্তু জ্বরের তাদৃশ প্রাবল্য নয়, বাধ-বাধ-বাক্য, শ্রবণ ভিন্ন অপর ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, জিহ্বা ও ওষ্ঠ কাটফাটা শুষ্ক, বিলক্ষণ ক্ষুধা, দিন দিন শীর্ণ হওয়া, কষ্টে কটু ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব ত্যাগ এবং সলফরের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইলে ইহা সেই ঔষধের পর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কোনিয়ম—হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া শুইয়া থাকা, মাথা ভার, মস্তিষ্কের ডান ভাগে কোন বৃহৎ পদার্থ অবস্থান করিতেছে বোধ হওয়া, মাথা নাড়িলে, বকিলে, বা সামান্য শব্দে মগজ দুলিতে থাকা, চক্ষে আলোকের ছটা পড়িলেই কষ্ট হওয়া, এ সমস্ত উপসর্গে এই ঔষধে উপকার সম্ভাবনা।

জিঙ্ক—রোগের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত উপসর্গ থাকিলে; অপরাহ্নে বা সায়ংকালে একগুঁয়ে হওয়া, ঘুমন্ত প্রলাপ, এইরূপ কিছু দিন থাকিয়া কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পরে অত্যন্ত কপাল ব্যথা, শুইলে তাহার সমতা, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে না পারা, আলোক অসহিষ্ণুতা, নাসিকারন্ধ্রে শুষ্কতা, কাটনেকার, বমন ও অতিরিক্ত ক্ষুধা, ঘোলাটে প্রস্রাব, সন্ধ্যায় জ্বর, অঙ্গ চিড়িক মারা; অথবা পীড়ার বৃদ্ধি ও শেষাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হওনের আশঙ্কা হইলে; চেতনাশূন্য

অঘোরাবস্থা, অৰ্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুত্তলীর বিস্তীর্ণতা ও সাড়-শূন্যতা, হাত পা বা সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ ঠাণ্ডা হওয়া; হাত বা পা নীলবর্ণ; শ্বাসকষ্ট; নাড়ী ক্ষুদ্র, অতিশয় দুর্ব্বল ও অপ্রাপ্য-প্রায়। যাহাতে নাড়ী সবল করে, চক্ষের সাড় হয়, গা গরম থাকে ও শ্বাস-কষ্ট যায়, এমত ঔষধ প্রয়োগ করিবা।

ডিজিটেলিস—নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও অসমান, শাদা বাহ্যে ও পিত্তবমন।

পল্স—হঠাৎ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া দুঃখিত, উদ্বিগ্ন ও কাঁদুনে হওয়া; নিয়ত শীত, অক্ষুধা, শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা, আহারের অনিয়ম না হইয়াও নানা বর্ণের ভেদ ও বমন, ঘোলাটে ও শ্লেষ্মা সংযুক্ত প্রস্রাব, বা অসাড়ে মূত্র-ত্যাগ, চলিতে পা লট্পট্ করা, মাথা ঘোরা, সদা গোঁ গোঁ করা, ভয়ঙ্কর খেয়াল দেখা। গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ খাটে।

বেল—মাথা অত্যন্ত গরম, ছিঁড়ে পড়ার ন্যায় ব্যথা এবং হঠাৎ নাড়িলে বা স্পর্শ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি; মাথা তুলিলেই ঘোরা ও গা বমি বমি করা, কিন্তু শয়ন করিলেই সে ভাব যাওয়া, মুখমণ্ডল রসাল (ফুলা ও লাল), গলার ধমনীর দপ্দপানি, সকল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ আলোক ও শব্দের অস-হিষ্ণুতা, চক্ষু লাল, চক্চকে, বা বাহির হইয়া পড়ার ন্যায়, পুত্তলিকা বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত, চক্ষু ঘুরান, দৃষ্টি বক্র, বমন, জ্বর, নাড়ী বেগবতী, অত্যন্ত পিপাসা, প্রলাপ, উন্মাদের ন্যায় চীৎকার, প্রস্রাব ঘোলা—কখন কখন সজাটে বা অসা-মাল, বিকট চেহারা; অথবা মাথা এদিক ওদিক করা ও বালিশে গোঁজড়ান, মাথার দপ্দপানি ও জ্বালা, নিয়ত গোঁঙান, আবল্য, বিড়বিড় করিয়া বকা, মাঝে মাঝে চমকান, অঘোর ও চেতনা-শূন্য, দন্ত কিড়মিড়ি, দড়কা, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব। ঘুমন্ত লাফান, পলাইবার চেষ্টা করা।

ব্রাই—মাথা গরম, ঘোরা; মাথা নাড়িলে বা তুলিলে হত-বুদ্ধির ন্যায় চেহারা; ক্ষণিক গাত্র-তাপ, ক্ষণিক শীত; ত্বক, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক; ত্বক গরম; অত্যন্ত পিপাসা; চক্ষুর দ্যাক্ষেপ বা কখন মুদ্রিত, কখন খোলা ও দৃষ্টি স্থির, প্রলাপ, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, ও তৎকালে গোঁঙান, চমকান, ঘাড় হাত পা ব্যথা; অথবা নিয়ত নিদ্রাবেশ, সদা চিবানর ন্যায় চোয়াল নাড়া, পেট ফোলা ও অতিশয় কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা মল পোড়ার ন্যায়; প্রস্রাব ঘোলাটে, লাল ও ত্যাগে কষ্ট, বা এককালে বন্ধ, অথবা অত্যল্প গরম ও লাল; বালিশে মাথা গোঁজ-

ড়ান, নিঃশ্বাস কষ্টকর ও ঘন ঘন, বদনমণ্ডল গাঢ় লাল, বসিলেই গা বমি বমি করা ও মূর্চ্ছিতবৎ হওয়া, হঠাৎ চমকানি সহ চীৎকার করা। মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইয়াছে স্পষ্ট বুঝিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

মার্ক-সল—মাড়ি ফুলা ও তথা হইতে রক্তপাত, লাল পড়া, বীচি আওয়ান, হড়হড়ে বা মেটে বর্ণের ভেদ হওয়া।

রস—সন্নিপাতের অবস্থায়, অতিরিক্ত মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ও ভার বশতঃ উহা কাঁদে ফেলা বা বুকে ঝুলা; মস্তকের পশ্চাৎভাগ কামড়ান ও চাপের ন্যায় ব্যথা, বা তথায় যেন কিছু সড়সড় করিয়া বেড়াইতেছে বোধ হওয়া, আবল্য, মৃদু বা দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, অঙ্গখিঁচুনী, মাথায় অতিরিক্ত বেদনা, যন্ত্রণার বিরামকালে অঘোরাবস্থায় থাকা প্রভৃতি উপসর্গে। শোথের সঙ্গে এই রোগ থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ ফল দর্শায়।

লাক্যাসিস—রোগের শেষাবস্থায়, বিশেষ স্বভাবতঃ রুগ্ন বা দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে, অথবা যথায় পূর্ব্বে অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে, কিম্বা কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অত্যন্ত বলক্ষয়, গোঁঙান, আবল্য বা অঘোর থাকা, নাড়ী কম্প-যুক্ত ক্ষণ বিলুপ্ত বা অপ্রাপ্য।

ষ্ট্রাম—প্রলাপ, বাচালতা, পলায়নের ইচ্ছা; গাত্র-তাপ; মাথা হাল্কা হওয়া ও মধ্যে মধ্যে উহার খিঁচুনি; চক্‌চকে পদার্থ দর্শনে ও স্পর্শে পুনর্ব্বার আক্ষেপযুক্ত হওয়া।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—পুরাতন রোগে, বিশেষ যথায় অধিক পারা ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় ইহা ফলদায়ী।

সল্‌ফর—মাথা ভার ও উহাতে মৃগনাভির ন্যায় গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, মুখে টক গন্ধ, দিবাভাগে ঝিমন ও রাত্রিকালে অনিদ্রা; স্ফোটক বন্ধ জন্য এবং গণ্ড-মালা ধাতুগ্রস্তের রোগে; রোগ নিঃশেষ জন্য অথবা অন্য ঔষধে কতক দূর মাত্র প্রতিকার হইয়া ধাতু-বিকৃতি বশতঃ আর উপকার হইতেছে না, এমত স্থলে এই ঔষধ ফলদায়ী।

সল্‌ফর সেবনে নিম্নোক্ত উপসর্গ গুলি হয়, এবং সেই নিমিত্ত ইহা এই রোগের একটী উপযুক্ত ঔষধ; পা লট্‌পট্, মাথা ব্যথা ও ভার, মস্তিষ্কের ভিতর দপ্‌দপানি, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় কষ্ট হওয়ায় বালিশে মাথা ঘসা বা

গোঁজড়ান, ঘুমন্ত চমকান, কান্না, বিড় বিড় করা, গোঁঙান, নাক ডাকা, প্রলাপ, কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রভৃতি। রোগের সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগে কম বেশী ফল লাভ হয়।

সিনা—গাত্র স্পর্শ করিলে কান্না ও গোঁঙান, হাত পা ভার, মাথা ব্যথা, চক্ষের সম্মুখে আগুনের ফিন্‌কি ছোটা, কখন মস্তিষ্কের কখন উদরের পীড়ার আধিক্য, এবং এক উপস্থিত হইলে অপরের অন্তর্ধান, তাড়াতাড়ি পানে গা বমি বমি, এবং কখন বা ভেদ, আহারে অনিচ্ছা বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, শরীরের লট্‌পটানি, দুর্ব্বলতা, চক্ষে সরিষাফুল দেখা, নাক খুঁটুনি এবং ঘোলাটে ও শাদা প্রস্রাব। আব্‌দারে ও রাগী ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইলে। ক্রিমি ও মস্তিষ্কে জলসঞ্চার, উভয় রোগে পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার সম্ভব।

হাইয়স—প্রচণ্ড প্রলাপ ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

হেল—জ্বর, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, কোমলতা ও অসমান অবস্থা, শ্বাস-কষ্ট, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, পড়িয়া থাকা, মাথা তুলিতে না পারা, অঘোরে থাকা,সদা নাক ঘস্‌ড়ান, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুত্তলী বিস্তীর্ণ, তেড়া বা উর্দ্ধ দৃষ্টি ও চক্ষুর পাতার আক্ষেপ, কপাল তোবড়ান ও উহাতে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। পিপাসা, অক্ষুধা, চিবনর ন্যায় সদা চোয়াল নাড়া, অল্পে রাগ এবং সান্ত্বনা করিতে গেলে অধিক ক্রোধ ও নিকটস্থ লোককে মারা, এক হাত বা এক পা ছোড়া বা ঘুরাণ, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে হওয়া ও ফুলা, প্রায়ই অঘোর—কেচিৎ জাগরিত ও চেতনা-বিশিষ্ট থাকা, কান্না, চীৎকার, নাক শুষ্ক ও পিঁচুটী-যুক্ত, নিম্নচোয়াল ঝুলিয়া পড়া, অল্প অল্প কাল ও কাওয়ার ন্যায় খাঁকরিবিশিষ্ট প্রস্রাব। ব্রহ্মরন্ধ্র উচ্চ হইলে ও মস্তিষ্কে জলসঞ্চারের স্পষ্ট প্রমাণ পাইলে ও পুরাতন রোগে ইহা প্রয়োগ বিধি ও সর্ব্বদা পদদ্বয় গরম এবং মস্তক যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা রাখা বিহিত।

সঙ্কটাবস্থায় যদিও ঔষধে আরোগ্যের প্রত্যাশা না থাকে, কিন্তু উহাতে যন্ত্রণার লাঘব করে এবং তাহা করিয়া তুলিতে পারিলেও মনের কতক তৃপ্তি লাভ হয়।

নিঃশ্বাস-কষ্ট, নাক ডাকা, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও অঘোরাবস্থা পক্ষে ওপিয়ম; আক্ষেপ নিমিত্ত কামো, ইগ্নেসা, ইপিকা; বুকের আক্ষেপ ও শ্বাস-কষ্ট জন্য

ষ্ট্রামনিয়ম ও মসকস; দড়কা ও টঙ্কার নিবারণার্থ কাম্ফরের আদত আরক নাকের গোড়ায় ধরা, এবং বলক্ষয়কারী ভেদ বমন দমনার্থ আর্স, রস, লাকাসিস, ব্যবহার বিধি। (বিশেষ বিশেষ উপসর্গ সম্বন্ধে সেই সেই রোগ দেখ)।

পুরাতন রোগে, পূর্ব্বলিখিত ঔষধ মধ্যে ব্রাই, জিঙ্ক, হেলিবোর, আর্স, সল্‌ফর, কাল্কা অধিক ব্যবহার্য্য।

তরুণরোগে সামান্যতঃ ৪।৬ ঘণ্টা, নিতান্ত আবশ্যক হইলে কখন কখন দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া বিধি। পুরাতন রোগে এক সপ্তাহ প্রত্যহ একবার, পরে দশ দিন বিরাম। যে সকল শিশুর এই রোগ হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাদিগকে অনায়াস-জীর্ণ অথচ বলকারী আহার দেওয়া, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান, সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা, পরিমিত ব্যায়াম করিতে দেওয়া, ক্রমে সহ্য করাইয়া প্রত্যহ স্নিগ্ধ জলে স্নান করান ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে ধাতু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যে শিশুদের বড় মাথা, দীর্ঘকালে ব্রহ্মরন্ধ্র পূরিয়া আসে, তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অন্তর কাল্কা. সিলিসা এবং কখন বা পল্‌স প্রয়োগ বিধি।

পুরাতন উদরাময়, অধিক রক্ত বা রসক্ষয় বশতঃ হাইড্রোকেফেলস সদৃশ (মস্তিষ্কে জলসঞ্চার) উপসর্গ হয়, যথা অত্যন্ত অস্থিরতা, জ্বর, মুখমণ্ডল লাল, নাড়ী দ্রুত, ত্বক উষ্ণ, গাত্র স্পর্শ করিলে বা শব্দ শুনিলে চমকান, ঘুমন্ত গোঁ গোঁ করা ও কান্না, পেট ফাঁপা, হড়্‌হড়ে ভেদ ও মধ্যে মধ্যে বমন হওয়া। এ অবস্থায় রোগ দমন না হইলে, বদনমণ্ডল পাণ্ডাশবর্ণ ও ঠাণ্ডা, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও তাহার পুত্তলী আলোক গ্রহণে অশক্ত, নিঃশ্বাস অসমান, স্বর ভঙ্গ, মাঝে মাঝে কাশি, পরে ঘড়ঘড়ানি-শ্বাস, সজ্জাটে রাহে, পায়ের পাতা শীতল, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত এবং সর্ব্বশেষে অঘোরাবস্থায় মৃত্যু। রোগদ্বয়ের বিশেষ এই, মস্তিষ্কের পীড়ায় মুখ লাল ও কোষ্ঠ কঠিন, এই রোগে ফেঁকাশে বর্ণ ও উদরাময় হয়।

এই রোগের ঔষধ—ফস, জিঙ্ক, কাল্কা, ফস-আসিড ও ভেরাট্র, সল্‌ফর-আসিড, হিপর। এই সম্বন্ধে "উদরাময়" দেখ। আহারের বিশেষ যত্ন করিবা, প্রসূতির দুগ্ধ অপুষ্টিজনক অথবা অস্বাস্থ্যকর হইলে তাহা বন্ধ করিয়া উত্তম ধাত্রী বা তদভাবে গর্দ্দভ বা গাভি-দুগ্ধ দেওয়া পরামর্শ।

চক্ষুর পাতার প্রদাহ।

কখন চক্ষুর পাতার ধার ফুলে এবং লাল ও ব্যথাযুক্ত হয়, এবং আঁজনির ন্যায় ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি হইয়া উহারা কখন বা পাকে। পুরাতন হইলে তথায় ম্যাড়মেড়ে পড়ে এবং পাতার লোম গুলি উঠিয়া যায় বা খসিয়া পড়ে।

আকন—চক্ষুর পাতা শক্ত, লাল ও স্ফীত, উত্তপ্ত, জ্বালা-বিশিষ্ট ও শুষ্ক। আলোকে দ্বেষ।

বেল—পাতা জ্বালা, চুলকুনি, ফুলা, লাল হওয়া, জোড়ালাগা ও খোলায় রক্ত পড়া, পাতার কিনারা উল্টান, (ভিতর পীঠ বাহির হওয়া) ও ভার।

নক্স—পাতার কিনারা জ্বালা ও চুলকুনি, স্পর্শে খুব ব্যথা ও প্রাতে জোড়া লাগা।

মার্ক—পাতা ফুলা, কিনারা ক্ষত-বিশিষ্ট হওয়া, ফুটুনি, জ্বালা, চুলকুনি বা যাতনার অভাব। চক্ষু খুলিলে সম্মুখে কাল দাগ নৃত্য করিতেছে বোধ হওয়া।

রস—পাতার ভিতর দিকের প্রদাহ। পাতায় লাল শক্ত আঁজনির ন্যায় ফুলা, প্রাতে পাতা জোড়া লাগা।

সল্‌ফর—পাতার কিনারায় ক্ষত, পাতা জ্বালা করা, বিশেষ পড়িয়া গেলে; চক্ষু হইতে সর্ব্বদা শ্লেষ্মা নির্গত ও সূর্য্যের আলোক অসহ্য হওয়া।

হিপর—চক্ষের উপর-পাতা ফুলা, ব্যথা ও তাহাতে হুল ফুটানির ন্যায় যাতনা বোধ করা, রাত্রে পাতা জোড়া লাগা। সূর্য্য কিরণে চক্ষু নাড়ায় বেদনা।

আঁজনি বা অঞ্জনি।

কখন কখন ইহা অত্যন্ত টাটায়। প্রদাহিত স্থান দিবসে ৩।৪ বার গরম জল দিয়া ধৌত করিবা এবং রাত্রে তথায় ময়দার বা সুজির পুল্‌টিস দিবা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা পল্‌স ব্যবস্থা। এক সারিয়া এক হওয়া এমত স্থলে সল্‌ফর বা হিপর। আঁজনি সারিয়া সেই স্থানে শক্ত ঘুঁটি হইলে ষ্টাফিস। ধাতু পরিবর্ত্তন জন্য কখন কখন কিছু দিন মধ্যে মধ্যে সিলিসা ব্যবহার বিধি।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

বুড়া সালিকের ঘাড়ের লোমগুলি গেলে কিরূপ কদর্য্য দেখায়। অবিবাহিতা কন্যার চুল উঠিয়া গেলে পরিজনেরা বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন ও শশব্যস্ত হন। নিম্নে এই রোগের কতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করা হইল।

তরুণ ও কঠিন রোগ আরোগ্যের পর চুল উঠিয়া গেলে—কার্বো, কাল্কা, ফস-আ, লাইক, সল্‌ফর, সিলিসা, হিপর।

পুনঃ পুনঃ ও অধিক ঘামের জন্য চুল উঠা পক্ষে—মার্ক।

অধিক রস রক্ত ক্ষরণ জন্য চুল উঠা পক্ষে—চিনি, ফেরম।

অধিক পারা ঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য চুল উঠা পক্ষে—কার্বো, নাইট্রি-আ, হিপর।

অধিক কুইনাইন সেবন জন্য চুল উঠিয়া গেলে—পল্‌স, বেল, হিপর।

পুনঃ পুনঃ শিরঃপীড়া জন্য চুল উঠিয়া গেলে—ফস, সিলিসা, সেপি, হিপর।

শোক বা মনস্তাপ জন্য চুল উঠিয়া গেলে—ইগ্নে, ফস।

মাথার সম্মুখের চুল উঠিয়া গেলে—আর্স, নেট্রম, ফস।

ব্রহ্মতালুর চুল উঠা পক্ষে—গ্রাফাইট, জিংক, লাইক, সেপি।

মাথার পশ্চাৎ ভাগের চুল উঠা পক্ষে—কার্বো, ফস, সিলিসা।

পার্শ্বস্থিত চুল উঠা পক্ষে—কালী, গ্রাফাইট, জিংক, ফস।

রগের চুল উঠায়—কাল্কা, নেট্রম, লাইক।

ভ্রূর চুল উঠিয়া গেলে—আগার, কালী, কাষ্ট, বেল।

টাক পড়া পক্ষে—আইড, কাম্ব, (ফস—বিশেষ কাণের পশ্চাদ্ভাগের টাকে।)

চর্ম্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়ায় মাথা চুলকুনি হইলে—কালী, গ্রাফাইট, লাইক, সল্‌ফর, সিলিসা।

মাথায় অধিক খুকি উপলক্ষে—কাল্কা, গ্রাফাইট, মাগ্নিসা, ষ্টাফিস।

চুল মধ্যে শাদা চট্‌চটে ঘাম পক্ষে—চিন, মার্ক।

চুল আগুড়ি পাকিতে থাকিলে—গ্রাফাইট, ফস-আ, লাইক, সল্‌ফ-আ।

কাল্কা—যে সকল স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ অধিক রজঃ ক্ষরণ হয় এবং

প্রস্রাবের পর যাহাদের রক্তস্রাব প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী (Lochia) এমত সকলের চুল উঠিয়া যাওয়া পক্ষে।

লাইক—যাহাদের রক্ত ঊর্দ্ধগ বা মাথায় উঠে।

সল্‌ফর—রক্ত ঊর্দ্ধগ, অর্শগ্রস্ত ও ধাতু-বিকৃতি পক্ষে।

২। ৩ দিন এক মাত্রা করিয়া ঔষধ সেবন, পরে সপ্তাহ বিরাম; উপকার বুঝিলে সেই ঔষধ, নতুবা অপর ঔষধ পূর্ব্বের মত। ছোট ছোট করিয়া চুল ছাটা এবং ঠাণ্ডা জলে শতধারাণীধারে স্নান করিয়া মাথাটা শক্ত তোয়ালে বা ব্রস দিয়া কিছুকাল ঘর্ষণ বিধি। পেঁয়াজের রস চিনিতে ফেলিয়া অথবা কান্থের আদত আরোক ২।৪ ফোটা জলে ফেলিয়া স্পঞ্জ দিয়া চুলের গোড়ায় সপ্তাহ অন্তর স্পঞ্জ করিবা।

কর্ণ-রোগ।

কর্ণ-প্রদাহ ও কর্ণশূল।

ঠাণ্ডা বা জলো বাতাস ও হিম লাগা, চর্ম্ম রোগের গুটী হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া ইত্যাদি কারণে কর্ণ-প্রদাহ হইয়া থাকে। কাণের ভিতর জ্বালা, ব্যথা, দপ্‌-দপানি এবং ভিতর বাহির গরম, স্ফীত ও লাল হয় এবং কখন কখন এরূপ টাটায় যে, প্রদাহিত স্থল স্পর্শ করিতে দেয় না, ও উহার তাড়সে জ্বর হয়। রোগ প্রবল হইলে বমন, হাত পা ঠাণ্ডা ও দড়্‌কা হইতে দেখা যায়।

কর্ণ-শূল পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ হয়; ইহার যাতনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অসহ্য হইয়া পড়ে। ইহার সহিত কর্ণ-প্রদাহের প্রভেদ এই যে, ইহাতে প্রায় জ্বর থাকে না।

প্রদাহ হইলে কাণে তুলা দিয়া ঢাকিয়া সর্ব্ব প্রথম এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর পল্‌স দিবা এবং উহা ৩। ৪ মাত্রা দিয়া প্রতিকার না বুঝিলে এক মাত্রা সল্‌ফর দিয়া ১২ বা ২৪ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া পুনরায় পল্‌স বিধি। ইহা প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। তৎকালে মস্তিষ্কের উত্তেজনায়—বেল। অধিক জ্বর থাকিলে আকন ও বেল্ পর পর। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে বেল ও কফি পর পর বিধি। অধিক কষ্ট হইতে থাকিলে পশমি বস্ত্র বা ভুষি গরম করিয়া পীড়িত স্থানে

লাগাইবা। বিশেষ ও নিয়মিত সময়ে কর্ণ-প্রদাহ ও কর্ণ-শূল পক্ষে—আর্স, জেল্স, নক্স।

প্রদাহ রোগে—বেল ; নক্স, ব্রাই, মার্ক ; কামো, কাল্কা, চিন।

ঠাণ্ডী বা হিম জন্য রোগে—কামো ; ডল্কা, পল্স, মার্ক ; চিন, বেল।

বাত সংক্রান্ত রোগে—পল্স, ব্রাই, মার্ক ; নক্স ; চিন, বেল, সল্ফর।

ছেঁড়ার ন্যায় যাতনা পক্ষে—কামো, পল্স, বেল, মার্ক, সল্ফর।

দপ্দপানি পক্ষে—নাইট্রি-আ, নেট্রম, ফস, মর-আ, সিলিসা, সেপি।

হুল্ফুটুনির ন্যায় যাতনা পক্ষে—কামো, কাল্কা, ড্রোস, নক্স, নাইট্রি-আ, পল্স, মার্ক, বেল, সল্ফর।

বাম কাণের রোগ এবং সকাল সন্ধ্যা ও প্রথম বার যাতনা বৃদ্ধি পক্ষে—সল্ফর।

ডান কাণের রোগে—কাল্কা।

আকন—কর্ণের বাহ্য প্রদেশ উত্তপ্ত, লাল ও স্ফীত। ভিতর প্রদাহিত এবং তথায় বেদনা, ছেঁড়া ও স্পন্দিত হওয়া। জ্বর, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, শব্দাসহিষ্ণুতা। ঠাণ্ডা বাতাস লাগা অথবা কাণ হইতে বহু দিন স্থায়ী কোন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হওয়া জন্য রোগ।

আর্ণিকা—সামান্য হিম লাগায় পুনঃ পুনঃ রোগের আক্রমণ। কাণ গরম এবং তাহার ভিতর ও পশ্চাৎভাগ ভার ও ফুঁড়ুনি এবং আঘাত লাগার ন্যায় ব্যথা, শব্দাসহিষ্ণুতা।

আপারিকস—কাণ লাল, জ্বালা ও চুলকুনি। কাণের পেছন ফুঁড়ুনি।

আমিল—কর্ণমধ্যে জ্বালা ও উত্তাপ, দপ্দপ্ করা ও কর্ণের ঝিল্লি ফাটিয়া পড়িবে বোধ হওয়া।

আণ্ট—কাণ লাল, স্ফীত ও উত্তপ্ত। ভিতর কাণ ফুলা ও মাঝে মাঝে চুলকুনি ; কাণের উপরে ও পেছনে স্ফোটক হইলে।

কাপ্স—কাণের উপর স্থিত অস্থি ফুলা ও তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা। নানা প্রকারের কর্ণ-শূল, কর্ণ ব্যথা, ছেঁড়া ও খুব অভ্যন্তরে চুলকুনি। শেষ বধিরতা।

কামো—হিম লাগা ও হঠাৎ ঘাম বন্ধ জন্য রোগে কর্ণ মধ্যে ছুরি দিয়া

বেঁধা ও ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় যাতনা অনুভব এবং সেই যাতনা অসহ্য হওয়া। শিশুর একগুঁয়ে স্বভাব, অল্পে বিরক্তি ও তাহাকে লইয়া কেবল বেড়াইলে ভাল থাকা।

কাল্কা—কাণের ভিতর বাহির প্রদাহ, বিশেষ এক (ডান) দিকের; দুই প্রহর রাত্রে ও পূর্ব্বাহ্নে যাতনা বৃদ্ধি। কাণের খুব অভ্যন্তরে অসহ্য ব্যথার দরুণ রোগীর ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়া। কর্ণের উত্তাপ ও দপ্‌দপানি।

চিন—বহির্ভাগে ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা, কর্ণ লাল, তাহার ভিতরে ফুটুনি এবং স্পর্শ করিলে বা পীড়িত কাণ চাপিয়া শুইলে যাতনা বৃদ্ধি। আর্ণিকা ও পল্‌সের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

ডল্কা—ঠাণ্ডীর দরুণ কর্ণশূল, স্থির থাকিলে বিশেষ রাত্রে যাতনার আধিক্য এবং ঐ সঙ্গে গা বমি বমি থাকিলে।

নক্স—কামোর পর; উগ্রস্বভাব-বিশিষ্ট শিশুর রোগে; ছেঁড়া ও হুল ফুটুনির ন্যায় ব্যথা, উর্দ্ধে কপালে ও রগে এবং নীচে মুখের অস্থিতে পর্য্যন্ত যাতনার বিস্তার এবং শেষ রাত্রে ও প্রাতে বৃদ্ধি।

পল্‌স—কাণের বাহির প্রদেশ লাল, উত্তপ্ত ও স্ফীত এবং অভ্যন্তরে বেঁধা ছেঁড়া, কামড়ান, ব্যথা ও তথা হইতে কিছু বাহির হইয়া আসিবে এরূপ বোধ, সমস্ত বদনমণ্ডলে ব্যথা-বিশিষ্ট স্ফোটক, কান্না, কখন কখন প্রলাপ।

প্লাটিনা—কাণের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ, সড়্‌সড়ানি ও ফিক লাগার ন্যায় কষ্টকর ব্যথা।

বারাইটা—ডান কাণের সম্মুখের হাড় ছেঁড়া। পার্শ্বে শয়নে কর্ণমধ্যে স্পন্দন।

বেল—প্রচণ্ড কর্ণশূল। কর্ণে চাপুনি, ছেঁড়া ও তন্মধ্যে তীব্র ধাক্কা লাগা বোধ, গলা অবধি ব্যথা বিস্তীর্ণ, শিরঃপীড়া, কপালের শির উঠা ও দপ্‌দপানি, চক্ষু লাল হওয়া, প্রলাপ, বমন, হাত পা ঠাণ্ডা, পীড়িত স্থান স্পর্শনে, নড়ায় বা উচ্চ শব্দে যাতনা বৃদ্ধি।

মার্ক—কর্ণের অভ্যন্তর ও বাহির প্রদাহ। সরস কর্ণ, ভিতর ঠাণ্ডা ও উপর জ্বালা এবং গণ্ডদেশ চিড়িকমারা, কাণের অভ্যন্তরে টাটানি ও ফুঁড়ুনি। ঘর্ম্ম হইয়াও স্বস্তি না হওয়া, রাত্রে শয়নে যাতনা বৃদ্ধি এবং গাল ও দাঁত অবধি ছিঁড়ে পড়ার ন্যায় বেদনা।

লাকাসি—কর্ণ-শূলসহ গলা ব্যথা ও ভিদ্‌ভিদে জ্বর।

সল্‌ফর—বিরক্তির পর কর্ণের পশ্চাৎভাগ ও চক্ষু পর্য্যন্ত কুঁড়্‌নি। কর্ণ মধ্যে জ্বালা, কর্ণ জলপূর্ণ বোধ হওয়া, কর্ণ শেঁটে ধরা, ছেঁড়া। ইহা হিপরের বা মার্কের পর দিলে রোগের কসুরটুকু সারে। পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ পক্ষে অথবা বাম দিকের কর্ণ-শূল এবং প্রথম রাত্রে যন্ত্রণাধিক্য হইলে ইহা বিশেষ খাটে।

স্পাইজি—কাণ মধ্যে গজাল মারার ন্যায় বেদনা এবং গালের অস্থির কামড়ানি ও ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা।

৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন এবং যন্ত্রণা অতিরিক্ত হইলে গরম শেক লাগান উচিত। পথ্য লঘু।

কাণ হইতে রস বা পূয পড়া।

শৈশব ও বাল্যকালে, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের, কাণ পাকিয়া থাকে। কর্ণের অভ্যন্তরে পুরাতন প্রদাহ হইতেই রোগের উৎপত্তি। হামাদি স্ফোটক-পীড়ার পর ইহা প্রকাশ পায়।

উতলা হইয়া কাণ হইতে রস পূয হঠাৎ বন্ধ করা কোন মতে উচিত নহে, তাহা করিলে অনেক সময় ভয়াবহ ও সাংঘাতিক উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। কাণ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য ঈষদুষ্ণ জলে বা দুধে জলে মিশ্রিত করিয়া কাণ ধৌত করা বিধি। পোকা না পড়ে ও হিম লাগিয়া যাতনা না বাড়ে, এ নিমিত্ত পেঁজা তুলা দিয়া কাণ ঢাকিয়া রাখা পরামর্শসিদ্ধ। কর্ণ মধ্যে কীট জন্মাইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া পীড়িত কাণ ভরিয়া তিলের বা তিসির তৈল দিয়া আস্তে আস্তে কাগজের পলিতা বা দোন্না দ্বারা সেই পোকা বাহির করিবা। এবং ভবিষ্যতে পোকায় আর ডিম না পাড়িতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা।

হামের পর কাণ পাকায়—পল্‌স; তাহাতে ফল না হইলে—সল্‌ফর।

বসন্তের পর কাণ পাকায়—কাক্কা, লাকাসি, সল্‌ফর। (পাণি বসন্তে—মার্ক)।

আরক্ত (Scarlet) জ্বরের পর—আকন, বেল, মার্ক, লাইক।

স্ফোটক, গুটী বা পুরাতন ক্ষত হঠাৎ বন্ধ জন্য—সল্‌ফর।

গরমির পীড়া হইতে উদ্ভব কর্ণস্রাব পক্ষে—মার্ক।

গণ্ডমালা ধাতুর কর্ণস্রাব পক্ষে—কাল্কা, লাইক, সল্‌ফর, সিলিসা, হিপর।

অধিক পারা ব্যবহার জন্য কর্ণস্রাব পক্ষে—আরম, নাইট্রি-আ, সল্‌ফর, সিলিসা, হিপর।

কাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিতে ক্ষত জন্য তথা হইতে রস বা পূয ক্ষরণ—আরম, সল্‌ফর, সিলিসা।

রোগ পুরাতন পক্ষে—কাল্কা, মার্ক, সল্‌ফর, হিপর।

কাণ হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় রস ক্ষরণে—পল্‌স, ফস, বেল, লাইক; রস খুব পাতলা হইলে—কাল্কা, মার্ক, সল্‌ফর।

পূয ক্ষরণে—কাল্কা, পল্‌স, মার্ক, হিপর। রক্তমাখা পূয ক্ষরণে পূর্ব্ব ঔষধ গুলি এবং নাইট্রি-আ, পিট্রোল, লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা।

কদর্য্য গন্ধের রস ও রক্তস্রাব পক্ষে—কাল্কা, পল্‌স, মার্ক, লাইক, সল্‌ফর, সিলিসা, সোরিণ, হিপর। এবং পারা ব্যবহারের পর কদর্য্য গন্ধের স্রাবে—আরম, কার্ব্বো, কাষ্টিক, সল্‌ফর, সিলিসা, হিপর।

কর্ণস্রাবের সঙ্গে শিরঃপীড়ায়—মার্ক; উহা বিফল হইলে—বেল বা লাকাসি; এবং সর্ব্বশেষ—সিলিসা।

পূয রক্ত নির্গমনের সঙ্গে গা হাত কামড়ান পক্ষে—কাষ্টিক।

সোহাগার জলে কাণের ভিতর ধৌত করায় উপকার সম্ভব।

পূয পড়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ গলার বীচি আওরাইলে পল্‌স পরে আবশ্যক-মতে মার্ক বা বেল; পূয বন্ধেরপর জ্বর ও অত্যন্ত শিরঃপীড়ায়—বেল ৩।৪ বার; প্রতীকার না দর্শিলে ব্রাই দিবা। হিম বা জল লাগা জন্য রস নির্গমন স্থগিত হইলে এবং নড়া চড়ায় স্বস্তি বোধে—ডল্কা, রস; কিন্তু স্থির থাকিলে ভাল থাকা পক্ষে—বেল, ব্রাই। কাণপাকা সারিয়া তৎপরিবর্ত্তে অণ্ডকোষ ফুলিলে—পল্‌স, নক্স, আর্নিকা, মার্ক।

কর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ ও কর্ণের অপরাপর উপসর্গ।

কর্ণ-শূল ও তথায় পূয পড়া, শিরঃপীড়া, মাথায় রক্তসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে কর্ণ মধ্যে যে বিবিধ প্রকারের শব্দ হয়, রোগ আরোগ্যের সঙ্গে উহারাও সারিয়া যায়। কেবল মাত্র হিম লাগা রোগের কারণ হইলে এবং সন্ধ্যাকালে কর্ণ মধ্যে ঐরূপ শব্দের আধিক্য হইলে—পল্‌স; রাত্রে—ডল্কা, প্রাতে—নক্স। কর্ণে শব্দ হওয়া ও ঐ সঙ্গে অধিক ঘাম হইলে—মার্ক, অথবা ঘর্ম্মের এককালে অভাব পক্ষে—কামো। পারা-ঘটিত ঔষধ সেবন, পুনঃ পুনঃ ও দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ, কিম্বা যকৃতের পীড়া জন্য কর্ণ মধ্যে হিস, হিস শব্দ পক্ষে—চিন, এবং তাহাতে প্রতীকার না হওয়া ও বাদলায় রোগ বৃদ্ধি পক্ষে—কার্বো বিধি।

কর্ণ মধ্যে শোঁ শোঁ, ভন ভন, গুন গুন ইত্যাদি শব্দ হওয়া—আকন, আরন, কার্বো, কাষ্টিক, কোনাই, গ্রাফাইট, চিন, নক্স, নাইট্রি-নেট্রম, পল্‌স, ফস, লাইক, সল্‌ফর, সেপি।

সংগীত ও বাদ্য শুনিতে বিদ্বেষ—ফস-আ, সেপি, নেট্রম, ব্রাই।

কর্ণ মধ্যে ফড়্‌ফড়ানি—কাল্কা, গ্রাফাইট, পল্‌স, বেল, স্পাইজি।

কর্ণ মধ্যে জ্বালা—কাষ্ট, ক্রিয়োস, সাঙ্গুই।

কর্ণ মধ্যে চুলকুনি—পল্‌স, সল্‌ফর, আম-কা, রস।

বধিরতা।

অন্য ব্যাধির ফলস্বরূপ বা কোন কোন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে অনেক সময় শ্রবণশক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা ও চোট বা আঘাত লাগায় এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায় অনেকে কম শুনেন। কোন কোন পরিবার মধ্যে বধিরতা পুরুষানুক্রমিক; সুতরাং পুরুষপরম্পরায় যৌবনকালেই সকলে বধির হইয়া পড়ে। সহবাস সময়ে রমণীর ত্রাস জন্য কোন একটী সন্তান কালা হইয়া জন্মিলে, তাহার পরের সকল গুলিই, (সহবাস সময়ে ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও) প্রায়ই কালা, সুতরাং বোবা হইয়া থাকে। ইহার কারণ স্থির করা এককালেই অসম্ভব; তবে দৈবশক্তি বলে ইহার শান্তি হইলে হইতে পারে, নচেৎ অন্য উপায়াভাব।

বধিরতার প্রথম অবস্থায় তাহার চিকিৎসা অনায়াস-সাধ্য, কিন্তু দীর্ঘ-কালের হইলে আরোগ্য হওয়া কঠিন। "কিছু কম শুনি" বুঝিতে পারিলে সর্ব্বাগ্রে কাণ দেখাইয়া তাহার ভিতরের ময়লা প্রভৃতি বাহির করাইবা। কার্ব্বো এ অবস্থার উত্তম ঔষধ। ইহার পর রোগের মূল কারণটার অনুসন্ধান করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিবা এবং কারণ স্থির হইলে রোগ আরোগ্যের অনেকটা সম্ভাবনা হইবে।

আল্‌জিভ বড় হওয়া জন্য ভাল শুনিতে না পাওয়া বা বধিরতা এবং কথা কহিতে কষ্ট হওয়া—আরম।

এক কাণ কালা—আম্ব্রা।

কর্ণের ও নাসিকার রস রক্ত পড়া বন্ধ জন্য—লাকাসি, লেডম্, হিপর, পল্‌স, বেল, মার্ক।

কর্ণে অধিক খোল জমাট জন্য—কোনাই, মর-আ।

কর্ণ-শূলগ্রস্তের বধিরতা—কামো।

কর্ণ জলপূর্ণ বোধ—গ্রাফাইট।

কর্ণ হইতে স্রাব ও কপাল ব্যথা জন্য—কাল্কা।

কর্ণ মধ্যে নিজের স্বর প্রতিধ্বনিত হওয়া, কাণ ব্যথা এবং সামান্য সর্দ্দি জন্য—কাষ্টিক।

কাণ পাকা জন্য—পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর, কাল্কা।

কুইনাইন অধিক ব্যবহার ও তদ্দ্বারা জ্বর বন্ধ জন্য—আর্স, কার্ব্বো, কাল্কা, নক্স, পল্‌স, ফস-আ, ভেরাট, সল্‌ফর, হিপর।

গণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্টের বধিরতা—আইড, কাল্কা, বারাইটা-কা, লাইক।

গরমীর পীড়া জন্য—আইরিস, কাল্কা, কালী-হা, ফস, মার্ক-ক, সল্‌ফর।

চর্ম্মরোগ বন্ধ জন্য—আণ্টিম, গ্রাফাইট, সল্‌ফর।

চক্ষুরোগ আরোগ্যের পর—সল্‌ফর; আণ্ট, আর্স, কাষ্টিক, ব্রাই, ফস-আ, হিপর।

চুলছাটার পর ও ঠাণ্ডালাগা জন্য—বেল।

চোয়াল নাড়ায় ভাল শুনিতে না পাওয়া জন্য—গ্রাফাইট।

জলে ভেজা জন্য—ডল্কা, রস।

জ্বরের পর, জ্বর সহ মাথাঘোরা জন্য—বেল।

জ্বরের (আরক্ত) পর—আপিস, নাইট্রি-আ, লাইক, বেল, হিপর।

টাইফয়েড জ্বরের পর এককালে শুনিতে না পাওয়া, অতিশয় দুর্ব্বলতা—আর্জেন্ট-না, আর্ণিকা, ফস, ফস-আ, ভেরাট।

তরুণ ও কঠিন রোগের পর—আর্ণিকা, ভেরাট, ফস, ফস-আ।

তালুর নিম্নস্থ গ্রন্থির বৃদ্ধি জন্য—আরম; বেল, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্ফর; আইড, কাল্কা, নাইট্রি-আ, বারাইটা।

পারা অধিক ব্যবহার জন্য—নাইট্রি-আ, ষ্টাফিস, সল্ফর, আরম, কার্ব্বো, হিপর।

পুরাতন স্ফোটকাদি রোগ বন্ধ জন্য—আণ্ট, কাল্কা, সল্ফর।

পূর্ণ বধিরতা—ষ্ট্রাম, হাইয়স।

প্রাচীনের বধিরতা—চিন, পিট্রোল।

প্রাচীনের দুর্ব্বলতা সহ বধিরতা ও ভয়ানক মাথাধরা—চিন।

বধিরতা সহ হৃৎকম্প—কাক্টস।

বধিরতা সহ বুক ব্যথা—ভেরাট।

বসন্ত জন্য—মার্ক; আণ্ট-টার্ট, পল্স, সল্ফর।

বাতাদি রোগগ্রস্তের—পিট্রোল, রোড।

বাত অন্তর্হিত হইয়া বধিরতা—ব্রাই ও রস্ পর পর; আবশ্যকমত—ডল্কা ও সল্ফর।

ভাল শুনিতে না পাওয়া, বিশেষ পূর্ণিমা ও অমাবস্থায়—সিলিসা।

মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয় জন্য—কাল্কা, বেল, কফি, নক্স, সল্ফর।

রস রক্ত ক্ষয় জন্য—চিন, লাকাসি, লেডম, হিপর।

রক্ত উদ্বেগ জন্য—আরম, বেল, ফস, মার্ক, সিলিসা, হাইয়স।

শব্দ কোন্ দিগ হইতে আসিতেছে বুঝিতে না পারা—কার্ব্বো-আ।

শব্দ কর্ণে প্রতিধ্বনিত হওয়া এবং পুরুষের স্বর ভাল শুনিতে না পাওয়া-ফস।

সর্দ্দি জন্য—আর্স. কাল্কা; কার্বো. পল্‌স, মার্ক. লেডম।

সর্দ্দি ও গলা ব্যথা জন্য—কামো বা লাকাসি। গরম জলের কুল্লি।

সর্দ্দি জন্য বাম কাণের বধিরতা—আলিয়ম।

হাম জন্য বা হামের পর—পল্‌স. কার্বো, বেল, মার্ক, হিপর।

কাণের অভ্যন্তরে গেঁজ।

দীর্ঘকাল কাণ পাকা থাকিলে তন্মধ্যে কথন কথন গেঁজ হইয়া থাকে। ইহার ঔষধ কাল্কা; এক সপ্তাহ প্রতি দিন এক মাত্রা করিয়া সেবনের পর এক পক্ষ বন্ধ রাখিবা। পরে পুনরায় ঐ ঔষধটী কিম্বা ষ্টাফিস পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবস্থা করিবা। গেঁজ খুব বড় হইলে আফিমের জল দ্বারা প্রত্যহ দুই বার ধৌত করিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ দিয়া থাকেন; কিন্তু গর্ভবতী ও অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে নিষিদ্ধ ইহা বলা বাহুল্য।

কর্ণমূল প্রদাহ বা কাণের অধঃগ্রন্থি আওরান।

এক বা উভয় কর্ণের অধোদেশে বীচি আওরায়, ক্রমে উহা অধিক ফুলিতে থাকে, কথন কথন সমস্ত গাল, চক্ষু ও গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া নিতান্ত বিশ্রী করে, এমন কি রোগীকে চিনিয়া উঠা ভার হয়। গ্রন্থি কথন প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, হয় ত এক দিকে হইয়া তাহা কমিয়া অপর দিকে পূর্ব্বের মত হয়। কথন বা ইহার তাড়সে বালকের কুচ্‌কি ও বালিকার বুকের ঘুটি আওরায়। চর্ব্বণ করা ও গেলা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে কম বেশী জ্বরও হয়। ফুলা যত বাড়ে জ্বর তত কমে। এই রোগ অনেক সময় সংক্রামক রূপে অবস্থান করে এবং শীত ও বর্ষায় দেখা দেয়। ইহা যুবক অপেক্ষা বালকের অধিক হইয়া থাকে। এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ কাল শরীরস্থ থাকিয়া এই বিষ প্রকাশ পায়। সামান্য আকারের ব্যাধি হইলে ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে অধিক ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, বাহে, রক্তস্রাব হইয়া বা লাল ডাঙ্গিয়া ফুলা

ক্রমশঃ কমে ও অল্পে নিরাময় হয়। বসন্তাদি রোগের ন্যায় ইহা এক বারের অধিক একজনকে আক্রমণ করে না। কখন কখন ফুলা হঠাৎ মিলাইয়া যায়, আবার জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরের সঙ্গে যদি শ্বাস-কষ্ট ও মাথার উপসর্গ থাকে, তবে পীড়া ভয়াবহ হইয়াছে এবং ব্যাধি স্বস্থান ছাড়িয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিয়াছে বুঝিবা। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কর্ণগ্রন্থিফুলার পুনঃ প্রকাশ করিতে পারিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কখন কখন বীচি পাকে এবং সেই সময় যদি ভিতর দিকে ফাটিয়া শ্বাস-নালীতে উহার পূয প্রবেশ করে, তবে দম আটকাইয়া মৃত্যু হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়। কর্ণমূলের ফুলা মিলাইয়া যাইবার সময় কখন কখন বালিকার স্তনে ও ডিম্বকোষে এবং বালকের অণ্ডকোষে ঐ প্রদাহ সঞ্চালিত হয়। তখন জ্বর, মাথাধরা, পীঠ-ব্যথা, জিভে লেপ, অক্ষুধা, এবং স্তন বা কোষে ফুলা ও ব্যথা দেখা দেয়। যে দিকের কর্ণে পীড়া হয়, সেই দিকের স্তন বা বীচি আওরায়। উভয় কোষ প্রদাহিত হইলে, পরে পুরুষত্বের হানি বা জলদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। কোষ ও বীচির প্রদাহে কিছু দিনের জন্য উহাদিগকে কাচ বা নেংটী দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত, যেন রোগের পুনরাবর্ত্তন না ঘটে। রোগীর স্বতন্ত্র ও স্থির হইয়া থাকার ব্যবস্থা করিবা; কিন্তু তাই বলিয়া যেন নিয়ত শয়িতাবস্থায় রাখা না হয়। এই রোগে রোগীকে স্থির রাখা, লঘু পথ্য, কোমল দ্রব্য (যাহা চিবাইয়া খাইতে না হয়), ফলের রস ও নিরামিষ ঝোল প্রভৃতি আহার দেওয়া এবং গরম বস্ত্র বা কম্ফর্টার দ্বারা কাণ ও গলা ঢাকিয়া রাখা এবং ঠাণ্ডা বা প্রবল বাতাস না লাগান সর্ব্বতোভাবে বিধি।

ঘর্ম্ম বন্ধ, হিম লাগা বা ভেজা হেতু রোগ হইয়া থাকে। সর্দ্দি, হাম, বসন্ত প্রভৃতি স্ফোটক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রকাশ পায়। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর এ রোগ প্রায় হয় না।

কর্ণমূল (ডানদিগের) প্রদাহে—বেল, আম-কা।

কর্ণমূল (বামদিগের) প্রদাহে—রস।

কর্ণমূল প্রদাহ, স্ফোটক ও জ্বর—কালী, বারাইটা, রস, হিপর।

কর্ণমূলগ্রন্থি পাণ্ডুবর্ণ ও নেটাঘেটে জ্বর—কাল্ক আর্স্ক।

কর্ণমূলে ক্ষত ও নালী—নাইট্রি-আ, ফাইটো, লাইক।

কর্ণমূলের গ্রন্থি অত্যন্ত শক্ত হইলে—কার্বো, কোনাই, কালী, ক্লেমেটিস, ব্যারাইটা, সিলিসা।

রোগ সারিয়া গ্রন্থির আকার বড় ও শক্ত হইলে—আরম-মে।

হামের পর—ডল্কা, মার্ক, রস; আইড, মাগ্ন-কা।

কাণের অভ্যন্তরে দপ্‌দপ্ করা স্ফোটকের লক্ষণ; এ অবস্থায় মার্ক ও হিপর পর পর প্রয়োগ বিধি। অথবা প্রথম প্রথম পাঁচ ছয় বার পল্‌স দিয়া পরে সল্ফর এবং এক দিন পরে পুনরায় পল্‌স প্রয়োগ করিবা।

কর্ণগ্রন্থি হইতে প্রদাহ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে—বেল, হাইয়স; কুপ্রম, সল্‌ফর। বিশেষ ঐ সঙ্গে দড়কা হইলে বেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ পাকাশয়ে গেলে—ককু, কার্বো, বেল, নক্স পল্‌স সলফর; হাইড্রাস।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ স্তন আক্রমণ করিলে—পল্‌স।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ অণ্ডের বীচি আক্রমণ করিলে—নক্স, পল্‌স, মার্ক; আরম, আর্ণিকা, আর্স, কার্বো, ক্লেমেটিস, জিঙ্ক।

কর্ণপ্রদাহবশতঃ স্বরভঙ্গ জন্য—কার্বো, বেল।

কর্ণমূল পাকধরা কালীন—আর্স, ফস, সিলিসা।

কর্ণমূলে পচা ধরিয়া গলিত অবস্থার উপক্রমে—ক্রিয়োস।

কর্ণমূল প্রদাহ সংক্রামকরূপে অবস্থানকালীন শোঁদা (সুস্থ) দিগকে মার্ক দিবা; ইহা প্রতিষেধক।

আকন—জ্বর, জিভে শাদা লেপ, লাল প্রস্রাব, কর্ণের বিসর্পপ্রদাহ।

আপিস—কর্ণদ্বয় লাল হওয়া ও ফুলা, প্রদাহ।

আম-কা—ডান কর্ণমূল-গ্রন্থি শক্ত হওয়া ও ফুলা।

আয়লান্থ—কর্ণ-গ্রন্থি বড় ও শক্ত হওয়া।

আরম—পুরাতন রোগ ও রাত্রিকালে হাতে বেদনা হইলে।

আর্ণিকা—কর্ণমূল-গ্রন্থিপ্রদাহ, বিশেষ আঘাত ও পতন জন্য।

আর্স—কর্ণমূল ফুলা, প্রদাহ, ক্রুর রোগে।

কাল্স—কর্ণমূলপ্রদাহ এবং কান হইতে শ্লেষ্মা ও পূয নির্গমন।

কার্ব্বে—মৃদু জ্বর ও কর্ণমূলগ্রন্থি আওরাণ, বীচির কিছুতে নরম না হওয়া। পীড়ার পাকাশয় আক্রমণ এবং তৎপ্রদেশ অধিক জ্বালা করা ও তাহার সাড়াধিক্য, কোন খাদ্যই সহ্য না হওয়া, বদ হজম হওয়া, চোঁয়াঢেকুর উঠা, স্বরভঙ্গ হওয়া। অধিক পারা ব্যবহারের পর রোগে; কাণের ছিদ্র ও পর্দ্দার প্রদাহ, স্পর্শে লাগা, মাথা ফিরাইলে ডান কাণ হইতে গলা পর্য্যন্ত বেদনা অনুভব। পাচড়ার পর কর্ণমূলপ্রদাহ।

কাল্কা—গণ্ডমালাধাতুগ্রস্তের পীড়া। কাণ দিয়া পূয ও শ্লেষ্মা নির্গমন।

পল্স—রোগ স্থানান্তরিত হইয়া স্তন বা অণ্ডকোষে প্রকাশ পাওয়া। (ইহাতে ফল না দর্শিলে—স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনাই ও পুরুষের পক্ষে—ক্লেমেটিস বিধি)। অণ্ডকোষ আওরান এবং কুচ্কি অবধি শেঁটে ধরা, উঠিলে মাথা ঘোরা। সর্দ্দি জন্য কর্ণমূলপ্রদাহ। যাতনা রাত্রে বৃদ্ধি। প্রদাহ থাকিয়া থাকিয়া হওয়া ও থাকিয়া থাকিয়া যাওয়া, ব্যথা কখন বেশী, কখন কম, ঐ সঙ্গে হয় ত জ্বরও থাকে। হামাদি স্ফোটক রোগের পর পীড়া এবং কর্ণ বেঁধা ছেঁড়া জন্য চীৎকার করা।

পিট্রোল—কর্ণগহ্বর ফুলা ও ব্যথা, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ টাটান।

বারাইটা—কর্ণগ্রন্থি ফুলা ও শক্ত হওয়া, বিশেষ আরক্ত জ্বরের পর। গলামধ্যে ছিপিবদ্ধ অনুভব এবং কথা কহিতে অশক্ত হওয়া।

বেল—কর্ণমূল ফুলা, হঠাৎ সেই ফুলা মিলাইয়া যাওয়া এবং পরক্ষণেই অচেতন হওয়া বা প্রলাপ বকা ও মাথার দপ্দপানি হওয়া। বদনমণ্ডল ও চক্ষু লাল এবং ডানদিগের কর্ণ-গ্রন্থি চক্চকে লাল হওয়া; (বামদিগের কর্ণ-গ্রন্থির কাল রং হইলে—রস); নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা না হওয়া।

ভেরাট-ভি—রোগের সহিত পাকাশয়ের গোলযোগ থাকা; বমন হইয়াও বুকের কড়ার নিম্নপ্রদেশের ব্যথা না কমা; দৃষ্টিমালিন্য, মাথা ভার এবং অতিরিক্ত কপাল ব্যথা।

মাক—ঠাণ্ডা লাগা জন্য রোগ। জ্বর, শীত ও তাপ পর পর হওয়া। কর্ণগ্রন্থি ফুলা ও ব্যথা; চোয়াল শক্ত, চর্ব্বণ করিতে ও গিলিতে কষ্ট হওয়া; মুখ আসা; রাত্রিকালে ও বাদলায় বৃদ্ধি হইলে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, যাহা-

দিগের কর্ণগ্রন্থি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং যেখানে রোগ ক্রূর, এরূপ স্থলে মার্ক-প্রটে-আইড ও রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ফাইটোলাকা দেওয়া বিধি।

রস—বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ ও বিকারের লক্ষণ হইলে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত ও নাড়িতে কষ্ট এবং খঞ্জ হইলে। রাত্রে অস্থিরতা ও সর্ব্বদা পাশ ফেরায় কিছু স্বস্তি বোধ করা। টাইফয়েড জ্বরের উপসর্গে ইহা ও বেল পর পর। আরক্ত জ্বরের পর কর্ণপ্রদাহ ও উদরীর লক্ষণ দেখা দিলে।

হাইয়স—রোগ মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে, অচেতন হইয়া প্রলাপ বকিলে, বদন লাল, গলার বীচির দপ্‌দপানি (বেল), শূন্য দৃষ্টি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপণ এবং মাথা ঘোরা ও আহার জড়তা হইলে। বেলের পর ইহা ব্যবহার হয় এবং ইহাতে ফল না দর্শিলে কুপ্রম-আ।

হিপর—পুরাতন রোগে এবং কাণ হইতে নির্গত রস যে অঙ্গে লাগে সে অঙ্গ হাজিয়া যাওয়া।

নাসিকা-রোগ।

নাসিকাপ্রদাহ ও নাক ফুলা।

আঘাত বা ঠাণ্ডা লাগা, সুরাপান, ধাতু বিকৃতি প্রভৃতি জন্য নাকের প্রদাহ বা আগা ফুলা ও লাল হওয়া এবং চুলকানি ও জ্বালা এবং কখন বা নাসারন্ধ্র মধ্যে শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ব্যথা-বিশিষ্ট আবের ন্যায় হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা প্রায় পাকে না।

প্রদাহ বশতঃ ফুলায়—বেল; ব্রাই, রস, মার্ক, হিপর।

পড়া বা আঘাত জন্য ফুলায়—আর্ণিকা, (ও উহার আদত (Mother) আরোকে জল মিশ্রিত করিয়া নেকড়া দ্বারা উপরে লাগান)।

পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য রোগে—হিপর, নাইট্র-আ; আরম, বেল, লাকাসি, সল্‌ফর।

পারা ব্যবহার জন্য নাক ফুলায়—আরম, নাইট্র-আ, হিপর।

সুরাপান জন্য রোগে—নক্স, লাকাসি; আর্স, কাল্কা, সলফর।

নাক অত্যন্ত ফুলা, বেদনা ও চুলকুনি পক্ষে—মার্ক; এবং জ্বালা ও বিসর্পের ন্যায় হইলে—বেল।

নাকের উপর তিলের মত কাল দাগ পড়িলে—গ্রাফাইট বা সলফর; লাল দাগে—ফস-আ।

নাক ফুলা ও লাল জন্য—বেল, মার্ক, ছিপর।

নাকের ঠিক আগা লাল হইলে—রস, কান্না; তাম্র বর্ণ হইলে—আর্স, কেবাট।

নাকের আগা ব্যথায়—রস; গোড়া ব্যথায়—আণ্ট, কাষ্টিক। নাকে আঁচিল পক্ষে—কাষ্টিক।

তরুণ রোগে ঔষধ প্রত্যহ একবার দিবা এবং ২।৩ দিন পরে দশ দিন বন্ধ করিবা। পুরাতন হইবে সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা ব্যবস্থা।

নাসা-রোগ।

নাসিকার অভ্যন্তরে এক খণ্ড ক্ষুদ্র অস্থি আছে; এই রোগ উপস্থিত হইলে সেই অস্থির শেষ ভাগে রক্ত সঞ্চয় হইয়া সেই স্থান অল্প পরিমাণে (ক্ষুদ্রতম পেঁয়াজের কোষার ন্যায়) ফুলিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে ঘাড়, গা হাত পা ব্যথা হয় ও কামড়াইতে থাকে; কাহার কাহার বা সেই সঙ্গে জ্বরও হয়, অথবা পূর্ব্বে জ্বর হইয়া পরে উল্লিখিত উপসর্গগুলি দেখা দেয়। এই সময় যাতনার আধিক্য হইয়া থাকে। অনেকের নাসা ভাঙা অভ্যাস আছে। কেহ কেহ নিজে তক্কাঘাস দ্বারা ভাঙেন, কেহ কেহ পরের দ্বারা ছুচ বা ছুরি দিয়া ভাঙাইয়া লন। নাসা ভাঙিলেই যাতনার শমতা হয় এবং জ্বর থাকিলে কমিয়া যায়। নাসা ভাঙিলে কাহার বেশী, কাহার বা কম রক্ত পড়ে। নাসা না ভাঙিলে কখন কখন বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাকে নাসা লাট খাওয়া কহে। এই সকল রোগীকে বেল ও মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা সলফর ব্যবস্থা করিলে একালে ধাতু পরিবর্ত্তন হওনের সম্ভব। জ্বরকালীন দুই তিন মাত্রা আকন বা বেল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নস্য এই রোগের উত্তম প্রতিষেধক।

নাসিকা মধ্যে গেঁজ।

(POLYPI OF THE NOSE.)

এক বা উভয় নাসারন্ধ্রে এক বা অধিক গেঁজ ঝুলিতে থাকে। উহারা অধিক বাড়িলে শ্বাসকষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়। তৎকালে অস্ত্র দ্বারা উহা ছেদন করা আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে রোগ সারে না। প্রথম হইতে উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে উহা বৃদ্ধি হয় না, বরং ক্রমে মিলাইয়া যাইবার সম্ভব।

কাল্কা—এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ গেঁজে হুল ফুটুনি ও চুলকুনি থাকিলে। নিরন্তু হাঁচি, পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, শীতল সসস বাতাসে বৃদ্ধি। এক মাত্রা মাত্র দিবা—অধিকবার দিলে অপকার হইতে পারে।

ফস্—গেঁজ হইতে অতি সামান্য কারণে রক্তপড়া, নাক বন্ধ, একহারা আকৃতি।

ষ্টাফিস—নাক বন্ধ এবং সর্দ্দি ভিন্ন পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসারন্ধ্র টাটান ও উহার মধ্যে মৈড়মেড়ি পড়া। দাঁত ক্রমাগত কাল হওয়া।

সিলিসা—কৃষ্ণপক্ষে অসুখ বৃদ্ধি, নাসারন্ধ্রের মুখে চুলকনা-বিশিষ্ট ফুস্কুড়ি, গণ্ডমালাধাতুগ্রস্তের পক্ষে।

সেপি—বিশেষ স্ত্রীলোকের নাক বন্ধ ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি, প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। আলুমেন—বামরন্ধ্রে গেঁজ।

ঔষধ ৩ দিন সেবনের পর সপ্তাহ বন্ধ,পরে সেই বা অপর ঔষধ লক্ষণানুযায়ী। অস্ত্র করায় রোগ সারে না। ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিলে সকল চেষ্টা বৃথা।

নাক হইতে রক্ত পড়া।

রক্তপ্রধান ধাতু, উত্তেজনা, উদ্গম (উদ্ধুক), অথবা অর্শাদির শোণিত-স্রাব বন্ধ হইলে, নাক হইতে ধমনীস্থ লাল রক্ত পড়িয়া থাকে। রক্তের যথা-বিহিত গতিবিধির অবরোধ নিমিত্ত শিরাস্থিত দুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণের শোণিত নির্গত হয়। জ্বর ও মৃগীর শেষাবস্থায় এ রোগ দেখা দিলে, সুলক্ষণ বলিয়া বুঝিবা।

বিস্তু ডাক্তার পাল কহেন, তিনি অন্ততঃ ৫ সহস্র জ্বর বিকারের রোগীকে নাসিকা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পল্লিমধ্যে নাক ফোঁড়া ডাক্তার তাঁহার উপাধি; তাঁহার বহু গুণ সত্বেও নাক ফোঁড়ার ভয়ে কেহ তাঁহাকে ডাকে না। সামান্য পীড়ায় ঔষধ অনাবশ্যক, তবে প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির মধ্যে উপযুক্তটী ব্যবহার্য্য।

নাসারন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া, প্রাতে—আম-কা, আলু, নক্স, নাইট্রি-আ, ব্রাই, মাগ্ন-কা, (কার্ব্বো ও কালী-কা—৯টায়)

নাক দিয়া রক্ত পড়া, খুব প্রত্যূষে—কাস্ত রোভিষ্টি; ও পুনঃ পুনঃ—চিন।

————বৈকালে ও তজ্জন্য দৃষ্টি-মালিন্য—ইণ্ডিগো। ৩টা ও তৎপূর্ব্বে মাথা কামড়ান—মাগ্নে।

————সন্ধ্যায়—গ্রাফাইট, টার্ট, ড্রোস, ফস, ফেরম, সল্‌ফর, সল্‌ফ-আ।

————রাত্রে—বেল, ব্রাই, রস।

————প্রত্যহ—ব্রাই। ২।৩ বার ঝরা—থুজা। বহুদিন রক্ত ঝরা—আণ্ট।

————অতিরিক্ত মাত্রায়—আকন, আর্ণিকা, ইপি, চিন, ট্রিলিয়ম, বেল।

————আঘাত বা পতনের কাটা জন্য—আর্ণিকা, কালেনডুলা, বেলিস। ম্লীন—নেট্রম-স।

————ঋতুর পূর্ব্বে—পল্‌স, লাকাসি।

————ঋতুর রজঃ অতিরিক্ত ক্ষরণে—আকন, কাল্কা, ক্রোকস, সাবিনা।

———— ঐ অত্যল্প ক্ষরণে—কাষ্টিক, গ্রাফাইট, পল্‌স, সিকেল, সেপি।

————ঋতু রজঃ বন্ধ জন্য—পল্‌স, ব্রাই, সেমেসি, সেপি।

————কৃমি জন্য—মার্ক, সিনা, স্পাইজি।

————গরম বা রুক্ষবশতঃ—আকন, ব্রাই।

————গর্ভাবস্থায়—সেপি।

নাক দিয়া রক্ত পড়া, ধাতু বিকৃতি (রক্তপড়া ধাতু) জন্য—কার্বো,কাল্কা,চিন, সিলিসা, সেপি, হামমে।

————ভেদ, ঘাম ও দুর্ব্বলকারী কারণ জন্য—চিন, ফেরম, সিকেল, কার্বো, সিনা।

————মাথায় রক্ত উর্দ্ধগ, রাগ জন্য—আকন, বেল; কার্বো,রস।

————শ্রম জন্য—আর্ণিকা, রস।

———— সর্দ্দি জন্য—আর্স, পল্‌স; নিয়ত শ্লেষ্মা ও রক্ত ঝরা—কালী-বাই।

————উপর্য্যুপরি পাঁচ দিবস—রুটা। উপর্য্যুপরি সাত দিবস—সল্‌ফর।

————এক বৎসরের পর পুনর্ব্বার রক্ত পতন—কালী-বাই।

————ঘোরাল (কাল) বর্ণের—ক্রোকস, নক্স। উজ্জ্বল লাল ও পাতলা—চিন-স।

————ধমনীস্থ রক্ত পেয়ালা পেয়ালা পড়া এবং তৎপূর্ব্বে মাথার চাপুনি ও জড়তা—কার্বো-আ।

————চট্‌চটে—ক্রোকস।

————জমাট—কামো, প্লাটিনা,রস; (নক্স—প্রত্যূষে)।

————এক রন্ধ্র দিয়া—কার্বো, ক্রোকস। ডাহিনদিগের রন্ধ্র দিয়া—কালী বাই, ভেরাট; বামদিগের রন্ধ্র দিয়া—ফেরম-আ।

————কান্নার দরুণ—নাইট্রি-আ।

————গান করার জন্য—ডিপর।

————গা হাত ও শরীর ধৌত কালীন—আম-কা।

————গলিত জ্বর (Putrid Fever) কালীন—আর্ণিকা।

————টাইফয়েড (আন্ত্রীক) জ্বরে—লাকাসি: নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠা।

জ্বরের রূপ বা ভাবান্তর হওন দিবসে (Critical days) নাক দিয়া রক্ত-পাত সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য, তবে অতিরিক্ত হইলে চিন দেওয়া বিধি। টাই-

ফয়েডের প্রথম প্রথম ও অবথা বা অনিয়মিত কালে ইহা মন্দ লক্ষণ বলিয়া জানিবা।

নাসিকা হইতে রক্তপড়া, নাক ঝাড়াকালীন—ফস. সল্‌ফর।

———নাক ঝাড়ার পর ও অতিরিক্ত হইলে—আগারি।

———নিদ্রা কালীন—ব্রাই, ভেরাট, মার্ক।

———নিদ্রাভঙ্গে ও প্রত্যূষে এবং প্রচণ্ড হইলে—ষ্টানম।

———বাহ্যে কালীন—কার্ব্বো. ফস।

———মারা ধরার পর—টার্ট-এ। মাথাধরায় রোগের শমতা—বুফো।

———মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় জন্য—আকন, আলুমেন, কাক্কা, চিন, বেল।

———সহ উৎকাশি—ইপিকাগো।—নাক দিয়া রক্ত পড়া সহ মূর্চ্ছা—কাক্কা, ক্রোকস।

মুখ ধোয়াকালীন রক্ত পড়ায়—কালী-কা; মাথা নত করায়—ফেরম, ফস।

বমনের পর ও বড় চটার পর রক্ত পড়ায়—আর্স।

মাথা খুব উচ্চ রাখা এবং স্থির ভাবে থাকা, ঠাণ্ডা বা বরফজল নাকের ডাঁটিতে লাগান, মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস ফেলা, যে রন্ধ্র দিয়া রক্ত-পাত হইতেছে, সেই পার্শ্বের হাত উচ্চ করিয়া রাখা অথবা গরম জলে সেই হস্ত ডুবান, উপর ঠোঁঠের অভ্যন্তরে নেক্‌ড়ার পুঁটুলি রাখা, নাক মধ্যে ঠাণ্ডা জলের পিচকারী বা নস্য লওয়া, ইত্যাদি শোণিত ক্ষরণ বন্ধের উপায়। কপালে, ঘাড়ে ও পীঠে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ, নাক মধ্যে বরফটুকরা দেওয়া, যে দিকে রক্ত পড়ে সেই দিকের রন্ধ্রের বা চোয়ালের উপরের ধমনী সজোরে টিপিয়া ধরায় বা চাপায় অনেক সময় সুফল পাওয়া গিয়া থাকে। কখন রন্ধ্র-জোড়া মোটা পলিতা পাকাইয়া হামমেলিস আরোকে ভিজাইয়া নাক পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবা।

আকন—সকল বয়ঃক্রমে বিশেষ যুবক ও রক্তাধিক্য সবলকায় পক্ষে, রক্ত উজ্জ্বল লাল ও অধিক পড়া, রক্ত ঊর্দ্ধগ হইয়া মাথাধরা, ধমনীর স্পন্দন, বদন আরক্তিম। রাগ জন্য রোগ। নাক দিয়া নিঃশ্বাস না পড়া।

আগারিকস—রক্তের গতির শিথিলতা জন্য প্রাচীনের পীড়া। নাক ঝাড়ার পরে অধিক শোণিতপাত।

আণ্ট—সন্ধ্যায় কয়েক দিন উপর্য্যুপরি নাক হইতে রক্তস্রাব।

আম-কা—পুনঃ পুনঃ নাক দিয়া শ্লেষ্মা ও রক্ত পড়া। বাম রন্ধ্র দিয়া শোণিত ঝরা। স্ত্রীলোকের প্রাতে মুখ ধোয়াকালীন বা মধ্যাহ্ন আহারের পর নাক হইতে রক্ত পড়া। অধিক স্রাব ও কপাল ব্যথা।

আম্ব্রা-গ্রি—প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রচুর রক্তপাত।

আরম—রন্ধ্র মধ্যে ক্ষত এবং ঝাড়ায় রক্ত ও পুয় পড়া।

আর্জ্জেণ্ট-না—গরমির পীড়া জন্য নাকের ভিতর ঘা এবং তাহা হইতে পুয রক্ত নির্গত ও প্রাণশক্তি হীন হওয়া।

আর্জ্জেণ্ট-মে—সর্দ্দি ও হাঁচি এবং পরে নাক হইতে শোণিত স্রাব হওয়া।

আর্ণিকা—আঘাত বা অধিক শ্রম জন্য পুনঃ পুনঃ রক্তপাত ও তৎপূর্ব্বে কপাল চুলকুনি ও সড়সড়ানি, নাক গরম এবং শোণিত জলবৎ ও লাল হওয়া।

আর্স—রাগ বা বমনের পর রক্তপাত, অতিশয় তাপ ও অস্থিরতা।

আলেট্রিস—নাক হইতে প্রচুর কল্‌তানি ও রক্তমাখা শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

আসিড-নাইট্রি—গরমির পীড়া জন্য নাক দিয়া পুনঃ পুনঃ রক্তপাত হওয়া।

আসিড-মর—জ্বর ও হুপিং কাশি কালীন নাক হইতে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত।

ইরিজিরণ—মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয়, আরক্তিম বদন, জ্বর, রক্তপাত। প্রাতে শয্যায় নাক হইতে অতিরিক্ত শোণিত ক্ষরণ,পরে বুক ব্যথা হওয়া।

কাম্ব—নাক হইতে রক্ত পড়া ও প্রচণ্ড হাঁচি।

কার্ব্বো—বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলের নাক হইতে রক্ত পড়া, বা প্রচুর ও অনবরত রক্ত পড়িতে থাকা, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলুপ্ত হওয়া, বাহের সময় কোঁত পাড়া বা মাথা নত করায় প্রত্যহ বৈকালে নাক হইতে ১০।১২ ফোটা রক্ত পড়া।

কাক্কা—নাক ঝাড়ায় কৃষ্ণবর্ণের শোণিত পাত ও অধিক রক্ত পড়া জন্য মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়া।

কামো—নাকে জমাট রক্ত।

ক্রোকস—নাক হইতে কাল ও চট্‌চটে রক্ত পড়া এবং কপালে ফোটা ফোটা ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া।

চিন—অধিক রস রক্ত ক্ষরণ জন্য ও জীর্ণাবস্থায় নাক হইতে পুনঃ পুনঃ ও দীর্ঘস্থায়ী রক্ত পড়া, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, কাণের ভিতর শব্দ, মুড়া ঠাণ্ডা

হওয়া এবং দুর্ব্বলতা জন্য মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়া। ইহাতে ফল না হইলে ফেরম।

টী্লিয়ম—প্রাচীন ও দুর্ব্বলের নাসিকা দিয়া অধিক শোণিত স্রাব, ক্রমাগত রক্ত পড়িতে থাকা এবং অন্য ঔষধে উপকার না হওয়া। প্রত্যহ অনেকবার অনেক রক্ত পড়া, বিশেষ মাথা নত করিলে বা অধিক শ্রমে ও পরে বদন অত্যন্ত পাঙ্গাশ হইলে.।

থুজা—নাসারন্ধ্রে ব্যথা হওয়া ও মেড়মেড়ি পড়া, নাক ঝাড়ায় খুব ঘন সবুজ শ্লেষ্মা, রক্ত ও পূয মিশ্রিত ক্লেদ নির্গত হওয়া।

নক্স—মাথায় রক্ত সঞ্চয়, কপাল ব্যথা, অর্শের রক্ত বন্ধ জন্য এবং বদ্ধ মাতালের নাক দিয়া শোণিত স্রাব হইলে। নিয়ত প্রত্যুষে, জমাট ও কাল রক্ত, কথন শ্লেষ্মা সংযুক্ত হইয়া ক্ষরণ হওয়া।

নাইট্রি-অ্যা—প্রাতে নাক ঝাড়ায় ও অতিরিক্ত ক্রন্দন কালীন কাল রক্ত পড়া। গরমির পীড়া জন্য পুনঃ পুনঃ নাক হইতে রক্ত ও পূয পড়া।

পল্স—প্রাতে, ক্রূর শ্লেষ্মা ও রক্ত পড়া, টাইফয়েড জ্বরে নাক দিয়া শোণিত ক্ষরণ, ঋতুর রজঃ বন্ধ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নাক হইতে রক্তপাত।

প্লাটিনা—নাক হইতে জমাট রক্ত পড়া।

ফস্—নাক ঝাড়িলেই রক্ত পড়া; নাসিকার অভ্যন্তরে প্রদাহ, শুষ্কতা, ও তৎস্থান হইতে অল্প অল্প রক্ত পড়া। দীর্ঘস্থায়ী ও প্রচুর রক্তপাত, গাত্রে স্থানে স্থানে কালচে দাগ হওয়া। পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়া, বিশেষ বাহ্যে কালীন।

বেল—শিশুর, বিশেষ প্রদাহিক পীড়ায় অপ্রদাহিত পার্শ্বের রন্ধ্র হইতে রক্ত পড়া। নেবা রোগগ্রস্তের জ্বরের সময় নাক হইতে ফোটা কতক শোণিতপাত। ঘুমন্ত নাক হইতে রক্ত পড়ায় নিদ্রাভঙ্গ ও পুনর্ব্বার প্রাতে রক্ত পতন। অধিক গরম জন্য মাথায় রক্ত সঞ্চয়; নড়ায়, গোলমালে, চক্-চকে আলোক দর্শনে বৃদ্ধি ও মূর্চ্ছা।

ব্রাই—প্রাতে শয্যা হইতে উঠার পর বা রাত্রে,আবহাওয়া বা ঋতু পরিবর্ত্তনে ঠাণ্ডা লাগা এবং উদরের রোগ জন্য নাক হইতে রক্ত পড়া। স্ত্রীলোকের ঋতুর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে, অথবা এককালে বন্ধ হইয়া ঋতুর নিয়ম মত কয়েক দিন, অথবা গর্ভবতীর নাসারন্ধ্র দিয়া রক্তপাত।

ভেরাট—বিশেষ ডান রন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া, নাক ও গলার অভ্যন্তর শুষ্ক।

মর-আ—জ্বর ও হুপিং কাশির সময় নাক হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী রক্ত পড়া।

মার্ক—নাসিকা রন্ধ্রে রক্ত জমাট হইয়া ঝুলা। রাত্রিকালে নিদ্রাকালীন রক্ত জমাট, বাম রন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া, ঘুমন্ত অবস্থায় ও কাশিতে কাশিতে শোণিতপাত।

রস—রাত্রে, প্রত্যুষে, গলা পরিষ্কার জন্য হাক হাক্ করায়, নাক ঝাড়ায়, বাহ্যে কালীন, হাই তোলায় ও কোন প্রকার শ্রমে নাক হইতে রক্ত পড়া। নাক হইতে পুনঃ পুনঃ কাল-বর্ণের শোণিতপাত, এবং প্রায়ই মাথা নত করায় শোণিত নির্গত হওয়া।

লাকাসি—অনেক প্রকার পীড়া, বিশেষ দুর্ব্বলকারী জ্বর, ক্রূর ডিপ্থিরিয়া রোগে নাক হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত ক্ষরণ। নাক ফুলা সহ রক্ত ও পূয ত্যাগ।

সল্ফর—নাক ঝাড়ায় রক্ত পড়া। উপর্য্যুপরি ৭ দিন রক্ত পড়া ও নাক বেদনা হওয়া।

সিকেল—সর্ব্বদা নাক দিয়া কাল পাতলা রক্ত পড়া, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও অপ্রাপ্য-প্রায় হওয়া। বৃদ্ধ ও মাতালের নাক হইতে অধিক রক্তস্রাব; জ্বর কালীন বড় দুর্ব্বল, ত্বক নীল ও ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া।

সিনা—কৃমিগ্রস্তের নাসিকা রন্ধ্র দিয়া রক্তস্রাব।

সিলিসা—গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের ক্রূর রোগে বিশেষ উপকারী; দীর্ঘকাল নাক হইতে রক্ত পড়া। অতিরিক্ত রক্তস্রাব, নাক ঝাড়ায় রক্ত মাখা শ্লেষ্মা পতন, নাসা রন্ধ্রে আঙুল দিলে রক্ত নির্গমন।

সেপি—নাক ঝাড়ায় রক্ত পড়া। ঋতুর রক্তের অবরোধ বা স্বল্পতা বশতঃ যে স্ত্রীলোকের নাক হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়ে, তাহার পক্ষে এই ঔষধ অধিক খাটে।

হামমে—নাক হইতে এক লাগাড়ে রক্ত পড়িতে থাকা, অথবা অতি সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ।

ভয়াবহ উপসর্গে রক্ত অধিক ও অনবরত পতনে ঔষধ ঘন ঘন (সিকি

বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর) এবং ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত দিতে হইলে, দিবসে একবার। তজ্জন্য—কার্ব্বো, গ্রাফাইট, লাইক, সল্‌ফর, সেপি, হামমে।

নাকের হাড়ে ঘা বা ক্ষত।

গরমীর পীড়া জন্য যাহার নাসিকার অস্থিতে ক্ষত হয়, তাহার পক্ষে মার্ক ব্যবস্থা।

উপদংশ রোগে অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে, সর্ব্ব প্রথম আরম এবং ইহাতে কিছু দিনে ফল না দর্শিলে নাইট্রি-আ, সল্‌ফর, সিলিসা ও কাস্কা; এই গুলির মধ্যে এক একটা করিয়া আবশ্যক মতে পর পর প্রয়োগ করিবা।

পারা অধিক সেবনের সঙ্গে ধাতু-বিকৃতি পক্ষে ফস-আ, লাকাসি, হিপর। উপকার হইলে ঔষধ বন্ধ বা যে ঔষধে উপকার হইয়াছে, সেইটী মধ্যে মধ্যে ব্যবহার হয়, দীর্ঘকালের জন্য এমন ব্যবস্থা করিবা।

হাতের চেট, পায়ের লম্বা অস্থি ও পাতার এবং ঐ অস্থির আবরক (periosteum), ইহারা ফুলে, ব্যথাবিশিষ্ট হয়, তাহার উপরের চর্ম্ম লাল হইয়া মুখ লইয়া উঠে ও তথা হইতে জলবৎ দুর্গন্ধ পূয এবং ধূলাবৎ অস্থি-খণ্ড বা হাড়ের গুঁড়া নির্গত হয়। এই রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল ভোগায়। প্রথম প্রথম আর্ণিকা দিলে ব্যথা যায়, পরে মেজেরম। প্রদাহ ভিন্ন শুদ্ধ হাড় ফোলা পক্ষে মার্ক-স। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির মধ্যে যথাবিহিত প্রয়োগ করিবা।

আসাফাটি—গণ্ডমালা ধাতু ও অধিক পারা ব্যবহার জন্য অস্থি প্রদাহ, স্পর্শে ব্যথা, হাড়ে ঘা ও পাতলা কদর্য্য পূয ক্ষরণ।

আরম—পারা ব্যবহার জন্য নাকের ও গালের হাড়ে ঘা, এবং তথা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধসহ রক্ত পূয নির্গত হওয়া।

চিন—হাড়ে ঘা ও অধিক পূয পড়া থাকিলে।

নাইট্রি-আ—বিশেষ গরমির পীড়া ও অধিক পারদ ব্যবহার জন্য অস্থিতে ক্ষত (ফ্লোরিক-আ)।

মার্ক—অস্থিপ্রদাহ, যেন উহা ভাঙ্গিয়াছে বোধ, ও তথায় ক্ষত হওয়া। গরমির পীড়া জন্য নাসিকা রোগ।

মেজেরম—অস্থি আবর্ত্তন ও পায়ের দীর্ঘ অস্থির Tibea প্রদাহ, বিশেষ রাত্রে হাড়ে প্রচণ্ড বেদনা।

রুটা—অস্থি আবর্ত্তনে ও আঘাত দরুণ বেদনা ও তথায় বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ।

ষ্টাফিস—আঙ্গুলের পর্ব্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির প্রদাহ।

সিলিসা—হাড়ের কুচি বা ভগ্ন খণ্ড নির্গত এবং তথায় নালী ঘা ও তাহা হইতে পূয্ ক্ষরিত হওয়া।

পিনাস (OZENA).

এই রোগে নাসারন্ধ্রে ক্ষত হয়। সেই ক্ষত হইতে কদর্য্য দুর্গন্ধযুক্ত পূয নির্গত হইয়া কখন কখন নাসিকার উপাস্থি (Cartilage) নষ্ট করে, সুতরাং নাসিকার হাড়েও ক্ষত হয়। এই অবস্থায় নাকের ভিতর মেড়মেড়ি পড়িয়া উহার দ্বার এরূপ বন্ধ করে যে, ঐ মেড়মেড়ি পরিষ্কার করিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ স্থান হইতে নির্গত পূয ইত্যাদি স্রাবের এত দুর্গন্ধ যে, নিকটে কাহারও তিষ্ঠান ভার হয়। পরে ক্রমে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের বিভাজক অস্থি (Septum) ক্ষয় হইয়া নাক বসিয়া যায় ও "গন্না খাঁদা" হয়।

অনেক স্থলে উপদংশ এই রোগের হেতু; কখন বা ধাতুবিকৃতি জন্য পিনাস রোগ প্রকাশ পায়। বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসক দ্বারা এই উৎকট রোগের চিকিৎসা করান উচিত।

আরম, মার্ক, হিপর; কোনাই, ফস, লাইক, সিলিসা এই রোগের ঔষধ।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যহ একবার, কখন বা অধিকবার স্নান, গরম জলের পিচকারী দ্বারা নাক ধৌত করা এবং বায়ু চালিত গৃহে বাস বিধি। মৎস্য নিষিদ্ধ।

সর্দ্দি।

হাঁচি হওয়া ও নাক চক্ষু দিয়া জল ঝরা সর্দ্দির প্রধান লক্ষণ। ঐ সঙ্গে কাশি, স্বরভঙ্গ, গলা ব্যাথা ও গলা ঘড়ঘড়ানি, মুখমণ্ডল সরস ও আরক্ত, গা হাত কামড়ান, তাপ, তৃষ্ণা, মুখ হা করিয়া নিদ্রা যাওয়া, নাক ভড়ভড়ানি, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অবসাদ বশতঃ সর্ব্বদা শুইতে ইচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ অনেক সময় থাকে। প্রথম প্রথম জলবৎ, পরে ঘন জর্দ্দাটে, সর্ব্বশেষ পূযের ন্যায় সিক্‌নি নাক দিয়া পড়ে। কখন কখন এই সর্দ্দি অন্ত্রে নামিয়া পেট-ব্যাথা ও আমাশয়ের পীড়া জন্মায়। স্তনপান কালীন অবস্থায় শিশুর এই রোগ হইলে বড় ক্রুর হইয়া এক দুই মাস কাল ভোগায়। নাক এককালে বন্ধ হইয়া যায়, ঘুমন্ত নাক ডাকে, মাই মুখে করিয়াই ছাড়িতে বাধ্য হয় এবং পেট না ভরায় রাগ ও বিরক্তির জন্য স্তনের বোঁটা কামড়ায়। সেই জন্য ও মুখের লালা অধিক লাগায় প্রসূতির মাইয়ের অগ্রভাগ কখন কখন হাজিয়া যায়। এ অবস্থায় খুব সাবধানে ও অত্যল্প করিয়া ঝিনুকে ঢোকা দুধ খাওয়াইবা। ১০। ২০ ফোটা করিয়া হইলেও, তাহা খানিক খানিক অন্তর দিতে থাকিবা। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যেটী লক্ষণের সহিত মিলিবে, সেইটী দিবা। আম-ক্যা, আরম, নক্স, পল্‌স, সাম্বু, সিলিসা।

হাম হুপিং কাশি প্রভৃতি রোগের পূর্ব্বাহ্ণে ঝাম্‌রানি সর্দ্দি হয়। অপর এক প্রকার, যদিও খুব বিরল, কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ। ইহাতে স্তন পান করিতে না পারিয়া ৩। ৪ দিবসের মধ্যে অনাহার জন্য মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, এমত স্থলে ২। ১০ ফোটা করিয়া দুধ থাকিয়া থাকিয়া মুখে দেওয়া, দুধে নেক্‌ড়া ভিজাইয়া পেটের উপর দেওয়া, অথবা পিচকারি দিয়া উহা অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করান ব্যবস্থা। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে—গলধঃকরণের উপায় নাই, শিশুর কষ্টের একশেষ, নিকটে থাকিয়া দেখা যায় না।

দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাসে শিশুর নাক বন্ধ হইয়া, বিশেষ নাকে মেড়মেড়ি থাকিলে বিলক্ষণ কষ্ট পায়। উপযুক্ত ঔষধ দিলে ও গরমে রাখিলে ২। ১ দিবসে আরোগ্য হয়, কিন্তু ধাতু বিকৃতি অথবা জনক জননীর গরমির পীড়া থাকিলে শীঘ্র সারে না। নাকের ডাঁটীতে ও রন্ধ্রে গরম ঘৃত লাগানয় মেড়মেড়ি বাহির হয়। কোন কোন সদ্য প্রসূতের নাক বন্ধ হইয়া ১। ২

মাস থাকে—ইহাকে নক্স এক অনুবটীকা দুই চারি দিবস দিলে সারে; কখন ইহার পর সাল্ফ পূর্ব্বমত বিধি।

ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ বৃদ্ধি পক্ষে—কামো, ডল্কা।

সর্দ্দি ক্রুর ও নাক বন্ধ—সেপি, ডল্কা, নক্স, ব্রাই।

সর্দ্দি ঘন, জর্দ্দা শ্লেষ্মা ক্ষরণ ও শীত—পল্‌স, মার্ক।

সর্দ্দি, পূবে বাতাস লাগা জন্য—ব্রাই।

সর্দ্দি, ভেজা বা হিম লাগা জন্য—ডল্‌কা, রস।

সর্দ্দি, ও ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার বৃদ্ধি—ডল্কা।

সর্দ্দি, ও নাক হইতে জল ঝরা—ইউফ্রে, এস্কু, কামো, পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর।

সর্দ্দি, ও নাক হইতে জল ঝরা দরুণ উপর ঠোঁট হাজা—আর্স।

সর্দ্দি, ও পুরাতন রোগে—কাল্কা, লাইক, সল্‌ফর, সিলিসা।

সর্দ্দি, সহ গলা ব্যাথা—বেল।

সর্দ্দি, সহ গা হাত ব্যথা—মার্ক, সিমিসি।

সর্দ্দি, সহ ঘ্রাণ ও মুখের তার-শূন্যতা—কালী-বাই, পল্‌স।

সর্দ্দি, সহ দুর্ব্বলতা—আর্স, জেল্‌স, সিমিসি।

সর্দ্দি, সহ মাথাধরা ও নাক বন্ধ—এস্কুল, জেল্‌স, ডল্কা, নক্স, সিমিসি।

হাম জ্বরের ন্যায় সর্দ্দি জ্বরের লক্ষণ, কেবল ইহাতে গুটী বাহির হয় না। প্রথম প্রথম শীত হওয়া, অগ্নিতাপ ভাল লাগা, গাত্রতাপ, শরীর টাটান, চক্ষু লাল, আলোক আতঙ্ক, কখন কখন বা প্রলাপ। কখনও ইহা সাংক্রামিকরূপে প্রকাশ পায়। সাবধান না হইলে ইহা হইতে ফুস্‌ফুস ও উপশ্বাসনালী প্রদাহ হইতে পারে।

আইড—বাতাস লাগায় সর্দ্দি সরল হওয়া। পুরাতন রোগ, নাকফুলা ও ব্যথা, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা ত্যাগ।

আকন—শীত, তাপ, উৎকাশি, ভয়, অস্থিরতা। পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাক দিয়া গরম জল ঝরা। ঠাণ্ডা শুষ্ক বাতাস লাগা জন্য সর্দ্দি। নাক বন্ধ সহ জ্বর।

অণ্ট—নাসিকা টাটান, মেড়মেড়ি পড়াতে রন্ধ্র বন্ধ থাকার জন্য শ্বাস কষ্ট।

আনাকার্ড—সর্দ্দি, হাঁচি, চক্ষু হইতে জল ঝরা।

আপিস—পুরাতন সর্দ্দি, নাসারন্ধ্রে মেড়মেড়ি পড়া।

আপোসাই—নাক টাটান, সর্দ্দি, নাসারন্ধ্র ও গলা শ্লেষ্মা পূর্ণ।

আফিস—ঝরা সর্দ্দি সহ নাক জ্বালা ও কুটকুটনি।

আমিল—অতিরিক্ত হাঁচি, সর্দ্দি ও নাসিকার বামরন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া।

আম-কা—নাক দিয়া কটু জল ঝরা, রাত্রে বা নিদ্রা সময়ে নাক বন্ধ হইয়া চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গা।

আম-ম—সর্ব্বদা হাঁচি, নাক বন্ধ ও ঘ্রাণ হীন হওয়া। জলবৎ সর্দ্দি ঝরা জন্য নাসারন্ধ্র ও উপর ঠোঁট হাজা। নাক মধ্যে কিছু রহিয়াছে বোধ হওয়া ও তাহা নির্গত করার জন্য বৃথা চেষ্টা।

আরম—পুরাতন রোগ, নাক বন্ধ, পূয ও দুর্গন্ধ কল্‌তানি ত্যাগ, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, থাকিয়া থাকিয়া দম আটকান।

আর্জেণ্ট-না—অধিক হাঁচি।

আর্জেণ্ট-মে—অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ঝরা, নাক সড়সড় করিয়া হাঁচি, নাক ঝাড়ায় ঘন আটা আটা সর্দ্দি ও পরে রক্তপাত।

আর্স—নাক জ্বালা, সর্ব্বদা হাঁচি, অধিক কটু গরম জল ঝরার দরুণ নাক টাটান, ফুলা ও বন্ধ, অত্যন্ত অস্থিরতা, বলক্ষয়, নাক হইতে রক্ত পড়া। শীত, বিশেষ পানে, পুনঃ পুনঃ ও অল্প পান। জ্বর, অঙ্গ-ক্ষয়কারী শ্লেষ্মা, চক্ষু জ্বালা করা ও তাহা হইতে জল পড়া। তাপ লাগানয় যাতনার লাঘব হওয়া। ইহাতে ফল না হইলে লাকাসি বিধি।

আলিয়ম-সিপা—নাক ও চক্ষু হইতে জল ঝরা, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি, বিশেষ গরম ঘরে প্রবেশ করায়। ঠাণ্ডা বাতাসের দরুণ সর্দ্দি, প্রাতে যাতনার আধিক্য। ভয়ানক কাশি জন্য কণ্ঠনলী হস্ত দ্বারা চাপা।

আলুমিনা—প্রাচীনের পুরাতন সর্দ্দি ও কটু শ্লেষ্মা ঝরা।

ইউপাট—সর্দ্দি দরুণ স্বরভঙ্গ, সর্ব্ব শরীরের হাড় ব্যাথা, সন্ধ্যায় কাশির বৃদ্ধি।

ইউফ্রে—চক্ষু ও পাতা লাল এবং তথা ও নাক হইতে অধিক গরম জল ঝরা, মাথার জড়তা। কেবল দিবসে কাশি, মার্কর পর ভাল খাটে।

ইপি—সর্দ্দিজ্বর, অধিক কাশি ও ভেদ। গলা ডাকা, বুক ধড়ফড় করা, বদন-মণ্ডল কখন লাল কখন বা পাঙ্গাশ বর্ণ হওয়া, চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগে বেদনা। সর্দ্দি ঝরা, নাক বন্ধ, ঘ্রাণ হীন হওয়া, গা বমি বমি ও অধিক শ্লেষ্মা তোলা, সর্দ্দি হঠাৎ বন্ধ দরুণ হাঁপানি ও শ্বাস-কষ্ট হওয়া, ইহাতে না সারিলে ব্রাই। আকনে উপকার না হইলে ইহা প্রযুজ্য।

এস্কুলস—নাক হইতে জল ঝরা, হাঁচি, মাথাধরা, ও খুলির সাড়াধিক্য, চক্ষু ও গলা জ্বালা, গা বমি বমি। কখন নাক ও গলার শুষ্কতা সহ হাঁচি।

কামো—ঘাম বন্ধ বা হঠাৎ তাপের ন্যূনতা জন্য সর্দ্দি, অল্প অল্প শীত, তাপ, তৃষ্ণা, নাক হইতে কটু জল ঝরা দরুণ রন্ধ্র ব্যথা ও হাজা, জলকাশির আধিক্য জন্য পেটব্যথা, বিশেষ রাত্রে; ঘুমন্ত উৎকাশি, গলা ঘড়ঘড় করা ও স্বরভঙ্গ হওয়া, ইহাতে না পারিলে ইপি; চটা স্বভাব বিশিষ্ট; লইয়া বেড়াইলে শান্ত হওয়া।

কার্ব্বো—ঝরা সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ ও বুক ব্যথা, সর্ব্বদা হাঁচি, মাথা দপ্‌দপ্ করা, চক্ষু জ্বালা করা, খুব জল পড়া, নাক বন্ধ, বিশেষ সন্ধ্যায়।

কাল্কা—দিবসে জর্দ্দা ও দুর্গন্ধ কফ ত্যাগ, রাত্রে নাক শুষ্ক ও বন্ধ, অথবা নাক দিয়া জল ঝরা, পরে পেট ব্যথা। পুরাতন রোগ, নাক মধ্যে ক্ষত ও ঘ্রাণশক্তি কমা, নাকের গোড়ায় চিবনর ন্যায় বেদনা ও বিলম্বে রন্ধ্র হইতে পূয ত্যাগ। দাঁত উঠা কালীন সর্দ্দি ও শ্বাস-কষ্ট। ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগ প্রকাশ পাওয়া। সর্দ্দির ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত দুই রাত্রি এই ঔষধ এক এক মাত্রা। পরে চারি দিবস ঔষধ বন্ধ এবং ইহাতে ফল না দর্শিলে সকালে বৈকালে সল্‌ফর এক সপ্তাহ বিধি। ইহার পর কখন কখন সিলিসা দেওয়া হয়।

কালী-বাই—দধির ন্যায় শ্লেষ্মা, কখন উহা গলা অবধি বিস্তৃত থাকায় দম আটকানপ্রায় হওয়া। সর্দ্দি দরুণ শ্বাস-কষ্ট; (ইহাতে না সারিলে ব্রাই)।

কালী-হাই—প্রবল হাঁচি ও নাক হইতে কটু জল ঝরা, তরুণ রোগ এবং চক্ষু নাক, তালু ও গলার অভ্যন্তর লাল হওয়া।

জেল্‌স—সর্দ্দিজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক সময় অন্য কোন ঔষধ দিতে হয় না। আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি। হাঁচি ও মাথাধরা, নাক

সড় সড় করা ও তাহা হইতে জল ঝরা, শুষ্ক রক্ত বা রক্তমিশ্রিত সিক্নি ত্যাগ, গলাব্যথা, গিলিতে কষ্ট হওয়া, ও কান অবধি ব্যথা লাগা, বধিরতা, স্বরভঙ্গ, কাশি, জ্বর ও স্থির থাকার ইচ্ছা, অথবা হঠাৎ এককালে বলহীনতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, মাথাধরা ও ঘোরা, মাথা, ভার জন্য চক্ষুর পাতা খুলিয়া রাখিতে অশক্ত হওয়া, শীত, আগুন পোয়ানর ইচ্ছা, গলা ও বুক বেদনা, তৃষ্ণাহীন জ্বর এবং স্থির থাকিলে স্বস্তিবোধ করা।

টার্ট-এ—সর্দ্দি, নাক বন্ধ, দম আটকান কাশি, গলা সাঁই সাঁই ও ঘড় ঘড় করা, কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস। হাঁচি, নাক হইতে খুব শ্লেষ্মা ঝরা এবং গন্ধ ও তারবর্জ্জিত হওয়া। সর্দ্দি জ্বর, সরল কাশি, গলাব্যথা, গা বমি বমি কোষ্ঠবদ্ধ।

ডল্কা—বর্ষা বা শীতের রোগ, হিম, ঠাণ্ডা বাতাস বা জল লাগায় সর্দ্দি বৃদ্ধি, মুখ শুষ্ক হওয়া অথচ তৃষ্ণার অভাব, সরল কাশি ও বহুকষ্টে গয়ার উঠা, উদরাময়, নড়াচড়ায় ভাল থাকা, (ব্রাই ইহার ঠিক বিপরীত)।

নক্স—দিবাভাগে বিশেষ প্রাতে হয়ত টক গন্ধের অধিক বা অল্প শ্লেষ্মা ঝরা, রাত্রে নাক শুষ্ক ও বন্ধ হওয়া এবং মুখদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, এবং শিশু মাই টানিতে অশক্ত। উৎকাশি, মাথা ফাটিয়া পড়া, শীত, তাপ, নাক সড় সড় করা ও অধিক হাঁচি। সকালে উপসর্গ বৃদ্ধি।

পল্‌স—সন্ধ্যায় ও সারা রাত্রি নাক বন্ধ, সকালে গাঢ় শ্লেষ্মার নির্গমন। অনেক হাঁচি ও শরীরে বড় ব্যথা; গলা ঘড়ঘড়ানি, জলকাশি, তার ও ঘ্রাণ-হীন হওয়া, সবুজ বা হলদে কিম্বা কদর্য্য গন্ধের পূয এবং কখন কখন ডেলা ডেলা রক্ত পড়া, ঐ সঙ্গে দন্ত ও কর্ণশূল এবং উদরাময় থাকিলে ও রোগী নম্র প্রকৃতির হইলে ইহা বিশেষ খাটে। সন্ধ্যায় ও গরম গৃহে যাতনা বৃদ্ধি।

ফস—পুরাতন সর্দ্দি। পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

ফস-আ—পুরাতন রোগ। সর্ব্বদা নাসারন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলি পোরা, নাক হইতে রক্ত মাখান কদর্য্য গন্ধের পূয ক্ষরণ।

ফাইটোলাকা—এক নাক বন্ধ, অপর, বিশেষ ডান নাসারন্ধ্র হইতে অতি কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ। ঘোড়াচড়া কালীন উভয় রন্ধ্র বন্ধ হওয়া, গলা বা নাক পরিষ্কার জন্য ক্রমাগত হাক্ হাক্ করা।

বাপ্টিসা—পুরাতন রোগ। গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত। নাক ও চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্য-স্থলে বেদনা। নাকের দুর্গন্ধ ঘ্রাণ।

বারাবরিস—পুরাতন সর্দ্দি, জর্দ্দাটে বা সব্জাটে পূযবৎ শ্লেষ্মা বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে নির্গত।

বরোইটা—ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে উপস্থিত হইলে আক্রমণের পূর্ব্বে ইহা সেবনে রোগ না হওনেরই সম্ভাবনা।

বেল—গলা ব্যথা ও স্বরভঙ্গ, মাথা দপ্দপানি ও নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, নাকের ভিতর ও মুখের কসে ঘা, ঘাড় ফুলা ও শক্ত। কাশিতে কাশিতে শিশুর কান্না, নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা না হওয়া। শীত ও তাপ পর পর হওয়া। আকন সেবন করিয়াও অল্প অল্প জ্বর এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম ও ফুলা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ব্রাই—ক্রূর শ্লেষ্মা, বুক ব্যথা, কাশি ও মাথা কাঁপুনি। নাসিকার অভ্যান্তর প্রদাহিত ও ক্ষতবিশিষ্ট। সর্দ্দি-জ্বর ও শ্বাসথর্ব্বতা, কপাল ও চোয়াল বেঁধা, টানা, ছেঁড়া এবং নক্স ব্যবহারে উপকার না দর্শিলে ইহা প্রযুজ্য।

ভেরাট-ভি—প্রচণ্ড জ্বর, নাড়ী দ্রুত, প্রলাপ এবং অঙ্গাক্ষেপের উপক্রম।

মার্ক—সাংক্রামিক সর্দ্দি, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস জন্য মাথাধরা, চক্ষুজ্বালা করা ও তাহা হইতে জল পড়া, ঘন ঘন হাঁচি এবং নাক ফুলা ও লাল এবং উহা হইতে প্রচুর সর্দ্দি ঝরা, গলা ও দাঁত ব্যথা, উৎকাশি, রাত্রে যাতনাধিক্য ও অধিক ঘাম। আর্সেনের পর ইহা অধিক খাটে, বিশেষ রোগী স্থূলকায়, কফাংশ ধাতুগ্রস্ত এবং নাসারন্ধ্র লাল ও ঘাবিশিষ্ট হইলে।

মার্ক-ভা—নাকের হাড় ফুলা, রন্ধ্রে মেড়মেড়ি পড়া এবং উহা পরিষ্কার করায় রক্তপাত। নাক হইতে দুর্গন্ধ সব্জাটে পূয নির্গমন। গরমির পীড়া হইতে রোগের উদ্ভব।

রস—পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাক হইতে অনিচ্ছাধীন ঘন জর্দ্দা শ্লেষ্মা পড়া। নিঃশ্বাস অত্যন্ত গরম, নাসিকার নিম্ন প্রদেশে এবং উপরের ঠোঁঠে জ্বর-ঠুঁঠার ন্যায় ফুসকুড়ি হওয়া ও তথায় মেড়মেড়ি পড়া, হাড় ব্যথা। ভেজা জন্য সর্দ্দি।

লাইকপ—পীড়া ক্রূর হইলে। সকল প্রকার সর্দ্দি, রাত্রে নাক বন্ধ দরুণ

মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ জন্য গলা শুষ্ক হওয়া, কিন্তু বড় পিপাসা না হওয়া, মাথার গোলোযোগ এবং কপাল জ্বালা।

ল্যাকাসি—নাক চক্ষু দিয়া জল ঝরা, নাক আটকান। মুখ শুষ্ক ও তথায় লঙ্কার জ্বালা, উৎকাশি, শ্বাস-খর্ব্বতা ও বুক ফুঁড়ুনি। গলায় হাত দিলেই কাশি ও দম-আটকান। বৈকালে ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি। পুরাতন রোগ, নাসারন্ধ্র টাটান ও তথায় মেড়মেড়ি পড়া, রক্ত ও পূয ঝরা। নাক দিয়া অতিরিক্ত দুর্গন্ধ রস নির্গত। নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠ ফুলা ও টাটান, নাকে ছিপি পরান বোধ, কাণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, মাথাধরা, চিন্তায় অক্ষমতা, বদ মেজাজ এবং নস্য ব্যবহারে উপকার না হইলে।

ষ্টিক্‌টা—নাক সড়্‌সড়ানি, শুষ্ক ও ব্যথা, সর্ব্বদা হাঁচি, চক্ষু পোড়া, কপাল ব্যথা ও গলা শুষ্ক জন্য গিলিতে কষ্ট।

সল্‌ফর—জলের ন্যায় সর্দ্দি ঝরা, তার ও ঘ্রাণ হীন হওয়া, শীত তাপ ও পা ঠাণ্ডা, পুরাতন রোগ, নাক বন্ধ, ঘন সজা জর্দ্দা শ্লেষ্মা নির্গত, নাক ব্যথা, বধিরতা। ঋতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত ইহা দেওয়া বিধি, বিশেষ যাহার পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে হয় না, তাহার পক্ষে অধিক উপকারী।

সাইক্লেমেন—পুনঃ পুনঃ হাঁচি, প্রচুর সর্দ্দি ঝরা, গন্ধ ও তার হীন, মাথা ও কাণে বেদনা।

সাঙ্গুই—কখন নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরা, কখন বা নাক বন্ধ হওয়া, নাক ঝাড়ায় প্রতিকার না হওয়া, মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলা, চক্ষু ছুঁইলে বেদনা, ডান চক্ষু হইতে জল ঝরা, গলা ও বুক ব্যথা, কাশি, পরে উদরাময়।

সাম্বুকস—নাকে দড়ির ন্যায় সিক্নি বা নাসারন্ধ্র এককালে শুষ্ক ও বন্ধ হইলে। স্নায়ু-প্রধান এবং যাহারা অধিক ঘামে ও দমকা বাতাসে যাহাদের সর্দ্দি হয় এমত সকলের পীড়া পক্ষে। নাক বন্ধ জন্য মাই টানিতে না পারা, রাত্রে হঠাৎ শ্বাস-রোধ।

সিপা—চক্ষু ও নাক হইতে প্রচুর জল ঝরা, কাশি, শ্বাসপ্রণালী যেন ছিঁড়ে পড়া ও তজ্জন্য বুক চাপিতে বাধ্য হওয়া।

সিমিসি—নাক হইতে জল ঝরা, হাঁচি, মাথাধরা, স্বরভঙ্গ, কাশি, গলা ও বুক ব্যথা এবং চক্ষুগোলক ব্যথা, পাতাভার জন্য চক্ষু খুলিয়া রাখিতে না পারা।

ঠাণ্ডা বাতাসে কষ্ট। মাথার চুল টাটান ও আড়ষ্ট, সর্দ্দি জ্বর, শরীরে বেদনা, অতিশয় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

সিকেল—নাক বন্ধ ও জল ঝরা।

সিলিসা—পুরাতন সর্দ্দি, কটু শ্লেষ্মা ক্ষরণ, শ্লেষ্মা গাঢ় ও শক্ত জন্য নাক বন্ধ, ঘ্রাণহীন হওয়া, দীর্ঘকাল নাকের আগা চুলকুনি, প্রাতে নাক বন্ধ, দিবসে সর্দ্দি ঝরা।

সেপি—নাক ফুলা ও তাহাতে প্রদাহ, নাসারন্ধ্রে ঘা ও উহা টাটান, ক্রুর শ্লেষ্মা, নাক বন্ধ, ঘ্রাণহীনতা, পীঠ ব্যথা, ঘাড় শক্ত, কাশি, পাকাশয় খালি বোধ।

স্পাইজি—প্রচুর শ্লেষ্মা, রাত্রে উহা গলায় জমাট হওয়ায় দম আটকান প্রায় হওয়া।

হাইড্রাস—নাক দিয়া নিয়ত ঘন সিক্নি ও চক্ষু দিয়া জল ঝরা। নাসারন্ধ্র হাজা ও টাটান।

হিপর—অধিক পারা ব্যবহারের পর অতি সামান্য কারণে সর্দ্দি হইলে বিশেষ উপকারী। দম আটকান ও স্বরভঙ্গ, কাশি, অধিক শ্লেষ্মা উঠা, গলা মধ্যে যেন চেঁচাড়ি থাকা বোধ। নাসিকার এক রন্ধ্রের পীড়া, মাথাধরা ও নড়ায় বা ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, অথবা মার্ক ব্যবহারে উপকার না হইলে ইহা বিধি।

অল্প, লঘু ও শুষ্ক খাদ্য, ভাতের বদলে রুটী চিড়ে ভাজা মুড়ি বা সাগু পথ্য। ঠাণ্ডা বাতাস লাগান অবিধি। সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে উঠা এবং স্নান হইবার নিমিত্ত শরীরকে গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল পান করিতে দেওয়া উচিত। সবলকায়ের শয়ন কালীন এক বা দুই গ্লাস জল পানে বিলক্ষণ ঘর্ম্ম হয়। শয়নের পূর্ব্বে কুনুই হইতে আঙ্গুল এবং হাঁটু হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত গরম জলে ১০।১৫ মিনিট কাল ধৌত করিয়া পরে গরম বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখায়, ঘর্ম্ম হইয়া সুস্থতা লাভ করে। অথবা দুই দিবস জল পান এককালে বন্ধ রাখা উচিত। সঙ্কট অবস্থায় শীত, গা হাত ভার, ত্বক শীতল, শরীর মাটি মাটি, এমন অবস্থায় আদত কর্পূরের আরক ১।২ ফোটা চিনিতে ফেলিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিলে আশু উপকার সম্ভাবনা। এই শেষোক্ত ব্যবস্থা বয়স্কদিগের পক্ষে।

দন্তোদ্গম বা দাঁত উঠা।

দন্তাধার হইতে অস্থিবিশিষ্ট হইয়া আবর্ত্তন ভেদ করতঃ সচরাচর শিশুর ছয় মাসের পর দন্ত বিনির্গত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মাড়ি ফুলা ও তাহার সড়সড়ানির জন্য শিশু সদাই শক্ত দ্রব্য কামড়াইতে চাহে। এই সময়ে চুষির প্রয়োজন; রং করা চুষি ব্যবহারে অপকার সম্ভব, সুতরাং হাতির দাতের, কাষ্ঠের রং শূন্য বা রবরের চুষি দেওয়াই বিধি। সর্ব্ব প্রথম উপর পাটির মাঝের দুইটী, কয়েক সপ্তাহের পর অপর পাটির দুইটী, এইরূপে ক্রমশঃ আড়াই বৎসরের মধ্যে সমুদয় দুধে দাঁত নির্গত হয়। ঐকালে শিশুর মাড়ি শক্ত, মুখ দিয়া অধিক লালপড়া বা সামান্যতর উদরাময় এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কাঁদুনে হইতে দেখা যায়। কখন কখন মাড়ির প্রদাহ বশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পায়। বিশেষ দুর্ব্বল ও স্নায়ু-প্রধান শিশুর এক কালে অধিক দন্ত নির্গত হইলে অত্যন্ত জ্বর, অনিদ্রা, শরীর আইঢাই করা, গালগলা ফুলা, চক্ষু আরক্ত ও ঘূর্ণী, দড়কা-কাশি, হিক্কা, অঘোর, ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবসন্ন হওয়া, মাথা সোজা রাখিতে না পারা, মাড়ি ফুলা, লাল, গরম ও ব্যথা এবং প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত মুখ টাটানি, উদরাময়, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে।

মাংস-ভোজীর ন্যায় অন্নাহারীর মাড়ি তত শক্ত হয় না। বিশেষ কষ্ট ভিন্ন দাঁত নির্গত হয়। মাড়ি চিরিয়া দেওয়া প্রায় আবশ্যক হয় না—অস্ত্র করায় সেই স্থান শক্ত হয় এবং কাজেই দন্ত সহজে বাহির হয় না। ঔষধে উপসর্গ দূর না হইলে এবং দড়কা কালীন ও দাঁত দেখা যাইতেছে এমত স্থলে মাড়ি উস্কাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। দন্তোদ্গম কালীন শিশুকে হিম বা ঠাণ্ডা লাগাইতে অথবা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া অনুচিত। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিধি। ঔষধ দিনের মধ্যে ৩।৪ বার এবং যে ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করা হয়, তাহা ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার বিধি।

দন্তোদ্গম সময়ে অনিদ্রা—আকন, কফি, জেলস, হাইয়স; (শরীর আই-ঢাই—ক্রিয়োস)।

দন্তোদ্গম কালে কাশি—ক্রিয়োস, সিনা।

দন্তোদ্গম, অসময়ে, নিয়মিত কালের পূর্ব্বে বা পরে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাঠিন্য—নক্স, ব্রাই; আকন, প্লম্বম, মাগ্নিসা-ম, সল্‌ফর।

——সময়ে গা বমি বমি, শীত শীত ও ভেদ—ভেরাট।

——গা বমি বমি ও জমাট দুধ তোলা—কালী-ক্লো।

——জ্বর ও অধিক তৃষ্ণা—আকন।

——মাথা গরম, গণ্ডদেশ আরক্ত, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত—বেল।

——সবিরাম জ্বর, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা—জেল্‌স।

——এক গাল পাঙ্গাশ ও অপর গাল লাল—কামো।

যে সকল শিশু স্তনদুগ্ধ পায় না, তাহাদের দন্তোদ্গম সময়ে পীড়া—নক্স।

দন্তোদ্গম কালে দড়কা—ইগ্নে, ইপি, কামো, কাল্কা, কুপ্রম, নক্স, মার্ক, বেল।

————ভেদ—আর্স, কামো, কাল্কা, কালী-ক্লো, ডল্কা, পড, মার্ক।

————বমন—ইপিকা।

————ভেদ, দুধ বা জল বমন ও অতিশয় তৃষ্ণা—আর্স।

স্বভাবতঃ মুখ হইতে লালা ভাঙ্গিলে, তরল বাহ্যে হইলে, রক্ত মস্তিষ্কে উর্দ্ধগ বা ফুস্‌ফুসে সঞ্চয় হইতে পারে না এবং ঐ সমস্ত উপসর্গ অতিরিক্ত না হইলে উহা নিবারণ করা অযৌক্তিক। হিম বা ঠাণ্ডা লাগা জন্য উহা হঠাৎ বন্ধ হইলে পুনঃ প্রকাশ নিমিত্ত যত্ন করিবা।

আকন—মাড়ি উত্তপ্ত ও লাল, অঙ্গুলি, হাতের মুঠা বা স্তনের বোঁটা কামড়ান, মাথা গরম, জ্বর, অত্যন্ত তৃষ্ণা, সর্ব্বদা কান্না, অস্থিরতা, প্রায়ই সবুজ জলবৎ ভেদ, কখন আম রক্ত, এবং কচিৎ কোষ্ঠবদ্ধতা।

আর্স—মাড়ি কাল ও জল পূর্ণ ফোস্কা বিশিষ্ট, মাথা ও বদন হাত দিয়া আঘাত করা, কষ্টের চেহারা, তৃষ্ণা জন্য পুনঃপুনঃ স্তন্য করা, প্রায়ই অজীর্ণের দুর্গন্ধ মল, কখন কখন রক্ত মিশ্রিত, কচিৎ বা কঠিন বাহ্যে, দিন দিন কৃশ হওয়া ও ত্বক তোবড়ান এবং শুষ্ক হওয়া, জল বমন, বিশেষ পানের পর। এগোড় ওগোড় ও ছট্‌ফট্ করা।

ইগ্নে—অতি কষ্টে দন্তোদ্গম, ঘুমন্ত হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগা ও সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকা, (এইরূপ প্রত্যহ একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হওয়া); পুনঃ পুনঃ গা গরম ও ঐ সঙ্গে ঘাম; অধঃ-চোয়ালে আক্ষেপ আরম্ভ হওয়া;

দড়কা সহ কোষ্ঠবদ্ধ বা রক্ত বিশিষ্ট আম বাহে সহ কোঁতপাড়া ও মলাশয় বাহির হওয়া।

ইপি—দাঁত উঠা কালীন সর্ব্বদা ওয়াক তুলা, কখন বমন, নানা বর্ণের বা সবুজ গাঁজলাটে ভেদ, চক্ষু পাঙ্গাশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া, সর্দ্দি, গলা ঘড়ঘড়ানি ও দম আটকান কাশি।

আপিস (এপিস)—দন্তোদ্গম সময়ে রাত্রে অনেক বার চীৎকার করিয়া জাগা, জিজ্ঞাসিলে বলে কিছুই নহে, শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ। প্রায়ই অকষ্টকর সবুজ জলবৎ, কখন কখন রক্ত মিশ্রিত ভেদ। সদা হাই উঠা ও অসুখ হওয়া। ইহা ক্রমান্বয়ে ১০।১৫ দিন সেবন বিধি।

কফি—অস্থিরতা, অনিদ্রা ও তজ্জন্য নেতাইয়া পড়া, গাত্রতাপ, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা, আবার কান্না।

কলসিন্থ—মাড়ি ব্যথা, শূলের ন্যায় পেটে বেদনা, কখন কখন ব্যথিত প্রদেশ চাপায় স্বস্তি বোধ, জলো গাঁজলাটে আরক্তিম আম বা পাঁচ রঙ্গা হড়হড়ে ভেদ।

কল্‌চিকম—দাঁত উঠা কালিন মাড়ি পাকিয়া উঠা, দড়কা, মাথা এগোড়-ওগোড় করা, ভেদ বা দীর্ঘ কোষ্ঠবদ্ধতা ও চক্‌চকে আমবিশিষ্ট মল ত্যাগ।

কামো—মাড়ি লাল ও ব্যথা, সামান্য শব্দে বা ঘুমন্ত চমকানো কান্না, অঙ্গ-ক্ষেপ বা পেশী বিশেষের চিড়িকমারা, ঘন ঘন ক্ষুদ্র শ্বাস ও শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্বাস, কখন কখন উৎকাশি, অত্যন্ত তৃষ্ণা, ভেদ, এক অপেক্ষা অপর গাল গাঢ় বর্ণের হওয়া।

কাল্কা—কখন কখন আগুড়ি দাঁত উঠা। কিন্তু প্রায়ই বিলম্বে ও আস্তে দন্ত বাহির হওয়া এবং তৎকালে জর বা দড়কা, গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের ঐ সময় চক্ষু প্রদাহ ও তথায় কুসকুড়ি; মাড়ি খুব শক্ত হওয়া, ফুলা ও ব্যথা এবং শিশু দুর্ব্বল ও তাহার চটা স্বভাব। যাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বড় ও বিলম্বে জোড়া লাগে, মাথা ঘামে, যাহারা অধিক দিনে দাঁড়ায় ও হাঁটে, যাহাদের পেট ডাগরা ও কাশি থাকে, এমত সকল শিশুর পক্ষে ইহা বিশেষ খাটে।

কাল্কা-ফস—দাঁত উঠা কালীন পেট ফাঁপা ও ভেদ, দুধ লোস্তা লাগা জন্য স্তনপান করিতে না চাওয়া, মাথা তুলিতে ও ফেরাইতে দুলিতে থাকা, নাক

হইতে জল ঝরা, কাণ ও নাকের আগা ঠাণ্ডা, অধির, স্ফীত ও বাহির হওয়া; চক্ষু যেন ঠেলে বাহির হওয়া; মাথার খুলি কোমল ও টিপিলে খড় খড় শব্দ হওয়া। বিলম্বে ও কষ্টে দাঁত উঠা, শরীর শীর্ণ, কাশি ও বুক ঘড় ঘড়ানি হওয়া।

কাষ্টিক—মাড়ি ফুলা ও মাঝে মাঝে পাকিয়া উঠা, দড়কা, বমন, দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধতা বা চক্চকে আমযুক্ত মল ত্যাগ, বিশেষ চর্ম্মরোগ থাকিলে।

কিউপ্রম—ঝিনুক মুখে দিলে মাড়ি দিয়া কামড়ান, মুখ শুষ্ক, পেট ব্যথা, শ্লেষ্মা বমন, সবুজ মল, অঙ্গ খেঁচুনি, হাত পা ছোড়া, আঙ্গুল বেঁকে যাওয়া, গলা ধরিয়া যাওয়া, গাঁজলা ভাঙ্গা, পুনর্ব্বার আক্ষেপ বা দড়কা না হওয়া পর্য্যন্ত চীৎকার ও কান্না।

ক্রিয়োসোট—কষ্টে দাঁত উঠা এবং তজ্জন্য কাশি, দড়কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন বা ভেদ এবং যত্নে ঘুম না পাড়াইলে নিদ্রার অভাব, প্রথমতঃ প্রদাহ, পরে মাড়ি নরম হইয়া ক্ষয় হইতে থাকা এবং দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট হওয়া। অথবা নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে দুধে দাঁত প্রথমে জন্মা, পরে কাল হইয়া শেষে ক্ষয় হয়। মাড়ি হইতে রক্ত পড়া এবং বদনে স্নায়বিক বেদনা জন্য আক্ষেপ। একহারা চটা-স্বভাব লোকের পক্ষে বিশেষ খাটে।

গ্রাফাইট—মাড়ি ফুলা ও অত্যন্ত ব্যথা, বদনে রসভরা ফুস্কুড়ি, অসুস্থ বা চুলকনা-বিশিষ্ট ত্বক, কানের পশ্চাদ্ভাগ, গলা ও হাঁটুর খাঁজ হাজা।

গ্রাফেলিয়ম-পলি—পেট কামড়াইয়া প্রচুর জলবৎ বলক্ষয়কারী ভেদ, বিশেষ গ্রীষ্মকালে ও দাঁত উঠা কালে।

জিঙ্ক—দাঁত না উঠা দরুণ পীড়া, মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতের উপসর্গ। উৎকট রোগ ও রোগীর চরমাবস্থা। ঘোর তন্দ্রা, চক্ষুস্থির ও অর্দ্ধ মুদ্রিত, বদন কখন লাল কখন ফেকাসে ও শীতল, হিমাঙ্গ, অচেতন, নাড়ী অপ্রাপ্য-প্রায়, শ্বাস-কষ্ট, পেট গরম ও খসা এবং অনিচ্ছাধীন শৌচ প্রস্রাব, চেক্‌ড়ান, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপা, নাক মধ্যে আঙ্গুল দেওয়া বা ঠোঁঠ টানা, সদা পায়ের পাতা নাড়া। কখন প্রলাপ বকা, চিনিতে না পারা, মাথা এগোড় ওগোড় করা, চক্ষু ঘোরা, দড়কা, লাফান, গা গরম হওয়া, অস্থিরতা বিশেষ রাত্রে।

জেল্‌স—দন্ত উঠা কালে জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, হঠাৎ চীৎকার ও দড়কার উপক্রম, বলক্ষয়।

ডল্কা—ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় দাঁত উঠার যাতনা বৃদ্ধি, লাল ভাঙ্গা, উদরাময়, সর্দ্দি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

নক্স—দাঁত উঠার সময় জ্বর, অনিদ্রা বা ঝিমন, পেট ফোলা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা পুনঃ পুনঃ বাহ্যে, উৎকাশি, শেষ রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি, চটা ও একগুঁয়ে স্বভাব। যে সকল শিশু ঢোকা দুধ খায় তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ খাটে।

নক্স-ম—বলক্ষয়কারী ছেকড়া ছেকড়া ভেদ, ঝিমন, গ্রীষ্মে ও রাত্রে যাতনাধিক্য।

পড—মাড়িতে মাড়িতে ঘর্ষণ ও ঘুমন্ত গোঁঙান এবং চীৎকার করা, মাথা গড়ান, প্রাতে কষ্টকর সবুজ বা জলবৎ শাদা বা নানা বর্ণের ভেদ, কীটনেকার, দড়কা, গোগোল বাহির হওয়া। গ্রীষ্মে এবং আহার ও পানের পর বৃদ্ধি।

ফেরম—অল্পে অল্পে (একটু একটু করিয়া) দাঁত বাহির হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী অকষ্টকর দুর্ব্বলকারী অজীর্ণের ভেদ, মলদ্বার হাজা এবং খাওয়ার পরই ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলা, শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল-কারী ঘাম হওয়া।

বেল—অতি কষ্টে দন্তোদ্গম সহ মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয় ও মস্তিষ্কের উপদাহ। মাথা অত্যন্ত গরম, অধিক গোঁঙান, বদন ও চক্ষু আরক্তিম, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত, ঘুম ভাঙ্গায় আতঙ্কের দৃষ্টি, চমকান, লাফান ও কাঁদা, দড়কার পরই সুনিদ্রা, অপরাহ্ণে রোগ বৃদ্ধি, রাত্রে জ্বর ও সেই সঙ্গে প্রলাপ, সবুজ আমযুক্ত টক গন্ধের মল ত্যাগ, সেই সময় কম্প; কখন কখন বা অসাড়ে বাহ্যে হওয়া, মাড়ি কখন কখন লাল, স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত শিরা উঠিলে।

বোরাক্স—মুখের ভিতরে ও মাড়িতে ঘা থাকা জন্য শিশুর স্তন টানিতে ভাল না পারা, সুতরাং স্তন না ধরা ও সামান্য কারণে চমকান, কান্না এবং নিকটস্থ পদার্থ জড়াইয়া ধরা। নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চ হইতে নিম্নে অথবা কোল হইতে নামাইলে পতনের ভয়ে জাগিয়া পড়া; কষ্টে দাঁত নির্গত হওয়া।

ব্রাই—মাড়ি গরম, স্ফীত ও অল্প লাল, মুখ এবং ঠোঁঠ ফাটাফাটা শুষ্ক, হয়ত পানের কিছু পরই অধিকৃত দুধ তোলা, মল কঠিন ও পোড়ার ন্যায়; প্রাতে ভেদ, গা ঠাণ্ডা ও শীত, স্থির থাকার ইচ্ছা, নাড়ায় কষ্ট, চটা স্বভাব, অধিক মাত্রায় পানের ইচ্ছা।

ভেরাট—মাড়ি ফুলা এবং দাঁত উঠা উপলক্ষে বমন ও কাটনেকার, একটু সামান্য নড়ায় উহার বৃদ্ধি, প্রতিবার ভেদের পরই নেতাইয়া পড়া ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, হাত পা ঠাণ্ডা, খুব দুর্ব্বল, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া।

ম্যাগ্নিসা-কা—নিয়মিত সময়ের পরে দন্ত নির্গত হওয়া, সবুজা গাঁজলাটে টক গন্ধের ভেদ, পুনঃ পুনঃ টক বমন, অরুচি, রোগ পুরাতন হইয়া শিশুর দিন দিন শীর্ণ হওয়া।

ম্যাগ্নিসা-ম—দেরিতে দাঁত উঠা, শিশুর পেট ডাগ্‌রা, মল লম্বাকৃতি ও খানিকটা বাহির হইয়াই ভাঙ্গিয়া পড়া।

মার্ক—মাড়ি লাল এবং কথন জিহ্বা ও মুখের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, অধিক লাল ভাঙ্গা, সবুজা হড়হড়ে বা রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ ও অতিরিক্ত কোঁত পাড়া, জর্দ্দা ও চড়া ঘ্রাণের প্রস্রাব, রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি। উদরাময় জন্য (কামোর) পর ইহা বিশেষ খাটে।

রিয়ম—দন্তোদ্গম কালে পেটে শূল বেদনা হইয়া টক ভেদ ও মল ত্যাগের পরও বিলক্ষণ বেগ, সমস্ত শরীরে টক গন্ধ, ধুইলেও সে গন্ধ না যাওয়া, নড়িয়া বেড়ানয় বা গাত্রের আবরণ খোলায় ভেদ হইতে থাকা।

লাইক—দন্তোদ্গম কালীন অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে নিদ্রা ও মাথা এগোড় ওগোড় করা, পরে গোঁঙান, প্রস্রাবের পূর্ব্বে চীৎকার ও কান্না, ত্যাগের পর শয্যায় (কাঁথায়) লাল বালুকাকণা দৃষ্ট হওয়া—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্য পেট হুড়মুড় করা এবং বৈকাল ৪ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত রোগ বৃদ্ধি, পরে রাত্রে সমতা।

লাকাসি—মাড়ি গাঢ় বেগুনে বর্ণ ও স্পর্শে বেদনা, গিলিতে কষ্ট, গলা ছুঁইতে না দেওয়া, ঘুম আসিবার সময় দড়কা, নিদ্রা ভঙ্গের পর যাতনা বৃদ্ধি।

ষ্টানম—দন্ত উঠা বশতঃ মৃগীর ন্যায় মূর্চ্ছা, উপুড় হইয়া না শুইলে শিশুর স্থির না থাকা।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—দুধে দাঁত সম্পূর্ণরূপে বাহির হইতে না হইতে ভাঙ্গিয়া পড়া।

ষ্ট্রাম—মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব বা গোলযোগ, মাড়ি পেষা, দাঁত কিড়মিড়ি করা, দড়কা সহ কান্না, নিদ্রা ভঙ্গে আতঙ্কের চেহারা, ঘুমন্ত অবস্থায় হাত, বিশেষ আঙ্গুল নাড়া, পচা গন্ধের কাল্‌চে ভেদ হওয়া।

সল্‌ফর—দাঁত উঠা কালীন শাদা ও টক বা রক্ত-বিশিষ্ট সবুজ বাহ্যে,

মলদ্বার হাজা ও টাটান, মল ত্যাগে চীৎকার ও ছটফটানি, গাত্রে অতিশয় চুলকনা-বিশিষ্ট স্ফোটক, বার বার ঘুমভাঙ্গা, খুব প্রাতে অসামাল ভেদ, আক্ষেপের পর মাথা গোঁজড়ান এবং চেহারা কখন লাল কখন ফেঁকাশে হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং নক্স ও বাই দিয়া না সারিলে এবং ভেদে মার্ক সেবনেও রোগের কসুর থাকিলে, ইহা প্রয়োগ বিধি।

সল্ফ-আ—মাড়ি ফুলা এবং তথা ও মুখে ঘা, সদা ছেপ ফেলা, খেঁতখেঁতে হওয়া ও সদা কান্না, অরুচি, জর্দ্দা ছেক্ড়া ছেক্ড়া আম ও মল বাহ্যে ও অতিশয় দুর্ব্বল হওয়া।

সাইপ্রিপিডিয়ম—মস্তিষ্কের উপদাহ, শিশুর মনের উত্তেজনা, অসময়ে হাসি ও খেলা, অস্থির ও জাগ্রত থাকা, ঘুমন্ত দেয়ালা দেখা।

সিকুটা—দাঁত কিড়মিড়ি, দাঁতকপাটির ন্যায় চোয়াল চাপা বা বন্ধ, দড়কা, হাত পা নড়্ নড়্ (শিথিল হওয়া) করা ও ঝোলা অথবা কাষ্ঠবৎ শক্ত ও খাড়া বা সোজা থাকা, অর্দ্ধ নিদ্রা ও আইঢাই করা।

সিনা—মাড়ি পেষা বা দাঁত কিড়িমিড়ি, সদা নাক রগড়ান বা ঘষা, অধিক ক্ষুধা, খ্যাক্খেকে উৎকাশি, পিপাসা, পানের পরই ভেদ, পেট ব্যথা জন্য চীৎকার, ঘুমন্ত আলবাল (ছটফট) করা, কিন্তু দোলাইলে ভাল থাকা, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি ও পুনর্ব্বার কান্না, বদন পাঙ্গাশ, বিশেষ নাক ও মুখের চতুষ্পার্শ্বে, প্রস্রাব দুধের ন্যায় শাদা, খিটখিটে, শিশুর দিকে তাকাইলে, তাহার সহ কথা কহিলে বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে বিরক্ত হওয়া বা চটা, আবদারে হওয়া, কিন্তু প্রার্থিত দ্রব্য দিলে ছুড়িয়া ফেলা।

সিলিসা—গণ্ডমালা ও কৃমি-ধাতুবিশিষ্ট শিশুর পক্ষে; পুনঃ পুনঃ বা নিয়ত মাড়ি হাত দিয়া ধরা, অধিক লালা ভাঙ্গা, সন্ধ্যায় জ্বর ও মাথা গরম, অথবা যাহাদের বড় মাথা ও দীর্ঘ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগে, ও মস্তকে প্রচুর ঘাম হয়, তাহাদের পক্ষে উপকারী। পেট শক্ত, গরম ও স্ফীত, ওস্থান মাড়িতে বেস্তারার ন্যায় ফুস্কুড়ি ও তথাকার সাড়াধিক্য এবং শক্ত মল খানিকটা বাহির হইয়া হড়াৎ করিয়া ভিতরে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়া।

স্কুটেলেরিয়া—বাতাধিকা ধাতু, অতিশয় অস্থিরতা, হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা এবং পেশীর কম্প ও চিড়িক মারা।

হাইয়স—মুখ মধ্যে অঙ্গুলি দেওয়া, মাড়িতে মাড়িতে সংঘর্ষণ ও চর্ব্বণ, চক্ষু চক্‌চকে ও লাল, তাহার পুত্তলি বিস্তৃত, বদন স্ফীত ও উহার পেশীর খেঁচুনি, অনামাল জলবৎ জর্দ্দা ভেদ, গাঢ় নিদ্রা, বিড় বিড় করা ও শয্যা খোঁটা।

হিপর—মাড়ি খুব কোমল ও ব্যথা-বিশিষ্ট, পাকাশয়ের গোল বা বিকৃত ভাব, খুব টক বা ঝাঁঝাল খাদ্যে স্পৃহা, শাদাটে টক গন্ধের ভেদ, সর্ব্বাঙ্গে অতিরিক্ত ও প্রচণ্ড চুলকুনি, বিশেষ মাথার খুলিতে।

দন্ত-মাড়ির পীড়া।

নানাবিধ উপসর্গ।

মাড়ির প্রদাহে—বেল, মার্ক; চিন, নক্স, ষ্টাফিস, সল্‌ফর, হিপর।

মাড়ি ফুলা—আম-কা, আম-ম, কাল্কা, চিন, জিংক, নক্স, নেট্রম-আ, ফস, ফস-অ, মাড়িতে গ্যাঁজ, অথবা স্ফোটক হইলে—ষ্টাফিস, সিলিসা, সল্‌ফর, কাল্কা।

—ক্ষত——কার্ব্বো, নেট্রম, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্‌ফর-আ।

—নালী ঘা—কাল্কা, ফ্লো-আ, লাইক, ষ্টাফিস, সিলিসা।

—(Scorbutic) শীতাদ (দীর্ঘকাল টাটকা দ্রব্য বা তরকারী না খাওয়া দরুন, বিশেষ জাহাজি নাবিকের রোগ পক্ষে)—কার্ব্বো, কাষ্টিক, ক্রিয়োস, চিন, নেট্রম, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্‌ফর।

অধিক পারদ ব্যবহার জন্য মাড়িতে রোগ পক্ষে—কার্ব্বো, চিন, নাইট্রী-আ, হিপস।

মাড়ি হইতে রক্তপাত—কার্ব্বো, ষ্টাফিস; আণ্টু, আরম, কাল্কা, জিঙ্ক, নাইট্রী-আ, মার্ক, সিলিসা।

মাড়িতে স্ফোটক।

মাড়ি উত্তপ্ত, লাল ও ব্যথাযুক্ত হয়, এবং ফুলিয়া পাকে ও তথা হইতে বা গাল ফাটিয়া পূয নির্গত হয়। নির্জীব বা ক্ষত-বিশিষ্ট দন্তের উপদাহ জন্য রোগ, প্রথমে যত্ন না করিলে ইহাতে দাঁতের অস্থির পর্দ্দা উঠার সম্ভাবনা।

বেল—প্রদাহিত অবস্থা ; মুখ ও তালু পর্য্যন্ত টাটানি ; লাল, শক্ত ও ব্যথা-বিশিষ্ট স্ফোটক এবং সেই স্থানে জ্বালা, দপদপানি ও হুল ফুটুনির ন্যায় যাতনা হয়। পূর্ব্ব উপসর্গের সঙ্গে মুখ দিয়া অধিক লালা ভাঙ্গা থাকিলে—মার্ক। এই ঔষধদ্বয় পর পর ব্যবহার হইতে পারে এবং প্রথম প্রথম দিলে ফোড়া বসিয়া যায়, আর পাকিতে পারে না। প্রদাহ তত প্রবল না হওয়া এবং অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও চটা এবং বদ-মেজাজি পক্ষে—নক্স। কিন্তু রোগী নম্র-প্রকৃতি ও উদরাময়-গ্রস্ত হইলে—পল্স। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা পাল্টে রোগাক্রান্ত হইলে—সল্ফর। মাড়ির ফুলা বৃদ্ধি, উত্তপ্ত এবং নরম হইয়া দপ্ দপ্ করা এবং পূয সঞ্চারের অবস্থায়—হিপর।

সিলিসা—মাড়ির প্রদাহিত ফুলা ও ব্যথা। ক্ষয়া দাঁতের উত্তেজনা জন্য মাড়িতে স্ফোটক। চোয়াল ফুলা, ব্যথা ও দুর্গন্ধ জলবৎ পূয ক্ষরণ। দীর্ঘকালের নালী ঘা ও মাঝে মাঝে তাহার মুখ বন্ধ, কিন্তু সামান্য কারণে সেই ঘার পুনঃ প্রকাশ। আনাড়ির হাত দিয়া দাঁত তুলার পর যে যাতনা হয়, ইহা সেবনে তাহা যায়।

জ্ঞান-দন্ত (আক্কেল দাঁত) নির্গমন জন্য মাড়ি উত্তপ্ত, লাল ও ব্যথা-যুক্ত হইলে এবং ঐ সঙ্গে কম বেশী জ্বর থাকিলে—আকন। তৎকালে মাড়ি টাটানয় আর্ণিকা। বদন ফুলায়, কামো, বেল। জ্ঞান-দন্ত কষ্টে ও দীর্ঘকালে নির্গত হইলে অথবা প্রদাহ সারিয়া অতি সামান্যতর উপসর্গ নিমিত্ত—কাল্কা।

মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া।

ফস-আ—মাড়ি যেন ছাল-হীন হওয়া, টাটান, মাড়ি ঘর্ষণ বা স্পর্শে রুধির পাত।

মার্ক—মাড়িতে ব্যথা, ফুলা ও ভিদভিদে,সামান্য কারণে রক্ত পড়া। (পূর্ব্বে অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে—কার্ব্বো, চিন ।

মাড়িতে ক্ষত ও সামান্য কারণে তথা হইতে রক্তপাত ও রোগক্রূর পক্ষে কাষ্টিক, রুটা, লাইক। অন্য কিছুতে উপকার না দর্শিলে, অথবা পাল্টে পাল্টে রোগ নিবারণার্থ—আলুমি, সল্ফ-আ, সিলিসা, সেপি।

হিম ও ঠাণ্ডা না লাগা,পরিমিত আহার,সুরা আদি উত্তেজক ও গরম মসলা ব্যবহার না করা এবং যত সম্ভব অল্প মৎস্য মাংস খাওয়া ; বিশেষ সর্ব্বদা মুখের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার রাখাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

দন্তরোগ।

পাকাশয়ের গোলযোগ, হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা বা দমকা বাতাস লাগায়, জলে ভিজায়, দাঁতের গোড়ায় স্ফোটক ও উহার হাড়ে ক্ষত এবং তথাকার স্নায়বিক মর্জ্জা আবর্ত্তন-হীন হওয়ায় ,পদার্থ মাত্র সংস্পর্শে কষ্টের একশেষ হয়। যাতনা এত অসহ্য ও ভয়ঙ্কর হয় যে, পীড়িতকে পাগল করিয়া তুলে।

বাল্যকাল হইতে দন্ত পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে আহ্নিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে দাঁতন করার বিধি দিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষু মুখে জল, পরে কয়লা বা খড়ি দিয়া দন্ত মার্জ্জনা এবং প্রতিবার আহার বা জলযোগের পর কুল্লি করা ও বয়স্কদের খড়্‌কে খাওয়া আবশ্যক। খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত টক দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। এরূপ করায় দাঁত অনেক দিন ভাল থাকে। অধিক পারা ব্যবহার অথবা ধাতু বিকৃতি জন্য কেহ কেহ অল্প বয়সে দন্তহীন হয়।

ব্যাধি যদিও মারাত্মক নহে, কিন্তু ইহাতে কখন কখন রোগীকে পাগল প্রায় করে। উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে অগ্নিতে জলপড়ার ন্যায় তদ্দণ্ডেই যাতনার সমতা হয় এবং সেই নিমিত্ত এই প্রস্তাবটী বিশিষ্ট ও বাহুল্যরূপে লিখিত হইল। উপসর্গের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে নিষ্ফল হইবে না, ইহা পূর্ণ বিশ্বাস।

সময় ও কাল।

বসন্তকালের-দন্তশূল—পল্‌স ; আকন, কার্বো, ক্যাল্কা, ডল্কা, নক্স, নেট্রম, ব্রাই, রস, সল্‌ফর, সিলিসা।

গ্রীষ্মকালের রোগে—আণ্ট, কামো, কার্বো, কাল্‌কা, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, বেল, ব্রাই, লাকাসি।

বর্ষায়—চিন, নক্স, ব্রাই, মার্ক, রস।

শীতে—রস ; আকন, আর্স, ইগ্নে, কামো, কার্বো, কাল্‌কা, কাষ্টিক, ডল্‌কা, নক্স, পল্‌স, ফস, ফস-আ, মার্ক, সল্‌ফর, সিলিসা।

দন্তশূল, প্রত্যূষে—আর্স, ইগ্নে, চিন, ব্রাই, রস, ষ্টাফিস, হাইয়স।

——প্রত্যূষে, বিশেষ নিদ্রাভঙ্গ মাত্র—কার্বো, নক্স, বেল।

——পূর্ব্বাহ্নে—পল্‌স; সল্‌ফর; কার্বো, লাকাসি।

——মধ্যাহ্নে—কক্কু, রস।

——বৈকালে—নক্স, পল্‌স; কাল্কা, কাষ্টিক, ফস, মার্ক, সল্‌ফর।

——সন্ধ্যায়—পল্‌স; ইগ্নে, নক্স, বেল, ব্রাই, রস, সল্‌ফর।

——সন্ধ্যায় শয়নে—মার্ক, (আণ্ট—প্রত্যহ)।

——প্রথম রাত্রে—কামো, চিন, নেট্রম, বেল, ব্রাই, রস, সল্‌ফর।

——দুই প্রহরের পর—আর্স, কার্বো, নক্স, পল্‌স, মার্ক, ষ্টাফিস, সুল্‌ফর (ও প্রথম রাত্রের ঔষধ)।

——দিবা রাত্রি—কাল্কা, কাষ্টিক, নেট্রম, বেল, সল্‌ফর।

——কেবল দিবসে, রাত্রে না থাকা—কাল্কা, কাষ্টিক, নেট্রম, বেল, সল্‌ফর।

——কেবল মাত্র রাত্রে, দিবসে নয়—ফস্।

——নিদ্রাকালীন—আর্স।

——এক দিন অন্তর—চিন, নেট্রম।

——প্রতি সপ্তম দিবসে—আর্স, ফস, সল্‌ফর।

——নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট কালে প্রকাশ—আর্স, চিন, বেল।

——ক্ষণ লুপ্ত (ক্ষণিক ধরা, আবার ছাড়া)—আর্স, কাফি, কামো, কাল্কা, চিন, নক্স, পল্‌স, বেল, ব্রাই, মার্ক, রস, সল্‌ফর, ষ্টাফিস, সিলিসা।

অবস্থা।

দন্তশূল, উদরাময়-গ্রস্তের—কামো, নক্স, পল্‌স।

——প্রদাহিক—আকন, জেল্‌স, বেল।

——বাতগ্রস্তের—আকন, চিন, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর; ব্রাই, মার্ক, রস, সিমিসি।

——স্নায়বিক—কামো, গ্লোনোই, সাইপ্রি, সিমিসি, স্পাইজি। আকন, কফি, নক্স, বেল, হাইয়স।

কারণ।

দন্তশূল—জলে ভেজা বা আর্দ্রস্থানে বাস জন্য—রস ; ডল্‌কা, মার্ক।

——ঠাণ্ডা পান জন্য—মার্ক, সল্‌ফর, ষ্টাফিস।

——ঠাণ্ডা বাতাস জন্য—আকন, ডল্কা, ব্রাই, সিমিসি সল্‌ফর।

——ঠাণ্ডা ও আর্দ্রতা জন্য—নক্স-ম, রস।

——দুর্ব্বলতা জন্য—আর্স, চিন।

——পারা ব্যবহার—কার্বো, বেল, লাকাসি, ষ্টাফিস, হিপর।

——সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা জন্য—আকন, কামো, চিন, ডল্কা, নক্স, বেল, মার্ক, সল্‌ফর।

——স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্য—গ্লোনোই, নক্স, সাইপ্রি, সিলিসা।

——কাওয়া-পায়ীর—ইগ্নে, কামো ; নক্স, মার্ক, লাইক।

——ক্রিমির উপসর্গ থাকিলে—আকন, কামো, সিনা, স্পাইজি।

——কাঁদুনে ও খেদান্বিত স্বভাব-যুক্তের—ইগ্নে, পল্‌স, রস।

——চটা ও উগ্র স্বভাব ব্যক্তির—নক্স, ব্রাই।

——চটা ও ঝগড়াটের—কার্বো, নক্স, ব্রাই।

——স্নায়ু-প্রধান-ধাতু ও নারাকাতুরের—আকন, কফি, কামো, হাইয়স।

——শিশুর—আকন, আণ্ট, ইগ্নে, কফি, কামো, কাল্কা, পল্‌স, মার্ক, বেল সিলিসা।

——বামার—কফি, কামো, কাল্কা, চিন, পল্‌স, প্লাটিনা, বেল, সাবিনা, সেপি।

——ঋতু কালীন—আম-কা ; কফি, কামো, কার্বো, কাল্কা, গ্রাফাইট, নেট্রম, ফস, লাকাসি।

——ঋতুর পূর্ব্বে—আর্স।

——ঋতুর পর—কামো, কাল্কা, ফস।

——গর্ভাবস্থায়—আলুমি, কাল্কা, সেপি ; মার্ক, সিমিসি, (মাগ্নি-কার্বো, কামো, রাটান—গর্ভের প্রথম অবস্থায়।)

——মাই দেওয়া জন্য—কার্বো, চিন ; আর্স, কাল্কা, বেল, মার্ক, ষ্টাফিস, পল্‌স, সেপি।

স্থান।

দন্তেরপীড়া, উপর পাটীর—কার্বো, কাল্‌কা, চিন, নেট্রম, ফস, বেল।
——নীচের পাটীর—আর্ণিকা, কামো, কাষ্টিক, ফস, রস, ষ্টাফিস, স্পাইজি, সিলিসা।
——কসের দাঁতের—ক্রিয়োস, কার্বো, চিন, ফস, ব্রাই, জিঙ্ক।
——জ্ঞান-দাঁতের—রস; আকন, কাল্‌কা, ষ্টাফিস, হাইয়স।
——ক্ষয়া দাঁতের—কামো; আণ্ট, নক্স, পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর, ষ্টাফিস।
——ডানপার্শ্বের—বেল; কফি, নক্স, নেট্রম, ব্রাই, ষ্টাফিস।
——বামপার্শ্বের—নক্স-ম, ফস, সল্‌ফর, কামো।
——সমস্ত এক সার বা পাটী শুদ্ধ—কামো, মার্ক, রস, ষ্টাফিস।

দন্তের যাতনার রূপ বা আকার।

দন্তের যাতনা, উৎক্ষেপণ বা চিড়িকমারার ন্যায়—কামো, নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস, ব্রাই, সল্‌ফর, স্পাইজি।
——ক্ষিপ্তকারী, (পাগলপ্রায় করা)—আকন, আর্স, কফি, কামো, ভেরাট, সাইপ্রি, সিমিসি, হাইয়স।
——কন্‌কনানি, বিঁধুনি—কামো, চিন, পল্‌স, ব্রাই, মার্ক; আরম।
——খননের ন্যায়—আণ্ট, ইগ্নে, কাল্কা, চিন, ব্রাই।
——চিবন বা কামড়ান—কামো, নক্স, রস, ষ্টাফিস।
——চাপুনি, ছেঁড়া—নক্স, মার্ক, স্পাইজি, হাইয়স।
——জ্বালা—কামো, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ফস, মার্ক, সল্‌ফর, সিলিসা।
——টাটান, থ্যাঁতলান—ইগ্নে, পল্‌স, রস।
——টানা, ছেঁড়া—আণ্ট, কামো, কার্বো, কাল্কা, চিন, নক্স, ফস-আ, মার্ক, রস, ষ্টাফিস।
——থেকে থেকে ধরা—আর্স, পল্‌স।
——দপ্‌দপানি—আকন, ষ্টাফিস, হাইয়স; কামো, কাল্কা, নক্স, স্পাইজি; (দপ্‌দপ, জ্বালা ও হুল ফুটুনি—গ্লোনোইন, বেল)।
——ফুটা করার ন্যায়—নক্স, সল্‌ফর; কাল্কা, ফস, মার্ক, বেল, লাকেসিস।
——ব্যথা—জেল্‌স, পল্‌স, মার্ক।

দন্তের যাতনা, স্থান পরিবর্ত্তনশীল বা নড়ো বাথা—আকন, পল্‌স।

——সেঁটে ধরা—কামো, মার্ক, হাইয়স।

দন্তের অপরাপর উপসর্গ।

দাঁত খুব ঘেঁসাঘেঁসি থাকা বোধ—কফি, নক্স, পল্‌স।

———ঢিলা বোধ—হাইয়স ; আর্স, ব্রাই, মার্ক, রস।

দাঁত যেন টেনে ফাক করা বোধ হওয়া—ফস-আ।

দাঁত যেন বাহির করা—আর্ণিকা, কাষ্টিক, নক্স, ফস, রস।

দাঁত যেন ভিতর দিকে ঠেল মারা—রস, ষ্টাফিস।

———বাহির দিকে ঠেলমারা—ফস।

———চোয়ালের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে বোধ হওয়া—ষ্টাফিস।

———ভোঁতা হওয়া—নক্স-ম, পল্‌স।

———লম্বা হইয়াছে বোধ হওয়া—আকন, আর্স, কামো, কাষ্টিক, নক্স, ব্রাই, রস, হাইয়স।

———বড় হওয়া বোধ—কাষ্টিক, ব্রাই, সল্‌ফর।

দন্তশূল, কপাল অবধি বিস্তৃত—হাইয়স।

——মাথা অবধি বিস্তৃত—আণ্ট, আর্স, কামো, নক্স, পল্‌স, রস, ষ্টাফিস, সল্‌ফর।

——মাড়ি অবধি বিস্তৃত—কার্বো, বেল, মার্ক, ষ্টাফিস।

——বদন অবধি বিস্তৃত—নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস, সল্‌ফর, হাইয়স।

——চক্ষু ও নাকের গোড়া অবধি বিস্তৃত—ইগ্নে সাইপ্রি, সিমিসি।

——কাণ অবধি বিস্তৃত—পল্‌স মার্ক ; আর্স, কামো, কাল্কা, ব্রাই, ষ্টাফিস, সেপি।

——বোজান (অবরুদ্ধ) দন্তের—সিকুটা।

——নীচের পাটীর এবং ঐ ব্যথা বদন ও ঘাড় অবধি বিস্তৃত—বেল, স্পাইজি।

——বদন ও গালদ্বয়ে বিস্তৃত—কামো, কাষ্টিক, ব্রাই, মার্ক, সিলিসা, ষ্টাফিস, সল্‌ফর।

দন্তশূল চোয়ালের অস্থি ও বদন অবধি বিস্তৃত—নক্স, মার্ক, রস, ল্যাকাসি সলফর, হাইয়স।

উপর পাটীর দাঁত হইতে হঠাৎ রক্ত পড়া—ফস।

দাঁত হইতে রক্ত পড়া—সলফর, সেপি।

ফোঁপরা দাঁত হইতে রক্ত পড়া—ফস-আ।

ফোঁপরা দাঁত হইতে টক রক্ত চোয়ান—টাবাক্স।

ফোঁপরা দাঁত চুষিলে রক্ত নির্গমন—বেল।

ফোঁপরা দাঁত হইতে কাল টক রক্ত পুনঃ পুনঃ পড়া—গ্রাফাইট।

বাম কসের ফোঁপরা দাঁত হইতে লাল নোন্তা জল পড়া—সলফর।

কসের দাঁত চুঁয়াইয়া দুর্গন্ধ জল নির্গমন—নিকোল।

দন্তের যাতনার বৃদ্ধি।		দন্তের যাতনার সমতা।
আহারকালীন—কাকো, পলস, বেল, সলফর।	১।	আহারকালীন—কামো, ফস, ফস-আ, বেল, ব্রাই, রস, সিলিসা।
আহারের পর—ইগ্নে, কামো, নক্স, ব্রাই, মার্ক, ষ্ট্যাফিস।	২।	আহারের পর—আর্ণিকা, কামো, কাল্কা, ফস আ।
গরম খাদ্যে—কামো, ব্রাই।	৩।	গরম খাদ্যে—আর্স, নক্স, ব্রাই, রস, সলফর।
গরমে বা তাপে—মার্ক, হিপর।	৪।	গরমে বা তাপে—আর্স, নক্স, পলস, মার্ক, রস, ষ্ট্যাফিস।
চর্ব্বণে—কাকো, নক্স, ব্রাই, মার্ক, ষ্ট্যাফিস।	৫।	চর্ব্বণে—কফি, চিন।
টিপিলে, চাপিলে—আকন, ব্রাই, হাইয়স।	৬।	টিপিলে, চাপিলে—চিন, পলস, বেল, ব্রাই, রস।
ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়ায়—কাল্কা, মার্ক,	৭।	ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়ায়—পলস, বেল, ব্রাই। উহা মুখে রাখায়—কফি, ব্রাই। ঠাণ্ডা জলে অঙ্গুলি ভিজাইয়া পীড়িত স্থানে দেওয়ায়—কামো।
ঠাণ্ডা বাতাসে—বেল, মার্ক, নক্স, সলফর, হাইয়স।	৮।	ঠাণ্ডা বাতাসে—নক্স, পলস, রস, সেপি। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে—আকন।
ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়া গ্রহণে—কাল্কা, ব্রাই, বেল, মার্ক, সলফর, হাইয়স।	৯।	ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়া গ্রহণে—নক্স, পলস। শুষ্ক বাতাসে সমতা—কাল্কা।

দাঁত খোঁটায়—পল্‌স। দাঁতে দাঁতে চাপায়—চিন, সেপি, হিপর।

১১। ধূম পানে (তামাক বা চুরুট টানায়)—ইগ্নে, ব্রাই।

১২। নড়া বা পাইচারি করায়—চিন, নক্স, ব্রাই।

১৩। নিদ্রাকালীন—বেল।

১৪। বিশ্রামকালীন—রস ; বসিয়া থাকায়—পল্‌স, রস।

১৫। পান করায়—কামো ; গরম পানে—কামো, নক্স, মার্ক।

১৬। শয্যায় অবস্থান কালে—আণ্ট, কামো, পল্‌স, বেল, ব্রাই, মার্ক।

১৭। শয়নে—ইগ্নে, রস।

১৮। শয়নে, পীড়িত পার্শ্বে—আর্স।

১৯। শয়নে অবাধিত পার্শ্বে—ইগ্নে।

২০। বাহিরের বাতাসে—কোনাই, ফস, বেল, সলফর। বিশেষ দমকা বাতাসে—কাল্কা, চিন।

২১। সর্দ্দি বা ঠাণ্ডাতে—আণ্ট, আর্স, কাল্কা, মার্ক, সল্‌ফর।

ঘরের বাহির হইলে—চিন, নক্স, বেল, ষ্টাফিস, সল্‌ফর।

গরম ঘরে থাকায়—পল্‌স, কামো, সল্‌ফর।

শব্দে—আর্স, কাল্কা, ব্রাই।

অন্যে কথা কহিলে—আর্স, ব্রাই।

উষ্ণ দ্রব্য স্পর্শে—কফি, কামো, পল্‌স, বেল, ব্রাই, স্পাইজি।

চা পানে—ইগ্নে, চিন।

সুরা পানে—আর্স, ইগ্নে, নক্স।

চিন্তায়—ইগ্নে, নক্স, বেল।

স্পর্শিলে—আর্ণিকা, পল্‌স, ব্রাই, ষ্টাফিস।

জিভ দ্বারা ঐ দন্ত স্পর্শিলে—ইগ্নে, চিন, কার্বো, মার্ক।

১০। দাঁত খোঁটায়—ফস-অ্যা। খুঁটিতে খুঁটিতে যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে—বেল। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণে—ফস, মার্ক। দন্ত স্পর্শ করায়—নক্স, ব্রাই।

১১। ধূম পানে—মার্ক।

১২। নড়াচড়ায়—পল্‌স, রস।

১৩। নিদ্রাকালীন—মার্ক। নিদ্রার পর—নক্স, পল্‌স।

১৪। বিশ্রামকালীন—মার্ক।

১৫। পান করায়—বেল ; গরম জল পানে—নক্স, পল্‌স, রস, সল্‌ফর।

১৬। শয্যায়—সল্‌ফর ; উঠিয়া বসায়—আর্স, মার্ক, রস। শয্যার উত্তাপে—নক্স, ব্রাই।

১৭। শয়ন বা কাত হওয়ায়—মার্ক ; নক্স, ব্রাই, স্পাইজি।

১৮। শয়নে, বাধিত পার্শ্বে—ইগ্নে, পল্‌স, ব্রাই।

১৯। শয়নে, অবাধিত পার্শ্বে—নক্স।

২০। বাহিরের বাতাসে—নক্স, রস, সেপি ; ঠাণ্ডা বাতাসে—পল্‌স, কাল্কা।

২১। সর্দ্দি বা ঠাণ্ডাতে—পল্‌স ; কামো, চিন, নক্স, বেল, মার্ক

ঘরের বাহির হইলে—আণ্ট, পল্‌স, হিপর।

ঘর মধ্যে থাকায়—নক্স, ফস, সল্‌ফর।

সমতা, উপরে (বদনের বহির্ভাগে) রস, ষ্টাফিস। তাপ লাগানয়—আর্স, কাল্কা, বেল, হাইয়স।

উপরে ঠাণ্ডা লাগানয়—পল্‌স ; চিন, নক্স, ষ্টাফিস, সল্‌ফর।

গাত্রাবরণ খুলিলে—পল্‌স।

মাথা ঢাকিলে—নক্স, ফস, সিলিসা।

দন্তশূল সহ আনুষঙ্গিক উপসর্গ।

দন্তপীড়া সহ অস্থিরতা—আকন, কফি, কামো, ভেরাট, হাইয়স।
———সহ উদরাময় (ভেদ)—কামো, ডল্কা, মার্ক, রস।
———সহ কম্প—পল্স।
———সহ কোষ্ঠবদ্ধতা—নক্স, ব্রাই, ষ্টাফিস, সল্ফর।
———সহ গলায় বীচি আওরাণ—কামো, ডল্কা।
———সহ গা হাত ব্যথা—কামো, পল্স, ব্রাই, মার্ক, রস।
———সহ গলা স্ফীত (ফুলা)—মার্ক, বেল, নক্স; আর্ণিকা, কামো, পল্স।
———সহ জ্বর—আকন, কাল্কা, ব্রাই, মার্ক, রস।
———সহ মুখ শুষ্ক ও তৃষ্ণা—চিন; অথবা পিপাসার অভাব—পল্স।
———সহ মুখমণ্ডল আরক্তিম—আকন, আর্ণিকা, কামো, নক্স, বেল, ব্রাই।
———সহ মুখমণ্ডল জর্দ্দা—পল্স, সেপি, স্পাইজি।
——— ———পাণ্ডাশ বর্ণ—পল্স; আর্স।
———————ফুলা—কামো, নক্স, পল্স, মার্ক, ষ্টাফিস; আর্ণিকা।
———মুখ বা গলা শুষ্ক—চিন, বেল।
———সহ মুখ দিয়া অধিক লালা ভাঙ্গা—মার্ক, ডল্কা, বেল, পল্স, রস।
———সহ মাড়ি ফুলা—মার্ক, ষ্টাফিস; চিন, নক্স, বেল, রস, সল্ফর।
———সহ মাড়ি ব্যথা—মার্ক, ষ্টাফিস; কার্বো, কাল্কা, পল্স।
———সহ রক্ত উদ্ধগ—আকন, বেল, হাইয়স; কামো, কাল্কা, চিন, ব্রাই।
———সহ অধঃ চোয়ালের পক্ষাঘাত—নক্স-ম।
———সহ হৃৎকম্প—স্পাইজি।
দন্তের হাড় পদ্দা পদ্দা করিয়া উঠে (Exfoleation)—আর্জেণ্ট-না, লাকাসি ষ্টাফিস।
———দন্তশূল সহ মূর্চ্ছা—ভেরাট।

দন্তশূল।

আকন—উত্তরে বা শীতল বায়ু লাগা, দাঁত উঠা, বা রক্তের উত্তেজনা বা উদ্ধগ জন্য দন্তের বিবিধ যাতনা, যথা দপদপানি, বিধুনি, ফুটুনি, সড়সড়ানি,

কখন বা ঝিঁঝি লাগার ন্যায়, অথবা থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড বেদনা, অতিশয় অস্থিরতা, পরে জ্বালা, স্ক্রু করার ন্যায় যাতনা, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, রাত্রে অসহ্য হওয়া, স্থির হইয়া বসায়, ঠাণ্ডা জলে ও বাহিরের বাতাসে সমতা। এক স্থান হইতে ব্যথা হঠাৎ স্থানান্তর হওয়া, নড়ায় ও দাঁত স্পর্শ করায় যাতনাধিক্য, উঠায় মূর্চ্ছবৎ হওয়া, বদন পাংশু বা উজ্জ্বল লাল বর্ণ, সদা উদ্বিগ্নতা ও ভয় থাকা। কমবেশী জ্বর, অকথ্য ও ক্ষিপ্তকারী যন্ত্রণা হওয়া।

আণ্ট—ফোঁপরা দাঁতে ব্যথা, আহার কালীন মাথা অবধি বাজা (লাগা), ঠাণ্ডা জলে বৃদ্ধি, বাহিরের বাতাসে সমতা। অতি সামান্য কারণে দাঁত ও মাড়ি হইতে রক্ত পড়া। মাড়ির দাঁত ছাড়া হওয়া।

আর্ণিকা—হঠাৎ ঘাম বন্ধ, ভেজা, ঠাণ্ডা লাগা, আঘাত বা পতন জন্য, অথবা দন্ত অস্ত্র করা বা তোলার পর বেদনা। গাল ফুলা, লাল ও শক্ত হওয়া এবং মাড়ির স্পন্দন ও তাহা ঝিন ঝিন করা। সর্ব্ব শরীর টাটান; (আদত আরক ১০।১২ ফোটা জলে ফেলিয়া উহার কুল্লি)।

আর্স—প্রত্যহ বা নিয়মিত সময়ে, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে, নিদ্রাভঙ্গের পর বেদনা ধরা, দাঁত টনটনে ও বড় হওয়া, মাড়ি সেঁটে ধরা, চিড়িকমারা এবং কাণ গাল ও পা অবধি যাতনার বিস্তৃতি। ব্যথা অসহ্য ও হতাশকারী (আকন, কামো); ঐ সঙ্গে শীত ও তাপ, অল্প অল্প পুনঃ পুনঃ পান, এককালে বলক্ষয়, নড়ায় ও উত্তাপে যাতনার সমতা, রাত্রে বৃদ্ধি। পুনর্ব্বার রোগ না হয়, সে জন্য বহুদর্শী ব্যক্তিরা রোগ আরোগ্য হইবার পর এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে কিছুকাল ব্যবহার করিতে কহেন।

ইউফ্রে—নীচের পাটীর দাঁতে কুঁড়ুনি, (দন্ত স্পর্শে চর্ব্বণ কালে—কামো); যাতনা বৃদ্ধি, দাঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া।

ইগ্নে—দাঁত ঢিলা হইয়াছে বোধ ও ঠাণ্ডা জন্য দন্তশূল হওয়া।

কফি—দন্তে চিড়িক মারা, ছেঁড়া, অসহ্য ও ক্ষিপ্তকারী যাতনা, বিশেষ রাত্রে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বা বরফ জলে সমতা (কামো, ব্রাই), মস্তক অতিশয় ক্ষুদ্র বোধ, অনিদ্রা, মুখ তারহীন হওয়া।

কলচিকম—দাঁত টানা, ছেঁড়া ও তাহাতে ফুটুনি, বিশেষ মুখে ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণ করায়। মাড়ি ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বোধ, চোয়াল বন্ধ হওয়া।

কামো—জোরে বা দমকা বাতাস লাগা ও ঘাম বন্ধ জন্য দন্তের পীড়া এবং ঐ সঙ্গে কর্ণ-শূল থাকা। দাঁত ঢিলা ও লম্বা হওয়া বোধ, গাল ও মাড়ি ফুলা, আহার ও পানে বৃদ্ধি। অসহ্য ব্যথা, রোগীর হতাশ হওয়া, মাড়ি লাল হওয়া ও ফুলা, বাহিরে, রাত্রে ও ঠাণ্ডা পানে যাতনা বৃদ্ধি এবং অধৈর্য্য ও অত্যন্ত চটা স্বভাব হওয়া।

কার্বো—দন্তশূল; ঠাণ্ডা, গরম বা লবণাক্ত দ্রব্য আহারে যাতনা প্রকাশ বা বৃদ্ধি হওয়া। দাঁত ঢিলা, স্পর্শে লাগা, বিশেষ আহারের পর। দাঁতের মাড়ি ছাড়া হওয়া, মাড়ি ও দাঁত হইতে রক্ত পড়া এবং শীঘ্র শীঘ্র দাঁত ক্ষয় হওয়া, বিশেষ পূর্ব্বে অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে।

কাল্কা—দন্তের দপ্‌দপানি, কুঁড়ুনি বা টাটানি; দমকা বাতাসে, কিছু পান করায় বা সামান্য কারণে যাতনা বৃদ্ধি। ধাতু বিকৃতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও অপর ঔষধে ফল না দর্শিলে ইহা বা সল্‌ফর বা সিলিসা দেওয়া বিধি।

কাষ্টিক—দাঁত টানা ছেঁড়া ও তাহার কুঁড়ুনি এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় যাতনাধিক্য ও চোয়াল বন্ধ হওয়া, বা দাঁত কপাটি লাগা। বিশেষ মুখের ডান প্রদেশ, চক্ষু ও কাণ ছিঁড়িয়া পড়া, পীড়িত দাঁত ঢিলা বোধ হওয়া। রাত্রে শয্যায় যাতনা কমা।

ক্রিয়োস—দন্তশূল এবং রগ ও কাণের ভিতর অবধি সেঁটে ধরা ও বাজা (লাগা), বিশেষ বাম ভাগে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মাড়ি লাল ও ব্যথা হওয়া, কদর্য্য গন্ধের নিঃশ্বাস ত্যাগ। ইহা সেবনে দাঁতের ক্ষতের যাতনা কমায় এবং দাঁতকে এক কালে নষ্ট হইতে দেয় না।

গ্লোনোইন—খুব গরমের সময় ঠাণ্ডা লাগানয় দন্তশূল, মাথা ব্যথা ও দপ্‌দপ এবং গা বমি বমি করা, গলা সেঁটে ধরা ও মূর্চ্ছিতবৎ হওয়া।

চিন—অধিক রস-রক্তক্ষয়, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, দীর্ঘকাল মাই দেওয়া, রাত্রে অধিক ঘাম এবং অপর কোন দুর্ব্বলজনক কারণে দন্তশূল। নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে, দন্ত উৎক্ষেপণে ছেঁড়া, দপ্‌দপানি, টেনে ধরা, বিশেষ উপর পাটির ও সম্মুখের দন্তের হইলে। কোন দ্রব্য সংস্পর্শে, যথা, দাঁতে জিভ ঠেকায়, দমকা বাতাস লাগায় বা ধূম পানে যাতনা বৃদ্ধি, দন্ত খুব কসিয়া চাপায় সমতা। ঠাণ্ডা লাগায় পুরাতন দন্ত পীড়ার প্রকাশ হওয়া।

চেলি—বাম দিকের ঊর্দ্ধ, বিশেষ অধোপাটীর দন্ত স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ করা ও উহা নড়া।

জেল্‌স—হঠাৎ দন্তশূল ধরা জন্য চমকান। পীড়িত দাঁতের সান্নিধ্য পেশীর সঙ্কোচন ও চিড়িক মারা, যাতনা গেলেও ঐ স্থানে সাড়াধিক্য থাকা।

ডল্কা—জলো বা আর্দ্র বায়ু জন্য দন্তশূল, বিশেষ ঐ সঙ্গে উদরাময় থাকিলে। মাথার জড়তা, মুখ আসা, দাঁত ভোঁতা হওয়া বোধ। ঠাণ্ডা আব হওয়ায় যাতনা বৃদ্ধি।

নক্স—বাতগ্রস্ত, ঠাণ্ডা লাগা জন্য, নেসাখোর, কায়িক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমী, উত্তেজক ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজী, স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতাশীল, চটা ও একগুঁয়ে ব্যক্তির দন্তশূল। অকথ্য যাতনা হওয়া, দাঁত সেঁটে ধরা, ছেঁড়া, স্ক্রু করার ন্যায় কষ্ট অনুভব এবং প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি, কাণ ও মালাচাকি অবধি ব্যথার বিস্তার এবং গলার বীচি আওরাণ। দাঁত ঢিলা বোধ হওয়া, মাড়ি ফুলা ও তাহা হইতে রক্ত পড়া, সকালে যাতনার আরম্ভ বা তাহার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ। রাত্রে, ভোরে, গরম গৃহে বাস জন্য বা সুরা, কাওয়া ও উষ্ণ পানীয় পানে যাতনা বৃদ্ধি; বাহিরের বাতাসে, গরমে, শ্বাস টানায় যাতনার সমতা।

নাইট্রী-আ—অধিক পারা ব্যবহার জন্য রোগ। রাত্রে দন্ত চিড়িকমারা বা দপ্‌দপানি এবং তজ্জন্য অনিদ্রা। দাঁত জর্দা ও ঢিলা হওয়া, মাড়ি ফেঁকাশে হওয়া, ফুলা ও তথা হইতে রক্তপাত হওয়া।

পল্‌স—ঋতু বন্ধ বা ঋতুকালে অত্যল্প রজঃ ক্ষরণ সময়ে দন্তরোগ, অজীর্ণতা সহ ভেদ, অধিক পরিমাণে টক, মিষ্ট বা সুরা ও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার, হিমলাগা সহ শ্বাস-কষ্ট, ইত্যাদি কারণে ও নম্র-প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। দাঁতের চিবুনি ও ফুঁড়ুনি, মাড়ি খুঁটুনি এবং বদন, মাথা, চক্ষু ও কর্ণ অবধি ব্যথার বিস্তার। বদন মণ্ডলের রক্তহীনতা, দন্তের সমস্ত স্নায়ু যেন সজোরে টান ধরিয়া হঠাৎ লোল হওয়া। সন্ধ্যা বা রাত্রি ১২টার পর ও গরমে বৃদ্ধি হওয়া, ঠাণ্ডা লাগায় স্বস্তি বোধ করা।

প্লাটিনা—দন্তে পেষা ও খনন করার ন্যায় যাতনা, দপ্‌দপানি, পরে উহার সাড়ত্ব কমা, মাড়ি হাজা।

ক্যল—সামান্য সর্দ্দি লাগায় দন্তশূল সহ মুখ আসা। দাঁত ছেঁড়া, বেঁধা, বাতাস লাগায় বা গরম খাদ্য ভোজনে যাতনার বৃদ্ধি, দাঁত ঢিলা ও ক্ষয় হওয়া এবং তথা হইতে রক্ত পড়া। মাড়ি ফুলা, ব্যথা ও ক্ষত বিশিষ্ট হওয়া, মাড়ি হইতে দাঁত ছড়িয়া পড়া, সামান্য কারণে তাহা হইতে রক্তপাত, ক্ষয়া দাঁতে ও মাড়িতে স্ফোটক হওয়া।

ক্যল-আ—দন্ত ছেঁড়া; মুখে কিছু দিলে অথবা শয়নে যাতনা বৃদ্ধি। দন্ত হরিদ্রা বর্ণের এবং রাত্রিকালে সম্মুখের দাঁত জালা করা, মাড়ি ফুলা, দাঁত হইতে মাড়ির অন্তর হওয়া ও রক্তপড়া এবং তথায় ব্যথা-বিশিষ্ট গুটী বাহির হওয়া।

বারাইটা কা—কেবলমাত্র সন্ধ্যার সময় দন্তশূল, কাণ ও অঙ্গ অবধি বিস্তার। ফোঁপরা দাঁতে গরম দ্রব্য সংস্পর্শে জ্বালা করা ও ফুঁড়ুনি, ঋতুর পূর্ব্বে বা ঠাণ্ডা লাগায় দাঁতের যাতনা এবং মাড়ি ও গাল ফুলা, ঐ সঙ্গে কর্ণের স্পন্দন ও মস্তকের পার্শ্বদেশে বেদনা হওয়াতে দাঁত ও মাড়ি হইতে রক্তপাত হওয়া।

বেল—ঠাণ্ডা হইতে দন্তশূল, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে। এক দিকের অনেক দাঁতে দপ্‌দপানি ও বিঁধুনি। বাম দিকের কাণ ও দাঁত এবং শেষে বদন পর্য্যন্ত ছেঁড়া; আহারের পরে ও রাত্রে বৃদ্ধি। সম্মুখের দাঁত লম্বা বোধ, রক্ত উৰ্দ্ধগ, বদন আরক্তিম, শব্দ ও আলোক অসহ্য, গলা শুষ্ক, তৃষ্ণা হওয়া বা মুখ আসা। দাঁতের মাজ্-প্রদাহ জন্য উহাতে জ্বালা ও দপ্‌দপ করা। ব্যথা হঠাৎ ছাড়া, অথবা এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে ধরা ও কোন দ্রব্য সংস্পর্শে সেই ব্যথার বৃদ্ধি। নিদ্রার পর বা নিদ্রা ভঙ্গে যাতনাধিক্য।

ব্রাই—দন্তে হুল ফুটুনির ন্যায় যাতনা ও দপদপানি, উত্তাপে তাহার বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জলে আশু ক্ষণিক সমতা, বাহিরের বাতাস লাগায় অনেক স্বস্তি বোধ। চর্ব্বণ কালীন দাঁত লম্বা ও ঢিলা বোধ হওয়া এবং চিড়িক মারা; কাণের মধ্যে বেঁধার ন্যায় যাতনা। পীড়িত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে সমতা (আর্স) ও বিপরীত দিকে শয়নে বৃদ্ধি। ক্ষয়া দাঁত হইতে ব্যথা ভাল দাঁতে যাওয়া। রাগী ও একগুঁয়ে স্বভাবের ব্যক্তির পক্ষে।

ভেরাট—দন্তশূল, শিরঃপীড়া, বদনমণ্ডল লাল হওয়া ও ফুলা, গা বমি বমি ও পিত্ত বমন করা, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও বলক্ষয় হওয়া, অতিশয় তৃষ্ণা থাকা।

মার্ক—এক পাটি দন্তের মধ্যে অনেকগুলার এক সময়ে ছেঁড়ার ন্যায় যাতনা হওয়া (কামো, রস); দাঁত সেঁটে ধরা ও তাহাতে হুল ফুটুনির ন্যায় যাতনা ও কাণ অবধি বিস্তার, অথবা ঐ যাতনার মধ্যে এক দাঁত হইতে অপর দাঁতে ব্যথার যেন লাফাইয়া যাওয়া, পীড়িত পার্শ্বের গাল ও রগ পর্যান্ত ব্যথা এবং সেই পার্শ্বের গলার বীচি আওরাণ। দাঁত টাটান, ঢিলা ও খুব লম্বা হওয়া বোধ করা, মুখ আসা। আহার করায়, শয়নে, মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস টানায় যাতনা অসহ্য হওয়া; ঠাণ্ডা জলে ক্ষণিক মাত্র স্বস্তি বোধ, কিন্তু গরমে সমতা হওয়া। প্রায়ই সকালে ব্যথা ধরা, হাত লাগায় রক্ত পড়া। মাড়িতে ক্ষত, রাত্রে ফুলা, ব্যথা ও জ্বালা করা; গর্ভাবস্থায়, বিশেষ ক্ষয়া দাঁতের পীড়া হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী। কেহ কেহ ফোঁপরা দাঁতের গহ্বর মধ্যে এই ঔষধের গুঁড়া এক গ্রেণ পূরিয়া দিতে কহেন।

মাগ্নিসা-কা—রাত্রে দন্তশূল, স্থির থাকিলেও অত্যন্ত যাতনায় ধমকে উঠিয়া বসা, দাঁত জ্বালা করা ও ছেঁড়া, এবং আহারের পর তাহাতে দপ্‌দপানি, হুল ফুটুনির ন্যায় যন্ত্রণা, দাঁত ঢিলা বোধ ও গর্ভবতীর পীড়া হইলে। জ্ঞান দাঁত উঠা কালীন বিবিধ উপসর্গ থাকিলে।

মেজেরম—দাঁত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হওয়া, দাঁতে ব্যথা হওয়া এবং রগ ও মালাচাকি অবধি সেই ব্যথার বিস্তার। দাঁত বড় হওয়া বোধ ও তাহা স্পর্শে লাগা। মাড়িতে জ্বালাযুক্ত ফুস্‌কুড়ি হওয়া।

রস—ভেজার পর ও বাত জন্য দন্তশূল হইলে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। দাঁত যেন ছিঁড়ে বাহির হওয়া, উহা নড়া ও লম্বা বোধ হওয়া, মাড়ি জ্বালা করা ও চুলকুনি। সম্পূর্ণ বদনমণ্ডল টাটান, জলো বাতাসে ও স্থির থাকায় ঐ সকল উপসর্গের বৃদ্ধি, বাহিরে তাপ লাগানতে স্বস্তি বোধ করা।

রোড—ঝড় বৃষ্টি কালীন দন্তশূল, বিশেষ কসের দাঁতের এবং কোন দ্রব্য সংস্পর্শে যাতনা বৃদ্ধি। রাত্রে দন্ত ও কর্ণশূল পক্ষে।

লাকাসি—ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় দন্তে যাতনা, পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠা, দন্তের হাড় মাড়ি ফুলা, ব্যথা এবং নীলিম-লালবর্ণ ধারণ করা।

ষ্টাফিস—ক্ষয়া বা ছিন্নাগ্র (Stump) দন্ত হইতে ব্যথা উৎপন্ন হইয়া মাথা ও কাণ পর্য্যন্ত যাতনার বিস্তার, গাল ফুলা, ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা বাতাস

গ্রহণে কষ্ট হওয়া। আহার কালীন বা পরে বা রাত্রে কিম্বা পীড়িত দাঁত স্পর্শে যাতনার বৃদ্ধি হওয়া। হঠাৎ দাঁত কাল হওয়া বা ক্ষয় হইয়া তাহা হইতে পর্দ্দা পর্দ্দা হাড় উঠা, ডান পার্শ্বের ও বাতগ্রস্তের দাঁতের পীড়া; দাঁত বড় বোধ হওয়া, জিভ নাড়িতে না পারা, হাত শীতল ও ঠাণ্ডা ঘামযুক্ত হওয়া। মাড়ি শাদা, স্ফীত, ব্যথা ও ক্ষত-বিশিষ্ট এবং সামান্য কারণে তথায় রক্তপাত হওয়া।

সল্‌ফর—চর্ম্মরোগ বন্ধ জন্য দন্তশূল, ঠাণ্ডা অথবা দমকা বাতাস লাগায় রোগ প্রকাশ হওয়া। দন্তে টানা, ছেঁড়া ও স্ক্রু করার ন্যায় বেদনা হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান ফুলা সহ মাথা দপ্‌দপ করা এবং গাল ও কাণের মধ্যে বিঁচুনির ন্যায় যাতনা। ব্যথা বাম পার্শ্বেই অধিক ও দাঁত বড় বোধ হওয়া এবং আহার কালীন উহা নড়া। রাত্রেও ঠাণ্ডা জলে যাতনা হওয়া। মাড়ি হইতে দাঁত ছাড়া, মাড়ি ফুলা, দপ্ দপ্ করা ও তথা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়া। দাঁতে নালী ঘা হওয়া।

সাইক্লেমেন—সারারাত্রি দন্তের পীড়া, যেন শেষের ৩টা কসের দাঁত টানিয়া বাহির করা হইতেছে বোধ হওয়া।

সাইপ্রি—অধিক রাত্রি জাগরণ ও রোগীর সুশ্রূষা এবং উদ্বেগ জন্য দন্তের স্নায়বিক বেদনায় রোগীকে পাগল করিয়া তুলিলে এবং কোন প্রকার উত্তেজনা সহনে অক্ষমতা এবং অস্থিরতা, অনিদ্রা ও কম্পন থাকিলে এবং অত্যন্ত চটা ও রাগী হইলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

সাবিনা—আহারের সময় ও পরে দন্তশূল। রাত্রে দাঁতটা যেন ভগ্ন হইয়া চূর্ণ হইবে বোধ হওয়া, পান করায়, ধূম টানায় ও শয্যার উত্তাপে যাতনা বৃদ্ধি হওয়া। বাত রোগ জন্য দন্তের পীড়া হওয়া। পায়ের বুড়া আঙ্গুলে ও দন্তে সমকালে বেদনা হওয়া। মাড়িতে স্ফোটক হওয়া।

সিকুটা—ফোঁপরা দাঁত স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান জন্য চাপ পড়া বশতঃ দন্তশূল পক্ষে।

সিনা—বাতাস বা ঠাণ্ডা পান জন্য দন্তশূল পক্ষে।

সিলিসা—গরম খাদ্য বা ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণে দন্তশূল হওয়া। চাবালী ও দন্তের আবর্ত্তন-হাড়ের ব্যথা হওয়া। রাত্রে দন্তের ফুঁড়ুনি জন্য ঘুম না হওয়া। দাঁতের খোঁদলে (পোকা লাগিয়া বা অন্য কারণে দাঁতে গর্ত্ত হইলে) পাক ধরা। মাড়ির প্রদাহ ও তথা হইতে রক্ত পড়া।

সেপি—অন্তঃসত্ত্বার দন্তশূল। দাঁত হঠাৎ ক্ষয় হইয়া পর্দ্দা পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়া। দন্ত স্পর্শ করায়, চাপায় বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায়, অথবা অধিক বকায় যাতনা হওয়া। কখন কখন কাণ অবধি ঐ যাতনার বিস্তার হওয়া; বাহু হইতে আরম্ভ হইয়া আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত সড়সড় করা; দন্ত ঢিলা ফোঁপরা হওয়া ও সামান্য কথা কহিতে রক্তপাত। ইহার উপসর্গ—গাল ও গলার বীচি ফুলা, কাশী থাকা, বদনে জর্দ্দা দাগ এবং দুর্গন্ধ ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া।

হাইয়স—ঠাণ্ডী বা প্রত্যূষে শীতল বায়ু লাগা জন্য দন্তশূল এবং উগ্র গাল হইতে কপাল অবধি বিস্তৃত হওয়া; মাড়ি ফুলা; দাঁত যেন খসিয়া পড়িবে, এইরূপ অনুভব হওয়া; ফোঁপরা দাঁতে চিড়িক মারা ও পা অবধি সেই যাতনা; বদন, হাত ও আঙ্গুলে চিড়িক মারা। হিংসা জন্য দন্তশূলুনি, রক্ত মস্তিষ্কে উঠা।

হিপর—গাল ফুলা ও ব্যথা; দন্ত শেঁটে ধরা, চিড়িক মারা; রাত্রে গরম গৃহে, আহার কালীন বা দাঁতে দাঁতে চাপায় যাতনার বৃদ্ধি। মাড়ি ফুলা ও তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হওয়া ও তথায় স্ফোটক থাকা। অধিক পারা ব্যবহার জন্য দাঁত ঢিলা ও ক্ষয় হওয়া এবং মাড়ি হইতে অধিক রক্তপড়া। দাঁতের নালী ঘা।

মুখ-গহ্বর প্রদাহ।

মুখ-গহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমুদয়কে একটী যন্ত্র বলিলে বলা যায়। যদিচ স্থানে স্থানে আকারের ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু সকলেই এক প্রকার পদার্থে সম রূপে বিনির্ম্মিত। এই নিমিত্ত পেটের পীড়া হইলে জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখে দুর্গন্ধ এবং মাড়ি ও গালে ঘা হয়। ঠাণ্ডি লাগা, আহারান্তে মুখ ধৌত না করা, উত্তেজক খাদ্য খাওয়া ও উগ্র ঔষধ সেবনে মুখের প্রদাহ হয়।

সামান্যতর প্রদাহে মুখাভ্যন্তরের আমাশয়িক ঝিল্লি (অর্থাৎ সর্ব্বোপরি পরদা বা ছাল) লাল হয় ও ফুলে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, কখন কখন ভিতরের ঠোঁঠ ফুলে ও তথাকার চামড়া উঠিয়া যায় এবং বাহির দিকে ফুস্‌কুড়ি নির্গত হয়। মুখ দিয়া টস টস করিয়া লাল পড়ে, নিতান্ত শিশুদিগেরই এইরূপ হয়; শিশু সাত আট বৎসরের হইলে এই সঙ্গে কম বেশী জ্বরও থাকে।

প্রদাহের আধিক্য হইলে জিহ্বার ভিতর গালে ফুট ফুট বিন্‌কুড়ি বিন্‌কুড়ি শাদা দাগ দেখা দেয়, ক্রমশঃ উহারা একত্র হইয়া কম বেশী চাপ বাঁধে, পরে আপনা হইতেই উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে লাল দাগ থাকে, কিন্তু পুনরায় তথায় পূর্ব্ববৎ শাদা শাদা দাগ হয়; কখন ইহা সমস্ত মুখের অভ্যন্তরে ব্যাপিয়া পড়ে এবং তথা হইতে গলনালী, পাকাশয় ও অন্ত্রে বিস্তৃত হয়। কখন এরূপ না হইয়া জিহ্বা ও মুখগহ্বরে ছোট ছোট বা এক সাংড়া একটী স্বতন্ত্র পরদার ন্যায় আবর্ত্তন হয়, ইহার সঙ্গে অধিক জ্বর থাকে না।

স্তনপানাবস্থা কালে শিশুদের এই রোগ হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ও অপুষ্টিকর দুগ্ধপায়ীদিগের এই ব্যাধি অধিক হইতে দেখা যায়।

আহারের অভাবে রোগ হইলে, তাহার পূরণ এবং স্তনদুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর ও অপুষ্টিকর হইলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিবর্ত্তন করিবা। সামান্যতর প্রদাহ পক্ষে মার্ক এক বা দুইবার করিয়া তিন চারি দিবস দিবা, তাহাতে না সারিলে সল্‌ফর। ইহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধে নক্স, উদরাময় থাকিলে পল্‌স এবং আকন দেওয়া বিধি।

মুখ ও গলার মধ্যে শাদা পরদা পড়া পক্ষে ডাক্তার তেস্ত সিনাবারিস বা মার্ক এবং পাকাশয় ও অন্ত্রে ঐরূপ অনুভব হইলে চায়না দিতে কহেন।

জিহ্বা-প্রদাহ।

এই রোগে জিভ ফুলে, উত্তপ্ত ও লাল হয় এবং মুখ হইতে অধিক থুথু নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন জিভ এত স্ফীত হয় যে, মুখ-গহ্বর এককালে বন্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য গিলিতে কষ্ট হয় ও দম আটকাইতে থাকে। ক্রমে ঐ স্ফীত জিহ্বা শক্ত হইয়া পাকে, কিম্বা তাহাতে পচা ধরে; কোন প্রকারে বসাইয়া দেওয়াই সুবিধা জনক। বিকৃত বা গণ্ডমালা ধাতু এই রোগের মূল কারণ।

জিভে আঘাত বা চোট লাগা, তাহা পোড়া বা দহন, তাহাতে পোকা মাকড় কামড়ান, কোন বিষাক্ত দ্রব্য লাগা, বা ঐ বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হওয়া, বাত, সর্দ্দি, অধিক পারা ব্যবহার এবং অপর কোন যন্ত্র হইতে প্রদাহ এখানে উপস্থিত হওয়া, ইত্যাদি এই রোগের উদ্দীপক কারণ। ইচ্ছা-বসন্তে কখন কখন জিহ্বা এইরূপ ফুলে।

আকন—জিভে কুট্‌কুটুনি, বেঁদা, জ্বালা, বদনমণ্ডল লাল হওয়া, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করা, জ্বর। অতিরিক্ত প্রদাহ স্থলে সর্ব্ব প্রথম ইহা দিবা।

আর্ণিকা—জিভ পোড়া বা ঝল্‌সান অথবা ক্ষয়া দাঁতের আঘাত জন্য তথায় প্রদাহ, সর্ব্ব শরীর টাটান; (এক পোয়া জলে ২০ ফোটা আদত আরোক ফেলিয়া, সেই জলে দিবসে তিন বার কুল্লি করা)।

আর্স—রোগের সঙ্কটাবস্থায়, জিভে পচা ধরিলে বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক। জিভ কাল্‌চে বা ঘোর লাল, সর্ব্বদা পোড়ার ন্যায় জ্বালা, অত্যন্ত তৃষ্ণা অথচ অল্প অল্প পান, এক স্থানে থাকিতে না পারা, পচা ধরার পূর্ব্বাবস্থা।

আর্টিকা উবেন্স—পোড়া বা ঝলসান জন্য পীড়া, জিভের রূপান্তর না হইয়া কেবল মাত্র জ্বালা করা। (আর্ণিকার ন্যায় ইহারও কুল্লি বিধি)।

আপিস—জিভ শুষ্ক, স্ফীত ও প্রদাহিত, গিলিতে অক্ষমর্তা। জিভে জ্বালা ও হুলফুটুনি (পল্‌স, মার্ক) মুখ ও গলা শুষ্ক। জিভ স্ফীত হওয়া ও সেই সঙ্গে তৎপ্রদেশে শোঁথের (জল সঞ্চার) ফুলা থাকিলে; (ইহা ও আর্স কখন পর পর দেওয়া বিধি)।

পল্‌স—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদাহ (Gout) বা অর্শ রোগ বন্ধ হইয়া জিভে প্রদাহ হইলে।

ফস-আ—ক্রূর ও কঠিন রোগে, বিশেষ আর্ণিকার কুল্লিতে প্রতিকার না হইলে ইহা প্রত্যহ ৩।৪ বার সেবন বিধি।

বেল—জিভ ঘোরাল লাল, ফুলা ও স্পর্শে ব্যথা। বিসর্প সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগ। বদনমণ্ডল ও চক্ষু লাল, বিশেষ মস্তিষ্কের উপসর্গ থাকিলে।

মার্ক—জিভে প্রদাহ ও পাক ধরা, তাহা অতিরিক্ত ফুলা বা শক্ত হওয়া। জিভ যেন পুড়িয়াছে বোধ (কলসি) মুখ আসা, অধিক ঘর্ম্মে যাতনার সমতা না হওয়া।

লাকাসি—জিভ ফুলা এবং অতি কষ্টে উহা নাড়িতে পারা। প্রদাহ ও পচা ধরার আরম্ভে (আর্স), গলায় বস্ত্র সংস্পর্শেও কষ্ট বোধ। নিদ্রার পর যাতনাধিক্য।

সল্‌ফর ও সিলিসা—রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত ইহারা ব্যবহৃত হয়।

বলা বাহুল্য যে তরল খাদ্যই বিধি এবং তাহাও অল্প অল্প (কুশম কুশম) গরমাবস্থায় দিবা। বিলক্ষণ না সারিলে কঠিন খাদ্য দেওয়া অনুচিত।

জিহ্বার নিম্নে ফোস্কা।

RAMILA.

জিভের নিম্ন বা উল্টা পীঠে কখন নিষ্ঠিবন-নালায় থুথু সংগৃহীত হইয়া সরস ফোস্কা হয়। ইহার আকার বৃদ্ধি হইলে জিভকে এক পার্শ্বে বা উপর দিকে ঠেলিয়া তুলে। ইহাতে চিবান বা কথা কহা খুব কষ্টকর হইয়া পড়ে। বড় হইলে গালিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ এবং তৎপরে পূর্ণ আরোগ্য নিমিত্ত কাল্কা বা মার্ক বিধি। অথবা রোগ দেখা দিতে দিতে ঐ ঔষধদ্বয় ও থুজা ব্যবহারে ফোস্কা বসিয়া যাইতে পারে।

উপজিহ্বা বা আলজিভের পীড়া।

প্রদাহ বশতঃ কখন কখন আলজিহ্বা বৃদ্ধি হয় এবং রোগ দীর্ঘকাল থাকিলে গলা সড়সড়ানি উপসর্গ দেখা দেয়। প্রথমতঃ এক বা দুইবার করিয়া নক্স তিন দিবস দিবা; তাহাতে প্রতিকার না হইলে কাল্কা, বেল, মার্ক, পল্‌স, সল্‌ফর; এই সমস্ত ঔষধ পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী পর পর দিবা। সদা ঠাণ্ডা জলের কুল্লি ও গলায় জলপটি বাঁধায় উপকার হয়। মৎস্য মাংস ও গরম মসলা ব্যবহার অনুচিত। আলজিভ ফুলা ও বড় হওয়া পক্ষে পূর্ব্ব ঔষধ ভিন্ন আইড, কফি, সিলিসা দেওয়া যায়।

জাড়ী-ঘা।

অযথা আহার ও অপরিষ্কার জন্য জিহ্বা, মাড়ি এবং ঠোঁঠ ও মুখের ভিতর ঘা হয়। অধিক হইলে একসাংড়া হইয়া পড়ে; কখন কখন সমস্ত পাকনালী অর্থাৎ মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে। কেবল মুখে হইলে মুখ টাটায় ও শিশু স্তন টানিতে পারে না। এ অবস্থা কোনক্রমে আশঙ্কার

নহে; ইহা গলায় উপস্থিত হইলে গিলিতে কষ্ট হয়; পাকাশয় আক্রমণ করিলে বমন ও সদা হিক্কা এবং অন্ত্রে নামিলে উদরাময় হয়। প্রায়ই মুখে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নীচে নামে। ইহার বিপরীত হওয়া যদিচ বিরল, কিন্তু হইলে অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। দ্বিতীয়বার দন্ত উঠা কালীন অর্থাৎ ছয় সাত বৎসরের বালক বালিকার এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে যে জ্বর থাকে, তাহা সামান্য।

সোহাগার খই মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীলোকেরা জাড়ি ঘায় লাগান এবং অনেক সময় তাহাতেই আরোগ্য লাভ হয়। সোহাগা সহজ অবস্থায় মুখে লাগাইলে তথায় ঘা হয়, সুতরাং ইহা রোগের সদৃশ ঔষধ এবং এই নিমিত্তই ইহা ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ক্ষত বাড়ে। তদবস্থায় মার্ক-সল, কামো, কাফি ইহার এক একটা তিন চারি দিবস সেবন বিধি। সোহাগায় না সারিলে মার্ক দিবা।

কখন কখন ধাতু বিকৃতি জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার দুই সপ্তাহ মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। শিশুকে প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ (কুশম কুশম) গরম জলে স্নান করাইবা এবং পরিষ্কার সরু নেক্‌ড়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া মুখাভ্যন্তর পরিষ্কার করিয়া দিবা, সাবধান যেন ঐ নেক্‌ড়া সে না চূষে। ঔষধ মার্ক, তাহাতে না সারিলে আর্স বা লাকাসি।

আইরিস—মুখ-গহ্বরে জ্বালা, জিভ ঝলসান, গালে ঘা ও নিয়ত ছেপ উঠা।

আইড—মুখে জাড়ি ও পারার ঘা, তথাকার গ্রন্থি ফুলা ও ব্যথা, অধিক ছেপ উঠা।

আকন—জ্বর থাকিলে ২।১ মাত্রা। অধিক কান্না, মুঠা কামড়ান, সন্ধ্যা ভেদ, গাত্র স্পর্শে লাগা।

আরম-ট্রি—মুখ ও নাসিকা রন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে মেড়মেড়ি পড়া ও টাটান। মুখগহ্বর প্রদাহ, ফুলা ও ক্ষত থাকা এবং মুখ আসা।

আরস-মি—সমস্ত মুখগহ্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্‌কুড়ি ও জ্বালা, চুলকুনি ও চিড় চিড় করা।

আর্স—কাল্‌চে বা নীলবর্ণের ঘা,মাড়ি জ্বালা, ফুলা ও সামান্য কারণে তাহা হইতে রক্ত পড়া, উদরাময় ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া।

ইউপাট—মুখের ভিতর কসের দিগে ঘা।

কাম্প—কফাংশ, স্থূলকায় শিশুর রোগ। মুখে ও জিভে জ্বালাজনক ফুসকুড়ী, মাড়ি ফুলা।

কামো—অধিক ঘা জন্য অতিশয় অসুখ, কোলে লইয়া বেড়ানয় ভাল থাকা।

কার্বো—অধিক লবণ বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ব্যবহার জন্য মুখ খুব গরম, টাটান, মাড়ি ফুলা ও তথায় ঘা, দাঁত নড়া ও মাঝে মাঝে রক্ত মিশ্রিত লালা পড়া। ইহা ব্যবহারে সম্পূর্ণ না সারিলে হিপর।

ক্যালাকিলম—শিশুর এবং স্ত্রীলোকের পোয়াতি বা আঁতুড়ে অবস্থায় মুখে ঘা।

কর্ণস-সি—ঠাণ্ডী বা উদরাময় জন্য মুখ, জিভ ও মাড়িতে ঘা।

কাঙ্কা—বিশেষ দাঁত উঠা কালীন পীড়া।

চির্ন—কাল্‌চে বর্ণের ঘা এবং পচা ধরিলে।

ডঙ্কা—ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস লাগা দরুণ রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং গলায় বীচি আওরাণ।

নক্স—মাড়ি প্রদাহিত, মুখে দুর্গন্ধ ঘা, জিভ আড়ষ্ট, জিভে শাদা বা জর্দ্দা লেপ ও ব্যথা-বিশিষ্ট ব্রণ।

নাইট্রি-আ—দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, মাড়ি ফুলা ও ওঙ্কান এবং উদরাময়। মুখ ও গলায় ক্ষত, কদর্য্য কটু লালা নির্গমন (সেই লালা যথায় লাগে তথায় ঘা হয়) এবং শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল ফুসকুড়ি। উপদংশ সংশ্লিষ্ট রোগ জন্য।

নেট্রম—মুখে ঘা ও বেলস্তারার ন্যায় ফুসকুড়ি সহ জ্বালা ও বাক্যের জড়তা, জিভের এক দিক শক্ত হওয়া।

পল্‌স—মুখের ক্ষত সহ অজীর্ণের লক্ষণ; নম্রপ্রকৃতি ব্যক্তির রোগ ও ভেদ হইলে—উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির রোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে—নক্স।

বাপ্টিসা—মুখ মধ্যে টাটান ঘা, অতিশয় বলক্ষয়, মাড়ি ও দাঁতে ব্যথা ও তথা হইতে রক্ত চোঁয়ান, জিভ ফুলা।

ব্রাই—ঘা এবং মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, তৃষ্ণা, কিন্তু স্তন পানে অনিচ্ছা, মুখ ভিজাইয়া দিলে সহজে মাই টেনে খাওয়া।

মার্ক—মুখ দিয়া টস টস করিয়া অধিক লালা ভাঙ্গা, সমস্ত মুখে ও মাড়িতে ঘা, উদরাময়। ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাইক—জিভের নীচে ব্যথা বিশিষ্ট ঘা।

লাকাসি—জিভের আগায় টাটান ঘা।

বোরাক্স—মুখগহ্বর গরম, তথায় ও জিভে শ্লেস্তারার ন্যায় ফুসকুড়ি এবং ঘা ও অল্প অল্প রক্তপাত এবং মাই টানায় লাগার দরুণ শিশুর কান্না,পেটব্যথা, উদরাময় ও সদা নীচে পড়িয়া যাইবার আতঙ্ক।

ষ্টাভিস—মাড়ি ওস্কান এবং অতি সামান্য কারণে তথা হইতে রক্ত পড়া। দুর্গন্ধ ক্ষত ও তথা হইতে লালা ভাঙ্গা। জিভের নিম্ন বা পীঠের দিকে শ্লেস্তা-রার ন্যায় ফুসকুড়ি, চক্ষু মুখ বসা ও চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া।

সল্‌ফর—জ্বালা-বিশিষ্ট ঘা ও উহাতে ব্যথা, বিশেষ আহার কালে। মুখ-গহ্বর গরম ও রাত্রে অধিক তৃষ্ণা। রক্ত মাখান লালা ভাঙ্গা; যাহারা অধিক কাল নিদ্রা যায় এবং যাহাদের অনেক বার ঘুম ভাঙ্গে, তাহাদের পক্ষে ইহা অধিক খাটে।

সল্‌ফ-আ—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মুখ টাটানি, মাড়িতে ঘা, গালের অভ্যন্তরে ফুস্‌কুড়ি,অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছেপ উঠা,উদরাময় এবং ত্বকের উপর কাল্‌চে দাগ পড়া।

হ্যামিমে—জিভের ধারে শ্লেস্তারার ফুস্‌কুড়ি ও তথায় ঘা।

হেল—ঘা দরুণ মুখ টাটান, দুর্গন্ধ ও অধিক থুথু সঞ্চয়, ঘাড় ও গলার বীচি আওরাণ।

হাইড্রাস—জিভ ও ঠোঁঠে ক্ষত, মুখ গহ্বর ও মাড়ি ফুলা এবং লাল হওয়া ও যেন পুড়িয়া যাওয়া, জিভ নীরস হওয়া ও টাটান।

সামান্য প্রকারের জাড়ি ঘা হইলে, ভেড়ার দুগ্ধ অথবা জাঁতি ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া ২।৩ দিন ক্ষত স্থানে লাগাইলে ঐ ক্ষত শুকায়। গুড়ের জল দিয়া ঘা ধোয়া উপকারী। জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লাগাইলেও উপকার হইতে পারে।

লঘু পথ্য, আহারের পর মুখ পরিষ্কার করা, প্রত্যহ এক দুই বার গাত্র মার্জ্জনা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খট্‌খটে ও বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস, ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন কর্ত্তব্য।

মুখে পচা ধরা।

সর্ব্বপ্রথম গালের ভিতর একটী ফুস্‌কুড়ী হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ব স্ফীত ও শক্ত হয় এবং ক্রমে ঠোঁঠ, গাল, চক্ষু ও কর্ণমূল ফুলে, গলার বীচি আওরায়। ঐ ফুস্‌কুড়ি হইতে কাল রস নির্গত এবং পরে তথায় দগ্‌দগে ঘা হইয়া পচা ধরে। উহা উর্দ্ধে কপাল ও চক্ষু গহ্বর এবং নিম্নে গলা ও বুক পর্য্যন্ত আক্রমণ করে; ইহাতে দন্ত, নাক ও তালুর হাড় পর্য্যন্ত নষ্ট হয়; মাংস খসিয়া পড়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পচা লালা নির্গত হয়। শেষে উদরাময় ও বিকার হইয়া পক্ষেক মধ্যে রোগী পঞ্চত্ব পায়। দুই হইতে দশ বৎসরের শিশুর এই রোগ হইয়া থাকে। দুর্ব্বলতায় এবং হাম, বসন্ত, জ্বর, আমরক্তাদি তরুণ রোগে এককালে বলক্ষয় হইলে এই ব্যাধি দেখা দেয়। অধিক পারদ ব্যবহারেও ইহা হওন সম্ভব। পীড়া অতি উৎকট, নিরাময় হওয়া সুদুষ্কর। বহু যত্ন ও সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেও যাবজ্জীবন শ্রীহীন হইয়া থাকিতে হয়।

ডাক্তার হার্টমেন এই রোগে সর্ব্বপ্রথম ৪ ক্রমের আর্স দিতে কহেন এবং উহাতে বিশেষ ফল লক্ষ্য না হইলে ২ ক্রমের সিকেল দিতে কহেন। ইহা ভিন্ন আইড, চিন, ক্রিয়োস, রস, সিলিসা ব্যবহার্য্য।

স্বরভঙ্গ—গলা ভাঙ্গা।

গলা বা স্বরনালীর আমাশয়িক ঝিল্লির উপদাহ বশতঃ স্বরভঙ্গ হয় ও প্রায়ই সর্দ্দির সঙ্গে অবস্থান করে। হাম, উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ প্রভৃতি রোগ কালীন বা রোগের পরে ইহা প্রকাশ পায়। দীর্ঘকাল থাকিলে বা পুনঃ পুনঃ হইলে আতঙ্কের বিষয়। কখন কখন এককালে স্বরবদ্ধ হয়—সর্দ্দির দরুণ হইলে ঐ রোগের সঙ্গে সারে—কিন্তু স্নায়বিক কারণে, যেমন অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা হইতে উদ্ভব হইলে, আরোগ্য সুদুষ্কর।

কার্ব্বো—সর্দ্দি ও গলায় অধিক শ্লেষ্মা জমা জন্য স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় জ্বর বোধ, কাশি ও রাত্রে বৃদ্ধি, বড় সেঁতসেঁতে হইলে। বিশেষ শিশুর পক্ষে।

কার্ব্বো—দীর্ঘস্থায়ী গলা ভাঙ্গা, সকালে, সন্ধ্যায় ও অধিক কথা কহায় বৃদ্ধি। হামের পর স্বরভঙ্গ ও কাশি—পলস্‌, কার্ব্বো।

কাষ্টিক—স্বরভঙ্গ, বিশেষ প্রাতে। রোগ ক্রূর হইলে, বুক এবং কখন গলা ব্যথা। জিভের পক্ষাঘাত জন্য এককালে স্বরবন্ধ (হাইয়স)

জেল্‌স—স্বর বড় ক্ষীণ। শ্বাসনালীর দ্বারের (Glottis) পক্ষাঘাত ও গিলিতে কষ্ট। গলা মধ্যে ক্ষত থাকা বোধ। স্নায়বিক ধাতু ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের পীড়া।

ড্রোস—স্বরভঙ্গ, খুব ভিতর হইতে শব্দ নির্গত হইতেছে বোধ হওয়া। পুরাতন রোগ, হামের পর গলা ভাঙ্গা।

নক্স—সর্দ্দির জন্য স্বরভঙ্গ, যেন গলা চাপুনি জন্য স্বরভঙ্গ, উৎকাশি সহ নাক বন্ধ, প্রাতে রোগ বৃদ্ধি।

পল্‌স—স্বর-বন্ধপ্রায়। কাশি; জর্দ্দা, সবুজ, কদর্য্য শ্লেষ্মা নির্গমন।

ফস—স্বরভঙ্গ, বুক সেঁটে থাকা ও উৎকাশি। এককালে স্বরবন্ধ (বেল, বাপ্টিসা, সল্‌ফর) কণ্ঠনালী ব্যথা জন্য কথা কহিতে অশক্ত।

মার্ক—স্বরভঙ্গ সহ গলা শুড়শুড়নি ও জ্বালা, নাক হইতে পাতলা শ্লেষ্মা ঝরা। স্বররোধ ও নিয়ত গলা ভাঙ্গা, কাশি, রাত্রে অধিক ঘর্ম্মে কিছু মাত্র সমতা না হওয়া।

সল্‌ফর—রোগ ক্রূর এবং বৃষ্টি ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। পল্‌সের পর কসুর থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে। স্বররোধ ও দম আটকান প্রায়, দরজা জানালা খুলিবার ইঙ্গিত করা, কণ্ঠনালীর সড়সড়ানি, ব্রহ্মতালু সদা গরম থাকা। একহারা, যাহারা কোলকুঁজা হইয়া চলে, তাহাদের পক্ষে অধিক খাটে।

সাম্বু—গলা ভাঙ্গা ও ভিতর হইতে কাশি, বুকে চাপুনি, পুনঃপুনঃ হাই উঠা, অস্থিরতা ও তৃষ্ণা।

সাঙ্গুইনে—নিয়ত কর্কশ কাশি, গলা ভঙ্গ, স্বররোধ, গলার শুষ্কতা, গলায় ফুলা বোধ, বুকের ঊর্দ্ধভাগে চাপুনি ও ভার এবং পূয় রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা থানা থানা গয়ার উঠা। পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে ব্যবহার্য্য।

গলা ভাঙ্গা।

স্বরভঙ্গ, কাশি ও বায়ুনালী ব্যথা—অনেক সময় ঠাণ্ডী হইতে হয়। হাম বা ক্রুপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; দীর্ঘকালের হইলে ভয়ের বিষয়।

কার্ব্বো—দীর্ঘকালের স্বরভঙ্গ, সকাল সন্ধ্যায় ও কথা কহায় বৃদ্ধি। হামের পর স্বরভঙ্গ ও কাশি; (পল্‌স, কামো।)

কাষ্টিক—স্বরভঙ্গ, বিশেষ প্রাতে, খুব ক্রূর রোগ, বুক এবং কখন কখন গলা ব্যথা থাকিলে। জিহ্বার পক্ষাঘাত জন্য স্বর-রোধপ্রায় হওয়া।

কামো—সর্দ্দির গলাভাঙ্গা, গলায় শ্লেষ্মা বসা, বিশেষ শিশুর পক্ষে; স্বভাব বড় চটা হইলে।

জেল্‌স—শ্বাসনালীর দ্বারের পক্ষঘাত জন্য গিলিতে কষ্ট হওয়া, মিহি আওয়াজ, গলা মধ্যে ক্ষত থাকা বোধ। পুরাতন রোগ।

মার্ক—স্বরভঙ্গ এবং গলা জ্বালা ও সড়সড় করা, ঘামে সমতা না হওয়া, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

নক্স—সর্দ্দির গলাভাঙ্গা সহ গলার কুট্‌কুটুনি, বড় একগুঁয়ে স্বভাব।

পল্‌স—স্বরভঙ্গ জন্য চীৎকার করিয়া কথা কহিতে না পারা, সরল সর্দ্দি, নরম প্রকৃতি ব্যক্তির পীড়া।

ফস—ভঙ্গ ও বিলুপ্ত স্বর, পুরাতন গলাভাঙ্গা, উৎকাশি; কণ্ঠনালী ব্যথা জন্য কথা কহিতে কষ্ট, একহারা ও গৌরবর্ণ রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। একবার হইতে তিন চারিবার দিবা।

ড্রোস—গলাভঙ্গা, খুব ভিতর পইতে স্বর নির্গত হওয়া বোধ।

সাম্বুক—গলাভাঙ্গা, কাশি, বুকে চাপুনি, পুনঃপুনঃ জৃম্ভণ, তৃষ্ণা, অস্থিরতা।

সল্‌ফর—বিলুপ্তপ্রায় স্বর, ঘরের ভিতর থাকিয়াও হাঁপানি।

আলজিহ্বা প্রদাহ।

প্রদাহ বশতঃ কখন কখন আলজিহ্বা বড় হয়। রোগ দীর্ঘকাল থাকিলে গলা সড়সড়ানি উপসর্গ দেখা দেয়। সর্ব্বপ্রথম নক্স প্রত্যহ দুইবার; দুই দিবসে প্রতিকার না বুঝিলে মার্ক, বেল, কাক্কা, সল্‌ফর, ইহাদের এক একটী পূর্ব্ব নিয়মে দিবা। সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জলের কুল্লি অথবা গলায় জলপটি দেওয়া বিধি এবং মাংস, মৎস্য, গরম মসলা ব্যবহারে বিরত থাকিবা।

কাশি।

অনেক উৎকট রোগের সঙ্গে এই উপসর্গটিকে অবস্থান করিতে দেখা যায় এবং সেই রোগ আরোগ্য হইলে কাশিও সেই সঙ্গে যায়। হিম ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, জলে ভেজা, পেটের পীড়া, স্নায়ুর উত্তেজনা (বাতিক বৃদ্ধি) বশতঃ সামান্যতর কাশি হয়। যে কাশির সঙ্গে সহজে গয়ার উঠে, তাহাকে সরল বা জল কাশি এবং যে কাশির সঙ্গে কিছুমাত্র গয়ার উঠে না, তাহাকে উৎকাশি কহে।

আইয়ড—গলা সড়সড় বা সুড়সুড় করিয়া কাশি—খানিকটা গয়ার উঠায় উগার সমতা।

আকন—কণ্ঠনালীর নিয়ত সুড়সুড়নি জন্য খুক্‌খুকে কাশি, তামাক টানায় বা পান করায় ও রাত্রে বৃদ্ধি। ফুসফুস যথোচিতরূপে প্রসারিত না হওন জন্য শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস গ্রহণে বুক ফুঁড়ুনি। জ্বর, রক্তাধিক্য-ধাতু (বেল) ও পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস জন্য পীড়া।

আর্নিকা—কাশি, অল্প রক্ত মাখান গয়ার উঠা, বুকের পার্শ্বদেশের আক্ষেপ, কাশির পূর্ব্বে কান্না। বুক ও পেট থ্যাঁথলানর ন্যায় ব্যথা করা। প্রায়ই প্রাতে উঠার পর যাতনা হওয়া।

আর্স—যেন গন্ধকের ধূম লাগা জন্য দম আটকান কাশি (ইগ্নে, চিন), কষ্টে ও কখন কখন রক্ত মাখান গয়ার উঠা। কাশির পর ও সিঁড়ি ভাঙ্গায় শ্বাস-কষ্ট হওয়া।

ইউপাট—প্রচণ্ড কাশি ও বুক টাটানি, হাত দিয়া বুক চাপিতে বাধ্য হওয়া। কাহার কাহার মতে ইহা সর্দ্দি-কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাঁচি, নাক হইতে নিয়ত জল ঝরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা করা, সন্ধ্যায় খ্যাঁকখেঁকে কাশি। হাম কালীন স্বর-ভঙ্গ কাশি।

ইউফ্রে—দম আটকান কাশি এবং নাক ও চক্ষু হইতে জলঝরা, প্রাতে কাশি সহ প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা ও শ্বাস-কষ্ট হওয়া।

ইগ্নে—উদরের ঊর্দ্ধ প্রদেশের (Pit) উপদাহ বশতঃ খ্যাঁকখেঁকে কাশি, নাক হইতে জল ঝরা, আহারের পর, রাত্রে শয়নের পর ও প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর বৃদ্ধি।

ইগ্নিগো—উৎকাশি ও নাক হইতে রক্ত পড়া।

ইপি—অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয় প্রযুক্ত অবিশ্রান্ত দম আটকান, কাশির ধমকে মুখ চক্ষু লাল হওয়া, অতিশয় গা বমি বমি ও বমন করা।

ইলাপ্স—কাশি ও কাল রক্ত উঠা এবং বুক ছেঁড়ার ন্যায় বেদনা হওয়া।

ওপি—ঢোক গেলায় বা শ্বাস গ্রহণে কাশি। কাশির উপক্রমে শ্বাসরোধ ও বদনমণ্ডল নীল হওয়া।

ককু—কাশি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার সমতা।

কর্ণস—কাশি সহ বাম স্তনের বোঁটার নীচে ব্যথা এবং বাম পাখুরা অবধি উহা বিস্তৃত থাকা।

কলিন্স—কাশি ও গয়ারের সহিত জমাট রক্ত উঠা।

কাক্টস—কাশি সহ অতিরিক্ত হরিদ্রা বর্ণের প্রচুর গয়ার ত্যাগ।

কাম্ফ—কাওয়া দানে কাশি। গলা ও কান ভার হওয়া এবং কান কামড়ানি, কখন মূত্র-স্থালী প্রদেশ, হাঁটু ও পায়ে বেদনা, কফজ ধাতুর পীড়া, রাত্রে বৃদ্ধি।

কামো—সর্ব্বদা গলা ও বুক সড়সড়ানি, উৎকাশি, নিদ্রিতাবস্থায় কাশি বা শিশুর কান্না বা আব্দারের পর কখন কখন দম আটকান কাশি, স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় জ্বর, উদরাময়, খ্যাতখেতে স্বভাব; শিশুকে লইয়া বেড়াইলে ভাল থাকা।

কার্বো—স্বরভঙ্গ কাশি, সন্ধ্যা ও প্রাতে বা অনেক বকিলে বৃদ্ধি। প্রচণ্ড কাশি এবং খানিকটা জর্দ্দাটে পূয বা সজ্ঞাটে শ্লেষ্মা কিম্বা বুক জ্বালার পর রক্ত উঠা; (শেষোক্ত লক্ষণটিও আর্সের বিশেষ লক্ষণ) সর্দ্দি বা স্নায়বিক আক্ষেপ-যুক্ত দমকা কাশি সহ কাটনেকার ও বমন এবং বুকের বাম প্রদেশে ফুঁড়ুনি।

কাল্কা—গলা সুড়সুড় করিয়া উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি, অথবা প্রাতে গলা ঘড়ঘড়ানি ও গাঢ় জর্দ্দা গয়ার উঠা (পল্স); বক্ষের সঙ্কোচন, সিঁড়ি ভাঙ্গিতে বেদম হওয়া। পুরাতন কাশি, শ্লেষ্মা বসা। অধিক মাথা ঘামা ও কফাংশ ধাতু পক্ষে।

কালী-কা—বৈকাল ৩ বা ৫ টায় প্রচণ্ড উৎকাশি, গয়ার উঠিলে তাহা গিলিয়া ফেলা।

কালী-না—কষ্টদায়ক উৎকাশি সহ হৃৎকম্প।

কালী-বাই—কাশি, দড়ির ন্যায় গয়ার ও গলায় ঐ গয়ারের আটকানি, এবং কষ্টে টানিয়া তোলা, বুকের হাড়ের পশ্চাদ্ভাগে জ্বালা বোধ, শ্বাস কষ্ট এবং কখন কখন রক্ত মাখান পূয উঠা।

কালী-হা—গলা সড় সড় করিয়া উৎকাশি হওয়া বা সজ্জা গয়ার উঠা, বিশেষ বহুদিনের গরমির পীড়া-গ্রস্তের হইলে।

কাষ্টিক—গলা সুড় সুড় করিয়া উৎকাশি, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, শীতল জল পানে সমতা, প্রাতে স্বরভঙ্গ, কাশি কালীন বুক ব্যথা এবং কাশিতে কাশিতে তেজে অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব হওয়া। (পল্‌স, ভেরাট)

ক্রিয়োস—গলা সড়সড় করিয়া উৎকাশি হওয়া।

কুপ্রম—আক্ষেপ-যুক্ত দম-আটকান উৎকাশি হওয়া অথবা দীর্ঘকাল কাশি থাকা, ঘনঘন শ্বাস ও গলা ঘড় ঘড় করা।

কোমাই—বিরক্তি-জনক আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, অনেকক্ষণ থাকা এবং রাত্রে বৃদ্ধি হওয়া।

কোবাল্ট—কাশি ও বেন কণ্ঠনালী হইতে উজ্জ্বল লাল রক্ত উঠা।

ক্রোকস—কাশি ও বুকের নিম্ন প্রদেশ চাপায় উহার সমতা।

ক্রোটাল—কাশি সহ বুক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত, বিশেষ পৃষ্ঠের বাম ভাগ সেঁটে ধরা বা টেনে থাকা।

গোয়াজম—উৎকাশি, অত্যল্প গয়ার তুলায় উহার সমতা।

চিন—মাথা নীচু করিলে কাশি; তুলিলে সমতা। আহারের পর প্রচণ্ড কাশি। যেন গন্ধকের ধূম লাগা জন্য উৎকাশি, কথা কহা, হাসা, পান বা গাঢ় শ্বাস গ্রহণ কালীন কাশি, কাশি ও শ্লেষ্মা উঠা, কখন বা উহাতে রক্তের ছিটা থাকা; রসরক্ত ক্ষয়ে দুর্ব্বলতা জন্য কাশি, স্কন্ধদেশ ব্যথা, কখন কখন বমন হওয়া।

জিঙ্ক—কাশি; ও গলা খাঁকারি দিয়া তোলা; ডেলা ডেলা রক্ত বা দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা উঠা, মিষ্ট তারের গয়ার তোলা।

জেল্‌স—গলা সড়সড়ানি ও উৎকাশি, কণ্ঠনালী ও বুক জ্বালা করা, স্বরভঙ্গ হওয়া। অল্প শীতের সময় কাশি।

টার্ট-এ—কাশি ও আহারান্তে বমন। বুক সড়সড়ানি, দম আটকান, নেতিয়া পড়া।

ডক্কা—ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগা জন্য। জলকাশি প্রাতে ও সন্ধ্যায় অধিক পাতলা শ্লেষ্মা, কখন বা রাত্রে উজ্জ্বল লাল রক্ত উঠা, স্বর-ভঙ্গ ও শ্বাস-নালী শ্লেষ্মা পূর্ণ হওয়া।

ডিজিট—আহারের পর কাশি হওয়া ও সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলা।

ড্রোস—ঘন ঘন কাশি হইয়া দম ফেলার সময় না পাওয়া। সকালে কাশি সহ তিক্ত শ্লেষ্মা উঠা। আক্ষেপ-যুক্ত উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি এবং পরে খাদ্য বমন বা মুখ ও নাক দিয়া রক্তপাত হওয়া। পুরাতন কাশি ও স্বরভঙ্গ, বুক ও পাঁজরার নীচে বেদনা, চাপায় স্বস্তি, হাসায় বৃদ্ধি।

নক্স—স্নায়বিক বা সর্দ্দির কাশি, শেষ রাত্রে ও ভোরে রোগ বৃদ্ধি হওয়া, গলা ও ফুসফুসে গাঢ় শ্লেষ্মা থাকা, গলা সুড়সুড়ানি, গা শীত শীত করা, কখন কখন কাটুনিকার ও বমন হওয়া,মাথা ফেটে পড়া, পাকাশয় ব্যথা করা, দিনে কাশি হওয়া, ভোরে গয়ার উঠা ; নড়ায় চড়ায় ও আহারের পর বৃদ্ধি অজীর্ণতা জন্য রোগ এবং কখন কখন বমি হওয়া। ডাক্তারী "কফমিক্সচর" ব্যবহারের পর নক্স বেশ খাটে। কাশির দরুণ গলায় কটু কষায় তার বোধ করা।

নক্স-ম—বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত সড়সড়ানি জন্য কাশি, বিশেষ গর্ব্ভাবস্থায়।

নিকোল—রাত্রে কাশি এত প্রচণ্ড যে, উঠিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া মাথা ধরিতে বাধ্য হওয়া।

নেট্রম—প্রতিবার ঢোক গিলিতে কাশি হওয়া।

পড—স্বল্প বিরাম জ্বরের সহিত কাশি এবং জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সেই কাশি কমা ও বাড়া।

পল্‌স—কাশির দরুণ সর্ব্ব শরীর কাঁপা, চক্ষু হইতে জল ঝরা ও উহা লাল হওয়া, প্রবল কাশি, দিবা ভাগে কিম্বা রাত্রে শয়ন মাত্রেই বৃদ্ধি, কপাল ব্যথা, উদরাময়, কখন বা বমন, জ্বর ভাব, বুকের পার্শ্বদেশ কুঁড়ুনি, রাত্রে উৎকাশি, উঠিয়া বসায় উহা বন্ধ হওয়া।

ফস—গলা, বিশেষ বুকের, সড়সড়ানির পর উৎকাশি ; কথা কহায়, হাসায়, পান করায়, বাহিরের বাতাসে যাওয়ায় বৃদ্ধি ; গলা ভাঙ্গা ; বুক টাটানি, বিশেষ বামদিকে। বামপার্শ্বে শয়নে কাশি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত

রাত্রি ঐ ভাবে থাকা। অত্যন্ত বলক্ষয়কারী কাশি, আক্রমণের উপক্রমে ভয়ে শিশুর উহা সামলাইতে যাওয়া। কাশি, জ্বর, মাদামারা, মৃত্যু-ভয়, বদন ও ঠোঁঠ কাল্‌চে বর্ণ হওয়া এবং চট্‌চটে বা রক্ত-বিশিষ্ট শ্লেষ্মা তোলা, শ্বাস-কষ্ট হওয়া।

ফেরম—প্রাতে আপেক্ষযুক্ত কাশি, আহারে সমতা। উৎকাশি ও ভুক্ত পদার্থ বমন হওয়া।

বেল—আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষতঃ রাত্রে ও নড়ায়, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ সময়ে গোঁঙান, স্বরভঙ্গ ও দুই প্রহরের পর কাটনেকার, দিন রাত কাশি, পেট টাটানি ও কাশি কালীন শিশুর কান্না। শ্বাসনালীতে ধূলা বা অপর পদার্থ প্রবেশ জন্য গলা যেরূপ সুড়সুড় করে, সেইরূপ সড়সড়ানি, ঘুমন্ত কাশি, সর্দ্দির বা স্নায়বিক কাশি, মাথা ধরা, ঘাড় ব্যথা করা, হাঁচি হওয়া, ছেঁড়ার ন্যায় পেটে যাতনা অনুভব করা।

ব্রাই—রাত্রে কাশির ধমকে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসা। কাশি কালীন মাথা ও বুক ফেটে পড়া। ঘন ঘন আক্ষেপ যুক্ত দম-আটকানো কাশি, বিশেষ আহার ও পানের পর। দিন রাত্রি শাদা বা জর্দ্দাটে শ্লেষ্মা বা অল্প অল্প রক্ত উঠা এবং কাশির পর বমন ও কণ্ঠার হাড়ে ব্যথা হওয়া।

ভেরাট—প্রচণ্ড কাশি সহ কপাল ঘামা, বদন মণ্ডল নীল হওয়া ও অসামাল প্রস্রাব (কাষ্টিক, পল্‌স) ; কাশি সহ জর্দ্দা গয়ার উঠা ও পরে বুকে বেদনা হওয়া।

মস্ক—কাশি আসিলেই ফুসফুসের আক্ষেপ ও শ্বাস-কষ্ট, যেন দম আটকাইয়া যাইবে বোধ হওয়া এবং এই ভাব সামলাইতে না সামলাইতে আবার কাশি।

মর-আ—কাশি সহ গলা জ্বালা থাকা।

মার্ক-স—কেবল রাত্রে বা কেবল দিবসে কাশি। উপর্য্যুপরি দুই দমক কাশির পর খানিকটা বিরাম, পরে আবার পূর্ব্ববৎ হওয়া। নাক টাটান ও তাহা হইতে জল ঝরা ; গলা সড়সড়ানি ও কাশি, স্বরভঙ্গ, অঙ্গ কম্পনকারী উৎকাশি বা জলকাশি ; গয়ারের সঙ্গে রক্তের ছিট থাকা ; রাত্রে যথেষ্ট ঘর্ম্ম হইয়াও স্বস্তি না হওয়া ; বমন কালীন নাক ও মুখ দিয়া রক্ত উঠা। প্রচণ্ড কাশি জন্য কথা কহিতে অপারকতা।

মাগ্নিসা-কা—অতিরিক্ত কাশি। ক্ষুদে কৃমিগ্রস্তের রাত্রে আক্ষেপযুক্ত কাশি।

মাগ্নিসা-স—কাশির দরুণ বুক জ্বালা করা এবং উহা কমিলে বা গেলে পুনর্ব্বার কাশি হওয়া।

মেজের—বমন না হওয়া পর্য্যন্ত এক লাগাড়ে প্রচণ্ড কাশি।

মেফিট—পান করা, কথা কহা, পড়া ও গান করায় কাশি এবং যেন কণ্ঠ-নালী মধ্যে কিছু আটকাইয়া বা প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে বোধ হওয়া।

মেনিয়াস্থ—দম আটকান কাশি, শ্বাস গ্রহণ কালীন উহার বৃদ্ধি।

রস—বুক সড় সড় করিয়া উৎকাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, জিহ্বার শুষ্কতা, অস্থিরতা, মুখে রক্তের তার। জলে ভেজার দরুণ কাশি।

রুমেক্স—পুরাতন কাশি, কণ্ঠ-গহ্বরে নিয়ত বেদনা অনুভব, (ফ্লাসের পর ইহা খাটে)।

লাইক—ক্রূর কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, সংলগ্ন (না-ছোড়-ভাবে লেগে থাকা) শ্লেষ্মা, কখন কখন বমন। রাত্রে পান করার পর অধিক কাশি, বুক চাপ, নাকের পাতা ক্ষণ বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হওয়া অবস্থা পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ ২০০ ক্রমের দ্বারা ডাক্তার উইল্সন্ মনুষ্য ও পশুকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। কাশি কালে ও পূর্ব্বে শ্বাস খর্ব্বতা হইলে।

লাকাসি—দম আটকান উৎকাশি, গলায় কিছু আটকাইয়া থাকা বোধ এবং তাহা তুলিবার বৃথা চেষ্টা করা। ঘুম আসিলেই কাশি, পুনঃ পুনঃ গলা খাঁকরাণ ও ঢোক গেলা। গলা সামান্য চাপিলে, কথা কহিলে, হাসিলে, চেঁচাইলে দম আটকান উৎকাশি; শ্বাসনালী বা বুকের শুষ্কতা বা সুড়সুড়নি জন্য কাশি।

লারো—কাশি, প্রচুর গয়ার এবং উহার মধ্যে উজ্জ্বল লাল রক্তের ছিটা থাকা।

লেডম—প্রচণ্ড কাশি, দুই প্রহর রাত্রের পর বা প্রাতে কাশি, দুর্গন্ধ পুয উঠা এবং কখন কখম উহাতে উজ্জ্বল গাঁজলা-বিশিষ্ট রক্ত থাকা।

লোবেলা—দীর্ঘস্থায়ী দমকা কাশি, দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা উঠিয়া উহার সমতা।

ষ্টিক্টস্—প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ কালীন কাশি।

শিষ্টস-কা—গলায় সুড়সুড়নির দরুণ কাশি।

ষ্টানম—কম্পনকারী উৎকাশি, রাত্রে বা ভোরে বৃদ্ধি, বিশেষ কথা কহিলে বা হাসিলে, কখন কখন তাহার পর অন্ন বমন, অথবা কাশি ও প্রচুর মিষ্ট বা লোস্তা শ্লেষ্মা উঠা, বুক টাটান, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ঘাম হওয়া।

সল্‌ফর—দিবা রাত্রি ক্রূর উৎকাশি; আহার বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করা কালীন কাশি ও তৎকালে বক্ষের সংকোচন এবং পরে বমন বা অসামাল প্রস্রাব, মাথা ধরা এবং বুক, পেট, মাজা, পাছায় ব্যথা, অথবা গাঢ় শাদা বা জর্দ্দা বর্ণের গয়ার বা সজ্বাটে দুর্গন্ধ পূয, বা শ্লেষ্মা কিম্বা লোস্তা বা মিষ্ট শ্লেষ্মা ত্যাগ। জ্বর সম্বলিত কাশি ও অল্প অল্প রক্ত উঠা; বুকে সর্দ্দি বসা, ঘড়্‌ঘড়ানি কাশি ও গাত্রে চুলকনা হওয়া, পুনঃপুনঃ ঘুম ভাঙ্গা।

সল্‌ফ-অ্যা—কাশির দরুণ ডান চক্ষুর পাতার নীচে বেদনা।

সাবিনা—গর্ভাবস্থায় কাশি ও কাশির পর থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠা।

সিনা—শিশুর আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষ কৃমি-রোগ-গ্রস্তের। হঠাৎ খাবি খাওয়ার ন্যায় হইয়া কাশিলে যেন গলা দিয়া উপরে কোন পদার্থ উঠিতেছে বোধ করা ও সেই জন্য পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে বাধ্য হওয়া; নাক খোঁটা, কান্না ও কিছুতেই শান্ত না হওয়া।

সিমিসি—কথা কহিলেই কাশি হওয়া, কাজেই মৌন থাকা।

সিলিসা—দিন রাত কাশি, ব্যায়াম করায় বৃদ্ধি, চিত হইয়া শয়নে শ্বাস-কষ্ট হওয়া, পেট ডাগরা ও যাহার অধিক ঘাম হয়, এরূপ ও গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত শিশুর পুরাতন কাশি থাকা পক্ষে।

সেপি—সরল কাশি; প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রচুর লোস্তা শ্লেষ্মা উঠা। গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের পুরাতন রোগ; কাশি সহ ঘন, জর্দ্দা, সজ্বা বা পূযবৎ পচা শ্লেষ্মা তুলা। শিশুর কাশির সঙ্গে কান্না ও থাকিয়া থাকিয়া দম আটকান, গা বমি বমি করা, কাটনেকাশ, কখনও বা বমন হওয়া।

স্পঞ্জ—কাশি সহ বুক জ্বালা করা, কিন্তু আহার ও পানে তাহার সমতা। পুরাতন কাশি; পূযবৎ শ্লেষ্মা উঠা; ক্ষয়জ্বর, বিশেষ রাত্রে; হাতের আঙ্গুলের আগা ও নখ লাল ও বিশ্রী হওয়া।

স্কুইলা—দিন রাত বিরক্তি-জনক উৎকাশি। পুরাতন রোগ, প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা উঠা, তহাও কখন বা সহজে কখন বা কষ্টে তোলা।

হাইয়স—প্রচণ্ড আক্ষেপযুক্ত বলক্ষয়কারী কাশি; রাত্রিকালে, বিশেষ শয়ন করায়, উঠিয়া বসাতে সমতা (পল্‌স)। সর্ব্ব শরীরের পেশীর উৎক্ষেপণ। যুবতী ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের কাশি। বেলের পর অনেক স্থলে ইহা বিশেষ খাটে।

হিপর—প্রচণ্ড স্বরভঙ্গকারী উৎকাশি, দম আটকাইবার আশঙ্কা, চক্ষু হইতে খানিক জল ঝরিয়া কাশির সমতা। শরীর অনাবৃত থাকায় ও ঠাণ্ডা হইলেই কাশি; রাত্রে এবং কথা কহিলে, আহারান্তে বা সিঁড়ি উঠায় বৃদ্ধি হইলে।

কাশি বৃদ্ধি।

বৃদ্ধি, আব হাওয়া পরিবর্ত্তনে—কাক্কা।
— প্রাতে—কার্ব্বো, পল্‌স।
— দিবসে—কার্ব্বো, সল্‌ফর।
— সন্ধ্যায়—আর্স, কার্ব্বো, লাকাসি।
— রাত্রে—আর্স, কাষ্টস, কার্ব্বো, কাক্কা, কোনাই, লাকাসি, হাইয়স।
— ঠাণ্ডা জলীয় দ্রব্য ব্যবহারে—আর্স। ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, আস্কেপ্পি, ব্রাই, হিপর।
— আর্দ্র আব হওয়ায়—কার্ব্বো, ডল্কা, পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর।
— বাহিরের বাতাসে—ফস্।
— কথা কহায়—কার্ব্বো, ফস্, হিপর।
— আহারের পর—আর্স, পল্‌স, লাকাসি
— শয়নে—লাকাসি, সল্‌ফর।
— নিদ্রার পর—পল্‌স, লাকাসি।
— গলায় চাপ পড়ায়—লাকাসি।
— হাসিলে—ফস্, হিপর।

অপরাপর উপসর্গ সহিত কাশি।

— কাশি, আর্দ্র—কাক্কা, পল্‌স, স্ক্ইল।
— আক্ষেপযুক্ত—ইপি, কার্ব্বো, হাইয়স।
— কষ্টকর—আর্স, কালী-বা, হিপর।
— ক্রুর—ট্রিলিয়ম, বারাইটা, লাইক, হিপর।
— খক্‌খকে—ফস্, লাকাসি।
— খ্যাকখেকে—পল্‌স, সল্‌ফর।
— খুকখুকে—ফস, লাকাসি।
— প্রচণ্ড—কাক্কা, পল্‌স, লাকাসি।
— কাশি সহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথা—আস্কেপ্পি, কার্ব্বো, ব্রাই।
— অন্ত্র টাটানি—পল্‌স।
— কণ্ঠনালী টাটানি—কালী-বাই, কার্ব্বো, নাইট্রী-আ, লাকাসি।
— ক্ষয়জ্বর—আর্স, ফস, ষ্টানম।
— গলা ভাঙ্গা—কার্ব্বো, কাক্কা, পল্‌স, ফস, স্পঞ্জ, হিপর।
— গলা সড়সড়ানি—কার্ব্বো, কাক্কা, ফস, লাকাসি।
— গলা সাঁই সাঁই করা—আর্স, ইপি, কাক্টস, পল্‌স।
— গা বমিবমি করা—আর্স, ইপি।
— দম আটকান বোধ—আর্স, ইপি, কাক্টস, পল্‌স, সল্‌ফর, হিপর।
— দুর্ব্বলতা—আর্স, চিন, ট্রিলিয়ম, লাইক।
—ফুটুনি—আস্কেপ্পি, কাক্টস, লাকাসি।
— কাশি সহ বমন—ইপি, পল্‌স, সল্‌ফর।
— বুকব্যথা—কার্ব্বো, কাক্কা, সল্‌ফর।

— বুক ধড় ধড় করা—কালী-বাই, কাল্কা, পল্‌স, ফস, সলফর, হিপর।

— বুক টাটানি—কালী-বাই, কার্ব্বো, নাইট্রি-আ, লাকাসি।

— বুকে চাপুনি—আস্কেপ্লি, ইপি, কাস্তস, ফস্।

— বুক শেঁটেধরা—আস্কেপ্লি, ফস্।

— শ্বাস-খর্ব্বতা—আর্স, ইপি, লাকাসি।

— স্বর-রোধ—কালী-বাই, থল্‌স, ফস্।

নিষ্ঠীবন—বা গয়ার।

— শ্লেষ্মা, অধিক—আস্কেপ্লি, কার্ব্বো, পল্‌স, স্কুলা।

— কদর্য্য—কাল্কা, বাপ্টিসা, ষ্টানম, স্পঞ্জ।

— ঘন—কাল্কা, পল্‌স, ষ্টানম, সল্‌ফর, হিপর।

— জর্দ্দা—কাল্কা, পল্‌স, সল্‌ফর, হাইড্রাস।

— ধূসর বর্ণের—কালী-বাই।

— প্রচুর—ট্রিলিয়ম, হাইড্রাস।

— লেগে থাকা—আর্স, কাল্কা, কালী-বাই। চিন, ফস, লাইক।

শাদাটে—আস্কেপ্লি, সল্‌ফর, স্কুলা।

— সজ্জাটে—কার্ব্বো।

কাশি সময়ানুসারে।

কাশি, বর্ষাকালে—কার্ব্বো, ভেরাট।

— বসন্তকালে—আম্ব্রা, ভেরাট, ব্রাই।

— শীতকালে—আকন, ব্রামো, জেল্‌স, বেল, ব্রাই, মার্ক।

— হেমন্তকালে—কার্ব্বো।

কাশি, প্রাতে—ইউফ্রে, কালী-বা, চিন, নক্স, পল্‌স; আইড, আর্ণিকা, আর্স, ইগ্নে, কক্ক, কামো, কাল্কা, নেট্রম, লাইক, সল্‌ফর।

— পূর্ব্বাহ্ণে—আগারি, আরম, ক্যাম্ফর, ব্রাই।

— মধ্যাহ্নে—আগার, বেল, ষ্টাফিস, (ইউফ্রে—ঘুমন্ত)।

— দিবসে—আম কা, ডাউক্রে, ফস, রস, লাকাসি।

— কেবল দিবসে, রাত্রে নয়—বেল; আনাকার্ড, সাম্বু।

— সন্ধ্যায়—আর্স, কাম্ফ, কাল্কা, নাইট্রী-আ, পল্‌স, হিপর; কার্ব্বো, নেটম, মাক, সিলিসা, সেপি, সল্‌ফর।

— রাত্রিকালে—আকন, আম-কা, আর্স, কার্ব্বো-আ, কালী, কাব্দা, কোনাই, গ্রাফাইট, পল্‌স, পিট্রোল, বেল, (১০টা রাত্রে ও মিনিট কতক অন্তর,) লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি, হাইয়স।

— কেবল রাত্রে, দিনে নয়—সেপি; কাষ্টিক, ষ্টাফিস। শিশুকে শয্যায় শয়ন করাইলেই—সেপি।

— দুই প্রহরের পূর্ব্বে ও সন্ধ্যা হইতে ১২টা রাত্রি—ষ্টানম (১২টা হ'তে ভোর)

— দুই প্রহরের পর—নক্স, বারাইটা কা, কাল্কা।

— সূর্য্যাস্ত সময় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত—আরম।

— রাত্রি দিবা—সিলিসা, স্পঞ্জ; ইগ্নে কামো, ফস, (নেট্রম—কাশিতে কাশিতে বেদম হওয়া)

— একদিন অন্তর ও প্রচণ্ড—নক্স।

— দুইদিন অন্তর (Every 3d. day) আনাকার্ড, লাইক।

— ঋতু কালীন—কফি।

— গর্ভাবস্থায় ও রাত্রে বৃদ্ধি—কোনাই।
— ও জরায়ু বেদনা—বেল।
— প্লীহা ফুঁড়ুনি—কার্ব্বো, বেল, সল্‌ফর।
— ও আলজিভ বড় হওয়া—আলুমি, বাপ্টিসা, মার্ক।
— নাভিপ্রদেশ ছেঁড়া—ইপি।
— ঘুম থাকিলেই—লাকাসিস।
— কাশিতে কাশিতে অচেতন হওয়া সিনা।
— কাশি জন্ম ঘুম না হওয়া—পল্‌স, (সেপি, রস—অনবরত কাশি।)

কাশি বৃদ্ধি—সময়ানুসারে।

বৃদ্ধি, প্রাতে ও দিবসে—ইউফ্রে।
— প্রাতে ও সন্ধ্যায় নক্স, বেল।
— সকাল ১০ হইতে ১২ টা—নেট্রম।
— বৈকাল ১ হইতে ২টা—আর্স।
— বৈকাল ৩ হইতে ৪টা—লাইক।
— সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে—কাপ্স, ক্লাস্কা, সেপি।
— রাত্রে—আর্স, মার্ক-স, হাইয়স; (ও ঘুমন্ত—কামো, লাকাসি।)
— সন্ধ্যা হইতে ১২টা রাত্রি—রস, হিপর;
— সূর্য্যতাপে—আণ্ট।
— নড়া চড়ার—আর্স, জিঙ্ক।

কাশির সমতা (কমা)।

কাশির সমতা, প্রাতে—ককু, গ্রাটি।
— মধ্যাহ্নে—ফস্।
— সন্ধ্যায়—আম-ম, ককু, সল্‌ফর।
— দুই প্রহর রাত্রের পূর্ব্বে—আপিস।

কাশির প্রকার ভেদ।

কাশি, আক্ষেপ যুক্ত—ইপি, কার্ব্বো, কুপ্রম, ড্রোস, নক্স, পল্‌স, ব্রাই, সিনা, হাইয়স, ইগ্নে, কামো, চিন, বেল, ভেরাট, সল্‌ফর।

উৎকাশি বা শুষ্ক কাশি—আকন, আলুমি, ইগ্নে, নক্স, পিট্রোল, ফস, ব্রাই, লাকাসি, হাইয়স; ইপি, কামো, কাঙ্কা, কোনাই, জেল্‌স, বেল।

কাশি, শরীর কম্পনকারী—আলাকার্ড,ইগ্নে, ইপি, পল্‌স, সল্‌ফর।
— কুক্কুরের ডাকের ন্যায়—বেল, ষ্ট্রাম, হিপর; ডস্কা। দিনরাত—স্পঞ্জ।
— গেঁকগেঁকে—আলুমি, ফস, সালুই, আর্স, ইগ্নে, ইউপাট।
— খক্‌খকে—আকন, ষ্টানম, ইগ্নে, নক্স, বেল, ব্রাই।
— গলাভাঙ্গা—আকন, বেল, ষ্টানম; কার্ব্বো ফস, হিপর।
— গলা শুড়শুড়কারী—ইগ্নে, ইপি, কামো, কাঙ্কা, জেল্‌স,নক্স, বেল, ব্রাই, লাকাসি, হাইয়স।
— দম আটকান—ইপি, কুপ্রম, চিন, ড্রোস, সলফর, সাম্বু, সিনা; আর্স, কামো, ব্রাই।
— প্রচণ্ড—আকন, ইউপাট, পল্‌স, বেল।
— শ্রান্তকারী—ষ্টানম, ক্রোকস, মার্ক, সিলিসা, আর্স, কাঙ্কা, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর, সেপি।
— সর্দ্দি বিশিষ্ট—কামো, নক্স, পল্‌স, রস; ইউপাট, ইগ্নে, ইপি, মার্ক।
— সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট—ক্রিয়োস,সাম্বু।
— সরল বা পাতলা গয়ার উঠা—আকন, কাঙ্কা, নক্স, পল্‌স।

— স্নায়বিক—ইগ্নে, ইপি, নক্স, প্লম্বম, ব্রাই, হাইয়স।

— হুপিং কাশির ন্যায়—কোনাই, ড্রোস, পড।

— অবিশ্রান্ত একলাগাড়ে—সেপি (ইউফ্রে)

— উৎকাশি (স্কুইলা—উৎকাশি বা সরল কাশি।)

—কথা কহিতে না পারা—কুপ্রম।

কাশি সহ শ্লেষ্মা বা গয়ার উঠা।

শ্লেষ্মা, গাঁজলা বিশিষ্ট—আর্স, পল্স, ফস।

গাঢ় বা ঘন—পল্স, কাল্কা, ক্রিয়োস, বেল, লাইক, ষ্টানম, সল্ফর, হিপর।

— চট্‌চটে—আর্স, কামো, জিঙ্ক, নক্স, ফস্, ষ্টানম, ষ্টাফিস।

— জলবৎ—আর্স, কামো, কার্বো, গ্রাফা-ইট, মার্ক।

—ঠাণ্ডা—ফস ; নক্স, সল্ফর, লাকাসি, ষ্টানম।

— দড়িবৎ—কালী বাই, আর্জেন্ট, হাই-ড্রাস।

— দুধবৎ—আর্স, সল্ফর, সেপি।

— পূযবৎ—কাল্কা, কালী-কা, কোনাই, চিন, লাইক, সিলিসা, সেপি ; আর্স, সল্ফর, ষ্টানম, ষ্টাফিস।

— শক্ত ও ডেলার ন্যায়—কোনাই, নেট্রম, ফস, ব্রাই, স্পঞ্জ, সিলিসা

— প্রচুর—আর্স, ইউফ্রে, কাল্কা, পল্স, লাইক, ষ্টানম, সেপি ; কার্বো, ডল্কা, সল্ফর, সিলিসা।

— গন্ধ, কদর্য্য—কাল্কা, নেট্রম, লাইক, বাপ্টিসা।

— গন্ধ, টক—কামো, কাল্কা, ডল্কা, নক্স, সল্ফর, ষ্টানম, সেপি।

— গন্ধ, পোড়া (ও তার)—পল্স, ব্রাই, রস।

—গন্ধ, পচা—সাঙ্গুই ; কাল্কা।

— কাল্‌চে বা নীলবর্ণ—কালী-বা, চিন, নক্স।

— জর্দ্দা বর্ণ—কাল্কা, পল্স, ফস, ষ্টানম, সিলিসা ; কার্বো, ব্রাই, লাই।

— ধূসর বর্ণ—আম্ব্রা, লাইক, সেপি ; আর্স, কাল্কা, ক্রিয়োস, নক্স, সিনা, সেপি।

—পাটকিলে বর্ণ—ব্রাই ; কার্বো, ফস, সিলিসা।

— সবুজ বর্ণ—কালী-আইড, কার্বো, পল্স, লাইক, ষ্টানম, ফস, সেপি।

— শাদা—লাইক, সেপি ; আকন, কার্বো, পল্স, ফস।

— লাল্‌চে, মর্‌চে পড়ার ন্যায় বর্ণ—ফস, ব্রাই।

কাশি—নিষ্ঠীবণ বা শ্লেষ্মার আস্বাদ (তার)।

শ্লেষ্মার তার, কমলা লেবুর ন্যায়—ফস।

— কড়াইশুঁটির ন্যায়—জিঙ্ক, পল্স।

শ্লেষ্মার তার, গাছড়ার ন্যায়—নক্স, ফস-আ ; (গাছড়ার গন্ধ—জেল্স)।

শ্লেষ্মার তার গন্ধকের ন্যায়—নক্স, ফস, সল্ফর।

— চর্ব্বির বা তেলের—কাষ্টিক, পল্স ; আসাফাটি, সিলিসা।

— টক—কাল্কা, কালী, ফস, আর্স, কামো।

— তিক্ত—কামো, পল্‌স, আর্স, ড্রোস, নক্স, নাইট্রী-আ, ভেরাট,লাইক, সেপি।

— দুধের—আর্স, সল্‌ফর, সেপি, চিন, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, বেল, সল্‌ফর।

— ধাতুর—কুপ্রম, ইপি, রস। তামার—কুপ্রম, কালী, নেট্রম, লাকাসি। লৌহের—কুপ্রম, কাক্কা, সল্‌ফর।

— পচা—আর্ণিকা, আর্স, কামো, কার্বো, কোনাই, পল্‌স, সেপি।

— পেঁয়াজের ন্যায়—আসাফাটি, সল্‌ফর, রসুনের ন্যায়—আর্স।

— মিষ্ট—ফস্, ষ্টানম, পল্‌স, প্লম্বম, রস। (চিনির ন্যায়—কাক্কা,লাইক,সল্‌ফর)।

— মরিচের ন্যায় বা ঝাল—আকন, আর্স, মেজের, সল্‌ফর, সাবাড।

— লোনা—আর্স, ফস, লাইক, সেপি, কার্বো, চিন, পল্‌স, বেল।

কাশি—করণানুসারে।

কাশি, আর্দ্রতা জন্য—ডল্কা, মার্ক।

— অর্শ বন্ধ হওন জন্য—ইউফ্রে।

— উদরাময় হওন জন্য—ইপি, কামো, মার্ক।

— উজ্জ্বল পদার্থ দেখা জন্য—ষ্টানম।

— কান্না জন্য—আর্ণিকা, কামো।

— ক্ষুধা জন্য—কালী কা।

— গন্ধকের ধূম লাগা জন্য—আর্স, পল্‌স, লাকাসি।

— গলা মধ্যে ক্ষত থাকা জন্য—লাকাসি।

— গলার উপদাহ জন্য—বেল, ব্রাই, মার্ক।

— গান করা জন্য—ড্রেস, ষ্টানম।

— ঠাণ্ডা আব হাওয়া জন্য—কাষ্টিক।

— ঠাণ্ডা পান জন্য—কার্বো, স্কুইলা।

— ঠাণ্ডা বাতাস জন্য—আকন, কার্বো, ফস, ব্রাই, লাকাসি।

— ঠাণ্ডা জন্য—ডল্কা, ব্রাই।

— ধূম পান জন্য—আকন, ড্রোস, লাকাসি।

— পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস জন্য—আকন, হিপর।

— পড়া বা চেঁচান জন্য—নক্স, বেল।

— পান করা জন্য—সিলিসা, আর্স, ড্রোস, ব্রাই, লাকাসি।

— পূবে বাতাস জন্য—আকন, বাপ্টিসা।

— শ্বাসনালী ও বুক জ্বালা জন্য—জেল্‌স।

— চুলকুনি, গলার, জন্য—কোনাই, নক্স, সিলিসা।

— ঐ, বুকের, জন্য—পল্‌স।

— কণ্ঠনালীর জন্য—বেল।

— দাঁত উঠা জন্য—কামো, কাল্কা।

— পাণি বসন্তের পর—আণ্ট।

— পায়ের পাতা বা মাথা অনাবৃত করার জন্য—সিলিসা।

— বিরক্তি জন্য—ইগ্নে,কামো,নক্স, ষ্টাফিস।

— মিষ্ট আহার জন্য—স্পঞ্জ।

— ঋতুর রজোবন্ধ জন্য—পল্‌স, মিলি।

— শুড়্‌শুড়ুনি (কণ্ঠনালীর) জন্য—কামো, লাকাসি, আকন, আর্ণিকা, ফস-আ, সাবিনা, সেপি।

— (গলায়) জন্য—আর্জেণ্ট-না, কোনাই, চিন, জেল্‌স, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ফস, রস, লাকাসি।

— (বুকের)—ফস; ফেরাট, রস, ষ্টানম, সেপি।

— শ্বাস অবরোধ জন্য—আর্স, কুপ্রম।
— শ্বাস কষ্টকর জন্য—ইপি, ফস।
— ঘন ঘন জন্য—ইপি, ব্রাই।
— শিশুকে দীর্ঘকাল স্তন পান জন্য—ফেরম আ।
— স্ফোটক বন্ধ বা অপ্রকাশ হওন জন্য—ডল্কা।
— হামা জন্য—আর্জেণ্ট-না।
— হাসি জন্য—চিন, ড্রোস, ক্রস, ষ্টানম।
হামের পর—কার্ব্বো, কোনাই, ড্রোস।
— হাত অনাবৃত করায়—পল্‌স, হিপর।
— ইচ্ছা বসন্তের পর—আর্স, কোনাই, ড্রোস, বেল, মার্ক।

কাশিকালীন বা তৎসঙ্গে বিবিধ উপসর্গ।

কাশিসহ—অস্ত্র কন্‌কনানি—বেল।
— অস্থিরতা—আকন, সাম্বু, কফি।
— অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব—কাক্কা, পল্‌স।
— উদ্বিগ্নতা—আকন, ড্রোস, সাম্বু, সিনা, স্পঞ্জ, হিপর।
— কান্না (তৎকালে—হিপর, বেল); তৎপূর্ব্বে (আর্ণিকা, বেল) (তৎপরে,বিশেষ স্পর্শ করিলে কান্না—সিনা)।
— মাথা ও বুকের কাঁপুনি—রস।
— মাথার অভ্যন্তরে ঐ—টার্ট-এ।
— সর্ব্বশরীরে ঐ—ফস, বেল।
— কাঠবৎ—ইপি, কুপ্রম।
— খেঁচুনি—হাইয়স, (কাম্প—সর্ব্বশরীর।)
— গলাভাঙ্গা—ইউপাট, কামো, জেল্‌স, ডল্কা, নক্স, পল্‌স,ফস, বেল, ব্রাই, মার্ক।
— গলা ঘড়্‌ঘড়ানি—কাক্কা, ডল্কা, পল্‌স, হিপর।
— ঘাম—আর্স, কামো, ফস, রস, লাইক। সেপি, সল্‌ফর। (বদনে মুক্তার ন্যায় ফাটা ফাটা—আর্জেণ্ট-না)। (ওপি—প্রচুর ঘাম)।
চক্ষুদে জল ঝরা—ইউফ্রে, পল্‌স।
— রক্তস্রাব—কামো, কার্ব্বো, নক্স।
— জ্বালা কণ্ঠনলীতে—আকন, ফস, স্পঞ্জ
— গলাতে—ইউফর, ফস-আ।
— পাকাশয়ে—হিপর।
— বুকে—কাষ্টিক, ফস, স্পঞ্জ।
— জ্বর—(আকন, ইপি, কোনাই, নক্স, নেট্রম, সাবাড—উৎকাশ (কালী,কাক্কা সবল) (ইউপাট—সবিরামজ্বর বন্ধ জন্য) (পড—স্বল্পবিরাম জ্বরে)—(ব্রাই, রস, বেল, লাইক,—টাইফড জ্বরে।
— টাটান কণ্ঠনলী—ফস।
— গলা—সল্‌ফর।
— পাকাশয়—ব্রাই।
— পেট—নক্স,পল্‌স, বেল, ভেরাট,হাইয়স।
— বুক—আর্স, ইউপাট, কার্ব্বো, কাষ্টিক, ফস, মার্ক, লাইক, সিলিসা।
— দম আটকান—আর্স, ইপি, টার্ট, লাকাসি, হিপর।
— দন্তশূল—লাইক, সেপি।
— নাকদে রক্তপড়া—আর্ণস, ড্রোস, পল্‌স। (ইণ্ডিগো—প্রতিবার কাশিতে)।
— বদন কাল্‌চে—ইপি, ড্রোস, সাম্বু। ফেঁকাসে—পল্‌স, (লাল—বেল।)
— বমন—টার্ট-এ, ড্রোস, ব্রাই,ইপি,কার্ব্বো, নক্স, পল্‌স, ফস, ভেরাট, মার্ক, লাইক, সেপি।

ব্যথা, কণ্ঠার হাড়ে—ব্রাই। কাঁধে—চিন, পল্‌স। (কোমরে—পল্‌স, মার্ক) (ঘাড়ে বেল) (পাকাশয়ে ইপি, জোল্‌স, নক্স, পল্‌স, ফস, বেল, ব্রাই, রস, লাইক) (পাঁজরার নিম্নে—নক্স, ব্রাই,) মাথার পেছনে—ফেরম মার্ক—ব্রহ্মতালু—সল্‌ফর—কপাল—আর্ণিকা, নেট্রম)।
বুক উত্তপ্ত—ইউপাট।
বুক ফুঁড়ুনি—আকন, বেল, ব্রাই, মার্ক।
বুকে রক্তসঞ্চয়—আলো, বেল।
মাথাধরা—নক্স, নেট্রম, বেল, ব্রাই, সল্‌ফর, কাম্প, কাব্বা, পল্‌স, মার্ক।
মুখদে জল উঠা—আম্বা, আর্স, ব্রাই।
রক্তপড়া—ইপি, ড্রোস, নক্স, মার্ক।
Sternum (বুকের অস্থি) হাতদে চাপা—ব্রাই।
সর্দ্দি—নেট্রম, স্পঞ্জ, ইগ্নে, নক্স, বেল, সল্‌ফর।
হাঁচি—বেল।
হাপানি, আর্স, ইপি, কুপ্রম, টার্ট এ, ড্রোস, নক্স, সিনা।
গা-বমিবমি—অপি, আর্স।

ডিপথেরিয়া বা মুখ-গহ্বর ও নাসিকারন্ধ্রে কৃত্রিম ঝিল্লি।

গা শীত শীত, মাঝে মাঝে তাপ ও অসুখের দরুণ খেঁৎখেঁতে থাকিয়া এক দুই দিবস পরে গলা ব্যথাযুক্ত ও গরম হয়। গিলিতে কষ্ট, গলায় বীচি আওরান, মুখমণ্ডল সরস হওয়া, চক্ষু দিয়া জল ঝরা, এবং আলজিহ্বা, তালু ও তন্নিম্নস্থিত গ্রন্থিতে লাল ফুট ফুট দাগ; দুই এক দিবস মধ্যে উহারা চর্ব্বির ন্যায় শাদা হইয়া এবং ক্রমে বাড়িয়া একসাঙ্গড়া হইয়া যায়; ক্রমশঃ উহা নরম হইয়া উঠিয়া যায় বা খসিয়া পড়ে; কিন্তু পুনরায় অপর একখানি ঐরূপ কৃত্রিম ঝিল্লি তথায় অবস্থান করে। কখন কখন নাসিকারন্ধ্রে ঐ রোগ দেখা দেয় এবং তথা হইতে জর্দা, রক্তবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ ও (যথায় লাগে) ত্বক-ক্ষয়কারী রস নির্গত হয়। মুখ নাক হইতে বিস্তৃত হইয়া গলনালী আক্রমণ করিলে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে। তখন আর সহজে গিলিতে পারে না, দুগ্ধ নাক দিয়া বাহির হয়। শ্বাস-নালীতে নামিলে দমকা কাশি, নাকিস্বর, ক্রমে ভঙ্গস্বর হয়; অবশেষে গলা ধরিয়া যায়, এবং ক্রুপ (Croup) সদৃশ উপসর্গ দেখা দেয়। পাকাশয়ে ধরিলে গা বমি বমি, বমন, উপর পেট ব্যথা, কামড়ান ও ভেদ হইয়া থাকে।

এই রোগ কথন কথন সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে, এবং তৎকালে অনেকেই মারা যায়। আহ্লাদের বিষয় যে, আমাদিগের দেশে এ ব্যাধি অতি বিরল। প্রথম হইতেই ইহাতে বল ক্ষয় করে; জ্বর ও অপরাপর লক্ষণ ইহার সঙ্গে দেখা দেয়। ৭ হইতে ২১ দিন এই ব্যাধির স্থিতি। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল, অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে ঠাণ্ডা জল ও বরফ চুষিতে দেওয়া বিধি। গলায় মসিনার পুল্‌টিস বা পূর্ব্ব নিয়মে জলপটি দেওয়া যায়।

আকন—রোগ আরম্ভে, বিশেষ সবলকায় শিশু পক্ষে। জ্বর, তালু মাকাল-লাল, গলা জ্বালা, ফুঁড়ুনি, ভয়, উদ্বেগ।

আপিস—ঝিল্লি ময়লা ধূসর বর্ণের, চক্ষুপার্শ্ব ফুলা, গিলিতে গেলে কাণে বাজা, ত্বকে চুলকনা-বিশিষ্ট স্ফোটক, বাহ্ সড়্ সড়্, অধঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাত ন্যায়, চক্ষের দুর্ব্বলতা।

ব্রাই—কৃত্রিম ঝিল্লি—তালু ও Tonsil এ; ঠোঁঠ শুষ্ক ও ফাটা, অধিক মাত্রায় পান, নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি, মল-শুষ্ক ও শক্ত। উঠিলেই গা-বমি-বমি।

বেল—কণ্ঠনালীর সঙ্কুচিত হওন বশতঃ আক্ষেপযুক্ত, কর্কশ, গভীর, খেঁকখেঁকে কাশি; নড়িলে চড়িলে কাঁদিলে বা ঘুম হইতে উঠিলে বৃদ্ধি, উর্দ্ধগ, চক্ষু লাল, আলোক-অসহিষ্ণুতা, ফুস্‌ফুসে ঘড়ঘড়ানি ইত্যাদি উপসর্গে। গলাব্যথা, গিলিতে কষ্ট, পুত্তলীর বিস্তৃতি, ঝিমুনি, নিদ্রাহীনতা, ঘুমন্ত হঠাৎ চম্‌কান, গিলিতে কষ্ট, মল শুষ্ক ও উজ্জ্বল লাল হওয়া।

কাম্পিকম—গলনালীতে লঙ্কার রঁস লাগার ন্যায় চিড়চিড়নী ও মুখের গহ্বরে অধিক কৃত্রিম ঝিল্লি থাকিলে। গিলিতে লাগা, নাক দিয়া রক্ত পড়া। পীঠে শীত শীত, (মলে Diptheric deposit), মাথা ঘোরা।

ব্রোমাইন—কণ্ঠনালীতে আরম্ভ হইয়া মুখের ভিতর দিকের গহ্বরে রোগ উপস্থিত হইলে বা মুখের অন্তর গহ্বর হইতে কণ্ঠনালীতে নামিয়া গলা-ঘড়ঘড়ানী দমআটকান ও ক্রুপের ন্যায় কাশি হইলে। দম আটকান কাশি সহ স্বরভঙ্গ।

কেলী-বাইক্রম—গলা ও উপশ্বাস-নালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি নামিয়া ক্রুপের ন্যায় কাশি এবং চাপ, চাপ টানিলে বাড়ে, এরূপ গয়ার অধিক পরিমাণে উঠিলে। বাম কাণে ব্যথা; কর্ণমূল ফুলা; হামের ন্যায় স্ফোটক; জিভ লাল চকচকে; মুখগহ্বরে ঘা; নাক হইতে দড়ির ন্যায় সিক্নি, গলা ফুলা ও ছুঁইতে না দেওয়া;

নাক মুখ দিয়া দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা পড়া। ঘুমের পর বৃদ্ধি, প্রস্রাবে লাল বালি, গরম পানে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় সমতা।

ল্যাকেসিস—গল-নলীর বাম পার্শ্বে ঝিল্লি হইয়া তথায় অবস্থিত বা ক্রমে ডানদিকে বিস্তৃত হইলে বেল দিয়া পরবর্ত্তী সন্ধ্যাকালে উপকার না হইলে।

লাইকপ—ডান পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া রোগ বাম দিকে বিস্তৃত হইলে অথবা সর্ব্ব প্রথম নাসিকারন্ধ্রে দেখা দিয়া ক্রমে নীচে নামিয়া ব্যাধি গলা আক্রমণ করিলে। নাক বন্ধ, নিশ্বাস ত্যাগে নাকের পাতা প্রসারিত।

ল্যাচনানটিস—এই রোগের সঙ্গে গলা শক্ত হওয়া ও ব্যথা থাকা এবং এক দিকে গলা বাঁকিয়া থাকিলে। (Tonsils)তে শাদা ঘা।

মিউরিয়্যাটিক আসিড—কৃত্রিম ঝিল্লির উপক্রমে শাদা শাদা দাগ হইতে আরম্ভ হইলে ৩ ক্রমের ১ ফোটা ফি ঘণ্টায়। প্রতিকার হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর, নতুবা অন্য ঔষধ।

মার্ক—তালু ও তন্নিম্নস্থ গ্রন্থির অত্যন্ত ফুলা ও তথায় ফুট ফুট শাদা দাগ, গলা লাল হওয়া, সর্দ্দি, অধিক ও দুর্গন্ধ লাল পড়া, গলায় বীচি আওরান। ২ ক্রমের গুঁড়া ঔষধ, ২ ঘণ্টা অন্তর, ১০।১২ বারে প্রতিকার না হইলে আইওডাইড অভ মার্ক দিবা এবং তাহাতে পূর্ব্বমত সেবনে ফল না দর্শিলে এবং রোগ নাক ও গলায় বিস্তৃত হইলে কালীবাইক্রম।

নাইট্রিক আসিড—প্রস্রাব ঘোড়ার ন্যায় কটু-ঘ্রাণ; শ্বাস পচা গন্ধের, বেগে নাকে যাওয়া। প্রথম ঔষধদ্বয় দিয়া রোগের সমতা না হইয়া গলার বীচি আওরান, ব্যথা ও ডগ্‌ডগে লাল হওয়া; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে। মুখে ঘা; নাক দিয়া হাজাকক; পাতলা, প্রচুর, পূববৎ শ্লেষ্মা; ক্ষণ-বিলুপ্ত নাড়ী; নাক দিয়া দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস সহিত কদর্য্য ক্লেদ ঝরা।

কালীক্লোরিকম—পূর্ব্ব উপসর্গ বৃদ্ধি হইলে, নাড়ী ফুলা ও লাল হওয়া এবং কৃত্রিম ঝিল্লি কেবল মুখ গহ্বরে থাকিলে।

আর্স—সুপথ্য করিয়াও অত্যন্ত বলক্ষয় হইতে থাকিলে। এক ফোটা বা অর্দ্ধ ফোটা, এক ঘণ্টা অন্তর। উপকার হইলে অধিককাল অন্তর। অস্থিরতা, ঠাণ্ডা জল কিন্তু অল্প অল্প পান বা গরম জল পানে সমতা; দুপর রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি। নাক দিয়া দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস সহিত কদর্য্য ক্লেদ ঝরা।

ফাইটোনকা—Fauces (নলীদ্বার) and Tonsils অত্যন্ত প্রদাহিত ও ঘোরাল ঝিল্লি-বিশিষ্ট, শ্বাস দুর্গন্ধ, গিলিতে প্রায়ই অশক্ত, এমন অবস্থাপন্ন হইলে। পীঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা; অত্যন্ত বলক্ষয়।

কান্থ—মুখ ও গলা জ্বালা, নেতান, সর্ব্বদা ফোটা ফোটা প্রস্রাব।

শ্বাস-নালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি উপস্থিত হইলে নিশ্বাস-কষ্ট ও স্বর-বিকৃতি হয়, তৎকালে আইওডিয়ম, ব্রোমিয়ম, কালীবাইক্রম ২ ক্রমের পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক করিয়া দেওয়া বিধি। প্রথমে আইওডাইন ১৫ মিনিট অন্তর ৪ বার; পরে এক ঘণ্টা অন্তর এবং উপকার বুঝিলে দুই ঘণ্টা অন্তর। এক দিনে কোন ফল না দেখিলে, দ্বিতীয়টী পূর্ব্বমত সেবন এবং তাহাতে প্রতিকার না হইলে, তৃতীয়টী ঐরূপ দিবা এবং ইহাতে কিছু না হইলে ও গলা ফুলা, নিশ্বাসের ও লালার কদর্য্য ঘ্রাণ হইলে, মার্ক আইড পূর্ব্বমত দিবা।

ভয়াবহ রোগে আইওডাইড অভ মার্ক ও কালীবাইক্রম, পরে কার্ব্ব-আম, দিবা। অম-কাষ্টিকম, শ্বাসমার্গে রোগ আক্রমণ বশতঃ নিশ্বাস কষ্ট হইলে বা মুখ ও গলা হইতে রক্ত চুঁইয়া পড়িয়া অত্যন্ত বলক্ষয় পক্ষে ও আর্স বা আইওডাইড অভ আর্স, অত্যন্ত বলক্ষয়, অতিরিক্ত গাল গলা ফুলা, পচা গন্ধ শ্বাস হইলে। কিন্তু এ অবস্থায় আরোগ্য দুষ্কর। রোগের প্রথম প্রথম ও নম্র প্রকৃতির হইলে সুপথ্য এবং সর্ব্ব প্রথম মিউরিয়্যাটিক আসিড, পরে মার্ক আইয়ড ও কালীবাইক্রম প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে।

কৃত্রিম ঝিল্লির উপরে গ্লিসিরাইন (Glycerine) তুলি করিয়া দিবা। পর্দ্দা উঠিয়া গেলে মিউরিয়াটিক আসিড ১ ক্রমের ঐ স্থানে লাগাইবা। ফেরুম-মিউরেটিক, কালীবাইক্রম, ইহারাও ঐরূপে ব্যবহৃত হয়। খাটি সুরা (alcohal) লাগান বিধি। শিশুদের ছোট তুলি দিয়া ভিতরে হইলে ২য় ঔষধে ভাবরা (Boil diluted Alcohal and inhale the vapours for 10 or 12 m.) ঘর বিছানা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। রোগীকে শয়ন করাইয়া স্থির রাখিবা, অনেকের পঞ্চম দিবসে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ডাক্তার বেস কহেন এই রোগে কার্ব্বোলিক আসিড ৫ ফোটা, ভিনিগর (সির্কা) ১৫ ফোটা দেড় ছটাক জলে ফেলিয়া ঐ জল কৃত্রিম ঝিল্লির উপর পুনঃ পুনঃ লাগাইলে, উহার পতন হয়। কাইটোলাকা অক্টাণ্ড্রা ভিজান বা সিদ্ধ

জলের কুল্লি বা উহার পুল্‌টিস করিয়া গলায় লাগাইলে ঝিল্লি খসিয়া পড়ে এবং তথায় আর নূতন ঝিল্লি হয় না। শেষোক্ত ঔষধ খাইলেও বিশেষ ফল লাভ হয়।* আহার—টাট্‌কা, দুগ্ধ অথবা মাংসের ঝোল।

বক্ষ-আবরক প্রদাহ।

PLEURISY.

বক্ষোগহ্বরস্থিত যন্ত্র সমস্ত একটী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত আছে, উহার সম্মুখ-ভাগের প্রদাহ হইলে বুকের এক দিকে মাইয়ের নীচে ফুটুনীর ন্যায় ব্যথা এবং শ্বাস গ্রহণ কালে উহার আধিক্য বা বৃদ্ধি হয় ও রোগী সেই পার্শ্বে শয়নে অক্ষম। পশ্চাদ্ভাগের ঝিল্লির পীড়াতে পৃষ্ঠদণ্ড নাড়া পাইলে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যথা ঘাড় অবধি বিস্তৃত হওয়াতে গলাধঃকরণ কষ্টকর, ত্বক শুষ্ক ও গরম, নাড়ী দ্রুত হয় ও উৎকাশি জন্মে। কখন কখন এই রোগের সঙ্গে নিউম নিয়া বা ব্রণ্‌কাইটিস থাকে।

সর্দ্দি ও ফুসফুস প্রদাহ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

কখন কখন ঐ ঝিল্লি মধ্যে জল সঞ্চার হয়। তৎকালে শ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর হইতে থাকে। সুস্থ বা অপ্রাদাহিক পার্শ্বে শয়নে রোগী অক্ষম, অথবা শুইলে দম আটকায়, পাশ ফিরিতে অতিশয় কষ্ট হয় এবং তৎকালে বুকে জল নড়া বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। প্রস্রাব দুর্গন্ধ এবং ধরিলে তলায় খাঁকরি পড়ে।

নিতান্ত শিশুদিগের এ রোগ হইতে দেখা যায় না এবং বালকগণেরও অধিক হয় না।

আকন—জ্বর ও বুকের বেদনা পক্ষে। উৎকাশি, এগোড় ওগোড় করা, শ্বাস-খর্ব্বতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ। ডান পাশে শয়নে অক্ষমতা।

ব্রাই—বুকে অত্যন্ত বেদনা, নড়িলে ও কাশিলে বৃদ্ধি। জিভ শাদা হওয়া ও পিপাসা।

এই ঔষধদ্বয় কখন কখন পর পর তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়, কেবল ইহাদিগের ব্যবহারেই অনেক সময় নিরাময় হওন সম্ভব।

---

* বয়স বুঝিয়া অর্দ্ধ হইতে ২ ফোটা আদত আরক ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবা।

সল্ফর—রোগ নিঃশেষ না হইলে বা ক্রমে না সারিলে বা পূর্ব্ব ঔষধে ফল না দর্শিলে, কিম্বা আবর্ত্তন মধ্যে জল সঞ্চার হইতে থাকিলে, বাম দিকের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ-পাখুরায় বেদনা উঠিয়া স্থায়ী হইলে, একটু নড়াতে বেদনার বৃদ্ধি স্থলে ওষ্ঠাধর উজ্জ্বল লাল হইলে, ব্রাই ও রসের পর।

এই রোগ সম্বন্ধে অনিদ্রা ও ছটফটানি থাকিলে কাফি ও বেল পর পর দিবে; হাত পা ঠাণ্ডা গা গরম, বা এক পার্শ্ব শোয়াতে বেদনা হেতু পুনঃ পুনঃ পাশফেরা এবং ইহার সঙ্গে অধিক উৎকাশি থাকিলে আর্ণিকা দেওয়া যায়।

ডাক্তার তেস্ত এই রোগে প্রাতে স্পঞ্জিয়া এবং মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে লাকেসিস দিতে অনুরোধ করেন। পথ্য জ্বর কালের ন্যায় লঘু এবং বেদনা স্থানে মসিনার পুল্টিস দেওয়ায় যন্ত্রণার লাঘব হওন সম্ভব।

কখন বক্ষঃস্থলের মাংসপেশীর বাত বশতঃ ঐরূপ বুকে ব্যথা হয়; নিম্নস্থ লক্ষণে রোগদ্বয়কে প্রভেদ করা যাইতে পারে। বক্ষঃস্থলের আবরক প্রদাহে শ্বাস গ্রহণ কালীন; বাতে নিশ্বাস ত্যাগ বা প্রশ্বাস কালীন ব্যথা ঠেকে। প্রথম পীড়াতে পীড়িত স্থান স্পর্শ মাত্রেই, অপর পীড়াতে পীড়িত স্থান জোরে টিপিলে ব্যথা লাগে; শেষোক্ত রোগে প্রায় জ্বর থাকে না। বাতের বুক ব্যথার ঔষধ আর্ণিকা ও পল্স এবং ইহার সঙ্গে পৈত্তিকের জ্বর থাকিলে ব্রাই ও রস।

হৃৎপিণ্ড ও তদাবর্ত্তন প্রদাহ।

(CARDITIS.)

প্রায়ই অন্য রোগের সঙ্গে এই রোগ দেখা যায়। স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিলে নিম্নস্থ উপসর্গ হয়। জ্বর, সর্ব্বদা শীত, পরে এক লাগাড়ে গাত্র-তাপ এবং তৎকালে অনেক দূর ব্যাপিয়া বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ী প্রথম প্রথম মোটা, পরে সূক্ষ্ম, অতি দ্রুত ও অসমান, অথচ হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন বলবৎ, অদ্রুত ও ক্ষণ-বিলুপ্ত, ছটফটানি, নিশ্বাস কষ্ট, পাশ ফিরিলে হৃৎপ্রদেশ হইতে বাম স্কন্ধ ও বাহু পর্য্যন্ত জ্বালা ও ফুটুনি, কখন বা কেবল বুক ও পেটে ঐরূপ যন্ত্রণা, হৃৎপ্রদেশ ফুলা ও তথায় জল সঞ্চার, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ সরস ও ওষ্ঠ শ্রীহীন, নাসিকা ও গণ্ডদেশ ঈষৎ নীল, প্রশ্বাস কালীন নাকের পাতা ফোলা, অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু যন্ত্রণা হেতু অধিক পানে অক্ষম, প্রস্রাব অল্প ও ঘোরাল

এবং সর্ব্বশেষে পায়ের পাতা ফুলা; বসিলে বা নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ক্ষণিক সমতা, কিন্তু নড়া, মাইটানা বা আহার করাতে কষ্ট বৃদ্ধি, খিল খিল করিয়া হাসা, মূর্চ্ছা এবং সর্ব্বশেষে অচৈতন্য অবস্থায় দড়কা হইয়া প্রাণত্যাগ। হৃৎপিণ্ড ও তদুপরি আবর্ত্তনের পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ হয়, কিন্তু ইহার অন্তরস্থ ঝিল্লির ঐ রোগ হইলে, হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা হয় না, বুক কাঁপিতে থাকে, অধিক তাপ বা পিপাসার অভাব, অনিদ্রা, ছটফটানি, শ্বাস প্রশ্বাসে নাক ডাকা, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, শয়নাবস্থায় দম আটকান, উঠিয়া বসিলে কিঞ্চিৎ সমতা, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট হয়।

হিম, আঘাত লাগা, ভয়াদি মনের সমতা-নাশক কারণ এবং হাম বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্ম-স্ফোটক-রোগ হঠাৎ অন্তর্ধান হইয়া এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়; যন্ত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগ-বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হয় এবং সুপণ্ডিতেরা উহা করিতে সক্ষম। উপসর্গ সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলেই ফল দর্শায়, এই বিশ্বাসে কঠিন ভয়াবহ উৎকট রোগ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে। বিষয়ীদিগের সহসা ঐ সকল ব্যাধির চিকিৎসা করা উচিত নহে; কিন্তু উত্তম চিকিৎসক নিকটে না থাকিলে যন্ত্রের সহিত লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, অনেক সময় কৃতকার্য্য হওন সম্ভব। বাত, প্লুরাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাধি অবস্থান করে।

আকন, বেল, ব্রাই, তরুণ ব্যাধি পক্ষে।

আকন—ডান পাশে শুইতে অশক্ত। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ফুঁড়ুনি; নাড়ী বলবতী, মোটা ও বেগবতী বা ক্ষুদ্র ও দ্রুত; বুক ধড়ফড়ানি ও অতিশয় যাতনা, রোগীকে নাড়িলে মূর্চ্ছা, দুর্ব্বলতা, কিছু মাত্র শ্রমে শ্বাসাবরোধ, শয়নে নিশ্বাস-কষ্ট, উঠিয়া বসার সময় কতক সমতা, অত্যন্ত গাত্র-তাপ ও পিপাসা। ইহার সঙ্গে বাত অর্থাৎ গাঁইট ফুলিলে, লাল হইলে ও ব্যথা থাকিলে; বিশেষতঃ হিম লাগা বশতঃ রোগে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেল—প্রবল জ্বর, অত্যন্ত গাত্র দাহ, ঘন ঘন শ্বাস, অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি (যেন ইহা ফাটিয়া পড়িবে বোধ) এবং তজ্জন্য কম্পজ্বর; গলা ও রগের শিরা উঠা ও দপদপানি, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা ও তাহার সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, কাটনেকার ও হৃৎপ্রদেশে ফোঁড়ার ন্যায় বেঁধা। এতদ্ব্যতীত মস্তিষ্ক উত্তেজনার

লক্ষণ—প্রলাপ, থট্‌ম'টে দৃষ্টি, চক্ষুর গোলক ঘোরা, দড়কা, অসাড়ে বাহ্যে, ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে। হিম লাগা, স্ফোটক, চর্ম্ম-রোগ অন্তর্হিত হওয়া বা বাত জন্য রোগে ইহা বিধি। ঔষধ প্রয়োগ নিমিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ থাকা আবশ্যক করে না, বেলের এক বা দুইটী প্রধান লক্ষণ থাকিলেই ইহা ব্যবহার করিবা। হৃৎপিণ্ডের উপর ও অন্তরাবর্ত্তন, উভয় পীড়ায় ইহা প্রয়োগে উপকার সম্ভব।

ব্রাই—জ্বর অপ্রবল, প্রাতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম হইয়া স্বল্প বিরাম হয় ও তৎসময়ে কিঞ্চিৎকাল সুনিদ্রা ঘটে; রাত্রে অধিক শ্বাস-কষ্ট, বিশেষতঃ নড়িলে বা শুইয়া থাকিলে। বুকে থেকে থেকে ফোঁড়ার ন্যায় ব্যথা এবং নড়ায় বৃদ্ধি; ইহার সঙ্গে বাতের লক্ষণ থাকিলে ইহা আরও বিশেষ খাটে। বহুকালের রোগে হৃৎপিণ্ডের উপরাবর্ত্তন প্রদাহে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে কুঁড়ুনি, নড়িতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট; স্থির থাকিতে চাওয়া।

লারোসিবেসস—অত্যন্ত শীত ও অত্যন্ত তাপ, হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের অসমতা, ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা বশতঃ নিশ্বাস কষ্ট এবং ঐ যন্ত্র নিঃশক্তি হইয়া শ্বাস কার্য্যের অবরোধের আশঙ্কা থাকিলে।

আর্ণিকা—পুরাতন রোগে এবং পতনে ও নড়া ধরিয়া টানাতে বক্ষের অস্থি ও উপাস্থি স্থানভ্রষ্ট হওন জন্য পীড়ায়।

কানাবিস—বুক ধড়্‌ফড়ানি হেতু শরীর কাঁপুনি ও রোগীর উৎকণ্ঠা; অনেক দূর পর্য্যন্ত বুকের স্পন্দন শুনা যায়; অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং ফোটা কতক শাদা ঘোলাটে মূত্র ত্যাগ।

কল্‌চিকম—বাত জন্য হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবর্ত্তন প্রদাহ। কষ্টকর, অসমান, ঘন ঘন শ্বাস, প্রবল হৃৎস্পন্দন, বুকে ফুটুনির ন্যায় ব্যথায় শিশুর চম্‌কে উঠা বা কান্না, ইহার সঙ্গে সমস্ত অঙ্গের গাঁইটের, কখন একটা কখন বা অপরটার, ফুলা, লাল হওয়া, ছুঁইলে ব্যথা এবং উহাদিগকে গরম রাখিলে কতক সুস্থতা; জ্বর, পিপাসা, বিশেষতঃ রাত্রে; ঘর্ম্ম এককালে অভাব অথবা প্রাতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং তাহাতে জ্বরের লাঘব না হওয়া। প্রস্রাব ঘোরাল ও অল্প মাত্রায়। ইহা ও আকন পর পরে দেওয়ায় অধিক উপকার সম্ভব।

আর্স—হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার বা উহার প্রদাহে ব্যবহৃত হয়।

হাম ও (Scarlet) জ্বরের পর, অস্থিরতা, রাত্রে বাড়া, কোনপ্রকারে স্বস্তি নাই। হাতের অসাড়ত্ব, অঙ্গুলি ঝিম ঝিম করা, ঠাণ্ডা ঘাম।

স্পাইজিলা—পাল্টে পাল্টে রোগে পড়া অথবা পুরাতন রোগ পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী; তরুণ প্রদাহে হৃৎপিণ্ডের ও নাভির স্পন্দন অসমান, হৃৎপিণ্ডে ফুটুনি, হাত দিলে ব্যথা, সমস্ত শরীর বা পেট টাটান, কখন শীত, কখন তাপ এবং সন্ধ্যায় উপসর্গ বৃদ্ধি। একটুকু নড়ায় বুকে ফুঁড়ুনি। আকন দিয়াও জ্বরের প্রতিকার না হইলে।

পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে সল্‌ফর ও সেপিয়া, এইরূপ এক পক্ষ অন্তর পর পর কিছুকাল দেওয়া বিধি। নূতন রোগে প্রয়োজন বিশেষে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়। জ্বরের অবস্থায় সাগু প্রভৃতি লঘু ও দুর্ব্বলাবস্থায় অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য দিবা।

ভেরাট—শয়নে কষ্টের লাঘব, উঠিলে বা নড়িলে বুক ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি, কিন্তু অপর অপর উপসর্গ আর্স সদৃশ।

অবস্থা বুঝিয়া ১ হইতে ২৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। ৩।৪ মাত্রায় ফল না দর্শিলে, লক্ষণানুযায়িক অপর ঔষধ ব্যবহার বিধি। ঔষধ ব্যবহার কালীন রোগীকে স্থির রাখা নিতান্ত আবশ্যক, পা শুষ্ক ও গরম রাখিবা এবং কোনমতে জলে ভিজিতে দিবা না। সন্ধ্যায় আধপেট আহার এবং যত পারে জল পান করিতে দেওয়া বিধি।

উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ।
(BRONCHITIS.)

অন্ন-নালীর উপরি ভাগে শ্বাসনালী অবস্থান করে। গলা হইতে খানিক দূর নীচে নামিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং উহার খণ্ডদ্বয়ে দুইটী ফুসফুস সংলগ্ন থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বয়কে (Bronchia) উপ-শ্বাস-নালী কহে।

দন্ত উঠা বা কৃমি প্রভৃতি রোগের ফল স্বরূপ কখন কখন উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ হয়।

দন্ত উঠা জনিত রোগে ক্রিয়োসটম এবং কৃমি হেতু রোগে ষ্টানম বা

ভাওলা ওডরেটা ব্যবহারে ফল দর্শে। ভেজা, হিম লাগা বশতঃ শিশুদিগের এই রোগ স্বতন্ত্র রূপে হইতে দেখা যায়।

সর্ব্ব প্রথম সর্দ্দি, উৎকাশি—স্তন পান করিলে, ঢেকুর তুলিলে বা কাঁদিলে কাশি উপস্থিত হয়। নিশ্বাস ঘন ঘন (এক মিনিটে ৬০ হইতে ৯০ বার) ও কষ্টকর; এবং তজ্জন্য দুই স্কন্ধ ও নাকের পাতা অনবরত নড়ে ও পেট কিঞ্চিৎ ফুলে, শ্বাস গ্রহণে হিস হিস শব্দ হয়। পঞ্জর প্রদেশ অল্প চাপিলে কাশি এবং নিদ্রাকালীন কখন কখন শ্বাসাবরোধ, অল্প অল্প জ্বর, ত্বক শুষ্ক ও গরম, বিশেষ মস্তক ও হাতের চেটয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ থাকে; পীঠে কাণ পাতিয়া শুনিলে শ্লেষ্মা-ঘড়ঘড়ানির ও সাঁই সাঁই শব্দ শুনা যায়, মাঝে মাঝে ঐ শব্দ থাকে না, আবার পুনর্ব্বার হয়।

রোগের প্রবলাবস্থায় কাটকাটা জ্বর; নাড়ী প্রথম মোটা, পরে কঠিন ও ক্ষুদ্র, অতিশয় দ্রুত (এক মিনিট মধ্যে ১৫০ হইতে ১৮০ বা তদধিক কিম্বা অগণনীয় স্পন্দন), অনিবার্য্য পিপাসা, অক্ষুধা, প্রস্রাব অত্যল্প, লাল ও ঘোলা, মুখ মণ্ডল এককালে পাঙ্গাশ বর্ণ, কিন্তু কাশির পর ক্ষণিক আরক্ত। নিয়ত অস্থিরতা, সর্ব্বদা নিয়ে বেড়ানর ইচ্ছা, মুখে মুষ্টিপোরা, সর্ব্বদা হাত পা নাড়া ও অধিক শ্বাস গ্রহণাশয়ে মাথা পেছন দিকে ফেলা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। রোগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, নিতান্ত শিশু সকলের হরিদ্রা বর্ণ, কিঞ্চিৎ বড়দিগের কৃষ্ণ বা নীল এবং অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পাঙ্গাশ বর্ণ ও ত্বক্ ঠাণ্ডা হয়। কাশি কমে, উহার কৈন্‌কনে স্বর থাকে না এবং সর্ব্বশেষে থেকে থেকে শ্লেষ্মা বমন হইতে থাকে।

সাংঘাতিক হইলে জিহ্বায় শুষ্ক পাট্‌কিলে ছাতা, দন্ত কিড়িমিড়ি, ঘড়-ঘড়ানি শ্বাস, বলক্ষয়, নাড়ীর ক্ষণ-বিলুপ্তি, গাত্র ক্রমশঃ অধিক ঠাণ্ডা ও ফেঁকাশে হইতে থাকা, কপাল বুক ও হাত পায় ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম এবং ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মৃত্যু। কখন কখন শেষাবস্থায় দড়কা হয় এবং শিশু অঘোর থাকে। রোগের প্রথমে কেবল মাত্র উৎকাশি হয় বা উহার সঙ্গে অত্যল্প মাত্র গয়ার উঠে; বৃদ্ধির অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেষ্মা কখন কখন রক্ত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। কখন কখন আপনা হইতে (এমন কি ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত) কাশি, শ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গের শিথিলতা হইয়া মৃগ-তৃষ্ণাবৎ

আশা বর্দ্ধন করে, কিন্তু ঘণ্টা কতক পরেই পূর্ব্বমত রোগ দেখা দেয়। বিশেষ, প্রশ্বাস ক্রমশঃ কম ও স্বাভাবিক না হইলে, নির্ভয় হওয়া যায় না। কখন কখন বুকে সর্দ্দি বসিয়া গলা ঘড়ঘড়ানি হয় ও বুক সাঁই সাঁই করে এবং দূর হইতে উহা শুনা যায়। ইহা হইতে কখন কখন দম-আটকান ও নীল-রোগ (Cyanosis) হইয়া থাকে। এ অবস্থায় প্রায় কাশি থাকে না, গয়ারও উঠে না।

জ্বরের অবস্থায় সাগু, অ্যারারুট, গঁদের জল, নিতান্ত দুগ্ধ-পোষ্যকে দুধ জল, পরে অবস্থা বুঝিয়া পথ্য। নিরাময় হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত হিম, ঠাণ্ডা, জলীয় বাতাস না লাগে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবা।

বুকে ও পীঠে গরম পুল্টিস, ফোমেণ্ট বা উষ্ণ সেক, বুকে তৈল ও টার্পিন মালিস, গরম জলের বাষ্প আঘ্রাণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে (দম আটকান) বা শ্বাস কষ্টের লাঘব হওন সম্ভব।

এই রোগে আকন, ব্রাই, ফস ব্যবহারে অনেক সময় কৃতকার্য্য হওয়া যায়, আবশ্যক মতে অপর ভৈষজ্যগুলিও উপকারী। অবস্থা বুঝিয়া অর্দ্ধ হইতে তিন, চারি বা অধিক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

আকন—রোগের প্রদাহিক্ অবস্থা, খুব জ্বর, বুক ও গলা গুড়গুড়ুনি হইয়া ঘনঘন খুক্‌খুকে উংকাশি, বুক সাঁই সাঁই, শ্বাস অবরোধ, স্বরভঙ্গ, মাথাধরা, তৃষ্ণা এবং কখন অত্যল্প মাত্রায় চটচটে গয়ার উঠা। ঠাণ্ডা পূবে বাতাস লাগা জন্য রোগ। ইহা দিয়াও গাত্রতাপ না কমিলে ও চেষ্টায় গয়ার না উঠিলে হিপর।

আপিস—বুক থ্যাথলান; কাশি, বিশেষ শয়নে ও নিদ্রায়, (লাকাসি), গলার মধ্যে দড়ির ন্যায় আঁটাল গয়ার এবং উহা পুনঃ পুনঃ হাক্ করে তুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হওয়া কালী-বা।

আরম-ট্রি—সবল কাশি, কিন্তু সঞ্চিত গয়ার তুলিতে অশক্ত। গলা-ব্যথা, স্বরভঙ্গ, পাতলা শ্লেষ্মা ঝরিয়া নাসিকা বন্ধ ও ঠোঁঠ হাজা।

আর্ণিকা—খুকখুকে উৎকাশি, বিশেষ প্রাতে। শিশুর অনেক কাঁদার পর কাশি, বুক ও পেট থ্যাথলান সহ শ্বাস-খর্ব্বতা। শ্লেষ্মা ও জমাট রক্ত উঠা।

আর্স—খকখকে উৎকাশি সহ বুক ব্যথা অথবা সরস কাশি এবং কষ্টে রক্ত মাখান গয়ার তোলা। শ্বাস কষ্ট জন্য বসিতে বাধ্য (আপিস), সন্ধ্যা বা

রাত্রে ঠাণ্ডা পান বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় দম আটকান কাশি। অথবা নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, ক্ষীণ, অসম, ক্ষণ-লুপ্ত, ত্বক্ শীতল, এককালে নির্বীর্য্য, এরূপ সঙ্কটাবস্থায় ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইয়া চাঙ্গা করিলে বা টার্ট-আ অপর অপর ভৈষজ্য দিবা।

আস্কেপ্লিয়স-টি—অতিরিক্ত পরিমাণে শাদা শ্লেষ্মা উঠা, হৃৎপ্রদেশে কাঁটা ফুটুনি হাপানির ন্যায় কষ্টকর অবরোধিত শ্বাস।

ইউপাট—কর্কশ কাশি ও বুক ব্যথা, হাত দে বুক চাপা, দুই হাত দিয়া মাথা চেপে ধরিতে বাধ্য হওয়া।

ইউফ্রে—উৎকাশি সহ চক্ষু দে জল ঝরা। কেবল দিবসে কাশি ও কষ্টে গয়ার তোলা বা কেবল মাত্র প্রাতে ; এবং প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা ও নৈশ-শ্বাস।

ইগ্নে—সন্ধ্যায় নিয়ত খ্যাক্‌খেকে কাশি। গন্ধকের ধূম-লাগায় কাশির ন্যায়।

ইপি—ঘন ঘন কষ্টকর নিঃশ্বাস, অবিশ্রান্ত কাশি, চক্ষু বদন আরক্তিম, শ্বাসনালী শ্লেষ্মা পূর্ণ, কিন্তু উঠে না ও শ্বাসরোধ ; প্রতি ক্ষেপ কাশির পর কপাল ঘামা, অধিক গা-বমি বমি ও শ্লেষ্মা বমন।

কাষ্টিস—দিন রাত শ্লেষ্মা ঘড় ঘড়, আক্ষেপযুক্ত কাশি ও অল্প শ্রমে শ্বাস-কষ্ট ; সর্দ্দির কাশি সহ অধিক মাত্রায় চটচটে গয়ার উঠা, রাত্রে শয়নে দম-আটকান।

কাম্স—স্বরভঙ্গ, উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি। বুক দপ্‌দপানি, মাথা-ধরা, গা-বমি বমি।

কামো—পুনঃ পুনঃ কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, ঘুমন্ত কাশি, গলা সাঁই সাঁই, পিপাসা, উদরাময়। শিশু পক্ষে আকনের পর বিশেষ খাটে, বড় খিট্‌খিটে, অধৈর্য্য ও নিয়ে বেড়ানয় ইচ্ছুক।

কার্বো—স্বরভঙ্গ এবং কাশি, সন্ধ্যায়। জ্বর, আক্ষেপযুক্ত কাশি, সজাটে শ্লেষ্মা বা জর্দ্দা পূয তোলা—বুক শেঁটে থাকা, শ্বাস খর্ব্বতা, বুকের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বালা জন্য সর্ব্বদা পাখার বাতাস করিতে বলা, কাশি সহ বমন। বুক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ব্যথা।

প্রাচীনের শীত পড়িলেই কাশি ও প্রত্যূষে অধিক চটচটে সবুজ বা জর্দ্দাটে-শাদা ও ঘন পূয ও শ্লেষ্মা উঠে, কখন বা উহাতে রক্তের দাগ থাকে।

ঐ সঙ্গে শ্বাস কষ্ট ও অল্প শ্রমে নাড়ীর দ্রুত গতি হওয়া, এ সমস্ত উপশ্বাস-নালীর পুরাতন রোগে দেখা যায়।

তরুণ রোগে—জ্বর নিমিত্ত—আকন।

থুক্‌থুকে উৎকাশি নিমিত্ত—আকন, ব্রাই।

শ্বাস খর্ব্বতা ও দম আটকান—আর্স, ইপি, টার্ট এ, ফস।

গলা সাঁই সাঁই—ইপি, টার্ট-এ, পল্‌স, ফস, ব্রাই, স্পঞ্জ।

প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা—পল্‌স, হিপর।

অত্যল্প চটচটে,—কালী-বাই, লাকাসি, স্পঞ্জ।

অতিশয় বলক্ষয়—আর্স।

নক্স—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট; বুক শেঁটে ধরা, বিশেষতঃ বাতে স্বরভঙ্গ, উৎকাশি, রাত্রে বা প্রাতে বৃদ্ধি এবং উপর পেটে বা পাঁজরায় ফোড়ার ন্যায় ব্যথা। অথবা বুকচাপা কাশি, অতি কষ্টে আটাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা উঠা, তৃষ্ণা, কঠিন কোষ্ঠ ও আহারান্তে যন্ত্রণার আধিক্য। জ্বর, কিন্তু একটু নড়ায় শীত।

পল্‌স—ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস, বুক গরম, গলা ঘড়ঘড়ানি, স্বরভঙ্গ, কম্পকারী কাশ, সন্ধ্যা বা প্রাতে ও পাশ ফিরিয়া শয়নে বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণে জর্দ্দাটে কথন কথন রক্ত মিশ্রিত গয়ার উঠা, সর্দ্দি হেতু নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন; গা গরম, পিপাসা অভাব। রাত্রে উৎকাশি, উঠিয়া বসায় সমতা।

ফস—আকন বা বেল ব্যবহারে জ্বরের ও প্রদাহের তচ্ছম পড়িয়াছে, কিন্তু বুক গরম, নিশ্বাস কষ্ট, বুক ভার, গলা সড়সড় করিতেছে; উৎকাশি, হাসা বা বকায় বৃদ্ধি এবং পরে লোস্তা ও দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা উঠা। অথবা ফুসফুস প্রদাহ সম্বলিত হইয়া রোগ-শক্ত হইলে। স্বরলুপ্ত, কণ্ঠনালীতে ব্যথা জন্য কথা কহিতে অশক্ত।

ফস-আ—সন্ধ্যায় উৎকাশি ও প্রাতে জর্দ্দা গয়ার উঠা। কাশি কালীন মাথা ধরা, গা বমি বমি, অন্ন বমন, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব। পূযবৎ কদর্য্য গয়ার।

বাপ্টিসা—কাশি ও কষ্টে গয়ার তুলা বা প্রচুর ও কদর্য্য ঘ্রাণের নিষ্ঠীবন উঠা এবং রাত্রে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট ও বুক সঙ্কোচন ও চাপুনি বোধ।

বারাইটা—বুকে চাপুনি, পূর্ণতা ও ভারবোধ এবং শ্বাস-খর্ব্বতা ও শ্বাসকষ্ট,

স্বরভঙ্গ বা এককালে অবরোধ এবং ঘড়ঘড়ে শব্দ-বিশিষ্ট স্বর বা উৎকাশি। প্রাচীনের রোগে অধিক ব্যবহার্য্য।

বেল—কফাংশ ধাতুবিশিষ্ট বা সবলকায় শিশুর পক্ষে এবং এই রোগের সঙ্গে ফুসফুস-প্রদাহ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা বিধি। আকন দিয়াও জ্বর, গাত্র-তাপ ও নিশ্বাস-কষ্টের লাঘব হয় না, পুনঃ পুনঃ আক্ষেপযুক্ত, বলক্ষয়-কারী কাশি, বিশেষ রাত্রে ও তৎসঙ্গে গঁ্যাঙানি, কাশির পরই হাঁচি, গলা ঘড়ঘড়ানি, গলা ব্যথা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, এমন কি, যেন মাথা ফেটে পড়া ও কাশিলে উহার বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল আরক্ত। প্রতি ক্ষেপ কাশিবার পর শিশুর কান্না। নিদ্রাকালীন চম্‌কান, লাফান।

ব্রাই—শ্বাস খর্ব্বতা ও কষ্ট নিমিত্ত উঠিয়া বসিতে বাধ্য (আর্স), উৎকাশি, শ্বাসনালী জ্বালা, বুকে ফুঁড়ুনি। প্রত্যূষে প্রচণ্ড কাশি ও থানিকটা গয়ার উঠা, কখন ঐ সঙ্গে রক্তের ছিট থাকা, তৎকালে মাথা ফেটে পড়া বোধ—স্থির থাকার ইচ্ছা। ইহার সঙ্গে বক্ষ-আবরক প্রদাহের লক্ষণ, বুক-ফুঁড়ুনী থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ খাটে।

কাব্বা—গলা সড়্‌ড়ানি ও উৎকাশি, বিশেষ সন্ধ্যা ও রাত্রে বা ভোরে। কাশি ও জর্দা শ্লেষ্মা তোলা, বুক শেঁটে ধরা ও শ্বাস-কষ্ট; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও আর্দ্র।

কালী-কা—কাশিসহ শ্বাস-কষ্ট, রাত্রি ৩টায় বৃদ্ধি।

কালী-বাই—শ্বাস ও উপশ্বাস-নালী জ্বালা, কাশি ও দড়ির ন্যায় গয়ার উঠা এবং ঐ কাশিতে পায়ের পাতা অবধি টান পড়া। (ফস)

কাষ্টিক—অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক কাশি, বিশেষ রাত্রে; স্বররোধ, বিশেষ প্রাতে। গলা ব্যথা ও নিয়ত সুড়সুড়নি জন্য খকখকে কাশি। কাশি-কালীন পাছায় বেদনা ও অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব (পলস)।

কুপ্রম—অত্যন্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি, শরীর কাষ্ঠবৎ হওয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ ও অচৈতন্য। কাশি অন্তে বমন, শ্লেষ্মা ঘড়ঘড়ানি ও নিশ্বাস সাঁই সাঁই শব্দময়।

চিন—রোগাবসানে দুর্ব্বলতা দূরীকৃত করণোদ্দেশে কিছু দিন ইহা দেওয়া বিধি। কাশি, কষ্টে গয়ার তুলা, কখন রক্ত-মিশ্রিত; কাঁধ ব্যথা, বুকে ফুটুনি; কাশি ও গলা ঘড়ঘর্ড়ানি।

স্ফেল্‌স—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষ স্নায়ু-প্রধান ধাতু পক্ষে।

টার্ট-এ—অধিক শ্লেষ্মা বশতঃ অত্যন্ত বুক ঘড়ঘড়ানি, শ্বাস-কষ্ট ও দম-আটকান প্রায় হইলে। দুর্ব্বলতা বা অপর কারণে হঠাৎ কাশি বন্ধ। গলায় পালক বা অঙ্গুলি দিয়া শ্লেষ্মাটা তুলিয়া ফেলিলে আশু প্রতিকার হয়। প্রদাহ ফুস ফুস অবধি বিস্তার হইলে ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইপির পর ভাল খাটে।

ট্রিলিয়ম—দুর্ব্বল ও প্রাচীনের বলক্ষয়কারী কাশি ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা।

ডল্কা—সর্দ্দির পর সরল কাশি, স্বরভঙ্গ, রক্তবিশিষ্ট গয়ার উঠা বা গাঢ় শ্বাস-গ্রহণে হুপিংয়ের ন্যায় কাশি।

ড্রোস—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি, বিশেষ সন্ধ্যা বা রাত্রে। সরল কাশি, জর্দ্দা শ্লেষ্মা উঠা,স্বরভঙ্গ, কাশিকালীন বুক ব্যথা জন্য হাত দিয়া সেস্থান চাপিতে বাধ্য হওয়া। গা বমি বমি, অন্ন বমন, পরে শ্লেষ্মা উঠা।

ভেরাট—আক্ষেপযুক্ত দম আটকান কাশি জন্য বদন নীল বর্ণ হওয়া, শিশুর নেতিয়া পড়া ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, গয়ার বমন ও অসামাল প্রস্রাব। ঠাণ্ডা হইতে গরম ঘরে প্রবেশ বা শীতল জল পানে কাশি। কণ্ঠনলী সুড় সুড় করা ও বুকের অভ্যন্তর হইতে কাশি ও ঘড়ঘড়ানি; কিন্তু কিছুই উঠে না, শ্বাস কষ্ট, পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনা, ভেদ, বমন।

মার্ক—বুক শুষ্ক, ক্লিষ্টকর কাশি, ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস ও উচ্চতর প্রশ্বাস, নাক ফুলা, স্বরভঙ্গ। গলা ঘড়ঘড় করিয়া কাশি, রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠা, বুক মাথা ফেটে পড়া, নাক দিয়া জল ঝরা ও রক্তপাত, উদরাময়—ডান দিকে শয়নে কাশি বৃদ্ধি (বামে—ফস) অধিক ঘাম হইয়াও যাতনার সমতা না হওয়া। ইহা সেবনের পর রাত্রে ঘাম হইতে থাকিলে ডল্কা দিবা।

রস—বুক ব্যথা—(Sternum) বক্ষ-অস্থির নীচে সড়সড়ানি হইয়া কাশি, সঙ্গে অস্থিরতা, হাসা বা চেঁচানয় বৃদ্ধি। বাতের ব্যথা, নড়াচড়ায় স্বস্তি। জলো হাওয়াতে ও দুই প্রহর রাত্রের পর যাতনাধিক্য।

রুমেক্স—পুনঃ পুনঃ একলাগাড়ে দীর্ঘস্থায়ী কাশি; কথা কহা, গাঢ় শ্বাস বা ঠাণ্ডা বাতাসের শ্বাস প্রহণে অথবা শ্বাসনলী চাপায় কাশির বৃদ্ধি। সন্ধ্যায় ও শয়নে বাতাস লাগায় কাশি। শ্বাস ও উপশ্বাস নলী ব্যথা।

লাইক—রাত্রে কাশি বৃদ্ধি ও তৎকালে পিপাসা, বুক ভার, জর্দ্দাটে লোস্তা গয়ার উঠা, নাকের পাতা চোপ্সাইলে ও বিস্ফারিত হইলে।

লাকাসি—বুক ভার, ঘন ঘন শ্বাস, ক্লিষ্টকর উৎকাশি, অনেক চেষ্টায় অত্যল্প আটা-বিশিষ্ট বা গাঁজলাটে এবং কখন কখন রক্ত মিশ্রিত গয়ার তোলা, স্বরভঙ্গ। গলা ও কণ্ঠনলী স্পর্শে ব্যথা এবং উহা চাপায় প্রচণ্ড কাশি। পুরাতন রোগ, থেকে থেকে কাশি এবং মাথা, গলা, চক্ষু, কাণ ব্যথা, নিদ্রা ও আহারের পর বৃদ্ধি। শয়ন করিলেই ও ঘুমন্ত কাশি, যথোচিত বায়ু অভাব জন্য হাঁপানি, গলা যেন শ্লেষ্মা পূর্ণ কিন্তু বহু চেষ্টাতেও না উঠা, স্বরভঙ্গ (কখন কখন দীর্ঘ স্থায়ী), নাক দিয়া জল ঝরা।

লাকুটা—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি ও পরক্ষণে বমন। তাপ না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে কাশি।

লোবেলা—ক্রব কাশি সহ শ্বাস কষ্ট, গলা মধ্যে আটাল গয়ার জন্য সদা হাক হাক করিয়া তুলিবার চেষ্টা; অধিক থুথু উঠা।

ষ্টিক্টা-প—রাত্রে অনবরত কাশি জন্য নিদ্রা না হওয়া ও শয়নে অক্ষমতা, দিবা ভাগে ভাল থাকা। থক্‌থকে উৎকাশি, যেন ফুসফুসে একটা চাপ সংগৃহীত রহিয়াছে বোধ হওয়া।

ষ্টানম—প্রচুর সজাটে মিষ্ট তারের গয়ার উঠা ও তৎপরে বুক ব্যথা বা ফুঁড়ুনি। সেপির পর খাটে।

ষ্টাফিস—কাশি সহ চটচটে জর্দ্দাটে পুয বা রক্ত বিশিষ্ট গয়ার উঠা, বিশেষ রাত্রে। বুকে ঘা থাকার ন্যায় ব্যথা।

সল্‌ফর—গলা-ভাঙ্গা,স্বর-রোধ,কণ্ঠনলীর সড়্সড়ানি,সর্ব্বদা বুক ঘড়ঘড়ানি ও তথায় ফুঁড়ুনি ও উহা পীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া, বাম দিকে বেদনা। কাশি ও অধিক গাঢ় শাদা গয়ার উঠা। পুরাতন রোগ ও কখন কখন হৃৎকম্প এবং কাশি কালীন মাথা ও বুক ব্যথা। ব্যাধির কিছু কসুর থাকিলে ইহা দিয়া এককালে নিরাময় কর। চর্ম্মরোগ অন্তর্ধান জন্য পীড়া।

সাবিড—কাশি সহ বমন বা রক্ত উঠা, বিশেষ শয়ন কালে—সন্ধ্যা রাত্রে এবং ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি।

সালুই—গলা শুষ্ক ও কণ্ঠনলী ফুলা বোধ, অতিরিক্ত কাশি, গাল

আরক্তিম, বুকে ব্যথা। সর্দ্দি ঝরা ও পাতলা বাহ্যে। হাত ও পায়ের পাতায় জ্বালা।

সিনা—শিশুর কৃমি জন্য আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি—সন্ধ্যায়। বদন মলিন, হঠাৎ চমকান, দম আটকান, খাবি খাওয়া, নাক খোঁটা এবং প্রস্রাব ধরিলে দুগ্ধবৎ শাদা হওয়া।

সিলিসা—ক্রব কাশি ; প্রচুর, স্বচ্ছ বা পূয বিশিষ্ট শ্লেষ্মা উঠা ; বক্ষ-অস্থি ব্যথা, শরীর ঠাণ্ডা, রাত্রে দম আটকান কাশি।

সেনেগো—গলা ও কণ্ঠনলীতে শুড়্‌শুড়ুনি ও জ্বালা এবং শয়ন করিলে শ্বাস রোধের আশঙ্কা।

স্কুইলা—চট্‌চটে শাদাটে প্রচুর পরিমাণে গয়ার, কখন সহজে কখন কষ্টে তোলা—পুরাতন বা সর্দ্দিকাশি।

স্পঞ্জ—উপশ্বাসনলী-প্রদাহ বশতঃ দিন রাত উৎকাশি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; অথবা কণ্ঠনলী জ্বালা ও সড়্‌সড়ানি, কাশিতে কাশিতে অল্প দড়ির ন্যায় গয়ার উঠা, বুক গরম, ঘন ঘন ও কষ্টকর নিশ্বাস, স্বরভঙ্গ। শ্লেষ্মা ও পূয-মিশ্রিত নিষ্ঠীবন, শীর্ণতা,হাতের আঙ্গুল, আগা ও নখ বিশ্রী ও কালচেবর্ণ। কেহ কেহ ইহা আকনের পর দেন।

সেপি—অতিরিক্ত লোন্তা গয়ার উঠা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাশি ও রক্ত মাখান শ্লেষ্মা উঠা, দিবসে গয়ার এবং কাশিকালিন বুক বা পীঠ ফুঁড়ুনি।

মাইয়স—আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি,রাত্রে ও শয়নে বৃদ্ধি। কণ্ঠনলীতে শুড়্‌শুড়ুনি জন্য কাশি, বদন কাল্‌চে, পেশীর উৎক্ষেপণ। হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের কাশি রোগ।

হাইড্রাস্‌টিস—সর্ব্বদা কাশি, স্বরভঙ্গ, ঘন জর্দ্দা দড়ির ন্যায় প্রচুর শ্লেষ্মাউঠা সহ অক্ষুধা, দুর্ব্বলতা, বিশেষ প্রাচীন পক্ষে।

হিপর—ঘড়ঘড়ে দম আটকান কাশি, ১২টা রাত্রে বৃদ্ধি। পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় কাশি। শয়নে গলা ভাঙ্গা উৎকাশি ও শ্বাসরোধ আশঙ্কা, চক্ষু দিয়া খানিকটা জল পড়িয়া ওভাব যাওয়া। কথা কহা, শিঁড়ি উঠা, শরীর শীতল হওয়ায় রোগ বৃদ্ধি।

হেপ্‌টিকা—বুকের ডান দিক সংকোচ হওয়া ও ব্যথা। বুক সড়্‌সড়ানি, চুলকুনি, প্রচুর জর্দ্দা ও সরের ন্যায় খুব মিষ্ট গয়ার উঠা।

তরুণ রোগে জ্বরাদি প্রবল থাকিলে তদ্রূপ পথ্য; পুরাতন হইলে অবস্থা বুঝিয়া খাদ্য—দুগ্ধ, সাগু, অ্যারারুট, যব এবং সুপক্ক ফলও এক আদটুকু দেওয়া যাইতে পারে।

আন্টিমটার্ট—অত্যন্ত তৃষ্ণা, অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ জল চাওয়া। পূর্ব্ব ঔষধে কতক দূর মাত্র উপকার হইয়া আর ফল দর্শিতেছে না, এমত স্থলে ইহা প্রয়োগ বিধি। অথবা অধিক শ্লেষ্মা একত্র হওয়া বশতঃ অত্যন্ত বুক ঘড়ঘড়ানি, নিশ্বাস কষ্ট ও দম আটকান প্রায় হইলে; কিম্বা নির্জীব ও অবসন্ন অবস্থায় ব্যবহার্য্য। এ অবস্থায় পালক বা অঙ্গুলী গলায় দিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলাইতে পারিলে যন্ত্রণার আশু প্রতিকার হয়।

আর্স—পূর্ব্ব ঔষধ নিষ্ফল হইলে এবং নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, ক্ষীণ, অসমান, ক্ষণ-বিলুপ্ত, ত্বক শীতল, রোগী এককালে নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলে, ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইয়া সঙ্কটভাব উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আন্টিমটার্ট ব্যবহার বিধি। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পান, মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ উপক্রম।

নক্স—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, বুক সেঁটে ধরা, বিশেষ রাত্রে; স্বর ভঙ্গ, উৎকাশি, শেষ রাত্রে বা প্রাতে বৃদ্ধি এবং উপর পেটে বা পাঁজরায় ফোড়ার ন্যায় ব্যথা। অথবা বুকচাপা কাশি, অতি কষ্টে আটা-বিশিষ্ট গয়ার উঠা, মুখ ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, পিপাসা, অক্ষুধা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও আহারান্তে যন্ত্রণার আধিক্য।

ল্যাকেসিস—বুকে ভার, ঘন ঘন শ্বাস, ক্লিষ্টকর উৎকাশি, অনেক চেষ্টার পর অত্যল্প আটা-বিশিষ্ট বা গেঁজলাটে এবং কখন কখন রক্ত-মিশ্রিত গয়ার তোলা, স্বর ভঙ্গ।

পল্‌স—ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস, বুক গরম, গলা ঘড়ঘড়ানি, স্বরভঙ্গ, কম্পকাশ, সন্ধ্যায় বা প্রাতে (বিশেষ পার্শ্বে শুইলে) বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে জর্দ্দাটে, কখন বা রক্তমিশ্রিত, গয়ার উঠা; সর্দ্দি হেতু নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া।

মার্ক—রোগের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম থাকিলে ইহাতে কখন কখন ফল দর্শে। বুক শুষ্ক প্রায়, বা শ্বাসনালীতে সড়সড়ানি হইয়া ক্লিষ্টকর কাশি, নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, ও প্রশ্বাস উচ্চ, নাক ফুলা, স্বরভঙ্গ; অথবা নিদ্রার পূর্ব্বে গলা সড়ঘড় করিয়া কাশি বা সরল কাশি ও রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠা; কিম্বা

বুক ও মাথা ফেটে যাওয়ার ন্যায় ব্যথা, নাক দিয়া জল ঝরা, স্বরভঙ্গ, উদরাময়, বমন ও নাক দিয়া রক্তপাত। এই ঔষধ সেবনের পরও রাত্রে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে ডল্কা দেওয়া বিধি।

সেপিয়া—অতিরিক্ত লোস্তা গয়ার উঠা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাশি বৃদ্ধি।

ষ্টানম—অতিরিক্ত সজাটে মিষ্ট গয়ার উঠিলে।

সল্‌ফর—রোগের অবসানে যৎকিঞ্চিৎ কসুর থাকিলে এবং ইহা পুরাতন হইয়া না পড়িতে পারে, এ নিমিত্ত; অথবা অধিক পরিমাণে শাদাটে গয়ার উঠা পক্ষে ইহা বিধি।

লাইকপ—রাত্রে কাশি বৃদ্ধি ও তৎকালে পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, ত্বক আর্দ্র, বুক ভার, জর্দ্দাটে ধূসর লোস্তা গয়ার উঠিতে থাকিলে। নাকের পাতা লাল ও বিস্তৃত হইলে।

চাইনা—রোগাবসানে দুর্ব্বলতা দূরীকরণোদ্দেশে কিছু দিন দেওয়া বিধি।

গলনালী-প্রদাহ।

(ANGINA SORE THROAT.)

তালু ও তন্নিম্নস্থ গ্রন্থিদ্বয়, কণ্ঠনলী ও গলকোষ, ইহাদিগের প্রদাহ হইলে, ঐ সকল স্থান সামান্যতর ফুলে ও লাল হয় এবং টাটায়।

প্রথমতঃ সামান্য সর্দ্দি-জ্বরের ন্যায়, শীত তাপ অস্থিরতা, মুখ-গহ্বর শুষ্ক ও গরম, এবং নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ। টানিতে না পারায় স্তন্যপায়ীরা মাই মুখে করিয়াই ছাড়িয়া দেয় ও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু চুষুক দিয়া খাইতে কষ্ট হয় না। রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় কখন কখন পুনঃ পুনঃ কাটনেকার ও বমন এবং স্বর কর্কশ ও অল্প নাক ঘড়ঘড়ানি হইয়া থাকে। প্রদাহিত ফুলা কখন কখন পাক ধরে এবং ক্ষয় জ্বর হইয়া মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়ের প্রদাহে গ্রন্থি দ্বয়ের আকার বৃদ্ধি, তৃতীয়ের প্রদাহে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকষ্ট, চতুর্থের প্রদাহে গলা ব্যথা, গিলিতে কষ্ট, গলার বীচি আওরান প্রভৃতি উপসর্গ থাকে।

কফাংশ-ধাতুবিশিষ্টেরই এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। হিম লাগা ও সেঁৎসেঁতে গৃহে বাস রোগের প্রধান কারণ। হামের পর ইহা হইতে দেখা

যায়। উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ ও সর্দ্দির পর এবং উভয় ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন ইহা অবস্থান করে।

সন্ধ্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে গলায় জলপটি লাগাইয়া ফ্লানেল বা অন্য গরম শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা আবর্ত্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে, রোগের আরম্ভে বিলক্ষণ ফল দর্শায়। জ্বরকালে লঘু পথ্য; রোগ সামান্য লক্ষণযুক্ত হইলে সুপথ্য, কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া অনুচিত।

সর্দ্দির অবস্থায় কামো, ব্রাই, বেল চারি ঘণ্টা অন্তর পর পর দিলে আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

ইস্কাপ্লুংক্ক—পুরাতন ক্ষত ও গিলিবার সর্ব্বদা কষ্ট হওয়া ও অনেক সপ্তাহ থাকা, জল বা অধিক বাতাস লাগার রোগে।

জেল্‌স—গিলিতে কাণ অবধি বাজা (লাগা)—যেন অন্ন-নলীতে কিছু আটকান জন্য কষ্ট; অন্ননলীর মুখ হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা।

হিপর--গিলিতে যেন মাছের কাঁটা গলায় বেঁধা বোধ। গণ্ডমালা-ধাতু, পাক ধরার উপক্রম, বিশেষ পারা ব্যবহার জন্য রোগে।

হাইড্রাস—আমাসয়িক ঝিল্লিতে ক্ষত। Fauces (নলীদ্বার; যথায় মুখ-গহ্বর সরু হইয়াছে) লাল লাল উচ্চ উচ্চ, রক্ত-পোরা; ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি হওয়া।

ইগ্নে—যেন গলা মধ্যে কোন কিছুর জমাটের চাপ থাকা বা গিলিবার সময় ফুঁড়ুনি, উহা কাণ অবধি বিস্তৃত হওয়া ও তৎকালে ব্যথা ও জ্বালা; কঠিন অপেক্ষা জলীয় সামগ্রী খাওয়া কঠিন। Tonsils লাল ও স্ফীত বা কঠিন ও ছোট ছোট ক্ষত দ্বারা আবৃত।

আইড—পুরাতন গলা-ব্যথা। নলীদ্বার যেন চাঁচা ও জ্বালা-বিশিষ্ট এবং অন্ননলী অবধি বিস্তৃত, নলীদ্বারের সংকোচন ও অপ্রকাশ্য পুরাতন উপশ্বাস-নলী-প্রদাহ।

কালী-বাই—নলীদ্বারে গহ্বর বা ঘা। গলা-ভাঙ্গা-কাশি ও দড়িবৎ শ্লেষ্মা উঠা বা নাক দিয়া ঐরূপ সর্দ্দি নির্গত হওয়া। কর্ণমূল ফুলা।

লাকাসি—পানে ঘৃণা, গিলিলে নাক দিয়া বেরণ। গলায় চাপ নয় ও সর্ব্বদা গিলিবার ইচ্ছা, কিন্তু গিলিবার সময় কাণ অবধি বাজা; গলা ছুঁইতে

না দেওয়া; বাম দিকে ব্যথা আরম্ভ বা সেই দিকে অধিক। বৈকাল বা নিদ্রার পর বৃদ্ধি।

ল্যাচেসিস—গলা অধিক শুষ্ক, বিশেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে; তৎসহ কাশি; গলার বাম দিকে ফুলা বোধ, শুষ্কতা সহ অনিদ্রা, পরে গলা ভাঙ্গা।

লাইক—ডান দিকে ব্যথা আরম্ভ বা বৃদ্ধি, সকালে উঠিয়া বড় চটা। ৪ হইতে ৮টায় বৃদ্ধি, নলীদ্বার পাটল বর্ণ, নাক বন্ধ—মুখ দিয়া নিশ্বাস।

মার্ক—গিলিবার কালীন প্রচণ্ড ফুটুনি—কাণ বা গলার বীচি অবধি বিস্তৃত, প্রচুর থুথু ও মুখে কদর্য্য গন্ধ। গলার চাপ নামাইবার জন্য সর্ব্বদা ঢোক গেলা। জলীয় পদার্থ গিলিলে নাক দিয়া বেরণ, অধিক ঘামে সমতা না হওয়া—রাত্রে বৃদ্ধি, জিভে ঘা, মাড়ি ও জিভের নীচে ফুলা, Tonsils প্রদাহিত, গাঢ় লাল বা ক্ষত-বিশিষ্ট বা পূয বিশিষ্ট হওয়া বা আস্তে আস্তে গলায় ঘা বিস্তৃত হওয়া।

নক্স—গিলিবার কালীন গলায় যেন ছিপি, গলা যেন হাজা বা Raw, পাকাশয়ের পীড়া জন্য, চটা ও একগুঁয়ে, প্রাতে বৃদ্ধি।

ম্যাগ্নেসম ওক্সাইডেটম—পুরাতন রোগ, গলা শুষ্ক ও চাঁচার ন্যায়।

ফাইটোলকা—যেন Itatyneতে লাল গরম লৌহ গোলা স্থিত, গলা ধরা বা Trachea যেন কসে ধরা বোধ, নেতান, দাঁড়াতে অক্ষমতা, কদর্য্য দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া।

পল্স—গলা, তালুপার্শ্ব-গ্রন্থি (Tonsils) ও আলজিব নীলিম-লালবর্ণ ও স্ফীত। গলায় ফুঁড়ুনি, ঢোক গিলায় সমতা, সন্ধ্যায় শীতসহ বেদনা বৃদ্ধি, গলার শিরা উঠা।

রস—(Pharynx) গলকোষের তলায় দপ্দপ্ করা। গিলিবার সময় গলা সঙ্কোচন, অস্থিরতা, রাত্রে বৃদ্ধি, নড়ায় স্বস্তি।

সাংগুই—গলা শুষ্ক হওয়া, পানে উহা না যাওয়া, ক্রমাগত কাশিসহ মাথায় বেদনা ও গালের খানিক লাল, গলায় ক্ষত জন্য ব্যথা, গলা ফুলা ও স্বরবদ্ধতা।

সিলিসা—গলা মধ্যে ফুঁড়ুনি ও দপ্দপানি—যেন একটা ফোড়া হইবে, প্রায়ই বাম দিকে, scrofula গণ্ডমালা-ধাতু পক্ষে।

সল্‌ফর—পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ, ফোড়া ফাটিলে ঘা শীঘ্র শীঘ্র না সারা, গণ্ডমালা-ধাতু, যাহাদের সর্ব্বদা ফোড়া পাচড়া হয়, গা আঁচড়ালে ক্ষত হয়, যথায় লক্ষণযুক্ত খাটিতেছে না।

রোগ কঠিন হইলে জলের বা দুধ ও জলের ভাবরা গ্রহণে যাতনা কমে।

আকন—ঠাণ্ডী লাগায় (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ফুলা ও গাঢ় লাল বর্ণ প্রদাহের পক্ষে, খুব জ্বর, গলা ব্যথা, গিলিতে ও কথা কহিতে কষ্ট, গলা জ্বালা, সঙ্কোচন, ফুটুনি, দম আটকান।

এস্কুলস—গলা শুষ্ক ও জ্বালা-বিশিষ্ট, গিলিতে লাগা, (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থিতে ও তালুতে অধিক রক্ত সঞ্চয়, সর্ব্বদা ব্যথা ও ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

আলুমিনা—গলা ও মুখ টাটান ও Raw হওয়া ও যেন আক্ষেপিক সঙ্কোচন—মুখ-আসা, এবং গিলিতে বা মুখ খুলিতে অসক্ত।

আম-ম—ঠাণ্ডী লাগায় গিলিতে, কথা কহিতে বা মুখ হা করিতে না পারা, উভয় (Tonsils) তালু-পার্শ্বস্থ-গ্রন্থি স্ফীত বা পচা ধরার উপক্রম।

আপিস—গিলিতে জ্বালা, হুল ফুটুনি, গলায় কিছুমাত্র সংস্পর্শে অসহ্য বোধ, তাপে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় সমতা, মুখ ও গলা শুষ্ক এবং তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি লাল, খুব প্রদাহিত।

আরম-ট্রি—জিভ শীঘ্র শীঘ্র ফোলা সহ ফুটুনি (Prick) ও জ্বালা, গলায় প্রদাহ ও শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রচুর কটু ক্ষয়কারী শ্লেষ্মা বা থুথু নিঃসরণ, কসে ও ঠোঁঠে ফাটা ও ঘা ও নাড়া পেলে রক্তপাত, ব্যথা জন্য মুখ খুলিতে আশঙ্কা।

বারাইটা—সামান্য হিম লাগায় তালু-মূল-প্রদাহ, যেন গলা মধ্যে ছিপি থাকা, তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি পাকিবার উপক্রম।

বেল—সাকা ঢোকে বেদনা বৃদ্ধি, গিলিবার কালীন গলায় জ্বালা ও বেঁদা, পান করায় গলায় আক্ষেপ ও নাক দিয়া জল নির্গমন। যেন গলায় ছিপি থাকা, নিয়ত হাক হাক করিয়া তোলা বা ঢোক গেলা। (Fauces) নলী-দ্বার সঙ্কোচন ; মাথায় রক্ত সঞ্চয় ; ব্যথা, ডান দিকে আরম্ভ বা সেই দিকে অধিক, পেশী ও গলার গ্রন্থি ফুলা, (Tonsils) তালু-পার্শ্বস্থ-গ্রন্থি স্ফীত, প্রদাহিত, গাঢ় লাল বর্ণ।

ব্রাই—স্পর্শে গলায় লাগা, মাথা ফিরাণয় ব্যথা, যেন গলার মধ্যে কঠিন

পদার্থ থাকা বোধ, কাজেই গিলিতে কষ্ট, গলা শুষ্ক হওয়া ও ব্যথা ও ফুঁড়ুনি জন্য কষ্টে কথা কহা, শীত, স্থির থাকিতে ভালবাসা।

কাষ্টস—যেন কেহ গলায় হাত দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছে, এমন বোধ। অন্ননালীর সঙ্কোচন জন্য গলাধঃকরণ না হওয়া, অধিক জল পান করিয়া (ঢক ঢক করিয়া) জোর করিয়া উহা নামান। মুখ ও গলা ব্যথা এবং তথায় ক্ষত থাকা, সর্ব্বদা শয়ন ও নিদ্রার ইচ্ছা, এবং বাহিরের বাতাস ও হিমের ভয়। জ্বর, শীত, তৃষ্ণা, পরে তাপ, গলায় ব্যথা, জ্বালা ও আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন।

কার্ব্বোলিক-আ—নিয়ত গিলিবার ইচ্ছা, গিলিলে কষ্ট। গলায় ব্যথা ও পূর্ণতা, কাণ অবধি বিস্তৃত, মুখ হইতে অতিরিক্ত কদর্য্য দুর্গন্ধ।

কামো—সন্ধ্যায় জ্বর, শীত ও তাপ পর পর; অস্থিরতা, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাওয়া; (Tonsils) তালু-পার্শ্বস্থ-গ্রন্থি বা কর্ণমূল বা গলার বীচি আওরান। কাণ বন্ধ এবং গলা ব্যথা।

সিলিসি—গিলিতে গলায় ব্যথা, গলার স্থানীয় শুষ্কতা জন্য কাশি, ঠাণ্ডা বাতাসে আতঙ্ক।

কফি—সর্দ্দি, গলার উপদাহ জন্য কাশি, অনিদ্রা, তাপ, গোঙান ও বিলাপ, পীড়িত স্থানের সাড়াধিক্য।

আকন—জ্বর, গাত্রতাপ, পিপাসা, অস্থিরতা, গিলিতে কষ্ট, গলার ভিতর গাঢ় লালবর্ণ ও তথায় ফুটুনির ন্যায় ব্যথা, কথা কহিলে বৃদ্ধি। রক্তাধিক ও বাতিকের ধাতু পক্ষে এবং শীতকালের রোগে বিশেষ খাটে।

ডল্কা—হিম লাগা প্রযুক্ত সামান্যতর রোগ পক্ষে এবং উপশ্বাস-নালীর প্রদাহের আশঙ্কা থাকিলে। প্রথম প্রথম এই দুই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল লক্ষিত হয়।

কামো—হিম লাগা বা ঘর্ম্ম বন্ধ হেতু গলার ও তালুর নিম্নস্থিত গ্রন্থির বীচি আওরান, কঠিন দ্রব্য গিলিতে অক্ষমতা, বিশেষ শয়নাবস্থায়, যেন গলায় কিছু আটকাইয়া আছে, এমন বোধ এবং তাহা গিলিয়া ফেলা বা নামাইবার সতত বৃথা চেষ্টা, গলা সড়সড়ানি হইয়া হক হক করিয়া কাশি, স্বর ভঙ্গ। এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ, এক অপেক্ষা অপর গালের বর্ণ গাঢ়, কান্না, কোলে

লইয়া বেড়াইলে ভাল থাকা, গাত্রতাপ। গা শীত শীত উপসর্গ থাকিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

বেল—মুখমণ্ডল ও গলা ফুলা, মুখগহ্বর ও গলা শুষ্ক হওয়া, গিলিবার কালে গলা ও কর্ণ পর্য্যন্ত বাজা। কখন কখন গিলিতে অশক্ত হওয়া, নাক দিয়া দুধ বাহির হইয়া পড়া। অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু পানে আতঙ্ক, গলকোষ উজ্জ্বল গাঢ় লাল, গলার বীচি আওরান এবং ফোড়া বা ক্ষত হইবার আশঙ্কা হইলে। কখন কখন প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডল লাল ও স্ফীত, চক্ষু আরক্ত হওয়া ও আলোকের অসহিষ্ণুতা এবং মুখ ও গলা মধ্যে হড়হড়ে শাদা গয়ার থাকা; অথবা হঠাৎ মুখে ঘা হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া, তালু-নিম্ন-গ্রন্থি আলজিব লাল, কখন কখন ফুলা, ব্যথা, অতিরিক্ত লালভাঙ্গা, জিভে ছাতা পড়া প্রভৃতি লক্ষণে।

পল্‌স—কফ প্রধান ধাতু বা নম্র প্রকৃতি পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী। সর্দ্দি লাগার পর গলনালীর ভিতর শুষ্ক ও ফুলা বোধ, তালু ও তন্নিম্ন গ্রন্থি লাল; গলায় কালশিরা পড়া, সন্ধ্যায় শীত, অথবা প্রদাহ প্রযুক্ত গলার ভিতর বেঁধা, এবং গিলিবার কালে উহার অধিক স্থান ডগ্‌ডগে লাল, নাক বন্ধ, মাথা ব্যথা, দাহবিশিষ্ট জ্বর, কিন্তু পিপাসার একবারে অভাব বা অতি স্বল্প মাত্র, নাকি বা ভঙ্গ স্বর; বিশেষ এই রোগ প্রযুক্ত পাকাশয়ের উত্তেজনা হইয়া মুখে জল উঠা বা জল বা পৈত্তিকের বমন উপসর্গ থাকিলে।

ক্রূপ বা ঘুংরিকাশি।
(CROUP.)

অন্ননালীর ন্যায় শ্বাসনালীর আমাশয়িক ঝিল্লির প্রদাহ হইয়া তদুপরি কৃত্রিম ঝিল্লি হইয়া থাকে। এই রোগের নাম ক্রূপ। মাই ছাড়ার পর ৮ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ইহার আধিক্য দেখা যায়। হিম, পূবে বা উত্তরে বাতাস লাগা, শীতকালে বেড়া হওয়া, নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস ও তৎসঙ্গে অপুষ্টিকর বা অযথা খাদ্য আহার বশতঃ উদরাময়, অতিরিক্ত চীৎকার এবং আদিবল বা কৌলিক প্রবৃত্তি * থাকা, ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। এক-

* জনক জননীর শুক্র ও শোণিতের বিকৃতি বশতঃ সন্তানের রোগ হয়। যথা অর্শ, কাশি প্রভৃতি (Hereditary disease)।

বার এই ব্যাধি হইলে পুনঃ পুনঃ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওন সম্ভব। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে সে আশঙ্কা থাকে না। ব্যাধি তীব্র ও ভয়াবহ হইলে কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, সচরাচর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে এবং কচিৎ দুই তিন সপ্তাহের পর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন বা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে, হাম ও হুপিংকাশির সঙ্গে থাকিলে তাদৃশ ভয় থাকে না।

পূর্ব্বে কোন রোগ নাই, হঠাৎ রাত্রে কখন ঘুমন্ত অবস্থায়, কন্‌কনে স্বর বিশিষ্ট কাশি, শ্বাস গ্রহণ কালে মোরোগের ডাকের ন্যায় শব্দ, প্রচণ্ড জ্বর, দম আটকান প্রায় হইয়া যেন শ্বাসাবদ্ধক পদার্থ গিলিয়া অধঃকরণের আগ্রহতা, অথবা গলনালী বল পূর্ব্বক মুষ্টি দ্বারা চাপ দিয়া উহা বহিষ্করণের চেষ্টা। ইহার পরই হয়ত ক্ষণিক স্বস্তি, কিছু মাত্র উপসর্গ থাকে না, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বেগে রোগ আক্রমণ করে, অধিক শ্বাস গ্রহণের আশয়ে মাথা পশ্চাৎ দিকে ফেলা, এবং স্বর বদ্ধ, মুখ রক্ত হীন, চক্ষু জ্যোতিঃ হীন ও স্থির, নির্জ্জীব, হস্ত পদাদি শীতল ঘর্ম্ম যুক্ত, চেতনা শূন্য বা দড়কা হওয়া। কখন বা ওরূপ না হইয়া প্রথম প্রথম সামান্য সর্দ্দি জ্বর, কাশি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, চক্ষু দিয়া জল ঝরা, অল্প স্বর-ভঙ্গ, মাথা ভার, অবসন্নতা হইয়া দিন দিন উপসর্গ সকল অধিক বলবৎ হইতে থাকে। এইরূপ ২।৪ বা অষ্টাহ থাকিয়া পরে শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা বশতঃ শিশু শয্যায় উঠিয়া বসিয়া কাশিতে ও কুক্কুট স্বরবৎ শব্দ করিতে থাকে, শ্বাস ও কাশি এত ঘন ঘন হয়, যে উহাদের মধ্যে বিরাম দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে শ্বাস বদ্ধ হেতু মৃতের ন্যায় দেখায়। যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা হয় না, কিন্তু সদাই আবল্য থাকে, হিস হিস প্রশ্বাস, নাকের পাতা ঘন ঘন বিস্তৃত ও আকুঞ্চিত হয়, এবং হঠাৎ বা ক্রমশঃ কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা শ্বাস মার্গ পুরিত হওয়ায়, ক্রমে নিশ্বাস রোধ হইয়া শিশু পঞ্চত্ব পায়। এক হইতে তিন ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত এই সকল ভয়াবহ উপসর্গ হইয়া যন্ত্রণার শমতা হয়। কখন কখন ১২।১৪ ঘণ্টা বিরামাবস্থায় থাকে, তৎকালে গাত্রতাপ, অল্প অল্প শ্বাস-কষ্ট, কিঞ্চিৎ স্বর-ভঙ্গ দেখা যায়। শিশু হয়ত খেলাইতে থাকে, বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, পুনরপি হঠাৎ ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে, কিয়ৎকাল পরে আবার হয়, কিন্তু ক্রমশঃই মধ্যবর্ত্তী বিরামকালের স্বল্পতা হইতে

থাকে। কুক্কুট স্বরবৎ শ্বাসের শব্দ ও কৃত্রিম ঝিল্লি এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

মুখ গহ্বর ও পাকনালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি রোগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, শ্বাস যন্ত্র সম্বন্ধে ঐ ব্যাধি এ স্থলে বর্ণিত হইল। কখন কখন প্রথম, গল-কোষে আরম্ভ হইয়া কণ্ঠ বা স্বরনালীতে রোগ উপস্থিত হয়। কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও উপশ্বাসনালী ইহাদিগের ভিন্ন স্থানে রোগ ধরিলে উপসর্গের বিভিন্নতা দেখা যায়।

কণ্ঠার ক্রূপ অধিক হইয়া থাকে। টুঁটী বা কণ্ঠ ব্যথা, প্রথম হইতে অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট, এককালে বাক্য রোধ বা স্বরের বিলোপ, শ্বাসের সঙ্গে হিস হিস শব্দ এবং কঁন্‌কনে ও কুক্কুট ধ্বনিবৎ কাশি, এই সকল ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং রোগ অল্প কাল মধ্যে সাংঘাতিক হয়।

শ্বাসনালীর ক্রূপ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, ইহার উপসর্গ ও রূপ প্রচণ্ড বা অত্যল্প কাল স্থায়ী হয় না, কণ্ঠের নিম্ন দেশ ব্যথা, সর্দ্দির ন্যায় কাশি এবং কখন কখন বহু দিন পর্য্যন্ত কুক্কুটবৎ ধ্বনির অভাব, পূর্ব্বের ন্যায় স্বর-ভঙ্গ বা দম আটকান হয় না, এবং ব্যাধি ওরূপ সাংঘাতিক নহে।

উপশ্বাস নালীর ক্রূপে শ্বাস সহ ঘড়ঘড়ানি শব্দ, প্রথম হইতে প্রবল জ্বর, নাড়ী ও নিঃশ্বাস দ্রুত, আকর্ণন করিলে বুকের অভ্যন্তরে খন্‌খনে শব্দ, কাশি পূর্ব্বের ন্যায় কর্কশ নয় এবং বিলম্বে ক্রূপের কাশি অনুভূত হওয়া।

শ্বাস-কৃচ্ছ্রের স্বল্পতা, স্বর প্রকৃতাবস্থার ন্যায় হওয়া, জ্বরের লাঘব, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্ম, কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র সরস থাকা, নাক দিয়া রক্তস্রাব, কৃত্রিম ঝিল্লি উঠিয়া যাওয়া ইহারা সুলক্ষণ।

ক্রূপ—কুজিত বা ঘুংরি কাশি।

রোগ হঠাৎ আক্রমণ পক্ষে—আকন, স্পঞ্জ। পূর্ব্বাহ্নে সর্দ্দি কাশি থাকিলে—পল্‌স, হিপর। আক্ষেপযুক্ত কুজিত শব্দের কাশ জন্য—আকন, ইপি, কুপ্রম, জেল্‌স, লোবেলা, স্পঞ্জ। বুক ঘড়ঘড়ানি পক্ষে—ইপি, টার্ট-এ। পাল্টে পাল্টে রোগাক্রান্ত হওন পক্ষে—আইস, কালী-ব্রাই, ব্রোম।

আইড—কণ্ঠনালী ও বুক ব্যথা, অস্ফুট বাক্য, শিশুর গলা হাত দিয়া ধরা,

শ্বাসকষ্ট, স্বর কর্কশ ও ভাঙ্গা, অধিক শ্লেষ্মা উঠা, স্থূলকায় শিশুর মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা হওয়া। গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের পক্ষে। জ্বর থাকিলে আকন সহ পর পর। নতুবা ইহা ও হিপর পর পর দিবা। শ্বাস বা উপশ্বাস-নালীর রোগে অধিক ব্যবহার্য্য।

আকন—প্রবল জ্বর, জোরে প্রশ্বাস ফেলা, ও তৎপরে স্বরভঙ্গ, খেঁকখেকে কাশি, ঢোক গিলিতে শিশুর কান্না (যেন গলা ব্যথার দরুণ)। প্রদাহের অবস্থায় ইহা ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি।

আর্স—রোগের অন্তিম অবস্থা, হিমাঙ্গ, নাড়ী ক্ষুণ্ণ ও অপ্রাপ্য, এককালে বলক্ষয়। সঙ্কটাবস্থা ও ফসের পর ব্যবহার্য্য।

ইপি ও ব্রাই—কাশি আক্রমণ কালীন দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ডাং তেস্ত ইহাদিগকে দিতে কহেন।

কালী-বাই—কৃত্রিম ঝিল্লির উপক্রম বা ঝিল্লি হইয়াছে, এমত অবস্থায় এবং কাশির সঙ্গে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা উঠা ও কনকনে শ্বাস। ক্রমশঃ রোগ প্রকাশ, প্রথম অল্প অল্প শ্বাস ও স্বরভঙ্গ, কুজিত কাশি, ক্রমে শ্বাসনালীতে কনকনানি শব্দ; কণ্ঠনালী ও তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি লাল হওয়া, ফুলা ও তথায় কৃত্রিম ঝিল্লি পড়া। মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, দূর হইতে শ্বাস-শব্দ শুনিতে পাওয়া। শ্বাস-নালীতে বেদনা।

কামো—সর্দ্দি জন্য কুজিত কাশি, শ্বাস-নালীতে শ্লেষ্মা জন্য সাঁই সাঁই ঘড়ঘড়ানি ও স্বরভঙ্গ। রাত্রে ও ঘুমন্ত অবস্থায় রোগ বৃদ্ধি। কোলে লইয়া বেড়ানয় শান্ত থাকা।

কুপ্রম-মে—আক্ষেপযুক্ত দম আটকান কাশি, স্বরভঙ্গ ও সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা।

জেল্স—কষ্টকর ও ঘন ঘন শ্বাস ও ক্রুপের শব্দ বিশিষ্ট; শিশুর খাবি খাওয়া, বেদম হওয়া এবং হাত দিয়া গলা ও টুটি আঁকড়িয়া ধরা।

টার্ট—বুক ও শ্বাসনালীতে অধিক শ্লেষ্মা বসাতে সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড়ানি, শব্দ, কিন্তু কিছু না উঠা, দম আটকান কাশি, জ্বর, বিশেষ প্রথম রাত্রে ও বমন ইচ্ছা। রোগের প্রবলাবস্থায়, মাথা পেছনদিকে ফেলা, কপাল এবং কখন কখন সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যাওয়া।

নক্স—রাত্রি ১২টা হইতে ভোর পর্য্যন্ত শ্রান্তকারী উৎকাশি, অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

ফস—অত্যন্ত স্বরভঙ্গ সহ কণ্ঠনালীতে ব্যথা জন্য কথা কহিতে অক্ষমতা। শ্বাস-খর্ব্বতা, সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি। রোগ সারিয়া স্বরভঙ্গ থাকিলে অথবা পীড়া পাল্টে না হইতে পারে, সে নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য। কখন ইহা হিপরের, কখন বা আকন ও স্পঞ্জিয়ার পর দেওয়া যায়।

বেল—গলা ভাঙ্গা কাশি, বদন ও চক্ষু আরক্তিম হওয়া, কণ্ঠনালী টাটান, উহা স্পর্শ করিলে দম-আটকান। মুখগহ্বর উজ্জ্বল লাল, আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, ঘুম ঘুম অথচ নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চমকান, লাফান।

ব্রাই—দুই প্রহর রাত্রের পর বুকভার, আক্ষেপযুক্ত কাশি আসিয়া ঘুম ভাঙ্গা এবং খানিক গয়ার না উঠা পর্য্যন্ত ক্রমাগত কাশিতে থাকা।

ব্রোমাইন—কণ্ঠনালীর পেশির আকুঞ্চন, দম আটকান, স্বরভঙ্গ, হিস হিস স্বরবিশিষ্ট ক্রুপের ন্যায় কাশি, গলা ঘড় ঘড়, খাবি খাওয়া, মুখগহ্বর উত্তপ্ত হওয়া, শ্বাসনালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি ইত্যাদি সমস্ত লক্ষণ সহজ শরীরে ব্রোমাইন খাইলে হয় এবং বিষস্য বিষমৌষধং নিয়মানুসারে এই ব্যাধির ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১।২ ঘণ্টা অন্তর—অতি কঠিন রোগে ও শ্বাস ঘড়ঘড়ানি থাকিলে।

মার্ক—স্বরভঙ্গ, নাক দিয়া জল ঝরা ও রন্ধ্র হাজা, শ্রান্তকারী উৎকাশি।

লাকাসি—রোগের চরমাবস্থা, ফুসফুসের পক্ষাঘাত হওন উপক্রম। কণ্ঠনালীতে কিছুমাত্র সংস্পর্শে ব্যথা ও দম আটকান কাশি, ঘুমন্ত এগোড় ওগোড় করা। অত্যন্ত বলক্ষয়, শরীর শক্ত হওয়া, গা বমি বমি, মূর্চ্ছা।

স্পঞ্জ—যেন গলায় কিছু আটকান ও কণ্ঠনালীর এরূপ সঙ্কোচন যে, তাহা দিয়া শ্বাস কার্য্য সমাধা হওয়া দুঃসাধ্য, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা বশতঃ গলা উচ্চ করা ও পেছন দিকে ফেলা, কর্কশ ও কুক্কুট ডাকের ন্যায় শব্দময় কাশি, অত্যল্প শ্লেষ্মা উঠা, হিস হিস শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস, মধ্যে মধ্যে দম আটকান। রোগের সকল অবস্থাতেই, কিন্তু কেহ কেহ প্রথমে মাত্র উপকারী কহেন। জ্বর না থাকিলে কেবল ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে, জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর।

হিপর—প্রতি দন্তোদ্গমকালে ক্রূপের ন্যায় কাশি, গলা ঘড়ঘড়ানি, দম আটকান কাশি, স্বর দুর্ব্বল, দিবসে মাত্র গয়ার উঠা—রাত্রে নয়; শেষ রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। রোগ আরম্ভে, কৃত্রিম ঝিল্লি হইবার পূর্ব্বে, অথবা আইড ও ব্রোমাইন ব্যবহারে দম আটকান ও ঝিল্লি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। গাত্রাবরণ খুলিলেই কাশি, খুব ঝিমন ও প্রচুর ঘাম। শ্লেষ্মা তুলিবার নিয়ত চেষ্টা বা মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, গলা আঁকড়াইয়া ধরা। রোগ প্রবলতর ও দ্বন্দ্বজ হইলে ইহা, আকন ও স্পঞ্জ পর পর ব্যবহারে অধিক ফল হয়।

আণ্টিমটার্ট—বুক ও শ্বাসনালী সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড়ানি শব্দ, যেন তথায় অধিক শ্লেষ্মা বসিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র না উঠা, দম আটকান কাশি, গাত্র তাপ ও নাড়ী দ্রুত, বিশেষ সন্ধ্যায় ও প্রথম রাত্রে।

স্বরভঙ্গ নিমিত্ত হিপর, বেল, কার্ব্বো, আর্ণিকা ইহারাও উত্তম ঔষধ।

ব্রাই ও ইপিকা—ডাক্তার তেস্ত এই রোগে পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর ও কাশি আক্রমণ কালে দশ মিনিট অন্তর দিতে কহেন। প্রথমটীর বিশেষ লক্ষণ দুই প্রহর রাত্রের পর বুক ভার, আক্ষেপযুক্ত কাশি হইয়া নিদ্রাভঙ্গ এবং খানিক গয়ার না উঠিলে উহার বিরাম হয় না।

অবস্থা বুঝিয়া ॥০, ১, ২, ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আক্রমণের অবস্থায় ঘন ঘন, অপর কালে অধিক অন্তর। আরোগ্য হইতে থাকিলে ক্রমশঃ অধিক বিলম্বে দিতে থাকিবে।

প্রকৃত ক্রূপ আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা, বিশেষ শ্বাস-কষ্টের সমতার নিমিত্ত দুইটী হাত সহ্য হয় এরূপ গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে, যে পর্য্যন্ত না দম আটকান ভাব যায় এবং তৎসময়ে ১০।২০।৩০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা আকন দিবে। ৪।৫ পুরু নিংড়ান ভিজা নেকড়া গলায় দিয়া দুই পুরু ফ্লানেল বা গরম বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া সমস্ত রাত্র রাখিলে উপকার দর্শে। দ্বিতীয় রাত্রে ঐরূপ উপসর্গ পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় গরম জলে হাত ডুবান ও গরম জলে নেকড়া (পশমী হইলে ভাল হয়) ডুবাইয়া গলায় ধরিবে, উহা ঠাণ্ডা হইতে দিবে না, পুনঃ পুনঃ বদলাইবে। নেকড়া পাত পাত করিয়া দিলে শীঘ্র শীতল হয়, এই জন্য পুটলি করিয়া ধরাই শ্রেয়। প্রথম ৩।৪ রাত্রি

বৃদ্ধির কাল, ঐ সময়ে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। এই রোগে দীর্ঘকাল ঘুমাইতে দেওয়া অপরামর্শ। যত অধিক নিদ্রার পর রোগ আক্রমণ করে, ততই প্রচণ্ড হয়, এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গান উচিত।

পীড়িত অবস্থায় অল্প অল্প দুধ ও জল, ভয়ের অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেও লঘু পথ্য। শিশুকে গরম রাখিবে, আরোগ্য হইলেও দিন কতক ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগিতে দিবে না।

বুক ধড়ফড়ানি—হৃৎকম্প।

কখন কখন হৃদয়ের যান্ত্রিক পীড়া, কখনও বা অন্য ব্যাধির আনুষঙ্গিক উপসর্গ স্বরূপ হৃৎস্পন্দন প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, অধিক পরিমাণে সুরা, আফিম, গাঁজা, তামাক, চা, কাওয়া প্রভৃতি গরম দ্রব্য ব্যবহার, বিশেষ স্নায়ুপ্রধান-ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির এই রোগ হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য, গুরুভোজী-ব্যায়াম রহিত অথবা পাঙ্গাশবর্ণ, একহারা, উদ্বিগ্নচেতা ও অজীর্ণতা দরুণ পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চয় হয় এমত সকলের এবং (Gout) বাতের সঙ্গে সঙ্গে (অথবা দুর্ব্বল করে, এমন কোন কারণ উপস্থিত হইলে এ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা)। অথবা রক্তক্ষয় স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ বন্ধ হইলে এ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

হঠাৎ আহ্লাদ হইতে পীড়ায়—কফি।

ভয় হইতে পীড়ায়—আকন, ওপি, কফি, ভেরাট।

বিরক্তি হইতে পীড়ায়—কামো।

রক্তাধিক্য জন্য—আকন, আরম, ওপি, কফি, ফস,ফেরম, বেল, লাকাসি, সল্ফর।

রক্তক্ষয় বশতঃ বা দুর্ব্বলের পীড়া—চিন, কাল্কা, নক্স, ফস-আ, ফেরম, ভেরাট, হেলন।

ঘা শুকান বা চুলকুনি পাচড়া বন্ধ নিমিত্ত—সল্ফর, আর্স, লাকাসি।

গলার গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি হওন জন্য—আকন, কাক্টস,জেল্স,ভেরাট-ভি।

যাহাদিগের শরীরের শীঘ্র শীঘ্র বাড় হয়, এমত সকল পক্ষে—আকন, পলস।

দীর্ঘকাল কোন ক্ষয়কারী রোগ ভোগ জন্য বুক ধড়ফড়ানি পক্ষে—ষ্টাফিস।

দীর্ঘকাল স্তন দেওয়ার জন্য—আলাট্রিস, নক্স।

রাগ জন্য—আকন, কামো।

উদ্বিগ্নতা জন্য—নক্স, ভেরাট।

অজীর্ণতা জন্য পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চয় ও হৃৎস্পন্দন—নক্স, পল্স, লাকাসি, লাইকপস।

হৃৎকম্প এবং ঐ সঙ্গে মাথা ও বুক স্পন্দন (With reverberation through head and chest) —বেল।

অতিশয় উত্তেজনা (Excitement) জন্য—কফি, পল্স।

হৃৎকম্প সহ নাড়ী দ্রুত ও মোটা (Quick bounding pulse)—আকন।

———————নাড়ী ধড়াস ধড়াস (Heavy bounding) করিয়া (জোরে) স্পন্দন—বেল।

————সহ গা বমি বমি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপা—ককু।

————সহ দৃষ্টির মালিন্য—জেল্স।

————কাণ মধ্যে ভন ভন শব্দ—নক্স, বেল, লাকাসি।

————মূর্চ্ছাপ্রায় (দুর্ব্বলতা)—আকন, আর্স, কাক্টস, লাকাসি।

————মাদা মারা (Lowness of spirit)—ইগ্নে, নক্স, পল্স।

————হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের—ইগ্নে, কাক্টস, জেল্স, পল্স।

————পিত্ত প্রধান ধাতুর—নক্স।

————রোগ অত্যন্ত ক্রূর হইলে—আর্স, লাকাসি, সল্ফর।

আকন—সবলকায়, বুকে চাপ, হাত গা ভার ও শ্রান্তি বোধ, ঝলক ঝলক তাপ—বিশেষ বদনে, কষ্টকর ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস—বিশেষ নিদ্রিতাবস্থায়; কখন বুকের বাম দিকে বেদনা, বিশেষ নড়ায় বা উপরে উঠায়। হৃদয়ের স্পন্দন প্রচণ্ড ও তজ্জন্য ছটফটানি। নিশ্চয় মরিবে এই দৃঢ় সংস্কার। শ্বাসকষ্ট জন্য উঠিয়া বসিতে বাধ্য। ভয় বা সুরাপানের পর রোগ।

আর্স—রাত্রে আইঢাই ও বুক ধড়ফড়ানি এবং ভিতরে জ্বালা, শ্বাসকষ্ট,

শয়নে যাতনা বৃদ্ধি (ডিজিট) পায়চারি করায় কতক সমতা, খুব তৃষ্ণা, কিন্তু অত্যল্প পানে তৃপ্তি, বলক্ষয়, মৃত্যুভয়।

আলেট্রিস-ফার—দীর্ঘকাল সন্তানকে স্তন দেওয়া, অথবা বহু দিবস রাত্রি জাগরণ কিম্বা অধিক উদ্বিগ্নতা জন্য বুক ধড়ফড়ানি রোগে ব্যবহার্য্য।

আসাফাটিডা—বামার রজঃবন্ধ বা অধিক শ্রম জন্য পীড়া।

ইগ্নেসা—হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের হৃৎকম্প। শোক ও ভগ্নোদ্যম জন্য পীড়া, গলা মধ্যে যাতনা ও অসুখ, হতাশ ও মাদামারা।

ওপি—হঠাৎ ভয় পাওয়া জন্য হৃৎ-স্পন্দন এবং অতি সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ।

ককু—হৃৎকম্প জন্য দম আটকান, দুর্ব্বলতা জন্য মাথাঘোরা, হাত পা কাঁপা, অবসন্নতা এবং কথা কহা, আহার বা পান করায় রোগ উত্তেজিত বা বৃদ্ধি।

কফি—নূতন রোগে—হঠাৎ অতিরিক্ত আহ্লাদ উপস্থিত হওয়ায় বুক ধড়ফড়; অথবা হৃৎকম্প সহ স্নায়বিক উত্তেজনা, থেকে থেকে দম আটকান ও উৎকণ্ঠা, হতাশ হওয়া।

কাল্কা—স্ফোটক বা বদনের ব্রণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া বা আত্ম-মৈথুন জন্য হৃৎকম্প।

কাক্‌টস—মানসিক বিশৃঙ্খলা হইতে হৃদয়ের স্নায়বিক স্পন্দন; অথবা পুরাতন পীড়া কিম্বা যথা নিয়মিত কালে বক্ষস্থলের সংকোচন সহ মূর্চ্ছা ও হৃৎকম্প এবং প্রাতে গাত্রোত্থানের পর যাতনাধিক্য।

কাম্ফর—শরীর ঠাণ্ডা, বদন পাঙ্গাশবর্ণ ও হঠাৎ শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎ-স্পন্দন।

কামো—রাগ বা বিরক্তির জন্য রোগ। হৃৎকম্প সহ তৎপ্রদেশে বেদনা ও চাপুনি, শ্বাসকষ্ট সহ অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা।

গ্রাফাইট—রজঃ বন্ধ ও হৃৎকম্প, বদনে ফুসকুড়ি।

চিন—রস রক্তক্ষয় বা দীর্ঘকাল স্তন দেওয়া দরুণ দুর্ব্বলতা জন্য হৃৎকম্প।

জেল্‌স—হিষ্টিরিয়া দরুণ হৃৎকম্প। হৃদয়ের পূর্ণতা, ভার, উৎক্ষেপণ, স্পন্দন, দৃষ্টির মালিন্য।

ডিজিট—কথা কহায়, নড়ায় বা শয়নে হৃৎকম্প। যেন একবার নড়িলেই

হৃৎ-স্পন্দন এককালে বোধ হইবেক। হৃৎপ্রদেশ সংকোচন বা তথায় তীব্র কুঁড়ুনি (রস)। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া সহ পা ও পায়ের পাতা ফুলা।

থিয়া—অধিক বকা, মানসিক শ্রম ও অনিদ্রা সহ হৃৎকম্প।

নক্স—রক্ত বা পিত্তাধিক্যের প্রাতে রোগ সহ বমন, উদ্বেগ বা বুকে চাপুনি, অথবা শয়ন করা বা প্রতিবার আহারের পর অসুখ। ঐ সঙ্গে বুকে উত্তাপ বা জ্বালা সহ অনিদ্রা, বিশেষ রাত্রিকালে আইঢাই করা। কাওয়া, মদ, গরম মসলা অধিক ব্যবহারের পর রোগ।

নাইট্র-আ—সামান্য মনের উত্তেজনা জন্য হৃৎকম্প।

নেট্রম—দীর্ঘকালের মেটে পাণ্ডু রজঃ বন্ধ ও হৃৎ-স্পন্দন।

পল্স—স্নায়বিক ধাতু বা হিষ্টিরিয়া গ্রস্তের পীড়া, বিশেষ রাত্রিকালে, বুক ও হৃদয়ে রক্তের গতি এবং সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হৃৎকম্প; রাগ, আনন্দ, কষ্ট, অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় পীড়া; বাম পার্শ্বে শয়নে বা কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট ভাবে থাকা জন্য; ভোরপেট বা অত্যল্প আহার সহ বুক ভার, শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টিমালিন্য, হিক্কা, বুক জ্বালা, কখন কখন অতিরিক্ত গা বমি বমি করা ও বমন, পাকাশয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকা। নবযুবতীর ঋতুকালীন বা উহা বন্ধ হওয়ায় হৃৎকম্প।

ফস—হৃৎ-স্পন্দন, আহারের পর বা মানসিক উত্তেজনায় উহা বৃদ্ধি হওয়া, বুক সেঁটে ধরা জন্য শ্বাসকষ্ট ও অতিশয় দুর্ব্বলতা।

ফস-অ্যা—যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, আত্ম-মৈথুন ও দীর্ঘ শোক হইতে রোগের উৎপত্তি।

বেল—হৃৎকম্প সহ ক্ষণলুপ্ত নাড়ী। স্থিরাবস্থায় হৃৎ-স্পন্দন ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। হৃৎপ্রদেশে যাতনা, মাথা দপ্‌দপানি। হৃৎকম্প এবং সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দন, বুক যেন কসে বন্ধন ও পাখুরা বেদনা; শ্বাস-খর্ব্বতা, বিশেষ উপর তলায় উঠায়।

ভেরাট—বুক ধড়াস ধড়াস করা ও বাহির হইতে তাহা দেখা যাওয়া (ডিজিট), শয়নে কষ্টের লাঘব, নড়ায় ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বলক্ষয়কারী ভেদ, উদ্বিগ্নতা ও মৃত্যুভয়।

মস্কস—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের হৃৎকম্প।

রস—স্থির হইয়া বসায় প্রচণ্ড হৃৎ-স্পন্দন, সেজন্য সর্ব্বদা ঠাঁইনাড়া। হৃদয়ের ফুঁড়ুনি সহ বাম বাহুর খঞ্জতা ও সাড়ের ন্যূনতা।

স্পাইকোপস—হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি বা অজীর্ণতা জন্য হৃৎকম্প।

ল্যাকাসি—হৃৎস্পন্দন সহ ঠাণ্ডা ঘাম, মূর্চ্ছা ও শ্বাস-খর্ব্বতা, আহার বা শ্রমের পর, হতাশ, রাত্রে দম আটকান।

সল্‌ফর—স্ফোটক বা চর্ম্মরোগ হঠাৎ বন্ধে হৃৎস্পন্দন। সিঁড়ি ভাঙ্গায় হৃৎকম্প অথবা ব্যাধি নিঃশেষ করার নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য।

সিকেল—হৃৎস্পন্দন ও জলবৎ প্রচুর রজঃ ক্ষরণ।

সেপি—রজঃ বন্ধ, নাড়ী কম্পান্বিত ও ক্ষণলুপ্ত সহ হৃৎ-স্পন্দন।

সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও হঠাৎ বুক ধড়ফড়ানি হইলে আদত কর্পূরের আরোক সোঁকান বা চিনিতে ফেলিয়া, সিকি হইতে এক ফোটা পর্য্যন্ত বয়স বুঝিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিবা।

রোগ পুরাতন হইলে নিরাময় হওয়া সুদুষ্কর, তবে তাৎপর্য্য রাখিতে পারিলে যাতনার লাঘব হয়।

রোগীকে স্থির রাখিবা, নিকটে জনতা হইতে দিবা না, পা গরম ও শুষ্ক রাখা বিধি এবং কোন মতে জলে ভিজিতে দিবা না; সন্ধ্যায় আধ পেট আহার এবং শয়নের পূর্ব্বে কিছু অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দিবা।

দ্রুতাক্ষেপ—দড়্‌কা।

মস্তিষ্ক ও মজ্জার উত্তেজনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ হস্ত ও পদের খেঁচুনীকে দ্রুতাক্ষেপ বা দড়্‌কা কহে। এই রোগ শৈশবকালেই অধিক হয়। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমের পর, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় বালকের বিশেষ কারণ ব্যতীত এই রোগ দেখা দিলে ইহা মৃগী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিবা। নিম্ন লিখিত কারণ বশতঃ এই ব্যাধি সচরাচর হইয়া থাকে।

মাতা বা সন্তানের আহারের অনিয়ম, অজীর্ণ, প্রবল ভয়, রাগ, শোক, আহ্লাদ প্রভৃতি মনের সমতানাশক কারণ, কিম্বা শিশুর শরীরে আঘাত লাগা ইত্যাদি উপলক্ষে এই রোগ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত দন্তোদ্গম,

ছোট ও বড় কৃমি, স্ফোটক বিশিষ্ট চর্ম্মরোগের হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া, অতিরিক্ত হুপিং কফ (Hooping-cough, কাশী বিশেষ), পাকাশয়ে পয়সা প্রভৃতি অজীর্ণ উত্তেজক পদার্থের অবস্থান বশতঃ এবং হাম বসন্তের পূর্ব্বাহ্লে ও মস্তিষ্কাবর্ত্তন প্রদাহের প্রথম এবং সকল প্রকার সাংঘাতিক রোগের শেষাবস্থায় এই ব্যাধি দেখা দেয়।

রোগ কখন কখন হঠাৎ হয়; কিন্তু অনেক সময় অনিদ্রা, অস্থিরতা, হঠাৎ মাই কাম্ড়ে ধরা এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া, কান্না, গোঁয়ান; এইরূপ অবস্থায় খানিক থাকিয়া চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া ঘুরাইতে থাকা, পরে অঙ্গুলীতে চিড়িকমারা, চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ, মুখের বর্ণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন, দেয়ালা করার ন্যায় মৃদু হাসি, শ্বাসকষ্ট ও পরে ক্ষণ-বিলুপ্ত নাড়ী ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। তৎপরে হাই তুলিয়া, গা আড়া মোড়া ভাঙ্গিয়া, চক্ষু-গোলক ঘূর্ণিত বা স্থিরাবস্থায় দড়্কা উপস্থিত হয়। মুখ বুক বা উদর হইতে খেঁচুনি আরম্ভ হইয়া অন্যত্র বিস্তৃত হয়।

রোগ মৃদু প্রকৃতির হইলে মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর সামান্যতর চিড়িক মারা, এক চক্ষু বিকৃত হওয়া, এক অঙ্গের আক্ষেপ, অথবা পর্য্যায়ক্রমে উভয় অঙ্গের খেঁচুনি হইয়া থাকে। কঠিন হইলে সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ, চক্ষু ঘূর্ণায়মান বা বিকটাকার ও বহির্গত হওনের ন্যায় দেখায়, অথবা সর্ব্বদা মিট মিট করা; জিহ্বা এককালে বাহির হইয়া পড়ে বা কখন লম্বমান, কখন সঙ্কুচিত হয়; মুখে গেঁজলা ভাঙ্গা, ঘর্ম্ম, শ্বাসরোধ, দৃঢ় মুষ্টি বাঁধা, হাত পা খেঁচুনি ও ছোড়া, মস্তক এবং বদনমণ্ডল সর্ব্ব প্রথম আরক্ত, পরে কখন কখন সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বা লালবর্ণ হওয়া, ইত্যাদি উপদ্রব হয়। বায়ু উদ্গার ও নিঃসরণ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা ইহার সঙ্গে সঙ্গে কখন দেখা যায়। কখন কখন মিনিট কতক থাকিয়া রোগ সারে, কখন বা ঘণ্টা কতক থাকিয়া ক্ষণিক বিরামের পর পুনরায় পূর্ব্ব মত তেজে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড বা ঘন ঘন হইলে ইহা সাংঘাতিক হইতে পারে।

ইহার সঙ্গে গাত্রতাপ নাড়ী দ্রুত, বা জ্বর ও অচেতন থাকিলে, মস্তিষ্কে প্রদাহের আশঙ্কা হয়।

ক্রমশঃ খেঁচুনি কম পড়ে এবং একবার কান্নার পর শিশুর পূর্ব্ববৎ সহজ

চেহারা হয়। তৎপরে নিদ্রা যায় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া এককালে নীরোগ হইয়া উঠে।

আক্ষেপ—দড়্কা—আঘাত বা পতন জন্য—আঙ্গষ্টুরা, আর্ণিকা, বেল, সিকুটা।

— — অঙ্গ স্পর্শ করায়—বেল ; আঙ্গষ্টু. ককু. ষ্ট্রাম।

— — অজানিত কারণ জন্য—ইগ্নে।

— — অজীর্ণ, কোষ্টবদ্ধ বা পেটফাঁপার জন্য—নক্স।

— — আতঙ্ক জন্য—আকন, ইগ্নে, (ওপি—ঘুমন্ত) বেল, হাইয়স।

— — আত্ম-মৈথুন বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়দোষ জন্য—চিন, ফস, ফস-আ, ফেরম, সল্ফ-আ। (ও মৃগীরোগ)।

— — পাকাশয়ে অম্ল জন্য—কামো, নক্স, পল্স, বেল।

— — আলোক দৃষ্টে—বেল, ষ্ট্রাম।

— — আহার (অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য) জন্য—ইপি, নক্স, পল্স।

— — কান্না ও উত্তেজনা জন্য—ইগ্নে।

— — কৃমি জন্য—ইগ্নে, মার্ক, ষ্টানম, সল্ফর, সিনা, সিকুটা, হাইয়স।

— — ক্ষুদ্র কৃমি জন্য—ইগ্নে, সিনা।

— — ঘন ঘন ও উপর্য্যুপরি—ভেরাট-ভি।

— — জলীয় পদার্থ দেখা বা স্পর্শ জন্য—বেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স।

— — ঠাণ্ডা জলে অবগাহন জন্য—রুস।

— — ঠাণ্ডা লাগা জন্য—কামো, বেল।

— — ও তৎপূর্ব্বে শূল বা পেট বেদনা—কামো, কুপ্রম, কুপ্রম-আ বেল।

— — ও তৎপূর্ব্বে শরীর ঝিন ঝিন করা (সাড় কমা)—বেল।

— — ও তৎপরে শরীর ঝিন ঝিন করা (সাড় কমা)—নক্স।

আক্ষেপ—দড়কা ও তৎপরে তন্দ্রা বা অঘোর হওয়া—ইগ্নে, ওপি, কামো, কাম্ফর।

— — দাঁত উঠা কালীন—কামো, বেল।

— — দুগ্ধ পানে—নেট্রম।

— — নিদ্রাভঙ্গে—বেল।

— — নিয়মিত (এক) সময়ে—ইগ্নে, ষ্ট্রাম, সিকেল।

— — পানের দরুণ—বেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স।

— — ভয় হইতে—ইগ্নে, ওপি, ষ্ট্রাম।

— — মস্তিষ্কের অপ্রকাশ্য রোগ জন্য—জেল্‌স, ভেরাট-ভি, বেল।

— — রাগ হইতে—আকন, ইগ্নে, ককু, পিট্রোল, বেল, ষ্টাফিস, সেপি।

— — রাত্রে—ওপি, কাল্কা, কুপ্রম, সিনা, হাইয়স।

— — বাহিরের বাতাসে থাকায়—কার্বে, নক্স, সার্সা।

— — বিরক্তি জন্য—কামো।

— — স্ফোটক বা গুটি অন্তর্দ্ধান বা বসা জন্য—বাই।

— — সহ উদ্বিগ্নতা—ইগ্নে, কুপ্রম, হাইয়স।

— — কান্না—আরম, আলুমি কাষ্টিক।

— — চক্ষু খেঁচুনি—কামো, কুপ্রম, বেল, হাইয়স।

— — চক্ষুর পাতা খেঁচুনি—ইগ্নে, কামো, বেল, ইপি, হাইয়স।

— — চক্ষু-পুত্তলির বিস্তৃতি—বেল, ষ্ট্রাম, সিনা।

— — চীৎকার—বেল; ইগ্নে, ওপি, কাষ্টিক, লাকাসি, হাইয়স; ইপি, নক্স, প্লম্বম্, ভেরাট।

— — দাঁত কিড়মিড়ি—কাষ্টিক, সিকুটা, হাইয়স।

— — বদন কাল্‌চেমারা—ইগ্নে, ওপি, হাইয়স।

— — বদন খেঁচুনি—ইগ্নে, ওপি, কামো, বেল।

— — বদন পাঙ্গাশ বর্ণ—ইপি, সিকুটা, সিনা।

আক্ষেপ—দড়কা—বদন পর পর পাঙ্গাশ ও লাল হওয়া—ইগ্নে, কামো।
— — বদন স্ফীত—বেল ; কামো, কাম্ফর, হাইয়স, ইপি।
— — বমন—কুপ্রম, কুপ্রম-আ, নক্স ; ইপি ভেরাট।
— — মুখে গাঁজা ভাঙ্গা—হাইয়স ; কুপ্রম, বেল, লাকাসি, সিকুটা।
— — হাত মুষ্টি বাঁধা—ইপি, ওপি, কামো, বেল, হাইয়স।
— — হাঁপানি—আঙ্গষ্টুরা, ইগ্নে, ওপি।
— — হাসি—ইগ্নে, ক্রোকস, বেল।
— — হাম বসন্তের পূর্ব্বাহ্লে—আকন ও কফি পর পর।
— — হাম বসন্ত হঠাৎ বসে যাওয়া পক্ষে—বেল, ব্রাই, পর পর।
— — হুপিং কাশী জন্য—করেলিয়া-ক্রু।

হঠাৎ ভয়ের দরুণ হইলে ওপিয়ম ; কিছুকাল বিলম্ব হইলে পর—আকন, হাইয়স, বেল।

হঠাৎ রাগের দরুণ—কামো।

বিরক্তি বশতঃ হইলে—কামো।

শোক বশতঃ—ইগ্নেসা, ফস-আসিড।

পড়া বা আঘাত দরুণ হইলে—আর্ণিকা এবং আবশ্যক মতে ইহার পর—বেল, বা সিকুটা।

অতিরিক্ত আহার বা অজীর্ণ বশতঃ রোগে—ইপিকা, নক্স, পল্‌স।

পেটে অম্লের দরুণ—কামো, নক্স, পল্‌স।

বড় ক্রমি দরুণ—সিনা, ২০০ ক্রমের ; হাইয়স, ষ্টানম, মার্ক, ইগ্নেসা, সল্‌ফর।

ক্ষুদ্র ক্রমি দরুণ—সিনা ২০০ ক্রমের ও ইগ্নেসা।

হুপিংকফ (হাঁপকাশী) দরুণ—করেলিয়াক্রুবা।

মস্তিষ্ক বা তদাবর্ত্তনের দাহ বশতঃ হইলে—বেল।

হাম বসন্তের পূর্ব্বাহ্লের দড়কা পক্ষে—কাফি ও আকন পর পর।

হাম বসন্ত হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার দরুণ দড়কায়—বেল ও ব্রাই।

অন্য রোগের আনুষঙ্গিক না হইলে কেবল এই মাত্র পীড়ায় ডাক্তার তেস্ত হেলবোর ১৫ মিনিট অন্তর দেন।

দড়কা হইতে মৃগীরোগ উপস্থিত হইলে, এক মাস কাল পর্য্যন্ত প্রাতে ওপিয়ম দুই মাত্রা এবং অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় দুই মাত্রা বেল দিবা; দ্বিতীয় মাস পড়িলে প্রাতে দুই বার ওপিয়ম ও বৈকালে দুই বার সিকেল দিয়া ডাক্তার তেস্ত অনেককে রোগ মুক্ত করিয়াছেন।

দড়কা হইলে স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় আঁস চুপড়ির জল খাওয়াইয়া দেন। ডাক্তরেরা এ অবস্থায় জোলাপ ব্যবস্থা করেন। অযথা গুরুপাক, ও অধিক আহারের দরুণ রোগ হইলে অল্প উষ্ণ জল পান দ্বারা বমন, কিম্বা জল বা দুধের পিচকারী দিয়া বাহ্যে করাইলে ব্যাধির শমতা হয়।

দড়কা উপস্থিত হইলে, সহ্য হয় এরূপ গরম জলে ৫।১০ মিনিট হাঁটু অবধি ডুবাইয়া রাখিবা, নরম পড়িলে শুষ্ক বস্ত্রে মুছাইয়া সমুদয় শরীর ফ্লানেল বা অন্য গরম বস্ত্রে ঢাকিবা, ইহাতে ঘর্ম্ম হইয়া রোগের প্রতিকার সম্ভব। প্রথম চেষ্টায় ফল না দর্শিলে, অথবা শীঘ্র ইহার পুনরাক্রমণ হইলে পূর্ব্বমত পা ডোবান ও যে অবধি চেতনা না হয়, মাথায় ১ বা ১॥০ হাত ঊর্দ্ধ হইতে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবা। প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হইলে নিরাশ বা ক্ষান্ত হইও না, কখন কখন পুনঃ পুনঃ এইরূপ করার পর সিদ্ধ হওয়া যায়।

অতিরিক্ত শারীরিক উত্তাপ, মস্তিষ্কে রক্ত উঠা, দাঁত উঠার সময়, মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের উপদাহ, মূত্রাশয়ের পীড়া, কৃমি, অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতা বা ওলাউঠা হইলেও শিশুর দড়কা হয়।

আকন—ভয় জন্য রোগ এবং ওপিকে প্রতিকার না হইলে; অথবা সর্দ্দি, মেরুদণ্ডের প্রদাহ, দাঁত উঠা ও কৃমি জন্য দড়কা। খুব জ্বর, ত্বকের শুষ্কতা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, দাঁত কিড়মিড়ি ও আক্ষেপযুক্ত হিক্কা, অথবা শিশুকে স্পর্শ করিলে বা নাড়িলে ব্যথা বোধ, হাত পা কাঁপুনি—বিশেষ রাত্রিকালে, চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বা পরে শরীর শক্ত, চোয়াল ধরা, চক্ষু বিকট, ও বদন কখন লাল কখন ফেঁকাসে হওয়া।

আগারিকস—পেট খেঁচুনি ও যেন সমস্ত শরীরের কাঁপুনি; দড়কা, এড়ো-

এড়িবা কোণাকোণি অঙ্গের, যেমন ডান হাত ও বাম পা, কাঁপুনি। সোজা চলিতে না পারা, পথে হুমড়ি খাওয়া, হাত দে ধরিতে গেলে প্রায় ফস্কিয়া যাওয়া, মৃগী, পুনঃ পুনঃ ও প্রতিবার অধিক তেজে রোগের আক্রমণ, শেষে ক্রমশঃ কমা। চক্ষুর পাতার নৃত্য; হাত ও পায়ের আঙ্গুল চুল্‌কনা, জ্বালা ও লাল হওয়া। জাগন্ত শিশুর অঙ্গ অনিচ্ছাধীন চালনা, নিদ্রিত অবস্থায় ওরূপ ভাব যাওয়া।

আপিস—দড়কা, চীৎকার, বালিসে মাথা গোঁজ্‌ড়ান, মস্তিষ্কের প্রদাহ বশতঃ রোগে।

অ্যাম্মিল-নাই—প্রসবের পরক্ষণই অঙ্গ খেঁচুনি (ইহার ঘ্রাণ লওয়া)। মৃগী, একটা আক্রমণ শেষ না হইতে অপরটার উপস্থিত হওয়া। সমস্ত পেশীর আক্ষেপ।

আর্ণিকা—পড়া বা আঘাত দরুণ দড়কা। ঔষধ খাওয়া ভিন্ন ইহার ১০ ফোটা আদত আরোক এক ছটাক জলে দিয়া ঐ আরোক দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত স্থান প্রত্যহ এক বা দুইবার ধুয়াইবা।

আর্টিমিসিয়া—বিশেষ দাঁত উঠা কালীন এবং একটার পর আর একটা, এইরূপ খুব ঘন ঘন আক্ষেপ। কৃমির দরুণ রোগ (ষ্টানম, সিনা); মৃগীতে অধিক ব্যবহার্য্য, ৩ হইতে ৫ সপ্তাহ অন্তর রোগ প্রকাশ, একটা চক্ষুর পুত্তলির বিস্তৃতি, জিব ছেঁড়া, আঙ্গুল পাঁজ করা, ঘন ঘন প্রচণ্ড আক্ষেপ, বিশেষ দিবসে, ও অচেতন হওয়া এবং ঐ সঙ্গে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘাম থাকিলে অধিক খাটে। নব যুবতীর প্রথম ঋতুকালীন মৃগী পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্স—দাঁত উঠার সময়ে বা দুর্ব্বল শিশুর কাটফাটা গাত্রতাপ, মৃগী দিন বা রাত্রে প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর, যথা নির্দ্দিষ্ট সময় রোগের প্রকাশ, অথবা বেদনা বা অসুখ, গরম বাতাস স্পষ্ট উর্দ্ধে মস্তিষ্কে তাড়া দিয়া উঠা ও অজ্ঞান (Stupor) হইয়া পতন এবং চৈতন্য হইলে কষ্ট যাওয়া, কিন্তু কেবল অবসন্নতা থাকা। বৈকালে দাঁড়া জ্বালা, প্রস্রাব-দ্বার জ্বালা, পায়ের ডিম্বে পুনঃ পুনঃ খাল-ধরা, পা ছড়াইয়া ফেলা, হাতে খেঁচুনি হইয়া পেছন দিকে পড়া, পরে চীৎকার, এগোড় ওগোড় করা ও হাত ছোড়া এবং বুড়া আঙ্গুল বিস্তৃত রাখিয়া দৃঢ় মুষ্টি বাঁধিয়া সুমুখ দিকে নত হইয়া পড়া, ঐ সঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা, অল্প অল্প পুনঃ পুনঃ

পান; উদরাময়; কিছু খেলেই তুলে ফেলা, ঘন ঘন আক্ষেপ এবং কিছুতেই শান্ত না হওয়া। মৃতবৎ, শরীর গরম ও বিবর্ণ, ক্ষণলুপ্ত শ্বাস, মুখের দুই কোণ পর পর বক্র হওয়া, পরে সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিয়া শ্বাস ও চেতনা হওয়া, অধিকক্ষণ অন্তর এইরূপ হইয়া শেষে মৃত্যু হয়; কিন্তু সময়ে এই ঔষধে প্রতিকার সম্ভাবনা।

আসাফাটিডা—শিশুর ক্রিমি বা উদরের স্নায়বিক বিশৃঙ্খলতা জন্য দড়কা বা মৃগী দেখা দিলে।

আর্স-আই—শিশুর মূত্রাঙ্গের পীড়া জন্য ও প্রস্রাব অত্যল্প হইলে শিশু বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বামার আক্ষেপ ও টঙ্কারের খেঁচুনি, বিশেষ ঘুম আসিবার সময়ে; বদন টেড়া বাঁকা—বিশেষ বায়ুগ্রস্তের। শিশুর অঙ্গ শীতল, একদৃষ্টে চাউনি, মাঝে মাঝে চীৎকার, ভুক্তদ্রব্য বমন। মৃগী, অজ্ঞান ও আক্ষেপ জন্য দম আটকান প্রায়, কষ্টে গেলা, মাথা পেছনে ফেলা, অঙ্গ খেঁচুনি বিশেষ বদন ও ঠোঁটের; এক গাল লাল অপর শাদা—অথবা পর পর ঐরূপ হওয়া, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা।

ইগ্নে—বিশেষ মাতার শোক, ভয়, প্রবল মানসিক উত্তেজনার পর নিজের কিম্বা স্তনপায়ী শিশুর দড়কা বা মৃগী; রুগ্ন, দুর্ব্বলকায়, খুঁতখুঁতে ও ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব বিশিষ্টের পক্ষে, অথবা ব্যাধির কারণ অনুভব করা যায় না, এমত স্থলে ইহা প্রযুজ্য; প্রত্যহ বা একদিন অন্তর নিয়মিত সময়ে রোগের আক্রমণ। ঘুমন্ত হঠাৎ চমকান, কান্না ও চীৎকার ও কাঁপা, বদন অত্যন্ত পাঙ্গাশ (ওপিতে খুব লাল) হইলে; এক এক অঙ্গের বা সমস্ত পেশীর এক লাগাড়ে খেঁচুনি; অচেতন ও অনিচ্ছাধীন কান্না বা হাসি। ভয় হইলে, ক্রিমি থাকিলে, স্ফোটকে, জ্বরের আরম্ভে, বাতাধিক্যে এবং বালককে শাস্তি দিবার পর নিদ্রাভঙ্গে প্রচণ্ড দড়কা ও টঙ্কারের ন্যায় খেঁচুনি ও সদা হাই তোলা। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, বিশেষ ঐ সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস থাকিলে।

ইথুসা—শিশুর শীর্ণ ও হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়া, বুড়া আঙ্গুল চেটর দিকে সেঁধন, মৃগী; নাভি প্রদেশ হইতে উষ্মা (Aura) উঠা, অচৈতন্য, চোয়াল ধরা, নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, কাঠিন্য ও দ্রুত ভাব, এবং আক্রমণ কালে ত্বকের হরিদ্রাবর্ণ। বদন লাল, চক্ষুগোলকের অধোগমন (মৃগীতে ঊর্দ্ধগমন) ও তাহার পুত্তলির

স্থিরতা ও বিস্তৃতি, মুখে শাদা গাঁজলা ভাঙ্গা এবং প্রচণ্ড অঙ্গ-খেঁচুনি হইলে।

ইপি—অতিরিক্ত বা গুরুপাক আহার জন্য, অথবা ঠাণ্ডী দরুণ হামাদি স্ফোটক-জ্বরে গুটী বসিয়া গেলে, শিশুর দড়কা, বদন পাঙ্গাশ, সদা গা বমি বমি, বমন ও সবুজ ভেদ, হাঁপানি, আড়াভাঙ্গা ও শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ। অবচার জন্য বমন হইতে থাকিলে কিঞ্চিৎ বয়স্কদের গরম জল ও তাহার সঙ্গে অল্প লবণ মিশাইয়া খাওয়াইয়া অম্ল তুলিয়া ফেলাইলে বমি ও আক্ষেপ উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। মৃগী সহ অঙ্গ খেঁচুনি থাকিলে।

এস্কুলস—মৃগী; সামান্য আক্ষেপ সহ চেতনাহীনতা (Stupor) ও ভেবাগঙ্গা-রামের চেহারা, রক্তহীনতা, কখন কখন হাত মুঠাবাঁধা, চক্ষু-পুত্তলির বিস্তৃতি, একদৃষ্টি চাউনি, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, চোয়াল ধরা, প্রদর, অধিক বা কষ্টকর রক্তস্রাব হইলে।

ওপি—প্রসূতীর রাগ বা ভয় জন্য অথবা নবপ্রসূতের আতঙ্ক জন্য রোগ। দড়কা কালীন বা পূর্ব্বে চীৎকার, বদন স্ফীত, কাল্‌চে বর্ণ, শ্বাসকষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপুনি, হাত পা এদিক ওদিক ফেলা, ফেল ফেল করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি, কান্না, অঘোর হইয়া নাক ডাকান এবং সর্ব্বশেষে অচেতন ও শৌচ প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। বালকের শারীরিক সাজা পাইবার পর শরীর শক্ত এবং মুখ ও বদনের পেশীর খেঁচুনি; মাতা হঠাৎ ভয় পাইয়া তদ্দণ্ডে মাই দিলে শিশুর বদন স্ফীত ও গাঢ় লাল, চক্ষু উপরে উত্থিত ও আক্ষেপযুক্ত হয়। থেকে থেকে দড়কা এবং বিরামকালে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক ডাকা, গাত্রে হেথা সেথা কাল্‌চে দাগ।

ককু—সর্ব্বশরীর খেঁচুনি, তলপেটে খাললাগা, বদন লাল ও গরম (বেল সহ পর পর) বামার ঋতুকালীন বা আঘাত বা পতন জন্য মৃগী হইলে।

কফি—মাতার অত্যন্ত আহ্লাদ (ও তৎকালে মাই দেওয়ায়) অথবা সন্তানের দুর্ব্বলতা ও অতিরিক্ত হাস্য বা আমোদ বশতঃ দড়কা হওয়া (শিশুকে অযথা হাসান সর্ব্বতোভাবে অনুচিত), বায়ু বা স্নায়ু প্রধান ধাতুর সর্ব্বদা দড়কা হওয়া ও বিশেষ কারণ না বুঝিতে পারিলে ইহা দেওয়া বিধি।

কামো—মাতার রাগ বা বিরক্তি জন্য স্তন্যজীবীর রোগ, দাঁত উঠা, ঠাণ্ডী লাগা, পেটে অম্ল হওয়া, বাত ও রক্তাধিক ধাতু এবং হামাদির পর দড়কায়

ব্যবহৃত হয়। এক অপেক্ষা অপর গাল গাঢ়বর্ণ, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু, ঝিমন, নিদ্রিতাবস্থায় বদনের পেশীর চিড়িক মারা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, আক্ষেপাবস্থায় নিয়ত গোঁঙান, চেতনাশূন্যতা,গলা ঘড়ঘড়ানি,দ্রুত ও শব্দযুক্ত শ্বাস,চক্ষুগোলক ঘুরুনী, দৃঢ় মুঠা বাঁধা,মাথা এগোড়ওগোড় করা ও তথাকার চুল মধ্যে গরম ঘাম হওয়া, পেট ব্যথা ও ফুলা, সবুজ ভেদ, টক বমন, ঘুমন্ত দেয়ালা দেখা, (মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি) ও জাগ্রতাবস্থায় কোলে করিয়া বেড়ানয় ভাল থাকা। অজীর্ণ জন্য রোগ; চক্ষুর পাতা ও বদনের পেশীর চিড়িক মারা, একগুঁয়ে খ্যাঁতখেঁতে ও রাগান্বিত হওয়া। শিশুর সর্ব্বদা পেটে শূল্‌ ব্যথা ও টক বমন হইয়া মৃগী হইলে।

কাম্ফর—দাঁতকপাটি লাগিলে বা সমস্ত শরীর কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইলে কিম্বা সর্দ্দি বন্ধ দরুণ দড়কায় বা অন্য কোন উপযুক্ত ঔষধ নিকটে না থাকিলে ইহা (কর্পূর) ব্যবহার্য্য। যে পর্য্যন্ত রোগের প্রচণ্ডতা না যায়, মাঝে মাঝে ক্ষণকাল আরোকের শিশি নাকে ধরিবা, অথবা এক ফোটা আরোক একটু চিনিতে ফেলিয়া যে অবধি উপকার না হয়, উহার একটু একটু অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাকিবা। দাঁতকপাটি লাগিলে, আরোকের ঘ্রাণে প্রতীকার না হইলে, উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দাঁতের মাড়িতে ঘসিতে থাকিবা। দড়কা সহ মৃগী, মাথার সম্মুখভাগ বা ব্রহ্মরন্ধ্র বসিয়া যাওয়া, বদন লাল ও স্ফীত, সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস, সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা ও তন্দ্রা থাকিলে।

কালী-কা—বহু উদ্গার হইয়া আক্ষেপের সমতা হইলে।

কাল্কা—ঋতুকালীন বা তাহার প্রাক্‌কালীন মৃগী। ভয়, দীর্ঘ পালা জ্বর, চর্ম্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়ার জন্য পীড়া, ও পূর্ণিমায় বিরক্তি, ঠাণ্ডা জল পানে ও পা দোলানয় বৃদ্ধি। আক্রমণের পূর্ব্বে মুখনাড়া, হৃদয়ে বেদনা ও ধড়ফড়ানি, যেন তাহার মধ্য দিয়া বা কড়ার নীচে দিয়া পার পাতায় কোন পদার্থ নামা, আক্রমণের পর মাথা ধরা, মাথা ঘোরা ও ঘাম, অতিশয় তৃষ্ণা ও ক্ষুধা; বমন, ভেদ। প্রচুর আহারে শরীর শীর্ণ, প্রচুর রজঃ, গলার বীচি আওরান। গণ্ডমালাধাতু, যাদের দাঁত খুব শীঘ্র কিন্তু অধিকাংশ সময় বিলম্বে উঠে, মাথা বড়, দেরিতে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগা, ঘাড়ের বীচি ফুলা, নিদ্রায় মাথা অধিক

ঘামা, পেট ডাগর ও শক্ত, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, এমত সকলের দন্তোদ্গম কালীন দড়কা, বিশেষ বেলের পর ভাল খাটে।

কাষ্ট-আ—মৃগী আক্রমণের পূর্ব্বে হৃৎপিণ্ড বেদনা ও চাপা।

কাষ্টিক—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেঁচুনি,দাঁত কিড়িমিড়ি,হাসি ও কান্না ; অনিচ্ছাধীন বা পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ; গা গরম, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; ঠাণ্ডা জল লাগায় পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ। উপর অঙ্গের দড়কা, সন্ধ্যায় নিদ্রাকালীন আক্ষেপ, চক্ষু বিকট, গা বরফবৎ।

ক্রিয়োস—দাঁত উঠা কালীন মাড়ি ফুলিয়া দড়কা ; নেবা ও দড়কা।

কুপ্রম্-আ—স্ফোটক-জ্বরে গুটী বসা জন্য দড়কা।

কুপ্রম-মে—দড়কার পূর্ব্বে শ্লেষ্মা বমন এবং বিরাম ও পুনঃ আক্ষেপ ; আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত ঝিমন ও ভোমামারা, আক্ষেপ কালীন চীৎকার করিয়া কান্না, ছট্‌ফটানি ও অঙ্গ বক্র করা, পেট ফোলা ও অনিচ্ছাধীন বাহ্যে হওয়া। কান্নায় বেদম হইয়া পায়ের পাতা তোলা পাড়া করা। লুকাইবার ইচ্ছা ; স্কারলেট বা আরক্ত জ্বরের গুটী অন্তর্হিত হইবার পর দড়কা, ঘুম ভাঙ্গার পর যাতনা বৃদ্ধি। পানীয় গিলিতে গেলে (Girgling) শব্দ হওয়া। মৃগী, অতিরিক্ত খেঁচুনি, এবং শিশু বিশেষ ক্ষর্তিকারক হইলে।

ক্রোকস—দড়কা সহ হাসি ও লাফান। দড়কা ও হুপিং কাশি পর পর।

গ্লোনিন—মৃগী আক্রমণের পূর্ব্বকালীন মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, তথায় পূর্ণতা বোধ, কাণ মধ্যে শব্দ, বুক ফাটিয়া পড়িবেক বোধ, হাত পায়ের অঙ্গুলি খেঁচুনি ও ছরকুটে পড়া। মাথায় রক্ত সঞ্চার জন্য শিশুর দড়কা ; খেঁচুনি সহ মাথা ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চয়, বদন পর পর লাল ও ফেঁকাসে হওয়া, হাতের আঙ্গুল সব ছরকুটে পড়া (সিকেল)। প্রসববেদনা কালীন দ্রুতাক্ষেপ, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, অচৈতন্য, হাত মুঠাবাঁধা ও বুড়া আঙ্গুল চেটর মধ্যে প্রবেশ করান। দাঁত উঠা কালীন দড়কা এবং বেলের লক্ষণ সদৃশ। মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহের সূত্র আরম্ভে ও স্থূলকায় শিশুর রোগ পক্ষে।

জিঙ্কিয়া-আ—দীর্ঘকালের মৃগী ; বিরামকালীন হতাশ। গাল ও ঠোঁঠ চুলকুনির পর, অজ্ঞান, আক্ষেপ ও খেঁচুনি, বিশেষ ডান দিকের ; বমন, বদন পাঙ্গাশ ও ফুলা বা গাল লাল ও গরম, কামাতুরতা ; স্ত্রীলোকের প্রদর, ও ঋতুর গোল।

জেল্‌স—ঋতু বন্ধ দরুণ মৃগী, গলা ধরা। আক্রমণের পূর্ব্বে মাথার পেছন দিকে পূর্ণতা ও বেদনা এবং ইহার পর কপাল ও ব্রহ্মতালুর জড়তা (Dull-feeling)। দাঁত উঠা কালীন দড়কা, হঠাৎ চীৎকার; জর-বোধ, মাথা-ভার; আক্ষেপকালীন বদন লাল ও ঘাড়ের শিরার সজোরে স্পন্দন এবং আক্ষেপ অবসানে ভোমামারা। মস্তিষ্কে পীড়া জন্য রোগ। (প্রসববেদনা কালীন ১২ ঘণ্টায় ৩৭ বার দড়কা, গুহ্য দ্বার অল্প মাত্র ফাক হওয়া, ও জল না ভাঙ্গা প্রভৃতি উপসর্গে ২০ মিনিট অন্তর ইহা প্রয়োগে এক ঘণ্টায় প্রসব হইতে দেখা গিয়াছে)। পাকাশয়ের উপদাহ জন্য পীড়া।

টার্ট-এ—বসন্ত হাম প্রভৃতি স্ফোটক-রোগের গুটি বসিয়া যাওয়া দরুণ দড়কা ও শ্বাস-কষ্ট এবং ত্বক পাঙ্গাশ বর্ণ।

নক্স—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণতা ও পেশীর অধিক চিড়িক মারা। মাতার অধিক সুরা বা কাওয়া পান বা গুরুপাক আহার জন্য স্তন্যজীবীর পীড়া; কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, চেকড়ান, অঙ্গ খেঁচুনি ও মাথা পেছন দিকে ঝোঁকান এবং রাগ বা বিরক্তি হইলে পুনঃ রোগের প্রকাশ। শিশুর দাঁত উঠা বা অন্য মতের অধিক ঔষধ ব্যবহার বা অজীর্ণতা বা পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় বশতঃ দড়কা পক্ষে; প্রত্যহ ২০।৩০ বার অঙ্গাক্ষেপ ও তৎকালে অতিরিক্ত ক্ষুধা, হাত মুঠা বাঁধা, সদা কান্না, মাথা এগোড়-ওগোড় করা এবং কখন বা গলার বীচি আওরান, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা। সূর্য্যোদয়ে দড়কা; চক্ষু, চক্ষুর পাতা ও মুখ খেঁচুনি, বদন চোপ্‌সান, আক্ষেপের পর চিত থাকা। পায়ের পাতা স্পর্শে দড়কা। বিরাম কালে বমন, প্রচুর ঘাম, কোষ্ঠবদ্ধতা, বদ মেজাজ, চটা। মৃগী—বহুদিনের—প্রথমতঃ রাগ হইতে উৎপন্ন, চক্ষুফুলা, কাণমধ্যে শব্দ, মুখ শুষ্ক, পেট ফাঁপা, হাত পায় ঝিঁঝিঁ লাগা, মাথা ঘোরা ও পশ্চাদ্ভাগে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে।

নাইট্রেট-আফ আমিল—মৃগীর উপক্রমে অর্থাৎ যখন উষ্মার (Aura) গতি অনুভব হয়, তৎকালে এই আরোকের ছিপি খুলিয়া নাকের গোড়ায় ধরিলে রোগ প্রকাশ না হওন সম্ভব।

পড—দাঁত উঠা কালীন পাঁচ রঙ্গা হড়হড়ে ভেদ, দড়কা, মাথা এগোড় ওগোড় করা (কল্‌চি)।

পাসিফ্লোরা-ইন—বিশেষ গরম দেশের টঙ্কার পক্ষে।

প্লাটিনা—অনতিদীর্ঘ বয়স্কদিগের আত্মমৈথুন জন্য শীর্ণতা ও দড়কা (কলচি); শিশুর দাঁত উঠা কালীন চোয়াল ধরা, অঙ্গ খেঁচুনি ও টঙ্কারের ন্যায় হওয়া, তৎপরে চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং কসের আক্ষেপ, পা উচু ও ফাক করিয়া চিত হইয়া থাকা, খুব সকালে রোগের আক্রমণ, বিশেষ বদনের পেশীর খেঁচুনি এবং স্পষ্ট বাক্য কহিতে অক্ষমতা, এককালে শূন্যজ্ঞান না হওয়া।

ফাইটোলকা—চিবুক বুকের দিকে টানা (বেল), টঙ্কার, দাঁতকপাটি, ঠোঁঠ উলটান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত, হাত মুঠা বাঁধা, পায় পাতা ছড়ান ও আঙ্গুল বাঁকান।

বেল—মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্য পীড়া, ঘুমন্ত চমকান, শিশুর আক্ষেপ, বদন আরক্তিম ও চক্ষুর পুত্তলির বিস্তৃতি ও কেঁদে কেঁদে উঠা, গোঁঙান, অঙ্গ চিড়িক মারা; অথবা একদৃষ্টি চাউনি, চক্ষুর পুত্তলির বিস্তৃতি, আলোকে আতঙ্ক, সমস্ত শরীর বা অঙ্গবিশেষ কাষ্ঠবৎ ও ঠাণ্ডা সহ হাত ও কপাল জ্বালা, বদন ও চক্ষু আরক্ত এবং বিকট, হাত পা ছোড়া, ত্বক গরম ও শুষ্ক, মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ, রোগের অবসানে তন্দ্রা এবং আক্রমণের পূর্ব্বে মুচ্‌কে মুচ্‌কে বা খল খল করিয়া হাস্য, ঘন ঘন দ্রুত শ্বাস, নাক ডাকা, বুক মুখ চাপা, চৈতন্য প্রাপ্তে অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও গাত্র স্পর্শে পুনঃ দড়কা; এবং সন্ধ্যা ও রাত্রে আক্ষেপ প্রবল হওয়া। স্থূলকায় এবং সুচতুর ও সুবোধ শিশুর এবং যে ঘুমন্ত চমকায় তাহার অধিক খাটে। দাঁত উঠা কালীন দন্ত কিড়মিড়ি শ্বাসনালীর আক্ষেপ, বদন ও মুখ খেঁচুনি এবং গলা ও অন্ননালীর আক্ষেপ জন্য দম আটকানর আশঙ্কা ও গিলিতে কষ্ট হইলে; ঘুম ঘুম, বদন চকচকে ও লাল এবং তথায় প্রচুর ঘাম বা শুষ্কতা ও উত্তাপ। মৃগীতে ব্যবহার্য্য।

ব্রাই—হাম বা বসন্তের গুটি বসার দরুণ দড়কা এবং চেতনাহীন অবস্থায় ইহা ও বেল অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর পর এবং ঠাণ্ডা জল সরু ধারাণীতে দিবা। দুই ঘণ্টায় প্রতীকার না দেখিলে বেল ও কুপ্রম পর পর এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে ষ্ট্রাম ও কুপ্রম, পূর্ব্বমত এবং সর্ব্বশেষ লাকাসি ও সল্‌ফর পর পর দেওয়া বিধি।

ভিস্কস—অধিক রজঃ ভাঙ্গা সহ মৃগী।

ভেরাট—হঠাৎ মনের প্রচণ্ড উত্তেজনা জন্য রোগ, বদন ঠাণ্ডা ও নীল, কপালে শীতল ঘাম, এককালে শিশুর আক্ষেপ ও উদরাময়, (গর্ভাবস্থা বা প্রসবের পর অঙ্গ-খেঁচুনি।)

ভেরাট-ভি—দাঁত উঠা কালীন উপর্য্যুপরি ঘন ঘন মূর্চ্ছা। উদরাময়ে রক্তহীনতা দরুণ দড়কা ও টঙ্কার। মৃগী—পূর্ব্ব উপসর্গ ভিন্ন।—গাঁজা ভাঙ্গা, সকল পেশীর ভয়ানক খেঁচুনী।

মস্কস—থেকে থেকে প্রচণ্ড অঙ্গ খেঁচুনি, টঙ্কার, হাত ও পায়ের পাতা শক্ত ও ছোড়া, পরে সেই অঙ্গে অতিশয় বেদনা। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের মৃগী।

সিমিসি—জরায়ু বা ডিম্বকোষে উপদাহ জন্য মৃগী, বিশেষ রজঃকালীন, অথবা বাতরোগ সম্মিলিত হইলে। দৃষ্টির ভ্রম, কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া; হাত, পা, মাথা, বদন, জিভ ও সমস্ত পেশীর খেঁচুনী, নাড়ী মৃদু দুর্ব্বল হওয়া।

মার্ক-আইড—শিশুর প্রস্রাবের অল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে।

মার্ক—কৃমি দরুণ ও রাত্রে দড়কা, নাক চুলকুনি, মাড়ি ফুলা, লালভাঙ্গা ও উদগার, পেট স্ফীত ও শক্ত, সবুজ ভেদ, হাত পা খেঁচুনি ও ছোড়া, শরীর কাষ্ঠবৎ, জ্বর, কান্না এবং আক্ষেপের পর নির্জীব হওয়া।

লাকাসি—জাগন্ত ভাল থাকা, কিন্তু কি দিবাভাগে কি রাত্রিকালে নিদ্রা-কালীন দড়কা, (বা অপর রোগ) দুই প্রহর রাত্রের পর ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার, কান্না, হৃৎকম্প, গোঁঙানি ও প্রবল খেঁচুনি, বিশেষ মুখপেশী এবং শরীর কাষ্ঠবৎ শক্ত হওয়া। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া, বদন ফেকাশে, মুখে ফেনা, বক্ষঃস্থলের স্পন্দন, পেট স্ফীত, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, তন্দ্রা। ইহা মৃগী তেও ব্যবহার্য্য।

লারো—আতঙ্কের পর দড়কা। আক্ষেপকালীন বা পূর্ব্বে কিম্বা পরে খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস, খেঁচুনির পর সমস্ত পেশীর পক্ষাঘাত। অঙ্গ খেঁচুনি, ত্বক্ কাল্‌চে, খটখটে দৃষ্টি, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, দাঁতকপাটি, আক্ষেপ-কালীন শরীর মধ্যে যেন তাড়িত হানা।

ষ্টামন—কৃমি জন্য জ্বর ও দড়কা। প্রতি দন্ত নির্গমন সময়ে হতচেতন, বদন পাঙ্গাশ ও দ্রুত আক্ষেপ হওয়া—বিশেষ সন্ধ্যার সময়।

সাইপ্রিডিয়ম—মস্তিষ্কের উপদাহ, অনিদ্রা, ঘুমন্ত হাসি। অসময়ে হাসি ও খেলা।

সিকুটা—হঠাৎ কাষ্ঠবৎ হইয়া যাওয়া ও এক দৃষ্টি চাহনি। মাথা ও উর্দ্ধ অঙ্গের প্রচণ্ড আক্ষেপ। মাথা পেছন বা সুমুখ দিকে ঝোঁকা। কৃমি জন্য রোগ। দড়কার পর নেতিয়া পড়া।

হেল—ভয়ানক অঙ্গ খেঁচুনি ও শরীর অতিরিক্ত শীতল হওয়া; অৰ্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, শিবনেত্র, নিঝ্‌ঝুম, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করা ও ঝেঁকে উঠা। নিদ্রিত অবস্থায় পেশীর চিড়িক মারা, মস্তিষ্ক মধ্যে যেন তাড়িতের গতি, পরে শরীর চালনা; ঝাঁইভাজার গুঁড়ার ন্যায় প্রস্রাবে তলানি পড়া।

হাইয়স—মৃগী ও অজ্ঞানতা; শরীরের অস্থিরতা; সৰ্ব্বাঙ্গের—মাথা হইতে পায়ের বুড়া আঙ্গুল পর্য্যন্ত—সকল পেশীর খেঁচুনি, এক লাগাড়ে আক্ষেপ; শিশুর দড়কা, ভয়ের দরুণ বা আহারের পর। শিশুর ঘুমভাঙ্গার পর ক্ষুধা, বদন কাল্‌চে, গাজাভাঙ্গা, জিভ কামড়ান। কৃমি, প্রসববেদনার সময় বা আঁতুড়ে অবস্থার অঙ্গখেঁচুনিতে অধিক ব্যবহার্য্য। বেলের ন্যায় ইহাতে মস্তিষ্কের পউসর্গ দেখা যায় না। অঙ্গসমূহের তেড়া বাঁকা গতি—প্রথমে এক, পরে পরে অপরাপর অঙ্গের উৎক্ষেপণ। কোন অঙ্গের শেষভাগের আক্ষেপ, অতিরিক্ত খেঁচুনি, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হওয়া। ঘুমন্ত অঙ্গ চিড়িক মারা, চমকান, মাথা ভার, খুঁতখুঁতে স্বভাব, মুখ কাঁপা ও গাঁজা ভাঙ্গা, দাঁত কিড়মিড়ি, চেকড়ান, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ত্যাগ, অঘোরে নিদ্রা ও ঘড়ঘড়ে শ্বাস, পান করিতে গেলেই দড়কা। Choreaতে খাটে। দুর্ব্বলতা, চলিতে পা টলমল করা, দূরস্থ পদার্থ নিকট বোধে উহা ধরিতে যাওয়া। যাহাদের দড়কার ধাতু, যথা—সৰ্ব্বদা অস্থিরতা, চেকড়ানি, পেটের গোল, জিভ অপরিষ্কার, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, তাহাদের পক্ষে দুধের সঙ্গে অল্প অল্প বাখারি চুণের থিতন জল (Lime water) দেওয়ায় বিশেষ ফল হয়। রোগাক্রমণ কালীন গাত্রাবরণ সকল খুলিবা, মাথা উচ্চ রাখিবা, বদনে মাঝে মাঝে জলের ছিটনি মারিবা ও বিশুদ্ধ টাট্‌কা বায়ু সেবন করিতে দিবা এবং মাথায় সৰ্ব্বদা ঠাণ্ডা জলের পটী দিয়া রাখিবা।

হাইড্রোসাই-আ—বদন, চোয়াল ও পীঠের আক্ষেপ, শরীর নীল বা কাল্‌চে

বর্ণ হওয়া। চীৎকার করিয়া হঠাৎ পতন, চোয়াল ধরা, গলা ঘড়ঘড়ানি, মুখ বিকৃতি, অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়ী, ভয়ঙ্কর চেহারা, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত, গলা ফুলা, শরীর শক্ত, পেট স্ফীত। হতাশ বা চটা ও বিরক্ত। কথন কথন আক্রমণের পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম।

সিনা—ক্রিমি জন্য রোগ, শিশুর একগাল লাল ও অপরটী শাদা, কদর্য্য নিঃশ্বাস ত্যাগ; নাক খোঁটা ও রগড়ান, সর্ব্বদা ঢোক গেলা, কাশি, প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে শাদা হওয়া, আক্ষেপ বুকে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীর শক্ত হওয়া।

সিমিসিফুগা—দাঁত উঠার দরুণ দড়্কা। বদন ও চক্ষু আরক্তিম, চক্ষুর সাড়াধিক্য, খুঁতখুঁতে হওয়া। কেবলমাত্র বাম দিকের আক্ষেপ।

সিলিসা—মৃগী—তিথী ঘটিত রোগ, বিশেষ কৃষ্ণপক্ষে, রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া অথবা কপাল গরম, বা মাথা রাত্রে ঘামা, বা ঘাড় হইতে ব্রহ্মতালু পুনঃ পুনঃ বেদনা, সকালে শিরঃপীড়া ও মাথাঘোরা এবং উহা খুব ভারি বোধ, মানসিক শ্রমে অপটু এবং নিস্তেজ চেহারা হওয়া।

কালোফিলম—ঋতুর গোলযোগ জন্য ও প্রকাশ হইবার কালীন মৃগী।

ষ্ট্রাম—অজ্ঞান, অচেতন, মাথা পেছন দিকে নিক্ষেপ, বিশেষ উর্দ্ধ অঙ্গ খেঁচুনি, বদন লাল ও স্ফীত, জড়ের চেহারা, চীৎকার, বদনের অতি ভয়ঙ্কর খেঁচুনি জন্য বিকৃত দৃশ্য; শরীর স্পর্শনে বা উজ্জ্বল চকচকে পদার্থ দর্শনে রোগের পুনরাক্রমণ।

সল্ফর—মৃগীর আক্রমণের পূর্ব্বে যেন শরীরের মধ্য দিয়া কোন পদার্থ গতিবিধি করিতেছে, চীৎকার, শরীর শক্ত; ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ উপস্থিত। অনেক সময় (বেলের পর) ইহার পর কথন কাস্কা ব্যবহার্য্য।

হাইড্রাষ্টিস—পূর্ব্ব ঔষধ প্রয়োগের পর বদনে লাল লাল দাগ হইলে।

মৃগী রোগগ্রস্তের একা থাকা অবিহিত।

প্লম্বম—মৃগী ও পক্ষাঘাত রোগে। রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে পা ভার ও অসাড়, এবং দীর্ঘস্থায়ী অচৈতন্য; গলা দিয়া একটা গোলা উর্দ্ধে উঠা বোধ, অঙ্গ খেঁচুনি।

আবিসিম্থিয়ম—অঙ্গ খেঁচুনির পর অজ্ঞান হইয়া পতন, জিভ কামড়ান,

মুখে গাঁজা ভাঙ্গা। (ব্যাঙের ছাতা কোঁড়ক খাওয়া, দড়কাদি রোগে বিশেষ উপযোগী, কারণ ঐ বিষ নাশ করা ইহার রাসায়নিক কার্য্য।)

মূর্চ্ছা।

আঘাত—বিশেষ মাথায় লাঠি মারায়—অধিক রক্তপাতে বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখায়, অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক যাতনায়, অধিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়, ভিড়ের মধ্যে, অথবা সংকীর্ণ ও বদ্ধ বায়ু মধ্যে দীর্ঘকাল থাকায়, পুরাতন ও দুর্ব্বলকারী পীড়া ইত্যাদি কারণ উপস্থিত হইলে; হঠাৎ এককালে বলহীন, শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম, পাঙ্গাশ বর্ণ হওয়া, কাণ মধ্যে শব্দ, সরিসার ফুল দেখা, শ্বাস ও সাড়ত্ব শক্তি রহিত প্রায়, নাড়ী ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্য ইহার লক্ষণ। মস্তিষ্কে রক্তের গতির যে কোন কারণে ব্যতিক্রম হইলে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। পীড়িত, দুর্ব্বল, বিশেষ স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের অধিক হয়। অনেক সময় মিনিট কতক পরে ইহা সারে। কঠিন জ্বর আরোগ্যের পর হঠাৎ ঝোঁকে জোরে উঠা, অধিক রস রক্ত ক্ষয় জন্য কিম্বা হৃৎরোগ সম্বন্ধে মূর্চ্ছায় অনেক স্থলে সাংঘাতিক হইয়া থাকে। মূর্চ্ছায় মৃত্যুর সকল লক্ষণই উপস্থিত হয়, তবে বিশেষ এই যে, ইহাতে বগল গরম ও চক্ষু সতেজ থাকে, নাকের আগায় তুলা বা আয়না ধরায়, তুলা যদি নড়ে ও আর্সিতে যদি দাগ পড়ে, তবেই শ্বাস চলিতেছে জানা যায়। মূর্চ্ছা যাইবা মাত্রেই তাজা ও বিশুদ্ধ বায়ু বিশিষ্ট জনতা শূন্য স্থানে মাথা নীচু করিয়া শোয়াইবা এবং গলা, বুক ও পেটের বস্ত্রাদি খুলিয়া বা ঢিলা করিয়া দিবা; পরে বদন, ঘাড় এবং আবশ্যক মতে কড়ার নীচে পেটে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিবা ও বাতাস করিবা। কপাল ও মাথা গোলাপ জলে বা লেভাণ্ডার ওয়াটার দিয়া ধৌত এবং কব্জা, চেট ও হাত পা ঘর্ষণ করা বিধি। এ সকলে ফল না দর্শিলে ও শরীর ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে কর্পূরের আরোক (বা অভাবে গুঁড়া কর্পূর) মধ্যে মধ্যে ঘ্রাণ লইতে দিবা অথবা নিসাদল বা আমোনিয়া শোঁকাইবা। ওডিকলম বা গোলাপ জল।

আতঙ্ক বা ভয় হইতে মূর্চ্ছা—আকন, ওপি, কলসি, কফি।

আঘাত, পতন, চোটলাগা—আর্ণিকা।

হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা—ইগ্নে, কামো।

অতিরিক্ত যাতনা—আকন, ককু, কামো।

ক্ষিপ্তকারী—ভেরাট।

রস রক্ত ক্ষয় ও দুর্ব্বলতা জন্য—চিন; আর্স আলাণ্ট্রিস, কার্ব্বো, ভেরাট।

পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা—নক্স-ম, মস্কস, লাকাসি, ষ্ট্রাম।

আহারের পর মূর্চ্ছা—নক্স, ফস-অা।

প্রসবের পর—আর্স, চিন। এ বড় ভয়াবহ অবস্থা; এই সময় ২।৩ মিনিট অন্তর এক পলা জল দিয়া অল্প অল্প ব্রাণ্ডী খাইতে দিবা; শরীর (A teaspoon-ful) বরফবৎ হইলে আর্স ৫ মিনিট অন্তর এবং শরীর গরম ও চেতনা হইলে চিন ১৫ মিনিট অন্তর দিবা।

মূর্চ্ছা সহ হৃৎ রোগ—কাষ্টস, ডিজিট।

অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর—ভেরাট।

অতিরিক্ত আহ্লাদ—আকন, ওপি, কফি।

শোকে—ইগ্নে।

রাগ ও বিরক্তি জন্য—কামো, নক্স, পল্‌স।

প্রাতে মূর্চ্ছা—নক্স।

অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে—কার্ব্বো।

আকন—অতিরিক্ত হৃৎকম্প, রক্ত ঊর্দ্ধগ, কাণ মধ্যে শব্দ, বদন পাংশু, একদৃষ্টিতে চাউনি, মানসিক উত্তেজনা, হঠাৎ ভয় পাওয়া।

আর্ণিকা—আঘাত, পতন ও চোট লাগা জন্য রোগ।

আলাষ্ট্রিস—অতিশয় দুর্ব্বলতা, সাড়াধিক্য, নিস্তেজতা, পাংশু বর্ণ, মূর্চ্ছা, ক্রমে পীঠ বুক ও উরুতে ঘাম।

কফি—ভয় জন্য রোগ এবং আকনাইটে না সারিলে।

কামো—কোন প্রকার মানসিক অধিক উত্তেজনা জন্য, ব্যথার প্রাবল্য হেতু এবং ঐ সঙ্গে মাথা ঘোরা, সব আঁধার দেখা, বধিরতা ও গা আড়মাড়।

কাক্টস—বুক যেন লৌহ পাত দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে বোধ, এবং আবশ্যক মত তাহার প্রসারণ না হইতে পারা জন্য শ্বাস-কষ্ট। নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে দমআটকান ও মূর্চ্ছা, বদনে শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী তর্জ্জনি ছাড়া।

ডিজিট—সর্ব্ব প্রথম কিছুকাল নাড়ীর ক্ষণ-লুপ্ত গতি, পরে মূর্চ্ছা। হৃৎ-রোগ সম্বন্ধীয় পীড়া সহ মৃত্যুর চেহারা এবং ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকা। (এমত সঙ্কটাবস্থায় যে পর্য্যন্ত শরীর গরম না হয় আর্স দশ মিনিট অন্তর দেওয়া যাইতে পারে।

কার্ব্বো—নিদ্রার বা সকালে উঠার পর বা শয্যায় থাকা অবস্থায় মূর্চ্ছা। অধিক রক্ত ক্ষয়, বা তরুণ রোগ বা জ্বরের পর ইহা দেখা দিলে। অধিক পারা ব্যবহারের পর।

চিন—রক্ত ক্ষয়, ঘোড়ার জোলাপ ব্যবহার, প্রচুর ঘর্ম্ম, বহু দিন পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন দেওয়া, রাত্রি জাগরণ বা অধিক মানসিক শ্রম জন্য পীড়া।

নক্স—অধিক বা গুরু আহার, অথবা খাবার সময়ের অনিয়ম জন্য রোগ, বিশেষ গর্ভাবস্থায় বা রোগীর শুশ্রূষা নিমিত্ত অধিক ভাবনা চিন্তা ও রাত্রি জাগরণ জন্য গা বমি বমি, কিছু দেখিতে না পাওয়া, মধ্যে মধ্যে চক্ষুর সম্মুখে অগ্নির ফিন্‌কি দেখা, পাকাশয়ে বেদনা, কাঁপুনি, রক্ত ঊর্দ্ধগ হওয়া।

নক্স-ম—মূর্চ্ছার ধাতু ও যে সকল বামার ঋতুর গোল বা উহা এককালে বন্ধ ও যাহারা সদা ঝিমায়।

ফস-অ—আহারের পর মূর্চ্ছা এবং নক্স দিয়া প্রতীকার না হইলে—বিশেষ যথায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্য পীড়া।

নক্স-স—মূর্চ্ছা সহ বুকে আক্ষেপ অথবা তৎপরে মাথা ধরা, এবং সন্ধ্যা বা রাত্রে, বা বাহিরে হইলে।

লাকাসি—মূর্চ্ছাকালীন পূর্ব্বে বা পরে হাঁপানি, সরিষারফুল দেখা, বদন পাঙ্গাশবর্ণ, গা বমি বমি, বমন, শরীর শক্ত, চোয়ালে খাল লাগা, খেঁচুনি, বদন ফুলা, নাক দিয়া রক্ত পড়া, বুকে বেদনা বা ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া।

ষ্ট্রাম—প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা, মৃতবৎ হইয়া হঠাৎ ধড়াস করিয়া পড়িয়া যাওয়া, শ্বাস অবরুদ্ধ প্রায় হওয়া এবং এইরূপ প্রত্যেক বার দীর্ঘকাল থাকা।

ভেরাট—অল্প শ্রম, এমন কি বাহ্যের বেগ দিতে মূর্চ্ছা। অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর রোগ। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে মনোকষ্ট ও হতাশ হওয়া।

হিপর—অসহ্য বা পাগল করিয়া ফেলে এমন ব্যথার পর মূর্চ্ছা, অথবা সামান্য শ্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছা হওয়া।

কাম্ফর—আদত আরোক—মূর্চ্ছা ও মাথার সম্মুখ ভাগ বসিয়া যাওয়া।

ভেরাট-ভি—ঘন ঘন মূর্চ্ছা।

হাইয়স—ঘুমন্ত চমকান, মাথা ভারি, খিটখিটে।

ব্রাই—গুটী বসা দরুণ রোগ, কাশি ও শ্বাস কষ্ট।

ওপি—(ভয় হইতে মূর্চ্ছা)—বদন আরক্তিম, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, নাক ডাকা, চক্ষু উপর দিকে তুলা।

মূর্চ্ছা—যুবতীর অধিক হয়—আঘাত লাগা, বিশেষ মস্তকে, ঘুরপাক খাওয়া, অতিরিক্ত বা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, অধিক শোক বা আনন্দ (Pleasure) ভোচ-কানি (দীর্ঘ অনাহার), অধিক রক্তপাত বা ভেদ, অধিক রাগ বা অপমান, অধিক গরম গৃহে থাকা, গরম জলে স্নান, সমারোহে অবস্থান ; খুব শীতে আগুনকে পেছম করিয়া আহার করা, রক্তপাত দর্শন অথবা বাধক বেদনার পর ইত্যাদি কারণে মূর্চ্ছা।

বালকের—মূর্চ্ছা সহ হাঁপানির যন্ত্রণা (with asthmatic sufferings)—
লাকাসি ; ক্রিয়োস, বার্ব।

— রস রক্তক্ষয় জন্য—চিন, কার্বো, নক্স, ভেরাট।

— রক্তের ফুটনি জন্য—আকন, নক্স, পিটোল, বেল।

— নাক দিয়া রক্তপড়া—ক্রোকস, লাকাসি।

— সন্ধ্যায়—নক্স, মস্ক; কাল্কা, নেট্রম, লাইক, হিপ।

— সহ বদন স্ফীত (Bloated) আর্স।

— পাঙ্গাশ; আকন, নক্স, পল্স, লাকাসি।

— লাল—আকন।

— আতঙ্ক (ভয়) হইতে আকন, ওপি ; ইগ্নে।

— শোক—ইগ্নে, ষ্টাফিস।

— মাথাধরা—গ্রাফাইট, নেট্রম, লাইক, ষ্ট্রাম।

— তাপ—নক্স, পিট্রোল, বার্ব।

— ঘরের উত্তাপ জন্য—ক্রিয়োস, স্পাইজি।

— হিষ্টিরিয়া রোগের; ইগ্নে, কার্ব্বো, ককু, কোনাই, নক্স ম, মস্ক।

— আহারের পর, নক্স, সস-আ।

— প্রাতে—নক্স, কোনাই।

— নড়া চড়ায়—নক্স, ভেরাট।

— সহ গা বমি বমি—নক্স, নেট্রম, লাকাসি।

— বাতে—নক্স, মস্ক।

— বেদনা হইতে—আকন, কামো, হিপর।

— সহ হৃৎপিণ্ডে বেদনা—লাকাসি।

— হৃৎকম্প—আকন, নক্স-ম।

— ঘাম—বার্ব, লাকাসি,

— দাঁড়াইতে গেলে—আকন।

— সহ শীত কাঁপুনি (Shivering) আকন, কলসি, কাক্কা।

— দৃষ্টির গোল—কাক্কা, নক্স, লাকাসি।

— নাক ডাকা—ষ্ট্রাম।

— কাঁপুনি—নক্স।

— মাথাঘোরা—আর্স, কার্ব্বো, লাকাসি।

— বমন—নক্স, পল্‌স, লাকাসি, সল্‌ফর।

মৃগী।

কোথায় কিছু নাই, রোগীর হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়া, চক্ষু মাথায় উঠা, ধড়-বিকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপর দিকে তুলা, দাঁত লাগা, ক্ষণে ক্ষণে এপাশ ওপাস, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা ও প্রচণ্ড গোঁচুনির পর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল গাঢ় নিদ্রা, পরে কোন অসুখের অভাব, কেবল মাত্র কিছু দুর্ব্বল বোধ। কাহারো বা বহু মাস অন্তর, কাহারো বা প্রত্যহ ২০।৩০ বার হয়। সামান্যতঃ রোজ ২।৩ বার অথবা ২।৩ দিন অন্তর একবার দেখা যায়, কাহার বা পূর্ব্বাহ্নে মাথা বেদনা, দৃষ্টি-মালিন্য, চক্ষু-সম্মুখে অগুনের ফিন্‌কি, হৃৎকম্প প্রভৃতি উপসর্গ অথবা পায়ের বুড়া আঙ্গুল বা অপর দূরস্থিত অঙ্গ হইতে ব্যথা হৃৎপ্রদেশ বা মাথায় উঠা। কাহারো দৃষ্টি, শ্রবণ, আস্বাদ, ঘ্রাণ শক্তির ব্যতিক্রম হয় এবং কাহারো বা উষ্মা বা ভাব উর্দ্ধে উঠিয়া অচেতন করে এবং রোগী চীৎকার করিয়া ঢুলিয়া পড়ে। তৎকালে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত, শ্বাসরোধ প্রায়, গিলিতে না পারা, গলা ঘড় ঘড়, মুখে ফেনা, চোয়াল ধরা, বদনের পেশীর নানা ভঙ্গি, শরীর ঠাণ্ডা ঘামে আবৃত, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ও বমন, পরে অঘোর নিদ্রা, তাহা ভাঙ্গার পর কখন কখন বহুদিন মাথা ধরা থাকা, যে কথাটি বলিতে বলিতে রোগাক্রান্ত হন, বহুক্ষণের পর সুস্থ হইলে পদের বক্রী বাক্য গুলিন বলেন—তাঁহার পক্ষে রোগের কাল ও ঘটনা সব অস্থায়ী ও অলিক মাত্র।

১০ হইতে ২০ বৎসর বয়ক্রমকাল মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। নবযুবতীর অনেক সময় ইহা ঋতু-সংক্রান্তই হয়, যথা রজঃ প্রচুর বা বন্ধ হইলে, কখন বা গর্ভাবস্থায় ভয় শোক বিরক্তি জন্যও হইয়া থাকে; আত্ম মৈথুন, অধিক শ্রম, আঘাত বা চোট লাগা, গরমির পীড়া, বাত, প্রভৃতি কারণ হইতে রোগ প্রকাশ পায়। রোগ হঠাৎ মারাত্মক নহে বটে, কিন্তু ইহাতে স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধির ক্রমশঃ হ্রাসতা হয়। অবশেষে সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া জীবিতগণের গলগ্রহ স্বরূপ থাকিতে হয়। মৃগী রোগগ্রস্তের ক্ষুধা খুব বাড়ে, কিন্তু কোনমতে এককালে অধিক খাইতে দিবা না, বিশেষ রাত্রিকালে। একা থাকিতে বা পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া স্নান করিতে দিবা না। কিছু কিছু ব্যায়াম আবশ্যক এবং সর্ব্বদা হর্ষিত রাখিতে চেষ্টা করিবা এবং তজ্জন্য হাল্কা কার্য্যে ও ধর্ম্ম কর্ম্মে মন নিযুক্ত রাখা বিধি। অল্প বয়সে বা আনুষঙ্গিক পীড়া হইলে আরোগ্য সম্ভব, তবে পুরুষ পুরুষা-

গত, অথবা প্রকৃত রোগ কিম্বা দীর্ঘকালের রোগ হইলে ইহা সারা সুকঠিন। তবে অনেক স্থলে সুনিয়মে থাকিলে কতকটা ভাল থাকে। ঝাড়ান বা মেস্‌মেরিজমে কখনও বিশেষ উপকার হয়। কুদৃষ্টি, ডাইনে খাওয়া, পেঁচয় পাওয়া প্রভৃতি সমস্ত স্নায়বিক রোগ মাত্র, জানত বা অজানত মেস্‌মেরাইজার বা রোজারা ঝাড়াইয়া ও জল পড়া দিয়া নিরাময় করে। ভূত প্রেত ডাইন থাকে থাকুক, কিন্তু সংসারের যাবতীয় পদার্থ নিয়মাধীন। প্রকৃতিকে বিশেষ রূপ জানার নামই বিজ্ঞান। যিনি যত পরিমাণে ইহাকে জানিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ক্ষমতাশীল হইয়াছেন।

রোগ আক্রমণ কালে পীড়িতকে শয়ন করাইয়া তাহার গলা ও বুকের কাপড় বা বন্দ খুলিয়া দিবা এবং মুখ মধ্যে একটা কাক ছিপি পুরিয়া দিবা, যেন আপন জিভ কামড়াইয়া রক্তপাত না করে এবং নিকটে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি হাত পা ধরিয়া রাখে এরূপ করিবে। ঘুমুলে আর ভাবনা নাই। দীর্ঘস্থায়ী হইলে মধ্যে মধ্যে কর্পূরের আরোক শুঁকিতে দিবা।

অজীর্ণকারী খাদ্য জন্য—ইপি, নক্স।

ঘর্ম্ম বন্ধ জন্য—আকন, নক্স, বেল, লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা।

তাম্র বা সেঁকো বিষের ধূম লাগা জন্য (আর্স-তাম্র বিষে)—কুপ্রম, ভেরাট, মার্ক।

পারা অধিক ব্যবহার জন্য—ষ্ট্রাম।

ভয় বা আতঙ্ক জন্য—ওপি, কামো, কুপ্রম, নক্স, হাইয়স।

মাথায় আঘাত দরুণ—আকন, ককু, বেল, সল্‌ফর, সিকুটা।

রস রক্ত ক্ষরণের দরুণ দুর্ব্বলতা জন্য—কাল্কা, নক্স, সল্‌ফর, সিলিসা।

রক্ত ঊর্দ্ধগ (সবলীর) জন্য—ইগ্নে, ওপি, নক্স, বেল।

সুরা বা তামাক বা অপর নেসার আধিক্য হেতু—ওপি, কুপ্রম, নক্স, লাকাসি, হাইয়স, (বেল-আফিমের)

আতপ-তাপ বা সর্দ্দি গর্ম্মি হইতে রোগে—মার্ক-ক।

বড় ক্রমি হইতে—সাণ্ট নাইন।

ফিতে ক্রমি হইতে—কোসো।

ঊর্দ্ধনৃত্য—তাণ্ডব রোগ। (CHOREA.)

মুখ মণ্ডল ও অঙ্গপেশী হাস্যজনক ভাবে কম্পিত ও সঞ্চালিত হওয়া। এক বা বহু পেশীর অনিচ্ছাধীন আক্ষেপ এবং তজ্জন্য অঙ্গ অতিরিক্ত তেড়া বাঁকা হইয়া যাওয়া। যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে এবং বালক অপেক্ষা বালিকার অধিক হইতে দেখা যায়। এ রোগে বিশেষ ভয় নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক সময় মানসিক শক্তিকে দুর্ব্বল এবং ক্বেচিৎ বা জড়প্রায় করিয়া তুলে। ভয়, বিরহ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উত্তেজনা, হঠাৎ চর্ম্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়া; বাত, ক্রিমি, আত্ম-মৈথুন, এ সমস্ত রোগের উদ্দীপক কারণ। কখন কখন অন্যের দেখা দেখি ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে। সাধারণে ইহা উড়ো-বাতাস-লাগা কহে। স্ত্রীলোকের মেটে-পাণ্ডু বা রক্ত-হীনতা জন্য হইলে সেই রোগের ঔষধ দিবা।

বেল—বদনের আক্ষেপ, মাথা ধরা, তোতলা কথা, হাত পা কাঁপার দরুণ চলিতে অশক্ত হওয়া।

কাল্কা-কা—শরীরের এক দিকের আক্ষেপ, দাঁত উঠা কালীন রোগ, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুর।

কাষ্টিক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেড়া বাঁকা হওয়া, রাত্রে তজ্জন্য ঘুমের ব্যাঘাত।

সিনা—ক্রিমি জন্য।

ককু—ডান বাহু ও ডান পায়ে অনিচ্ছাধীন গতি; বদন স্ফীত, নীলাভ, হস্ত যেন শীতে তোবড়ান।

হাইয়স—হাত ছোড়া, টলে টলে চলা, হাতের বস্তু আপনি পড়িয়া যাওয়া—ধরিতে গেলে ফস্‌কান; খুব বকা।

ইগ্নেসা—মানসিক উত্তেজনাজনিত রোগে—আহারে বৃদ্ধি ও চিত শয়নে সমতা। নূতন নূতন রোগে গাল কপাল চক্ষু-গোলক নড়া ও আপেক্ষযুক্ত হওয়া; বাতের উৎক্ষেপণ ও অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব।

আকন—বাহু ও হাত কাঁপা, বাম হাত বা উরুর খঞ্জতা ও অসাড়তা, উভয় পা কাঁপা, টলটল করা, শিশুর ভয় পাওয়া জন্য ও ক্ষীণা যুবতীর অধিক শ্রম, রাত্রি জগরণ ও শুশ্রূষা বা অধিক স্তনপান করান জন্য ও অতিরিক্ত শ্রম জন্য।

পল্‌স—নম্রপ্রকৃতি যুবতী ও বিলম্বে ও কষ্টে যাহার প্রথম রজঃ প্রকাশ হয়।

ষ্ট্রাম—সর্ব্বাঙ্গে বা এড়োএড়ি আক্ষেপ ; স্মরণশক্তি যাওয়া ; ভয় বা ভাবনা জন্য রোগ ও রাত্রের আলোক বা আয়না বা জল দেখিলে রোগ প্রকাশ ; সর্ব্বদা হাত ও বাহু নাড়া, হাত ও পায়ের আক্ষেপ।

কুপ্রম—এক দিকের কোরিয়া।

আলুমি—যথায় ঘুমাইলে উপসর্গ থাকে না।

নক্স—সমস্ত বা এক এক পেশীর নড়ন—মেরুদণ্ডের উপদাহ।

কালোন—অল্প বয়স্কার ঋতু অনিয়মাধীন ও কষ্টজনক হওয়া জন্য রোগে।

ভেরাট-ভে—পেশীর গোলমেলে গতি, বদনের ভয়ানক বিকৃতি, মাথা উৎক্ষেপণ, ধড় বাঁকা হওয়া, কথা স্পষ্ট না কহা।

জিঙ্ক—শরীর ও বদনের অনেক পেশীর কাঁপুনি।

ওপি—বদনের পেশীর আক্ষেপ, ঠোঁঠ ও জিভের কাঁপুনি, ঘুমন্ত থাকা, বদন পাঙ্গাশ ও রক্তহীন।

সিলিসা—শরীরের এক দিকে কাঁপুনি ও চিড়িক মারা—নিদ্রাকালীন বন্ধ থাকা। ঠাণ্ডার দরুণ রোগ।

স্পাইজি—হৃৎকম্প, বুকে চাপুনি, হাত ঠাণ্ডা, চেটোয় ঠাণ্ডা ঘাম।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাত দুই প্রকারের হয়—একে সাড়ত্ব-শক্তি, অপরে গতি-শক্তি থাকে না। কেচিৎ উভয় শক্তি হীন হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গ জীবিত-মৃতবৎ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। শিশুর এ উভয়বিধ রোগ এককালে হইতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে কোন উপসর্গ ভিন্ন ব্যাধি হঠাৎ প্রকাশ পায়। শরীরের মুড়ার দুর্ব্বলতা প্রধান লক্ষণ এবং অনেক সময় উহা এক দিকে মাত্র হইয়া থাকে। কখন কখন ঘণ্টা কতক পূর্ব্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, বাঁদিকের সাড়াধিক্য, বা ঝিঁ ঝিঁ লাগা ও ঠাণ্ডা হওয়া। মাথা ধরাও দেখা দেয়। ইহার পর ঐ অঙ্গের উন্নতি বা বৃদ্ধি হয় না, দিন দিন কৃষ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। প্রথম রোগ ভৈষজ্য-সাধ্য। যতই দীর্ঘকালের হয়, ততই নিরাময়ের আশা কমে। কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসকের এলে দেওয়ার কথা নহে। ভগবানের অসীম ভাণ্ডারে বিবিধ উপায় আছে, চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া লউন। (এ সম্বন্ধে সবি-

রাঁম জ্বর চিকিৎসার উপক্রমণিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি) অর্দ্ধ অঙ্গে বা এক দিকে বা অঙ্গ বিশেষে রোগ হইয়া থাকে।

এক দিকের পক্ষাঘাত—আম্রাকাড়া, আলুমি, এস্কুলস, ককু, নক্স, নেট্রম, ফস, রস, লাকাসি, মার্ক, সল্ফর, সেপি।

উপর অঙ্গের পক্ষাঘাত—আকন, ককু, কল্‌চিকম, কাল্কা, কাষ্টিক, চিন, টার্ট-এ, ডাল্কা, নক্স, নাইট্রম, মার্ক, রস, লাইক, সেপি, ভেরাট।

নিম্ন বা অধঃ অঙ্গের—আলুমি, আর্ণিকা, ককু, কল্‌চি, কালী-কা, চিন, ডল্কা, নক্স, প্লম্বম, ফস, বেল, ব্রাই, ভেরাট, মার্ক, রস, সল্ফর, সিকেল।

চক্ষু পাতার—ওপি, জেল্‌স, ভেরাট, সেপি, স্পাইজি।

জিভের—গ্রাফাইট, ককু, কাষ্টিক, ডল্কা, লাকাসি, হাইয়স।

বাক্ যন্ত্রের—কান্থ, কাষ্টিক, ষ্ট্রাম।

বদনের—কাষ্টিক, ওপি, ককু, গ্রাফাইট, নক্স।

চোয়ালের—আর্স, ডল্কা, লাকাসি।

গল-নলি বা গিলিবার যন্ত্রের—ককু, কুপ্রম, জেল্‌স, কাষ্টিক, প্লম্বম, বেল, লাকাসি, ষ্ট্রাম, সিকুটা, সিলিসা।

হাতের—আর্স, কাষ্টিক, কুপ্রম, জিঙ্ক, নেট্রম, ফেরম, রস, রুটা, সিলিসা।

আঙ্গুলের—আম্ব্রা, কাল্কা, কুপ্রম, নেট্রম, ফস, মাগ্নিসা, সিকেল, সিলিসা।

মূত্রস্থলির—আর্স, ওপি, ডাল্কা, কান্থ, নেট্রম-ফস, ফস, লারো, লাইক, লাকাসি, সিকুটা, হাইয়স।

মলাশয়ের—আলুমি, ফস।

মলদ্বারের—কলসি, হাইয়স, আকন, ফস, বেল, লারো।

পায়ের পাতার—গুলিয়াগুর, প্লম্বম, বেল, রস, সল্ফর, চিন, ককু, নক্স, আর্স।

পায়ের—ককু, ওপি, নক্স, বেল।

আক্ষেপ জন্য—আর্স, ককু, কাষ্টিক, কুপ্রম, নক্স, প্লম্বম, রস, সল্ফর, সিকেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স।

আত্মমৈথুন বা অধিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য পক্ষাঘাত—নক্স, নেট্রম, ফেরম, ককু, চিন, সল্‌ফর।

ওলাউঠার—কুপ্রম, ভেরাট, সল্‌ফর, সিকেল।

ঘাম বন্ধ জন্য—কল্‌চিকম।

ঠাণ্ডা লাগা—আর্ণিকা, কল্‌চি, কাষ্টিক, ডল্কা, মার্ক, রস।

ডিপ্‌থিরিয়া জন্য—আর্স, জেল্‌স, নেট্রম, লাকাসি।

ভেজা জন্য—কাষ্টিক, রস।

মনের উত্তেজনা জন্য—আর্ণিকা, ইগ্নে, নেট্রম, ষ্টানম।

রস রক্ত ক্ষয় জন্য—চিন, চিন-স, বারাইটা, সল্‌ফর।

শ্রম শারীরিক—আর্ণিকা, আর্স, রস।

সংন্যাস জন্য—আর্ণিকা, ওপি, আনাকার্ড, কোনাই, কাষ্টিক, কুপ্রম, নক্স, প্লম্বম, বারাইটা, লাকাসি, লারো, ষ্টানম, সিকেল।

সবিরাম (পালাজ্বর)—আর্ণিকা, আর্স, নক্স, নেট্রম, রস, লাকাসি।

জ্বর—টাইফস্—ককু, কুপ্রম, রস, সল্‌ফর।

স্ফোটক বন্ধ জন্য—কাষ্টিক, ডাল্কা, সল্‌ফর, হিপর।

শিষা বিষ জন্য—আর্স, ওপি, কুপ্রম, প্লাটিনা (বেল, সিকেল, কালী হা, (মাড়িতে নীল দাগ শিষাবিষের বিশেষ লক্ষণ)

সেঁকো বিষ জন্য—গ্রাফাইট, চিন, ফেরম, হিপর।

হিষ্টিরিয়ার পক্ষাঘাত—রোগীর পা টেনে চলা—আকন, ইগ্নে, নক্স, জেল্‌স, সিমিসা।

কেরাণির ও বাদ্যকরের পক্ষাঘাত—হাতে খাল লাগা, বাহুতে ঝিঁ ঝিঁ এবং ঐ সঙ্গে হয়তো ঘাড় ব্যথা, তোতলা কথা ও হৃৎপ্রদেশে অসুখ—ইগ্নে, এস্কুলস-গ্লা, অলাট্রিস, আর্ণিকা।

পারা ব্যবহার জন্য—নাইট্রি-আ, ষ্ট্রাম, ষ্টাফিস, সল্‌ফর, হিপর।

আইওডিন—হিম ঠাণ্ডা লাগা, অপুষ্টিকর আহার এবং যাহাতে জীবন শক্তির হ্রাসতা হয়, এরূপ কারণ হইতে পক্ষাঘাত রোগে।

আকন—পক্ষাঘাত সহ অঙ্গের শীতলতা ও সাড়ত্ব কমা ও শুড়্‌শুড়্‌নি হওয়া। স্থানীয় রোগ, যথা বদনের পক্ষাঘাত, বিশেষতঃ শুষ্ক শীতল বাতাস লাগা জন্য রোগ। পা (উভয়) ভার, যেন তাহাতে পোকা মাকড় উঠিয়াছে বোধ হওয়া; খুব ঠাণ্ডা, এককালে সাড়ত্ব হীন হওয়া।

আর্ণিকা—আঘাতাদি লাগা, পুরাতন সবিরাম জ্বর, সংন্যাস বা দুর্ব্বলকারী পীড়ার পর পক্ষাঘাত।

আনাকার্ড—সংন্যাসের পর রোগে, স্মরণ শক্তির অভাবে, মনের দুর্ব্বলতায়, ইচ্ছা-শক্তির ধ্বংসে।

আর্স—শিষার বিষনাশক—ঐ বিষ হইতে রোগে ইহা উপকারী। পক্ষাঘাত সহ অতিশয় বলক্ষয়ে।

আলুমিনা—দাঁড়ার রোগ জন্য পক্ষাঘাত, পায়ের পাতা অসাড়, এবং বেড়াইতে অসক্ত; তবে দিনের বেলা কতক পারেন, এবং তৎকালে ফেল্‌ফেলে চাহনি।

ইগ্নেসা—শোকাদি মনের উত্তেজনা অথবা রোগীর শুশ্রুষাদি জন্য রাত্রি জাগরণ কারণে পীড়া।

এস্কুলস-লা—পায়ের পক্ষাঘাত।

— হি—বাহু ও হাতের পক্ষাঘাত।

— গ্না—এক পা ও এক দিকের পক্ষাঘাত, বাক্য জড়তা, মাথাভার ও ঘোরা, খাদ্যে ঘৃণা, দৃষ্টি মালিন্য।

ওপি—সংন্যাসের পর পক্ষাঘাত ও অসাড়ত্ব; মাতালের ও প্রাচীনের রোগ, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ।

ওলিয়ণ্ডার—অঙ্গ শক্ত ও পক্ষাঘাত; সর্ব্ব শরীর অসাড়; দাঁড়ালে হাঁটু এবং লিখিলে হাত কাঁপা। পক্ষাঘাত আক্রমণের বহু পূর্ব্বে মাথা ঘোরা।

ককু—পায়ের পাতা, জিভ, অন্ননলীর উর্দ্ধাংশ (হাত ও বাহুর) এবং অধঃ-অঙ্গের, বিশেষ মূত্রস্থলি প্রদেশের পক্ষাঘাত। বাতের খঞ্জতা। যাহাদের দুর্ব্বলতা জন্য বুক ধড়ফড়ানি ও মূর্চ্ছা হয়। যখন পীড়া কোমরে আরম্ভ হয়। সর্দ্দির পর, সহ পায়ের পাতা ফুলা ও ঠাণ্ডা বোধ। সংন্যাসের পর রোগ

প্রকাশ। চক্ষু সম্মুখে নানা কাল্পনিক দৃশ্য, পুত্তলির বিস্তৃতি, কাণ মধ্যে গুণ গুণ ভন ভন শব্দ।

কল্‌চিকম—সর্ব্ব শরীরের ঘাম হঠাৎ বন্ধ অথবা পায়ের পাতা ভিজা জন্য পক্ষাঘাত।

কালী-কা—ট্যাক ও উরু প্রদেশের দুর্ব্বলতা ও সাড়ত্বহীনতা; হাত ও আঙ্গুলের আক্ষেপ।

কাষ্টিক—পক্ষাঘাত, বিশেষ এক দিকের, সহ মাথা ঘোরা, দৃষ্টির ক্ষীণতা, নৈরাশ্য, মৃত্যু ভয়, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় বদন বা জিভের পীড়া এবং কষ্টে গেলা বা কথা কহা। সংন্যাস বা দীর্ঘকালের চর্ম্ম-রোগের বন্ধ জন্য পক্ষাঘাত।

কালোফিলম—প্রসবের পর বা জরায়ু স্থল ভ্রষ্ট দরুণ সাড়ত্ব ও গতি-শক্তি উভয়ের নাশ।

কুপ্রম—স্ফোটকাদি রোগ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় এবং সংন্যাসের পর অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, ওলাউঠা ও টাইফস জ্বরের পর পক্ষাঘাত। চক্ষুপাতা মুদ্রিত, খুলিলে গোলক ঘোরা—শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল ও ঠাণ্ডা।

কোনিয়ম—সংন্যাসের পর পক্ষাঘাত, হাত পায়ের সাড়ত্ব কমা ও ভার বোধ।

চিন—অধিক রস রক্ত ক্ষয়, অধিক ভেদ, বমি, ঘাম অথবা পুতি জনিত দুর্ব্বলকারী পীড়া জন্য পক্ষাঘাত।

জিঙ্ক—সুরাপানে রোগ বৃদ্ধি।

জেল্‌স—সাড় থাকা, কিন্তু গতি শক্তি-রাহিত্য, চক্ষুর পাতা ফুলা, গিলিতে কষ্ট। বিশেষ ডিপ্‌থিরিয়ার পর পক্ষাঘাত। রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে মাথা ভোঁ ভোঁ করা ও পাভার।

ডল্কা—ঠাণ্ডা বাতাস, হিম, জল লাগা জন্য স্ফোটক বা গুটী বসা—বিশেষ একটা রোগ ছাড়িয়া পক্ষাঘাত হওয়া পক্ষে। দীর্ঘকাল আর্দ্র স্থানে বাস জন্য পীড়া বৃদ্ধিতে। হাত, পা ও জিভের পীড়ায়। যথা অসাড় বাহু, বরফবৎ ঠাণ্ডা।

নেট্রম—অর্দ্ধ অঙ্গের পক্ষাঘাত, পাছার সংকোচন। সবিরাম জ্বর বা

ডিপ্‌থিরিয়া অথবা অতিরিক্ত কাম-চরিতার্থতা বা রাগ নিমিত্ত রোগে অতিশয় শীর্ণতা, সর্ব্বদা অঙ্গ নড়া, সামান্য শ্রমে দুর্ব্বল হওয়া।

নক্স—অপূর্ণ পক্ষাঘাত—বদন, বাহু বা পায়ের। তৎসহ মাথা ঘোরা, স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য, চক্ষু সম্মুখে আঁধার, কাণ মধ্যে শব্দ, অক্ষুধা, পাকাশয় জ্বালা, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় এবং আহার ও পানের পর বমন। কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ মাতাল পক্ষে। ঊর্দ্ধ বা অধঃ অঙ্গের বা এক দিকের অথবা হাত বা পায়ের এবং মেরুদণ্ডের চর্ব্বি বা মজ্জার পীড়া জন্য রোগ। অধিক পারা ব্যবহার বা শিষাবিষ শরীরস্থ হওনের দরুণ পক্ষাঘাত।

পল্‌সম—সকল অঙ্গের পক্ষাঘাত; ঊর্দ্ধ অঙ্গের রোগ সহ স্বরবদ্ধতা ও অস্ফুট বাক্য; কাঁধ, বাহু, কক্ষা, হাত ও আঙ্গুল, সকলের বা একটী মাত্রের ঐরূপ ও অধঃঅঙ্গেরই ও ধড়েরও রোগে। পীড়িত অঙ্গ রক্তহীন হওয়া; রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে ও তাহার সাড়ত্ব কমে। মানসিক বৃত্তির গোল ও অতিরিক্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, ইহার বিশেষ লক্ষণ। শীতাপেক্ষা বসন্তকালের রোগে অধিক ফল-দায়ী। শিষা-ব্যবসায়ীর রোগে।

ফেরম—অধিক রসরক্তক্ষয় জন্য পক্ষাঘাত। দুর্ব্বল পাংশুবর্ণ শিশুর পক্ষে।

ফস্—দাঁড়ার পীড়া জন্য, অধিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা জন্য অথবা প্রসবের পর পক্ষাঘাত। পীঠ হইতে পায়ে শুড়্‌শুড়নি ও ছেঁড়া।

বেল—সংন্যাস—মাথায় রক্ত সঞ্চয়—একদিকে পক্ষাঘাত, অপর দিকের আক্ষেপ, বদনের আক্ষেপ।

বারাইটা—অল্প বয়স্কের মুখ হা করে থাকা ও তথা হইতে থুথু গড়ান, জড়ের চেহারা; প্রাচীনের, বিশেষ সংন্যাস পরে, বালকবৎ হওয়া, স্মরণ শক্তি যাওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপা, বিশেষ জিভের পক্ষাঘাত।

মার্ক—হাত পা সর্ব্ব শরীর শক্ত ও অনড় হওয়া ও কাঁপা, শরীর ও মনের অতিরিক্ত গ্লানি।

রস—জলে ভেজা, অতিরিক্ত শ্রম জন্য মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত; সর্ব্বশরীর শক্ত হওয়া, টানা ছেঁড়া কামড়ান, পায়ের পাতা দীর্ঘকাল ঠাণ্ডা থাকা। স্থির থাকায় বৃদ্ধি, আগুনের কাছে থাকা, আস্তে আস্তে নড়ায় ও হাত পা ছড়ানয় ভাল থাকা।

ল্যাকাসি—সংন্যাসের পর রোগ; বিশেষ বাম দিকের পীড়া, কদর্য্য কাঁপুনি, হুম্‌ড়ি খাওয়ার ন্যায় গতি।

ষ্টানম—এক দিকের, বিশেষ বাম দিকের পক্ষাঘাত এবং সেই পাশের বাহু ও বুকে প্রকাণ্ড ভার থাকা এবং রাত্রে পুনঃ পুনঃ ঘাম।

ষ্ট্রাম—দড়কার পর পক্ষাঘাত। অথবা এক দিকে আক্ষেপ, অপর দিকে পক্ষাঘাত।

সল্‌ফর—টাইফস, স্ফোটক জ্বর, পাচড়াদি চর্ম্মরোগ বন্ধের পর পক্ষাঘাত অথবা ধাতু-বিকৃতি জন্য অন্য ঔষধে প্রতিকার হইতেছে না বুঝিলে ইহা প্রয়োগ বিধি।

সিলিসা—বাম হাতের পক্ষাঘাত সহ অঙ্গুলির শীর্ণতা ও সাড়ত্ব-হীনতা, পায়ের পক্ষাঘাত, সকালে বৃদ্ধি সহ মাথা ভার ও কাণ মধ্যে শব্দ।

সিকেল—আক্ষেপ ও সংন্যাসের পর রোগ এবং সেই অঙ্গ শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইতে থাকা, অনিচ্ছাধীন অসামাল শৌচ প্রস্রাব।

হিপর—অধিক পারা ব্যবহারের পর পক্ষাঘাত।

দাঁতকপাটি—টঙ্কার।

ভূমিষ্ঠের ১২ ঘণ্টা পরে কখন কখন রোগ প্রকাশ পায়। শিশু কাঁদিতে থাকে, মাই খায় না, কিছুক্ষণ পরে দড়কা উপস্থিত হয়, হাত মুঠা বাঁধা, ধড়ের টঙ্কার, চোয়াল বন্ধ, পা ও অঙ্গুলি তেড়াবাঁকা, নিলবর্ণ ঠোঁঠ, মাড়িতে লাগা, কিছু গিলিতে গেলেই আক্ষেপ এবং আহার অভাবে এককালে বলক্ষয় হইয়া অচেতন প্রায় অথবা অঙ্গ-খেঁচুনি হইয়া মৃত্যু।

আঙ্গুষ্ঠরা—দুইটা ঠোঁঠ উল্টান ও দাঁত বা মাড়ি বেরিয়া পড়া—ঠোঁঠ ও গাল নীল, আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস।

নক্স—থেকে থেকে পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ, খেঁচুনি বৃদ্ধি হইয়া পেছন দিকের টঙ্কার, গলা সংকোচন, গিলিতে কষ্ট—নেসাখোর ও বড় চটা ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে। পুনঃ পুনঃ ও অল্পক্ষণ স্থায়ী, এবং পাকাশয়ের খাল লাগা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

ফাইটো—মুড়া শক্ত, হাত দৃঢ় মুষ্টি, পায়ের পাতা বিস্তৃত ও আঙ্গুল তেড়াবাঁকা। ঠোঁঠ ওল্‌টান ও পেশী শক্ত, বদন ও ঘাড়ের পেশীর খেঁচুনি, পরে গরম হইয়া পুনর্ব্বার খেঁচুনি। ইহা পুনঃ পুনঃ হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী; এবং পাকাশয়ে থাল লাগা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে।

বেল—স্বসম্ভূত পীড়া—চাবালি বদ্ধ হওয়া, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, বিকৃত চেহারা, পীঠ শক্ত হওয়া ও তথায় ব্যথা, পান করাতে রোগ বৃদ্ধি। পুত্তলী বিস্তৃত, তাকানে দৃষ্টি, অনিচ্ছাধীন শৌচ প্রস্রাব।

ষ্ট্রাম—হাত-খেঁচুনি, হঠাৎ ঘুমন্ত চম্‌কান, কান্না এবং উজ্জ্বল বা চকচকে পদার্থ দর্শনে পুনর্ব্বার দড়কা।

সিকুটা—শরীর হঠাৎ টঙ্কার ন্যায় শক্ত ও অনড় হওয়া, বদন স্ফীত ও নীলাভ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাকান বা স্থির দৃষ্টি। সামান্য স্পর্শে বা কথা কহাতে পুনর্ব্বার আক্ষেপ।

হাইড্র-আ—শরীর নীল, বিশেষ পীঠ, চোয়াল ও বদনের পেশীর পীড়া।

ইগ্নে—ঘাড় ও পীঠ ব্যথাযুক্ত ও শক্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়ান, চোয়ালের সন্ধি-স্থানে থাল লাগা—জৃম্ভনে সর্ব্বদা ইচ্ছা, কিন্তু মুখ-ব্যাদানে অশক্ত। গলা মধ্যে পদার্থ থাকা বোধ—যেন পোকাপূর্ণ। স্পর্শ করায় বৃদ্ধি।

হাইয়স—পীঠের দিকে টঙ্কার। মুখে গাঁজা ভাঙ্গা ও ভয়ঙ্কর চেহারা, গলা সঙ্কোচন, কিছু বিশেষ তরল পদার্থ গিলিতে অশক্ত, (ষ্ট্রাম) পা ও পায়ের পাতা ছট্‌কানো ও ছোড়া। সন্ধ্যা এবং আহার ও পানে বৃদ্ধি।

দাঁতকপাটি।

নব প্রসূতের প্রথম কয়েক দিন মধ্যে হইতে দেখা যায়। মাই টানিতে পারে না, যদি কথঞ্চিৎ টানে ত উঠে পড়ে। ২।৪ দিন মধ্যে সাংঘাতিক হয়। ঠাণ্ডা লাগা খাবার দুধ, কুৎসিত বায়ু অথবা স্থানীয় উত্তেজনা জন্য রোগ প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথমে, কারণটী বা কারণগুলি দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবা।

আর্ণিকা—স্থানীয় উপদাহ জন্য রোগে (এক ছটাক জলে ১০ ফোটা

আদত আরক)। ঐ জল দিয়া ব্যথিত স্থান এক বা দুইবার করিয়া ধৌত করা।

কামো—ঠাণ্ডী জন্য রোগে—ইহাতে ফল না দর্শিলে বেল।

বেল—যে স্থানে রোগের কারণ নিশ্চিত করা যায় না। এবং ইহাতে উপকার না হইলে লাকাসি ও হাইয়স পর পর।

নক্স—সর্দ্দি উপসর্গ থাকিলে।

ওপি—খুব কঠিন রোগ, ঠাণ্ডী হইতে রোগ, পেছন টঙ্কার। অথবা আঘাতের পর দাঁতকপাটি। আর্ণিকা দিয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ফল না হইলে। ভয় (আতঙ্ক) হইতে রোগ। ৬ ঘণ্টায় উপকার না হইলে হাইয়স।

রস ও ইগ্নে—ইহাদের একক বা পর পর দেওয়া হয়—ধড় খিলানের মত হওয়া এবং (Tendon) কণ্ডার বা সন্ধিতে আঘাত জন্য বা মাথার পেছন গুড়মুড়ায় ঠেকা—ইহা ভয় হইতে হইলে।

অন্ধকার গৃহে স্থিরভাবে রাখিয়া, নিকটে গোল হইতে দিবা না। দাঁড়ায় এক এক বার ৫।৬ ঘণ্টা বরফ লাগাইবা।

স্নায়বিক শূল—পায়ের।

উরু দেশের পশ্চাৎ পদতল পর্য্যন্ত সিয়াটিকা (Sciatica) নামক ভয়ানক ও দীর্ঘস্থায়ী স্নায়ু-শূল রূপ বেদনা হয়। অনেক সময় থেকে থেকে ধরে। প্রায়ই এক, কেচিৎ উভয় পায়ে আক্রমণ করে। অধিকাংশ সময় ভাল জীর্ণতা অভাব জন্য; তদ্ভিন্ন ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, জলে ভেজা, ঠাণ্ডী লাগা, আর্দ্র গৃহে বাস, রাত্রি জাগরণ, কসা জুতা ব্যবহার, জরায়ুর গর্ভাবস্থার চাপ বা যন্ত্র দ্বারা প্রসব করান, যে কোন কারণে ঐ স্নায়ু চাপিত হয়, তাহা হইতেই রোগের উৎপত্তি। ব্যথা অল্পে অল্পে ও আস্তে আস্তে এবং সন্ধ্যা ও রাত্রে অধিক বাড়ে। স্পর্শে যাতনাধিক্য, কিন্তু কসিয়া চাপায় স্বস্তি। কাহারও কাহারও নিয়ত নড়ায় আরাম; কাহারও বা সামান্য গতি, কাশি, হাঁচি বা বাহ্যের বেগে মৃত্যুবৎ হওয়া। কখন কখন পীড়িত পা ঠাণ্ডা, পরে গরম বোধ; কোথাও বা সেই দিকের পায়ের ডিম্বে বা

পাঁর তলায় খাল লাগে। অতিরিক্ত যন্ত্রণা কালীন বেদনা উর্দ্ধ পাছার দিকে উঠে।

স্নায়বিক—আর্স, কামো, জেল্‌স, সিমিসি।

বাতের—আকন, কালী-আ, গোয়াকম, নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস।

ডান পায়ের—কল্‌সি।

জ্বালা—আকন, আর্স।

কনকনানি—ইগ্নে, জেল্‌স।

সেঁটে ধরা—জেল্‌স।

অতিরিক্ত—কামো, জেল্‌স, সিমিসি।

নিয়মিত সময়ে ধরা (Peaiodical)—আর্স, সিমিসি।

তীক্ষ্ণ (Sharp)—আকন, ইগ্নে, জেল্‌স।

বেঁধা (Shooting)—জেল্‌স।

বৃদ্ধি, রাত্রে—কামো, সিমিসি, পল্‌স, আর্স, আকন, রস, বিশেষ ১২টার পর।

— সন্ধ্যায়—পল্‌স।

— প্রাতে—নক্স, পল্‌স। বৈকালে—বেল।

— বিরামে (Rest)—রস। বসায় বৃদ্ধি পক্ষে পল্‌স।

স্বস্তি—ঠাণ্ডায় ও বাহিরের বাতাসে—পল্‌স। উত্তাপে—আর্ণিকা। ঐ সঙ্গে অঙ্গ সংঙ্কোচন—নক্স,। শক্ত হওয়া—নক্স, সিমিসি।

— অঙ্গ সরু হওন—আর্স, কামো, মার্ক। নাড়ায় সমতা—রস।

— অনিদ্রা—আকন, জেল্‌স, সিমিসি।

— চটা স্বভাব—কলসি, কামো।

আকন—ডান পায় Sciatica।

কলসিন্থ—অধিকাংশ সময়ে বাম পদে ছেঁড়া, বেঁধা, স্ক্রু করা, নড়া বা স্পর্শে বা রাগে বৃদ্ধি, অস্থিরতা, উদ্বেগ।

ইগ্নে—কন্‌কনানি, বিশেষ সেই পা নড়ায়, বিশেষ কোমল ও খেদান্বিত স্বভাব অথবা খুব উল্লাসান্বিত, আবার সেইরূপ নিরাশান্বিত স্বভাব। পাছায়

গুপ্‌গুপুনি, যেন তথাকার গাঁইট (Hip) ফেটে পড়িবেক। প্রথম এক দিন অন্তর, পরে প্রত্যহ, সহ শীত ও তৃষ্ণা, (তাপ ও ঘাম অভাব)। গর্ম্মিতে অদৃশ্য, শীতে পুনর্ব্বার দেখা দেওয়া।

নক্স—প্রাতে বৃদ্ধি এবং অঙ্গ যেন শক্ত ও সঙ্কোচিত হওন জন্য অঙ্গ সকল ভাল না খেলান এবং শীত শীত ও পক্ষাঘাতের ন্যায় হওয়ায় বিশেষ চটা। নীচে হইতে উর্দ্ধ দিকে টানা ছেঁড়া, কোষ্টবদ্ধতা, বাহ্যে কালে সমস্ত পার পাতা পর্য্যন্ত যাতনা।

সিমিসি—দুর্ব্বলতা, কাঁপুনি, নড়ায় যাতনা, পেশী শক্ত, সড়্‌সড়ানে শীত। অতিশয় আতঙ্ক, নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল এবং কখন কখন অসম স্পন্দন, বাতিক বৃদ্ধি, অনিদ্রা, থেকে থেকে বা যথানিয়মিত সময়ে যাতনা। ইহাতে ব্যথা না সারিলে—বিশেষ কেবল রাত্রকালে যাতনা উপস্থিত বা বৃদ্ধি হইলে—কালী, আই, কিন্তু ইহা দিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা সলফর দিবা।

গোয়াকম—বিশেষ বাত বা gout গ্রস্ত রোগীর বুক জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষতঃ রোগ যদি বড় ক্রূর হয়।

আকন, রস, ব্রাই বা সিমিসি, ইহার মলম করিয়া সকাল ও রাত্রে গরম গরম লাগানয় এবং অন্তরস্থ করিলে, অর্থাৎ খাইলে উপকার হয়। বাহির প্রদেশে গরম বস্ত্র দিয়া ফোমেণ্ট।

ব্রাই—নড়ায় কষ্ট, স্থির থাকিলে ভাল থাকা।

কাল্কা—জলে (দাঁড়াইয়া) কাজ করায়, অথবা মেরুদণ্ডের হাড়ের পীড়া সহ রোগ। বেদনা কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ে নামা এবং নিয়ত তথা অসুখ।

কফি—অনিয়মিত কালে সিয়াটিক স্নায়ু শূলুনি। রাত্রে বৃদ্ধি সহ অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

ককু—পাছাপ্রদেশ কসিয়া স্ক্রু করা হইতেছে। বেদনা তাড়িতবৎ পায়ে গতিবিধি, নড়ায় বৃদ্ধি। পা ঠাণ্ডা, শীত সহ ঘাম, শীত ও তাপ পর পর, অনিদ্রা, শীর্ণতা, ঐ স্থানে ঝিঁ ঝিঁ লাগার ন্যায়, কষ্টের চেহারা।

ফেরম—অল্প বিরামে বেদনা, রাত্রে বাতের দরুণ শয্যা হইতে উঠা—প্রথমে সে পায়ে দাঁড়াইতে অশক্ত, কিন্তু নিয়ত নড়ায় ও বেড়ানয় (দৌড়াদৌড়িতে) কমা। বাম কাঁধে বেদনা।

জ্যাফালস—পায়ের স্নায়ুর ভয়ানক যাতনা এবং উহার বড় শাখার বিস্তৃতি, কখন কখন ঐ যাতনার পরিবর্ত্তনে অসাড়ত্ব ও তৎকালে বেড়ানয় কষ্ট।

লাকাসি—বেদনা সর্ব্বদা স্থান পরির্ত্তন করে, কখন মাথায়, কখন দাঁতে, কখন পায়ের স্নায়ুতে, সহ বাতিকের উপসর্গ, বুক ধড়্ফড়্, পেট জ্বালা (অগ্নিশিখার ন্যায়) ও বামার রজঃ বন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা।

লেডম—(Hip joint) খঞ্জতা, শয্যায় গরম হইলে বৃদ্ধি; ঐ অঙ্গ ঠাণ্ডা, শীত নীচে আরম্ভ হইয়া উদ্ধে উঠা।

লাইক—পাছার বেদনা; শক্ত, দুর্ব্বল ও সড়্সড়ানি; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠ ও বায়ু বদ্ধ, প্রস্রাব লাল ও ঘোলাটে।

প্লম্বম—উরুর পেছনের স্নায়ুর বেদনা জন্য কষ্টে বেড়ান, পরে বলক্ষয়, কাশি।

ফাইটো—উরুর বাহির দিকে চাপা, বেঁদা, টানা, কামড়ান, নড়া, চাপায় ও রাত্রে বৃদ্ধি।

সেপি—গর্ভাবস্থায় রাত্র ৩টা হইতে ৫টা থেকে ধরা—সেই পার শিরা ফোলা। পুরাতন রোগে বেদনা গুড়মুড়ায়, স্থির থাকিলে ভাল থাকা।

সল্ফর—পুরাতন রোগ, আর উহাতে প্রতিকার না হইলে,বিশেষ চর্ম্মরোগ বন্ধ জন্য পীড়ায়।

Telker—ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে যাতনা বৃদ্ধি।

ভেলিথিয়জ—দাঁড়ালে বেদনা অসহ্যকর, যেন উরু ভেঙ্গে যাবে।

স্নায়ু শূল।

NEURALGIA—TIC.

প্রায়ই বদন, রগ বা মস্তকের কোন স্নায়ুর মুড়ামুড়ি কন্কনানি, জ্বালা, বেঁদার ন্যায় অসহ্যকর যাতনা। থেকে থেকে ধরে। অধিকাংশ সময় চক্ষের নিম্নে বা কাণের সম্মুখে আরম্ভ হয়। ক্রমে মুখমণ্ডলের ও মাথার এক দিকে বা চক্ষুর খোঁদল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি পায়। আলোক, শব্দ, স্পর্শ, নড়া, কথা কওয়া বা আহারে ইহার বৃদ্ধি এবং ঘাড় শক্ত হওয়া ও বদনের পেশীর চিড়িক্মারা। রোগ বড় ক্রূর এবং অনেক সময় ঔষধ মানে না।

কখন কখন রোগ অল্প সময়, কখন বা বহু দিন অবস্থান করে। ইহা দুই প্রকারের, এক কোন স্নায়ুর প্রদাহ বশতঃ (তখন ইহাকে টিক Tic বলে) কখন বা অপর কোন যন্ত্রের পীড়ার আনুষঙ্গিক, তৎকালে ইহাকে নিউর্‌্যাল্‌জিয়া (Neuralgia) কহে।

অতিরিক্ত হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ আব হাওয়ার পরিবর্ত্তন, আঘাত বা চোট লাগা, আব (Tumor) আদির চাপ, ক্ষয়দাঁতের উপদাহ, ইত্যাদি রোগের কারণ।

আকন—যাতনা জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় (কামো); বদন লাল বা পাঙ্গাশ ও উত্তপ্ত, উদ্বেগ, এক দিকের ব্যথা, ভয়, উঠিলে মাথাঘোরা এবং জ্বর, অস্থিরতা। (পূবে শুষ্ক বাতাসে অনেক সময় হয়)। (পায়ের মাত্র টিক শূল, রাত্রে বৃদ্ধি।)

আর্স—নিয়মিত এক সময়ে ধরা, বিশেষ রগে ও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে, যেন উত্তপ্ত ছুঁই ফুটুনি বা বিঁধুনি, রাত্রে বিশেষ ১২টায় যাতনা অসহ্য, অত্যন্ত বল-ক্ষয়। নড়াচড়ায় ও বাহিরে তাপ লাগানয় আশু প্রতিকার। বহু দিন যাতনা জন্য নিদ্রা অভাবে বা শীর্ণতা বা উদরের পীড়ার জন্য রোগ। পায়ের শূলে অসহ্য যাতনা, এমন জালা, যেন উত্তপ্ত ছুঁই দিয়া বিঁধার ন্যায় বোধ হয়। (আকন, কামো)

বেল—চক্ষুর নিম্নে প্রচণ্ড বেদনা এবং তথায় ঘর্ষণে উপস্থিত উপকার। (স্পর্শে উত্তেজিত—কলসি, চিন, ফস।) গালের হাড়ে, নাকে এবং বদনের এক পার্শ্বে বেঁধা। কন্‌কনানি ছেঁড়া সহ ঘাড় শক্ত হওয়া ও চোয়াল ধরা, চক্ষুগোলকে প্রচণ্ড ছেঁড়া বা বেঁধা, বদনের পেশীর আক্ষেপ, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, (আকন), ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, নিদ্রার পর বা জাগিয়া উঠায় বড়ই বৃদ্ধি। বেদনা খুব বাড়িয়া আবার হঠাৎ বন্ধ হওয়া, অথবা অন্য অঙ্গে প্রকাশ, পাদশূলেও এইরূপ।

কাষ্টিক—বদনের হাড়ে বিশেষ চক্ষুর নীচে সেঁটে ধরা বা স্পন্দন। ডান দিকে চাকি মালা হইতে রগ অবধি সেঁটে ধরা (ডিপার), কাশিতে কাশিতে অসামাল প্রস্রাব। ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, আর্স।

কামো—ফুঁড়ুনি, চিড়িকমারা, অসহ্যপ্রায় ও তজ্জন্য এগোড় ওগোড় করা;

ব্যথার জন্য চীৎকার ও মাথায় গরম ঘাম; বেদনা জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়—যথোচিত ভদ্র জবাব দিতে অশক্ত; এক গাল মাত্র গরম ও লাল। পাদশূলেও ঐরূপ।

চিন—নিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত যাতনা, বেঁধা ছেঁড়া এবং ত্বকের সাড়াধিক্য এবং একটু স্পর্শে বৃদ্ধি। এক দিন অন্তর বৃদ্ধি, বিশেষ দুর্ব্বলতা এবং অধিক রস-রক্তক্ষয় জন্য; খুব বকা, বড় চটা, বদন কখন পাঙ্গাশ, কখন বা লাল।

সিমিসি—চক্ষুগোলকে অতিরিক্ত ও এক নাকে বেদনা, সম্মুখের মস্তিষ্ক (Cerebrum) যেন অধিক বলিয়া জ্ঞান এবং উহার উপর দিক দিয়া তাহা যেন ফেটে বাহির হইবে বোধ হওয়া। উত্তেজনা বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্য রোগ, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

কলসি—বদনের বাম দিকে (সেপি) ব্যথা আরম্ভ হইয়া তথা হইতে রগ, নাক, কাণ, দাঁত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচণ্ড ছেঁড়া ও বেঁধা, এবং স্পর্শে বা নড়ায় বৃদ্ধি। (স্থির থাকায় এবং গরম লাগানয় সমতা) রাগ হইতে রোগ।

জেল্‌স—এত হঠাৎ ব্যথা ধরে যে, তজ্জন্য চমকান; মস্তিষ্কে দপ্‌দপানি আরম্ভ হইয়া কপাল ও চক্ষুতে যাওয়া; চক্ষুর পাতা বড় ভার, চক্ষু খুলিয়া রাখিতে অশক্ত (রস, সেপি); দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও মনের গ্লানি। যাতনা গেলেও সেস্থান অত্যন্ত কোমল। (পায়ের শূল—খুব ভিতরে সেঁটে ধরা, বেঁধা সহ অস্থিরতা ও শীত)

হিপর—মালাচাকিতে আরম্ভ হইয়া কাণ ও রগ অবধি বিস্তৃত (পল্‌স)। অধিক পারা ব্যবহার দরুণ রোগে। বাহির বাতাসে বৃদ্ধি ও বদন আবর্ত্তন করায় সমতা। খুব সর্দ্দি ঝরা, গলাভাঙ্গা ও প্রচুর ঘাম।

মার্ক—ক্ষয়া দাঁতে ছিঁড়া ন্যায় ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইয়া যে দিকে বেদনা, সেই দিকের বদনে বিস্তৃতি (ষ্টাফিস) ও গলার বীচি আওরান, কখন কখন কাণ অবধি। চক্ষু দিয়া প্রচুর জল ঝরা ও মুখ আসা, ঘাম অধিক হইয়া সমতা না হওয়া, (সমতা হওয়া স্থলে—ভেরাট্ট) ঠাণ্ডা হইতে রোগ।

নক্স—কপাল, বিশেষ নাকের ঠিক উর্দ্ধভাগে, সেঁটে ধরা, ছেঁড়া বা চাপুনি। বদন ও চক্ষুর নিম্ন প্রদেশের স্নায়ুর বেদনা, ঐ প্রদেশে সাড়ের কম

হওয়া, চক্ষু লাল ও জল ঝরা, নাক দিয়াও খুব ঝরা। কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ আসা। চটা ও একা থাকিতে ইচ্ছা। (See Teeth) (পদের ও উহার সাড় কম)। প্রথমে ফোঁপরা দাঁতে, পরে উভয় চোয়ালে এবং বদন ও রগের হাড়ে। গরম ঢাকা ও নিদ্রায় সমতা—ঠাণ্ডা বাতাসে বা দাঁত মধ্যে অন্ন প্রবেশে অথবা গরম পানে বা গরম ঘরে বৃদ্ধি। দাঁত ঢক্কা, মাড়ি ফুলা।

ফস—চোয়াল, নাকের গোড়া, চক্ষু ও রগ টেনে ধরা ও ছেঁড়া, বিশেষ বাম দিকের। বদন ফুলা ও পাঙ্গাশ হওয়া ও চুল্‌কুনি, মাথাঘোরা, কাণের শব্দ, ব্যথা ও শঙ্খধ্বনি। পেট খালি বোধ ও উহার দুর্ব্বলতা; মল কঠিন, সরু ও লম্বা ও কষ্টে ত্যাগ (কাষ্টিক।)

পল্‌স—অধিকাংশ সময় বদন ও মাথার ডান দিকেই হয়; চোয়াল হইতে চক্ষু ও রগ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ও সেই চক্ষু দিয়া প্রচুর জল ঝরে (মার্ক, নক্স)। গরম ঘরেও শীতানুভব; কাঁদা ও কষ্ট জানানর ধাতু (ইগ্নে, সেপি); অজীর্ণতা গা বমি বমি, ঋতুর গোল।

রস—মালাচাকির হাড়, কাণ ও নাকের গোড়ায় টেনেধরা, জ্বালা, ছেঁড়া, স্থির থাকায় বৃদ্ধি, সর্ব্বদা নড়ায় কতক সমতা। বিশেষ ভেজার পর বা বাদলার পর, যেন দাঁত গুলা খুব লম্বা বোধ, ছট্‌ফট, আইচাই।

মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল।

Neuralgia Tic douloureux.

কোন বিশেষ স্নায়ুর রোগে ইহাকে Tic বলে; অন্য কোন যন্ত্রের পীড়া সহ (sympathey) সহানুভূতি থাকা দরুণ রোগে Newralgia কহে।

Debility—দুর্ব্বলতা জন্য—আর্স, চিন, সিমি, নক্স, সাইপ্রি।

Inflamation—প্রদাহ জন্য—আকন, বেল, জেল্‌স।

Paroxymal—(থেকে থেকে) আকন, আর্স, গ্লোসিস।

Periodical—(নিয়মিত সময়ে)—চিন, আর্স।

Rheumatic—বাত জনিত—আকন, সিমিসি, রস, জেল্স, ব্রাই।

Sudden—হঠাৎ—জেল্স, গ্লোনিস, সিমিসি, সাইপ্রি।

WORSE—বৃদ্ধি।

বৈকালে বৃদ্ধি—বেল।

তৎস্থান সংস্পর্শে ঐ—ফস।

মধ্যাহ্ন আহারের পর ঐ—আর্স, নক্স।

ঠাণ্ডা পানের পর ঐ—কামো, স্পাইজি।

গরম ঐ ঐ—কামো, মেজের।

আহারে ঐ ঐ—ফস, মার্ক, সল্ফর।

গরম খাদ্য ঐ ঐ—কামো, মেজের।

সন্ধ্যায় বৃদ্ধি—আকন, পল্স, প্লাটিনা, পল্স।

বাম দিকে ঐ—সিমিসি, মার্ক, ফস, কলসিন্থ, সেপি।

সকালে ঐ—নক্স, পল্স, হাইয়স।

রাত্রে ঐ—বেল, আকন, আর্স, রস, (১২টার পর) কামো, পল্স।

বাহিরের বাতাসে ঐ—পল্স, নক্স, মার্ক, স্পাইজি, (হিপর)।

গরম ঘরে ঐ—পল্স।

চাপায় (or pressure) ঐ—হাইয়স।

গরম লাগানয় ঐ—পল্স।

স্থির থাকায় (Rest) ঐ—প্লাটিনা।

নিদ্রার পর ঐ—বেল, নক্স।

কথা কহায় ঐ—আর্স, নক্স, (ফস)

আঘাত বা চোট লাগা জন্য ঐ—আকন, আর্ণিকা।

অধিক পারা ব্যবহার জন্য ঐ—সল্ফর, হিপর।

মানসিক শ্রমে ঐ—নক্স।

নিদ্রা ভঙ্গে ঐ—বেল।

গরম বায়ুতে বৃদ্ধি—মার্ক, রস, হিপর।

আর্দ্র বায়ুতে (Damp weather)—ডল্কা, মার্ক।

শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাসে—আকন, ব্রাই, সিমিসি।

সমতা।

Rest—আরামে colo, Rhus.

উত্তাপে—নক্স, কলসি।

সন্ধ্যায় সমতা—পল্‌স।

গরম লাগানয়—আর্স।

আহার কালীন—স্পাইজি।

শয়নে—স্পাইজি।

সেপি—বদনের অস্থিতে সেঁটে ধরা বা খাল লাগার ন্যায়, অধিকাংশ সময় বাম দিকে, বিশেষ গর্ভাবস্থার পীড়া, নাকের উপর এড়এড়ি জর্দা দাগ। মলদ্বারে ভার বোধ।

ষ্টাফিস—ক্ষয়া দাঁতে ব্যথা আরম্ভ হইয়া চক্ষু অবধি বিস্তৃত (মার্ক), গালের হাড়ে টানা ছেঁড়া, হাত ঠাণ্ডা ও বদনে ঠাণ্ডা ঘাম, অল্প চাপে বৃদ্ধি, অধিক চাপায় সমতা, নক্স।

ষ্ট্রাম—যাতনা অসহ্য ও রোগীর হতাশ্বাস হওয়া, বদনের পেশীর চিড়িক-মারা ও সর্ব্ব শরীরের উৎক্ষেপণ। চক্ষু খোলা ও নিয়ত প্রলাপের বকুনি। অন্ধকারে বেড়ানয় (মাথাঘোরা) ঘুরুণী, আপনাকে খুব লম্বা জ্ঞান।

সল্‌ফর—পুরাতন রোগ ও অন্য ঔষধে তাদৃশ ফল না হইলে। চর্ম্মরোগ বন্ধের পর ত্বক্ শুষ্ক, ঘর্ম্ম অভাব, নিয়ত ব্রহ্মতালু গরম (ঠাণ্ডা—সেপি, ভেরাট) পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাবৎ।

ভেরাট—বদনের ডাইনে ও কাণের উপরিভাগে টানা, ছেঁড়া। চক্ষু বসা ও মুড়া ঠাণ্ডা। যাতনা সহ প্রলাপ বা ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়া; (এককালে মরিয়াবৎ Desperate—আকন, কামো, ষ্ট্রাম) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পন ও উৎক্ষেপণ, ঠাণ্ডা ঘাম, বিশেষ কপালে।

সিকুটা—স্নায়বিক দন্তশূলুনি, সোণা দিয়া দাঁতের কোঁপ্‌রা বন্ধ করা দরুণ।

স্পাইজিলা—অধঃচোয়ালে চাপুনি, ছেঁড়া এবং ঘাড় অবধি বিস্তৃত এবং তজ্জন্য মাথা নাড়ায় কষ্ট; বদন পাঙ্গাশ ও স্ফীত, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে জর্দ্দা (Rims) দাগ, হৃৎকম্পন, স্পন্দন, শীত, অস্থিরতা। ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা জলে অথবা বাতাস লাগায় বৃদ্ধি, শয়ন করায় ও আহার কালীন যাওয়া।

ভারবস্‌কম—বিদ্যুৎবৎ হানা, এবং তথায় অতি সামান্য সংস্পর্শে, যথায় কাপড় লাগায়, অথবা হাঁচা কি কথা কওয়ায় বা চিবনয় বৃদ্ধি।

ব্রাই—বাত জন্য বদনের স্নায়ুশূল, বেদনা, টানা ছেঁড়ার ন্যায়, নড়ায় বৃদ্ধি, চটা মেজাজ ও সদা বাতের যাতনা।

প্লাটিনা—ব্যথিত পার্শ্ব শীতল হওয়া ও তথায় আক্ষেপ বা কাণের সন্নিকটে হাত চাপুনি, ও তথায় সড়সড় বা সিড়সিড় করা এবং সন্ধ্যায় ও স্থির থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি, বদন লাল ও চক্ষুদে জল পড়া।

আইরিস—যথা শিরঃপীড়াসহ মিষ্ট তারের শ্লেষ্মা ও কখন কখন পিত্ত বমন।

মেজেরস—হঠাৎ জ্বালা ও চাপুনি এবং ঐ অঙ্গে সাড়-ন্যূনতা সহ শীত ও কাঁপুনি, গরম গৃহ প্রবেশে, গরম খাদ্য আহারে বৃদ্ধি, অনেক সময় গলা লাল ও জ্বালা ও চোয়াল শক্ত হওয়া। ইহা মার্কের পর খাটে।

হাইয়স—উপরের দাঁত টেনে ধরা, ছেঁড়া, দপ্‌ দপ্‌ করা, ঐ দপ্‌দপানি কপাল, নাকের গোড়া, ও চক্ষু অবধি বিস্তৃত। তৎসহ বদনের জ্বালাকর তাপ, দাঁত ঢক্কা, যেন পড়িবে এরূপ বোধ, চাপায় ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি এবং প্রায় সকালে সুস্থ।

সাইপ্রিডি—অতিরিক্ত ও ক্ষিপ্তকারী বেদনা, অধিক রাত্রি জাগরণ ও রোগীর শুশ্রূষা জন্য আতিক্ বৃদ্ধি। খিট্‌খিটে, চটা, অস্থির, কোন কিছুর আপত্তি করিলে সহিতে না পারা, কোন প্রকার উত্তেজনা অসহ্যকর।

বয়স-ফোড়া।

যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যুবক যুবতীর কপাল, গাল, নাক, ও ঘাড়ে কাল কাল কদাকার দাগ এবং উহার মাঝে মাঝে সরস ফুসকুড়ি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ব্রণ দেখা দেয়। ইহা বদনে অধিক হয় এবং সর্ব্বদা টিপিয়া রস নির্গত করায় বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হয় এবং বদন বিশ্রী করে। বিশুদ্ধ বায়ু ও যথোচিত ব্যায়াম আবশ্যক। সুরা, চা, কাওয়া এবং গরম দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। গো বা ছাগ দুগ্ধ, পাকা ফল, টাট্‌কা তরকারী এবং হাল্‌কা অনায়াস জীর্ণ পথ্য বিধি।

গ্রাফাইট—বহু দিন হইতে ত্বক্ নিরস বা শুষ্ক এবং অস্বাস্থ্যকর হইলে। সামান্য স্ফোটক হওয়া ও পাকা, বদন ও বুকে বয়স ফোড়া।

নক্স—ত্বকের সাড়াধিক্য, টাটান ও চিচ্চিড় করা, বয়স ফোড়ার সঙ্গে পেটের গোল, প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা; রাত্রে সুনিদ্রার অভাব।

নাইট্রী-আ—ত্বক জর্দ্দা ও শুষ্ক, টক বা দুর্গন্ধ ঘাম, বদনে কাল কাল দাগ, প্রদর।

বোরাক্স—বিশেষ রজঃ বন্ধ দরুণ বয়স ফোড়া। ইহা অন্য ঔষধের ন্যায় দিবস মধ্যে এক বা দুইবার সেবন করা এবং ।০ সিকি ভরি সোহাগা এক ছটাক জলে ফেলিয়া সরু নেকড়ায় ভিজাইয়া বদনে লাগান এবং তথায় শুকাইতে দেওয়া।

স্ফোটকে পূয হইলেই তাহা নির্গত করিবা এবং সুযোগ অনুসারে গাত্র মার্জ্জন ও ধৌত করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

উদর বা রজঃ সম্বন্ধীয় স্ফোটক।

পুরাতন পেটের পীড়া, অর্শ, শোণিতাধিক্য বা বাধক ও প্রদর রোগ গ্রস্তের মসূরের ন্যায় লাল লাল স্ফোটক হয় এবং উহা পাকে। বদন ও নাক মাতালদের ন্যায় সর্ব্বদা আরক্তিম ফুসকুড়ি পূর্ণ রহে। ব্যাধি বড় ক্রূর ও বিরক্তিকর। কিন্তু হোমিওপাথি চিকিৎসায় সারিতে দেখা যায়।

মার্ক-ক—যথায় ছোট ছোট চুলকনা বিশিষ্ট ফুসকুড়ি, ঘা হইয়া শুকাইয়া তাহাদের মেড় উঠিয়া যায়।

রস—মসূরের ন্যায় লাল লাল দাগ ও তাহার মাঝাড়ে বিন্‌কুড়ি বিন্‌কুড়ি ফুসকুড়ি—লাল চকচকে ফুলা, উহাতে ব্যথা ও স্পর্শ করিলে অতিশয় লাগা।

সল্‌ফর—ত্বক্ সড়সড়ানি, হুলফুটুনি ও জ্বালাকর চুলকুনি, বুকে পীঠে বিনুকুড়ি বিন্‌কুড়ি চুলকনা, অতি ক্ষুদ্র পাক ধরা স্ফোটক।

সেপী—চুলকনা-বিশিষ্ট ফুসকুড়ি, রোগাটে চেহারা; চক্ষু লাল; সর্ব্বদা শীত শীত, খেদান্বিত, রজঃস্বল্পতা, প্রদর।

হিপর—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মটরের ন্যায় স্ফোটক; গাত্রে সামান্যতঃ আঘাত বা ছড় লাগিলে তথা ফুলা বা পাক ধরা; চক্ষুপাতায় অঞ্জনী রসের আদত আরোক জলসহ মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ। কাঁচা ও অজীর্ণকারী ফল মূল, ঠাণ্ডা জলীয় বা বরফ অথবা সুরা ও অপর গরম খাদ্য নিষেধ। এই রোগ কখন পুরুষানুক্রমে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারা প্রায় অসাধ্য।

পা, বাহু, হাতের পীঠ, ঘাড়, বগল, পাছা ইত্যাদি স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম তৎস্থান ফুলে এবং লাল ও ব্যথা হয়। ক্রমে ক্রমে পাক ধরে। পরে ত্বক পাতলা হইলে আপনা হইতে ফাটে, পুরু হইলে অস্ত্র করা কখন কখন আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৎকালে প্রথম প্রথম রক্ত ও পূয ঝরে; কেবলমাত্র পূয নির্গত হইতে থাকে; যে পর্য্যন্ত না ক্ষুদ্র ডেলাবৎ একটী দোষিত পদার্থ বাহির হয়, ততক্ষণ নিরাময় হয় না।

রক্ত খারাপ, আহারের স্বল্পতা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না হওয়া, অধিক শ্রম, দুর্ভাবনা এবং প্রাচীনাবস্থায়, বিশেষ ধাতুবিশেষে এই রোগ প্রকাশ পায়। কখন কখন জ্বর ও স্ফোটক বা অপর রোগের শেষাশেষি বা পরে ইহা হইয়া থাকে।

গাল ফুলা ও তথায় যেন জ্বলন্ত অঙ্গার থাকা বোধ, জ্বর ও অস্থিরতা থাকিলে—আকন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মুড়ায় ফোড়া, বগল ও কুচ্‌কির গ্রন্থি আওরান, গাত্রতাপ, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া থাকিলে বেল। ফোড়া গাঢ় লাল বর্ণের এবং আঘাত লাগা বা থ্যাত্‌লান ন্যায় বেদনা স্থলে আর্ণিকা। বেল দিয়া প্রদাহ না কমিলে মার্ক, বিশেষ যথা অধিক ঘাম হইয়া যাতনার সমতা হয় না। বসাইবার উদ্দেশে ঘন ঘন হিপর এবং পাকাইতে হইলে খুব বিলম্বে বিলম্বে ঐ ঔষধ বিধি (যথা ২৪ ঘণ্টায় এক বা উর্দ্ধ দুইবার)। ফোড়ার সঙ্গে বিসর্প রোগ থাকিলে রস। শিশুর ফোড়া বসাইবার নিমিত্ত ডাক্তার তেস্ত প্রত্যহ সিনা ৩।৪ বার খাইতে

বলেন। পায়ের পাতা বা অঙ্গুলিতে ফোড়ায় লেডন। বড় বড় এবং এক সারে, আবার হয়, এমত স্থলে লাইক এবং কখন কখন ইহার পর সিলিসা আবশ্যক। নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও পুনঃ পুনঃ হইলে সল্‌ফর এবং আবশ্যক মতে উহা ও ডল্কা পর পর বিধি। ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত আর্ণিকা ও সল্‌ফর দীর্ঘ কাল অন্তর এক এক মাত্রা এবং এরূপ বহু দিবস সেবন বিধি। নক্স, নাইট্রি-আ, ফস ও লাইকস, আবশ্যক মতে ইহারাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফোড়ার লালবর্ণ, ফুলা ও ব্যথার অবস্থায় প্রথম ক্রমাগত ঠাণ্ডা জলের ও মসিনার পটী লাগান ভাল; হয় তো ইহাতেই মিলাইয়া যায়। প্রদাহিত অবস্থায় গরম গরম পুল্টিস স্থান নরম করে ও বিলক্ষণ আরাম বোধ হয়। পূযের উপক্রম হইলে বদ্ রসটা টানিয়া ত্বকের উপরে তুলে এবং শেষে আপনিই ফাটে বা আবশ্যক হইলে অস্ত্র করিতে হয়। কৃষ্ণকালীর পাতা বাটিয়া উষ্ণ উষ্ণ লেপ লাগাইলে বসে বা পাকে। হেলাঞ্চার বা কাঁটা ন'টের শিকড় বাটিয়া পাকা ফোড়ার উপর দিলে এক দিবস মধ্যে ফাটে, কাঁচার উপর দিলেও শীঘ্র শীঘ্র পাকায়।

ফোড়া পাকিবার পূর্ব্বে বা প্রদাহিত অবস্থায়—আকন, বেল, মার্ক।

— পাকিবার অবস্থায়—হিপর, সিলিসা, আর্স, চিন।

— পাকিবার পর—কাল্কা, চিন, ফস-আ, সল্‌ফর।

আর্স—অতিরিক্ত জ্বালা ও রোগী বলহীন ও নিস্তেজ। রক্ত-মিশ্রিত পূয পড়া অথবা পচা ধরা অবস্থায়।

চিন—দীর্ঘস্থায়ী অথবা রস-রক্ত-ক্ষয়কারী রোগের পরে ফোড়া। পাকা-অবস্থায় দুর্ব্বলতা পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্যকারী।

কাল্কা—পূয পড়া বন্ধের পর ইহাতে ধাতু প্রকৃতিস্থ করে, আর হয় না।

মার্ক—কষ্টকর ফোড়া ও উহাতে অধিক পরিমাণে ঘন পূয। শীত, তৃষ্ণা ও রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি।

সিলিসা—পুরাতন রোগ ও হাড়ের ফোড়া, পূয কদর্য্য ও দীর্ঘস্থায়ী, ইহাতে অতিরিক্ত পূয কমায়, নালীঘার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পৃষ্ঠ-বণ, উরুস্তম্ভ, ওষ্ঠব্রণ প্রভৃতি ক্রব্য-স্ফোটক।

এরূপ রোগে পীঠের দাঁড়ার উপর, কোমর, ঘাড়, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান প্রদাহিত হওয়া, ক্রমশঃ বাড়া, অত্যন্ত জ্বালা, দিন কতক পরে কাল্‌চে বর্ণ হওয়া এবং উহার মাথা চেপ্টা হইয়া চারিদিকে অনেক মুখ হইয়া কল্‌তানি নির্গত হয়। পরে সকল মুখ এক সাংড়া ও কাল বর্ণ হইয়া পচিতে থাকে। ঐ সঙ্গে জ্বর, অক্ষুধা, অনিদ্রা, বলক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্কদের অধিক হয়। রোগ বড় ক্রূর এবং অনেক স্থলে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। মাথা বা বদনের পীড়া অধিক ভয়াবহ। ওষ্ঠব্রণে মুখে পচা ধরাতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয়, ইহাতেও তাহা দেওয়া বিধি। (ওষ্ঠব্রণ দেখ)। পচা ধরিলে উহা অধিক না বিস্তৃত হয়, তজ্জন্য চারি ধারে নাইট্রি-আ দেওয়া বিধি।

ওষ্ঠব্রণ।

অধরে একটী ক্ষুদ্র ফুস্‌কুড়ি হইয়া ক্রমে বাড়ে ও শক্ত হয় এবং ঐ সঙ্গে চুলকুনি, হুলফুটুনি জ্বালা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, ভয়, দিন দিন রোগ বৃদ্ধি, চেহারা বিকৃত হওয়া, না পাকা; পরে প্রায় অষ্টম দিবসে পচা ধরা এবং একেকালে বলক্ষয় হইয়া মৃত্যু।

এই উভয় প্রকার রোগের প্রায় এক প্রকার ঔষধ, তাহা পশ্চাতে দেওয়া হইল। লক্ষণ সদৃশ হইলে তাহা প্রয়োগে ফল পাইবা।

সিলিসা—এক মাত্রা দিয়া তাহার পর দুই ঘণ্টা অন্তর ল্যাকেসিস। অনেক সময় ইহাতেই আরোগ্য হয়। অথবা—

আন্থ্রাসিয়ম—প্রচণ্ড জ্বালা, পূয বসে যাওয়া, কদর্য্য ঘ্রাণের কল্‌তানি এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ।

আপিস—বৈসর্পিক প্রদাহ, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকা, তৎসহ জ্বালা ও হুল-ফুটুনি; গরম ঘরে যাতনা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা প্রয়োগে সমতা।

আর্স—খুব জ্বালা, ব্রণ কাল ও পচা ধরার চেহারা (ল্যাকাসি, কার্বো); অতিশয় অস্থিরতা, নিয়ত তৃষ্ণা ও অল্প অল্প পান, বলক্ষয়, রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি

এবং গরম গৃহে থাকায় ও বাহিরে তাপ লাগানয় কষ্ট কমা। বিশেষ রোগ সংস্পর্শীয় হইলে।

কার্বো—গাঢ় কাল্চে বর্ণের দুর্গন্ধ ঘা বা ব্রণ; অতিশয় বলক্ষয়, মুড়ায় ঘাম, জ্বালা জন্ম সর্ব্বদা বাতাস করিতে বলা।

বেল—ব্রণ উজ্জ্বল লাল ও দপ দপ করা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, ঝিমন কিন্তু নিদ্রার অভাব। বৈকাল ৩টায় যাতনা বৃদ্ধি।

রস—যাতনা জন্য অত্যন্ত অস্থির, নড়াচড়ায় কতক সমতা।

লাকাসি—কাল্চে বা বেগুনে বর্ণের ক্ষত, রোগী গলা স্পর্শ করিতে দেয় না, মস্তিষ্কের উপসর্গ, নিদ্রার পর যাতনা বৃদ্ধি। ঘা খুব বিস্তৃত বা গভীর হইতে থাকা।

সিলিসা—পাক ধরা নিশ্চয় হইলে অথবা দুর্গন্ধ, জলবৎ রসক্ষরা ও তীব্র বেদনা থাকিলে।

পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি রোগেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার্য্য।

গাত্র চুলকুনি।

প্রায়ই অন্য রোগের আনুষঙ্গিক গাত্রচুলকুনি দেখা যায়, কখন কখন ইহার সঙ্গে কুস্কুড়ি থাকে। ইহার জন্য সর্ব্বদা বিরক্ত এবং সময়ে সময়ে অসভ্য ও নির্লজ্জ হইতে হয়। শরীর পরিষ্কার না রাখা, তাপের আধিক্য ও ন্যূনতা, ঘৃত চর্ব্বি খাদ্য অধিক খাওয়া, এই সকল কারণে কাহারো সর্ব্বশরীরে কাহারো বা অঙ্গবিশেষে রোগ প্রকাশ পায়।

প্রত্যহ এক বা দুইবার করিয়া গরম জল দিয়া ঐ স্থান ধৌত করা, ব্রুশ বা গামছা দিয়া গা ঘর্ষণ করায় আশু কতক ফল হয়। কিন্তু আরোগ্য হওন নিমিত্ত নিম্ন ঔষধগুলি অনেক সময় ব্যবহার্য্য।

আর্স—ত্বক শুষ্ক সহ জ্বালা ও চুলকুনি।

ইগ্ন—শয্যায় শয়নে চুলকুনি বৃদ্ধি, মাছি কামড়ানর ন্যায় সর্ব্বশরীরে দাগ, ঘ্যাচর ঘ্যাচর করিয়া চুল্কাইলে স্বস্তি হয়, কিন্তু চুলকুনি গিয়া অন্য স্থানে ধরে।

ওপি—বহুদিনের আফিমখোরেরা সদাসর্ব্বদা গা চুলকায়। প্রাচীনের বহু দিনের গা চুলকুনির ইহা বিশেষ উপযোগী।

নক্স—রাত্রে শয়ন কালীন গাত্রাবরণাদি খোলার পর সর্ব্ব শরীর চুলকুনি।

পল্স—গাত্রের হেথাসেথা যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়ানো বোধ, শয্যার উত্তাপে এবং যত ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর কর ততই বৃদ্ধি।

মার্ক—সারা রাত্রি শয্যায় চুলকুনি ও পূর্ব্ব ঔষধে প্রতীকার না হইলে। ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর করায় তথা দিয়া রক্ত পতিত হওয়া।

রস—চুলকুনির সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা (আর্স)। সর্ব্ব শরীরে বিশেষ লোমাবৃত স্থানের পীড়া। ফল না হইলে ইহার পর কথন কথন হিপর দেওয়া বিধি।

সল্ফর—গুড়্গুড়ুনি ও চুলকুনি এবং ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর করা বা তাহার পর জ্বালা বা ব্যথা (টাটান)। পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য্য এবং ইহার পর কার্ব্বো বেশ থাটে।

নূতন রোগে প্রত্যহ ২। ৩ বার; পুরাতনে ৩। ৪ দিনে একবার। পরে ৭ দিন বন্ধ দিয়া পুনরায় সেই বা অপর ঔষধ দেওয়া বিধি। উত্তম পরিপাক না হয়, এমত খাদ্য পরিহার্য্য।

গলগণ্ড।

ইহা সাধারণের পরিচিত রোগ। কাহারো এক, কাহারো বা উভয় গলগ্রন্থি প্রকাশ পায়। আকার বৃদ্ধি হইলে শ্বাসনলীর উপর চাপ পড়ায় বিলক্ষণ নিশ্বাস কষ্ট হয়। পাহাড়িয়া দেশে এবং স্ত্রীলোকের, বিশেষ যাহারা অধিক প্রসব যন্ত্রণা ভোগিয়াছে, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয়। জলের দোষ (যথা অধিক চূণ ও মাগ্নিসা থাকা), অপুষ্টিকর আহার, আর্দ্র আঁধার গৃহ, বিকৃত ধাতু এবং কথন বা জরায়ুর পীড়া জন্য এই রোগ দেখা দেয়।

স্পঞ্জি—উত্তম ঔষধ—সপ্তাহ দুইবার, তাহার পর এক সপ্তাহ বিরাম।

থুজা—গলগণ্ডের শিরা স্ফীত, ব্যথাবিশিষ্ট।

আইড—স্পঞ্জ দিয়া না কমিলে—এক সপ্তাহ একবার প্রত্যহ, পরে ৭ দিন বিরাম।

কালী-হাই—পূর্ব্ব ঔষধে বৃদ্ধি পাওয়া না কমিলে, বিশেষ বাতগ্রস্তের।

যে ঔষধ যখন সেবন হয়, তাহার মলম করিয়া তৃতীয় রাত্রে গলগণ্ডে মালিস করিবা। সমুদ্র ধারে বাস, স্থান পরিবর্ত্তন, জল সিদ্ধ ও ফিলটর করিয়া ব্যবহার বিধি। এতদ্ভিন্ন কার্বো-আ, সেপি, লাইক, ব্রম, কাল্কা, নক্স।

নাসিকা রোগ—নাক দিয়া রক্ত পড়া।

শৈশবাবস্থায় মধ্যে মধ্যে নাসিকা দিয়া রক্তপাত হয়, ইহাতে বিশেষ ভয় নাই।

সর্দ্দি নিমিত্ত রোগে—পল্‌স, আর্স।

কৃমি জন্য হইলে—সিনা, মার্ক।

আঘাত দরুণ রোগে—আর্ণিকা, কালেনডুলা।

অতিরিক্ত শ্রম জন্য—রস, কার্ব্বো।

মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চয় দরুণ—আকন ও বেল।

প্রাতে রক্তপাত পক্ষে—নক্স, ব্রাই, কার্ব্বো।

রাত্রে হইলে—রস, বেল, ব্রাই।

গরম বা রুক্ষবশতঃ রোগে—আকন, ব্রাই।

দুর্ব্বল ও ক্ষীণদিগের রক্তপাত পক্ষে—চাইনা, ফেরম।

পুনঃ পুনঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রক্তপাত হইলে—আর্ণিকা, তাহাতে না সারিলে ফস; রক্তপাত অতিরিক্ত বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পূর্ব্ব ঔষধদ্বয় পর পর।

অধিক রক্ত পড়িতে থাকিলে মাথা উচ্চ করিয়া বালককে শোয়াইয়া রাখিবা, নড়িতে চড়িতে দিবা না, নাকের ডাঁটিতে ঠাণ্ডা জল বা বরফ নিয়ত দিতে থাকিবা, জমাট রক্ত খুঁটিয়া ফেলা অপরামর্শ। উপর ঠোঁঠ বা ওষ্ঠমধ্যে নেকড়ার পুঁট্‌লি রাখিলে অনেক সময় রক্ত বন্ধ হয়। অনুগ্র ও ঠাণ্ডা আহার বিধি।

নাক ফুলা।

সর্দ্দি জন্য নাসিকা ফুলিলে সর্দ্দির ঔষধ প্রয়োগ করিবা।

প্রদাহ বশতঃ নাক ফুলা, টাটান, প্রভৃতি উপসর্গে বেল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, তাহাতে উপকার না হইলে হিপর, পরে মার্ক, ব্রাই বা রস।

অধিক পারা ঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য রোগ হইলে আরম, বেল, লাকেসিস, হিপর, নাইট্রি-অ্যা, সল্‌ফর।

নাকের উপর তিলের ন্যায় কাল দাগ পড়িলে সল্‌ফর বা গ্রাফাইটস; লাল দাগে, ফস-আসিড। নাসিকার অগ্রভাগ লাল হইলে রস, কাল্কা; তাম্রবর্ণ হইলে, আর্স, ভেরাট। নাকে আঁচিল পক্ষে কষ্টিকস। ইহার মধ্যে যে সমস্ত রোগ দীর্ঘকালে সারা সম্ভব, তজ্জন্য সপ্তাহে একমাত্রা উপযুক্ত ঔষধ, তরুণ ব্যাধিতে দিবসে ২ মাত্রা, এবং ২।৩ দিন খাওয়াইয়া প্রতীকার না বুঝিলে, নির্দ্দিষ্ট ভৈষজ্য মধ্যে অপর কোনটা পূর্ব্ব নিয়মে সেবন বিধি।

নাকের আগা লাল ও ছুঁইলে ব্যথা জন্য—রস।

নাকের উপর চুলকনা ফুসকুড়ি ও পাতার গোড়া ব্যথা পক্ষে—আনটিম, কষ্টিকম।

কৃমি অন্তঃপ্রদাহ প্রভৃতি রোগ জন্য নাক চুলকুনী ও খুঁটুনি, সেই সেই ব্যাধি আরোগ্য করিলেই উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

অযথা বাড়।

কখন কখন শিশুরা কেবল ঢ্যাঙ্গা হইতে থাকে। তৎকালে মাংস কোমল, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, স্থির থাকিতে ও অধিক ঘুমাইতে ভালবাসে। প্রাতে অধিক নিদ্রালুতা এবং দিবাভাগে অনেকবার নিদ্রা, ব্যায়ামকালীন গাঁইট ব্যথা এবং কখন কখন অসাড়ে শৌচ ও প্রস্রাব (এই উপসর্গটী বহুকাল থাকে)। বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির হ্রাস, পাকশক্তির দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হওয়া, দন্ত উঠা ও জননেন্দ্রিয়ের উন্নতির ব্যাঘাত, বুকের কেবল লম্বাদিকে বাড় হওন জন্য বুক ধড়ফড়ানি, নিশ্বাস কষ্ট, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাশ প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়। এ রোগ ধরিলে নিতান্ত শিশুরা চলিতে পারে না; যাহারা পূর্ব্বে হাঁটিত, রোগবশতঃ তাহারাও তৎকার্য্যে অশক্ত হয়।

এই ব্যাধির পক্ষে পাইনস সিলভেসট্রিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেল—বয়স অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক; শরীর দিন দিন লম্বা, কিন্তু পা সরু ও

চেহারা পাকাটে হইলে। ইহাতে না সারিলে সল্‌ফর; চলিতে না পারা অবস্থার কাল্কা; অঙ্গ ও গাঁইট ব্যথা পক্ষে সিলিসা; পা লটপটানি পক্ষে কাষ্টিকস; হিম লাগাতে রোগ বৃদ্ধি বা প্রকাশ পক্ষে ডল্কা। কখন কখন কাল্কা ও সল্‌ফরে ফল না দর্শিলে, ফস আসিডে উপকার হয়।

দীর্ঘকাল অন্তর এক এক মাত্রা উপযুক্ত ঔষধ। (গণ্ড-মালা ধাতু অঙ্গ-বক্র প্রভৃতি রোগ দেখ)।

অঙ্গহাজা।

অজীর্ণতা বশতঃ বা শিশুর দেহের স্থূলতার জন্য নিকটস্থ অঙ্গের পরস্পর ঘর্ষণ ও অপরিষ্কার থাকা প্রযুক্ত সন্ধিস্থান, যথা, কুচ্‌কি, মলদ্বার, গলা, কাণ ও হাঁটুর পশ্চাদ্দেশ, এবং কোচিৎ বা সমস্ত শরীর হাজিয়া ও ফাটিয়া যায়। পীড়িত স্থান লাল হয়। কখন কখন অত্যন্ত চুল্‌কায় ও তথা হইতে রস নির্গত হয়। প্রত্যহ ২।৩ বার তৎস্থান ধৌত করিবা (ঐ জলে অত্যল্প লবণ ফেলিলে রোগ আর বিস্তৃত হইতে পারে না)। হাজা বা লাল হইলে আর্ণিকা; এক পোয়া জলে ৩। ৪ ফোঁটা আরোক দিয়া ধৌত করিবা বা উহার উপর ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবা।

অনায়াস-জীর্ণ পথ্য ও স্তনপায়ী শিশুর মাতার আহারের কট্‌কেনা বিধি।

কামো—পেটে অম্ল ও উদরাময় রোগ বশতঃ হইলে।

কালেনডুলা—আর্ণিকা সহ্য না হইলে বা উহাতে না সারিলে; বিশেষ তৎস্থান অধিক উত্তপ্ত ও স্ফীত এবং থাঁজে থাঁজে অধিক দুর্গন্ধ রস নির্গত হইতে থাকিলে।

ইথুসা—বেড়ালে উরু হাজা, সামান্য ঘাম হওয়া।

আর্ণিকা—অঙ্গ ঘর্ষণ জন্য রোগে—এই ঔষধদ্বয় পর পর দেওয়াই ভাল।

বেল—হাজা বা দগ্‌দগে লাল হইলে।

মার্ক—পিতার গর্ম্মির পীড়া থাকা বশতঃ সন্তানের এই রোগ হইলে; বহুদূর ব্যাপিয়া হাজা ও তথায় কদর্য্য গন্ধ, টক গন্ধ ভেদ, অক্ষুধা, হাজা স্থান লাল, রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গে; অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঔষধে হাজা সারিয়া ওখাকার ত্বক্ হরিদ্বর্ণ থাকিলে।

পূর্ব্বে অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার থাকিলে, লাইকপ ও হিপর; কর্ণের পশ্চাদ্ভাগের রোগে গ্রাফাইটস।

হাজা স্থান অধিক উত্তপ্ত, লাল ও স্ফীত এবং কখন কখন দুর্গন্ধবিশিষ্ট রস নির্গত হইলে রস; ইহার সঙ্গে চুলকুনি ফুসকুড়ি থাকিলে সলফর; অন্য কিছুতেই না সারিলে লাইকপ বা সেপিয়া, কাল্কা, কার্ব্বো। প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর এক মাত্রা দিবা, ২। ৩ মাত্রা দিয়া ৩। ৪ দিন বিরাম, পরে সেই বা অন্য একটা ঔষধ আবশ্যক বুঝিয়া প্রয়োগ করিবা।

শীর্ণ হওয়া—চনামারা।

অজীর্ণকারী, শুষ্ক, উত্তেজক বা অতিরিক্ত খাদ্য আহার; অপুষ্টিকর দুগ্ধ বা অল্পমাত্রায় স্তনদুগ্ধ পান; আর্দ্র, নিম্ন, ও অবিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস; প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অভাব; অপরিষ্কার থাকা; দন্ত উদগমের উপদাহ; পুরাতন উদরাময়; কৃমি; অন্ত্র প্রদাহ; জনক জননীর কাশ, গরমির পীড়া বা অধিক পারা ঘটিত ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তের ফল স্বরূপ এই ব্যাধি হইতে দেখা যায়। এক হইতে তিন বৎসরকাল বয়স মধ্যে শিশুর এই রোগ অধিক হয়। তদধিক বয়স্কদিগের ইহার সঙ্গে প্রায়ই ক্লোম রোগ থাকে।

সর্ব্ব প্রথম অন্য কোন উপসর্গ দেখা যায় না, কেবল রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে; ক্রমে চক্ষু বসা, নাক ছুঁচলা, চিবুক (থুতি) উচ্চ, পেট ডাগরা, কখন বা খোলে পড়া, চর্ম্ম শুষ্ক ও তোবড়ান ও রোগীর অতিরিক্ত বলক্ষয় হয়। রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, কখন কখন বমন, পেটে অম্ল হওয়া, কোষ্ঠ কঠিন বা টক হড়হড়ে শাদাটে ভেদ এবং সর্ব্বশেষে ক্ষয়জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। ক্লোমরোগ থাকিলে পেট মধ্যে শক্ত গাঁইটের ন্যায় গ্রন্থি ফুলা স্পর্শে জানা যায়। (অন্ত্রপ্রদাহ দেখ) ৪। ৬ সপ্তাহ রোগের অবস্থানকাল। ক্রমে ক্রমে ও আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য লাভ হয়।

সর্ব্ব প্রথম রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইবা।

সল্‌ফর—অতিরিক্ত ক্ষুধা, পেট শক্ত ও ফুলা, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ, ফেঁকাশে

বর্ণ, চক্ষু বসা, ত্বক্ তোবড়ান ও বুড়ার ন্যায় চেহারা, অনিদ্রা, গাত্র চুলকুনি, ফুস্‌কুড়ি, সর্ব্বদা নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরা, সর্ব্বদা স্বাভাবিক অপেক্ষা উষ্ণ ঘর্ম্ম, কুঁচ্‌কি ও বগলে বীচি আওরান উপসর্গে ব্যবহার্য্য। পিতার গর্ম্মিরোগ ও অধিক পারা ব্যবহার করা থাকিলে এবং মার্ক ও হিপর সেবনে ফল না দর্শিলে ইহা দেওয়া বিধি।

কাল্কা—সর্ব্বদা থাই থাই, অত্যন্ত শীর্ণ, পেট ডাগ্‌রা ও উহার মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মগ্রন্থি শক্ত হওয়া ও ফুলা, মেটে রঙ্গের ভেদ, ত্বক অধিক শুষ্ক, মাথায় খুকি পড়া, এবং চুল নিরস্মি, টানিলে উঠে যাওয়া, ক্রমে বুক ধড়ফড়ানি, কাশি ও গলা ঘড়ঘড়ানি এবং মাথার ঘামে বালিস ভেজা ইত্যাদি উপসর্গে।

চনামারা পক্ষে ঐ দুইটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। লক্ষণানুযায়ী ইহাদিগের পর পর দিলে অধিক ফল লাভ হয়। একক দিতে হইলে প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া ৮। ১০ মাত্রা দিয়া ৪। ৫ দিন বিরাম, পুনরায় পূর্ব্বমত দিবা। দুই পালার পর ফল না বুঝিলে অপর ঔষধ ঐ নিয়মে দিবা। পর পর যদি দেও, তবে এক দিন একটী, পর দিন অপরটী এবং এইরূপে পূর্ব্বের ন্যায় সেবন বিধি।

পূর্ব্ব ঔষধদ্বয়ে প্রতিকার না হইলে, বিশেষ গণ্ডমালা বা শ্লৈষ্মরোগগ্রস্তকে বেরাইটা, আসিড নাইট্রিক, কোনিয়ম, ফস, ইহাদিগের মধ্যে সদৃশ লক্ষণানুযায়ী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবা।

ইথুসা—আর্স, কাল্কা, সিলিসা, কিছুতেই উপকার হইতেছে না; শিশু ক্রমশঃই জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, এমত অবস্থায়।

আইড—রদন পাটকিলে বর্ণ ও অধিক পরিমাণে থস্‌থসে মল।

আণ্ট—অপর উপসর্গ সহ বিশেষ লক্ষণ, শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেয় না।

আর্জেণ্ট-না—চড় চড় শব্দ বিশিষ্ট মরুৎক্রিয়া সহ সজ্জা দুর্গন্ধ আম বাহে।

আর্স—চর্ম্ম শুষ্ক, চক্ষু বসা ও চক্ষুর ধারে কালশিরা পড়া, সর্ব্বদা তৃষ্ণা ও অল্প অল্প পান, আইঢাই, বিশেষ রাত্রে, নিদ্রায় অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, অজীর্ণের ভেদ, বদন ফুলা, হাত পা ঠাণ্ডা, রাত্রে ঘর্ম্ম ও অতিরিক্ত বলক্ষয়।

আলোস—ত্যাগের পর মল জমাট, আমের ন্যায় সজ্জা বা স্বচ্ছ।

ইথুসা—পানের পরই হড়হড়ে করিয়া দুধ তোলা, পরক্ষণে নিদ্রা, ঘুম

ভাঙ্গিলেই ক্ষুধা, দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হওয়া এবং আর্স, কাল্কা, সিলিসা দিয়া উপকার না হইলে।

ইপি—প্রচুর পরিমাণে পুনঃ পুনঃ বমন; সবুজাটে ও অনেক সময় গাঁজলাটে ভেদ হওয়া।

ওলিয়াণ্ডার—যাহা খায় তাহাই রূপান্তর না হইয়া অসাড়ে বা অনিচ্ছাধীন নির্গত হওয়া।

কামো—জলবৎ হড়হড়ে ছেকড়া ছেকড়া ডিম-পচা গন্ধের ভেদ, কোলে লইয়া বেড়ানয় ভাল থাকা, চেকড়ান, পেটের দিকে পা তোলা, পেট ফাঁপা ও অম্ল হওয়া, জ্বর, পুনর্ব্বার চেহারার পরিবর্ত্তন।

কোনাই—পেট ফুলা ও শক্ত হওয়া; কখন দুই, কখন এক পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; জলবৎ টকগন্ধের ভেদ বা মাঝে মাঝে অবচার ও পেট কামড়ান এবং কখনও বা কোষ্ঠ কঠিন হওয়া।

ক্রিয়োস—দুর্গন্ধ মল ও আমাশয়িক ঝিল্লি হাজা।

গ্রাফাইট—ত্বকে সরস ফোস্কা ও তথা হইতে আটা আটা রস নির্গত হওয়া।

চিন—অতিরিক্ত দুর্ব্বলকারী ঘাম, বিশেষ রাত্রে, মুখ টাটানো ও তথায় ক্ষত থাকা; পেট ফাঁপা ও অম্ল হওয়া; অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ; রাক্ষসবৎ ক্ষুধা; বদন পাঙ্গাশ; যকৃৎ ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি; হাত ও পায়ের পাতার শীর্ণতা। নক্স। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ পর পর হওয়া, বেশ ক্ষুধা, কিন্তু আহারে দ্বেষ ও অনেক সময় উহা তুলিয়া ফেলা; যকৃৎ ফুলা ও শক্ত হওয়া, সর্ব্বদা শয়নে ইচ্ছা, ৩টা রাত্রের পর আর ঘুম না হওয়া।

নেট্রম—গলা ও ঘাড় শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হওয়া। শিশুর বিলম্বে কথা কহিতে শিখা।

নাইট্রি-আ—গাঁইট ও হাড় ফুলা ও ব্যথা, মাড়ি টাটান, গলা ও পেটের গ্রন্থি বড় হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ, বিশেষ অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে।

পল্স—ভেদ, বিশেষ রাত্রে, প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; বাহির বাতাসে যাতনার সমতা, খাম খেয়ালি মেজাজ, উপসম হইতে হইতে

বিশেষ কারণ ভিন্ন রোগের বৃদ্ধি। অস্থিরতা, অরুচি বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, টক জল উঠা।

পিট্রোল—চনামারা; কেবল মাত্র দিবসে ভেদ, রাত্রে নয়।

পড—শীর্ণতা, অনেক বার সহজ বাহ্যে, প্রাতে ভেদ, মাথা এ দিক ও দিক গড়ান।

ফস—দীর্ঘকালের ও দুর্ব্বলকারী উদরাময় এবং ক্লোমের পীড়া থাকিলে হুড়হুড় করিয়া ভেদ যেন নর্দ্দামা দিয়া জলপড়া এবং পরক্ষণেই রোগীর নেতিয়া পড়া, উৎকাশি, চক্ষু বসা ও পার্শ্বে কালশিরা, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ ও স্ফীত। লম্বা একহারার পক্ষে অধিক খাটে, বিশেষ যথা ক্লোম গ্রন্থির পীড়া থাকে।

ফস-আ—জর্দ্দাটে কদর্য্য গন্ধের ভেদ, ঔদাস্য।

ফেরম—বদন লাল, খাদ্য বমন ও অজীর্ণের ভেদ।

বেঞ্জ-আ—বিশেষ যথা নিষাদল বা ঘোড়ার চোনার ন্যায় প্রস্রাবের ঝাঁঝ থাকে।

বেল—গলার বীচি আওরান বা পাকা, চক্ষু-পাতার প্রদাহ বা ঘা হওয়া, ঘুম ঘুম কিন্তু নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চমকান, কাশি, গলা ঘড়ঘড়ানি, শিশুর বয়স অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি।

বারাইটা—গলার বীচি আওরান, পেট ডাগর ও শক্ত, ছুঁইলে ব্যথা, সর্ব্বদা নিদ্রার ইচ্ছা, শ্রমে দ্বেষ, ভেদ ও ঐ সঙ্গে ক্ষুদে ক্রিমি। অনিদ্রা, ক্ষুধা, কিন্তু অধিক খাইতে না পারা এবং টক ও মিষ্টে দ্বেষ, আহারে বসিলে বাহ্যের বেগ ও কোমর ব্যথা, মাথায় খুকি পড়া, এবং চুল এবং নাক ও গালের চামড়া উঠা।

ব্রাই—খাওয়ার পরই তুলে ফেলা; মুখ ঠোঁঠ শুষ্ক; অধিক তৃষ্ণা; পোড়ার ন্যায় মল; স্থির থাকিতে ইচ্ছা; চটা।

ম্যাগ্নিসা-কা—অতিশয় শীর্ণ হওয়া, সজা জলবৎ খুব টক গন্ধের ভেদ।

মার্ক—পুনঃ পুনঃ অত্যল্প হড়হড়ে সজাটে টক বা দুর্গন্ধ মল, অতিশয় কোঁত পাড়া, বর্ষায় বৃদ্ধি; অথবা ঠোঁঠ জিভ ও গালের ভিতর ঘা, পেট ফাঁপা, গ্রন্থি ও গাঁইট বড় হওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হওয়া, গ্রন্থি পাকা, রাত্রে অধিক ঘাম ও রোগ বৃদ্ধি। শিশুর মাথা বড় ও বহুদিনে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগা।

রস—লাল আম ভেদ, বড় অস্থির, দুর্ব্বল, সর্ব্বদা শয়নে ইচ্ছা, বদনে স্ফোটক। রাত্রে পেট ব্যথা, ভেদ ও অস্থিরতার বৃদ্ধি।

লাইক—সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরই একগুঁয়ে ও চটা, খুব পেট ডাকা, বৈকাল ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত যাতনার বৃদ্ধি।

ষ্টানম—পেট খুব কসিয়া চাপিলে ব্যাথার সমতা।

ষ্টাফিস—ভেদ বন্ধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ভরা থাকিলেও ক্ষুধা বোধ, গলার বীচি আওরান, নাক দে জল ঝরা, রন্ধ্র হাজা ও টাটান, ঠোঁঠের কোনে ঘা, রাত্রে দুর্গন্ধ ঘাম। চক্ষু বসা ও সজল হওয়া।

সিনা—অস্থির, চটা, নাক খোঁটা, রাক্ষসবৎক্ষুধা, শয্যায় মোতা। (ইহাতে না সারিলে কাল্কা বা সল্ফর।

হিপর—শরীরে টক গন্ধ এবং দুর্গন্ধ শাদা বাহ্যে।

আহারাদির ব্যতিক্রম বশতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় বা অন্য অন্য ঔষধ ব্যবহার কালীন উদরাময়ের দমন নিমিত্ত মাঝে মাঝে লক্ষণানুযায়ী হইলে—পল্স, আণ্ট, ইপি, দেওয়া যাইতে পারে। আহার করিলেই বমন ও কোষ্ঠ কঠিন হওয়া পক্ষে—ব্রাই, নক্স, সল্ফর। বমন ও ভেদ পক্ষে—পল্স। দুধ তোলা পক্ষে—ইথুসা, ইপি, ফেরম্। শিশুর দিকে তাকাইলে কেঁদে ফেলা পক্ষে—আণ্ট। পেট ফাঁপা এবং দুর্গন্ধ ও অকষ্টকর ভেদ পক্ষে—চিন। আমেশা ও বৃষ্টিতে রোগ বৃদ্ধি পক্ষে—মার্ক। কিছুমাত্র জীর্ণ না হইয়া আহার মলদ্বার দিয়া অজানত ত্যাগে—ওলিয়াণ্ডার। প্রস্রাব ঝাঁঝাল হইলে—বেঞ্জ-আ। বৈকালে ৪টা হইতে রাত্র ৮টা পেট হুড়মুড়—লাইক। গাত্রে বোট্কা গন্ধ ও শাদা দুর্গন্ধ ভেদ—হিপর। দুর্গন্ধ ভেদ ও নাক মুখ মলদ্বার হাজায়—ক্রিয়োস। ত্বকে ফোস্কা ও তথা হইতে আটা আটা রস নির্গত হওন পক্ষে—গ্রাফাইট। সজাটে টক জলবৎ ভেদ ও অত্যন্ত শীর্ণতা—মাগ্নিসা। কৃমি জন্য রোগ, সেজে মোতা, অতিরিক্ত ক্ষুধা থাকিলে—সিনা। কখন অধিক কখন মন্দা ক্ষুধা, হড় হড়ে বা রক্তযুক্ত ভেদ, পেট ব্যথা, দুই প্রহর রাত্রের পর বৃদ্ধি ও শ্লেমগন্থির পীড়া পক্ষে—রস।

শ্লেম রোগে গ্রন্থি আওরান পক্ষে বেল, মার্ক, সল্ফর, কাল্কা, নাইট্রি-আ;

উদরাময় ও জীর্ণ শীর্ণতা নিমিত্ত—চিন. আর্স, ফস, আইড, বারাইটা, ষ্টিপর, সিনা এবং ফুসফুসের পীড়া পক্ষে—ফস, কালী-কা. নাইট্রি-আ। এই রোগে পেট ঘর্ষণ ও উষ্ণ সেকে (ফোমেণ্ট) যন্ত্রণার সমতা হয়।

দুগ্ধ-পোষ্যের পীড়ায় মাতার দুগ্ধ দূষিত হইলে ভাল ধাত্রী নিযুক্ত করিবা। তদভাবে গর্দ্দভ বা ছাগ দুগ্ধ অথবা নূতন বিয়ানো গাইয়ের দুধ দেওয়া বিধি। অধিক বয়স্কের অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য, প্রত্যহ অল্প উষ্ণ জলে স্নান ও বৈকালে গাত্র মার্জ্জনা এবং আবশ্যক বুঝিয়া জল-পটি পেটে বাঁধা। দুধের সঙ্গে কড্‌লিভর অয়েল (Cod-liver-oil) কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন।

মেদ-অস্বস্তি—মোটা বা ভুঁড়ে হওয়া।

আমাদিগের দেশস্থ লোক, বিশেষ বামাগণ, ছেলেগুলি ভাঁটার ন্যায় নাদুস নুদুস ও গোলাকার এবং যুবক ও বয়স্করা ভুঁড়ে হইলে তাহাদিগকে সুশ্রী ও সুস্থ বলিয়া গণ্য করেন। বাবুরা তো এককালে শ্রমহীন,প্রত্যহ ভৃত্য দ্বারা দীর্ঘকাল তৈল-মর্দ্দিত, অধিক মাত্রায় ঘৃতাদি ভোক্তা এবং গতি রহিত হইয়া সারা দিন তাকিয়া ঠেসান দিয়া; বিশেষতঃ দিবসে অধিক পরিমাণে নিদ্রা দেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সুতরাং এ সমস্ত মেদ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হয়। ধনীর পক্ষে এ প্রকার সংঘটন সম্ভব—তাঁহাদিগের অনেকেরই এই দশা এবং বহু সম্পত্তি থাকার ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ। ভুঁড়ে দেখিলেই লোকে সঙ্গতিপন্ন অনুভব করে এবং সেই নিমিত্ত ইহা একটী রোগ হইলেও সাধারণ মধ্যে ইহার এত আদর। ইংলণ্ডের প্রধান পুরুষ গ্লাডষ্টোন স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া প্রত্যহ একটী বড় বৃক্ষ ছেদন এবং কয়েক ক্রোশ পদব্রজে গমনের পর বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পালচৌধুরী মহাশয়েরা সামান্য জমীদার মাত্র, ইঁহাদের মধ্যে একজন শ্রম-বিমুখতা জন্য এরূপ মেদগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁহার জলশৌচের নিমিত্ত চারি-পাঁচ জন নিযুক্ত হইত। কেননা, উভয় দিকের পাছা টানিয়া না ধরিলে সে কার্য্য হইতে পারিত না। শ্রম না করিলে কখনই সুস্থ থাকা যায় না। ভদ্রলোক ভাবেন, মেহন্নত করা ছোট লোকের কাজ—ভদ্র পক্ষে ইহা নিন্দনীয়। আমাদিগের জাতীয় হীনাবস্থার পক্ষে এই কুসংস্কারটী একটী প্রধান কারণ। যত কাল এই ভয়ানক ভ্রমটী সংশো-

ধিত না হয়, তত দিন হাজার বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন হউক এবং গণ্য মান্য বলিয়া আপনারা অহঙ্কার করি, কিছুতেই আমাদের কাপুরুষত্ব সারিবে না। ভুঁড়িই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।

মেদ অস্বস্তি প্রতিকারের প্রধান উপায় শারীরিক শ্রম। কোদাল পাড়া, সাঁতারকাটা, দৌড়ান, কুস্তি ও অপরাপর ব্যায়াম এবং ঘৃত-তৈলাক্ত ও শ্বেতসার পদার্থ, যথা গুড় প্রভৃতি মিষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলু, সালগাম, মূলা, গাজর, ছোলা অড়হর ডাউল এবং সুরা, এ সকল খাদ্য হইতে বিরতি বড় দরকার। এক বৎসর কাল এইরূপে চলিলে. ওজনে ॥০ মণ ও বেড়ে মুটম হাত কমার সম্ভব। এই সঙ্গে ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত নিম্ন ঔষধগুলি ব্যবহার্য্য। সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত একটা ঔষধ কিছু দিন প্রয়োগ, পরে অপর কোনটা।

কাল্কা ২০০ ও সল্‌ফর ২০০ মাসে এক বা দুইবার; তদ্ভিন্ন আণ্ট, কাপ্স, কার্ব্বো, কোনাইট, পড, পল্‌স, ফেরম, লাইক ব্যবহার্য্য।

MILK CRUST.

শিশুর দুধে দাঁত সমস্ত বহির্গত হওনকালীন সর্ব্ব প্রথমে কপাল, পরে মুখমণ্ডল এবং কখন বা সমস্ত শরীরে শাদা শাদা ফুস্‌কুড়ি হয়, তাহার পার্শ্বস্থান লাল হয় ও ফুলে; মাথা পর্য্যন্ত ধ্বরিলে গলায় বীচি আওরায় ও পাকে। অতিরিক্ত চুলকুনি হওয়ায় অত্যন্ত অস্থির হয় এবং ঐ রস যথায় লাগে, তথায় ঐরূপ হওয়ায় কখন কখন সমস্ত বদনমণ্ডল যেন পাচড়া দ্বারা আবৃত দেখায়।

আকন—পীড়িত স্থান লাল, ফুলা, অত্যন্ত চুলকুনি ও অতিরিক্ত অস্থিরতা। ইহাতে কতক সমতা হইলে।

ভাইওলাট্রিকলর—বিশেষতঃ রাত্রে চুলকুনি, কাশি ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকিলে, গ্রন্থি শক্ত ও ফুলা হইলে।

রস—বিশেষতঃ মাথার খুলির রোগে চাপ চাপ মেড় পড়া ও অতিরিক্ত চুলকুনি পক্ষে। ইহার পর সেপিয়া।

সল্‌ফর—বিশেষতঃ চক্ষের পাতার রোগ পক্ষে। পুরাতন রোগে ইহা ও

রস পর পর বিধি; অধিক রস নির্গত হওন পক্ষে লাইকপ ও পল্‌স, বিশেষ দুর্ব্বলী পক্ষে। অত্যল্প রস নির্গত পক্ষে কাল্কা; ফুসকুড়ির রস যথায় লাগে, তথায় ঐরূপ হওন পক্ষে মেজেরম।

পূর্ব্ব ঔষধে না সারিলে ও রোগ বড় ক্রূর হইলে, বিশেষ কদর্য্য রস-স্রাব থাকিলে গ্রাফাইট তিন দিন, বিরাম ৪ দিন, তাতে না সারিলে সেপি ঐরূপ, শেষ ষ্টাফিস।

অম্ল ও গরম দ্রব্য আহার নিষেধ, প্রত্যহ দুই তিন বার গরম জলে পীড়িত স্থান ধৌত করিবা এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা ঔষধ দিবা।

ভূমিষ্ঠ হওনের তিন চারি দিন পরে কখন মুখমণ্ডল, গলা ও হাতে লাল লাল দাগ দেখা যায়। ইহা আপনা হইতেই সারে; অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিলে দুই তিন দিন কামো দিবা। গরমের জন্য অধিক বয়স্কের ঐরূপ হয়, ইহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে আকন ও কামো; অতিরিক্ত চুলকুনি থাকিলে বা বহুদূর ব্যাপিলে রস; তাহাতে না সারিলে আর্স বা সল্‌ফর দিবা।

বিসর্প।

(Erysipelas *or St. Anthony's Fire.*)

ভূমিষ্ট হওনের পর তৃতীয় হইতে দশম দিবস মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়; তৎপরে এক বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অল্পই হয়।

সর্ব্ব প্রথম অস্থিরতা, অনিদ্রা, পিপাসা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা সজাটে ভেদ, অল্প হল্‌দে প্রস্রাব এবং কখন বা সমস্ত ত্বক্‌ হরিদ্রা বর্ণের হয়; প্রায়ই নাভির নিকট, কেচিৎ জননেন্দ্রিয়ে বা বুকে একটী লাল দাগ হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া পড়ে; তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে বিসর্প পাকে বা পচা ধরে; এবং সপ্তম দিবসে মৃত্যু হয়। এ রোগকে কেহ কেহ বাঙ্গালায় নারাঙ্গা বলেন, কিন্তু এ সংজ্ঞা ঠিক খাটে না, বরং "বিসর্প" নামটী অধিক সঙ্গত বলিয়া আমরা তাহাই দিলাম। আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। পুতিবিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ অথবা হিম ও আঘাত লাগা, অপরিষ্কার থাকা, বা মাতার অতিরিক্ত রাগ, ভয়, অযথা আহার, সুরাপানাদি অত্যাচার বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে।

আকন—মাতার রাগ বা হঠাৎ ভয় জন্য সন্তানের রোগে।

আর্নিকা—আঘাত, বিশেষতঃ ছেদিত নাড়ীতে লাগা বশতঃ রোগে। ইহা প্রথম প্রথম দেওয়া বিধি। তৎপরে বেল এই রোগের সদৃশ ঔষধ।

লাকেসিস—ব্যাধি প্রবল হইলে, পীড়িত স্থানের পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি ফুলা, সমুদয় ত্বকের টাটানি, শরীর লাল বা বেগুণে বর্ণ এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে কাল্‌-চিটে পড়া থাকিলে। নিদ্রায় প্রলাপ। বাম হইতে ডাইনে পীড়ার বিস্তৃতি।

মার্ক—কুচকি, অণ্ডকোষ ও মলদ্বারের উপর লাল দুর্গন্ধ ফুস্‌কুড়ি হইয়া শীঘ্র পাকে, পরে নাভির উপর পেটে ঐরূপ হওয়া পক্ষে। তৃষ্ণা, লাল ভাঙ্গা, গর্ম্মির পীড়া হইতে রোগে।

এক সাঙ্গাড়ে নারাঙ্গা হইলে ও ইহার সঙ্গে গাঁজলাটে ভেদ ও কম বেশী জ্বর থাকিলে মার্ক-সল ও সল্‌ফর পর পর বিধি। রস, গ্রাফাইটিস, হিপর, অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে ফল লভ্য হয়। ডাক্তার ওয়ার্জ্জলর এই রোগে ট্যাঙ্গস বকাটা প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

INDURATION OF CELLULAR TISSUE.

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর খোলস্‌ বদলাইয়া নূতন ত্বক হয়। আটাসে ও দুর্ব্বল-কায় সদ্যপ্রসূতের গায় হিম বা শীত লাগায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্য না হইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় দিবসে পায়ের ডিম লাল, ঠাণ্ডা, কিঞ্চিৎ স্ফীত ও কাষ্ঠবৎ শক্ত হয়, ক্রমশঃ বুক পীঠ ভিন্ন সকল অঙ্গ ঐরূপ হইয়া পড়ে। শিশু নিতান্ত বিশ্রী হইয়া স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে, কেচিৎ মাথা এদিক ওদিক নাড়ে। শরীর পাথরবৎ ঠাণ্ডা হয়, গিলিতে পারে না, স্বর বন্ধ বা চিৎকার করিয়া কান্না, কখন কখন নিশ্বাস অনুভূত হয় না, কখন স্বল্প স্বল্প শ্বাসের পর দীর্ঘ প্রশ্বাস, অত্যল্প শৌচ প্রস্রাব, নাড়ী প্রথমে ক্ষুদ্র ও মৃদু, পরে এক কালেই অপ্রাপ্য। কখন কখন রোগের দুই তিন দিন পরে ফুসফুস প্রদাহ হয়। তৎকালে নাড়ী ও নিশ্বাস অধিক দ্রুত, মুখমণ্ডল অধিকতর পাণ্ডাশ বর্ণ ও শিশু অধিক ক্রন্দন করিতে থাকে। অভিঘাতন ও আকর্ণনে ঐ রোগ বিশিষ্টরূপে নিরূপণ করা যায়। এই ব্যাধিতে প্রথম কোষ্ঠবদ্ধতা পরে উদরাময়, ফুলা, শুখান, শরীর অধিক জীর্ণ ও শীর্ণ হওয়া, গাত্রে সজা সজা দাগ হওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে ইহার

সহিত অন্ত্রপ্রদাহ হইয়াছে বুঝিবা। কখন বা ইহার সঙ্গে চক্ষু ও মুখ-রোগ থাকে। অনেকেরই সপ্তম দিবস মধ্যেই আহার না করিতে পারা জন্য মৃত্যু হয়, এবং তৎকালে নাক মুখ দিয়া রক্ত-কর্দ্দমনীর গাঁজলা ভাঙ্গে। আরোগ্য হইলেও নিশ্বাস কষ্ট, অসমান নাড়ী এবং ফুলা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, কখন বা এ অবস্থায় পাল্‌টে পড়ে।

শিশুকে গরম রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অল্প উষ্ণোদকে স্নান ও গাত্র ঘর্ষণ ও উত্তম স্তন দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ডল্কা—হিমলাগা জন্য রোগে। মুখমণ্ডল ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ফুলা, গাঁগুান, হড়হড়ে বাহে, এমত অবস্থায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক শুষ্ক অনুবটীকা। ২৪ ঘণ্টায় উপকার না হইলে।

চাইনা—ফুলা, বরফবৎ ঠাণ্ডা ও তাহার উপর লাল লাল দাগ; অথবা ফুলে পড়ার দরুণ শিশু নির্জীব প্রায় হইলে। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে এক দুই মাত্রা ফেরম দিলে অধিক উপকার সম্ভাবনা।

আর্স। এককালে বলক্ষয়, নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, মুখে ঘা, বিশ্রী হওয়া প্রভৃতি উপসর্গে। ইহা সেবন করিয়াও কোন উপকার না হইয়া মুখ নাকে গাঁজলা ভাঙ্গিলে লাকেসিস দিবা।

এই রোগের সঙ্গে ফুসফুস বা অন্ত্রপ্রদাহ প্রভৃতি থাকিলে তত্তৎ পীড়ার ঔষধ ব্যবহার করিবা।

চক্ষুর পাতায় আঁজনী।

কখন কখন ইহা অত্যন্ত টাটায়। প্রদাহিত স্থান দিবসে ৩।৪ বার গরম জল দিয়া ধৌত করিবা, ও রাত্রে তথায় ময়দা বা সুজির পুলটিস দিবা, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা পল্‌স খাওয়াইবা। এক সারিয়া আর এক হওয়া, ক্রমান্বয়ে এইরূপ হইতে থাকিলে প্রাতে একমাত্রা করিয়া সল্‌ফর বা হিপর সল্ফার দিবা। আঁজনী সারিয়া সেই স্থানে শক্ত ঘুঁটি থাকিলে ষ্টাফিস। ধাতু সোধনের জন্য কখন কখন কিছু দিন সিলিসা।

দদ্রু-দাদ।

মাথা, মুখমণ্ডল, গলা, হাত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে হইয়া থাকে। এককালে নিরাময় হওয়া সুকঠিন। সারিয়া আবার পুনরায় হয়। প্রত্যহ পীড়িত স্থানে ২।৩ বার মূড়া মাখন মাখাইবা এবং এক দিন অন্তর প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেপিয়া দিবা। ইহাতে না সারিলে রস, সল্‌ফর, কাল্কা, নেট্রম ব্যবহার্য্য। ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত দীর্ঘকাল অন্তর সল্‌ফর ও সেপিয়া বিধি।

আমবাত।

অধিক বয়স্কের মত শিশুর ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ক্রোটন টিগ্‌লম একমাত্রা দিলে অনেক সময় আরোগ্য হয়। ইহার সঙ্গে অধিক জ্বর থাকিলে আকন। অযথা আহার দরুণ রোগে ও রাত্রে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পক্ষে আর্স। অতিশয় লাল ও চাপ চাপ আমবাত, ও তথায় অত্যন্ত জ্বালা ও বেঁধার ন্যায় ব্যথায়, এপিস। রোগের সঙ্গে মুখ মণ্ডল ও চক্ষু লাল, মাথা গরম, ঘুমন্ত চম্‌কান ও আমবাত অত্যন্ত লাল পক্ষে, বেল। উহার কিয়দংশ অন্তর্হিত হওয়ায় বক্ষী ফেঁকাশে, বুক ভার এবং দ্রুত ও কষ্টকর নিশ্বাস পক্ষে ব্রাই। পীড়িত স্থান শক্ত হওন ও অত্যন্ত চুলকুনির পক্ষে কাল্কা। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ রোগ প্রকাশে ও অতিশয় জ্বরে ডল্কা। ইহার সঙ্গে সর্দ্দি থাকিলে ডিপর। রোগসহ অজীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যে, নক্স। উহার সঙ্গে ভেদ হইতে থাকিলে, পল্‌স বা আণ্ট। পীড়িত স্থান ঘর্ষণ করিলে অধিক বেরণো পক্ষে, রস। অন্য চর্ম্মরোগ অন্তর্হিত হইয়া আমবাত হইলে, সল্‌ফর বিধি। একটী প্রাচীন ব্যক্তির পীড়িত স্থান বিচুটীর পাতা দিয়া ঘর্ষণ করাতে এককালে আরোগ্য হইয়াছে।

PEMPHIGUS. (বিস্বিকা)

ভূমিষ্ঠ হওনের কিছুদিন পরে বুক, পীঠ, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ, হাত, পা, ঘাড়, কুচ্‌কিতে এবং হাতের চেট ও পায়ের তলায় এক প্রকার ফোস্কা হয়,

ইহার ভিতর রস প্রথম জর্দ্দাটে, পরে লাল্‌চে হইয়া সমুদায় শুখাইয়া কিম্বা ফাটিয়া যায়, পরে উহার উপর মেড় পড়ে। ফোস্কায় অধিক ব্যথা থাকিলে থুজা, এটি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফোস্কার গোড়া লাল ও প্রদাহিত থাকিলে রস; তাহাতে না সারিলে আর্স।

হাম।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সচরাচর হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে। সামান্যতঃ একবারের অধিক এক ব্যক্তি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কিন্তু এক মাসের মধ্যে কখন কখন দুইবার আক্রমণও দেখা গিয়াছে।

সর্ব্বপ্রথম ঝামরানো সর্দ্দি; আলোক অসহিষ্ণুতা; চক্ষু, মুখ ফুলা; হাঁচি; মাথাধরা; উৎকাশি; গলা, বুক, কোমর ব্যথা; শীত ও গাত্রতাপ এবং কখন বা ইহার সহিত বমন, উদরাময়, সর্ব্বদা ঝিমন, অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণ সমস্ত দেখা যায়। চতুর্থ দিবসে বদনমণ্ডলে, পরে গলা, বুক, পেট এবং সর্ব্বশেষে পায়ে গুটি বাহির হয়। ষষ্ঠ দিবসে উহারা পূর্ব্ব পর্য্যায় ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। আমাদিগের দেশে এপীড়া বিশেষ ভয়াবহ হয় না। ইহার নিমিত্ত কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয় না, কেবল গৃহিণীরা কখন কখন দুই একটী জাড়ী খাওয়াইয়া দেন। তবে পেট না ভাঙ্গে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধান হন। অজীর্ণকারী দ্রব্য এককালে আহার করিতে নিষেধ করেন। "উঠ্‌তে ঝোল, ব'স্‌তে ঘোল" এই বচনে পথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সজ্বরি বা জ্বর হইলে সর্ব্বাগ্রে জোলাপ দেওয়া পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ও মুটে মজুরও ঐ বিষয়ে উপদেশের অপেক্ষা করে না। রোগী হাত ছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কবিরাজ মহাশয়েরাও ডাক্তর দিগের অনুকরণ করেন। কিন্তু হাম বসন্তাদি স্ফোটক রোগের প্রথমাবস্থায় রেচক ঔষধ বিষ তুল্য হইয়া পড়ে। শরীর রসহীন হওয়ায় গুটী বাহির হইতে পারে না। এবং তজ্জন্য রোগী বিলক্ষণ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং কাহার কাহারও বা অকালে মৃত্যু হয়। প্রাচীন বৈদ্যেরা তরুণ জ্বরে ডাক্তর দিগের ন্যায় রক্তমোক্ষক, রেচক ও বমনকারী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিতেন।

কিন্তু ইহার মন্দ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বহুদর্শন এককালে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিয়া পয়সা খরচ করিয়া যন্ত্রণা কেনা কোনমতে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বসন্ত হামে জোলাপ দেওয়া ও বিষ খাওয়ান দুইই প্রায় তুল্য।

ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিলে সোঁদাদিগের পূর্ব্বাহ্নে আকন ও পল্‌স দিলে রোগ না হওয়াই সম্ভব।

আকন—জ্বর কালে সর্ব্ব প্রথম ঔষধ, পরে ইহা ও পল্‌স পর পর দিবা। অন্য ঔষধ প্রয়োগ কালেও অধিক জ্বর থাকিলে মধ্যে মধ্যে ইহার দুই এক মাত্রা দিলে অধিক ফল লাভ সম্ভাবনা।

পল্‌স—সর্দ্দির অবস্থায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে, এই ঔষধ সেবনে গুটি শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয়। হাম দেখা দিলে অন্য উপদ্রব না হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় হওয়ার নিমিত্ত ইহা দেওয়া বিধি। এই রোগসহ উদরাময়, কাশি, গলা ঘড়্ ঘড়ানী, নাক মুখ দিয়া শ্লেষ্মা উঠা, বমন, দম-আটকান থাকিলে ইহা দেওয়া বিধি। সামান্য রোগে পূর্ব্ব ভেষজদ্বয়ের অতিরিক্ত অন্য ঔষধের প্রয়োজনাভাব। আলোক অসহ্য হইলে।

ইপিকা—গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বে বুকে অতিরিক্ত চাপ বোধ, অতিরিক্ত গা বমি বমি ও বমন, ঘন ঘন নিশ্বাস, প্রতি শ্বাস গ্রহণ কালে অতিশয় কাশ থাকিলে।

হউফেসিয়া—হাম বহির্গত হওনের পূর্ব্বে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, আলোক অসহিষ্ণুতা ও চক্ষু ও নাক দিয়া জল ঝরা, কাশি, কোমর ব্যথা থাকিলে।

কফি—বাতিক বৃদ্ধি জন্য সমুদয় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইলে; অনিদ্রা, কান্না, অনবরত কাশি, দাঁত কিড়মিড়ি প্রভৃতি উপসর্গে।

নক্স—রাত্রে কষ্টকর ঘ্যাঙানি বা গলাভাঙ্গা, উৎকাশি, ও বক্ষস্থলের পেশীর সংকোচন বশতঃ বুক সেঁটে ধরা পক্ষে।

ক্যাম্ফর—গুটি বাহির না হওন জন্য ত্বক্ নীলবর্ণ ও ঠাণ্ডা, গাত্র শিড়্-শিড়নী, শীত, কম্প ও দাঁতে দাঁত লাগা, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অঙ্গ শক্ত হওয়া ও অন্তর্দাহ নিমিত্ত গায়ে কাপড় রাখিতে না পারা, এ অবস্থায়, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবা এবং আদত আরোক ফোটাকত কম্বলে বা ফেলানেলে ফেলিয়া হাত পায় ঘর্ষণ

করিবা। ইহাতে না সারিলে ইহার পর আর্স, ফস, সল্‌ফর বা কাষ্টিকম দেওয়া বিধি।

বেল—কর্ণ প্রদাহের উপসর্গে। গিলিতে গলার ব্যথা, পিপাসা, অস্থিরতা, শ্লেষ্মা, ঘড়ঘড়ানী, কাশি, অথবা গুটি বাহির না হইয়া সর্দ্দি, মাথা ব্যথা, চক্ষু লাল, আইঢাই, প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্ক উত্তেজনার লক্ষণ দেখিলে। হাম না বাহির হওন জন্য হইলে ইহা ও ব্রাই পর পর বিধি।

মার্ক—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, হড়হড়ে বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ, গলায় বীচি আওরান ও গিলিবার কষ্ট, অথবা চক্ষুর কোণে ঘা থাকিলে।

ইউফ্রেসিয়া—চক্ষু কম বেশি লাল, জল ঝরা, পিচুটি পড়া, আলোক অসহিষ্ণুতা, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, সর্দ্দির জ্বর, অস্থিতে (বিশেষতঃ হাত পা কোমরের) ব্যথা উপসর্গে।

ব্রাই—বিলম্বে বা অল্প পরিমাণে গুটি বাহির হওন জন্য নিশ্বাস কষ্ট, গা হাত ব্যথা, উৎকাশি, শ্বাস গ্রহণ কালে বুকে ফোড়ার ন্যায় ব্যথা। হিম জল লাগা; রেচক, বমনকারী বা ঘর্ম্মকারী ঔষধ ব্যবহার জন্য গুটি এককালে বাহির না হওয়া, বা হইয়া বসিয়া যাওয়া অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

ডল্কা—হিম লাগা জন্য হাম না বেরণো বা বসা পক্ষে।

বসা বা না বেরণো অবস্থায় আমাশয় বা ভেদ পক্ষে পল্‌স ও মার্ক; বমন, ও বুক ভার পক্ষে ইপিকা, আর্স; অল্প ও ফেঁকাশে বর্ণের গুটি ও নিশ্বাস কষ্ট, পেট ব্যথা, ভেদ, বমন পক্ষে, কাম্মো; মস্তিষ্কের উত্তেজনা থাকিলে বেল, কুপ্রম, ষ্ট্রামোনিয়ম, বেল, আর্স, সল্‌ফর; ফুসফুস প্রদাহে ফস, ব্রাই, বেল, সল্‌ফর; উপশ্বাসনালীর প্রদাহে ব্রাই, ফস, ইপিকা, পল্‌স; বলক্ষয়কারী কাশি পক্ষে ফস; সান্নিপাতিক (টাইফয়েড) জ্বর পক্ষে ব্রাই, আর্স, ফস; হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ জন্য যন্ত্রণা নিমিত্ত ককুলস বা নক্স; কোষ্ঠবদ্ধ হইলে নক্স বা ব্রাই; হুপিং কাশে ইপিকা, ইগ্নেসা, ষ্ট্রাম, ড্রাইয়স, বেল। বিশেষ উপসর্গ সম্বন্ধে তত্তৎ রোগ দেখ।

কৃষ্ণবর্ণের বা কাল হামে অত্যন্ত গাত্রতাপ, পিপাসা, সর্ব্বদা পানের ইচ্ছা

কিন্তু এককালে অধিক পানে অশক্ত, অতিরিক্ত বলক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গে আর্স, পল্স, রস উত্তম ঔষধ ; লক্ষণানুযায়ী দিবা।

সল্ফর—অন্য ঔষধে উপসর্গের সমতার পর ধাতু বিকৃতি জন্য অপর কোন পুরাতন ব্যাধি না হয়, সেই নিমিত্ত প্রত্যহ এক সপ্তাহ প্রাতে এক এক মাত্রা বিধি।

সামান্যতঃ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ বিধি। নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন কোন ক্রমে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ থাওয়ান অপরামর্শ। সেই জন্য ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর থাওয়াইলে দিন মধ্যে ৩।৪ বার মাত্র থাওয়ান হয়।

হাম সারিয়া সর্দ্দি, কাশি, গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ পক্ষে সিলিসা, ইগ্নে, কামো, কার্বো, কোনাই, নক্স-ম, ব্রাই, সেপি, সল্ফর।

আক্ষেপযুক্ত হুপিংয়ের ন্যায় কাশিতে ড্রোসিরা, ইপিকা, সিনা, হাইয়স, কুপ্রম, বেল, কার্বো, রুমেক্স, সাংগুই।

উৎকাশি পক্ষে আর্ণিকা, কামো, নক্স।

কণ্ঠনালীর প্রদাহে আকন, হিপর, স্পঞ্জিয়া, ল্যাকেসিস, বা আর্স, বেল, মার্ক।

উদরাময় পক্ষে, সল্ফর, চাইনা, পল্স, মার্ক।

কর্ণ প্রদাহ বা কাণ হইতে পূয, রস ঝরা পক্ষে সল্ফর, পল্স, কার্বো, মার্ক, হিপর। কাষ্টিস, কল্চি, লাইক, মোনি, নাইট্রী-আ।

কর্ণমূল ফুলা পক্ষে, আর্ণিকা বা ডল্কা ও রস।

ত্বক্ টাটান পক্ষে, মার্ক।

চুল্কনা, শাদা বিণ্কুড়ি ব্রিণ্কুড়ি কুস্কুড়ি পক্ষে, নক্স।

লাল দাগ ও অত্যন্ত চুল্কুনি এমন কি তাহার দরুণ রক্তপাত পক্ষে আর্স, সল্ফর।

থুক্থুকে উৎকাশি পক্ষে, কফি।

থক্থকে উৎকাশি ইগ্নে, কামো, নক্স।

পানবসন্ত।

অনেক সময় সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে। এক দুই দিন জ্বর হইয়া গুটি বাহির হয়, তৃতীয় দিবসে পরিণত হয় এবং ৪র্থ বা ৫ম দিবসে মিলাইয়া যায়। পলস এই রোগের প্রতিষেধক। গুটি বাহির হইতে বিলম্ব ও তৎকালে দড়কা হইলে আন্টিমটার্ট; জ্বর প্রবল হইলে আকন; মস্তিষ্কের উত্তেজনার উপসর্গে বেল; (গুটির রস জলবৎ না হইয়া, ঘন ও জর্দাটে ও মুখ দিয়া লাল পড়া পক্ষে মার্ক); বেলেস্তারার ফোস্কার ন্যায় গুটি হইলে রস; জ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চমকান পক্ষে কাফি; দন্তোদ্গমকালে রোগ হওয়ায় দড়কা উপস্থিত হইলে, কামো, ইগ্নেসা, ষ্ট্রামোনিয়ম, জিঙ্ক; অত্যন্ত চুলকুনির দরুণ দাগ না মিলাইয়া, ঘা হওয়া পক্ষে সলফর। গুটি বাহির না হওয়া ও খেঁচুনি পক্ষে টার্ট-এ।

ইচ্ছা বসন্ত বা মসূরিকা ও গোবীজটিকা—
(VACCINATION.)

এই ব্যাধি অতি ভয়াবহ। আক্রান্ত হইলে যন্ত্রণার এক শেষ হয়, অনেকেই মারা পড়ে। কষ্টে আরোগ্য হইলেও, কেহ কেহ বিকলাঙ্গ এবং কাহার বা শ্রীহীনতা দেখিয়া ভয় পাইতে হয়। বসন্তের বীজ দ্বারা টিকা দিলে অত অধিক প্রাণ নাশ হয় না বটে, কিন্তু ইহাতেও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। গোবীজের টিকায় কোন ভয় নাই। সদ্য-প্রসূতকেও এ টিকা দেওয়া যায়। ভ্যাক্সিনেসন হোমিওপেথিক চিকিৎসার সত্যতা পক্ষে একটী জাজ্বল্য প্রমাণ। একটী ভয়ানক বিষ দূরীকরণ উদ্দেশে অপর একটী সদৃশ ও অপেক্ষাকৃত মৃদু বিষ প্রয়োগ করা হয়। অনেকে এই চিকিৎসার অত্যল্প মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ লইয়া পরিহাস করেন। গো বসন্তের এক ফোটার কোটি অংশের একাংশ সেবন করায় গায় গো বসন্ত বাহির হওয়ার সত্যতা বিষয় আলোপেথিক ডাক্তরেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহার পরও যে লোকে মাত্রার স্বল্পতা লইয়া গোল করেন, ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। গোবীজের কম তেজঃ থাকা বিধায় সাত বৎসর অন্তর পুনর্ব্বার টিকা দেওয়া কখন কখন আবশ্যক হয়।

বসন্ত সাংক্রামিক রূপে দেশমধ্যে অবস্থান করিলে একটুকু ভেক্‌সাইন রস পাত্রে লাগাইলে আশঙ্কা দূর হয়।

বসন্তবিষ শরীর অভ্যন্তরস্থ হইলে এক পক্ষ মধ্যে জ্বর প্রকাশ পায়। মাথা ব্যথা, মুখমণ্ডল ফুলা, বমন, পীঠ কোমর ব্যথা, অবসন্নতা, বুকভার, উপর পেট ব্যথা, হাঁচি, কাশি, নিশ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে গুটি দেখা দেয়। ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পরে জ্বর কমিতে থাকে। ৬।৭।৮ দিবসে পূয সঞ্চার হয়। পরিণত হইয়া ফাটিলে, রস নির্গত হইতে থাকে, এবং চতুর্দ্দশ দিবসে খোলস লইয়া উঠে। এ রোগ কিঞ্চিৎ কঠিনতর হইলে, অনেক দিন ঘা ও তৎস্থানে দাগ ও গর্ত্ত থাকে। এ সমস্ত সুবসন্তের লক্ষণ।

কথন কথন বসন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র না হইয়া এক লাগাড়ি হয়। ইহাকে ধুক্‌ড়ে বা চামদল বসন্ত কহে। গুটি বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বাহ্নে প্রলাপ ও দড়কা অনেক সময় হইতে দেখা যায়। বসন্ত প্রকাশ হইলেও জ্বরের লাঘব হয় না। পেট ব্যথা ও নিশ্বাস-কষ্ট বাড়ে। লালভাঙ্গা; মুখ, জিহ্বা ও গলকোষে ঘা; উদরাময়; উভয় প্রকারই থাকে; বিশেষতঃ লেপ্‌টা বসন্তের সঙ্গে দেখা যায়। ইহার সঙ্গে মস্তিষ্কের ও শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হইলে রোগ সাংঘাতিক হওন বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বসন্তের লক্ষণ অনেক প্রবীণেরা অবগত আছেন, এ জন্য বাহুল্য লেখা অনাবশ্যক।

যাঁহাদিগের কোন প্রকার টিকা হয় নাই, স্বপল্লীতে সাংক্রামিক রোগ উপস্থিত হইলে ভেক্‌সাইন বা আনটিমটার্ট বা থুজা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সেরাসিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বর্ণিত। পুনর্ব্বার টিকা না দিয়া ইহা সেবনে ভোগ কমায় ও শীঘ্র শীঘ্র শুকায়। প্রথম মাত্রা খাওয়ায় কাহারও কাহারও গুটি বাহির হয় এবং প্রথম ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে গুটি সব শীঘ্র শীঘ্র শুকায়, চুল্‌কুনি হয় না; কাজেই বদনে দাগ পড়ে না। এক দিন অন্তর এক এক মাত্রা খাওয়া বিধি। ইহা ব্যবহারে ব্যাধি না হওয়ারই সম্ভাবনা, হইলেও সামান্যতর হইবে। সুবসন্তে নিম্ন ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য।

কাফি—রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বাহ্নে অস্থিরতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে।

আকন—জ্বরের অবস্থায়। অন্য সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগকালে

গাত্র-তাপ; পিপাসা; নাড়ী মোটা, কঠিন ও দ্রুত এবং নিশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর থাকিলে, মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা আকন দেওয়ায় অধিক ফললাভ সম্ভব।

ওপিয়ম—কখন অঘোর অবস্থা, কখন প্রলাপ, নিদ্রাবেশ, অৰ্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, হা করিয়া নিদ্রা ও নাক ডাকা, কিম্বা প্রবল প্রলাপ ও হাত ছোড়া এবং মস্তিষ্কের শক্তির এককালে নাশের আশঙ্কা হইলে,। ইহার পর কখন কখন বেল খাটে।

আন্টিম-টার্ট। গুটি বাহির হওনের পূর্ব্বে বুক এঁটে ধরা ও তথায় অতিরিক্ত চাপ বোধ, কাশি, গলা ঘড়্‌ঘড়ানী এবং ইহার সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন থাকিলে।

ইপিকা—বমন, উপর পেট ব্যথা ও চাপিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি; অথবা এককালে খাইতে অনিচ্ছারূপ উপসর্গ থাকিলে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না সারিলে এবং বমনে শিশু নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে আর্স; ইহার সহ ভেদ ও বুক ভার থাকিলে চাইনা; বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাঠিন্যে, নক্স, ব্রাই; ভেদ ও পেট ব্যথায়, কামো, পল্‌স, আন্টিনক্রুড।

ব্রাই—ইহা সেবনে গুটি শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয়। তদ্ভিন্ন তিক্ত তার, জিভে ছাতা, কোষ্ঠ কঠিন, শিরঃপীড়া, গা হাত কামড়ান ও নড়া চড়ায় উহার বৃদ্ধি, উগ্রস্বভাব, এবং বক্ষস্থলের প্রদাহের লক্ষণ; শ্বাসগ্রহণ কালে বুকে ফুটুনির ন্যায় ব্যথা থাকিলে।

রস—মাথা, পীঠ, কোমর ব্যথা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, নড়ায় কতক স্বস্তি; অথবা বলক্ষয়কারী ভিদ্‌ভিদে জ্বর পক্ষে ইহা ও ব্রাই পর পর দেওয়া বিধি।

কামো—নিশ্বাস-কষ্ট, উদরাময়, সজা ভেদ, অত্যন্ত পেট ব্যথা, বমন; অথবা পাকিবার অবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা ও কান্না, বিশেষতঃ রাত্রে।

বেল—মস্তিষ্কের উপসর্গ থাকিলে। মুখমণ্ডল লালবর্ণ, আলোক অসহিষ্ণুতা, মাথা ব্যথা ও প্রলাপ, অত্যন্ত পিপাসা, গা বমি বমি ও বমন; অথবা জিভের ধার ও অগ্রভাগ লাল, উপর পেট ফুলা ও ব্যথা ও টিপিলে লাগা, বলক্ষয়, অঘোর অবস্থা। (আকন, কামো বা ওপিয়মের পর)।

লেপা বসন্ত অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহাতে সর্ব্বপ্রথম আকন ও সল্‌ফর পর পর বিধি।

মার্ক—পাক ধরার অবস্থায় চক্ষুপ্রদাহ, নাসিকা ও গলা টাটান; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; লাল ভাঙ্গা; কাশি; স্বর ভঙ্গ; ত্বক ফুলা ও সেঁটেধরা; অত্যন্ত পাতলা বাহ্যে, বা রক্ত ভেদ ও অনবরত কোঁত পাড়া পক্ষে।

ইহার পর হিপর বিলক্ষণ খাটে। এই অবস্থায় অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং অল্প উষ্ণ দুধ ও জল দিয়া স্ফীত চক্ষু ধোয়াইয়া দেওয়া বিধি। অত্যন্ত গাত্র চুল্‌কুনি থাকিলে উষ্ণজলে কলার বাসনার ছাই দিয়া ঐ স্থান মধ্যে মধ্যে ধৌত করিলে কতক স্বস্তি হইয়া নিদ্রা হয়। মেড়ো উঠার সময় চুল্‌কুনি নিবারণ ও মেড়ো নরম করা নিমিত্ত ননী লাগান কর্ত্তব্য।

রোগ প্রারম্ভে বা প্রবল অবস্থায় শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ হয়। কণ্ঠনালীর বা ফুসফুস প্রদাহে মার্ক, পরে হিপর উত্তম ঔষধ; প্লুরাইটিস পক্ষে, ফস; হুল ফুটানন্যায় বক্ষস্থলের বিঁধুনিতে আর্ণিকা; এবং মস্তিষ্কের প্রদাহে বেল, পরে সল্‌ফর।

কখন কখন প্রথম অবস্থায়, কখন বা পাকধরা কালে, টাইফয়েড জ্বর হয়, রোগ প্রারম্ভে এ অবস্থা ঘটিলে আর্সে অধিক উপকার হয়, বিশেষ নিম্ন লিখিত উপসর্গ থাকিলে, যথা—এককালে নির্ব্বলী হওয়া, অনিবার্য্য ও অতিশয় গাত্র তাপ, নাড়ীর ঘন ঘন স্পন্দন, পিপাসা, জ্বরকালীন আক্ষেপ বা গুটি বাহির হওনের পূর্ব্বে দড়কা। বসন্ত দেখা দিবার পূর্ব্বে গায়ে দাগ, রক্তস্রাব, বা বেলেস্তারার ন্যায় লাল ও কাল রক্ত পূর্ণিত ফোস্কা থাকিলে ও আর্সে প্রতিকার না হইলে লাকেসিস বিধি। পূয হওয়া কালে পূর্ব্বপ্রকার জ্বর হইলে রস ও ব্রাই ব্যবহার্য্য।

রস—বলক্ষয়কারী জ্বর, অঙ্গ অসাড় বা শক্ত হওয়া ও কামড়ান, অতিশয় দুর্ব্বলতা, বুক পীঠে আমবাতের ন্যায় বিজকুড়ি বিজকুড়ি দাগ ও তাহার ভিতর শাদা রস, রাত্রে জ্বর বৃদ্ধি ও তৎকালে চম্‌কান, চীৎকার করা, ভেদ, পেট ব্যথা ও পিপাসা।

ব্রাই—পূর্ব্ব উপসর্গ ভিন্ন নাক দিয়া রক্ত পড়া ও গুটি কৃষ্ণবর্ণের হইলে। (কাল গুটি হইলে আর্স ও কার্ব্বো ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফস—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর সতত গড়িয়া গড়িয়া পাছ্‌তলার দিকে পড়া উপসর্গ থাকিলে।

পুনঃ পুনঃ বা দীর্ঘকাল স্থায়ী দড়কা, অথবা উদরাময় ও কৃমি রোগ পক্ষে, কামো, ষ্ট্রামোনিয়ম, হাইয়স, বেল, ইগ্নে; কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য দড়কা হইলে পিচকারী দিবা বা নক্স, ব্রাই; অঘোর, মুখমণ্ডল লাল ও ফুলা পক্ষে ওপিয়ম; বলক্ষয়কারী উদরাময়ে কামো, ফস, টার্ট-এ, পল্‌স, আর্স, ডল্কা, চিন; ইহার সঙ্গে হামের ন্যায় গুটি দেখা দিলে, পল্‌স ব্যবহার্য্য; গুটি হঠাৎ অন্তর্ধান ও মস্তিষ্কের উপসর্গে কুপ্রম; নিশ্বাস কষ্ট প্রভৃতি শ্বাসের উপসর্গে ব্রাই, টার্ট-এ।

বসন্ত সারিয়া চক্ষুর পীড়া হইলে বেল, মার্ক, সল্‌ফর, হিপর, ব্রাই, নাইট্রিক-আসিড, কাষ্টিক; কাণ দিয়া পূয পড়া হইলে সল্‌ফর, হিপর, পল্‌স, ল্যাইক; এবং কর্ণ-অস্থির ক্ষয় হইতে থাকিলে আরম, আসাফেটিডা, সিলিসা, শ্বাসনালীর প্রদাহে আকন, হিপর, স্পঞ্জিয়া, বা বেল, লাকেসি, মার্ক, আর্স। কাশি পক্ষে বেল, মার্ক, আর্স; হাঁপানি পক্ষে টার্ট-এ; উদরাময় পক্ষে চিন, ফস; গোঁড়-নামা পক্ষে আর্ণিকা, থুজা, আর্স; ইহাতে উপকার না হইলে ফস; ক্ষুদ্র স্ফোটক নিমিত্ত কাল্কা।

ডাক্তার তেস্ত বসন্ত রোগে নিম্নস্থ কয়েকটী মাত্র ঔষধ দিতে কহেন।

জিঙ্ক—রোগ প্রতিনিষেধক। ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিলে ৩।৪ বার করিয়া ২ দিবস ঔষধ সেবন বিধি।

কাষ্টিকম—প্রাতে মার্ক-কর, বৈকালে ২ মাত্রা করিয়া দিবা; বসন্ত বসিবার উপক্রম হইলে বা গুটি সজা, বেগুণে বা কৃষ্ণবর্ণের হইলে প্রাতে কাষ্টিকম ও বৈকালে সল্‌ফর পূর্ব্ব নিয়মে প্রয়োগ করিবা, এবং মস্তিষ্কের উপসর্গে বেল দিবা।

গোবীজ-টিকা-সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম জানা নিতান্ত আবশ্যক। আদত গোবীজ বা Vaccine লইয়া টিকা দেওয়াই শ্রেষ্ঠকল্প; তদভাবে সুস্থ সবলকায়, চর্ম্মরোগযুক্ত বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত নয়, জনক জননীর গর্ম্মির পীড়া বা অধিক পারা ব্যবহার করা না হইয়া থাকে, এবম্বিধ লক্ষণযুক্ত শিশুর ৭ম। ৮ম দিনের বীজ লইয়াও শিশুর টিকা দিবা। ধাতু-বিকৃত বা রোগগ্রস্তের বীজ শরীরস্থ

হইলে শিশুর ধাতু বিকৃত হয়। মাঘ, ফাল্গুন মাস টিকা দিবার উত্তম সময়। গায়ে খোস পাচড়া থাকিলে বা দন্তোদ্গমকালে টিকা দেওয়া অবিধি। বসন্ত প্রবল রূপে পল্লীতে হইতে থাকিলে সকল ঋতু ও সকল অবস্থায় টিকা দেওয়া বিহিত। কোন কোন গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের টিকা দেওয়ায় হাত ফুলে ও অধিক জ্বর হয়, তৎকালে ২।৪ মাত্রা আকন এবং কখন ১।২ বার বেল দেওয়া আবশ্যক। মাড় উঠিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা সল্ফর পরে এক পক্ষ অন্তর উহা ২।৩বার দিলে ভাল হয়। সুপথ্য দিবা এবং ঠাণ্ডী না লাগে বা অধিক গরম না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা। অন্য কোন প্রকার স্ফোটক দেখা দিলে সিলিসা উচ্চ ক্রমের দেওয়াই বিধি।

পাচড়া।

শিশুদিগের পাচড়া নিমিত্ত ডাক্তার তেস্ত নিম্নস্থ ঔষধ ব্যবহার করেন।

লবেলা—প্রথম দিন, ক্রোটন; দ্বিতীয় দিন ইহা; এইরূপ অষ্টাহ ব্যবহার করিবা। মধ্যে ৪ দিন বিরাম, পুনরায় পূর্ব্বমত। দুই পাল্য সেবনে উপকার না বুঝিলে আদত সল্ফরের আরোক কিছু দিন দিবা। অঙ্গ পরিষ্কার রাখিবা এবং ঘার উপর নারিকেল তৈল বিধি। প্রত্যহ একবার করিয়া অল্প উষ্ণ জলে স্নান এবং বৈকালে অন্ততঃ পীড়িত স্থান ধৌত করিবা। ড্যাব্‌ডেবে পাচড়া গুলা বড় টাটায়, ঘুঁটের ছাই অল্প ভিজাইয়া উহার উপর দিলে অল্পক্ষণে উহা ফাটে এবং আড়ষ্টতা যায়।

মার্ক—পাচড়াতে রক্তপড়া, ঘা, চুল্‌কুনি এবং জ্বালা হইলে এই ঔষধ খাটে, বিশেষ রাত্রে ঐ সব উপসর্গ থাকিলে।

সল্ফর—বিশেষ হাতের কব্জা ও আঙুলের পাচড়া পক্ষে, নারিকেল তৈল এক ছটাকে ১২ গ্রেণ গন্ধক দিয়া খুব মাড়িয়া, তাহাই উহার উপর লাগাইবা। প্রলেপাদি লাগাইয়া হঠাৎ বন্ধ করা গর্হিত। ইহাতে ভয়ঙ্কর রোগ হইতে পারে। তৎকালে জলের পটি লাগাইয়া আবার পাচড়া যাহাতে আইসে, তাহা করিয়া সল্ফর খাইতে দেওয়া বিধি।

আঘাত।

পড়া, লাগা, চোট খাওয়া, অল্প থ্যাঁথলান পক্ষে প্রত্যহ দুই তিন মাত্রা আর্ণিকা খাইতে দিবা ও ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে উহাতে নেকড়া ভিজাইয়া পটি লাগাইবা এবং উহা শুকাইতে দিবা না, অথবা আদত আর্ণিকা আরোক বিংশতি গুণ জলে ফেলিয়া সেই জল দিয়া ব্যথিত স্থান ধৌত করিবা। মাথায় লাগা জন্য মাস্তষ্কের প্রদাহ হইলে আকন ও বেল দেওয়া বিধি; আঘাত নিমিত্ত বমি করিতে থাকিলে আর্ণিকা; ঐ উপলক্ষে জ্বর, বা দড়কা হইলে বেল; এবং তাহাতে উপকার না হইলে ও সর্ব্বদা নাক খুঁটুনি থাকিলে চাইনা; বুকে অধিক আঘাত লাগা জন্য তৎস্থান অধিক টাটান, লাল ও উত্তপ্ত হইলে ও উহার সঙ্গে জ্বর, অনিদ্রা, কাশি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে সর্ব্ব প্রথম আর্ণিকা ও আকন ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবা। এক দিবস মধ্যে উপকার না বুঝিলে পল্‌স বা মার্ক ও চাইনাদি তৎকালোচিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আঘাত জন্য পরে ফুসফুসের রোগ জন্মাইলে ফস, লাইকপ, কাল্কা, সল্‌ফর, অথবা প্রথম যত্ন না করায়, কালবিলম্বে ইহার দরুণ ক্ষয়রোগ (Consumption) হইলে ষ্টানম, আসিড নাইট্রিক, সিলিসা, কার্লিকার্ব্বো।

আঘাত বা পতন জন্য মূর্চ্ছা হইতে থাকিলে—আকন; অতিরিক্ত ব্যথা জন্য দড়কা পক্ষে—কামো, ইগ্নেসা ও বেল; কষ্টকর ছট্‌ফটানি পক্ষে—কাফি; শিরঃপীড়ায় বেল, ককুলস, সিকুটা, আসিড ফস দেওয়া বিধি।

সন্ধি বিতানে (Sprains) (মোচ্‌ড়ানো) পক্ষে সর্ব্ব প্রথম রস, ইহা ৩। ৪ দিবস সেবন করিয়া ও নড়িতে অতিরিক্ত ব্যথা এবং স্থান শক্ত বা দুর্ব্বল থাকিলে ব্রাই পূর্ব্বমত দিবা, পরে ৪ দিবস বিরাম দিয়া সল্‌ফর এবং সর্ব্বশেষে পূর্ব্ব নিয়মে কাল্কা। উহাতেও না সারিলে কখন কখন সেপিয়া ও কাষ্টিকম দেওয়া আবশ্যক। জ্বর, ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা আকন দেওয়া বিধি। আর্ণিকা, কালেনডুলা বা রসের আদত আরোক ফোটা কতক এক পোয়া জলে ফেলিয়া ঐ জল দিয়া সন্ধিবিতান ধৌত করা আবশ্যক; সন্ধিস্থান ফুলা, লাল বা রক্ত জমাট হইয়া কাল হইলে ও নড়িলে লাগে, এমন উপসর্গ থাকিলে, আর্ণিকা বিধি। যাহাদিগের আর্ণিকা লাগাইলে

স্থান অত্যন্ত লাল ও চর্ম্মরোগ হয়, তাহাদিগের পক্ষে কালেনডুলা বিশেষ উপকারী।

কাটিয়া গেলে সর্ব্ব প্রথম রক্ত বন্ধ করিবা। এজন্য ঠাণ্ডা জল বা বরফ অনবরত লাগাইবা; অথবা তথায় চাপ দিয়া রাখিলে, রক্ত জমাট ও ধমনী সংকোচিত হইয়া শোণিতপাত বন্ধ করে। বড় ধমনীচ্ছেদ হইলে যোগ্য ব্যক্তি আনাইয়া শক্ত সুতা দ্বারা বন্ধন করাইবা। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত কাটার মুখে চাপ দিয়া উহার ঊর্দ্ধভাগে বন্ধন দিয়া রাখিবা; রক্ত বন্ধ হইলে তথায় ঠাণ্ডা জলের বা আর্ণিকা বা কালেণ্ডুলা জলমিশ্রিত আরোকের পটি লাগাইবা।

থ্যাঁথলিয়া যাওয়া পক্ষে সর্ব্ব প্রথম স্থান পরিষ্কার করিয়া মুখে যোড় লাগাইয়া তদুপরি ঠাণ্ডা জলপটি দিতে থাকিবে। অতিরিক্ত ব্যথা ও পাক-ধরার অবস্থা হইলে জল দেওয়া বন্ধ করিয়া কামো ২।৩ দিবস খাইতে দিবা, তাহাতে বিশেষ ফল না দর্শিলে হিপর। পূর্ব্বমত ঔষধ দিয়া ঘা শুকাইবার উপক্রম না হইলে সিলিসা এবং সর্ব্বশেষে সলফর ও সিলিসা ৩। ৪ দিন অন্তর পর পর দিবা।

অস্থি, স্থানভ্রষ্ট হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা উহা যথা স্থানে সন্নিবেশিত করাইবা। ব্যথা সারা নিমিত্ত ঠাণ্ডা জল বা আর্ণিকাযুক্ত জলের পটি তথায় লাগাইবা এবং আর্ণিকা ও আকন সেবন করিতে দিবা। অস্থিভগ্ন হইলে, ডাক্তার দ্বারা তথায় বাড় বাঁধাইয়া লইবা, এবং নাড়া পাইয়া উহা কোন মতে স্থানভ্রষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা। ব্যথার নিমিত্ত আর্ণিকা এবং শীঘ্র শীঘ্র হাড় যোড়া লাগা নিমিত্ত সিমফেসিস সেবন বিধি। হাড় ভাঙ্গার গাছ, ছোট গোয়ালের পাতা ইত্যাদির প্রলেপে ব্যথা সারিতে দেখা গিয়াছে।

সকল প্রকার আঘাতে জ্বর থাকিলে লঘু বা অনায়াস-জীর্ণ পথ্য ব্যবস্থা।

পোকা মাকড় কামড়ান।

বোল্‌তা কামড়ান পক্ষে কেঁচোর মাটি, হুঁকার জল বা তৈল দেওয়া হয়। ভেরাণ্ডার কচার আটায় জ্বালা নিবারণ হয়।

আদত ক্যাম্ফর আরোকের ঘ্রাণ লইলে পোকা মাকড় কামড়ানর জ্বালা

নিবারণ হয়। ইহা প্রয়োগ করিয়াও প্রদাহ না কমিলে আকন ও তৎপরে আর্ণিকা। জিহ্বা বা মুখে কামড়ানয় সর্ব্ব প্রথম আর্ণিকাযুক্ত জলের কুল্লি, তাহাতে না সারিলে, এবং ব্যথা, ফুলা, ও লাল ভাঙ্গা পক্ষে বেল ও মার্ক পর পর বিধি। পেঁয়াজের রসও ব্যবহৃত হয়। অথবা বোল্‌তা মৌমাছি কামড়াইলে হুলটা বাহির করিয়া ফেলাইয়া, লিডম পেলুষ্টার খাইতে দিবা। চক্ষু ও মুখে কামড়ানয় মধু লাগাইবে।

বিছা কামড়াইলে তথায় নীলবড়ি ঘষিয়া দিবা। আড়রাপাতার বা আমরুলের রস, টাট্‌কা গুড়ুক তামাক বা আকনের আদত আরোক দংশিত স্থানে দিলে উপকার সম্ভব। দেশী অনেক গাছ গাছড়ায় আশু ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

পতন জন্য কখন কখন শিশুকে সংজ্ঞাশূন্য মৃতবৎ দেখায়। তৎকালে রোগীর মস্তক উচ্চ রাখিয়া শয়ান করাইবা, এবং মুখ মধ্যে আর্ণিকা ২।৩ অনুবটিকা দিবা। এ অবস্থায় আর্ণিকা-জলের পিচকারী দিলেও ফল দর্শে। অধিক রক্তপাত হইলে আর্ণিকা এবং ৩।৪ ঘণ্টার পর চাইনা দেওয়া বিধি।

দহন ও ঝল্‌সান।

অগ্নি সংস্পর্শে পোড়ার নাম দহন, গরম দ্রব্য সংস্পর্শে পোড়ার নাম ঝল্‌সান। সামান্যতর হইলে পোড়া স্থানে আগুনের আঁচ লাগাইবা; ইহাতে তৎকালে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা বাড়ে বটে, কিন্তু পরে ফোস্কা প্রভৃতি উপদ্রব হয় না। অধিক জখম হইলে অবস্থানুযায়ী নিম্ন ঔষধ মধ্যে সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত প্রয়োগ বিধি। পোড়ায় ঠাণ্ডা জল লাগান নিতান্ত অপরামর্শ। তাহা করিলে অনতিবিলম্বে ফোস্কা হয়। "বিষমস্তবিষমৌষধম্" এটি যে স্বভাবের নিয়ম, তাহা কেবল হানিমানের কল্পনা নয়—দহন তাহার একটি উদাহরণ স্থল।

আর্ণিকার আদত আরোক জল মিশ্রিত করিয়া দিলে সামান্যতর পোড়া বা ঝলসানর ব্যথা ও অপর যন্ত্রণা দূর হয়।

ক্যান্থারিস ৪ক্রমের আরোক জলে ফেলিয়া ঐ জলে একখানি পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে এরূপ করিয়া লাগাইবা যেন ঐ স্থানে বাতাস

না লাগে। নেকড়া কোন মতে শুকাইতে দিবে না। ইহাতে বেলেস্তারার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা পড়িবে না। পোড়ার পরক্ষণেই এই রূপ ব্যবহার করা আবশ্যক। দীর্ঘকাল বিলম্ব হইলে তাদৃশ ফল হয় না।

আর্টিকা-অরেন্স—আদত আরোক জলে ফেলিয়া পূর্ব্বমত নেকড়ায় ভিজাইয়া পোড়া স্থানে দিবা। প্রকাণ্ড ফোস্কা পড়িলে এই ঔষধ দেওয়া বিধি।

সুরা—সুরা নেকড়ায় ভিজাইয়া গরম করিয়া দগ্ধ স্থানোপরি দিয়া, তদুপরি কলার পাত দিয়া জড়াইয়া রাখিলে,পরে কোন কষ্ট হয় না। বেলেস্তারার ন্যায় ফোস্কা পড়ার পূর্ব্বে দিবে।

কাষ্টিকম—৬ ক্রমের এক ছটাক জলে ২।৩ ফোটা ফেলিয়া পূর্ব্বমত দিবা। পোঁড়ার ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে অন্য ঔষধ না দেওয়া হইলে এবং অধিক দূর ভিতর পর্য্যন্ত দহন হইয়াছে এমত স্থলে বিশেষ উপকারী।

ঘা সারিবার নিমিত্ত ক্রিয়োসোট বা ক্রোকস সাটাইবাসের আদত আরোক জলে ফেলিয়া পূর্ব্বমত ব্যবহারে ফল লাভ হয়।

ঘা পচিতে থাকিলে ক্যালেনডুলা বা চাইনা আদত আরোক পূর্ব্বমত দেওয়া বিধি।

নারিকেল তৈল ও চূণের জল একত্র ফেনাইয়া নেকড়ায় লাগাইয়া দগ্ধস্থানের উপর দিয়া জড়াইয়া দিবা। ২। ৪ ঘণ্টা পরে ঐরূপ পুনর্ব্বার অপর একটি পটি লাগাইবা।

কামো—অধিক পোড়ার দরুণ দড়কা। যাতনা জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। বড় অধৈর্য্য, ভদ্ররূপে কথার উত্তর দিতে অশক্ত। বদন ও মাথায় গরম ঘাম।

চিন—ঘা হইতে অতিরিক্ত পূয পড়ার দরুণ অতিশয় দুর্ব্বলতা। অকষ্টকর জলবৎ ভেদ, বিশেষ রাত্রে।

সিলিসা—অতি আস্তে আস্তে ঘা সারা বা flesh diposed to shoot up পক্ষে।

সল্ফর—ঘার পাশে চুলকুনি, জ্বালা, প্রদাহ।

অথবা ফোস্কাগুলি কাঁচিতে কাঁটিয়া ও তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া তদুপরি তুলা পাঁজিয়া দিবা। তুলা বা তৈল নিকটে কিছুই না থাকিলে, দগ্ধ

স্থানোপরি পুরু করিয়া ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবা এবং উহা তুলিবার নিমিত্ত পরে ঐ স্থানে পুল্‌টিস দেওয়া আবশ্যক।

খাইবার ঔষধ সামান্যতর পোড়া পক্ষে ও সর্ব্ব প্রথম আর্ণিকা; ব্যথা ও জ্বালা অধিক হইলে কার্ব্বো; ইহা সেবনের ৩ ঘণ্টা মধ্যে যন্ত্রণার লাঘব না হইলে কফি; এবং জ্বর ও নাড়ী মোটা ও দ্রুত পক্ষে—আকন। এ সমস্ত সামান্যতর পোড়ার পক্ষে; অধিকতর ও ভয়াবহ হইলে, অঘোর, নাড়ী দুর্ব্বল, অপ্রাপ্যপ্রায় ও শীত, এ অবস্থায় গরম জলে স্নান ও ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর ওপিয়ম বিধি। ইহা খাইতে খাইতে জ্বর উপস্থিত হইলে আকন দিবা, কিন্তু দুর্ব্বলতা ও নাড়ীর ক্ষুণ্ণতা না কমিলে, আর্স ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবা, বিশেষতঃ অনেক খানি স্থান ব্যপিয়া পচা ধরার আশঙ্কা থাকিলে। ভিদ ভিদে বলক্ষয়-কারী জ্বর থাকিলে রস।

কান্থারিস—আরোক বাহিরে লাগানর দরুণ অধিক প্রস্রাব হইলে ক্যাম্ফ-রের আরোক তিন ঘণ্টা অন্তর। জ্বর কালে লঘু পথ্য, অন্য সময় অনুত্তেজক খাদ্য এবং আরোগ্য হওন কালে দুর্ব্বল থাকিলে মাংসের যূষ।

ধাতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত আর্ণিকা, সল্‌ফর, দীর্ঘকাল অন্তর বহুদিন সেবন বিধি। নক্স, লাইকপ, ফস, আসিড, নাইট্রিক, ইহারাও ধাতু পরিবর্ত্তনে সক্ষম।

গর্ম্মির পীড়া ও অধিক পারা ব্যবহার জন্য রোগ!

পিতার বা মাতার পূর্ব্ব পীড়া থাকা বশতঃ সন্তানের নানা রোগ হয়। আহা! কোন দোষে দোষী নয়, অথচ পৈতৃক ও মাতৃক রোগে কত সন্তান যে যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা ভাবিলে বড়ই কষ্ট হয়। যে স্নেহময় পিতা মাতা, সন্তানের নিমিত্ত প্রাণ দিতে পারেন, তাঁহাদের অবিবেচনা দোষে সেই প্রাণতুল্য অপত্যের যে কত বিপত্তি ঘটে, তাহা কি তাঁহারা ভাবেন? কিন্তু ভাবা উচিত। সে যাহা হউক, মুখ, ওষ্ঠ বা জননেন্দ্রিয়ের ঘা পক্ষে—মার্কসল, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক মাত্রা করিয়া ৮।১০ দিন দিবা। মধ্যে এক বা দুই দিবস এক মাত্রা করিয়া সলফর কখন কখন আবশ্যক হয়, সে দিন

জন্য ঔষধ দিবে না। কিন্তু এ রোগ নিমিত্ত ডাক্তারি মতের চিকিৎসায় অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকিলে, হিপর দেওয়া বিধি। ইহাতে উপকার না বুঝিলে এবং পারা বশতঃ মুখ আসার উপসর্গ হইলে, নাইট্রিক আসিড; এবং পারা দরুণ সমস্ত অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হওয়া বুঝিলে আন্‌টিমটার্ট; অথবা চর্ম্ম মাংস ভেদ করিয়া নাসিকা ও তালুর অস্থি ক্ষয় হইতে থাকিলে, আরমমেটাল বা ফসআসিড; অপর কোন হাড়ে পারা বা গর্ম্মির ঘা আক্রমণ করিলে আসাফেটিডা ও ফস-আসিড। অধিক পারা ব্যবহার জন্য মুখে ঘা, মাড়ি ফুলা ও দাঁত হইতে যোড় খোলা এবং গেলার কষ্ট পক্ষে, বেল, ডল্কা, কার্ব্বো, সল্‌ফর, আসিড্‌সল্‌ফর।

গর্ম্মির রোগ জন্য বিবিধ চর্ম্মরোগ পক্ষে আসিড নাইট্রিক, হিপর, আসিড-ফস, ডল্কা, থুজা, সল্‌ফর।

এই জন্য ওষ্ঠ, মলদ্বার বা অন্য অন্য কোমল স্থানে ক্ষত হইলে মার্ক বা থুজা; ঘা দগদগে, ও আব বা আঁচিল হইতে পূযবৎ রস নির্গত হইলে নাই-ট্রিক আসিড। ইহার সঙ্গে অক্ষুধা, অনিদ্রা, মধ্যে মধ্যে গায়ে কাঁটা দেওয়া, মুখমণ্ডল লাল, নাসিকা ছুঁচলা, ওষ্ঠ শুষ্ক, পিপাসা, বলক্ষয়কারী অপ্রকাশ্য জ্বর থাকিলে চাইনা; রাত্রে অধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে ফস-আসিড দিবা।

ইহার দরুণ চক্ষু প্রদাহ হইলে মার্কসল উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে উপকার না হইলে কার্ব্বো, আসিড নাইট্রিক, ফাইটো, কাল্কা, কখন কখন থুজা ব্যবহার আবশ্যক।

ক্ষত বা ঘা।

শরীর সুস্থ থাকিলে, দৈবাধীন আঘাত লাগিয়া ঘা হইলে অল্প দিন মধ্যে তাহা সারিয়া যায়। কিন্তু ধাতু বিকৃত থাকিলে, আপনা হইতে ক্ষত শুকায় না। তৎকালোচিত ও লক্ষণানুযায়ী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিয়া ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবান হইবা। মলম প্রলেপাদি ব্যবহার করিয়া নিরাময় হইতে চেষ্টা পাইবা না। উহাতে ঘা শুকাইতে পারে, কিন্তু রোগের মূল কারণ

দূরীভূত না হওন জন্য অন্য কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র আক্রান্ত হওয়াতে হয় তো রোগ অধিক ভয়াবহ ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

ক্ষত গভীর হইলে প্রত্যহ দুই এক বার গরম জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক লিণ্ট বা তুলা, নারিকেল তৈল বা লুচী-ভাজা ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে দিবা। এবং লাকেসিস, হিপর বা সিলিসা; ইহার মধ্যে এক একটী ঔষধ প্রত্যহ একবার করিয়া ৪। ৫ দিন দিয়া পরে ১২ দিন বিরাম দিয়া প্রতিকার বুঝ তো পুনরায় ঐরূপ দিবা, ডাক্তার এক্ সাহেব তিনটী ঔষধ পর পর চারি পাঁচ পালা খাইতে কহেন, অর্থাৎ প্রথম দিন লাকেসিস, দ্বিতীয় দিনে হিপর, তৃতীয় দিনে সিলিসা, পুনরায় ঐরূপ।

ঘার উপর ঠাণ্ডা জলের পটি ও তাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা উচিত। এবং পিট্রেলিয়ম, লাইকপ, সিলিসা পূর্ব্বমত সেবন বিধি।

নালী ঘা (fistulous ulcer) অর্থাৎ মুখ সরু, কিন্তু ভিতরে বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে ভিতরে শুষ্ক লিণ্ট দিলে ভিতর থেকে শীঘ্র শীঘ্র ঘা পূরে। আন্টিম-ক্রুড, কাল্কা, সিলিসা, সল্ফর সেবন বিধি।

ক্ষতের পার্শ্বস্থান অর্থাৎ কিনারা পুরু, শক্ত ও অসমান থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় লিণ্ট দিবা ও আর্স, পল্স, লাইকপ, সল্ফর পূর্ব্ব মত খাওয়াইবা। অস্থিতে ক্ষত হইয়া উপরে ঘা থাকিলে মার্ক, সল্ফর, কালিকা, লাইকপ, লাকেসিস, সল্ফর।

যে ক্ষততে জ্বালা বা সেঁটে ধরা থাকে, তাহার পক্ষে, আর্স, রস, সল্ফর; যাতে দপ্দপানি বা কামড়ানি ন্যায় ব্যথা থাকিলে, মার্ক, লাকেসিস, লাইকপ ও সল্ফর পূর্ব্বমত।

ক্ষতসঙ্গে চুল্কুনি থাকিলে হিপর, পল্স, সল্ফর।

যে ঘায় কোন প্রকার ব্যথা না থাকে, তাহার পক্ষে, ফস, আসিড, কার্ব্বো সেপিয়া ও সল্ফর।

ক্ষত অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে, কার্ব্বো, আর্স, পল্স ও সল্ফর পূর্ব্ব মত। দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এরূপ ঘা পক্ষে মার্ক, লাকেসিস, হিপর, সিলিসা, সল্ফর।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

অবিবাহিতা কন্যার চুল উঠিয়া গেলে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়। নিম্নে এই রোগের কতকগুলি ঔষধ লেখা হইল।

তরুণ কঠিন রোগ আরোগ্যের পর চুল উঠিয়া গেলে, লাইকপ, হিপর, সিলিসা, কাল্কা, কার্ব্বো, ফস-এসিড, সলফর।

পুনঃ পুনঃ স্নানের জন্য চুল উঠা পক্ষে মার্ক; অধিক পরিমাণে উঠাতে রস; রক্তক্ষয় দরুণ চায়না, ফেরম; অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য রোগে হিপর, নাইট্রি-আ বা কার্ব্বো, অধিক কুইনাইন খাওয়ার নিমিত্ত হইলে পলস, বেল, বা হিপর। পুনঃ পুনঃ মাথাধরা জন্য রোগে, ফস, সিলিসা, সেপি হিপর। অতিরিক্ত শোক বা উদ্বিগ্নতা ও মনস্তাপ জন্য রোগে ইগ্নে, ফস। মাথায় অধিক মরামাস (Scurf) হইলে কাল্কা, গ্রাফাইট। ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটিয়া, তোলা ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর শক্ত তোয়ালে বা বুরুষ দিয়া খানিকটা করিয়া উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিবা। ২।৪ ফোটা কাষ্ট আরোক জলে ফেলিয়া সপ্তাহ অন্তর ঐ জল স্পঞ্জ দিয়া চুলের গোড়ায় লাগাইবা বা পেঁয়াজের রসে চিনি মিশাইয়া তাহা দিয়া মাথা ঘষিবে।

মাথার সম্মুখের চুল উঠিলে আর্স, নেট্রম, ফস; ব্রহ্মতালুর চুল উঠা পক্ষে বারাইটা, গ্রাফাইটিস, লাইকপ, সেপিয়া, জিঙ্ক; মাথার পশ্চাদ্ভাগে হইলে কার্ব্বো, ফস, সিলিসা; পার্শ্বে উঠিলে গ্রাফাইটিস, ফস, কালী, জিঙ্ক; রগের চুল উঠায়, কাল্কা, লাইকপ, নেট্রম; এবং ভ্রূর হইলে, বেল, কাষ্ট, আগর, কালী।

টাকপড়া পক্ষে কাষ্ট, ফস, আইওডাইন। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগের টাক পড়ায় ফস। চর্ম্মরোগ অন্তর্হিত হওয়ায় অত্যন্ত মাথা চুলকুনি পক্ষে গ্রাফাইটিস, কালী, লাইকপ, সিলিসা, সলফর। মাথার খুকি উঠা পক্ষে কাল্কা, গ্রাফাইটিস, মাগ্নিসা, ষ্টাফিসিগ্রিয়া।

কাল্ক—যে সকল বামার অধিক রজঃ ভাঙ্গে বা প্রসবের পর যাহাদের প্রচুর ও দীর্ঘ (Lochia) জরায়ু-মল বা কলুতানি ক্ষরিতে থাকে।

লাইক—বিশেষ যাহাদের রক্ত উৰ্দ্ধগ হয় বা মাথায় উঠে।

সল্‌ফর—রক্ত উৰ্দ্ধগ, অর্শগ্রস্ত ও ধাতুবিকৃতি পক্ষে।

চুলে সৰ্ব্বদা চটচটে ঘাম পক্ষে চাইনা, মার্ক; চুল পাকা পক্ষে গ্রাফাইটিস, লাইকপ, ফস-আসিড, সলফর আসিড।

২। ৩ দিন এক মাত্রা করিয়া ঔষধ সেবনের পর ৪। ৫ দিন বিরাম, পরে উপকার বুঝিলে দীর্ঘকাল অন্তর এক এক মাত্রা, নতুবা অপর ঔষধ বিধি।

খুঁড়িয়া হাঁটা, তোতলা কথা।

আঘাত অথবা হোঁচট ভিন্ন শিশুর হঠাৎ খুঁড়িয়া হাঁটা পক্ষে মার্ক; পরে বেল; ইহাতে না সারিলে রস এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে কলসিন্থ।

শিশুর তোতলা কথা নিমিত্ত ষ্ট্রামনিয়ম ২। ৩ মাস খাওয়া আবশ্যক। পরে বেল, ইউফ্রে, প্লাটিনা, সলফর, ভেরাট, হিপর; শরীরের সর্ব্বোপরি ছাল উঠা পক্ষে এক সপ্তাহকাল কাষ্টিকম; মাথায় ঐ রোগ শীঘ্র সারে না। ফুস্‌কুড়ী দেখা যায় না, অথচ অতিরিক্ত চুল্‌কনা পক্ষে প্রাতে কাষ্টিকম ও রাত্রে মার্ক বিধি।

জ্বর।

"জ্বর ছাড়া রোগ নাই" একথাটী সত্য না হউক, হাম, বসন্ত প্রভৃতির গুটি বাহির হওনের পূর্ব্বাহ্নে, ফুসফুস ও শ্বাসনলী প্রদাহ, অগ্রমাস প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যাধির সমভিব্যাহারে যে ইহা অবস্থান করে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত পীড়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। এস্থলে অসঙ্কর বা শুদ্ধ জ্বরের বিশেষরূপে বর্ণনা করা যাইবে। অজ্ঞেরা জ্বরাসুরকে উপদেবতা বলিয়া জানেন। শরীর-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে শোণিতের বিষ বিশেষ সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করেন। মস্তিষ্ক ও রক্তের স্বাভাবিক ভাব বিকৃত হইয়া কতকগুলি উপসর্গ হওয়ার নাম জ্বর। নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। অযথা, গুরু বা অতিরিক্ত আহার; জলে ভেজা; কুয়াসা

বা হিম লাগা; নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস; রাত্রি জাগরণ; অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম; অধিক নেসা; পুতি শরীরস্থ হওয়া; শোক, ভয়, রাগাদির জন্য মনের বিশৃঙ্খলতা হওয়া; ঋতু পরিবর্ত্তন; অতিরিক্ত তাপ বা শীত; ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া; তাপের হঠাৎ ন্যূনাতিরিক্ততা হওয়া ইত্যাদি উপলক্ষে রোগ জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে ইহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়, তাহা বর্ণনা না করিয়া এস্থলে জ্বরকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা হইল।

প্রথম, সামান্য জ্বর। ঋতু পরিবর্ত্তন বা অনিয়ম জন্য শীত, অল্প গাত্র তাপ, নাড়ী মোটা ও বেগবতী কিন্তু তাদৃশ দ্রুত নহে, জ্বরান্তে প্রস্রাব অল্প লাল ও ধরিয়া রাখিলে থাঁকরি পড়া ইত্যাদি উপসর্গ বিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়, প্রদাহিক জ্বর। সর্ব্ব প্রথম অবসন্নতা, পরে অল্পক্ষণ স্থায়ী প্রবল শীত, কখন বা শীত অভাব, শীতের অবসানে অত্যন্ত গাত্রতাপ, ত্বক্ খস্‌খসে, চক্ষু ছল্‌ছলে, জিহ্বা শুষ্ক, অতিরিক্ত পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, কঠিন ও মোটা, প্রস্রাব অত্যন্ত লাল। উপযুক্ত ঔষধ ও সুপথ্য না পড়িলে রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিকার ও দোষ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় প্রকারকে বলক্ষয়কারী বা সন্নিপাতের জ্বর কহা যায়।

জ্বর কালে অতিরিক্ত অবসন্নতা; দৌর্ব্বল্য; কখন অধিক, কখন অল্প গাত্র তাপ; ত্বক্ কখন শুষ্ক, কখন চট্‌চটে ঘর্ম্ম বিশিষ্ট; জিহ্বা আর্দ্র থাকা ও কখন অত্যন্ত পিপাসা এবং শুষ্ক থাকা; কখন বা তৃষ্ণার অভাব; ত্বক্ স্বাভাবিক অপেক্ষা ঠাণ্ডা হওয়া ও নাড়ী মোটা; কখন বা অত্যন্ত গরম হওয়া ও নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; এই সমস্ত রোগের প্রধান উপসর্গ। এই প্রকার জ্বরের সঙ্গে অন্য অন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পীড়া অনেক সময় অবস্থান করে।

কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে, নিম্ন ঔষধ মধ্যে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিলে অধিক ও আশু উপকার সম্ভব।

হঠাৎ ঘর্ম্মবন্ধ হওয়া জন্য পীড়া পক্ষে কামো।

জলে ভেজা জন্য রোগে রস।

হিম কুয়াসা লাগা পক্ষে ডল্কা।

অতিরিক্ত কায়ীক ও মানসিক শ্রম জন্য পীড়ায় নক্স, রস।

তাড়াতাড়ি না চিবাইয়া গেলা জন্য রোগে ইপিকা।

ঘৃত বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারে পল্স।

অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য আহার নিমিত্ত পীড়ায় ইপিকা, পল্স, আন্‌টিম, ব্রাই, নক্স, আন্‌টিমটার্ট, সল্ফর।

রাত্রি জাগরণে নক্স।

পূতি জন্য পীড়ায় আর্স, চাইনা, ইপিকা, ব্রাই, রস।

রাগ জন্য কামো, কলসিন্থ, নক্স, ব্রাই, কোনিয়ম, চাইনা; ভয়ে আকন, ওপিয়ম; শোকে ইগ্নেসা, ফস, আসিড; বিরক্তিতে কামো, কাল্কা।

তাপের হঠাৎ পরিবর্ত্তন জন্য রোগে ব্রাই।

অধিক বরফ, ঠাণ্ডা জল বা টক সামগ্রী খাওয়া জন্য রোগে আর্স, পল্স।

সামান্য জ্বরে দুই এক দিবস লঙ্ঘন দিলেই অনেক সময় সারিয়া যায়। নিতান্ত আবশ্যক বুঝিলে ২।০৪ মাত্রা আকন দিলে যথেষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করাইলে ও গরম বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিলে, ঘাম হইয়া বিজ্বরি হওন সম্ভব। গরম জলে পা ৪।৫ মিনিট ডুবাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা ঘর্ষণ করিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও ঐ ফল হয়।

সর্দ্দিজ্বরে বয়ক্রম অনুসারে, আদত ক্যাম্ফরের আরোক ২।৩ বার ঘন ঘন দিলে ঘর্ম্ম হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। তৎকালে রোগীকে আবৃত রাখিবা। (সর্দ্দি দেখ)

প্রদাহিক জ্বরে আকন, বেল, ব্রাই, কামো, পল্স, রস, মার্ক, আর্স, হাইয়স, সল্ফর; বিকারে বেল, ব্রাই, রস, হাইয়স, ওপিয়ম, কার্ব্বো, ককুলস, নক্স, ফস-আসিড, ষ্ট্রামোনিয়ম।

ক্ষয়জ্বরে আর্স, ফস, ফস-আসিড, সিলিসা, সলফর, কাল্কা, চাইনা, ইপিকা, ককুলস।

সন্নিপাতের লক্ষণে বেল, ব্রাই, রস, ওপিয়ম, লাকেসিস, লাইকপ, ফস-আসিড, আর্স; ককুলস, ভেরাট, আর্স, চাইনা, হাইয়স, ষ্ট্রামোনিয়ম।

জ্বর অতিসারে ইপিকা, নক্স, পল্স, আনটিম, ব্রাই, রস, কামো, আন্‌টিমটার্ট, ককুলস, ডিজিট, স্কুইল, বেল, ভেরাট।

পৈত্তিকের জ্বরে আকন, ব্রাই, কামো, নক্স, পল্‌স, চাইনা, ককুলস, আর্স, কাল্কা, ডিজিট, ইপিকা, সল্‌ফর

কৃমিজ্বরে সিনা, সিকুটা, স্পাইজিলা, মার্ক, সিলিসা, আকন, সল্‌ফর, নক্স, হাইয়স, ষ্টানম, ষ্ট্রামোনিয়ম।

আঘাত ও পতনের জ্বরে আর্ণিকা, ব্রাই, আকন, রস।

আইরিস—জ্বর অতিশয়, পরিপাক কার্য্যের গোল, অধিক নেত্রাব।

আকন—যে জ্বরের ভোগ স্বল্প কাল, খুব গাত্র তাপ এবং নাড়ী কঠিন ও শীত, কম্প, ত্বক্ শুষ্ক ও গরম, অতিশয় তৃষ্ণা, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন এবং শেষ ঘর্ম্ম। বিশেষতঃ ছটফট, আইঢাই, উদ্বেগ ও অধৈর্য্য এবং এই সঙ্গে কোন যন্ত্র বা (Tissue) প্রদাহ। তদবস্থায় কেবল ইহা ২।৩ মাত্রা দিলে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রথম প্রথম গা থস্‌থসে, পরে অল্প বা অধিক তাপ; নাড়ী মোটা ও দ্রুত; অনিদ্রা, অস্থিরতা; জিভে হল্‌দে ছাতা বা উহা শুষ্ক ও লাল বা শ্বেত ক্লেদে আবৃত; মুখে জল ভিন্ন সকল দ্রব্যের তিক্ত তার, বমন, তিক্ত উদ্গার; সজ্বাটে হড়হড়ে ভেদ; কখন ঐ সঙ্গে ক্ষুদে কৃমি; অতিরিক্ত তৃষ্ণা; কোষ্ঠবদ্ধতা বা অল্প অল্প ভেদ ও বেগ; যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা, ভার ও ফুঁড়ুনি; প্রস্রাব অল্প লাল; রাগ বৃদ্ধি। এতদ্ভিন্ন বদন ও চক্ষু সরস ও আরক্ত; ছটফটানি; মৃত্যুভয়; চীৎকার; অথবা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক; মাথা কামড়ানি দপ্‌দপানি ও উহা তুলিলে (উৰ্দ্ধ করিলে) ঘোরা; কপাল ও ঘাড় ভার; রাত্রে প্রলাপ; বুক ভার; শ্বাস কষ্ট; কাশি; বুক ধড়ফড়ানি; গা হাত ব্যথা। প্রদাহিক অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং প্রথম প্রথম ব্যবহার্য্য। লক্ষণানুযায়ী হইলে ইহা বেল বা ব্রাই সহ পর পর দেওয়া আবশ্যক। পিত্তশ্লেষ্মা বিকারাবস্থায়—অতিশয় মৃত্যুভয় এবং অমুক দিন মরিব বলা (আর্স), মগজ যেন চক্ষুদ্বয় দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে, মাথা মধ্যে যেন গরম জল ফুটিতেছে ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা দিবা। ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম প্রথম, বিশেষ গাঁইট ফুলা থাকিলে।

আগারি—উত্তর দিতে অনিচ্ছুক (ফস-আ), ঘ্রাণের সাড়াধিক্য, জিভ শুষ্ক, পেট ডাকা ও অধিক দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, সর্ব্বদা ক্ষিপ্তপ্রায়, শয্যা হইতে

উঠিতে উদ্যত (হাইয়স), পুত্তলি সংকোচিত, জিভ শুষ্ক ও কম্পান্বিত, নাড়ী দ্রুত, হাত কাঁপা, পায়ে ব্যথা, হাত ও পায়ের পাতায় খাল লাগা।

আণ্টিম-ক্রু—জিভ শাদা, আহারে বিদ্বেষ, গা বমি বমি ও বমন ইচ্ছা, কখন কখন পুনঃ পুনঃ বমন ও জলবৎ ও ভুক্ত খাদ্য ভেদ। ইপি ও পল্স দিয়া না সারিলে ইহা দেওয়া বিধি।

আপিস—জিভ ব্যথাযুক্ত ফাটা বা ফুস্কুড়ি বিশিষ্ট; মুখ ও গলা শুষ্ক এবং গিলিতে কষ্ট, পেট টাটান, স্পর্শে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পুনঃ পুনঃ কদর্য্য রক্ত সংযুক্ত আম ও অনিচ্ছাধীন মলত্যাগ, অতিশয় দুর্ব্বলতা। সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষ বুক ও পেটে, মসূরীর ন্যায় (Millet) লাল লাল দাগ ও পিপাসার অভাব। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ, অচৈতন্য,থেকে থেকে চিড়্কে উঠা, জিভ ফুলা, শুষ্ক, ফাটা, ক্ষত বিশিষ্ট, কষ্টে বাহির হয় (আর্স, রস) এবং স্পর্শ করিলে লাগা (লাকাসি); শরীর নাড়াচাড়ায় ভেদ (ফস), প্রস্রাব বন্ধ (হাইয়স), পেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথা (রস), জ্বালাকর ও হুল ফুটানর ন্যায় ক্রব্য ব্রণ (Carbuncle) (আর্স), অতিশয় দুর্ব্বল ও গড়িয়ে পাস্তলার দিকে পড়া।

আরম-ট্রি—ঠোঁঠ ও কসে ঘা, জিভ লাল ও টাটান ও ফাটা বিশিষ্ট, নাক ও হাতের আঙ্গুলের মাথা খুঁটা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস এবং গলা ও ঘাড়ের বীচি আওরান, মুখ আসা, পলাইবার ইচ্ছা, আইটাই।

আর্ণিকা—বিকারে জড়ের ন্যায়, কথা কহিতে কি বলিবেন ভুল হওয়া; কথার উত্তর দিতে অনিচ্ছা (ফস-আ), প্রলাপ, বিড়বিড় বকা, আকাশ হাতড়ান, অচৈতন্য, অত্যন্ত বলক্ষয়, মাথার মধ্যে কিম্ভূত প্রকার জড়তা ও ভ্রূর উপর (বিশেষ ডাইনের) চাপুনি, নাক দিয়া রক্ত পড়া, জিভে শাদা লেপ অথবা জিভ ও ঠোঁঠ শুষ্ক ও মাঝাড়ে পাটকিলা রেখা (বাপ্টিসা), মুখের তার, নিশ্বাস ও ঘর্ম্ম কদর্য্য,জোরে শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্বাস ত্যাগ, পেট ফুলা, অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব, বুকের বাঁমদিকে প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি (ব্রাই), গাত্রে কালশিরা ও স্থানে স্থানে বড় বড় জর্দাটে সজ্জা দাগ (Pellicle), সর্ব্বশরীরে ব্যথা, নাড়াচাড়ায় ভাল থাকা, অধঃ-অঙ্গ কাঁপা, শয্যা অতিশয় শক্ত বোধ হওয়া ও সর্ব্বদা পাশফেরা, অতৃপ্তিকর ও স্বপ্নবিশিষ্ট নিদ্রা।

আর্স—কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, তোবড়ান, মৃত্যুর চেহারা (কার্বো); অত্যন্ত তাপ, অন্তর্দাহ; সর্ব্বদা ঠোঁঠ চাটা, ঠোঁঠ ময়লা, শুষ্ক ও ফাটা; জিভ শুষ্ক, লাল ও চক্‌চকে ও ফাটা (ব্রাই, রস) বা মাঝাড়ে পাটকিলে ছাতা, অথবা জিভ, মাড়ি ও দাঁতে দুর্গন্ধ, কাল, খরস্পর্শ ময়লা পড়া; দন্তশর্করা; অতিশয় তৃষ্ণা; পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় পানে তৃপ্তি. ক্ষুধা মান্দ্য, আহার বা পান করিলেই তুলিয়া ফেলা, পেট টন্‌টনে শক্ত, অজীর্ণের পচা গন্ধের ভেদ, অতিরিক্ত অস্থিরতা ও নেতিয়া পড়া; বৃদ্ধির অবস্থায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অতৃপ্ত নিদ্রা, ঘুমন্ত চম্‌কান, অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, বিড়বিড় করিয়া বকা, জ্ঞানশূন্য ভাবে অচেতন, খামখেয়ালি, অল্পে বিরক্ত; নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও কম্পান্বিত, অথবা সর্ব্বদা মাথা ও হাত পা চালা, চক্ষু বসা, চক্‌চকে বা জ্যোতিঃশূন্য হওয়া, অস্পষ্ট ক্ষীণস্বর বাক্য (কার্বো)। কড়ার নিম্নে ও পাকাশয়ে অতিরিক্ত জ্বালা (ফস, ভেরাট), প্রচণ্ড ও নিয়ত বমন, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, গাত্রে শাদা বা বেগুনে বিন্‌কুড়ি বিন্‌কুড়ি স্ফোটক (মর-আ, লাকাসি), ফোড়া ও অতিরিক্ত জ্বালা, (কাষ্টিক, মার্ক, সিলিসা), গলা ঘড়ঘড়ানি, ঠাণ্ডা ঘাম ও নাড়ী অপ্রাপ্যপ্রায়, এমত অবস্থায় ইহা প্রয়োগ বিধি।

আর্স—আকন ন্যায়, ত্বক্ উত্তপ্ত, নাড়ী লম্ফবান্, অস্থিরতা, উদ্বেগ, ইহা ভিন্ন একলাগাড়ে—বিরাম অভাব, বা সামান্য স্বল্প বিরাম। তাপ বৃদ্ধি, অধিকতর আইঢাই ও অধিকতর দুর্ব্বল, জিভ পাট্‌কিলে এবং টাইফয়েড উপসর্গ প্রকাশ।

ইউপার্ট—গ্রীষ্ম ও বর্ষার জ্বর, পৈত্তিকের উপসর্গের আধিক্য, বিপর্যায় কপাল ব্যথা, জিভে পুরু জর্দ্দা লেপ, পানে বমন, যকৃৎ প্রদেশের পূর্ণতা এবং নড়ায় ফুঁড়ুনি ও বেদনা অনুভব করা, অত্যল্প ও রঙ্গাল প্রস্রাব, পেশী ও হাড় পর্য্যন্ত কামড়ান। ডেঙ্গুজ্বরে নিম্নক্রমের ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়। পূর্ব্ব লক্ষণ বিশিষ্ট—বিলক্ষণ তৃষ্ণা ও পান করিলে তুলিয়া ফেলা; হাড়, বিশেষ কব্জা ভাঙ্গার ন্যায় শরীর টাটান, প্রচুর ঘাম, সর্ব্বদা গা বমি বমি ও বমন, ঝাঁঝাল তাপ ও গাত্রে ঘাম, মাথা অত্যন্ত ভার, এমন কি হাত দিয়া ধরিতে বাধ্য হওয়া, জিভে জর্দ্দা বা শাদা লেপ।

ইগ্নে—চক্ষুর সম্মুখে চিক্‌চিকুনি, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস, মুখে টক্ তার, বদন ও হাত পায় খেঁচুনি, ঘুমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিড়িক্‌মারা, হৃৎকম্প, নারা-কাতরে—(কফি); অতিশয় অধৈর্য্য হওয়া; কাল্পনিক অমঙ্গল চিন্তা করা, সমস্ত রাত্রি স্বপ্নবিশিষ্ট নিদ্রা যাওয়া।

ইপি—অধিক তাপসহ অত্যন্ত কম্প বা অল্প কম্প সহ অধিক তাপ, জিহ্বা পুরু ও তাহাতে জর্দ্দাটে ছাতা, মুখ শুষ্ক ও দুর্গন্ধ, তিক্ত তার, আহারে ঘৃণা, গা বমি বমি অথচ বমন না হওয়া, উকি উঠা, অথবা অজীর্ণ খাদ্য (রোমন্থ পদার্থের ন্যায়) মাঝে মাঝে উঠা, পেট ভার ও ব্যথা, সজ্জা বা জর্দ্দাটে জলবৎ ভেদ, ত্বক্ ফেঁকাশে বা জর্দ্দা ও শুষ্ক ; গাত্র তাপ, বিশেষ সন্ধ্যায় ; কপাল ব্যথা, পিপাসা, অত্যন্ত অস্থিরতা, হাতের তালু জ্বালা, রাত্রে ঘর্ম্ম, নিশ্বাস ঘন ঘন ও ফেলিতে কষ্টবোধ।

ইহার অনেক লক্ষণ টার্ট-এ ন্যায় ; কিন্তু শিশুর পক্ষে ইপি অধিক ফল-দায়ী, বিশেষ ভেদ হইতে থাকিলে।

বেল—জিভে জর্দ্দাটে বা পুরু ছাতা, পানে বিদ্বেষ অথবা নিয়ত পিপাসা ; কিন্তু পানে অশক্ত ; টক্, তিক্ত বা হড়্‌হড়ে বমন ; সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষ মাথা অধিক গরম, দাহ অতিরিক্ত, যেন ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ব্যথা ; দিবসে তন্দ্রা, রাত্রে অনিদ্রা, মুখ শুষ্ক, গিলিতে কষ্ট, অস্থিরতা, সর্ব্বদা সন্দিহান বা খাম্‌খেয়ালি মেজাজ ; ঘুমিয়া ঘুমিয়া চম্‌কানি, অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, অজ্ঞান হইয়া বিড়্‌বিড়্ করা, শয্যা হাতড়ান বা চীৎকার ও দড়্‌কা, গেঁঙানি, ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা কিম্বা প্রবল ও প্রচণ্ড বিকার ; অন্তর্দ্দাহ ; ভূত প্রেতাদি ভয়ঙ্কর খেয়াল দেখা। শয্যা হইতে পলাইতে উদ্যত, চক্ষু-পুত্তলি অতিরিক্ত বিস্তৃত ; চক্ষু লাল, অত্যন্ত ক্রোধের অথচ অস্থির দৃষ্টি, একবারে আলোক অসহিষ্ণুতা, কসে ঘা, অত্যন্ত গলা ব্যথা ও গিলিতে কষ্ট ; অতি দ্রুত ও অস্পষ্ট বাক্য, অল্প লাল প্রস্রাব, গাত্রে লাল দাগ, জ্বরের প্রথমে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, অথবা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় অথবা ঘোর বিকার, এই উভয় অবস্থায় প্রয়োগ বিধি।

ককু—অতিশয় দুর্ব্বল, শ্রান্ত ও ম্লান ; অল্প শ্রমে কাঁপুনি ও ঘর্ম্ম, ফ্যাল্‌-ফেলে দৃষ্টি, গা বমি বমি, আহারে দ্বেষ, পেট ফুলা, জিহ্বায় জর্দ্দা ছাতা, মুখ শুষ্ক, দুর্গন্ধ নিশ্বাস ও বমন ইচ্ছা, শ্বাস কষ্ট, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা মলদ্বার জ্বালা,

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকা। জড়তা—দেরিতে বুঝা (slowness of comprehension), সাড়াধিক্য, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা (ব্রাই), জল উদরস্থ কালীন শব্দ অনুভব করা, অচৈতন্য, নিদ্রার বৃথা চেষ্টা, চক্ষুর পাতা ভারি বোধ, কর্ণ মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া, মুখে তামার তার সহ অরুচি (ars. & Rhus.) ; গা বমি বমি ও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম, ফুলা ও পান কালে শব্দ শুনা যাওয়া ; পেট ডাকা ; হাত ও পায়ের পাতা পর্য্যায়ক্রমে অসাড় হওয়া, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শ্রান্তি, গলায় পেশীর দুর্ব্বলতা।

কফি—বাতিক বৃদ্ধি উপসর্গে অস্থিরতা, ছট্‌ফটানি, চীৎকার, কান্না।

কল্‌চিকম—পৈত্তিকের জ্বর, থেকে থেকে অত্যন্ত পেট ব্যথার দরুণ পা উচ্চ করিয়া কান্না ও যাতনার জন্য অঙ্গ ভঙ্গ করা, ভেদ (বিশেষতঃ কিছু খাইলেই) ও পায়ের ডিম্বে খাল লাগা। উগ্র ঘ্রাণে অসুখ, জড়তা, প্রলাপ সহ শিরঃপীড়া, হঠাৎ জীবনী-শক্তির হ্রাসতা, মৃত্যুর চেহারা, চক্ষু বসা ও ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি ; ঠোঁঠ, দাঁত, জিভে ময়লা পড়া ; ত্বক্ শুষ্ক, নাক দিয়া রক্ত পড়া, ধড় গরম, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, জিভ ভারি শক্ত ও সাড়হীন ও উহা অতি কষ্টে বাহির করা, দাঁত কিড়মিড় (বেল, হাইয়স) ; উপর পেট চাপিলে লাগা (বেল), পাকাশয়ে অতিরিক্ত জ্বালা বা বরফবৎ শীতল হওয়া (*ars.*), অতিরিক্ত তৃষ্ণা, পেট ফুলা, জলবৎ ভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন কদর্য্য গন্ধের বাহ্যে, প্রস্রাব বন্ধ অথবা অনিচ্ছাধীন ; শ্বাস অসম, ক্ষণলুপ্ত ; নাড়ীদ্রুত ও ক্ষুদ্র, অপ্রাপ্যপ্রায় ; পা ও পায়ের পাতা ফুলা, অতিশয় ভ্রান্ত ও দুর্ব্বল (*ars.*), বর্ষায়।

কামো—একবার শীত একবার তাপ এরূপ পুনঃ পুনঃ হইলে, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকিলে।

কামো—মাথা গরম ও ভার, তুলিলেই ঘোরা ও আঁধার দেখা, মুখমণ্ডল আরক্ত, ত্বক্ গরম ও শুষ্ক, নাড়ী দ্রুত, জিভ ফাটা ও লাল বা তদুপরি জর্দ্দা ছাতা, পিপাসা, মুখে দুর্গন্ধ ও তিক্ত তার, অক্ষুধা, লইয়া বেড়ানয় শান্ত থাকা, এবং এক গাল অপেক্ষা অপর গালের গাঢ় বর্ণ ইহার বিশেষ লক্ষণ ; গা বমি বমি, তিক্ত ও টক উদ্গার ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পুনঃ পুনঃ সজ্জাটে টক বা ডিম পচা গন্ধের ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া ভেদ, ঘোলাটে লাল বা জর্দ্দা

প্রস্রাব, শ্বাস কষ্ট, গা হাত ব্যথা, অনিদ্রা বা অতৃপ্তিকর ঘুম ও মধ্যে মধ্যে চম্‌কান ও অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, অস্থিরতা ও গোঁঙান এবং অত্যন্ত চটা ও উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট পক্ষে।

ক্যাম্ফর—ত্বক্‌ অতিশয় ঠাণ্ডা; বলক্ষয়কারী চট্‌চটে ঘাম; মাথা গরম; প্রলাপ; উদরাময়। হঠাৎ এককালে বলক্ষয় (*Ars.*), অতিরিক্ত অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন (*Ars.*), সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম (Verat. p.), শীতল ও ছুঁচল নাক, বদন ফেঁকাশে, উদ্বেগময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল (*Ars. verat.*), পায়ের ডিমে খাল লাগা (sul.), নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, অপ্রাপ্যপ্রায় (কার্বো), মাথা গরম, সর্ব্বদা ত্বকে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম, জিভ ঠাণ্ডা (কার্বো, ভেরাট), অত্যন্ত তৃষ্ণা, পেট ডাকা ও অনিচ্ছাধীন ভেদ, গলা ঘড় ঘড় করা।

কার্বো—মৃত্যুর চেহারা, অঘোর, চক্ষু-পুত্তলি সাড়্‌শূন্য, গলা ঘড়ঘড়ানি, নাড়ী ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্যপ্রায়; প্রচুর ঘাম, বিশেষ মুখ, হাত ও পায়ে; অসাড়ে শৌচ ত্যাগ; প্রসাব লাল; বদন, ঠোঁঠ, জিভ নীল; অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা, বদন সজ্জাটে বা পাঙ্গাশ (আর্স), মৃত্যুর চেহারা (ভেরাট), দিবা মধ্যে নাক দিয়া অনেক বার ভয়ানক রক্ত পড়া, চক্ষু নিস্তেজ, পুত্তলি আলোক অনুভবে অশক্ত, বধিরতা, চিবুলে মাড়িতে খুব লাগা, স্বাস ও জিভ ঠাণ্ডা, জিভ কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক ও ফাটা, উপর পেট স্ফীত, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড উদ্গার, পেট ফাঁপা, কদর্য্য মরুত, ক্ষয়কারী ভেদ—পচা গন্ধের ও অনিচ্ছাধীন (আর্স); আরোগ্য কালে উদরাময়, উপশ্বাস-নালীর সর্দ্দি ও কটে না-ছোড় গয়ার তুল্য, বুক ঘড়ঘড় করা, নাড়ী সূতাবৎ ও অপ্রাপ্যপ্রায়, গা ঠাণ্ডা, অজস্র ঠাণ্ডা ঘাম, ঠাণ্ডা নিশ্বাস, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে পক্ষাঘাতের আশঙ্কা, শয্যায় বহু দিন থাকা জন্য স্থানে স্থানে ক্ষত (আর্স, সিকেল, ক্লর A.)

হাইয়স—বদন মুখ লাল ও উত্তপ্ত, চক্ষু উজ্জল লাল এবং এক দৃষ্টি, অনিদ্রা, প্রচণ্ড প্রলাপ, শয্যা হাতড়ান, পলাইবার ইচ্ছা, নিকটস্থকে জড়িয়া ধরা, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব।

Typh.—এককালে হতচেতন (Bell. Op.), বিড়বিড় করা ও শয্যা খুঁটা, (ওপি), বাচ্‌লামো (আপিস), ঠিক জবাব দেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুনঃ প্রলাপ (আর্স, বেল), অথবা ঘুমন্ত নিয়ত বিড়বিড়, নিয়ত প্রলাপ সহ অতিশয় অস্থিরতা,

শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠা—যেন অযথা স্থানে রহিয়াছে এমন বোধ, দৌড়ানর চেষ্টা (বেল, ব্রাই), বিবস্ত্র থাকিবার ইচ্ছা, বদন আরক্তিম, জড় ন্যায় (Baft.), চক্ষু লাল, চক্‌চকে ও এক দৃষ্টি চাহনি (বেল). পুত্তলি বিস্তৃত (বেল), পদার্থ সকল অগ্নির ন্যায় লাল বা খুব বড় বোধ (Platt.opp.), বধিরতা, গলা সঙ্কোচিত ও গিলিতে অশক্ত (Belt. sloam.), জিভ পরিষ্কার, শুষ্ক, ফাটা; অধিক তৃষ্ণা, হিক্কা, নিশ্বাস দুর্গন্ধ, রাত্রে অনিচ্ছাধীন শৌচ (আর্স, রস), প্রস্রাব আটকানো, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব এবং কাপড়ে লাল লাল দাগ পড়া (Lyc.), দাঁত কিড়মিড়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপা, বুক ও পেটে গোলাপি ফটকা ফটকা দাগ।

রস-ডেনা—অনেক সময় আকনের পর, গলার বীচি, বিশেষ বামদিকের ও বগলের বীচি আওরাণ, গাত্রে ঘোরাল লাল বর্ণের স্ফোটক, বিশেষ গাঁইট, কব্জা ও কনুয়ের টানা, ছেঁড়া ও শুড়্‌শুড়্‌নি; স্থির থাকা বা নড়ার উপক্রমে বেদনা বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে নড়িলে ও উত্তাপে সমতা, অধঃ মুড়ার পক্ষাঘাত।

সল্‌ফর—তাপ, বিশেষ সন্ধ্যায়; মুখ মণ্ডল ক্ষণিক লাল, ক্ষণিক পাঙ্গাশ; ত্বক্ শুষ্ক; নিশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর; বুক ধড়্‌ফড়ানি; রাত্রে ঘর্ম্ম, অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা, বিশেষ অধঃ অঙ্গের; পেট ব্যথা ও দমদমে ফুলা, শুষ্ক ও শক্ত বা পাতলা হড়হড়ে বাহ্যে অথবা অন্য ঔষধে প্রতিকার হইলে রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত প্রত্যহ এক বা দুই বার করিয়া দিবা।

Typh.—উদ্বিগ্নতা, বিশেষ সন্ধ্যায় ও রাত্রে ঘুমাইতে না পারা (উদ্বিগ্নতা জন্য রাত্রে ঘুম না হওয়া), স্মরণ শক্তির হ্রাস, বিশেষ নাম মনে না পড়া, তাপ, কপালে পূর্ণতা ও চাপ, ভাল শুনিতে না পাওয়া, কথা কহায় বুকের দুর্ব্বলতা, (Phos. Slan.), শ্বাস কষ্ট এবং রাত্রে উৎকাশি, বা বায়সবৎ ক্ষুধা, বিশেষ সকালে ১১টায়, পেট স্পর্শে বিলক্ষণ ক্লেশ অনুভব (বেল), শেষ রাত্রে বা ভোরে ভেদ, কদর্য্য ঘোলাটে প্রস্রাব।

সল্‌ফ-আ—চটা, ভাল শুনিতে না পাওয়া (Calc.sul.), বদন ফেঁকাশে, জিভ শুষ্ক, লাল বা পাটকিলে; মুখে ঘা, গলার বীচি আওরাণ, প্রচণ্ড হিক্কা, ক্রমাগত কাল রক্ত পাত, নীল নীল দাগ (কার্ব্বো, নক্স), শ্বাস খর্ব্বতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও নেতান।

সিনা—কৃমি রোগের উপসর্গ থাকিলে—নাক জ্বালা, নাক ও ঠোঁট খোঁটা,

ঘুমন্ত চম্‌কান ও চীৎকার, পুত্তলি বিস্তৃত, টেরা চাহনি (আড়দৃষ্টি), পৈত্তিকের ভেদ বা থস্‌থসে মল, কৃমি ত্যাগ ও জ্বর। অত্যন্ত আবদার, কোন দ্রব্য পাইলে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া, বদন আরক্তিম ও পাঙ্গাশ বর্ণ।

স্কুইলা—জ্বরের সঙ্গে বুকে হুল ফুটুনির ন্যায় বেদনা এবং আকন ও ব্রাই সেবনে প্রতিকার না হইলে ইহা দেওয়া বিধি।

জিঙ্ক—স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা, অচৈতন্য, মস্তিষ্ক শক্তিহীন, প্রলাপ ও শয্যা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা (হাইয়স), ঘুমন্ত সমস্ত শরীরে চিড়িক্‌মারা, মাথাধরা, শয্যায় পাছতলার দিকে গড়ান (Mur. A.), অনিচ্ছাধীন শৌচ ক্রিয়া, অঙ্গে ক্ষত—অনেক দিন শয়ন করিয়া থাকার জন্য।

টার্ট-এ (B.)—জ্বরের সঙ্গে সবল কাশি, অধিক শ্লেষ্মা উঠা, নিশ্বাস কষ্ট ও সর্দ্দির লক্ষণ থাকিলে। অত্যন্ত গা বমি বমি, প্রচণ্ড বমন, জিভে শাদা ছাতা, কোষ্ঠবদ্ধতা।

(Ty.)—ঘুম নিবারণ অসাধ্যপ্রায়; সর্ব্ব শরীর কাঁপা, বসা ও পাঙ্গাশ; জিভে শাদা লেপ, লাল লাল দাগ ও মাঝাড় শুষ্ক; একলাগাড়ে গা বমি বমি, প্রচণ্ড ও কষ্টকর প্রস্রাবের বেগ, কিন্তু অত্যল্প ত্যাগ, বা রক্তমিশ্রিত মূত্র; বুকে অত্যন্ত শ্লেষ্মা, ঘড়ঘড়ানি (ইপি), ফুস্‌ফুসের সোঁতের আশঙ্কা; দম আটকান কাশি, ভোমাকারী মাথাধরা এবং কপাল ও নাকের গোড়ায় চাপুনি।

টেরিবিন্থ—ভোমামারা তন্দ্রা, নেতান, জিভ শুষ্ক চক্‌চকে, পেট ফাঁপা, দুর্গন্ধ মল, (কঠিন ও অল্প); প্রস্রাব অত্যল্প, কখন বা রক্ত প্রস্রাব, নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ অপ্রাপ্যপ্রায়।

ডিজিট—প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে গা বমি বমি, মুখে তিক্ত তার, বমন, ভেদ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, জ্বর সহ অতিশয় ছেপ উঠা, নাক হইতে কদর্য্য গন্ধ, ভাল শুনিতে না পাওয়া।

নক্স-ম—চম্‌কাইয়া উঠা, স্মরণ শক্তি যাওয়া, (Anul. phat.) কষ্টে বুঝা, (Am. C.), অতিশয় ঝিমন, মুখ জিভ ও ঠোঁঠ শুষ্ক, তার লোস্তা, পেট খুব ডাকা (Aloes), শূল, গরম জলের সেকে সমতা, ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া জর্দ্দা কদর্য্য বলক্ষীণকারী ভেদ, নাড়ী ক্ষুদ্র ও অদ্রুত (slow), অবসাদ ও অস্থিরতা।

জ্বর সহ পচা গন্ধের বা দুর্ব্বলকারী ভেদ, আহারের পরই পেট দমদমে ফুলিয়া উঠা।

নক্স-ভা—জিব শুষ্ক ও অপরিষ্কার, বিশেষতঃ গোড়ার দিকে, অথবা আগা ও ধার ডগডগে লাল, গলা জ্বালা ও অতিরিক্ত তৃষ্ণা, তিক্ত তার, উদগার, গা বমি বমি বিশেষ ঘরের বাহির হইলে, আহারে বিদ্বেষ, অক্ষুধা, পেট ফুলা, ব্যথা, নাইকুণ্ড প্রদেশে খুঁচুনি ও হুড় হুড় করা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাঠিন্য, পুনঃ পুনঃ শৌচ ইচ্ছা অথবা বেগের পর অল্প জলবৎ আম মিশ্রিত এবং কখন বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ, গা হাত ব্যথা, ক্রোধান্বিত, খেঁক্‌খেঁকে ; ও বিমর্ষ প্রাতে বা কখন কখন রাত্রে জ্বরের প্রকোপ ; অথবা অত্যন্ত গাত্রতাপ, নাড়ী কঠিন ও দ্রুত ; দৌর্ব্বল্য ও বুক ধড়্‌ফড়ানি ও মৃত্যুভয়, অনিদ্রা বা অঘোর নিদ্রা, মাথা ঘোরা ও ব্যথা, বিশেষ ঘাড় নত করিলে। নিস্তেজ লাল চক্ষু।

Simple R.—রোগের প্রথম, রক্তাধিক্য-ধাতু, অতিশয় চটা, একা থাকিতে ইচ্ছা, (পুরুষদের অধিক খাটে) ; জিভ শুষ্ক বা লেপযুক্ত, তৎসহ কিনারা লাল।

শয়নে খেয়াল দেখা, নড়ায় শীত, মুখ ও জিভের আগা শুষ্ক, আহারান্তে পেট স্ফীত (চিনা, লাইক), চর্ব্বি বিশিষ্ট খাদ্যে প্রয়াস, আহারে ঘৃণা (Op.)—কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভেদের পর পেটে খাল লাগা, বসিতে বা শয়নে ইচ্ছা ; শীর্ণ মেটে পাণ্ডুবর্ণ। অধঃ অঙ্গ অসাড় ও নির্জীব, শরীর ভার (Sep.) ; একহারা পক্ষে।

নেট্রম—Perni., অতিশয় শীর্ণ, জীর্ণ, অতিশয় নেতান, ত্বক শুষ্ক ও ফিকে জর্দ্দা জলবৎ প্রস্রাব, খেদান্বিত, বিমর্ষ।

নাইট্রি-আ—Typh.—অল্পে চটা, মৃত্যু ভয় (আর্স), ব্যথা হঠাৎ ধরা ও হঠাৎ যাওয়া (বেল), ফেঁকাশে, জর্দ্দা মুখ ; মুখ হইতে পচা গন্ধ (mera.) চক খড়ি, চুণ মাটিতে ইচ্ছা, জিবে শাদা লেপ, মুখে ক্ষত, গলায় শ্লেষ্মা, পেট ফুলা ও অত্যন্ত সাড়াধিক্য, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, মল সবুজ হড়হড়ে দুর্গন্ধ, ঘড়ঘড়ে কাশি সহ রক্তমাখা পূযের ন্যায় গয়ার উঠা, নাড়ী অসম, প্রতি চতুর্থ স্পন্দন লুপ্ত, শীর্ণতা, বিশেষ হাত ও পায় চুল উঠে যাওয়া, বিশেষ যথায় অধিক পারা ব্যবহার হইয়াছে।

পল্‌স—জিভে শাদা ছাতা, জলো বা তিক্ত তার, উদগার, জল উঠা, গা বমি বমি, নানা বর্ণের শ্লেষ্মা বা অজীর্ণ আহার বমন, খাইতে অনিচ্ছা, টকে

স্পৃহা, মাই টানিতে না চাওয়া, মাথা ব্যাথা, পেট কামড়ান ও ফাঁপা; দুর্গন্ধ, শাদাটে পাঁচ রঙ্গা বা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া ভেদ অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা, পুনঃ পুনঃ শীত, পিপাসা অভাব বা অতিরিক্ত, ঘোলাটে লাল্‌চে প্রস্রাব, বিমর্ষ, খেদান্বিত, ইহার সঙ্গে প্রলাপ থাকিলেও ব্যবহার্য্য।

Simple R.—বিশেষ বামী ও শিশুর পক্ষে। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, মৎস্য মাংসে বিশেষ দ্বেষ, তিক্ত তার, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, জিভে শাদা লেপ, চাপিলে পাকাশয় ও যকৃতে বাজা, রাত্রে ভেদ—জলবৎ বা পিত্তের ন্যায় সবুজ। সুস্থ কালে অতিরিক্ত ক্ষুধা।

পড়—Simple R.—প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, তৎসহ অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কখন কখন শিরঃপীড়া ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হওয়া, পৈত্তিকের ভেদ, যকৃৎ প্রদেশে পূর্ণতা বোধ সহ মোচড়ান, দেহ জর্দ্দাটে বর্ণ।

ফস B.—বহু দিনের জ্বর, সর্ব্বদা অসুখ বা ঝিমন, কিছুই ভাল না লাগা, পরমাত্মীয়কেও না চিনা, জিজ্ঞাসিলে প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দেওয়া বা উহা বুঝা যায় না। জিভ শুষ্ক বা চট্‌চটে, রাত্রে অস্থিরতা, আকাশ বা শয্যা হাতড়ান, উপশ্বাসনালী বা ফুস্‌ফুস প্রদাহ, উদরাময় (বহু দিনের পীড়ায় বলক্ষয়কারী); প্রস্রাব দুধের ন্যায় বা ঘোলাটে এবং ধরিলে শাদা খাঁকরি পড়া (ফস-আ)।

ফস (Tyhp.) নিয়ত ঘুম ঘুম, বিড় বিড় প্রলাপ (Arn. Buft. Rhus) বৃথা নিদ্রার চেষ্টা, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগে অক্ষম, শয্যা হাতড়ান (Arn. Nryos) পুত্তলি সংকোচিত (Op.) জিভ শুষ্ক ফাটা, নাড়িতে না পারা, দাঁতে ছাতা (Ars. verat.) তৃষ্ণা, পাকাশয়ের জ্বালা (আর্স) জাবর কাটা, পানে পেট ডাকা, পেট দুর্ব্বল ও খালি বোধ (Sep.) রোগের ১ম ও ২য় সপ্তাহ জলবৎ পৈত্তিকের হড়হড়ে বমন সহ অধিক কষ্ট, ঠাণ্ডা পানে কতক সমতা, পেট ফুলা, ডাকা ও কষ্টকর ভেদ (চিন) জলবৎ সজ্জাটে সাগুর ন্যায় রক্তবিশিষ্ট ভেদ, আহারের পর বৃদ্ধি, (Typh-Pneu.—See Pneu.) উৎকাশি, বুকে খুব ভার, শ্বাসকষ্ট, কষ্টে রক্ত মাখা গয়ার, সন্ধ্যা হইতে দুপর রাত্রি কালীন বৃদ্ধি (কার্ব্বো) ও কথা কহা কালীন (পল্‌স) নাকদে অধিক রক্ত পড়া—শীর্ণ ও অতি দুর্ব্বল। মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ, কাণের ভিতর দপ্‌ দপ্‌ (calc.) ও সাঁই সাঁই শব্দ, বিশেষ নরের স্বর ভাল শুনিতে না পাওয়া, অধঃ অঙ্গ ভার, কালশীরা পড়া।

দাঁতে ময়লা; অতিশয় তৃষ্ণা, বিশেষ ঠাণ্ডা দুগ্ধে; গা বমি বমি, অধিক পাতলা জর্দ্দা ভেদ, রাত্রে বৃদ্ধি; ঘুমন্ত অনিচ্ছাধীন ও দুর্গন্ধ থক্‌থকে উৎকাশি—সন্ধ্যা ও দুপর রাত্রের পূর্ব্বে বৃদ্ধি (প্রথম রাত্রে); অতিরিক্ত কাশি, রক্তমাখা গয়ার উঠা, কোঁক টাটান, সর্ব্ব শরীর কামড়ান ও তজ্জন্য সর্ব্বদা পাশফেরা।

T.—আত্মহত্যার ইচ্ছা, (Nux. Sep.), কপাল পূর্ণ ও ভারি, চক্ষু খোলায় ও নড়ায় বৃদ্ধি, Erysepelas সহ অতিশয় জ্বালা, বীচি ফুলা।

লারো—হৃৎপিণ্ডের অসম স্পন্দন সহ নাড়ী মৃদু (Digit.), মুড়ায় (Clonic) আক্ষেপ (Canth.), জীবনি-শক্তির হীনতা।

লাইকপ—গণ্ডদেশ অতিরিক্ত লাল, জিভ লাল ও শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার অভাব, কোষ্ঠ বদ্ধ, নিদ্রাভঙ্গের পর চীৎকার, একরোখা স্বভাব।

Typh.—দমিয়া পড়া, নেট্রম্, পল্‌স, একা থাকিতে বড় ভয়, অযথা শব্দ প্রয়োগ (Arn., Anac.), অস্থির নিদ্রা, বদন মেটে, (প্রথম সপ্তাহ পরে হঠাৎ বদন পাঙ্গাশ বা জর্দ্দা হওয়া কুলক্ষণ); মুখে পচা গন্ধ, জিভে শাদা লেপ বা উহা লাল ও শুষ্ক ও উহার উপরে ফুস্‌কুড়ি; অধঃচোয়াল ঝুলা (ওপি, মর-আ, লাকাসি), নাসিকার পাতা বিস্তারিত ও চোপসান; বিশেষ মিষ্ট খাইতে ইচ্ছা, অল্প খাদ্যে পেট ভরা ও পেট ফাঁপা, অন্ত্র স্ফীত হওয়া ও বাম কোঁক ডাকা, বাহ্যের পূর্ব্বে মলাশয়ে শীত শীত। প্রস্রাবের তলানিতে লাল বালির দাগ, ক্ষুদ্র শ্বাস, কাশি, অল্প ধূসর লোস্তা গয়ার, হাত ও পায়ের পাতা শীতল, এক পাতা ঠাণ্ডা অপর পাতা গরম; চুল উঠে যাওয়া (Graph. Nux., Ph.), চুল শীঘ্র শীঘ্র পাক্ ধরা, দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা।

T.—শয়নে ব্রহ্মতালুতে চাপ, মাথায় পেছন ছেঁড়া; কাণ মধ্যে সোঁ সোঁ, গুণ গুণ শব্দ (চিন), মিষ্টিতে প্রয়াস, মল অত্যল্প ও যেন ঝেড়ে হইল না, আগুড়ি চুল পাকা। (Chr. Mal. J.) যকৃত চাপায় লাগা, অত্যল্প আহারে পেট ভরা, পেট অতিশয় বায়ু জন্য স্ফীত।

লাকাসি—বেল বা মার্কের পর ব্যবহার্য্য। অথবা পেটের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান টাটানি ও তৎ স্থান স্পর্শ করিলে অসহ্যকর কষ্ট, মল ফেঁকাশে ও রাত্রে জ্বরের বৃদ্ধি অবস্থায় ইহা সর্ব্ব প্রথম দেওয়া বিধি। অথবা দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রা ও দাঁত

কিড়মিড়ি বা কখন অনিদ্রা কখন অঘোর থাকা, নাড়ী কম্পান্বিত, ক্ষণ-বিলুপ্ত বা প্রায় দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় প্রযোজ্য।

লাকাসি (T.)—কপাল ব্যথা সহ গা বমি বমি ও শীত (পল্‌স), জিভ বাহির করিতে গেলে কাঁপা (বেল, জেল্‌স), জিভ ঠোঁঠ শুষ্ক, ফাটা ও রক্তপড়া, বুকজ্বালা (আর্স), অসম হৃৎস্পন্দন (Dig. carb,) ও চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও বেগুণে দাগ।

Typh.—অত্যন্ত বলক্ষয়, ঘুম ঘুম কিন্তু হয় না। নিদ্রা ভঙ্গের পর উপসর্গ বৃদ্ধি। অচেতন (Stupor) ও বিড় বিড় (Apis), বাচলামি, এটা থেকে ওটা নানা বিষয়ে বকা, (ঘন ঘন বদলান), মরিয়াছেন বোধ, বদন বসা, অধঃচোয়াল পতন (Lyc. Op.); জিভ শুষ্ক, লাল বা কাল, ফাটা ও উহা হইতে রক্ত পড়া (আর্স), ক্ষুধা (রুচি) পরিবর্ত্তনীয়। কাঁকড়া গুগলি (Oyster) খাইবার ইচ্ছা (Lyc.)। ভেদে রক্ত থাকা, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, টেনে গয়ার তুলা, উপর উপর ঘা (নক্স, নাইট্রি-আ), কালবর্ণের চুল উঠা (মার্ক, নাইট্রি-আ, ফস), বসন্ত রোগ।

কাল্কা-কা—মাংস লোল, চক্ষু নিরস, তাপ বা মাঝে মাঝে তাপ, পরে সন্ধ্যায় কমা, কথা কহিতে ক্লেশ, অরুচি, অক্ষুধা ও অজীর্ণতা, অথবা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, প্রাতে ঘর্ম্ম, পেট শক্ত হওয়া ও ঠোস মারা—পাকাশয় মধ্যে যেন কিছু ঠেলে উঠিতেছে বোধ হওয়া। কফাংশ-ধাতু-বিশিষ্ট ও দীর্ঘকালে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগা ও মাথায় অধিক ঘাম, এরূপ শিশুর বিশেষ ফলদায়ী।

(Typhoid)—উদ্বেগ, হৃৎকম্প (cact, spig), মাথা ঘোরা, কপাল ভার, ভাল শুনিতে না পাওয়া, নাক দে রক্তপড়া বিশেষ প্রাতে (ব্রাই), জিভে শাদা লেপ (Merc.), অনিদ্রা, পেট শক্ত ও স্ফীত, শ্বাস গ্রহণে বুকে ব্যথা অনুভব, থক্ থকে কাশি, অতিরিক্ত ভেদ, অক্ষুধা বা বায়সবৎ ক্ষুধা। প্রাতে ও অল্প শ্রমে অধিক ঘাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ্রান্ত, মোটাসোটা শিশুর।

গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পুরাতন জ্বর—গাঁইট ফুলা (বীচি আওরাণ), প্লীহা বড়, বেড়াতে অশক্ত, অধিক ঘাম, অল্প শ্রমে হৃৎকম্প, শাদা অজীর্ণের মল, থেকে থেকে কখন উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা।

কুইনাইন-জ্বরের প্রথম বা শেষাশেষি, যখন Remission স্পষ্ট লক্ষিত এবং

জ্বর বিরাম কালীন দিবা। নাড়ী প্রকোপে পূর্ণ (Compressible) ও কম তেজ কালীন পরিবর্তনীয় (Fluctuating) হয়তো দুর্ব্বল ও সূত্রবৎ; মাথার ঊর্দ্ধভাগে (Vertex) খালি খালি বোধ (হাল্কা), অথবা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে গুড় গুড়নি (Rumbling) শব্দ।

চিন—প্রদাহিক জ্বরে বদন মণ্ডল আরক্ত, মুখ ও ওষ্ঠ কাটফাটা শুষ্ক, প্রলাপ, গাত্রাবরণ খুলিলেই শীত, গা হাত ব্যথা ও দুর্ব্বলতা, একদিন অন্তর রোগ বৃদ্ধিতে বিশেষ উপকারী। জ্বরের সঙ্গে উদরাময় থাকিলে ইপি, চিন ও পলস্ প্রথম প্রথম ব্যবহার্য্য। ইপি ও পালস সেবনে গা বমি বমি ও বমন, কেবল মাঁস্থ ভেদ পক্ষে চিন।

সজ্বরিভাব—(অন্তরে অসুখ, যেন শীঘ্র রোগাক্রান্ত হইবে) পুনঃ পুনঃ নাক দিয়া রক্ত পড়া, বিশেষ প্রাতে, চেহারা পাঙ্গাশ ও মেটে বর্ণ (আর্স), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়াভাঙ্গা ও সর্ব্বদাই এপাশ ওপাশ করা, যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি, তিক্ত বা টক ভাব, ফাঁকা ঢেকুর, দুধ সহ্য না হওয়া (Sul), পেট ফাঁপা, অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ (পড), ঘুমন্ত প্রচুর ঘাম বিশেষ শায়িত পার্শে, অতিশয় দুর্ব্বল, ধিকি ধিকি সারা (Protracted)।

মাথা ফেটে পড়া, চাপায় স্বস্তি, কাণমধ্যে ফিস্ ফিস শব্দ ও ভাল শুনিতে না পাওয়া (Ph, Rhus) ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা—ঠাণ্ডা লাগা দরুণ, তৎসহ অতিশয় অস্থিরতা এবং নাড়ী দ্রুত, বড় ও কোমল।

জেলস—প্রথম সপ্তাহে এবং পাঁচ দিন পূর্ব্বে অনেক সময় আরোগ্য হয়। বর্ষায় প্রথম আরোগ্য হয়, (বিশেষ শিশুদের (Remit), পুনঃ বসন্তে দেখা দেয়। দুপর রাতে বৃদ্ধি এবং সকালে কম ও অনেক সময় তৎকালে ঘাম। প্রথম হইতে পেশার দুর্ব্বলতা, নাড়ী বড় (Large), পূর্ণ ও দ্রুত কিন্তু বড় কঠিন নয়, বদন লাল, কপাল বা মাথার পেছনে অতিরিক্ত ব্যথা, মাথা যেন তলুয়ার মতন ভার। জিহ্ব পাতলা, ফিকে, লাল অথবা তদুপরি জর্দাটে শাদা লেপ, তিক্ত আস্বাদ।

(Typhoid)—মেদামারা, দুর্ব্বলতা অঙ্গকাঁপা, মাথা ঘোরা, অপরিষ্কার (Iris) দৃষ্টি বিমন, মাথা ভার, অধিক প্রস্রাব হইয়া সমতা (Ph. A), মাথা, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অতিশয় ব্যথা, মাথা ধাঁধাঁলান (জেল), মাথার পেছন হইতে মাথার দিয়া

কপাল ও চক্ষুগোলক অবধি ব্যথা (aching), চক্ষুর পাতায় জল সঞ্চার ও পিঁচুটি (Crust), জিভ কাঁপা, খুব গুরুবোধ, কথা কহিতে অশক্ত; শীত, হাত ও পায় পাতা ঠাণ্ডা। (Typhus) মাথা যেন ফিতে দিয়া বাঁধা, আলোকে ঘৃণা ও পুত্তলি বিস্তৃত।

ম্যাঝারি গোছের জ্বর, গা বমি বমি, কপাল ব্যথা, খুব ঘাম, কিন্তু তাপ কমে না, বিশেষ পুতি উদ্ভাবিত জ্বরে। রাতে বৃদ্ধি, ঘাম না হইয়া ভোরে তাপ কমা। বিশেষ লক্ষণ নাড়ী অধিক দ্রুত নহে, পূর্ণ ও কোমল; জিভে আর্দ্রতা সহ কাঁটা (Fur) ও লেপ, অবসাদ; বদনের বেগুণে বর্ণ। মাথা, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অতীব্র বেদনা, মাথা যেন বড় ও পূর্ণ বোধ। স্ফোটক জ্বর, বিশেষ হামে এবং অল্প বিরাম আকারে প্রকাশ, এমন জ্বরে।

ডেঙ্গু (Dengue) বৃদ্ধির অবস্থায় (In Splenic Type) অতিরিক্ত মেতান, অবসন্নতা, ঝিমন, চক্ষুভার ও হামের স্থায় গুটি; মাথা ঘোরা ও দেখিতে না পাওয়া, বা পেশির ব্যথা ও বাতের উপসর্গ, জিভ শাদাটে বা জর্দাটে ও মুখে চটচটে আটা।

জ্বর হইলে সচরাচর আকন; অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকিলে আকন ও বেল; একদিনে সমতা না বুঝিলে শুদ্ধ ব্রাই বা ব্রাই ও রস; উদরের পীড়া জন্য রোগে সর্ব্বপ্রথম ইপিকা, পলস, চাইনা, নক্স, কামো; বিকার, প্রলাপ ও সন্নিপাতাবস্থায় সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ। নাড়ী অতিশয় ক্ষুদ্র বা অপ্রাপ্য অবস্থায় আর্স, ভেরাট, কার্ব্বো। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত ও প্রথমে যত্ন করা হয় নাই, এমত সকলের পীড়া বহুদিনের হইয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিলে কাল্কা, সল্ফর, সিলিসা, সিনা, বারাইটা, আর্স, রস, ফস, লাকেসিস বিধি।

পথ্য। জ্বরকালে, কিছুমাত্র ক্ষুধা থাকে না, বরং আহারে বিদ্বেষ দেখা যায়। তৎকালে কঠিন কোন খাদ্য দেওয়া অবিধি। পিপাসা অধিক থাকে, অল্প অল্প পরিমাণে পরিষ্কার জল পান করিতে দিবা। স্তন্যপায়ী অধিক দুগ্ধ না খায়, এ জন্য প্রসূতীর পক্ষে এক সন্ধ্যা নিরামিশ আহার পরামর্শ। শিশুকে দুই একবার স্তন দেওয়া ভিন্ন আরোরুট বা সাগু সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া দেওয়া যাইতে পারে; অধিক বয়স্ককে তদতিরিক্ত খই, মিছরি। কিন্তু উদরাময় থাকিলে খইয়ের মণ্ড, আরোরুট, সাগু। কোষ্ঠবদ্ধতায় নারিকেলের জলে

বাহ্যে হয়। দাড়িম্ব, ইক্ষু এবং পেটের ব্যামহ না থাকিলে আকন সেবন কাল ভিন্ন দুই এক কোষা কমলালেবু বা অল্প অল্প মাত্রা পাতিলেবুর পানা খাইতে দিতে পারা যায়। ৫।৬ দিবস কাটফাটা গাত্র তাপ, এবং কোন ঔষধে না কমিলে, রোগীকে বাতাস কিছুমাত্র না লাগে এমত স্থানে বসাইয়া উষ্ণোদকে পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া গাত্র মাত্র মার্জ্জনা করিয়া, মুছাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিলে কখন কখন বিশেষ ফল লাভ হয়। উপকার ও আবশ্যকতা বুঝিলে পুনরায় ঐরূপ করিবা। দিবাভাগে ২।৩ বার এইরূপ গাত্রমার্জ্জনা করা যাইতে পারে। জ্বরে এরূপ জল ব্যবহার যে কিরূপ উপকারী, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু অধিকক্ষণ গাত্রে জল বসানো বা তৎকালে বাতাস লাগানো সর্ব্বতোভাবে অপরামর্শ। অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকিলে মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি অনেকে লাগান, কিন্তু গরম জলে গাত্র ধৌত করার কথা শুনিলে তাঁহারাই আবার কাণে হাত দেন। জ্বরের সঙ্গে পেট ব্যথা থাকিলে সেক বা গরম জল বোতলে পূরিয়া পেটে বুলাইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। রোগ পুরাতন হইলে অনায়াস-জীর্ণ, লঘু ও সবলকারী আহার এবং স্থান পরিবর্ত্তন করা বিধি। নবজ্বরে গা নাড়া দেওয়া অকর্ত্তব্য। গাড়ি, পাল্কি বা রেলে যাওয়ায় বিলক্ষণ অপকার সম্ভব। কিন্তু নৌকায় গমনে বরং উপকার হয়। স্থির ও প্রফুল্ল রাখিতে সদত যত্নবান হইবা।

সবিরাম বা পালা জ্বর।

জ্বর ভোগ হইয়া বিরাম, পুনরায় পূর্ব্বমত উপসর্গ, এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকিলে তাহাকে সবিরাম বা পালাজ্বর কহে। ২৪ ঘণ্টা অন্তর হইলে আহ্নিক, ৪৮ ঘণ্টা অন্তর দ্ব্যাহিক, ৭২ ঘণ্টায় ত্র্যাহিক পালা জ্বর বলে। জ্বরের প্রথম শীত, পরে গাত্র তাপ, এবং সর্ব্ব শেষে ঘাম হয়। রোগ আক্রমণের পূর্ব্বাহ্নে দুর্ব্বলতা, অসুখ, গা হাত ব্যথা, এবং কখন কখন গা শিড় শিড় করা, অক্ষুধা, মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা, হাইতোলা ও আড়ামোড়া ভাঙ্গা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। শীতের অবস্থায় হাত পায়ের অগ্রভাগ ঠাণ্ডা ও কখন চুপসান, পীঠের দাঁড়া, বুক ও পেটের ভিতর শীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কম্প, দাঁত

ঠক্‌ঠকানি ; নিশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর, ও অসম্পূর্ণ ; হৃৎপ্রদেশে চাপবোধ, চক্ষু বসা ও জ্যোতিঃহীন, মুখ ও ওষ্ঠ পাঙ্গাশ বা নীলবর্ণ, হাত পা ভিন্ন ত্বকের স্বাভাবিক তাপ, নাড়ী মৃদু বা বেগবতী বা ক্ষুদ্র বা ক্ষণবিলুপ্ত। ১০ মিনিট হইতে ৪।৫ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল। কখন কখন অত্যল্প মাত্র শীত হয় এবং ক্বচিৎ বা তাপের পূর্ব্বে গা হাত ব্যথা বা রোগী অচেতন হয়। শীত অবসানে ত্বক্ খস্‌খসে ও গরম, বদনমণ্ডল সরস, মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, মাথা ব্যথা, নিশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, আইঢাই, গাত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেদনা, মানসিক শক্তির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ী মোটা ও বেগবতী। এই অবস্থা ৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা অবস্থিতি করে। তাপের অবসানে কপালে ও হস্ত পদের অঙ্গুলিতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, পরে অধিক ঘর্ম্ম হইয়া গা জুড়ায়। ধাতু বা রোগ বিশেষে শীত, তাপ, ঘর্ম্ম ইহার এক বা অন্যের ন্যূনাতিরেক দেখা যায় এবং কখন কখন বা একের এককালে অসদ্ভাব হয়। শিশুর কখন কখন শীত না হইয়া তৎকালে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (মালিন্য) হইয়া দড়কা হয়—তাপের অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ও ও তেজের এবং ঘামের অবস্থা তত পরিষ্কার নহে। বিরাম কালেও উপসর্গ থাকে, এমন কি কখন কখন একজ্বরী রূপ হয়। শৈশবকালে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় সহ প্রলাপ, তন্দ্রা ও দড়কা সর্ব্বদা দেখা যায়। হয়ত খুব জ্বর, ঘাম নাম মাত্র বা অভাব ও অত্যল্প প্রস্রাব অথবা বড়দের ন্যায় পাকাশয়ের উত্তেজনা। শীতে ও কখন বিরামে গা বমি বমি ও বমন, বদ্ হজম, জিভে লেপ, অক্ষুধা, ঐ সঙ্গে প্লীহা ফুলা, ব্যথা এবং যকৃৎ প্রভৃতি অন্য অন্য যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট রোগ হয়।

সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম, ঋতু-পরিবর্ত্তনকালীন তাপের ন্যূনাতিরিক্ততা এবং বর্ষা অবসানে তৃণাদি পচিয়া এক প্রকার পূতি উদ্ভব হইয়া এই রোগ দেখা দেয়। যদিও উপসর্গ সকল অনেক সময় ভয়াবহ হয়, কিন্তু সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে রোগী প্রায় মারা পড়ে না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে আমাদিগের দেশে যে সবিরাম জ্বর সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিতেছে, ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাওয়া সুদুষ্কর। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ, ধনাঢ্য, দুঃস্থ এবং জাতি, কাল অবস্থার বিভিন্নতায় কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। দেশ এককালে উজাড় হইয়া গেল। রোগ হঠাৎ সাংঘাতিক হয় না বটে, কিন্তু একবার ধরিলে আর নিষ্কৃতি নাই। পালাজ্বরের মহৌষধ কুইনাইন

টোঁডা হইয়া পড়িয়াছে। উপকার দূরে থাকুক, ইহা দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় ব্যবহার দরুণ বিলক্ষণ অপকার সম্ভব এবং কার্য্যেও তাহা ঘটিতেছে। পল্লী-গ্রামস্থ অনেক ভদ্রেরা কুইনাইনের নাম শুনিলে ভয় পান। রোগ এরূপ স্বভাবের যে, কোন ঔষধে দূরীকৃত হয় কিনা সন্দেহ। সপরিবারে এই রোগ-গ্রস্ত হইয়া, স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এবং দীর্ঘকাল সুনিয়মে থাকিয়া ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি। * কথায় বলে এক-বার-কার রোগী আর বারকার রোজা। ভুক্তভোগী হইয়া এবং অনুসন্ধান দ্বারা কতকগুলি নিয়ম জানা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলে এ ব্যাধির হাত এড়াইবার আশা থাকে। শত্রুকে দেশ হতে তাড়ান শ্রেয়-কল্প। গাছ পালা কাটা, জল পরিষ্কার রাখা, ইত্যাদি উপায় অবলম্বনের ত কিছু মাত্র ফল হইল না। খাল বিল বাটাইয়া ভূমি অনার্দ্র করা ত বহুব্যয় সাধ্য এবং তাহা করিলেই যে উপকার হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? এই দুঃসময়ে রাজপুরুষেরা অনিশ্চিত বিষয়ে যে অধিক টাকা ব্যয় করিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেশ রক্ষার কি গত্যন্তর নাই? ওলন্দাজেরা অতি নিম্ন দেশে বাস করে। তাহাদিগের দেশে ইতিপূর্ব্বে সাংঘাতিক পালাজ্বর হইত। দেশ মধ্যে অধিক পরিমাণে সূর্য্যমুখী ফুলের আবাদ করাতে তথায় ঐরূপ পীড়া হওয়া বন্ধ হইয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ফরাসিস এই মর্ম্মে কহিয়াছেন যে, সূর্য্যমুখীর গাছ ও ফুল এবং পালাজ্বর কখন এক স্থানে অব-স্থান করে না। বৃক্ষ, বায়ুর সূক্ষ্ম বিষভাগ বা জলীয় অংশ আকর্ষণ বা গ্রহণ করায় অথবা পুষ্প হইতে অমৃত স্বরূপ কোন পদার্থ নিঃসরণ হইয়া বায়ু পরিশুদ্ধ হওয়ায় বা অপর কোন কারণে রোগ নিবারণ হয়, পণ্ডিতেরা তাহা মীমাংসা করুন, আমরা ফল লাভ হইলেই তৃপ্ত থাকিব। গাছ রোপনে কিছু

* মৃত মহাত্মা টমাস বেরিনী ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্নে আরোগ্য হইয়াছি। কৃতজ্ঞতার উপঢৌকন স্বরূপ এই পুস্তক খানি উক্ত মহোদয়দ্বয়কে অর্পণ করিলাম। বেরিনী সাহেব প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ও লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এক্ষণে স্বর্গের অধিবাসী হইয়াছেন, তথায় অবশ্যই কর্ম্মের ও জ্ঞানের ফল বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। লৌকিক যশঃ-শ্রাবণে আর স্পৃহা নাই বটে, কিন্তু উচ্ছ্বলিত অন্তরের ভক্তি উপহারে নিঃসন্দেহে তৃপ্তি লাভ করিবেন।

যায় যায় নাই, বরং বাটীর শোভা বৃদ্ধি করিবে। এটি পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। জানিতে পারিলেই, আপন ও প্রতিবাসীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনেক মহাশয় আগামী বৎসরে ইহা বাটীর চতুষ্পার্শ্বে যে রোপণ করিবেন, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না। যে স্থলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোকের রাত্রে, বিশেষ নিদ্রাবস্থায় বাতাস লাগান অপরামর্শ। দরজা জানালা বন্ধ রাখা উচিত; গৃহের এক পার্শ্বে অগ্নি রাখিলে ভাল হয়। সহ্য হয় ত প্রাতঃস্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার পরে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবা। অতিরিক্ত আহার (বিশেষ ঘৃত, তৈলাক্ত দ্রব্য, মদ্য মাংস বা ফল,), জাগরণ এবং সকল প্রকার অনিয়ম পরিহার করিবা। অধিক সূর্য্যতাপ, ঠাণ্ডা ও আর্দ্র বায়ু লাগাইবা না। সন্ধ্যায়, প্রাতে ও বৃষ্টি কালে গরম বস্ত্রদ্বারা গাত্রাবরণ রাখা বিধি। রোগ দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অল্প অল্প আহার এবং সন্ধ্যার পর জল ভিন্ন কোন সামগ্রী উদরস্থ করিবা না। জ্বর আসিবার অন্যূন দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে ভিন্ন আহার দেওয়া পরামর্শ নহে।

শরীর মধ্যে এই রোগের বিষ একবার প্রবেশ করিলে, উহা মজ্জাগত হয়। ঔষধে কিছু দিনের নিমিত্ত মাত্র বিজ্বর করে। কিন্তু রোগী পাল্‌টে পাল্‌টে পড়ে, দিন দিন জীর্ণ ও শীর্ণ হয়, প্লীহা পেট যুড়িয়া বাড়ে, কাহারও বা অগ্রমাসের আকার বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বশেষে গায় চুলকনা, মুখে গলায় ঘা, আল্‌জিভ মাড়ি চোয়াল খসিয়া মৃত্যু হয়। কাহারও বা পুনঃ পুনঃ পীড়া জন্য বলশূন্য হওয়াতে একবারের জ্বরে প্রথম ২।১ দিনের সামান্য পীড়ার পর রক্ত অন্তরস্থ যন্ত্র সমূহে গিয়া সংগৃহীত হইতে থাকে; অল্প সময় মধ্যে প্লীহা দ্বিগুণ হইয়া উঠে; যকৃৎও বিলক্ষণ বাড়ে; ফুস্‌ফুসে রুধির সঞ্চয় হওয়ায় নিশ্বাস-কষ্ট এবং মস্তিষ্কে হইলে অচেতন হইয়া বিড় বিড় করিয়া বকা, মাথা এ পাশ ও পাশ করা ও পীঠের দিকে ফেলা, পুত্তলিকার বিস্তৃতি, অপ্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা, কখন শীত, কখন কম্প, গাত্রতাপ অভাব, ক্রমে অধিক ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অন্তর্দাহ, গা জ্বালা, অতিরিক্ত পিপাসা, গা বমি বমি, বমন, হিক্কা, শরীর নীলবর্ণ, নাড়ের ন্যূনতা, ক্ষয়কারী ভেদ, সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস; জলোচাপা দরুণ ক্ষণিক শ্বাস আটকান, পরে খাবি খাওয়া, ক্রমশঃই বলক্ষয় এবং অল্প কাল মধ্যে মৃত্যু। (অন্তরস্থ যন্ত্রে অধিক রক্ত সঞ্চয়াবস্থায় কাম্মো, আর্স. নক্স, ওপিয়ম)।

পালাজ্বরের চিকিৎসা অতিশয় কঠিন, উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে কুইনাইনের ন্যায় একদিনে জ্বর বন্ধ হয়, কিন্তু ঔষধ ও রোগের উপসর্গ মিলাইয়া দেওয়া সহজ নহে এবং তাহা না করিতে পারিলেও কিছুমাত্র ফল হয় না। সর্ব্বপ্রথম রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবা এবং তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তদুপযুক্ত ঔষধ বিধি; (একেজ্বর দেখ)। শীত, তাপ, ঘর্ম্ম, ইহার যে অবস্থায় যে ঔষধ বিশেষ খাটে, নিম্নে লেখা হইল।

শীত, তাপ ও ঘর্ম্ম তুল্য রূপে থাকিলে আর্স, ইপিকা, নক্স, আকন, বেল, ব্রাই, কামো, চাইনা, পল্‌স, রস, ভেরাট, ক্যাম্প, ইগ্নেসা, গ্রাফাইটিস, সাবাডিল্লা।

শীত ও তাপ, কিন্তু ঘর্ম্ম অভাব অবস্থায়, প্রথমে তাপ পরে শীত পক্ষে, নক্স, কাল্কা, ব্রাই, কাপ্‌স; প্রথমে শীত পরে তাপ পক্ষে, আকন, ইপিকা, নেট্রম, নক্স, পল্‌স, ব্রাই, আর্ণিকা, কার্ব্বো, চাইনা, ইগ্নেসা, রস, ভেরাট, সলফর। একবার শীত একবার তাপ, এরূপ একবারের অধিক হইলে, লাইকপ, মার্ক, নেট্রম, নক্স, বেল, কাল্কা, সিলিসা, স্পাইজিলা, ভেরাট, সল্‌ফর। কম্পের সঙ্গে তাপে, আকন, আর্স, কামো, ইপিকা, নক্স, রিয়ম, রস, ইগ্নেসা, লাইকপ, সল্‌ফর। বাহিরে তাপ অন্তরে শীত পক্ষে, আকন, আর্স, বেল, নক্স, কফি, ইগ্নেসা, কাল্কা, লাকেসিস, ফস, সেপিয়া, সলফর, সিলিসা। বাহিরে শীত ভিতের তাপ পক্ষে, ব্রাই, মার্ক, চাইনা, পল্‌স, ফস-আসিড, রস, সাবাডিলা, আর্ণিকা, ভেরাট, সল্‌ফর, স্পাঞ্জিয়া, ষ্টানম, মস্কস।

তাপ ও ঘর্ম্ম, কিন্তু শীতের অভাব হইলে; এককালে তাপ ও ঘর্ম্মপক্ষে, সিনা, মার্ক, হিপর, পল্‌স, রস, ব্রাই, কামো, বেল, নক্স, ইগ্নেসা, ওপিয়ম। তাপ, পরে ঘর্ম্ম পক্ষে, আর্স, চাইনা, ভেরাট, পল্‌স, লাইকপ, সল্‌ফর, থুজা।

শীত ও ঘর্ম্ম, কিন্তু অভাব অভাব অবস্থায়; এককালে শীত ও ঘর্ম্ম পক্ষে, পল্‌স, লাইকপ, সল্‌ফর। শীতের পর ঘর্ম্মে কার্ব্বো, ভেরাট, নেট্রম, রস।

বর্ষার জ্বরে, ব্রাই, রস, নক্স, চাইনা, ভেরাট; শীতের রোগে কার্ব্বো, রস, পল্‌স, চাইনা, ভেরাট, সল্‌ফর, লাকেসিস, মস্কস। বসন্ত ও গ্রীষ্মে, আর্স, ব্রাই, কাপ্‌স, ইপিকা, সিনা, বেল, কাল্কা, হেলিবোর, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর, লাকেসিস।

২৪ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হইলে, ইপিকা, পলস, নক্স, কাল্কা, আর্স, কাপ্‌স নক্‌স, চাইনা, ইউপেটারিয়ম, ইপিকা, ইগ্নেসা, নেট্রম, রস, কার্ব্বো, গ্রাফাইটিস, ওপিয়ম, নাইট্রিক আসিড, সাবাডিলা, স্পাইজিলা, ফেরাট, ষ্টাফিসিগ্রিয়া, ষ্টানম, সল্‌ফর, কার্ব্বো।

একদিন অন্তর জ্বরে, কাল্কা, কামো, আণ্টিমম, লাইকপ, ষ্টাফিসিগ্রিয়া, ড্রোসিবা, আর্স, বেল, ব্রাই, কাম্প, কার্ব্বো, চাইনা, সিনা, ইউপেটোরিয়ম, ইগ্নেসা, ইপিকা, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ভেরাট, ফেরম।

দুই দিবস অন্তর রোগে, আর্স, আকন.লাইকপ, কার্ব্বো, পল্‌স, রস্ক, সাবাডিলা, হাইয়স, চাইনা, সিমেক্‌স, ইউপেটারিয়ম।

দ্বৈকালীন জ্বরে, চাইনা, ষ্ট্রামনিয়ম, বেল ; গ্রাফাইটিস, ইউপেটারিয়ম, পল্‌স।

প্রত্যহ জ্বর, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে এক প্রকার জ্বর হইলে, নক্স, রস, চাইনা, আর্স।

প্রতিবার জ্বর পেছিয়া পড়িলে বা বিলম্বে আসিলে, চাইনা, সিনা।

প্রতিবার জ্বর আগাড়ি হইলে বা পূর্ব্বাহ্ণে আসিলে, আর্স, চাইনা, নেট্রম, ইগ্নেসা।

এক পক্ষ অন্তর জ্বরে, আর্স।

বর্ষ অন্তর জ্বরে, আর্স, কার্ব্বো, লাকেসিস।

প্রাত্যহিক জ্বর প্রায় প্রাতে ; এক দিন অন্তর জ্বর প্রায় মধ্যাহ্নে ; এবং দুই দিন অন্তর জ্বর প্রায় বৈকালে হয়।

Typhoid জ্বর।

এই রোগে Peyers গ্রন্থি প্রদাহ এবং রোগ কঠিন হইলে অন্ত্রে ক্ষত ও ফুটা হয়। সকল প্রকার রোগে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ, প্রথমে শিশুর স্ফূর্ত্তি যায়, অরুচি, অক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয় ; দিবসে খেঁতখেঁতে, সন্ধ্যাকালে

ঝিমন, রাত্রে সুনিদ্রা না হওয়া, ত্বক্ স্বাভাবিক অপেক্ষা শুষ্ক ও গরম এবং মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কখন কখন ভেদ, জিভ শুষ্ক ও শাদা লেপ বিশিষ্ট, নাড়ী দ্রুত। প্রাতে কতক নরম, যত বেলা বাড়িতে থাকে, ততই রোগের বৃদ্ধি হয়। পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে রাত্রে অধিক বৃদ্ধি; ত্বক্ শুষ্ক ও গরম, অর্দ্ধ-মুদ্রিত চক্ষে ঘুম এবং পানের ইচ্ছা জন্য পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গা ও কখন কখন অল্প প্রলাপ। সকালে শয্যা হইতে অতৃপ্তকর ভাবে উত্থান; যত বেলা হয়, ক্রমশঃ তাজা বোধ; পরে সন্ধ্যা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি। কখন কখন সকালেও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগের বিশেষ চিহ্ন গোলাপী বর্ণের দাগ দেখা দেয়, কখন বা দেখা দেয়ও না, বা অত্যল্প মাত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বা তৃতীয় সপ্তাহের প্রথমে অল্পেই উপসর্গ কমিতে থাকে। রোগ কঠিনতর হইলে প্রথমেই মাথা ব্যথা, ঝিমন ও বমন, জ্বর প্রবলতর, ঝিমন, কখন ঘোর নিদ্রা (coma), কাশি, মস্তিষ্কের উপসর্গ, তন্দ্রাসহ প্রলাপ বা দড়কা, আরোগ্য আরম্ভ হইয়াও অচেতন থাকা। এককালে বলক্ষয় হইয়া ২য় বা ৩য় সপ্তাহে মৃত্যু। ইহার সহিত অন্য রোগ মিশ্রিত হয়, বিশেষ স্নায়বিক উপদাহ ২য় সপ্তাহে হইয়া থাকে।

পথ্য—কঠিন পদার্থ নিষেধ, হাল্কা অনায়াসজীর্ণ সবলকারী খাদ্য, যাহাতে পেটে ভার না হয়। ঠাণ্ডা জল যাহা চায় দিবা। ঘর দ্বার বিছানা পরিষ্কার রাখিবা, বায়ু পরিচালিত ঘরে থাকিতে দিয়া স্থির রাখিবা। শৌচ প্রস্রাবাদি কোন স্থানে রাখিয়া জ্বালাইয়া দিবা। উহার বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে ধুইয়া জল দূষিত যেন কোনমতে করা না হয়।

অল্প অল্প জল পান করিতে দেওয়া বিধি, মুখের শুষ্কতা ও জ্বালা জন্য মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা জলের কুল্লি বা মাথা ও পেটে জলপটী দিতে আশঙ্কা নাই। মধ্যে মধ্যে শরীর স্পঞ্জ করিলে রোগীর শক্তি হয় ও তাপেরও হ্রাসতা হইতে পারে। দেশস্থদের জলের প্রতি বড় ভয়, কিন্তু এখন অনেকটা কমিয়াছে। জ্বর হইলে মুথা, মরিচ, লবঙ্গ সিদ্ধ ডগডগে লাল জল ঝিনুকে করিয়া আর খাইতে হয় না। আর কিছু হউক না হউক, ইংরাজী ডাক্তারির আশীর্ব্বাদে আমরা জ্বরে ঠাণ্ডা জল খাইয়া জুড়াইতে ও জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছি। কোষ্ঠ-

বদ্ধতা পক্ষে গরম জলের পিচকারী এবং ভেদের অবস্থায় প্রত্যেক বার বাহ্যের পর এক ছটাক শ্বেতসারের জলের পিচকারী দিতে কহেন।

রোগের সকল অবস্থায় টাট্‌কা দুগ্ধ অল্প অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। টাট্‌কা মাখন-তোলা (Butter-milk) অর্থাৎ মেটেতোলা দুগ্ধও সুখাদ্য। অতিশয় দৌর্ব্বল্যাবস্থায় মাংসের (অথবা মাগুর কি শিঙ্গি মাছের) ঝোল ব্যবস্থা। কঠিন পদার্থ খাইতে এককালে নিষিদ্ধ।

বায়ু পরিচালিত বড় ঘরে বাস বিহিত। নেসা (সুরা) কোনমতেই দিবা না।

পিপাসা।

শীতের পূর্ব্বে পিপাসা। আর্ণিকা, পল্‌স, চাইনা, ইউপাট।

শীতের অবস্থায় পিপাসা। কাম্প, কার্ব্বো, ইপিকা, ভেরাট, আর্স, বেল, ব্রাই, কামো, ইগ্নেসা, ফস, রস, চাইনা।

শীত অবসানে বা তাপের পূর্ব্ব কালীন তৃষ্ণা পক্ষে। চাইনা, সাবাডিলা; পল্‌স, আর্স, থুজা, ড্রোসিরা।

তাপকালীন পিপাসা। কামো, নক্স, রস, ভেরাট, আকন, বেল, ব্রাই, কলসিন্থ, হিপর, হাইয়স, মার্ক, নেট্রম, লাকেসিস, সল্‌ফর।

তাপের পরে পিপাসা। চাইনা, নক্স, কফি, ষ্টানম, ষ্ট্রমোনিয়ম। ঘর্ম্মের পূর্ব্ব পিপাসা। কফি, থুজা।

ঘর্ম্মকালীন তৃষ্ণা। আর্স, চাইনা, কামো, কফি, রস, মার্ক, সাবাডিলা।

ঘর্ম্মের পরে তৃষ্ণা। লাইকপ, সাইসেক্‌স, নক্স, সাবাডিলা।

পিপাসার এককালে অভাব বা যৎসামান্য তৃষ্ণা পক্ষে পল্‌স, চাইনা, সাবাডিলা, ইগ্নেসা, ভেরাট, ইপিকা, কার্ব্বো, আর্স, রস। জ্বরকালীন অধিক জলপান পক্ষে ব্রাই। অল্প অল্প অধিকবার পান পক্ষে আর্স, লাইকপ।

ঘর্ম্ম।

বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম পক্ষে, আর্স, চাইনা, মার্ক, ফস, সাম্বেকস, কাল্কা, ষ্টানম, সেপিয়া, গ্রাফাইটিস। হল্‌দে ঘামে, মার্ক, গ্রাফাইটীস, আর্স। ঠাণ্ডা-ঘর্ম্মে, ভেরাট, আর্স, সিনা, কাম্প, চাইনা, মার্ক, সেপিয়া, সল্‌ফর, ডিজিটে-

লিস ; দুর্গন্ধ ঘর্ম্মে নক্স, ফস, মার্ক, নাইট্রিক আসিড, স্পাইজিলা, সিলিসা, ষ্টাফিসিগ্রা ; টক ঘর্ম্মে, ব্রাই, কার্ব্বো, মার্ক, নাইট্রিক আসিড, রস, ভেরাট, আকন, আর্ণিকা, সাইমেক্স, গ্রাফাইটিস, হিপর, ইপিকা।

জ্বর আক্রমণ কালীন, পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি বিশেষ উপসর্গ ও তাহার ঔষধ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। রোগের সকল অবস্থায় সকল বা অধিকাংশ উপসর্গ গুলি যে ঔষধে প্রতিকার করিতে পারে, তাহা প্রয়োগে নিঃসন্দেহে কৃতকার্য্য হইতে পারিবা।

জ্বরের পূর্ব্বাহ্নে।

চক্ষু জ্বালা, রস ; তিক্ততার, হিপর, ফেরম ; শীত, পল্স, গমি ; পা ঠাণ্ডা, কার্ব্বো ; কাশী, ইউপাট ; ভেদ, রস, পল্স ; ঝিমন, পল্স ; মূর্চ্ছা, আর্স ; হাইতোলা ইলাট, আর্স ; হাত পা ভার, কাল্কা, সাইমেক্স ; মাথা ভার, কাল্কা ; মাথা ব্যথা, আর্স, ব্রাই, চাইনা, কার্ব্বো, নেট্রম, পল্স, রস, ইলাট, ইউপাট, লাকেসিস ; শয়নে ইচ্ছা, আর্স ; গা বমি বমি, সিনা, পল্স, চাইনা, লাইকপ ; হাড় ব্যথা, কার্ব্বো, আর্ণিকা, ইউপাট ; বুকে ব্যথা, আর্স, ইলাট ; গাঁইট ব্যথা, কাল্কা, ইউপাট, পডফলম্ ; পেটে ব্যথা, আর্স, ইলাট ; বুক ধড়ফড়ানি, চাইনা ; হাত পা ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা, আর্স, সিনা, ইউপাট ; রাক্ষস ন্যায় ক্ষুধা, চাইনা, ফস ; পীঠে ব্যথা, আর্স, ইপিকা, ইউপাট, পডফলম্ ; গা আড়ামোড়া ভাঙ্গা, আর্স, কার্ব্বো, ইউপাট, কাল্কা, ইলাট ; ঘর্ম্ম, সাইমেকস ; পিপাসা, কার্ব্বো, ইউপাট, ইলাট, সাইমেকস্ ; বমন, সিনা, পল্স, লাইকপ ; অক্ষুধা, পল্স ; অবসন্নতা ও ঝিমন, রস, সাইমেক্স ; দন্তশূলুনি, কার্ব্বো ; মাথাঘোরা, পল্স, ব্রাই, আর্স।

জ্বরের অবস্থায়।

বক্ষ গহ্বরের উপসর্গ থাকিলে (শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি) ব্রাই, ইপিকা, আর্স, চাইনা, লোবেলা, ডাফনি ; সংন্যাস (মূর্চ্ছা ও গাঁজলাভাঙ্গা) নক্স ; অক্ষুধা, আনটিম, চাইনা, কান্থারিস, কোনিয়ম ; সর্ব্ব প্রকার আহারে দ্বেষ, আর্স, কালী ; পৈত্তিকের উপসর্গ, আনটিম, কামো, পল্স, নক্স ; মুখ তিক্ত, আনটিম, আর্স, ফস, আলম, সেপিয়া ; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া, কার্ব্বো, নাইট্রিক আসিড, সল্ফর, ফস আসিড ; চক্ষু ফুলা, ফেরম ; মস্তিষ্ক উত্তেজনার উপসর্গ বেল,

ওপিয়ম, ষ্টামোনিয়ম, লাকেসিস ; জিহ্বায় ছাতা, আনটিম, নক্স, ফস ; পেট ব্যথা, আর্স, চাইনা, রস, ফেরম, সপিয়া, ফস, সল্‌ফর ; মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয়, আর্স, চাইনা, ফেরম, ফস ; কোষ্ঠবদ্ধ নক্স, বেল, ভেরাট, চাইনা, সাইমেক্‌স ; কাশি, ইপিকা, আর্স, চাইনা, ফস, কাল্‌কা, সলফর ; উৎকাশি ব্রাই ; রাত্রে কাশি, হাইয়স ; প্রলাপ, নক্স ; ভেদ, আর্স, চাইনা, রস, ফস, সল্‌ফর ; পেট ফুলা, ফেরম ; উদ্গার, আনটিম, নক্স, চাইনা, কার্ব্বো ; জ্বরঠুঁঠা আর্স, নক্স, নেট্রম ; নড়িতে মূর্চ্ছা, ইউপাট ; পা লটপটানি, আর্স, চাইনা ; গা বমি বমি, আনটিম, ইপিকা, আর্স, ফস, বুক ধড়ফড়ানি, রস, সেপিয়া, সল্‌ফর ; রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, ওপিয়ম ; নিশ্বাসের খর্ব্বতা, ফেরম, ফস, সেপিয়া ; যকৃৎ ব্যথা, চাইনা ; গাঁইট ব্যথা, আর্স, কাল্‌কা, কার্ব্বো, চাইনা, ফস, সল্‌ফর ; পীঠ ব্যথা, আর্স, কাল্‌কা, ইউপাট, নেট্রম ; পাকাশয় ব্যথা, আর্স, চাইনা, নক্স, সেপিয়া, সিলিসা ; শরীরে বাতের স্থায় ব্যথা, আর্স, লেডম, লাইকপ ; ব্যথা অসহ্যকর, আর্স, কফি, কামো ; আক্ষেপ, ককুলস ; অনিদ্রা, চাইনা ; নিদ্রাতুরতা, নেট্রম, রস, সেপিয়া ; পেট ও পার্শ্বে ফুটুনি, ব্রাই, নক্স ; উপর পেট ঠোসমারা, রস ; অঙ্গ চিড়িকমারা, ওপিয়ম ; দন্ত শূলুনি গ্রাফাইটিস ; বমন, আন্‌টিম, সিনা, চাইনা, ইপিকা, আর্স, ইউপাট, ফেরম ; পিত্তবমন, কামো, আন্‌টিম, নক্‌স, পল্‌স ; টক্ বমন, লাইকপ ; অঙ্গ কাঁপুনি, আর্স, নেট্রম, কাল্‌কা, কোনিয়ম, সেপিয়া ; কষ্টে মূত্র ত্যাগ, কাস্থ ; ঘোলাটে প্রস্রাব, ফস ; দুর্গন্ধ প্রস্রাব, সেপিয়া ; দুর্গন্ধ ও গরম প্রস্রাব, সাইমেক্‌স ; মাথাঘোরা ব্রাই, আর্স, নক্‌স, ফস, ভেরাট, আলম।

জ্বরমগ্ন কালীন।

অক্ষুধা, আর্স, নক্‌স, ইপিকা, চাইনা, পল্‌স, কাম্প, কার্ব্বো, নেট্রম, সাবাডিলা ; নিশ্বাস কষ্ট, বিশেষতঃ রাত্রে, আর্স, নক্‌স, ওপিয়ম, মার্ক, ইগ্নেসা ; শীত, কাম্প ; ব্রাই, নেট্রম, রস, ভেরাট, সিলিসা, সাবাডিলা ; কোষ্ঠবদ্ধ, ব্রাই, নক্‌স, চাইনা ওপিয়ম, ভেরাট, কার্ব্বো, কাল্কা ; ভেদ, কামো, পল্‌স, চাইনা, আনটিমটার্ট, মার্ক, নাইট্রিক আসিড, ফসফস আসিড, রস, ইলাট ; তিক্ত উদ্গার, ব্রাই, পল্‌স, কাল্কা, আর্ণিকা ; টক উদ্গার, নক্‌স, ফস, নেট্রম, লাইকপ সাইমেক্‌স, সল্‌ফর ; পচাগন্ধের উদ্গার, নক্‌স, পলস, চাইনা, আর্ণিকা, সল্‌ফর

পা ফুলা, আর্স, ব্রাই, কাম্প, চাইনা, নেট্রম, নক্স, পল্স, রস, ফস, ভেরাট, সিলিসা, ইউপাট ; পা ঠাণ্ডা, কার্ব্বো, কাল্কা, ফস, সিলিসা, বেল, নেট্রম, সল্ফর ; হাত ফুলা, কাল্কা, লাইকপ, ষ্টানম, ডিজিটালিস ; হাত ঠাণ্ডা, কার্ব্বো, পল্স, রস, বেল, নেট্রম, ফস, স্পাইজিলা, সল্ফর ; অতিরিক্ত ক্ষুধা, সিনা, চায়না, কার্ব্বো, সাইমেক্স, ভেরাট, গ্রাফাইটিস, সল্ফর ; আহারে ঘৃণা, পল্স, ফস, আসিড, বেল, আর্ণিকা ; গা বমি বমি, ইপিকা, আর্স, নক্স, রস, সিলিসা, সাবাডিলা ; পিত্ত বমন, কামো, আর্স, ইপিকা, মার্ক, নক্স, পল্স, ভেরাট, ফস, সল্ফর ; শ্লেষ্মা বমন কামো, চাইনা, আর্স, বেল, ইপিকা, নক্স, পল্স, মার্ক, ভেরাট ; আহার বমন, আন্টিম, ব্রাই, ফেরম, কাল্কা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঔষধ ; অঙ্গ কম্পন, ব্রাই, চাইনা, নক্স, পল্স, ওপিয়ম, রস, ইগ্নেসা, সাবাডিলা ; অধিক প্রস্রাব, আনটিমটার্ট, বেল, রস, নেট্রম, স্পাইজিলা, আলম, লাকেসিস ; অল্প প্রস্রাব, ব্রাই, কার্ব্বো, ইপিকা, পল্স, রস, ভেরাট, সল্ফর ; প্রস্রাব কষ্টে ত্যাগ, আর্স, কাম্প, কোনিয়ম, ষ্টাফিসেগ্রিয়া ; গলা ব্যথা, বেল, মার্ক, কাম্প, নক্স, ফসফস আসিড, নাইট্রিক আসিড ; গলা ফুলা, কামো, রস ; জিহ্বা ফুলা আর্স, চাইনা, বেল, মার্ক, নাইট্রিক আসিড ; প্লীহাপ্রদেশ ফুলা, আর্স, নক্স, চাইনা, ইগ্নেসা, নাইট্রিক আসিড, সল্ফর ; উপর পেট ঠোসমারা, ব্রাই, কামো, নক্স, পল্স, ওপিয়ম, কার্ব্বো, কফি, লাইকপ ; মাথা ফুলা, ক্রোটালস ; মুখে পচা তার, বেল, মার্ক, নক্স, পল্স, ফেরম ; লোস্তা তার, আর্স, কার্ব্বো, চাইনা, মার্ক, নক্স ; টক তার, নেট্রম, ফস, আর্স, কাল্কা, ইগ্নেসা, মার্ক, ফস আসিড, নক্স, পল্স ; তিক্ত তার, ব্রাই, কার্ব্বো, কামো, পল্স, ফস আসিড, কাল্কা ; মুখে ধাতুর তার, মার্ক, নক্স, রস ; মুখ বেতার, ব্রাই, চাইনা, নক্স, ইউপাট ; টকে প্রয়াস, আর্স, ব্রাই, ইপিকা, পল্স, আনটিমটার্ট, আর্ণিকা ; তিক্তে প্রয়াস, নেট্রম ; লবণাম্বু দ্রব্যে প্রয়াস, কার্ব্বো, কাল্কা ; ঝালে প্রয়াস, পল্স, হিপর ; মিষ্টে প্রয়াস, কার্ব্বো, ইপিকা, সাবাডিলা, সল্ফর ; অখাদ্যে প্রয়াস, ব্রাই ; মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা, নক্স, কামো, চাইনা, পল্স, কার্ব্বো, ভেরাট ; উদরী, আর্স, চাইনা, হেলিবোর, রস, মার্ক, ফস, সল্ফর ; দড়কা, আর্স, কামো, নক্স, ওপিয়ম, ভেরাট, ইগ্নেসা, ইপিকা, রস, সিলিসা, সিনা, ষ্ট্রামনিয়ম ; হাত পা ছিঁড়েফেলার ন্যায় ব্যথা, কাম্প, কার্ব্বো, চাইনা, পল্স, কাল্কা, ইউপাট, লাই-

কপ; হাত পা শক্ত হওয়া. রস, সাবাডিলা, লাইকপ, ইউপাট; স্তন ফুলা, ব্রাই, পল্‌স, কাল্কা।

চিকিৎসা।

জ্বরের প্রথম অথবা প্রবলাবস্থার মধ্যে মধ্যে আকন দেওয়া যায়। জ্বর আসিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক মাত্রা দিলে জ্বরের কম ভোগ হওন সম্ভব।

শিশুদিগের প্রাতে ইপিকা ও বৈকালে নক্স বা অন্য কোন উপযুক্ত ঔষধে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়। দশমী হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি মধ্যে জ্বর হইতে থাকিলে সিলিসা, সল্‌ফর, কাল্কা, রস; নির্দ্দিষ্ট এক সময় জ্বর পক্ষে সাবাডিলা বিধি। প্রাতের জ্বরে, নক্স; ১০ ঘণ্টা বেলায় হইলে নেট্রম; বৈকালে, আপিস, লাকেসিস, কাক্টস; নাইট্রিক আসিড; বৈকালে চারিটার পর লাইকপ বিশেষ ব্যবহার্য্য। অধিক কুইনাইন খাইয়া জ্বর আটকাইলে, আর্স, পল্‌স, বেল, ইপিকা, ফেরম, কাল্কা, সল্‌ফর প্রয়োগ করিবা।

আকন—কেবল জ্বর কালীন। আর্স, চাইনা বিরামকালীন এবং অন্য সকল ঔষধ জ্বর ও বিজ্বরী উভয় অবস্থায় ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য।

পালাজ্বরের দরুণ প্লীহা রোগে, আর্স, নক্স, কাল্কা, কাম্ফ, মেজেরম, সিলিসা, লাইকপ, কামো, চাইনা। ইহার দরুণ অগ্রমাস হইলে, আর্স, নক্স, চাইনা, মার্ক, কাল্কা; বস্তুতঃ যে ঔষধে জ্বর সারে, তাহাতেই উহার আনুষঙ্গিক রোগও যায়। দেশমধ্যে প্রচলিত জ্বর-প্লীহায় শিশু পক্ষে কাল্কা বিশেষ উপকারী। মুখে ঘা, আলজিহ্বা খসা পক্ষে নাইট্রিক আসিড, মার্ক, বেল, প্লম্বম; প্লীহা ও অগ্রমাস পক্ষে জলপটি বাঁধায় বিশেষ ফল লাভ হয়।

ইপিকা—অল্প শীত ও পিপাসা এবং অত্যন্ত তাপ ও তৃষ্ণার অভাব; অথবা অত্যন্ত কাঁপুনি এবং অগ্নি তাপ লাগাইলে উহার বৃদ্ধি; কখন কখন শীতের অবস্থায় অল্প কিন্তু তাপকালীন অতিশয় পিপাসা; ঘর্ম্ম প্রচুর বা এককালে অভাব; জ্বরকালীন গা বমি বমি, বমন এবং বুক ভার ও সেঁটে ধরা;

জিহ্বা পরিষ্কার বা ছাতাপড়া; বিরামকালীন মুখের বদ তার, খাদ্য তিক্ত লাগা, ছেপ উঠা, অক্ষুধা, দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এবং অনিদ্রা। ইহার পর নক্স, আর্স, চাইনা, আর্ণিকা খাটে।

নক্স—বৈকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে বা প্রাতের জ্বর পক্ষে, সর্ব্ব প্রথম দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া শীত, পরে তাপ বা অগ্রে তাপ পরে শীত, কিম্বা বাহিরে তাপ অন্তরে শীত বা অন্তরে তাপ বাহিরে ঠাণ্ডা; কখন দীর্ঘকাল শীতের দরুণ দাঁতেদাঁত ঠকঠকানি, হাত পা বরফবৎ ঠাণ্ডা, নখ নীলবর্ণ; পীঠ, কোমর, উরু, পায় ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা, বুকে ও পেটে ফুটুনি; তাপকালীন মাথা ও কপাল ব্যথা, গায়ের কাপড় খুলিলে বা নড়িলেই শীত, পিপাসা, গা বমি বমি ও বমন, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, বুকে ব্যথা, কটু প্রস্রাব এবং ইহার পর ঘর্ম্ম বা কখন কখন উহার অভাব। জ্বরকালীন পেট ব্যথা, তিক্ত তার ও উদ্গার, জিহ্বা শাদা বা জর্দ্দা লেপলুক্ত, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় জলবৎ আম ত্যাগ। বিরামকালীনও কপাল ও রগ কামড়ান, দপ্‌দপানি, মাথা ভার ও ঘোরা, মুখে পচা তার, পেট ঠোস মারা, যকৃৎপ্রদেশ ফুঁড়ুনি, প্লীহা প্রদেশ ফুলা, অল্পে বিরক্তি, নিরাশ হইয়া কান্না প্রভৃতি নানা উপসর্গ থাকে। তরুণ কিম্বা পুরাতন উভয় প্রকার রোগে অনেক সময় ব্যবহার্য্য।

আর্স—সর্ব্ব প্রথম অবসন্নতা, গা আড়ামোড়া ভাঙ্গা, হাই তোলা, শয়নে ইচ্ছা, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, পরে শীত ও তাপ, সমকালে বা একের পর অপর; কিম্বা অন্তরে শীত ও উপরে তাপ বা ইহার বিপরীত ভাব; কাটফাটা তাপ, অস্থিরতা, অতিরিক্ত পিপাসা; বিরাম কালে হিক্কা, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, গা হাত পড়িয়া যাওয়ার ন্যায় ব্যথা; অথবা বৈকালে বা সন্ধ্যায় জ্বর, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাপ, পরে ঘর্ম্ম; কিম্বা শীতাবস্থায় মুখ তিক্ত বা গা বমি বমি, এককালে বলক্ষয়, পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় জল পান, ঘর্ম্ম এককালে অভাব বা তাপের অনেক পর ও নিদ্রাবস্থায় হয়। জ্বর কালীন নূতন নূতন উপসর্গ হইলে ইহা বিশেষ খাটে, যথা কাণ ভোঁ ভোঁ, হাত পা ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা ও সাড়শূন্য হওয়া, মূর্চ্ছা। জ্বর কালীন বা পরে মাথা ঘোরা, প্লীহা বা যকৃৎ প্রদেশ ব্যথা, গা বমি বমি, পাকাশয়ে অতিরিক্ত ব্যথা, মুখে তিক্ত তার ও কসে ঘা, হাত পা অত্যন্ত ব্যথা বা অসাড়প্রায় হওয়া, শিরঃপীড়া, ফুসফুসের

আক্ষেপ এবং উদরী বা সোঁতের লক্ষণ থাকিলে। পালাজ্বর ও উহার আনুষঙ্গিক রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রাই—সকল সময় বিশেষ প্রাতে জ্বর, মাথা ঘোরা ও মাথা ফেটে পড়ার ন্যায় বোধ ও অঙ্গ আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া অতিশয় শীত, মুখ লাল ও পিপাসা, জিভ শুষ্ক ও চটচটে, আহারে ঘৃণা, গা বমি বমি ও বমন, তাপ কালীন মাথা ব্যথা বৃদ্ধি, উৎকাশি, হাঁপানি, বুকে ফুঁড়ুনি।

চাইনা—জ্বরের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, বুক ধড়ফড়ানি, গা বমি বমি, অত্যন্ত পিপাসা ও ক্ষুধা, মাথা ও পেটে ব্যথা; শীতের সময় মাথা ব্যথা ও ঘোরা ও তথায় রক্ত সঞ্চয়, মুখমণ্ডল পাঙ্গাশ বর্ণ, হাত পা ঠাণ্ডা, গা বমি বমি ও শ্লেষ্মা বমন; শীত ও তাপ, মধ্যকালে পিপাসা, তাপ কালীন ওষ্ঠ ও মুখ শুষ্ক ও উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল লাল ও মাথা ব্যথা, রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, স্থানে স্থানে হুল ফুটুনির ন্যায় যন্ত্রণা, গার জ্বালা বা গাত্রাবরণ খুলিলেই শীত; তাপের পর বা ঘর্ম্ম-কালীন পিপাসা ও তালু শুষ্ক। বিরাম কালীন দৌর্ব্বল্য, অতৃপ্তিকর নিদ্রা; ত্বক্‌ হরিদ্বর্ণ, আহারান্তে ঝিমুনি, যকৃৎ ও প্লীহা প্রদেশ ফুলা ও ব্যথা। অথবা জ্বর অবসানে এক বা দুইবার বমন হইলে। অথবা যে জ্বরে প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়াই প্রধান উপসর্গ, তথায় ইহা বিধি।

কামো—পৈত্তিকের ভেদ, বমন, পেট ব্যথা, অতিরিক্ত পিপাসা; সন্ধ্যায় শীত, রাত্রে অধিক তাপ ও ঘর্ম্ম, ঘুমন্ত চম্‌কান, জ্বর অবসানে কপালে গরম ঘর্ম্ম, আইঢাই ও নৈরাশ্য পক্ষে।

পল্‌স—বৈকাল বা সন্ধ্যায় জ্বর; পিপাসা এককালে অভাব বা তাপকালীন প্রকাশ; শীতের অবস্থায় মাথা ভার ও ঘোরা, বুক ভার বা শ্লেষ্মা বমন; তাপের সময় মাথা ব্যথা, মুখ লাল ও সরস, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, গায়ের বস্ত্র খুলিলে শীত, নিশ্বাস ঘন ঘন, ভেদ হড়হড়ে, পৈত্তিকের বা টক বমন। তাপের সঙ্গে বা পরে ঘর্ম্ম। বিরাম কালে মাথা ব্যথা, বুক ভার, সরল কাশি, মুখের তিক্ত তার, আহার তিক্ত লাগা, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা প্রাতে জ্বর, গা বমি বমি ও বমন, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, এবং শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের অবস্থায় অতিশয় পিপাসা। অথবা যথায় কিঞ্চিৎ অধিক আহারেই পাল্টে জ্বর।

সিড্রন—শীত, কপাল ও মাথা ব্যথা, চক্ষু লাল ও চুল্‌কুনি, পুত্তুলি বিস্তীর্ণ,

সকল পদার্থ লাল দেখা, মুখমণ্ডল লাল, উত্তপ্ত ও কিঞ্চিৎ স্ফীত, কিন্তু নাকের ডাঁটির অগ্রভাগ অতিশয় ঠাণ্ডা, হাত ও পা শীতল, প্রস্রাব লাল, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, গলা সঙ্কোচন বশতঃ ঢোক গিলিতে কষ্ট। রাত্রে অনিদ্রা, প্রাতে বিরাম কালীন পেট ফাঁপা ও ডাকা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, বুক ও পীঠ পর্য্যন্ত ব্যথা, গুড়মুড়া টাটান।

অপরাহ্ণে ৫।৬ টার সময় জ্বর, বিশেষ এক দিন অন্তর বৃদ্ধি, এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ থাকিলে ইহা বিলক্ষণ খাটে। অথবা জ্বরের পূর্ব্বে বিমর্ষ, মাদামারা ও মাথা ধরা উপসর্গ থাকিলে। পূতি উদ্ভাবিত সংক্রামিক জ্বরে ব্যবহার করায় কখন বিশেষ ফল লাভ হইতে দেখা গিয়াছে।

সিড্রন এক প্রকার মার্কিন গাছের ফল। তথায় করাল নামক এক প্রকার সর্প আছে। তাহার বিষ কেউটে অপেক্ষা তীব্র। দংশন করিলে দুই তিন মিনিট মধ্যে গলা ধরে এবং পাঁচ মিনিটে ভয়ানক অঙ্গ খেঁচুনি হইয়া রোগী পঞ্চত্ব পায়। ঐ দেশের লোক এই ফল গলায় ধারণ করে এবং খাইবা মাত্রেই যন্ত্রণা দূর ও শরীর নির্ব্বিষ হয়। কেউটে সাপে কামড়াইলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বেল—সন্ধ্যা বা রাত্রে কখন কখন প্রাতে জ্বর। শীত পরে তাপ অথবা উভয়ের এককালে অবস্থান, এবং সর্ব্বশেষে ঘর্ম্ম বা উহার এককালে অভাব। শীতাবস্থায় হাত শিড়শিড় করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পড়ে, মুখ লাল বা ফেঁকাসে, গা বমি বমি বা ঐ সময় অত্যন্ত গাত্র তাপ, তাপ কালীন অত্যন্ত পিপাসা বা উহার অভাব, শিরা দপ্‌দপানি, প্রলাপ, মুখমণ্ডল লাল ও ফুলা। জ্বর কালীন দুর্ব্বলতা, ঝিমুনি, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। পুনঃ পুনঃ পাশে পড়া এবং প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশ স্ফীত থাকা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, জীর্ণতার ব্যাঘাত ও উদরীর পূর্ব্ব লক্ষণে ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হয়।

কাপ্স—অতিরিক্ত শীত এবং তৎকালে পিপাসা, অস্থিরতা, মাথা-ব্যথা, শব্দ-অসহিষ্ণুতা, মুখ আসার ন্যায় ছেপ উঠা, শ্লেষ্মা বমন, প্লীহা অধিক স্ফীত হওয়া, হাত পা ও পীঠ কামড়ান ও ব্যথা, তাপ কালীন মুখে মন্দ তার, অত্যন্ত পেট ব্যথা ও বৃথা বেগ বা হড়হড়ে জ্বালাকর ভেদ, বুক পীঠ পা হাত ব্যথা, পিপাসা এবং তৎকালে ঘর্ম্ম।

ক্যান্থারিস—অতিরিক্ত শীত ও প্রস্রাবের কষ্ট থাকিলে। সমকালে শীত ও তাপ, পা ভারি এবং হাত পা নাড়িতে অশক্ত, শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা এবং চক্ষু ব্যথা।

ইগ্নেসা—শীতের সময় মাত্র পিপাসা, অগ্নি তাপে শীতের সমতা, বাহিরে তাপ ভিতরে শীত, শরীরের এক স্থান গরম অপর স্থান শীতল। শীতের অবস্থায় গা বমি বমি, পিত্ত শ্লেষ্মা বা আহার বমন, পীঠ ব্যথা, পায়ের দুর্ব্বলতা, তাপের সময় পিপাসার অভাব, অন্তর শিড়শিড় করা, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, অঙ্গে হুল ফুটুনি, পীঠ ব্যথা, প্রলাপ, মাথা ঘোরা ও ব্যথা, হাতছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা ও নিদ্রা। ঘর্ম্ম কালীন কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ। অথবা বৈকালে জ্বর, গা শিড়শিড় ও পেট ব্যথা, পরে ক্ষীণ হইয়া নিদ্রা ও অতিরিক্ত গাত্রতাপ বা পেট হইতে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে শীত ব্যাপিয়া পড়া, পরে তাপ ও পা ঠাণ্ডা।

নেট্রম—দীর্ঘকালস্থায়ী শীত; পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় কখন বা শিড়-শ্রিড়িনি করিয়া সর্ব্বাঙ্গে শীত, কখন কখন তৎকালে পিপাসা, শিরঃপীড়া ও হাড় ব্যথা, পরে তাপ, মাথা দপ্‌দপানি, ব্যথা ও ফেটে পড়ার ন্যায়, ত্বক্ হরিদ্বর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা, অজ্ঞান হইয়া থাকা, পরে অল্প ঘর্ম্ম। জ্বর কালীন জ্বরঠুঁঠা, মুখে ঘা, উপর পেট ছুঁইলে ব্যথা, অক্ষুধা ও তিক্ত তার। এই ঔষধে অনেককে সাংক্রামিক প্লীহা জ্বর হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

রস—দিবসে বুক ধড়ফড়ানি, দুপ্রহর রাত্রে জ্বর ও উপর পেট ঠোস মারা; অথবা সন্ধ্যায় শীত, পরে দীর্ঘকাল তাপ এবং সর্ব্ব শেষে তাপ সহ প্রচুর ঘর্ম্ম; তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা, পেট ব্যথা ও ভেদ, পরে নিদ্রা ও প্রাতে ভেদ; অথবা জ্বর কালীন মাথা ঘোরা ও ব্যথা, গা হাত কামড়ান, দন্তশূল, অঙ্গ চিড়িক মারা ও গায় আমবাত বেরণ, পেট ব্যথা, উদরাময়, অনিদ্রা, ছটফটানি, রাত্রে পিপাসা ও ন্যাবার উপসর্গ থাকিলে।

লাকেসিস—আহারান্তে বা বৈকালে শীত, গা হাত ব্যথা, বুকে চাপ ও ফুটুনি এবং তজ্জন্য কাতরাণি, তাপ কালীন অতিরিক্ত মাথার পীড়া, অতিশয় পিপাসা, প্রলাপ, অস্থিরতা ও আইঢাই; অথবা তাপের সময় অন্তরে শীত, দুর্ব্বলতা, পরে ঘর্ম্ম। কখন কখন তাপ অবসানে বমন ও হিক্কী, টক দ্রব্য খাইলেই পাল্টে পড়ার পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

কার্ব্বো—রগ দপ্‌দপানি, দন্ত ও শরীরের অস্থি ব্যথা, পার পাতা ঠাণ্ডা, আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া শীত, অবসন্নতা ও পিপাসা ; তাপের সময় মাথা ঘোরা ও ব্যথা, মুখমণ্ডল লাল, ক্ষীণ-দৃষ্টি, গা বমি বমি, পেট বা বুক ব্যথা,পা কামড়ান ; কখন প্রচুর ঘর্ম্ম এবং তৎপরে শীত। জ্বর বিরাম কালেও শিরঃপীড়া থাকিলে।

ওপিয়ম—কম্প পরে তাপ ও নিদ্রা এবং তৎকালে পিপাসা ও প্রচুর ঘর্ম্ম। জ্বর কালীন হা করিয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা, অঙ্গ চিড়িক মারা, গরম ঘর্ম্ম এবং শৌচ প্রস্রাব বন্ধ। বালক ও প্রাচীনদিগের পালাজ্বরে অনেক সময় বিশেষ খাটে।

ভেরাট্র—অন্তরের তাপ, লাল প্রস্রাব, মুখ লাল ও প্রলাপ, অথবা শীত, গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, কোমর ও পীঠ ব্যথা বা একবার শীত একবার তাপ পর পর হওয়া ; কোষ্ঠবদ্ধ বা বমন ও ভেদ বা বাহিরে শীত ও ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, শীত ও তাপ কালীন ঘর্ম্ম।

সিনা—জ্বর আরম্ভে, মধ্যে বা অবসানে বমন, পরে রাক্ষসবৎ ক্ষুধা। শীত বা তাপের অবস্থায় পিপাসা, মুখ ফেঁকাশে, সর্ব্বদা নাক খুঁটান, পুত্তলি বিস্তীর্ণ, দিন দিন ক্ষীণ হওয়া, মাথা ব্যথা, প্রলাপ, কখন কখন হাত পা ঠাণ্ডা ও পেট ব্যথা এবং ঘর্ম্ম সহ নিদ্রা।

আন্‌টিম ক্রুড—অক্ষুধা, উদ্গার, গা বমি বমি, বমন, জিহ্বায় ছাতা, মুখে তিক্ত তার. পাকাশয়ে চাপ ও বুকে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ। বিশেষ তাপের সময় ঘর্ম্ম হইয়া গা না জুড়াইলে ইহা সেবনে ফল লাভ হয়।

আন্‌টিমটার্ট—অল্প শীত,অধিক তাপ, প্রচুর ঘর্ম্ম,নিদ্রাবল্য, অধিক প্রস্রাব ; ইহার সঙ্গে জিভ লাল, শুষ্ক বা কাঁটা দেওয়া, অত্যন্ত পিপাসা, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা থাকিলেও ইহা দেওয়া বিধি।

আর্ণিকা—প্রাতে ও বৈকালে, বিশেষ সন্ধ্যায় জ্বর ; শীতের পূর্ব্বে জৃম্ভণ ও অত্যন্ত পিপাসা ও সমস্ত অস্থি ব্যথা, জ্বর কালীন স্থির থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় সর্ব্বদা পাশ ফেরা, অক্ষুধা, পেট ব্যথা, বিরামের অবস্থায় তিক্ত তার, ত্বক্ হরিদ্বর্ণ এবং কিছুই ভাল না লাগা।

ইউপেটরিয়ম—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা, কাশি এবং মস্তক, পীঠ ও শরীরের সমস্ত হাড় ব্যথা, শীতের অবস্থায় কম্প, গা বমি বমি, বিশেষ নড়িলে চড়িলে ;

পায়ের ডিম্ব, কোমর ও হাত টাটান এবং ইহার অবসানে কাঠনেকার ও পিত্ত বমন; তাপ কালীন ত্বক্ উত্তপ্ত, মাথা ব্যথা ও দপ্‌দপানি। তাপ ও শীতের অবস্থায় পিপাসা, অন্তরে কম্প বাহিরে তাপ, উপর পেট ব্যথা, অল্প ঘর্ম্ম। পাল্টে পাল্টে পড়ার পক্ষে উত্তম ঔষধ।

ইলেটরিয়ম—সর্ব্বপ্রকার ও বহুদিনের জ্বরে উপকারী। প্রাত্যহিক জ্বর, মাথা ব্যথা, গা হাত টাটান, অন্ত্রে ব্যথা, হাই তোলা ও আড়ামোড়া ভাঙ্গার পর শীত এবং তৎকালে প্রথম উপসর্গদ্বয়ের বৃদ্ধি। তাপ কালীন অত্যন্ত পিপাসা; মাথা, বিশেষ ব্রহ্মতালু প্রদেশ ছিঁড়ে পড়ার ন্যায় যন্ত্রণা, অন্ত্রের কষ্টের আধিক্য এবং হাত পায়ের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বেঁধার ন্যায় ব্যথা এবং তূণী হইতে বেদনা পুনরায় ঊর্দ্ধে উঠা, ঘর্ম্মাবস্থায় ক্রমে ক্রমে উপসর্গের সমতা। অথবা তৃতীয় দিবসে দ্বৌকালীন জ্বর, শীত; মাথা, পাক্‌রোর নিম্নদেশ ও কোমর বেদনা, হাই তোলা কালীন ঘোড়াডাকার ন্যায় শব্দ হওয়া, নাক দিয়া জল ঝরা, পা ও পাতায় খিল লাগা, পরে অতিশয় গাত্র তাপ এবং সর্ব্বশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম। কিম্বা হাই উঠিয়া জ্বর এবং তৎকালে অতিশয় পিপাসা, পেট ব্যথা এবং হাত পায়ের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বেঁধা। অথবা জ্বর কালীন জলবৎ গেঁজলাটে ভেদ, বমন ও পেট ব্যথা থাকিলে।

ফেরমমেটাল—চক্ষু ফুলা, মাথার শির উঠা, আহার বমন, নিশ্বাসের খর্ব্বতা ও পায়ের দুর্ব্বলতা জন্য চলিতে অশক্ত। মুখমণ্ডল শীতের সময় গরম এবং তাপ কালীন অত্যন্ত লাল, ঘর্ম্মের পূর্ব্বে মাথা ধরা।

ফেরম আসিটার্ট—এক দিন অন্তর জ্বর, অল্প শিরঃপীড়া হইয়া প্রবল শীত, অধিক মাথা ব্যথা, অতিশয় পিপাসা, পরে তাপ ও ঘর্ম্ম। তিক্ত তার, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, ত্বক্ হরিদ্বর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ সঙ্গে থাকিলে। বিরাম কালীন অবসন্নতা ও শিরঃপীড়া।

কনোনিয়ম—প্রবল তাপ ও অধিক ঘর্ম্ম ও পিপাসা এবং ইহার সঙ্গে ভেদ, বমন ও অক্ষুধা।

ককুলস—জ্বর কালীন কেবল শীত বা একবার শীত একবার তাপ, কিন্তু ঘর্ম্ম বা পিপাসার অভাব। বিশেষ অতিপয় কোষ্ঠবদ্ধ, সর্ব্বদা পাকাশয়ে খাল লাগা ও কোমরের দুর্ব্বলতা থাকিলে।

ড্রোসিরা—আহ্নিক জ্বর, প্রাতে অত্যন্ত শীত, হাত বরফবৎ ঠাণ্ডা, নখ নীলবর্ণ, শীত অবসানে তৃষ্ণা, মধ্যাহ্নে মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, মাথা ভার ও উহার পশ্চাদ্ভাগের দপ্‌দপানি, গা বমি বমি, আক্ষেপযুক্ত কাশি, রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষ পেটে; অথবা দিবসে শীত ও রাত্রে তাপ।

কফি—জ্বর কালীন ভয়ানক পেট ব্যথা, গা সড়সড়ানি, আইঢাই; অথবা শীত না হইয়া তাপ, অতিশয় পিপাসা, পরে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম; কিম্বা অল্প শীত ও অল্প তাপ, পিপাসা এককালে অভাব।

সাইমেক্স—গা শিড়শিড় করিয়া পা ঠাণ্ডা, পরে শীত, তৎসময়ে সন্ধি সমস্ত, বিশেষ হাঁটু ও উরু ব্যথা, বুকে চাপ জন্য দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ, তাপ কালীন গলার নালী সঙ্কোচ হওয়া ও নিশ্বাস কষ্ট, তাপ অবসানে অতিশয় ক্ষুধা। শীতের ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে পা ভার ও যথেষ্ট তৃষ্ণা। অথবা এক দিন অন্তর জ্বরের শীতাবস্থায় জৃম্ভণ, আড়ামোড়া ভাঙ্গা, ঝিমন, হাত পা অসাড়, অল্পস্থায়ী তাপ এবং সেই সময় বুকে চাপ বোধ, দীর্ঘকাল ঘর্ম্ম ও তৎকালে ক্ষুধা। বিরাম অবস্থায় বিলক্ষণ পিপাসা। কিম্বা মাঝে মাঝে শীত হইয়া তাপ, পরে ঘর্ম্ম, হাই তোলা, নাড়ী দুর্ব্বল, অত্যল্প পিপাসা, কিন্তু গলা শুষ্ক থাকা নিমিত্ত সর্ব্বদা পানে ইচ্ছা। শীতারম্ভে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হওয়া এবং রাগাশক্ত হইয়া দ্রব্যাদি নষ্ট করিবার ইচ্ছারূপ উপসর্গ থাকিলে ইহা প্রয়োগে ফল লাভ সম্ভব।

মশচাটা—এক দিন বা দুই দিন অন্তর জ্বর, শীতের আধিক্য, তাপ কালীন কিঞ্চিৎ পিপাসা, নিদ্রার ইচ্ছা, জিহ্বা শাদা, গলা ঘড়ঘড়ানি ও রক্ত উঠা।

মেজেরিয়ম—অত্যন্ত শীত, গা ঠাণ্ডা, হাত পা মৃত ব্যক্তির ন্যায় শীতল, শীতাবসানে ঘর্ম্ম, অক্ষুধা, প্লীহা স্ফীত ও শক্ত এবং মাঝে মাঝে কামড়ান, বা মুখ ও অন্তর শুষ্ক, অথচ পিপাসা অভাব ও উদরাময়।

ডিজিটালিস—শীত, তাপ, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম। অন্তর বা পীঠের দিকে শীত এবং মুখ লাল ও উত্তপ্ত। টকপানীয় ও তিক্ত আহার ইচ্ছা, অক্ষুধা বা অতিরিক্ত ক্ষুধা।

সাবাডিলা—নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী। অক্ষুধা, পাকাশয়ে ভার ও ফুলা, বুক ব্যথা, কাশি দুর্ব্বলতা এবং শীত ও তাপের মধ্যকালে তৃষ্ণা। শীতাবস্থায় ঊর্দ্ধপঞ্জর ব্যথা, কাশি এবং সর্ব্বাঙ্গ ও অস্থি পর্য্যন্ত কামড়ান, তাপ

কালীন আড়ামোড়া ভাঙ্গা, জৃম্ভন ও প্রলাপ এবং ঘর্ম্মের সময় ও নিদ্রার সময় ও বিরাম কালীনও সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—সন্ধ্যায়, রাত্রে বা প্রাতে অধিক শীত মাত্র, তাপ, ঘর্ম্ম, পিপাসার অভাব; অথবা বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অত্যন্ত শিড়শিড়িনি ও অতিরিক্ত পিপাসা, কখন বা প্রাতঃকালে শীতের পর অল্প তাপ। এক দিন অন্তর জ্বর, মুখের পচা তার, দাঁতের গোড়া গিয়া রক্ত পড়া, অক্ষুধা ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপসর্গ।

ষ্টানম—সর্ব্বাঙ্গে তাপ ও ঘর্ম্ম, পরে অল্প শীত, পিপাসা।

সিলিসা—পুনঃ পুনঃ শীত, পরে অল্প তাপ ও পিপাসা; অথবা সন্ধ্যায় অতিশয় শীত ও তজ্জন্য পাকাশয়ে ব্যথা, পরে সমস্ত রাত্রি তাপে অতিরিক্ত পিপাসা ও হাঁসফাসানি। অতিশয় বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম ও পিপাসা। ফোড়া পাকার অবস্থায় ক্ষয়জ্বর এবং জ্বরকালীন পেটকাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এবং কৃমি জন্য ও দন্ত উঠা কালীন জ্বরেও বিশেষ উপকারী। পুরাতন রোগে একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা, ইহার মধ্যে কোন তিথিতে জ্বর হইলে ইহা প্রয়োগে ফল লাভের বিলক্ষণ সম্ভব।

সামবেক্স—হাত পা ঠাণ্ডা; শীত, পরে তাপ, কিন্তু পিপাসার অভাব এবং গাত্রাবরণ খুলিতে ভয়, সর্ব্বশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম। জ্বর বিরামাবস্থায় বলক্ষয়কারী অধিক ঘর্ম্ম হওয়া উপসর্গ থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে।

সেপিয়া—শীত ও পিপাসা, গা হাত ব্যথা, হাত পা বরফবং ঠাণ্ডা, অঙ্গুলী অসাড় হওয়া পক্ষে।

নাইট্রিক আসিড—বৈকালে শীত, রাত্রে তাপ, প্রলাপ, অনিদ্রা, শেষ রাত্রে ঘর্ম্ম ও নিদ্রা এবং মাড়ি ভিদ্‌ভিদে; পুরাতন উদরাময় বা পূর্ব্বাহ্ণে অধিক পারা ব্যবহার হইয়া থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে।

পডফাইলম—প্রথমে পীঠ কামড়ানো, শীতের সময় কোঁক ও সন্ধি স্থান, যথা হাঁটু, কনুই, হাতের কব্জা ব্যথা, অল্প পিপাসা, জ্ঞান সত্ত্বেও কথা যোজনা করিতে না পারা, এজন্য চুপ করিয়া থাকা; তাপের অবস্থায় প্রলাপ, অধিক বকা, পরে এ সমস্ত বিস্মরণ হওয়া; জ্বর-কালে অতিরিক্ত পিপাসা ও অত্যন্ত শিরঃপীড়া; ঘর্ম্মকালে নিদ্রা, জ্বর বিশ্রামে অক্ষুধা।

ফস-আসিড—কম্প, অঙ্গুলী বরফবৎ ঠাণ্ডা, পরে তাপ, কখন ইহার আতিশয্য হইয়া অজ্ঞান থাকা, পিপাসা অভাব, মুখ শুষ্ক ও গিলিতে গলায় বাজা।

ফস—রাত্রে তাপ, ঘর্ম্ম ও রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, পরে শীত, গা ঠাণ্ডা, কম্পের দরুণ দাঁত ঠক্‌ঠকানি, পরে অন্তর্দাহ, বিশেষ হস্তের জ্বালা, কিন্তু শরীরের উপরে ঠাণ্ডা; অথবা রাত্রে অত্যন্ত কম্প ও জলবৎ ভেদ, পরে খুব গাত্রতাপ ও ঘর্ম্ম।

কাল্কা—গণ্ডমালা ও কফজ ধাতুবিশিষ্ট এবং শিশু ও বামাগণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। পুরাতন রোগ, বিশেষ সাংক্রামিক পালাজ্বর, প্লীহা অগ্রমাসের পক্ষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ধ্যায় জ্বর, বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ও অতিশয় পিপাসা; শয্যায় শয়ন করিয়া শীত ও অল্প ঘর্ম্ম, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম। পূর্ব্বাহ্ণে শিরঃপীড়া ও দুর্ব্বলতা; কপাল হাত উত্তপ্ত; টক পানে প্রয়াস; তৎপরে হাত বরফবৎ ঠাণ্ডা ও নাড়ী দ্রুত। প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত মাথা ভার, সন্ধিগ্রন্থি ছেঁড়ার ন্যায় ব্যথা, পরে অবসন্নতা, এমন কি উঠিয়া বসিতে অক্ষম; গা হাত ভার ও ব্যথা, এজন্য আড়ামোড়া ভাঙ্গা; গাত্রতাপ, অন্তরে অতিশয় শীত ও উহার সঙ্গে কখন খুব পিপাসা, গাত্র হরিদ্বর্ণ ও স্ফীত।

সল্‌ফর—পাচড়া বা চুল্‌কনা হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া জন্য জ্বর, সন্ধ্যায় শীত, প্রাতে তাপ ও ঘর্ম্ম। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় জ্বর, শীত, (অগ্নিতাপেও সে শীত ভাঙ্গে না), অধিক গাত্রতাপ এবং টকগন্ধ ঘর্ম্ম; গা হাত ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা, বুক ধড়ফড়ানি। রোগ পুরাতন হইলে এই ঔষধ বিশেষ খাটে। প্লীহা অগ্রমাস ও অপর রোগ সম্বলিত জ্বর পক্ষে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। রোগের উপসর্গ সদৃশ অন্য ঔষধ দিয়া উপকার না হইলেও ইহা দেওয়া আবশ্যক। মুখ ফুলা বা বসা, শিথিল মাংস, চুল্‌কনা, পাঁচড়া, সামান্য কারণে সর্দ্দি, নাক কান দিয়া রস ঝরা, বুক ও পাশ কুঁড়ুনি, নিশ্বাস কষ্ট, পেট শক্ত ও স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট বাগুয়া ও ভেদ, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, গা হাত ভার; জ্বর, [illegible] আওয়াণো ও [illegible]

থুজা—অতিশয় কম্প ও পিপাসা, পরে মাথা ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম।

টারাক্সিকম—হাত ও নাক ঠাণ্ডা, পরে নিদ্রা কালীন অতিশয় ঘর্ম্ম,

বিশেষ মস্তকে; এবং বিরাম কালীন অবসন্নতা ও মাথা ঘোরা। অক্ষুধা, দিনরাত পিপাসা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম ও দৌর্ব্বল্য পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

প্লম্বম—শীত, অতিশয় তাপ, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম; অতিশয় পিপাসা, পূতিজ্বর এবং প্লীহা প্রদেশ ছুঁইলে ব্যথা, এরূপ উপসর্গে ইহা বিশেষ খাটে।

মেনিয়ান্থিস—শীতের আধিক্য, হাত পা ঠাণ্ডা, কম্প,জৃম্ভন,চুল খাড়া হইয়া উঠা,পীঠ সড়্‌সড়ানি,পরে গাত্র তাপ,নাড়ী মৃদু; অথবা জ্বর ও সমুদয় গাত্র ঠাণ্ডা।

মার্ক—শীত, পরে তাপ ও অত্যন্ত পিপাসা; গরম শয্যায় থাকিলে এক-বার শীত একবার তাপ, কিন্তু তথা হইতে উঠিলে কেবল শীত; দুগ্ধে অতিশয় প্রয়াস, শীত ও তাপ, কিন্তু পিপাসার অভাব; প্রাতে পিপাসা, গা বমি বমি, কদর্য্য বা টকগন্ধ ঘাম ও তৎকালে অতিশয় বুক ধড়্‌ফড়ানি।

রাটানিয়া—সন্ধ্যায় শীত, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাপ। শীত, হাত পা জ্বালা ও তাপ, পরে অনেক রাত্রে ত্বকে প্রচুর ঘর্ম্ম।

স্পাইজিলা—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শীত, পরে তাপ, বিশেষ মুখমণ্ডলে। পিপাসা অভাব; অথবা পীঠের দিকে শীত, মুখমণ্ডল ও হাত উত্তপ্ত; শয়ন করিলেই শীত, পরে গাত্রে প্রচুর কদর্য্য ঘাম; অতিশয় তাপ ও সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে ঘর্ম্ম।

লাইকপ্—বৈকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি কেবল শীত, অথবা প্রাতে দুই ঘণ্টা শীত ও গা ঠাণ্ডা—যেন বরফে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এমন বোধ ও সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা। নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম এবং পরে অতিশয় পিপাসা। প্রাতে শীত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ, পরে অতিশয় তাপ এবং মাথার পেছন ব্যথা। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শীত, পরে তাপ এবং প্রাতে টক্ ঘর্ম্ম। সন্ধ্যায় একবার শীত, একবার তাপ; সমুদয় মাথা কামড়ানি ও সর্দ্দি, গা বমি বমি ও বমনের পর শীত এবং তাপ না হইয়া ঘর্ম্ম। এক দিন অন্তর জ্বর, শীতের পর টক্ বমন, মুখমণ্ডল ও হস্ত সরস (ফুলা)। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রবল তাপ, পরে শীত। ক্ষয়জ্বর ও রাত্রে চট্‌চটে ঘর্ম্ম। সান্নিপাতের জ্বর, ঘুমিয়া চম্‌কানো, নিদ্রাভঙ্গের পর চীৎকার, ধমকান, খ্যাঁকৃখেঁকে হওয়া।

হাইয়স—বৈকালে জ্বর, শীত, ঘাড় ব্যথা; অথবা সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ও

বহুক্ষণ-স্থায়ী শীত, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম বিশেষ উরুদেশে, সন্ধ্যায় তাপ ও পিপাসা. মুখে পচা তার, অথবা এক বা দুই দিন অন্তর জ্বর ও রাত্রে উৎকাশি, জ্বর কালীন মূর্চ্ছা, মধ্যাহ্নে পায়ের ডিম্বে এবং কিছুক্ষণ পরে পাকাশয়ে খাললাগা, তাহার পর অজ্ঞান হইয়া অঙ্গখেঁচুনি; তাপ ও অল্প ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরমগ্ন; বিরাম কালীন অতিশয় দুর্ব্বলতা; চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছোটা; মুখশুষ্ক, পুনঃ পুনঃ হিক্কা।

হেল—অত্যন্ত মাথা গরম, হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, পরে অল্প ঘর্ম্ম। শীত, হাতের চেটো ঠাণ্ডা, অন্তর্দাহ, ঝিমানো, পার পাতা ভার, পরে তাপ ও ঘর্ম্ম, কিন্তু পিপাসা অভাব; সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ মস্তকে তাপ, ভিতরে শীত, পিপাসা অভাব।

গমিগটি—অত্যন্ত শীত, দাঁত ঠক্ঠকানি, অতিশয় পিপাসা, অল্প গাত্র তাপ, প্রতি পালায় বিলম্বে জ্বর আসা অথবা শীতের সময় উদ্গার, জৃম্ভন, পিপাসা, পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং সর্ব্বাঙ্গে পিপিড়া কামড়ানো ন্যায় বোধ অথবা জ্বর আরম্ভে কানে ফুঁড়ুনির ন্যায় ব্যথা।

ভেলিরিয়ান—শীত অভাব, অতিরিক্ত তাপ, পিপাসা ও ভোগামারা বৎ:

হিপর—হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; অতিশয় শীত, দন্ত ঠক্ঠকানি; পরে তাপ ও ঘর্ম্ম, বিশেষ বুক ও কপালে; অত্যল্প পিপাসা; অথবা অতিশয় তাপ ও পিপাসা; মুখমণ্ডল লাল; মাথা ব্যথা; বিড়্বিড়্ করিয়া প্রলাপ। মুখে তিক্ত তার, কিছুক্ষণ পরে শীত ও পিপাসা।

লারেসিরেসস্—শীত পরে তাপ, মাথা ঘোরা ও অঘোর থাকা, পরে অঙ্গের অবসন্নতা। বার ঘণ্টাস্থিত জ্বর, মুখ শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা।

লেডম—শীত ও পিপাসা, তাপের সময় তৃষ্ণা না থাকা, পরে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গে চুলকুনি। জ্বর কালীন গা হাত কামড়ানো।

লোবেলা—অতিশয় শীত, মাঝে মাঝে তাপ, দুই ঘণ্টা পরে অধিক তাপ, মাঝে মাঝে অল্প শীত, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া সুনিদ্রা। প্রথম হইতে পিপাসা, শীতের সময় অধিক; বুক সেঁটে ধরা বোধ; সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ও কষ্টকর শ্বাস; গলা সড়্সড়ানি ও কাশি, কপাল ব্যথা, অক্ষুধা, জিভের ডাইনে ছাপা পড়া, বামে পরিষ্কার, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

কাষ্টিকম—শীত, ঘর্ম্ম ও পিপাসা; অথবা তাপ, হাইতোলা ও গা হাত মোড়া ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়। প্রথম রাত্রে শীত, পরে তাপ ও প্রাতে ঘর্ম্ম।

লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দেওয়া সুকঠিন, এই নিমিত্ত সাংক্রামিক জ্বর না হইলে কখন কখন তরুণ জ্বর কুইনাইন দিয়া বন্ধ করিতে হয়। ১।২ কুচ কুইনাইন লইয়া ১০ গুণ মিছরির সঙ্গে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মাড়িয়া উহা ৮ বা ১৬ পুরিয়া করিবা এবং জ্বর বিচ্ছেদ কালে বয়ঃক্রম বুঝিয়া ৩।৬।৮ মাত্রা খাওয়াইবা এবং পর দিবস ২।৩ মাত্রা আর্স দিবা। ইহার পরও জ্বর হইতে থাকিলে, পল্‌স, নেট্রম, নক্স প্রভৃতি লক্ষণানুযায়িক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

জ্বর সম্বন্ধে যে সকল ঔষধ সচরার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা এস্থলে লেখা হইল। আক্ষেপের বিষয় যে, ইহার মধ্যে দেশী ভৈষজ্যের প্রায় নামই নাই। আমাদিগের দেশে জ্বর ও উদরাময়, ইহারাই প্রধান ও প্রবল পীড়া। এই সমস্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ যে এই স্থলেই আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সামান্য কথায় বলে, যেথানে বুনোওল সেইখানেই বাঘা তেঁতুল। কত শত শত পীড়িত ব্যক্তি সামান্য গাছ্‌ড়া ব্যবহারে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত অপরিচিত ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া যেরূপ পরামর্শসিদ্ধ নয়, সেইরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে অজানিত ঔষধ সেবন অকর্ত্তব্য। হাতুড়ে ভৈষজ্য ব্যবহার করিয়া দেহ নাশ হইলে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে অপমৃত্যু বলিয়া গণ্য করেন, এই জন্য বিজ্ঞ লোকেরা ইহা সেবনে এত অনিচ্ছুক। যাহার পরীক্ষা হয় নাই, তাহাকেই হাতুড়ে ঔষধ কহা যায়। এই নিমিত্ত দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ জানা নিতান্ত আবশ্যক। কুঁচ্‌লে আমাদিগের দেশীয় একটি গাছের বীচি। কিন্তু এদেশের রোগ সম্বন্ধে ইহার তুল্য অপর একটী ঔষধ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এখানে যে ইহার ন্যায় অন্য রোগঘ্ন ঔষধ নাই, ইহা বলা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। খুঁজিলে এইরূপ আরও ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। যে কেহ ইহার যোড়া মিলাইয়া দিবেন, তিনি চিরস্মরণীয় ও দেশের প্রকৃত হিতসাধক হইবেন। দুই এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ও জনকতক বিষয়ীরা মনযোগী হইলে এ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে। আমেরিকার হোমিওপ্যাথিকেরা সতত পরীক্ষা দ্বারা ব্যাধি নিরাময়ের

উপায় বৃদ্ধি করিতেছেন। আমাদিগের এখানে ঐ মতাবলম্বী চিকিৎসকের সংখ্যা অত্যল্প বটে, কিন্তু "একা মহেন্দ্র বাবু এক সহস্র তুল্য।" * হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই মতের প্রচলন ও ইহার উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ আগ্রহ, সাধারণের হিত সাধন করিয়া দেশের লোকের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হওনের যেরূপ সুসঙ্কল্প এবং কোন প্রকার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্যার উন্নতি সম্পাদন ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করণার্থ তাঁহার যেরূপ চেষ্টা, তাহাতে কিছুকাল জীবিত থাকিলে তিনি যে দেশীয় গাছ্ড়া প্রভৃতি হইতে অনেক রোগের (বিশেষতঃ ভারতবাসীর শারীরিক পীড়ার) উপযোগী ঔষধ বাহির করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অমূলক বা অসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রায় শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ গত হইল, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। তৎকালে এদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বীজ রোপিত হইতেছিল মাত্র। এক্ষণে সেই বীজ হইতে সমুত্থিত বৃক্ষ সমগ্র দেশের রোগীকে শান্তি ও ছায়া দান করিতেছে। অতঃপর ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানানুযায়ী আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার স্থির ও অনিবার্য্য।

সর্দ্দি জ্বর।

(Catarrhal Fever—Influenza.)

হাম জ্বরের ন্যায় ইহার সমস্ত লক্ষণ, কেবল গায়ে গুটি বাহির হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। প্রথমে শীত শীত, তাপ ভাল লাগা, পরে গা থস্‌থসে, কাশি, গলা ব্যথা, জিভে শাদা ছাতা, বুকে চাপুনি ও ব্যথা, অক্ষুধা, কখন কখন বমন, দুর্গন্ধ শ্বাস, জ্বর অধিক হইলে প্রলাপ, তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থি (tonsils) ফুলা, গিলিতে কষ্ট, চক্ষু লাল ও জল ঝরা, আলোকে আতঙ্ক এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি, বিশেষ প্রথম প্রগম।

* ডাক্তর বেরিনী স্বদেশ যাত্রা করিবার কিছু পূর্ব্বে কোন আত্মীয়ের নিকট এইরূপ কহেন, অসুস্থতা বশতঃ আমি এদেশ পরিত্যাগ করিতেছি, কিন্তু অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী প্রচার হওয়ার নিমিত্ত আর আমার ভাবনা নাই, কারণ মহেন্দ্র এই মনস্থ করিয়াছেন এবং তিনি একাই এক দল বিশেষ।"

নিদান—ধাতু ও আবহাওয়ার তাপের পরিবর্ত্তন, আর্দ্র স্থানে শয়ন, দম্‌কা বাতাস লাগা ইত্যাদি কারণে রোগ প্রকাশ পায়। কীট বা উদ্ভিজাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ জন্য কখন কখন সাংক্রামিকরূপে ব্যাধি দেখা দেয়। এই পীড়ার সুচিকিৎসাভাবে ফুসফুস ও উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ হওন সম্ভব।

জেল্‌স—এ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সর্ব্ব প্রথমে দিলে প্রায়ই ইহাতে আরোগ্য হয়। শীত, তাপ ও ঘাম এবং বিরামকাল সামান্য বা নাম মাত্র, এমত স্থলে বিশেষ খাটে।

ইপি—জ্বরের সঙ্গে অধিক কাশি, গা বমি বমি ও ভেদ।

মার্ক—বদন থম্‌থমে (স্ফীত), গলা ফুলা, ভিতর ও বাহির গাঁইট ব্যথা, সূর্য্যের তাপে উহার বৃদ্ধি ও ঘর্ম্মে সমতা না হওয়া; এবং ঐ সঙ্গে উদরের পীড়া, বেগ সহ আম নির্গত হওয়া। ইহা ঔদারিক জ্বরেও ব্যবহার্য্য।

টার্ট-এ—সরল কাশি, গয়ার উঠা, গলা ব্যথা, শ্বাস কষ্ট, গা বমিবমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর।

ভেরাট-ভে—প্রচণ্ড জ্বর, প্রলাপ, অঙ্গ খেঁচুনি।

তোয়ালে গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া নিয়ত বুকে লাগাইলে জ্বর ও যাতনার হ্রাস হয়।

মস্তিষ্কের জ্বর।

(Brain Fever.)

রোগ হঠাৎ হয়, পূর্ব্ব হইতে অবসন্নতা, হাত পা ঠাণ্ডা, হাই উঠা, খ্যাত-খেঁতে হওয়া, ঘুমিয়া পড়া, ঘুমন্ত খুব জ্বর, চক্ষু লাল, তৃষ্ণা, চম্‌কানো, ভয়, চক্ষু পুত্তলি সংকোচিত বা বিস্তীর্ণ হওয়া, প্রলাপ ও কোন কোন স্থলে দড়কা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, প্রস্রাব অত্যল্প ও খুব লাল। মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয় সহিত হইলে শির দপ্‌দপ করা, আলোকে বিরক্তি ও আতঙ্ক, দন্ত কিড়মিড়ি, চম্‌কানো, হাতের বুড়া আঙ্গুল চেটোর দিকে ঢোকা; অথবা অচেতনে নিদ্রা, নাকডাকা, মাথা ও বদনে গরম ঘাম, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত, পুত্তলি বিস্তৃত, আলোক বা শব্দে আতঙ্ক, উভয় প্রকার অবস্থাতেই নাড়ী স্পন্দন অগণনীয় ও শ্বাস ঘন ঘন।

আকন—খুব তাপ, গাত্র শুষ্ক, নাড়ী মোটা।

বেল—প্রচণ্ড প্রলাপ, আলোক ও শব্দে কষ্ট, মুখ চক্ষু লাল।

জেল্‌স—আকন ও বেল দিয়া প্রতীকার না হইলে, বিশেষ মাথার পশ্চাৎ ভাগ খুব গরম ও ব্যথাযুক্ত থাকিলে।

ভেরাট-ভে—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ; উভয় প্রকার উপসর্গ পক্ষে, বিশেষতঃ নাড়ী খুব দ্রুত হইলে ও দড়কার উপক্রমে (কোন কোন ডাক্তার আদত আরক ব্যবস্থা করেন)। প্রতি ঘণ্টায় দুই মিনিট কালব্যাপী জলের ধারাণি দেওয়া বিহিত। ঘাম হইতে থাকিলে গরম জলের ২। ১ হাত উচ্চ হইতে ধারাণি (যদি সহ্য হয়) এবং স্বল্প বিরামকালে জেল্‌স, কুইনাইন।

পৈত্তিক জ্বর।

(Gastric Fever.)

প্রথমে গা বমি বমি ও বমন, পরে অল্প শীত ও তাপ। জ্বর প্রবল হইলে প্রলাপ, চম্‌কানো, জিভে লেপ, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা ও পান মাত্রেই তুলিয়া ফেলা, পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত লাল ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব। বমন—প্রথমে আহারীয় পদার্থ ও গাঁজলাটে শ্লেষ্মা, তাহার সঙ্গে রক্তের ছিট। উদরাময় থাকিলে অন্ত্র প্রদাহ বুঝিবে।

ইপি—জ্বর সহ অধিক গা বমি বমি, বমন, ভেদ, কাশি।

ক্রিয়োস—নিয়ত গা বমি বমি, কাঠনেকার, বমন ও তাহাতে রক্তের ছিটা থাকা।

জেল্‌স—বিশেষ পূতি উদ্ভাবিত জ্বরে অধিক ব্যবহার্য্য।

টার্ট-এ—জ্বরের সঙ্গে অতিশয় পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন; পেট ফাঁপা, ব্যথা ও অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা, কাশি।

বাপ্টিসা—জ্বর, জিভে ছাতা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পেট ব্যথা, ভেদ।

ব্রাই—তাপ মাঝারি, জিভে পুরু লেপ, জিভের ধার ও আগা লাল, পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা।

ভেরাট—জ্বর, প্রলাপ, দড়কা ও হৃৎকম্প।

কার্ব্ব। রোগীর গাত্রে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ মল, হস্তপদের শীতলতা, ঘর্ম্মনিঃসরণ ও বলহানি। ঔষধের চূর্ণ প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য।

মার্ক। পীতাভ বা হরিদ্রাভ মল, কিন্তু অধিক উদরাময় নহে, ঘন আবরণবিশিষ্ট জিহ্বা, প্রচুর ঘর্ম্ম।

বেল ইত্যাদি। মস্তকের পীড়া থাকিলে বেল, হাইয়স বা ওপি দেওয়া বিধি (টাইফয়েড জ্বর দেখ)।

টেরি। অন্ত্র হইতে রক্ত নির্গমন, মূত্রাবরোধ।

এসিড ফস। রোগ অপেক্ষাকৃত হীনতেজ হইলে ও স্নায়ু দুর্ব্বলতা থাকিলে বা অন্যান্য ঔষধ সেবনে রোগের প্রবলতা কমিয়া আসিলে।

পরিণাম। রোগ আরোগ্য হইবার সময় কষ্টকর কাশ, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, বধিরতা ইত্যাদি রোগ হইবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটী রোগের উপক্রম হইলে শীঘ্র উহা উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করা কর্ত্তব্য। মস্তকের রোগের জন্য বেল, হাইয়স, জিঙ্ক, ওপি বা রস; বক্ষঃ রোগের জন্য ফস, ব্রাই বা আইয়ড এবং অজীর্ণ রোগের জন্য নক্সভমিকা, কার্ব্ব, ইগ্নিসিয়া বা মার্কুরিয়স ব্যবহৃত হয়। এসিড ফস, চায়না বা চিনি-সলফ সেবনে দৌর্ব্বল্য ও বধিরতা দোষ বিনষ্ট হয়। রোগের পর অত্যন্ত বলবতী ক্ষুধা নিবারণ ও দেহ ঝিল্লীর পুষ্টিসাধন করিবার জন্য চায়না আবশ্যক। অন্যান্য ঔষধ সেবনের পর সলফর ব্যবহার করিলে শীঘ্র রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

সরল একজ্বর।

সংজ্ঞা। এই জ্বরে অধিক গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ীস্পন্দন, পেশীর দৌর্ব্বল্য, আলস্য এবং দেহের বিবিধ যন্ত্রের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

এই রোগ কখন কখন অন্যান্য রোগের সহিত দেখা দেয়। তখন ইহা উক্ত রোগের অঙ্গ স্বরূপ গণ্য করা উচিত। ইহা কখন একদিন এবং কখনও বা এককালে অধিক দিন স্থায়ী হয়।

উপসর্গ। প্রথমে শীত বা পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা অনুভব, পরে গাত্রোত্তাপ ও শুষ্কতা; পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ীস্পন্দন; মুখবিবর, ওষ্ঠাধর ও

জিহ্বার শুষ্ক ভাব; জিহ্বা রক্তবর্ণ বা শ্বেতাবরণবিশিষ্ট; পিপাসা; অল্প ও রক্তবর্ণ মূত্র ও কোষ্ঠবদ্ধ। উপরোক্ত উপসর্গের সহিত কখন কখন কটিদেশে বেদনা, শিরঃপীড়া, অরুচি, দ্রুত শ্বাস, প্রলাপ, প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। রাত্রে উপসর্গগুলি বাড়ে। জ্বর কমিয়া আসিলে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ, নাসিকা হইতে রক্তপাত, উদরাময় ও চর্ম্মরোগ দেখা দেয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রোগীর শরীরে অন্য কোন প্রকার গ্লানি অনুভূত হয় না।

ভোগকাল। এই রোগ কখন কখন এক হইতে তিন বা অধিক দিন স্থায়ী হয়। যখন উপসর্গগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্হিত হয় তখন এই জ্বরকে একাহ জ্বর বলা যায়। অনেক স্থলে এই রোগ প্রবল হইলে টাইফস (জ্বর বিকার), নিউমোনিয়া, বাত ইত্যাদি রোগের সূত্রপাত হয়।

কারণ।—হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন, আর্দ্র বস্ত্র বা আবাস ভূমি, নিকৃষ্ট বা অল্প খাদ্য বা অতিরিক্ত ভোজন, মদ্যপান, আঘাত, জ্বরবিকারের মূল বীজ সঞ্চার, মানসিক বা শারীরিক ক্লান্তি বা উত্তেজনা।

চিকিৎসা।—ক্যাম্ফর—হঠাৎ শীতানুভব, কম্প, আলস্য, এবং শরীরের অসুস্থতা। দুই ফোটা ক্যাম্ফর অল্প চিনির সহিত ১৫ মিনিট অন্তর তিন বা চারি বার।

একোনাইট—পর্য্যায়-ক্রমে শীত ও উষ্ণতা অনুভব, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র, হাঁচি ইত্যাদি। একমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর, কিন্তু রোগ কঠিন হইলে যে পর্য্যন্ত গাত্র আর্দ্র ও নাড়ীস্পন্দন অপেক্ষাকৃত মন্দ না হয়, সে পর্য্যন্ত ৩০ বা ৪০ মিনিট অন্তর।

বেলেডোনা—যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখ, চিত্ত বিভ্রম, চক্ষু ভয়-জনক ও ক্ষিপ্তের ন্যায়; শঙ্খে (রগে) রক্তাশয়ের স্পন্দন, অনিদ্রা, রাত্রে প্রলাপ বা অন্য প্রকার মস্তক রোগের উপসর্গ। এই ঔষধ একোনাইটের পর বা উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যাইতে পারে।

আর্সেনিক।—কঠিন ও বহুক্ষণ স্থায়ী জ্বর ও অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ যখন এই সকল উপসর্গ সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয় কিম্বা যখন দুর্ব্বল রোগীর এই পীড়া হয়।

যদি উপরোক্ত চিকিৎসায় রোগের প্রবলতা কমিয়া না আসিয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক ব্যাস্থা।—যাহাতে অধিক আলোক, উত্তাপ, শব্দ, জনত অধিক বা পুরু বিছানার চাদর ইত্যাদি নিবন্ধন রোগী বিরক্ত না হয় ব যাহাতে রোগীর উত্তেজনা ও অনিদ্রা উপস্থিত হয় তাহা যত্নের সহিত পরিহার করা কর্ত্তব্য। রোগের প্রারম্ভে ফুটবাথ লইলে দেহ যন্ত্রের কার্য্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভ হয়। শীতল জল অল্প পরিমাণে ও বারম্বার রোগীকে দেওয়া ভাল।

বিবিধ রোগ।

অন্ত্রের ক্ষয়রোগ।

সংজ্ঞা।—ক্ষয় কাশে যেরূপ ফুস্‌ফুসের মধ্যে পদার্থ বিশেষের সঞ্চার হইয়া ফুস্‌ফুস্ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পদার্থ অন্ত্রে সঞ্চিত হইয়া অন্ত্রক্ষয় রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত গ্রন্থি রোগ দেখা দেয়। সময়ে চিকিৎসা না হইলে অন্ত্র বিনষ্ট হইয়া রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়।

উপসর্গ। স্ফীত ও বিস্তার বিশিষ্ট উদর, অন্ত্রের শিথিলতা বা অনিয়মিত কার্য্য; অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধ মল, অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মলের সহিত ত্যাগ, অন্ত্রে বেদনা নিবন্ধন রোগী পদদ্বয় উদরের দিকে আকুঞ্চিত করে; অবসাদ ও আলস্য, পাণ্ডু ও শিথিল গাত্র, মুখের চিন্তাযুক্ত ও বৃদ্ধভাব; অন্যায় বা অনিয়মিত ক্ষুধা, ক্ষয় জ্বর উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসাধ্য উদরাময়, অসহনীয় পিপাসা, অস্থিরতা ও অনিদ্রা দেখা দেয়। শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হয় এবং রোগী অনেক স্থলে অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

চিকিৎসা।—গণ্ডমালা রোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে এই রোগে সেই সকল ঔষধ বিশেষতঃ আইওডিয়ম, আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও সলফর উপসর্গ দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত।

চিকিৎসা প্রথমে আরম্ভ হইলে এবং বিজ্ঞতার সহিত চালাইলে আরোগ্যের আশা থাকে। এই রোগের চিকিৎসা ভার কেবল মাত্র একটী বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—খাদ্য পুষ্টিকর ও লঘুপাক হওয়া আবশ্যক। টাট্কা মাংস, ছাগীদুগ্ধ, সোডা ওয়াটার বা দুধের সহিত চুণের জল ও কডলিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। গরম কাপড় এবং উদরের চতুর্দ্দিকে একখানি ফ্ল্যানেল ব্যবহার করা আবশ্যক।

—০:০:০—

বালাস্থি বিকৃতি। (Rickets.)

সংজ্ঞা।—এই রোগ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে উপস্থিত হয়। ইহাতে অস্থি বক্র ও উহার প্রান্ত ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, চাপ দিলে নড়ে এবং অবশেষে কঠিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হয় এবং অস্থি বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

উপসর্গ।—মস্তক, স্কন্ধ ও বক্ষের উপরিভাগে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং উদর ও নিম্নাঙ্গের উত্তাপ ও শুষ্কভাব। শরীরের উপরিভাগে অধিক পরিমাণে রস সঞ্চার হয় এবং সামান্য পরিশ্রম করিলে বা অল্প উত্তাপ লাগিলে উহার এতদূর বৃদ্ধি হয় যে উহা দ্বারা উপাধান (বালিশ) ভিজিয়া যায়। শিশু রাত্রে ঠাণ্ডায় থাকিতে ভাল বাসে এবং শীত অধিক হইলেও গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। এই সকল উপসর্গ থাকিলে অস্থির বিকৃতির সূত্রপাত হয়। গাত্রের উপরিভাগে বেদনা নিবন্ধন নড়িতে অনিচ্ছা এই রোগের আর একটী উপসর্গ। শিশু একাকী থাকিতে ভাল বাসে, কেহ উহাকে স্পর্শ করিলে বা কোলে করিয়া নাচাইলে বিরক্ত হয় এবং স্থির হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে। রোগের বৃদ্ধি হইলে শিশু স্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং কেহ তাহাকে কোলে করিয়া লইতে আসিতেছে দেখিতে পাইলে কাঁদিতে থাকে। অত্যন্ত বলবতী ক্ষুধা উপস্থিত হয়, আহারের অব্যবহিত পরেই ভোজনেচ্ছা প্রবল হয় এবং অনেক সময় ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কোষ্ঠ-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কখনও উহার শৈথিল্য এবং কখনও বা

উহার অবরোধ উপস্থিত হয়, বেগ দিয়া মলত্যাগ করিতে হয় এবং মল ভয়ানক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় ও উহাতে আম দেখা দেয়। শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কৃশ হয় এবং খেলার জিনিষে মনোযোগ দেয় না। দিবসে তন্দ্রা এবং রাত্রে অস্থিরতা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

সচরাচর এই রোগ শিশুর বয়সের প্রথম বৎসরে দেখা দেয়। যে শিশুর কোন কঠিন রোগ হয় নাই বা যাহাতে কোন প্রকার জড়বুদ্ধিতার (Idiocy) চিহ্ন লক্ষিত হয় না সেই শিশু যদি ১৮ মাস বয়সে হাঁটিয়া না বেড়ায় তাহা হইলে তাহার বালাস্থি বিকৃতি বা পক্ষাঘাত রোগ হইয়াছে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কারণ।—মাতার অসুস্থ ও দুর্ব্বল দেহ এবং তন্নিবন্ধন স্তনদুগ্ধের দোষ, অনুপযুক্ত বা অনিয়মিত ভোজন, যে গৃহে ভালরূপ বায়ু চলাচল হয় না এরূপ গৃহে বাস, আর্দ্রতা, শীত, মলা, অল্প রৌদ্র এবং ব্যায়ামাভাব।

ফল।—অস্থি কোমল ও বিকৃত হইলে শিশু অঙ্গ চালনা করিতে পারে না, বক্ষোদেশে অস্থিবিকৃতি থাকিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং নিয়ত বসিয়া থাকে বলিয়া শিশুর উদর বিশেষতঃ যকৃৎ আকুঞ্চিত হয়। কখন কখন প্রদাহ বিশিষ্ট অস্থিস্ফীতি হয় ও উহাতে পূয় বা ক্ষয় দৃষ্ট হয়। পরিপাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া আইসে, কৃশতা এবং পরে ক্ষয় জ্বর দেখা দেয়। ভাল চিকিৎসা হইলে যৌবনে অস্থিদোষ কাটিয়া যায়।

চিকিৎসা।—রোগের সমূলে উচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক। এই রোগ কঠিন হইলেও সুচিকিৎসা নিবন্ধন শীঘ্র ও সহজে আরোগ্য হইয়া যায়।

ফস্‌ফরিক এসিড।—অস্থিবিকৃতি, অঙ্গে বেদনা এবং অন্যান্য ক্ষয় প্রাপ্তির লক্ষণ।

সাইলিসিয়া।—ইহাতে মস্তকে ও বক্ষের উপরিভাগে রস সঞ্চার নিবারিত ও বেদনা দূরীভূত করে এবং কোমলাস্থি-বৃদ্ধির উপক্রম বিনষ্ট করিয়া দেয়।

কেল্‌ফস্‌।—এই ঔষধ শিশুকে ও তাহার মাতাকে খাওয়াইলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ইহাতে কেবল যে অস্থির কার্য্য নিয়মিত হয় তাহা নহে, দেহের ঝিল্লির উপর ইহার ক্রিয়া অতি চমৎকার।

এসাফিটেডা।—অস্থির বিবৃদ্ধি, দেহস্ফীতি, গ্রন্থি-রোগ, গ্রন্থিস্ফীতি-নিবন্ধন শিশুর কদাকার, পীড়িতস্থানে ভয়ানক বেদনা ও পরে অবশভাব, বস্ত্রপরিধান করিতে হইবে বুঝিতে পারিলে শিশু কাঁদিয়া উঠে, ক্ষত তরুণ ও কষ্টদায়ক, রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ।

ফস্ফরস।—মেরুদণ্ডের বিকৃতির পর পক্ষাঘাত, উরু সন্ধির রোগ ও উহা হইতে জলবৎ পূয়স্রাব, রাত্রে বা সামান্য স্পর্শ করিলে মস্তকে অস্থিবেদনা, নিষ্পিষ্ট হইবার পর গ্রন্থির বৃদ্ধি, হস্তপদ অবশ ও বিকৃত, পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, সহজে মূর্চ্ছা।

সলফর।—কপাল সহজে ও শীঘ্র সমতল হয় না; পাণ্ডুবর্ণ ও রুগ্নবদন, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট ও উহার চতুষ্পার্শে নীলিমা; গ্রন্থি-রোগ বিশিষ্ট শিশুর উদরাময়; অন্ত্রের ভিতর কিছু থাকেনা বলিয়া বোধ; পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবার সময় মেরুদণ্ডের একখানি ক্ষুদ্র অস্থির উপর দিয়া আর একখানি ক্ষুদ্র অস্থি চলিয়া যাইতেছে বলিয়া অনুভব; পৃষ্ঠদেশে দেহ অবনত করিলে মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্রাস্থিতে শব্দ; মেরুদণ্ড বক্রতা ও উহার ক্ষুদ্রাস্থির কোমলতা; গ্রন্থির স্ফীতি, কাঠিন্য বা পূয় সঞ্চার।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—শিশুর পল্লীগ্রামে থাকা উচিত। কেন না তথায় বায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর এবং রৌদ্র অধিক। শিশুকে বাহিরে ভ্রমণ করান ভাল। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগের শীঘ্র প্রতিকার হয়। রোগী বেড়াইতে অশক্ত হইলে উহাকে গরম কাপড় পরাইয়া দিবসের উপযুক্ত সময়ে বাহিরে বসাইয়া বা শুয়াইয়া রাখা আবশ্যক। রোগী গৃহের আবদ্ধ বায়ু অস্বাস্থ্যকর। লবনাক্ত উষ্ণ বা শীতলজলে ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল প্রতিদিন স্নান করান ভাল। আবশ্যক বোধ হইলে সন্ধ্যাকালে ও স্নান করান যাইতে পারে। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ভাল করিয়া গাত্রমর্দ্দন করা আবশ্যক। উত্তম বায়ু চলাচল বিশিষ্ট শয্যাগৃহ, পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক। খাদ্য সুন্দররূপে চর্ব্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিশু চর্ব্বন করিতে অশক্ত হইলে খাদ্য খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খাওয়ান উচিত। দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল ব্যবস্থেয়। কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। কডলিভার অয়েল প্রথমে

৫হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া পরে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করি দিবে। মলে কডলিভার অয়েলের বর্ণ বা গন্ধ থাকিলে উহার মাত্রা কম করিয়া দেওয়া উচিত

উরুসন্ধির গ্রন্থি রোগ।

(Scrofulous disease of the hip joint)

সংজ্ঞা।—উরুসন্ধির নিম্নস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, পেশী ও অস্থির আবরণের রোগ নিবন্ধন উরুসন্ধির বা উরুসন্ধির গ্রন্থি প্রদাহ।

উপসর্গ।—বেড়াইতে গেলে অল্প বেদনা বোধ ও খুঁড়াইয়া হাঁটা এবং পীড়িত অঙ্গের উপর সমস্ত দেহের চাপ রাখিতে অনিচ্ছা। এই অবস্থায় সচরাচর জানুদেশে বেদনা অনুভূত হয়। কখন কখন জানু অল্প স্ফীত হয় এবং প্রকৃত রোগ সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। জানুর নমনীয়তা উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকালে জ্বরভাব ও অস্থিরতা এবং রাত্রে উরুদেশে টান অনুভূত হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জতা স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং পীড়িত পদ ও নিতম্ব কৃশ ও শিথিল হইয়া পড়ে। উরু সন্ধিস্থ পেশীর ক্ষত সঞ্চার ও বিনাশ বা উহাতে অস্থিক্ষয় নিবন্ধন পদের দৈর্ঘ্য কমিয়া আইসে এবং অবশেষে উরুসন্ধির বিচ্যুতি ঘটে রাত্রে পীড়িত অঙ্গে ভার বোধ ও বেদনা এবং নিদ্রাকালে পদের সহসা বেগে কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্ফোটক আবির্ভূত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং কখন কখন পূয় সরলান্ত্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। পীড়িত পার্শ্বের নিতম্বের কৃশতা উরুসন্ধি রোগের একটী প্রথম উপসর্গ।

এই রোগ দুই বা তিন মাস কাল হইতে অনেক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু সুচিকিৎসা হইলে রোগ আরাম হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

চিকিৎসা।—একোনাইট।—রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়িলে একোনাইটে বিশেষ উপকার হয়। জ্বর থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

বেলেডোনা।—রোগের প্রথম অবস্থায় বেদনা বোধ হইলে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব।—দ্বিতীয়াবস্থায় পূয়সঞ্চারের উপক্রম হইলে।

কলোসিন্থ।—রোগের সঙ্গে স্নায়ুবেদনা থাকিলে।

মার্কুরিয়স কর।—রোগীর বর্ণ পীতাভ হইলে এবং উপদংশ দোষ থাকিলে।

সাইলিসিয়া।—অস্থিতে ক্ষয় সঞ্চার উপস্থিত হইলে।

সলফর।—বহুদিন স্থায়ী রোগে অন্যান্য ঔষধের সহিত এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আর্সেনিক।—তৃতীয়াবস্থা, বেদনা গুল্‌ফ সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে।

চায়না।—প্রচুর পূয় সঞ্চার, ঘর্ম্ম, উদরাময় এবং উরুর অভ্যন্তরস্থ অস্থির বেদনা হইলে।

হিপার সলফর।—মার্কুরিয়স ব্যবহারে পূয় সঞ্চার নিবারিত না হইলে।

নাইট্রিক-এসিড।—পারদ ব্যবহার জনিত বাত বেদনা, অস্থির আবরণের রোগ ও অস্থিক্ষয়, দুর্গন্ধময় ক্ষত।

ফসফরস।—নালী ক্ষত এবং উহা হইতে জলবৎ ও দুর্গন্ধ পূয়স্রাব, জ্বর, শুষ্ক কাশী ও মূত্র ঘোলা।

রষ্টক্স। রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় উরুসন্ধিতে বেদনা উপস্থিত হইলে খোঁড়াইয়া হাঁটা, পদবিক্ষেপ করিতে গেলে আকুঞ্চন অনুভব।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—বিশ্রাম; পীড়িত অঙ্গ সরল ভাবে রাখা এবং যাহাতে সন্ধিতে কোনরূপ চাপ না পড়ে এরূপ করা; পুষ্টিকর খাদ্য এবং কডলিভার অয়েল; নির্ম্মল বিশেষতঃ সমুদ্র তীরবর্ত্তী বায়ু সেবনে রোগের শীঘ্র প্রতিকার হয়। স্ফোটক হইতে পূয়স্রাব আরম্ভ হইলে দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার জন্য কার্বলিক অয়েল ব্যবহার করা উচিত।

মেরুদণ্ডের বিদার।

সংজ্ঞা।—এই রোগে মেরুদণ্ডের গাত্রে বিদার এবং উহাতে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এক স্থানে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়।

উপসর্গ।—পৃষ্ঠের পীড়িত স্থানে একটী অর্ব্বুদ। অর্ব্বুদ কখন কখন একখানি পাতলা চর্ম্মে আবৃত থাকে এবং উহার ভিতরে বাহির হইতে জল-

বৎ পদার্থ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। কখনও বা অর্ব্বুদটী নীলাভ হয় এবং নিয়ত রক্তাম্বু ক্ষরণ নিবন্ধন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। পরীক্ষা করিলে মেরুদণ্ডের গাত্রের ছিদ্রটী সহজে অনুভব করিতে পারা যায় এবং চাপিলে উহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সরিয়া যায়। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, মূত্রাবরোধ, অনিচ্ছা প্রবৃত্ত মল নিঃসরণ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়ই দেখা দেয়।

কারণ।—এই রোগ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শোথ (যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে) বা অস্থির বৃদ্ধি নিবারণ নিবন্ধন উপস্থিত হয়। যখন অর্ব্বুদটী ছোট থাকে ও বাড়ে না কিম্বা যখন ইহার একটী সরু ও পাতলা বোঁটা থাকে তখন ইহা আরোগ্য করা সম্ভব। কখন কখন বৃহৎ ও বর্দ্ধনশীল অর্ব্বুদও আরাম হইয়া যায় কিন্তু সচরাচর এই রোগের ফল মৃত্যু।

চিকিৎসা।—যখন শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অর্ব্বুদে ক্ষত সঞ্চার হইবার উপক্রম না হয় তখন উহার উপর একখানি প্যাড (ছোট তুলার গদি) এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত যাহাতে অর্ব্বুদের অভ্যন্তরে চাপ না পড়ে, অর্ব্বুদের বোঁটা থাকিলে অর্ব্বুদের চতুঃপার্শ্বে আস্তে ও যাহাতে চাপ না পড়ে এইরূপ করিয়া একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিতে হয়। যখন আক্ষেপ বা ক্ষত সঞ্চার উপস্থিত হয় তখন চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ও অর্ব্বুদটীর মধ্যে একটী সঙ্কীর্ণ ব্যবধান থাকিলে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা অর্ব্বুদটী উঠাইয়া লইলে উপকার হয়। কখন কখন অর্ব্বুদের মধ্যস্থিত তরল পদার্থ অস্ত্র সাহায্যে বহিষ্কৃত করিয়া এপিস বা আইওডাইন উহার ভিতর প্রক্ষিপ্ত করিলে উপকার হয়।

ঔষধ।—কেলকেরিয়া কার্ব বা কেলকেরিয়া ফস্ ব্যবহারে অস্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

এপিস।—এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে অর্ব্বুদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ অন্তর্হিত হয়।

মেরুদণ্ডের বক্রতা (Lateral curvature of the spine)

সংজ্ঞা।—কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ মেরুদণ্ডের বক্রতা। এই বক্রতা সচরাচর মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে লক্ষিত হয়।

১০ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কাল মধ্যে এই রোগ উপস্থিত হয়। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যখন মেরুদণ্ডের কাঠিন্য উপস্থিত হয় তখন এই রোগ আর বৃদ্ধি পায় না সত্য, কিন্তু এরূপ অবস্থায় চিকিৎসা করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না।

বালাস্থিবিকৃতি ও এই রোগের মধ্যে যে যে প্রভেদ তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মেরুদণ্ডের বক্রতা।

১। ১০ হইতে ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে এই রোগ উপস্থিত হয়।

২। সচরাচর বালিকার এই পীড়া হয়।

৩। ধনী লোক দিগের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

৪। রোগ হঠাৎ কোন আকস্মিক কারণে উপস্থিত হয় এবং সচরাচর অন্যান্য বিষয়ে রোগীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। কেবল মেরুদণ্ডের স্থান বিশেষে বক্রতা উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পঞ্জর ও স্কন্ধাস্থির বিকৃতি দৃষ্ট হয়।

৬। মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির মধ্যে যে সকল কোমলাস্থি থাকে তাহা পীড়িত হয় এবং দেহকাণ্ড (গলদেশ হইতে জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত অংশ) খর্ব্ব ও প্রশস্ত হয় কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থানে অস্থিপীড়া দৃষ্ট হয় না।

বালাস্থিবিকৃতি।

১। অল্প বয়স্ক শিশুরই এই রোগ হয়।

২। বালক ও বালিকা উভয়েরই এই পীড়া হয়।

৩। দরিদ্র লোক দিগের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

৪। এই রোগের ক্ষমতা সমস্ত দেহের উপর বিস্তৃত হয় এবং ইহা সচরাচর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে উপস্থিত হয়।

৫। মেরুদণ্ডের সমস্ত অস্থি বক্রভাবাপন্ন বা রোগাক্রান্ত হয় এবং অধিকাংশ স্থলে মেরুদণ্ডের বক্রতা থাকে না। কেবল মাত্র পদদ্বয়ের বিকৃতি উপস্থিত হয়।

৬। এই রোগগ্রস্ত শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে খর্ব্বাকৃতি হয়, উহার মস্তক ও দেহকাণ্ড বড়, উরুসন্ধি সংকীর্ণ এবং পদদ্বয় খর্ব্ব হইয়া আসে।

কারণ। দক্ষিণ পদ সরল ভাবে ও বাম পদ বক্র ভাবে (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়) স্থাপন, যে সকল কার্য্যে দেহের এক পার্শ্বের নিয়ত অধিক ব্যবহার হয় সেই সকল কার্য্য, সরল ভাবে শয়ন বা উপবেশন না করা ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এক পদ অন্য পদ অপেক্ষা খর্ব্ব হইলে কৃত্রিম পাদের সাহায্য লইয়া চলন. উপদংশ রোগ, পদের বাত বা পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতেও মেরুদণ্ডের বক্রতা উপস্থিত হয়।

উপসর্গ। মেরুদণ্ডের বক্রতা, কটিদেশ ও দেহকাণ্ড খর্ব্ব ও প্রশস্ত এবং হস্তপদাদির মধ্যে কোনটী দীর্ঘ এবং কোনটী বা খর্ব্ব হয়। দেহ সরল ভাবে রাখিলে বক্রভাব কমিয়া যায়, কিন্তু উহা এক পার্শ্বে আনত করিলে বক্রতা বৃদ্ধি পায়। একটী স্কন্ধ বা বক্ষের এক পার্শ্ব বাহির হইয়া আইসে. দক্ষিণ স্কন্ধ ও বক্ষের দক্ষিণভাগ উন্নত ও গোলাকার হয় এবং বাম স্কন্ধ ও বক্ষের বাম ভাগ বসিয়া যায়।

চিকিৎসা। যে সকল কারণে এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা পরিহার।

অস্থি বিকৃতি, কাঠিন্য বা স্ফীতি থাকিলে ক্যাল-কার্ব; অস্থিতে বেদনা বা পূয থাকিলে এবং একটী অস্থি খণ্ডের সহিত অপর একটী অস্থিখণ্ড মিলিত না হইলে ক্যাল-ফস্; অস্থিক্ষয় থাকিলে বা অস্থি গুটিকার উপর আঘাত লাগিলে এসিড-ফস; মেরুদণ্ডের বক্রতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কপালের অস্থিশূন্য অংশের বিস্তৃতি, অস্থিসন্ধিগুলির বেদনা ও শীতল জল লাগিয়া অস্থি-বেদনা হইলে পলস্; অস্থির প্রদাহ, স্ফীতি, ক্ষত বা ক্ষয় উপস্থিত হইলে সাইলি; মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির বক্রতা থাকিলে এবং মাংস অস্থি হইতে খসিয়া পড়িতেছে বোধ হইলে রস ও অস্থি বক্রতা লক্ষণের সহিত পীড়িত অংশ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিলে যন্ত্রণা বোধ হইলে সলফর ব্যবস্থেয়। পীড়িত স্থানের উপরি রসটক্স বা আর্ণিকার লোসন বা লিনিমেণ্ট ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য, কডলিভার অয়েল, নির্ম্মল বায়ু, শীতল (প্রথমে উষ্ণ করিয়া) লবণাক্ত জলে স্নান বা বেগে গাত্রমর্দ্দন, মাদুরের উপর শয়ন, প্রাতরুত্থান এবং অধিক রাত্রে শয়ন না করা, উষ্ণ, সচ্ছন্দতাজনক ও লঘু পরিধেয় এবং কসা জুতা বা পোষাক ব্যবহার না করা।

সম্পূর্ণ

হ্যানিমান হোম।

২।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন যে, এখানে যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহাদের ন্যায় বিশুদ্ধ ঔষধ ভারতের অন্য কোন ঔষধালয়ে পাওয়া যায় না। কেন না সমস্ত ডাইলিউসনই ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জর্ম্মাণির প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। বিশুদ্ধ প্রণালীতে ডাইলিউসন প্রস্তুত করিতে গেলে যেরূপ বিশেষ আয়োজনের আবশ্যকতা, সেরূপ আয়োজন এখানকার কোন ঔষধালয়ে নাই বলিলেই হয় অথচ বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত ডাইলিউসন না মিলিলে রোগ-চিকিৎসায় পূর্ণ মাত্রায় ফল পাওয়া সম্ভব নহে। একে অনেকগুলি হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণ এক প্রকার, তাহার উপর ঔষধ বিশুদ্ধ না হইলে বা উহার ডাইলিউসন বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত না হইলে যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাহা ভাল চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু আজ কাল কতিপয় অশিক্ষিত, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য ও ধর্ম্মভয় রহিত লোকের হস্তে পড়িয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আর্দ্র ও অন্ধকারপূর্ণ ঔষধালয় গৃহে ঔষধ রক্ষা, জল মিশ্রিত বা অপকৃষ্ট এলকোহল, বহুদিনের পুরাতন ঔষধ বা উপযুক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে অপর একটী ঔষধ লইয়া ডাইলিউসন প্রস্তুত করণ, অশিক্ষিত ও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য সুতরাং অল্পবেতন লোকের হস্তে ডাইলিউসন প্রস্তুতকরণের ভারার্পণ, সছিদ্র কর্ক ও নিকৃষ্ট শিশি যাহাতে বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে ইত্যাদি যে সকল কারণে হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোষ ঘটিতে পারে এই সকল লোকের নিকট তাহা সমস্তই পাওয়া যায়। যাহাদের ঔষধালয়ে সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় হয় তাহারা সচরাচর প্রায় এই শ্রেণীর লোক। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ ঔষধ ব্যবহারেও উপকার হয়। কি কি কারণে উপকার হয় তাহা না জানিয়া তাঁহারা এরূপ বলেন ইহা অনেকের

বিশ্বাস। কেননা তাহা না হইলে হোমিওপ্যাথির ফার্ম্মাকোপিয়াগুলি অগ্নি-সংযোগে ভস্মসাৎ করিতে হয়।

জগতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রস্তুত ডাইলিউসন আনয়ন বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও সাধারণের সুবিধার্থ নিম্নলিখিত হারে ঔষধের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

সাধারণ মূল্য।

ঔষধ	১ড্রাম	২ড্রাম	৪ড্রাম	১আউন্স
আরক ও বটিকা				
১২শ ডাইলিউসন পর্য্যন্ত	।/০	॥০	५০	১৲
,, ,, (দুষ্প্রাপ্য)	।৶০	॥৶০	১৲	১॥০
৩০ ,,	॥০	५০	১।০	১५০
উচ্চ ডাইলিউসন	১॥০	২৲	৩৲	৪৲
মূল আরক (মাদার টিংচার)	॥০	५০	১।০	১५০
,, ,, (দুষ্প্রাপ্য)	॥৶০	১৲	১॥০	২৲
চূর্ণ ৬ ক্রম পর্য্যন্ত	॥০	५০	১।০	১५০
,, ৩০ ,,	॥৶০	১৲	১॥০	২৲
বাহ্য ঔষধ			১৲	১॥০
কর্পূরের আরক			५০	১৲

বিশেষ মূল্য।

(চিকিৎসক ও যাঁহারা বিনামূল্যে ঔষধ দেন তাঁহাদের জন্য)

ঔষধ	১ ড্রাম	২ ড্রাম	৪ ড্রাম	১ আউন্স
আরক ও বটিকা				
১২শ ডাইলিউসন পর্য্যন্ত	।০	।৶০	॥৶০	১৲
,, ,, (দুষ্প্রাপ্য)	।৶০	॥০	५০	১।০
৩০শ ,,	।৶০	॥০	५০	১।০
উচ্চ ডাইলিউসন	১৲	১॥০	২॥০	৪৲
মূল আরক (মাদার টিংচার)	।৶০	॥৶০	১৲	১॥০
ঐ ঐ (দুষ্প্রাপ্য)	॥০	५০	১।০	১५০
চূর্ণ ৬ষ্ঠ ক্রম পর্য্যন্ত	॥০	५০	১।০	২৲
,, ৩০ ,,	।৶০	॥০	५০	১।০
বাহ্য ঔষধ			১৲	১॥০
কর্পূরের আরক			॥০	५০

কতকগুলি ঔষধের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক।

ওলাউঠা চিকিৎসার বাক্স।

১ নং	১২	১ ড্রাম ঔষধপূর্ণ শিশি ও বাক্স (মেহগ্নি)	৪॥০
২ নং	২৪	” ” ” ”	৭॥০
৩ নং	৩০	” ” ” ”	৯॥০
৪ নং	৬০	” ” ” ”	১৬৲

গার্হস্থ্য চিকিৎসার বাক্স।

১ নং	১২	১ ড্রাম ঔষধপূর্ণ শিশি ও বাক্স (মেহগ্নি)	৪॥০
২ নং	২৪	” ” ” ”	৭॥০
৩ নং	৬০	” ” ” ”	১৬৲
৪ নং	১০৪	” ” ” ও ৬টী বাহ্য ঔষধ	৩৭৲
৫ নং	১৫০	” ” ” ”	৪৮৲

ক্রেতার সুবিধা ও ইচ্ছামত ভিন্ন প্রকারের বাক্সও বিক্রীত হয়।

পুস্তক।

গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা, ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। ডিমাই ৮ পেজী প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এরূপ উৎকৃষ্ট শিশু-চিকিৎসা পুস্তক বঙ্গভাষায় নাই ... ... ২॥০

হ্যানিমান-তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। রয়েল ১২ পেজী প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে (যন্ত্রস্থ) ২॥০

ওলাউঠা চিকিৎসা ... ... ।৴০

বিসূচিকা চিকিৎসা, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কৃত ... ॥৵০

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা, শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কৃত ৫॥০

ডাক্তারী অভিধান, শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কৃত ... ১॥০

সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা ও ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রীত হয়।

বিবিধ দ্রব্য।

নিম্নলিখিত দ্রব্যের মূল্য বাজারের ভারানুসারে কখন কখন কম বেশী হয়।

রুক-ষ্টিরিও টাইপ, কর্কের উপর ঔষধের নাম ছাপিবার জন্য ২৲ হইতে ৬৲

বক্‌স উডকেস—কপূরের আরক রাখিবার জন্য কাচের ছিপিযুক্ত শিশির সহিত, অর্দ্ধ আউন্স ১৲. এক আউন্স ... ২৲

হ্যানিমানের মূর্ত্তি ... ... ৫৲

ব্রেষ্ট-রিলিভার (স্তন হইতে দুধ গালিবার জন্য) ... ৸০

তূলি ... ... ।০

কার্ডবোর্ড কেস	১ ড্রাম	ডজন	।০	গ্রোস	২৲
	২ „	„	।৶০	„	২৷০
	৪ „	„	।৴০	„	৩৲
	১ আউন্স	„	।৵০	„	৪৲
কর্ক, উৎকৃষ্ট,	১, ২ ড্রাম	„	৶০	„	১৷৵
	½, ১, ২ আউন্স	„	।০	„	১৸৵
	৪, ৬, ৮ „	„	।০	„	২৲
	পাইণ্ট বোতল „	„	।৵০	„	২৷০
	কোয়ার্ট „ „	„	।৵০	„	৩৲
কাষ্ঠ নির্ম্মিত কেস ১ ও ২ ড্রাম		„	।৵০	„	৩৷৫

ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার (পরিস্রুত জল) বোতল ।০

ড্রপকণ্ডক্টর (ফোটা ফেলিবার যন্ত্র) ৵০ ডজন ৸০

ড্রপ টিউব (কাচ ও রবার) ।০ ডজন ২৷০

এনিমা সিরিঞ্জ (রবারের পিচকারী) „ ১৸০

আইবাথ (চক্ষুতে ঔষধ লাগাইবার জন্য) ... ।৵০

ফিডিংকপ (রোগীকে দুগ্ধাদি খাওয়াইবার জন্য) .. ৸০

ফনেল (কাঁপা) কাচ নির্ম্মিত ।০, ।৵০ ... ১৲

বটিকা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, ১ আউন্স ।০, ২ আঃ ৷০ ৬ আঃ ১।০ পাউণ্ড ২।০

গ্লিসিরিন, ১ আউন্স ।০, ১ পাউণ্ড ... ১৷০

গট্টাপার্চা ১ আউন্স ... ... ১৲

আইস ব্যাগ (মাথায় ও অন্যান্য স্থানে বরফ বসাইবার জন্য) ৬৲

লিণ্ট-প্রতি ফুট ।০, গজ ৷৵০

মিনিম গ্লাস, ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ... ৷০

মেসার গ্লাস, ১ আউন্স।৵০, ২ আউন্স	॥০
খল (কাচ নির্ম্মিত) ১।০ হইতে	৪.
মেডিসিন (ঔষধ খাইবার) গ্লাস, মাপ চিহ্নিত, ।৵ হইতে ...	॥০
মেডিসিন বোতল ও গ্লাস (গ্লাস ও বোতল মাপ চিহ্নযুক্ত) ...	২৲
অলিভ অয়েল, ১ আউন্স	।০
পিলবাক্স, ডজন ॥০, গ্রোস	৫॥০
পিল টাইল, ...	১৲
স্কেল (নিক্তি), ২৲ হইতে	১০৲
স্প্যাচুলা (ঔষধ মিশ্রিত করিবার দণ্ড)	॥০
চামচ, হ্যাণ্ডেলযুক্ত, কাচের ॥০ হইতে	১৲
,, ,, টীনের ।/০	॥০
,, হ্যাণ্ডেল বিহীন, কাচের, মাপ চিহ্নিত ...	৸০
,, ,, টীনের ,, ...	।০
,, ছোট, (হস্তিদন্ত নির্ম্মিত) বটিকা ও চূর্ণ তুলিবার জন্য, ..	।০
,, ,, ধাতু নির্ম্মিত ,, ...	।০
ষ্টেথসকোপ (বুক পরীক্ষা করিবার যন্ত্র)	
বিবিধ প্রকার ১৲ হইতে ...	৬৲
দুগ্ধ শর্করা (সুগার অভ মিল্ক), ১ আউন্স ।০, ১ পাউণ্ড ...	২।০
পিচকারী, স্ত্রী ও পুরুষের উপযোগী, রবারের মুখ (সাধারণ) ॥০, উৎকৃষ্ট	১৲
,, ,, কাচের ।০ হইতে ...	৸০
,, কান ধুইবার জন্য	৸০
,, চক্ষের নিম্নে ঔষধ প্রক্ষিপ্ত করিবার জন্য ৪৲ হইতে	৮৲
থার্ম্মমিটার (তাপমান যন্ত্র), হিক্সের, সাধারণ	২৲
,, ,, ম্যাগ্নিফাইং ...	৪৲
,, ,, এক মিনিট, সাধারণ ...	৩॥০
,, ,, ,, ম্যাগ্নিফাইং ...	৬৲
,, ,, সমস্ত গুলি কেবল	
যে স্থানে পারা উঠে তাহা বর্ণ বিহীন ...	৪৲
,, দেখিতে ঘড়ীর ন্যায়, রৌপ্য নির্ম্মিত কেস, ...	১৮৲
,, ,, স্বর্ণ নির্ম্মিত কেস, ...	৪০৲
ইউরিনোমিটার ও মাপের গ্লাস (মূত্রের ভার পরীক্ষার জন্য) ...	৫৲

পকেট কেস (চর্ম্ম নির্ম্মিত)

১২টী	১ ড্রাম	শিশির	৪৲
২৪টী	,,	,,	৫॥০
৩৬টী	,,	,,	৬॥০
১২টী	২ ড্রাম	,,	৫৲
২৪টী	,,	,,	৬॥০

১২টী	টিউবের				৩॥০
২৪টী	,,				৪৲
৩৬টী	,,				৪॥০
৬০টী	,,				৬॥০

শিশি মোল্ডেড (সাধারণ)

১ ও ২	ড্রাম,	ডজন	।৵০	গ্রোস	৩৲
৪	,,	,,	।০	,,	৫৲
১	আউন্স	,,	॥৵০	,,	৬৲
২	,,	,,	৸০	,,	৭৲
৪,৬ও৮ আঃ	,,	,,	৸৵০	,,	৮৲

,, মোল্ডেড (উৎকৃষ্ট)

১	আউন্স,	ডজন	১৲	গ্রোস	১০৲
২	,,	,,	১॥০	,,	১৫৲
৪	,,	,,	২৲	,,	২০৲
৬	,,	,,	২॥০	,,	২৫৲

,, আমেরিকান টিউব—

১	ড্রাম	ডজন	।৵০	গ্রোস	৪৲
২	,,	,,	।৶০	,,	৫৲

,, বিলাতী টিউব

১	ড্রাম	ডজন	॥৵০	,,	৭
২	,,	,,	৸০	,,	৮॥০

,, কাচের ছিপিযুক্ত, টিউব—

১	ড্রাম	১টী	।৵০	ডজন	৪॥০
২	,,	,,	॥০	,,	৫॥০
৪	,,	,,	১	,,	১০৲
১	আউন্স	,,	১।০	,,	১৪৲

,, কাচের ছিপিযুক্ত

১	ড্রাম	১টী	।০	,,	২॥০
২	,,	,,	।০	,,	২॥০
১	,,	,,	।৵০	,,	৩॥০
১	আউন্স	,,	।৵০	,,	৪৲

,, গট্টা পার্চা নির্ম্মিত, ৫গ্রাম্ ১. ১০ গ্রাঃ ১।০, ১৫গ্রাঃ, ১॥০ ২৫গ্রাঃ ২৲

টিউব, গ্লবিউল রাখিবার, কর্ক সমেত

এক্স্ মার্কা	ডজন	॥০	গ্রোস্	৫৲
জি		॥০	,,	৫৲
এল ,,	,,	।৵০	,,	৩
আই ,,	,,	।৶০	,,	৪॥০
কে ,,	,,	।৶০	,,	৪॥০

শিশির চর্ম্ম নির্ম্মিত কেস্—

২	ড্রামের	১টী	।৵০	ডজন	৪৲
৪	,,	,,	।৶০	,,	৫৲

ভূমিকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আমি বহু ভ্রমণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ও গৃহ চিকিৎসাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছি। বহুকাল হইতে দিন দরিদ্র রোগাক্রান্তদিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এবম্বিধ উপায়েও সর্ব্বজনের পথ নিতান্ত দুর্গম ভাবিয়া সংপ্রতি গৃহ মুষ্টিযোগ চিকিৎসা সংগ্রহ নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। বঙ্গদেশের লোক যেমন রোগে পীড়িত তদ্বিধান জন্য বনাজি ঔষধাদিতে যদি রোগ দূর হয়, তবে ভিষকের নিষ্প্রয়োজন। এতদ্দ্বারা গৃহী মাত্রের কথঞ্চিৎ ফল লাভ হইলেই নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। আর ইহার আয় খরচ বাদে বক্রী ঐশ্বরিক কার্য্যাদিতে ব্যবহৃত হইবে।

শ্রীহরিমোহন বসাক।

মুষ্টিযোগ ঔষধ ও পাচনাদির মাত্রা যত রকম হউক না কেন ৬৮।৭২।৭৩নং ব্যতীত সমস্তই পূর্ণ মাত্রা জানিবেন ইহার মধ্যে পাচন মাত্রই মোট ২ তোলা কুটিয়া নূতন হাড়িতে প্রাতে ⁄॥ সের জলে জ্বাল দিয়া শেষ ⁄৵০ পোয়া নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া প্রাতে সেবন, পুনরায় উক্ত ছাকাকে ⁄। জলে এক ছটাক নামাইয়া বৈকালে সেবন। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ঐ পাচনসহ হরীতকী।০ আনা হইতে ১তোলা পর্য্যন্ত উক্ত পাচনসহ জ্বাল দিয়া সেব্য, ইহাতেও যদি ভালরূপ কোষ্ঠ না হয় তবে কাষ্ট্রেল্ তৈল॥ তোলা হইতে ১ তোলা উক্ত পাচনসহ সেবন, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে আর রেচক না দিয়া রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল মুষ্টিযোগ ঔষধ ও পাচন সেবন করিবেক। আর প্রক্ষেপের মাত্রা সামান্য দিবসে দুইবার, রোগ বিশেষ ৩। ৪ বার। ওলাউঠা রোগে অবস্থা বিশেষ ঘন ঘন সেবন করিবেক। বাহ্য প্রয়োগের মাত্রা লিখা গেল না বেশী কমে কোন ক্ষতিজনক নহে।

সূচি পত্র।

গৃহ-মুষ্টিযোগ গ্রন্থঃ।

১। দেহে জ্বর উৎপত্তির কারণ।

আহার বিহারাদির ব্যতিক্রমে বাত, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া আমাশয়কে আশ্রয় করত কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্ভাগে নিয়া রসের অনুগত জ্বর উৎপন্ন করে।

২। জ্বর হইবার পূর্ব্বে কিভাব হইয়া থাকে তাহার লক্ষণ।

কোন পরিশ্রমের কাজ না করিলেও পরিশ্রম বোধ, শরীর বিবর্ণ, আহার করিতে ভাল লাগে না, চক্ষুতে জল পরিপূর্ণ, কখন রৌদ্রে, কখন বাতাসে এবং কখন ঠাণ্ডায় বসিতে ইচ্ছা, হাইম, শরীর বেদনা ও ভার, রোমহর্ষ, অরুচি, চক্ষে আঁধার২ বোধ, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

৩। বাতজ্বর।

লক্ষণ—কম্প, উত্তাপ, কখন কম কখন বেশী, কণ্ঠ ও ঠোট শুকাইয়া যায়, অনিদ্রা, হাচি ও রুক্ষহয় এবং মস্তক, বুক এবং শরীর বেদনা অরুচি, বাহ্যী কষা, পেট বেদনা, ফাপা ও হাইম হয়।

মুষ্টিযোগ—বৃহতী মূলের ছালের রস ১ তোলা, মধু প্রক্ষেপে বা আদারস ।৷০ তোলা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং গুড়ুচ্যাদি পাচন—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, কিসমিস, সলুফা, পুনর্নবা, ইহাদের কাথ গুর প্রক্ষেপে সেবন বা

কিরতাদি পাচন—চিরতা, মুথা, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গক্ষুর, ছাইলানি, পিঠানি, শুণ্ঠী, ইহাদের ক্বাথ সেবন। পিপাসায় বরফ বা সপের জল সেবন, মাথা ধরায়—ঠাণ্ডা জলের পট্টি বা দারচিনি বাটার লেপ। অরুচি থাকিলে আমলকি, চিনি, কিসমিস বাটা সমভাগ অল্প মাত্রা গোলমরিচ চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া চাটনি, বুকে বেদনা থাকিলে পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল কর্পূর সংযোগে মালিস করিয়া আকন্দের পাতা গরম করিয়া সেক বা তুলার গদি করিয়া বাঁধিবে। পেটবেদনা ও ফাপা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের সেক বা গমের ভুষির পুলটীশ দিবেক।

৪। পিত্তজ্বর।

লক্ষণ—জ্বরের বেগ অতি তীক্ষ্ণ, কোষ্ঠ তরল, নিদ্রার অল্পতা, বমি হওয়া কণ্ঠ, ঠোঁট, নাক, মুখ, শুষ্ক হওয়া এবং দুর্গন্ধ বোধ, ঘাম ও প্রস্রাব হয়, মুখে ঝালবোধ, মোহ, শরীর জ্বালা ও মাতলাহ, পিপাসা, বাহ্যি, প্রস্রাব ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, এবং কথনং ভ্রম হয়।

মুষ্টিযোগ—গুলঞ্চ, ক্ষেত পাপড়া ও পটলপাতা ইহাদের মধ্যে যে কোন্‌টাই হউক তাহার রস ১ তোলা মিছরী প্রক্ষেপে সেবন এবং গুর্চ্যাদি পাচন —গুলঞ্চ, আমলকি ইহাদের ক্বাথ চিনি প্রক্ষেপে বা দ্রাক্ষাদি পাচন—কিস মিস, হরীতকী, মুথা, কটকী, সোণালু, ক্ষেত পাপড়া ইহাদের ক্বাথ সেবন। বমি ও পিপাসায়, বরফ বা সপের জল সেবন। জ্বালা থাকিলে কাসারপাত্রে শীতল জল রাখিয়া নাভির উপরি ভাগে বসাইতে হইবে, মাথা গরম থাকিলে ঠাণ্ডাজলদ্বারা মাথা ধৌত করাইবে।

৫। কফজ্বর।

লক্ষণ—ভিজাবস্ত্র গাত্রে দেওয়ার মত বোধ, জ্বরের অল্পং বেগ, আলস্য, মুখ মিঠাং বোধ, বাহ্যি, প্রস্রাব শ্বেতবর্ণ, দেহের জড়তা, ভোজনে অনিচ্ছা, শরীর ভার বোধ শীত ও বমি হয়, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, মুখ ও নাসিকাদ্বারা কফ নির্গত হওয়া, অরুচী ও কাশ হয়।

মুষ্টিযোগ—আদা, তুলসির রস বা আদা, পানের রস ॥০ তোলা করিয়া

১ তোলা মিশ্রি বা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে বা পিপুল চূর্ণ ৩ রতি মধুসহ সেবন এবং বাসাদি পাচন—বাসক ছাল, গুলঞ্চ, কণ্টীকারী ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে বা নিম্বাদি পাচন—নিমছাল, শুঁট, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজ পিপুল, কণ্টীকারী ইহাদের কাথ সেবন, বমি থাকিলে বরফ বা সপের জল সেবন, অরুচি ও খুকীকাশ থাকিলে আমলকী, কিসমিস, মিশ্রি, সমভাগ বাটা অল্পমাত্রা গোলমরিচ ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চাটনী দিবে, মাথা গরম থাকিলে ঠাণ্ডা জল দিবে।

৬। বাতপিত্তজ্বর।

লক্ষণ—পিপাসা, মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা, মাথাবেদনা, মুখ ও কণ্ঠ শুখাইয়া যাওয়া বমি, শ্লেমাঙ্গ, অরুচী, চক্ষে আন্ধার২ দর্শন, সন্ধিবেদনা ও হাইম হয়।

মুষ্টিযোগ—গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, বৃহতীর ছাল, ইহাদের মধ্যে যে কোনটাই হয় ১ তোলা রস মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন এবং অমৃতাদি পাচন—গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া, শুঁট, বালা ইহাদের কাথ বা গুরচাদি পাচন—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ইহাদের কাথ সেবন বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপের জল সেবন। শরীর জ্বালা থাকিলে কাসার পাত্রে ঠাণ্ডাজল রাখিয়া নাভির উপরে বসাইতে হইবে। মাথা ধরায় ঠাণ্ডাজলের পট্টি বা দারচিনি বাটার লেপ, অরুচী ও খুকীকাশে আমলকী মিশ্রি, কিসমিস, সমভাগ অল্প গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণ ঠাণ্ডাজলদ্বারা বাটিয়া চাটনি দিবে, সন্ধি বেদনাস্থানে আদার রস গরম করিয়া মালিস দিবে।

৭। পিত্ত শ্লেষ্মাজ্বর।

লক্ষণ—তিক্তাস্বাদ, মুখ লিপ্তের ন্যায় বোধ হয়, তন্দ্রা, মোহ, কাশ, অরুচি, পিপাসা, কখন শীত কখন জ্বালা হয়।

মুষ্টিযোগ—আদা, বাসক পাতা ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা রস মিছরি প্রক্ষেপে সেবন। অমৃতাষ্টক পাচন—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কটকী, শুঁট, রক্তচন্দন, মুথা ইহাদের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং ভার্গ্যাদি পাচন—ব্রহ্মযষ্টি, বচ, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, হিঙ্গ, হরীতকী, মুথা,

গান্তারী, শুঁট ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। অরুচি ও থুকীকাশে আমলকি, কিসমিস, চিনি, সমভাগ অল্প গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণ জলদ্বারা পেষণ করিয়া চাটনি দিবে, পিপাসায় বরফ বা সপের জল সেবন।

৮। বাত শ্লেষ্মাজ্বর।

লক্ষণ—ভিজাবস্ত্র গাত্রে দেওয়ার মত বোধ, গ্রন্থিবেদনা, নিদ্রা, শরীর ভার বোধ, মাথাবেদনা, মুখ ও নাসিকাদ্বারা কফ নির্গত হয়, ঘর্ম্ম হয় না, কাশি, শরীর খুব গরম, জ্বরের বেগ মধ্যম রকম।

মুষ্টিযোগ—আদা, পানের রস ॥৹ তোলা করিয়া ১ তোলা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে বা কায়ছাল, শুঁট ও কুড়, সমভাগে চূর্ণ /১৹ আনা, মধুসহ সেবন এবং আরগ্বধাদি পাচন—আমলতাস, পিপুলমূল, মুথা, কটকী, হরিতকী ইহাদের কাথ বা ক্ষুদ্রাদি পাচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁট, কুড় ইহাদের কাথ সেবন। মাথাবেদনায় ঠাণ্ডাজলের পট্টি বা দারচিনি বাটার লেপ। কাশ থাকিলে ত্রিকটুর চূর্ণ সমভাগ, মধু ও মিছরিসহ চাটনি দিবে। গ্রন্থি বেদনায় আদারস বা তারপিন তৈল মালিস।

৯। সন্নিপাতজ্বর।

লক্ষণ—কখন দাহ, কখন শীত, শরীরের হাড় গীরা২ বেদনা, মাথা বেদনা, চক্ষুদ্বয় জল পরিপূর্ণ দেখায়. চক্ষু ঘোলা, রক্তবর্ণ, এই রোগেতে কোন২ রোগীর চক্ষু খেচিয়া থাকে ও কাহারও মেলা থাকে, কান বেদনা কানের ভিতর নানা প্রকার শব্দ, ঢোক গিলিতে যেন কাটা২ বোধ। নিদ্রা দেখা যায় ফলতঃ নিদ্রা নহে, মোহ, প্রলাপ, কাশ, শ্বাস, অরুচি, মাথাভূমি, জিহ্বা যেন গো জিহ্বার ন্যায়, কাহারও জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মত বাহির হইয়া পরে, কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত পিত্ত নির্গত হয়, মাথা এপাশ ওপাশ করে. জল পিপাসা হয়, নিদ্রা হয় না, বুক বেদনা, ঘাম, প্রস্রাব, ব্যাহি ২। ৪। ৫ দিবসের পর অল্প দেখা যায়। শরীর কৃশ হয় না, সদা সর্ব্বদা কোকানি, শরীরের মধ্যে চাকা২ বোধ হয়, বর্ণটী ধুয়া, কাহারও বা রক্তবর্ণ হয়, যদিস্যাৎ দোষ সকল অতিশয় বৃদ্ধি পায় ও অগ্নি নষ্ট হয় তাহাহইলে

এই রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ জানিবে। সম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে অসাধ্য। যদি ঐ সকল লক্ষণের কম থাকে তাহাহইলে সাধ্য। আর ৭। ১০। ১২। ১৪। ১৮। ২২ দিবসে যদি বৃদ্ধি হয় এবং ধাতু ক্ষয় হয় তবে অসাধ্য এবং ঐ উপরোক্ত দোষ সকল নিবারণ হয় তবে সাধ্য। কিন্তু যাহার রোগ একবারে কম না হইয়া সমানভাবে থাকে কিম্বা ক্রমে বৃদ্ধি পায় তবে সেই রোগীর ঐ ঐ দিবসের মধ্যে কাহারও সাধ্য কাহার অসাধ্য।

সন্নিপাত জ্বরের শেষ যদি কোন রোগীর কর্ণমূল হয় তাহা হইলে সাধ্য। আর জ্বরের প্রথম বা মধ্যভাগে হইলে কাহারও সাধ্যও কাহারও অসাধ্য।

মুষ্টীযোগ—আদা পানের রস ॥ তোলা করিয়া মোট ১ তোলা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে বা ত্রিকুটের চূর্ণ ‹১০ আনা করিয়া মোট /১০ আনা মধুসহ সেবন। এবং দশমূল পাচন—বিল্বছাল, নাওসোনা, গাম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, ছাইলানি, পিঠানী, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ পিপুলের চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন—উক্ত দশমূলের ১০ পদ ও শটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালতা, ব্রহ্মযষ্টী, ইন্দ্রযব, পোলতা, কটকী, ইহাদের ক্বাথ সেবন। গ্রন্থি বেদনায় ধুতুরা পাতার রস বা আদার রস বা তারপিন তৈল মালিস, গালচাপা বেদনায় ত্রিকুটের ক্বাথের কুলি তাহা করিতে না পারিলে ত্রিকটু আদার রসে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া গালচাপার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া বেদনা দমন হয়। মাথা বেদনায় ঠাণ্ডা জলের পট্টি, দারচিনি বাটার লেপ, কাশ থাকিলে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মধু, মিছরি সহ চাটনি দিবে। বুক বেদনায় পুরাতন ঘৃত বা আদারস বা তারপিনতৈল ও কর্পূর সংযোগে মালিস করিয়া আকন্দের পাতা গরম করিয়া সেক দিবে বা তিসির পুলটীস পুনঃ২ দিবে। কর্ণ মূলের প্রথম ভাগে পাচন—গনিয়ারি, ব্রহ্মযষ্টি, পুষ্করমুল, কণ্টিকারী, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, শঁচ, মুথা, গুলঞ্চ, কাকড়া শৃঙ্গী, কটকী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে সন্নিপাত নষ্ট হয়। কর্ণমুলের লেপ সজিনারছাল, শ্বেত সরিষা, একত্র বাটিয়া গরম করিয়া লেপ, বা আফিং, মুসাব্বর, আদার রসে গুলিয়া গরম করিয়া লেপ বা ভাঙ্গের সেক দিয়া তুলা বা ফ্লানেল দ্বারা বাঁধিবে ইহাতে বারণ না হইলে তোকমা কি তিসির পুলটিস দিবে। পাকিলে ফুটাইবার জন্য নিমপাতা

বাটা, ঘৃত লবণ সহ পুলটিস দিবে বা অস্ত্র করিয়া নিমপাতা সিদ্ধজলে ধৌত করতঃ নিমপাতা বাটা ঘৃতে ভাজিয়া সেই মলম নেকরায় মাখাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। ফুলা স্থানে ৪ দিগে আফিং বা ধুতুরা পাতা বাটা গরম করিয়া লেপ দিবে। অজ্ঞান থাকিলে গোলমরিচের ধুয়া বা গোল মরিচের চূর্ণ নাসিকার ভিতর দিবে। ঘর্ম্ম হইলে এরারুট বা আবির দ্বারা মালিস করিবে। হাত, পা ঠাণ্ডা হইলে তারপিনতৈল শুটের চূর্ণ মর্দ্দন করিবে।

১০। বিষমজ্বর।

লক্ষণ—পূর্ব্বজ্বর ক্ষান্ত হইলে কতক অংশ থাকা সত্বে যদি অহিত সেবনাদি করে তাঁহা হইলে পুনরায় সপ্ত ধাতুদ্বারা শরীর নির্ম্মিত উহার ১টী ধাতু আশ্রয় করিয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম বিষম জ্বর।

মুষ্টিযোগ—পুরাতন শুড় ৴০ আনা, কৃষ্ণজিরা ৴০ আনা ও গোলমরিচচূর্ণ ২ রতি, উষ্ণজল সহ সেবন বা ক্ষেত পাপড়া ও সেফালিকা পত্রের রস ॥ তোলা করিয়া এক তোলা, মধু প্রক্ষেপে বা তুলসীর পত্র ও দ্রোণ পুষ্পের পত্রের রস ॥ তোলা করিয়া ১ তোলা গোলমরিচ চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং ভার্গ্যাদি পাচন—ব্রহ্মযষ্টি, ক্ষেত পাপড়া, ধনিয়া, দুরালতা, শুণ্টি, চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী, গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবনে সতত, সন্তক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়। এবং দাস্যাদি পাচন—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামলতা, আকন্দাদি, শঠি, শুণ্ঠ, বেনার মূল, গজপিপুল, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হারভাঙ্গা, ধনিয়া, শুণ্টি, মুথা, সরল কাষ্ঠ, সজনাছাল, বালা, বৃহতী, হরিতকী, কণ্টীকারি, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, চিরতা, কটকী, অনন্ত মূল, গুলঞ্চ, পুস্কর মূল ইহাদের ক্বাথ সেবন।

১১। পালাজ্বর।

মুষ্টিযোগ—হিরাকস চূর্ণ ১ রতি বা মাজুফল চূর্ণ ৬ রতি বা চাপাফুলের পাতার রস ১ তোলা সহ সেবন এবং ভার্গাদি পাচন—ব্রহ্মযষ্টি, ক্ষেতপাপড়া ধনিয়া, দুরালতা, শুণ্টি, চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী, গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ সেবন।

১২। ত্র্যাহিকজ্বর।

মুষ্টিযোগ—আকনের ডোগা ৫টী বাটিয়া ইক্ষু গুড় সহ বা মান্দারের ডোগা ৩টী বাটিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন এবং ভার্গাদি পাচন যাহা পালা জ্বরে লিখা আছে সেই পাচন সেবন।

১৩। প্লীহা ও যকৃৎ।

মুষ্টিযোগ—পিপুল চূর্ণ /॰ আনা, পুরাতন গুর /॰ আনা সেবন বা যবক্ষার ২ রত্তি, পলাসের ক্ষার ২ রতি, উষ্ণজল সহ সেবন বা পাউপার আঠা ১৫ ফোটা চিনি সহ সেবন বা তালজটা ভস্ম /॰ আনা, পুরাতন গুড়, /॰ আনা উষ্ণজল সহ সেবন বা সল্ট লবণ ৵॰ আনা, হিরাকস চূর্ণ ॥ রতি, নিমছাল বা গুলঞ্চেররস বা চিরতার জল সহ সেবন, এবং ভার্গাদি ও দাস্যাদি পাচন যাহা বিষমজ্বরে লিখা আছে সেই পাচন সেবন। প্লীহা, যকৃৎ স্থানে মুসাব্বর, করবি ফুলের পাতা বাটিয়া গরম করিয়া বা পাউপার আঠা বা জয়পাল গোটা বাটিয়া মধুসহ বা হিঙ্গ, যবক্ষার, সরসু, বাটার লেপ। যদি শোথ হয় তবে পুনর্নবার বা মাকর ক্বাথের জল সেবন আর যদি পেটের পীড়া ও আমাশয় হয় তবে উক্ত পাচন ও ঔষধ সেবন না করিয়া কুটজছাল, ৫ তোলা, ডালিম ফলের বাকল ১ তোলা, বাদালিয়ার মোথা ১ তোলা, বালা ॥ তোলা, সপ ॥ তোলা ইহাদের কাথ সেবন।

১৪। জ্বরাতিসার।

মুষ্টীযোগ—কুটজ ছালের রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে বা গুলঞ্চের রস ১ তোলা বেল শুঁট চূর্ণ প্রক্ষেপে বা বৃহতী ছালের রস ১ তোলা জিরা ভাজা চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং নাগরাদি পাচন—শুণ্ঠি, অতইস, বাদালিয়ার মুথা, চিরতা, গুলঞ্চ, কুরচি ইহাদের কাথ বা বিল্বাদি পাচন—বেলশুঁট, বাদালিয়ার মুথা, অতইস, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। মাথা গরম বা বেদনা থাকিলে ঠাণ্ডাজল দিবেক। বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপ ও ধনিয়ারজল সেবন। পেটফাপা ও বেদনায় থানকুনিপাতা, আদা,

থানকুনির মুথা বাটার পুলটিস নাভীতে দিবে। প্রস্রাব না হইলে সোড়ার চূর্ণ ৵৹ আনা জলদ্বারা সেবন বা সোড়ার জলপট্টি তলপেটে দিবে।

১৫। মন্দাগ্নি।

মুষ্টীযোগ—জৈনবাটা ৵ আনা সৈন্ধবলবণসহ বা ধনিয়া ৵ আনা গোল-মরিচ চূর্ণসহ বা হরিতকী বাটা ৵ আনা ইক্ষু গুড়সহ বা সেচি সাকের পাতার রস ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং ধান্য নাগরকম পাচন—ধনিয়া, শুণ্টির ক্বাথ সেবনে অজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয়। অম্লাস্বাদ ও বুক জ্বালা থাকিলে চূণের জল সেবন। জিভ অপরিষ্কার ও মুখ বিস্বাদ থাকিলে আম্বলি পাতা অর্দ্ধ পোড়া করিয়া কিঞ্চিৎ লবণসহ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবেক।

১৬। গ্রহণী।

মুষ্টীযোগ—কুটজ ছালের রস ১ তোলা, শুঁট ও গোলমরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ বা জৈনের চূর্ণ ৷৹ আনা শুণ্টির চূর্ণ ৷৹ আনা সৈন্ধব লবণসহ বা রান্ধনিসজ ৷৹ আনা, সপ বাটা ৷৹ আনা চিনিসহ সেবন এবং সালপর্ণাদি পাচন—ছাইলানি, বেড়েলা, বেলশুঁট, ধনিয়া, শুণ্টি ইহাদের ক্বাথ সেবন। ধূয়া ঢেকুর থাকিলে চূণার জল সেবন। পেটফাঁপা থাকিলে গমের ভুসির পুলটিস বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলে সেক দিবে।

১৭। আমরক্ত।

মুষ্টীযোগ—কুটজ ছাল বাটা বা বেলশুট বাটা বা আপাঙ্গের মূলের ছাল বাটা বা প্যারা গাছের কচি ডোগা বাটা ইহার যে কোনটাই হয় ৵৹ আনা কিঞ্চিৎ চিনিসহ সেবন বা আম ছালের রস ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং দাড়িম্ব দ্বয়ম্ পাচন—দাড়িম্ব ফলের ছাল, কুর্চির ছাল ইহাদের ক্বাথ বা ধান্য পঞ্চকম্ পাচন—ধনিয়া, শুঁট, মুথা, বালা, বেলশুট, ইহাদের ক্বাথ সেবন। পেট বেদনায় থানকুনি পাতা বা সেচি সাগের পাতা, আদা, থান-কুনিয়ার মুথা বাটার পুলটিস নাভীর উপরে দিয়া পরে লোহার হাতা গরম করিয়া উহার উপর সেক দিবেক, গুহ্যদ্বারে শূলানি থাকিলে ভাঙ্গের বা থানকুনি পাতা আদা বাটার পুটলি বা ইটা গরম করিয়া সেক দিবে।

১৮। ওলাউঠা।

মুষ্টীযোগ—হরিদ্রার চূর্ণ ৩ রতি বা কর্পূর ২ রতি বা ভাঙ্গ, বড় এলাচি সপ, সমভাগে মোট /১০ আনা চূর্ণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা সেবন বা পরিষ্কার চূণারজল এককাচ্চা বা খএর ও কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ সমভাগে মোট ১৫ রতি প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন এবং হ্রীবেরাদি পাচন—বালা,মুথা,বেলশুট, ইহাদের ক্বাথ সেবন। বুক ও পেট বেদনায় আদা ২॥তোলা, সরিসা ॥ তোলা লঙ্কা বা গোল মরিচ ॥০ আনা জল দ্বারা বাটিয়া সেই২ স্থানে পটি ১ বা ॥ ঘণ্টা রাখিবে। বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপের ও কর্পূরের জল সেবন। ক্রমি ও হিক্কায় চুণের জল বা কাগজি লেবুর রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ সেবন। হাত পা খেচনি ও হিমাঙ্গে সরসু তৈলে রসুন ভাজিয়া ঐ তৈলে কায়ছাল,বা শুঁটের চূর্ণ মিশাইয়া বা আদারসে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া মালিস করিবে। পেট ফাঁপায় তারপিন তৈল পেটে মালিস করিয়া গরম জলের সেক বা তিসি বা ভুসির পুলটিস দিবে। প্রস্রাব না হইলে সোড়ার চূর্ণ ৵০ আনা ঠাণ্ডাজল সহ সেবন বা সোড়ার জলপটি তলপেটে দিবে। আর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময় নিরোগীগণ প্রত্যহ আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য সহ কিঞ্চিৎ সোহাগা সেবন বা প্রাতে আদা, লবণ, সেবন করিলে তাহাদের রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

১৯। বিলম্বিকা।

লক্ষণ—বাহ্যি, প্রস্রাব ও বমি হয় না।

মুষ্টীযোগ—রেউ চিনি ও যবাক্ষার চূর্ণ সমভাগ ।০ আনা ঠাণ্ডাজলদ্বারা বা আপাঙ্গের মূলের রস ও আকান্দি পাতার রস সমভাগ ১ তোলা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে বা সৈন্ধব লবণ ॥০ তোলা গরমজলসহ সেবন। পেট ফাপা ও বেদনায় তারপিন তৈল মালিস করিয়া তিসি বা গমের ভুসির পুলটীস বা ভেরেণ্ডার তৈলে অল্প তারপিন মিশ্রিত করিয়া মালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে, নতুবা ১টি মাছি গুড়দ্বারা বাটিয়া খাইবেক বা হিঙ্গ অল্প মাত্রা সেবন বা হিঙ্গ গুহ্যদ্বারে লাগাইতে হইবে।

২০। কৃমি।

মুষ্টীযোগ—সুপারির চূর্ণ, পলাসের বীজ চূর্ণ, বিরঙ্গ চূর্ণ, ইহার যে কোনটাই হউক /০আনা মধুসহ বা সৈন্ধব লবণসহ বা ডালিম গাছের মূলের ছাল, সুপারির মূলের ছাল ইহার যে কোনটাই হয় ৶০ আনা বাটা চুণার জলসহ বা তুলসী, শক্তআলু, চাপাফুলের পাতা ইহার যে কোন পাতার রস হউক ১তোলা,সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং মুস্তাদি পাচন—মুথা, ইন্দুর কালী, ত্রিফলা, সজিনার ছাল দেবদারু ইহাদের ক্বাথ পিপুল ও বিরঙ্গ চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। পেট বেদনায় মোটখিরা বা জয়ন্তি পাতা চুণার জলে বাটিয়া নাভিতে দিবে বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে। ছোট ছোট কৃমি দমনার্থ কচি নিমপাতার রস ১ তোলা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে সেবন।

২১। অর্শ।

মুষ্টীযোগ—কৃষ্ণতিল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ।০ আনা চিনিসহ বা ত্রিফলার জল, কুটজ ছালের রস, গেন্দা ফুলের পাতা, সিয়াল মোত্রার পাতা, ইহার যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা, চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং পথ্যামৃতাদ্য পাচন—হরীতকী, ধনে, গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ গুড়সহ সেবন; গুহ্যদ্বারে জ্বালা টাটানি থাকিলে ফিটকারীর জলে শৌচকর্ম্ম করিবে, ধূপের বা গন্ধবিরজার ভাপরা লইবে। এবং শীজের আঠাতে অল্প হরিদ্রার চূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলিতে বিন্দু মাত্রায় দিবে কিম্বা ঘোসা ফলের চূর্ণ বাহির বলিতে ঘর্ষণ করিলে বলি পতিত হয়।

২২। কামলা।

মুষ্টীযোগ—দেবদারু চূর্ণ /০ আনা মধুসহ বা নিশাদল চূর্ণ ৫ রতি বা চিরতার জল বা সিয়াল মোত্রার পাতার রস বা পুনর্নবার রস বা গুলঞ্চর রস ইহার যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা, চিনি বা মধুসহ সেবন এবং গুরচ্যাদি পাচন—গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল,পদ্মকাষ্ঠ,রক্তচন্দন,ইহাদের ক্বাথ সেবন। যকৃৎ স্থানে বেদনা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে।

২৩। রক্তপিত্ত।

লক্ষণ—নাক, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, যোনি এই সকলদ্বারা রক্ত নির্গত হওয়া।

মুষ্টীযোগ—লালকুচের পাতা বা বার্ত্তিনের পাতা বা বাসকের পাতা বা দুর্ব্বার বা যজ্ঞডুমরের ইহার যে কোনটারই হয় ১ তোলারস, মধু বা চিনি প্রক্ষেপে সেবন। এবং আটরূষকাদি পাচন—বাসক, কিসমিস, হরীতকী, ইহাদের কাথ সেবন। বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপের জল সেবন। খুকি-কাশে আমলকী, সুণ্টী, যষ্টীমধু এ সমস্ত সমভাগ মধুসহ চাটনি। নাসিকা দ্বারা রক্তপাতে মাজুফলের চূর্ণ বা ফিটকারীর চূর্ণ বা দুর্ব্বার রস বা ডালিম ফুলের রস বা চিনির জলের নস্য টানিবেক।

২৪। যক্ষা।

মুষ্টিযোগ—লাহার চূর্ণ ১ রতি, কুষাণ্ডের রস ১ তোলাসহ বা বংশলোচন চূর্ণ ২ রতি মিশ্রির জলসহ বা বাসক পাতার রস ১ তোলা মধুপ্রক্ষেপে বা যষ্টীমধুর চূর্ণ বা সিমুল মুলের চূর্ণ বা ভূমি আমলকীর চূর্ণ ইহাদের যে কোনটাই হয় ৬ রতি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং অশ্বগন্ধাদি পাচন—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, পুষ্করমূল অতইস, ইহাদের কাথ সেবনান্তে দুগ্ধ কিম্বা মাংসের জুস সেবন। বুকে বা পার্শ্ব বেদনায় পুরাতন ঘৃত মালিস করিয়া তুলার গাদিদ্বারা বান্ধিবে। খুকীকাশে ত্রিকুটুর চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রিসহ চাটনি দিবে।

২৫। কাশ রোগ।

মুষ্টিযোগ—বাসক পাতার রস ও আদার রস সমভাগ মোট ১ তোলা বা তুলসী পাতার রস ও আদার রস সমভাগ মোট ১ তোলা মিশ্রি প্রক্ষেপে বা যষ্টীমধু বা অতইস বা পীপই ইহাদের যে কোনটাই হয় চূর্ণ ৬ রতি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং বনাদি পাচন—বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টিকারি, কিসমিস, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপে সেবন। বুকে ও পার্শ্বে বেদনায় পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল ও কর্পূর একত্র মিশাইয়া মালিশ করতঃ আকন্দের পাতা গরম করিয়া দিয়া তাহার উপর তুলার গাদি বান্ধিবে নতুবা তিসির

পুলটীশ পুনঃ২ দিবে। খুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রিসহ চাটনি দিবে।

২৬। স্বরভঙ্গ।

মুষ্টিযোগ—ভূর্ম্মি শাক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন বা ফুলের ডোগা ঘৃতে ভাজিয়া মধুসহ চাটনি বা আদা ও সন্ধব লবণসহ বা বচের চূর্ণ মিশ্রিসহ বা সোহাগার খৈ মিশ্রিসহ পুনঃ২ চুসিয়া সেবন এবং মধুকাদি পাচন—বাসক ছাল, যষ্টিমধু, পীপইমূল, কবাব চিনি, ইহাদের কাথ মিশ্রিসহ অল্প মাত্রা ঈষৎ গরম থাকিতে পুনঃ২ সেবন। বুকে বেদনা হইলে সরষু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করতঃ তুলার গাদি করিয়া বান্ধিবে। খুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মিশ্রি মধুসহ চাটনি দিবে।

২৭। হাঁপানি।

মুষ্টিযোগ—আদা পুড়িয়া জলে ফেলিবে পরে উক্ত আদার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে বা কুসারমূল চূর্ণ ও মান্দারের ছালের চূর্ণ সমভাগ মোট ১২ রতি মাত্রা মধুসহ বা ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ২ রতি পীপইল চূর্ণ ৪ রতি মধুসহ বা বহেড়ার চূর্ণ ৬ রতি মধুসহ সেবন ও রবের স্থূট ও মিশ্রি চুসিয়া সেবন এবং পর্ণাস পঞ্চকম পাচন—গুলঞ্চ, শুণ্টী, ব্রহ্মযষ্টি, কণ্টিকারি, তুলসী, ইহাদের ক্বাথ পীপইল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। মাথা গরম থাকিলে স্তনের দুধে তুলা ভিজাইয়া বা লং ও পান বাটা চান্দীতে দিবে পার্শ্ব ও বুক বেথা ও শ্বাস কষ্টে পুরানা ঘৃত বা সরষু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করতঃ তুলার গাদিদ্বারা বান্ধিবে। খুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রিসহ চাটনি দিবে। অসহ্য শ্বাস কষ্টে ধুতুরা পাতা ও ডাটা শুখাইয়া বা তেচ পাতার চূর্ণ হুকায় তামাকের ন্যায় ধূমপান করিবে।

২৮। হিক্কা রোগ।

মুষ্টিযোগ—শশা বিচির শাঁস বাটা ৵৹ আনা মধুসহ বা ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ২ রতি বা কুলের বিচির শাঁস বাটা ৵৹

আনা মধুসহ বা মোকস ॥০ রতি মাত্রা কাফুরের জলসহ বা চুণার জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে তাহার ॥ তোলা বা নিমের মূলের ছালের রস ॥ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন বা ডাবের জল সেবন এবং শুথনা হরিদ্রা বা ধনিয়া বা মাস কালাই কলকিতে ভরিয়া ধূমপান করিবে কিম্বা গোলমরিচ বা পুরাতন কাগজ জ্বালাইয়া তাহার ধূয়া নাসিকার ভিতরে দিবে বা মক্ষিকার বিষ্টা স্তনের দুগ্ধে মিশাইয়া বা আলতা ভিজান জলের নস্য টানিবে। পেট ফাপা থাকিলে গরম জলের সেক বা গমের ভুসির পুলটীস দিবে।

২৯। পক্ষাঘাত (বাতব্যাধি)।

মুষ্টিযোগ—জাতীফলের চূর্ণ ১ রতি মাত্রা মধুসহ বা ভেরেণ্ডার মূলের ছালের রস ॥ তোলা ও আদার রস ॥ তোলা সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে বা পানের রস ॥ তোলা ও আদার রস ॥ তোলা সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং মাসাদী পাচন—মাষ কালাই, আলকসিরমূল, এরণ্ডেরমূল, বেড়েলা, ইহাদের ক্কাথ হিঙ্গ ও সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে সেবন। জাতীফল চূর্ণ বা রসুন সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবে বা তিল বা কালাই জল দ্বারা সিদ্ধ করতঃ পুটলি করিয়া সেক দিবে বা নিসিন্দা পাতা বা গোময় জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ভাপিয়া নিবেক বা কর্পূর ২॥ তোলা, তারপিন তৈল ১০ তোলা ও ব্রাণ্ডী ৵৹ পোয়া ইহা একত্র করিয়া মালিস বা শূকরের চরবি দ্বারা মালিস করিবে।

৩০। ধনুষ্টংকার।

মুষ্টিযোগ—গাঁজা ৩ রতি, চিনি।০ আনা, ৵৹ পোয়া গাভীর দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ৵৴ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ৫ এক কাচ্চা মাত্রায় ২। ২ ঘণ্টান্তর কিম্বা কাফুরের জল সেবন বা আফিং বা গাঁজার ধূমপান করাইবে এবং মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগে অনেক সময় উপকার হয় ৪। ৪ ঘণ্টান্তর এরূপ ৫। ৭ দিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ সেবন করাইবে এবং অন্ধকার গৃহে নির্জ্জনে শুইয়া থাকিবেক, কোষ্ঠ অপরিষ্কার থাকিলে কাষ্ট্রেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক মধ্যে

২। ৪ ফুটা তারপিন তৈল মিশাইয়া সেবন কিম্বা জয় পালের তৈল ১ ফুটা মধুসহ চাটাইতে দিবে।

৩১। অপস্মরা।

মুষ্টিযোগ—অশ্বগন্ধা চূর্ণ বা আমলকীর চূর্ণ বা পোস্তের দানা বাটা বা বচ চূর্ণ ইহাদের যে কোনটাই হয় ৵ আনা মাত্রা মধুসহ বা নিসাদল ৬ রতি মাত্রা মিশ্রির জলসহ বা বেড়েলা পাতার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন। এবং মহৌষধাদি পাচন—শুঁণ্টি, গুলঞ্চ, কণ্টিকারি, পুষ্কর মূল, পিপুল মূল ইহাদের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। মাথা ঘুরা ও অনিদ্রায় লঙ্গ ও পান বাটা বা পোস্তের দানা বাটা বা বাদামের সাস বাটা তালুতে দিবে এবং রসাঞ্জনের অঞ্জন দিবে। অজ্ঞান থাকিলে গোল মরিচের বা রিঠা'র বা হরিদ্রা বাটা ও সৈন্ধব লবণ নেকড়াতে মাখিয়া ইহার যে কোন টাই হয় পোড়াইয়া নাসিকায় ধূয়া দিবে। কিম্বা গোল মরিচ চূর্ণ নাসিকায় ভিতর দিবে বা কর্পূরের পুটলী সোঙ্গাইবে এবং চক্ষে ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিট দিবে।

৩২। উন্মাদ।

মুষ্টিযোগ—শিমূল মূল চূর্ণ ৵ আনা, কর্দলী বিচ / আনা ঠাণ্ডা জলে বাটিয়া বা দেবদারুর চূর্ণ ৵ আনা ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি গরম জলসহ বা কুমড়ার বিচির সাস বাটা ।৹ আনা মাত্রা মধু সহ সেবন এবং গুলঞ্চ, নিম ছাল, ধনিয়া, সোড়াই বিচি, হরীতকী ইহাদের কাথ সেবন। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে মধ্যে২ ক্যাষ্ট্রেল তৈলের জোলাপ দিবে। মাথা গরম থাকিলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে কিম্বা ঈষৎ গরম জলে টপে বসাইবে। শতমূলী বা মেন্দীপাতা বা পোস্তের দানা বাটিয়া তালুতে দিবে। নিদ্রা না থাকিলে সুমনি শাকের রস ১ তোলা বা পোস্তের দানা বাটা, ।৹ আনা চিনি সহ সেবন। জ্বরে যদি ক্ষীণাবস্থা হয় তবে চা বা কাফী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩৩। বাতরক্ত।

মুষ্টিযোগ—কাঁচা হরিদ্রার রস বা নিমছালের রস বা চিরতা ভিজান জল ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং ধাত্র্যাদি পাচন—আমলকি, হরিদ্রা, মুথা, ইহাদের ক্বাথ বা মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, বহেড়া, নিম-ছাল, বচ, কুটকি, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথ সেবন। শরীরে চুলকি ও ক্ষুদ্র২ গোটা থাকিলে নিমপাতা বাটার লেপ বা নিমপাতা বাটা তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবে।

৩৪। হাত পা জ্বালা।

মুষ্টিযোগ—চাউল বা বুট বা পাট পাতা, ধনে ভিজান জল বা হেলেঞ্চার রস বা ক্ষেতপাপড়া বা পটল পাতার রস কিম্বা ক্বাথ ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে বা হরীতকী বাটা ।০ আনা চিনি সহ সেবন এবং ছাগদুগ্ধ কাঁচা বা শ্বেত চন্দন বাটার লেপ হাতে পায়ে দিবেক।

৩৫। কুষ্ঠ রোগ।

মুষ্টিযোগ—নিশিন্দা পাতার চূর্ণ / আনা; গোমূত্র ১ তোলা সহ বা ছাতিম গাছের ছাল চূর্ণ ৩ রতি, ত্রিকুট চূর্ণ ৩ রতি বা মান্দারের ছালের চূর্ণ ৬ রতি বা সোমরাজের বিচির চূর্ণ ৬ রতি বা গর্জ্জন তৈল ৫ ফোটা, চূণার জল ১ তোলা বা নিমপাতার রস ॥ তোলা, আমলকি পাতার রস ॥ তোলা সেবন এবং পটলাদি পাচন—পল্‌তা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদির, কৃষ্ণ বেত ইহাদের ক্বাথ সেবন। ঘা থাকিলে নিম পাতা সিদ্ধ জলে ধৌত করিয়া চূণার জল ৩ ভাগ ও গর্জ্জন তৈল ১ ভাগ একত্র করিয়া মালিস বা চাউল মোগরার বিচির শাঁস ও মম ও গন্ধক চূর্ণ একত্র বাটিয়া বা করবি ফুলের গাছের মূলের ছাল বাটা গরম করিয়া লেপ দিবে। শ্বেত কুষ্ঠে—ধাত্র্যাদি পাচন—আমলকি, খদির কাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ সোমরাজের বিচির চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং সোড়াই বিচি গোমূত্রে বাটিয়া বা বন কাপাসের বিচির চূর্ণ ঘৃত সহ মিশা-ইয়া বা সৈন্ধব লবণ, আকন্দের আঠা সহ মালিস করিবেক। মুখে হইলে গন্ধক, চিতার মূল, হিরাকস, হরিতাল, ত্রিফলা, একত্র বাটিয়া লেপ দিবে।

৩৬। দাউদ ও বিখাউজ।

মুষ্টিযোগ—তারপিন তৈল বা সোহাগার খৈ ও শ্বেত চন্দন বাটা সহ বা গর্জ্জন তৈল ও গন্ধক সমভাগ বা করবি ফুলের মূল বা পাতা তৈলে ভাজিয়া মালিস বা পাউপার আঠার লেপ দিবে এবং অমৃতাদি পাচন—গুলঞ্চ, বাসক, মোথা, পলতা, ছাতিম ছাল, খদির, কৃষ্ণ বেত, নিম পাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ইহাদের বা নিম ছালের ক্বাথ সেবন এবং গন্ধক চূর্ণ ৬ রতি মাত্র গুর সহ বা নিম পাতা বা কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন।

৩৭। আমবাত।

লক্ষণ—কফ ও বায়ু উভয় এককালে কুপিত হইয়া সন্ধি স্থলে বেদনা এবং স্ফীততা জন্মায়।

মুষ্টিযোগ—ভেরেণ্ডার ছাল ও আদা বা সজনার ছাল ও আদা বা থানকুনি পাতা ও আদা ইহাদের যে কোনটাই হয় সমভাগ মোট ১ তোলা রস গোলমরিচ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন কিম্বা গৈণারির মূল বা ছাতিয়ান ছাল জঙ্গি হরীতকী চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ৬ রতি মাত্রা ঘৃত ও চিনি সহ সেবন এবং রাস্না দশমূল পাচন—দশমূল, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, রাস্না, শুণ্ঠি, দেবদারু ইহাদের ক্বাথ সেবন। বেদনা ও ফুলা স্থানে কালজিরা বাটা বা ধুতুরা পাতা ও আদা বাটা বা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা বাটার লেপ বা বালীর পুটলী গরম করিয়া শেক দিবে বা সরিষার ও তারপিন তৈল সমভাগ ও আফিং ও কর্পূর উহার ৪ ভাগের ১ ভাগ একত্র করিয়া মালিস করিয়া কদম পাতা বা ভেরেণ্ডা পাতা বা কাঁঠাল পাতা বা তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে।

৩৮। অম্লপিত্ত।

মুষ্টিযোগ—জৈন, আদা বাটা সমভাগ।০ আনা সৈন্ধব লবণ সহ বা আমলকি বাটা।০ আনা গোল মরিচ চূর্ণ ও মধু সহ বা জঙ্গি হরীতকী পোড়া চূর্ণ ৵০ আনা চিনি বা মধু সহ বা ত্রিফলা বা চিরতা ও ধনিয়া বা পাটপাতা

ও ধনিয়া ভিজান জল ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং অম্লপিত্তান্তক পাচন—গুলঞ্চ, নিমছাল, পল্‌তা, কিম্বা বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিম্ব, চিরতা, ভিমরাজ, ত্রিফলা, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। পেট বেদনা থাকিলে আদা ও সরিষা বাটার লেপ বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক।

৩৯। পিত্তশূল।

মুষ্টিযোগ—কুড়, শুণ্ঠী, আমলকী চূর্ণ সমভাগ ৯ রতি সৈন্ধব লবণসহ বা সৈন্ধব লবণ।০ আনা ইক্ষুগুড়সহ বা কাফুর, সাজিমাটী, গোলমরিচ সমভাগ ৯ রতি বা জৈন, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ সমভাগ।৶০ আনা বা ফুলখরিমাটি।০ আনা বা শম্বুকের চূর্ণ ৶০ আনা ইহাদের যে কোনটাই হয় গরম জলসহ বা হেলেঞ্চার রস ও চুণার জল সমভাগ বা চিরতা ও ধনিয়া ও গোলমরিচ ভিজান জল ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা সেবন এবং দ্রাক্ষা পাচন—কিসমিসের কাথ চিনি প্রক্ষেপে বা পটলাদি পাচন—পটলপাতা, ত্রিফলা, নিমছাল, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। পেটে বেদনা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবে এবং আহারের পর চুণার জল খাইবে।

৪০। হৃদ রোগ।

মুষ্টিযোগ—যষ্টিমধুর চূর্ণ বা অশ্বগন্ধারচূর্ণ বা ত্রিফলার চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ৶০ আনা বা পোস্তের দানা বাটা বা তুলসীর মঞ্জরি বাটা ইহার যে কোনটাই হয়।০ আনা মাত্রা মধুসহ সেবন এবং কাম্মী ও অশ্বগন্ধা বা হরীতকী বা কণ্টকারী ইহার যে কোনটাই হয় কাথ মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন মাথা ঘুরাণী থাকিলে পোস্তের দানা বা তিল বা বাদামের শাঁশ বা আমলকি বাটা ইহার যে কোনটাই হয় তালুতে দিবে এবং সরিষার তৈলে অল্প কর্পূর মিশাইয়া নাসিকায় নস্ত টানিবেক আর হৃদপিণ্ডে বেদনা থাকিলে উক্ত তৈল মালিস করিবেক।

৪১। প্রমেহ।

মুষ্টিযোগ—কাটা খুইরার মূলের রস বা হেলাঞ্চার রস বা বেড়েলা পাতার রস বা যজ্ঞডুমুরের রস বা কাচা হরিদ্রার রস বা অরহর ডাইলের পাতার রস বা মেন্দিপাতার রস ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা চিনি প্রক্ষেপে বা কবাবচিনির চূর্ণ ৬ রত্তি বা শ্বেতচন্দন বাটা ১২ রত্তি বা আমলকির চূর্ণ ১২ রত্তি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং ত্রিফলাদি পাচন—ত্রিফলা, দেবদারু, মুথা, ইহাদের কাথ হরিদ্রার চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন। তলপেট বেদনা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক। প্রস্রাব কম বা জ্বালা থাকিলে গরম জলে টপে বসিবে কিম্বা সোড়া ৵০ আনা ঠাণ্ডা জলসহ সেবন কিম্বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব হইলে লালকুমড়ার বা শিয়াল মোত্রা পাতার বা দূর্ব্বার রস ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা চিনি প্রক্ষেপে সেবন। নালায় ঘা থাকিলে ত্রিফলার জলে পিচকারি দিবেক।

৪২। স্বপ্নদোষ।

মুষ্টিযোগ—পোস্তের দানা বাটা ।০ আনা বা সালম মিশ্রি ।০ আনা মাত্রা মধুসহ সেবন বা বেড়েলা পাতার রস ১ তোলা বা কেশুরছা পাতার রস ১ তোলা, কাঁচা দুগ্ধ ২ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র মিশাইয়া প্রাতে সেবন কিম্বা কাফুরের চূর্ণ ২ রত্তি ও কবাব চিনির চূর্ণ ৪ রত্তি রাত্রে শয়ন কালে সেবন এবং অশ্বগন্ধাদি পাচন—অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কুমরিয়ার মূল, আলকুসীর বীচ ইহাদের কাথ চিনি প্রক্ষেপে সেবন। নিদ্রা না হইলে মাথা ধোয়া যাইবে ও সুষুনি শাকের রস ১ তোলা বা আফিং ½ রত্তি সেবন।

৪৩। ধ্বজভঙ্গ।

মুষ্টিযোগ—ছোট তাল গাছের মূল বাটা ॥০ তোলা বা ভূমি কুষ্মাণ্ড ॥০ তোলা বা অশ্বগন্ধা চূর্ণ ১২ রত্তি বা শিমুল মূল চূর্ণ ২৪ রত্তি বা রসসিন্দুর চূর্ণ ১ রত্তি ও আমলকীর চূর্ণ ২৪ রত্তি ইহাদের যে কোনটাই হয় মধু সহ সেবন বা সালম মিশ্রি ॥০ তোলা বা ইছবগুল ১ তোলা ইহার যে কোনটাই হয় গাভী দুগ্ধ ‌/। পোয়াসহ জ্বাল দিয়া /৵ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ১ তোলা

মিশ্রি সহ সেবন বা নাগেশ্বরের আতর ১ রতি পান সহ সেবন বা হিঙ্গ ঘৃতে ভাজিয়া ॥০ রতি মাত্রা ভাতের সঙ্গে মাখিয়া খাইবেক এবং উক্ত আতর লিঙ্গের গোড়ায় মালিস করিয়া পান দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবেক।

৪৪। বহুমূত্রে।

মুষ্টীযোগ—পোস্তের দানা বাটা ।০ আনা বা যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ হইলে ৵০ আনা, রস হইলে ১ তোলা বা আমলকির রস ১ তোলা ইহাদের যে কোনটাই হয় মধু সহ সেবন বা কৃষ্ণতিল বাটা ।০ আনা পুরাতন গুড় সহ বা মাষকালাই ও যষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগ মোট ।০ আনা ঠাণ্ডা জল সহ বা ফিটকারি চূর্ণ ৩ রতি, গাভীর দুগ্ধ ২॥ তোলা সহ সেবন কিম্বা যুবা ও বৃদ্ধ বয়সে ১ রতি মাত্রা আফিং ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। অল্প বয়সের ছেলেদের পক্ষে ইহা নিষেধ। খুব পিপাসা থাকিলে ফুটিত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া অল্প করিয়া সেবন।

৪৫। পাথরি।

মুষ্টিযোগ—কাটাখুইরার বিচির চূর্ণ ৬ রতি ঠাণ্ডা জল সহ বা রুদ্রাক্ষ চূর্ণ ৬ রতি, খোলসহ বা বরুণ ছাল চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন গুড় সহ বা হেলেঞ্চার রস ও কাঁচা হরিদ্রার রস সমভাগ মোট ১ তোলা সেবন এবং বরুণাদি পাচন—বরুণ ছাল, শুঁট, গোক্ষুর ইহাদের কাথ যবাক্ষার চূর্ণ ও ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপে সেবন।

৪৬। শোথ ও জল উদরি।

মুষ্টিযোগ—পুনর্নবা বা নাক বা শিয়ালমোত্রা বা বিল্ব পত্র বা গুলঞ্চ ইহাদের যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা মধু কিম্বা চিনি প্রক্ষেপে বা সোড়া চূর্ণ ৵০ আনা, ঠাণ্ডা জল ১ তোলা চিনি সহ সেবন এবং কাথাশ্চব্য পাচন—হরীতকী, শুঁটি, দেবদারু, পুনর্নবা, গুলঞ্চ ইহাদের কাথ গুগ্গুল চূর্ণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপে বা দশমূল পাচন ইহাদের কাথ গোমূত্র ও এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপে বা ত্রিফলা কাথ গোমূত্র প্রক্ষেপে সেবন। ক্ষুধা থাকিলে দণ্ডকলসের পাতা

বাটিয়া ঐ সহ অল্প চুণ মিশাইয়া লেপ বা শুইঠার ভস্ম ও কায়ছাল ও শুঁণ্টির চূর্ণ সমভাগ একত্র করিয়া মালিস করিবেক।

৪৭। অণ্ডকোষের জলভার।

মুষ্টিযোগ—শ্বেত আকন্দের মূল কাঞ্জির জলে বাটিয়া বা আফিং জল দ্বারা মিশাইয়া লেপ বা আফিং ১ ভাগ, সরিষার তৈল ২ ভাগ একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন করিয়া কদম পাতা বা ভেরেণ্ডা পাতা বা কচু পাতা বা ফ্লানেল বা তুলার গাদি দিয়া বান্ধিয়া লেঙ্গটী পরিয়া বান্ধিবেক এবং পীতদারু পাচন—দেবদারু বা ত্রিফলার ক্বাথ গোমূত্র প্রক্ষেপে বা গোটা পিপ্পলী, সিজের ক্ষীরে মাখিয়া ২১ দিবস রৌদ্রে শুখাইয়া মধু দিয়া খাইবেক।

৪৮। কর্ণ রোগ।

মুষ্টিযোগ—টিস বেদনা থাকিলে তুলসী পাতার রস বিনা গরমে বা সুইন্টা পাতা বা লাউ পাতা বা মনসা সিজের পাতা যে কোন পাতা হয় আল গুনে শেকিয়া তাহার রস ২। ৩ ফোটা কাণের ভিতরে দিবেক এবং জৈন বা নিম পাতা ও পেলার মূল ও আদা ও গোময় মাটীর ভাণ্ডে ভরিয়া জ দিয়া সিদ্ধ করতঃ ভাপরা লইবেক এবং কাণের বাহিরে চারি দিকে কালিজিরা বা আফিং বা ধুতুরা পাতা বাটা গরম করিয়া লেপ দিবেক। পিক ও ঘা থাকিলে দুগ্ধ ও জলে একত্র মিশাইয়া কর্ণ ধৌত করিবেক। নচেৎ বা সাবান বা নিম পাতার সিদ্ধ জলে পিচকারী দিয়া পরে ধুতুরার থসায় সরষু তৈল গরম করিয়া বা গোলাপী আতর বা চুয়া বা আফিং জলে মিশাইয়া ২। ১ ফোটা দিবে কিম্বা পিচকারী না দিয়া কেবল শিয়ালমোত্রার পাতার রস ৫। ৭ ফোটা কাণের ভিতর দিয়া তুলা দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক। এরূপ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত দিবেক।

৪৯। উপদংশ (গরমী)।

মুষ্টিযোগ—নাড়া সিজের শাশ ও আদা সমভাগ মোট ॥০ তোলা বাটিয়া বা ছাতিয়ান ছাল ।০ আনা ও গোল মরিচ /০ আনা জল দ্বারা বাটিয়া বা

গুলঞ্চ বা নিম ছাল বা উভয় একত্র রস বা কাথ ১ তোলা মাত্রা মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং পটলাদি পাচন—পলতা, নিম পাতা, ত্রিফলা, খএর, সাইলানি, গুলঞ্চ ইহার কাথ গুগ্‌গুল বা ত্রিফলার চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। ঘা থাকিলে সাবানের বা ত্রিফলার জলে বা ভৃঙ্গরাজের বা নিসিন্দা বা নিম পাতা সিদ্ধ জলে ধৌত করিয়া লোহাগাড়ার কস বা করবি ফুলের গাছের মূল বাটা বা হিরাকস চূর্ণ বা পাকড়া খএরের চূর্ণ বা রেউ চিনি বা হরীতকী চূর্ণ বা পীপা সিন্দুর ঘৃত বা জল দ্বারা মিশাইয়া দিবেক এবং বৃহতী বা প্যাজ ও আদা ও নিম পাতা সিদ্ধ জলে ভাপরা লইবেক।

৫০। ব্রণাদি রোগ।

মুষ্টীযোগ—১। প্রথম সময় মিশাইবার হইলে কুচিলা বাটিয়া রাব গুর সহ বা মৌরী খএর জলে মিশাইয়া গরম করিয়া বা দেশী সাবান গরম করিয়া বা সাওরার কস ইহাদের যে কোনটাই হয় লেপ দিবেক। ২। প্যাকাইতে হইলে তিসি বা সুজি বা তোকমা বা গরম ভাত কচলাইয়া তাহার পুলটীস দিবে। ৩। ফুটাইতে হইলে দেশী সাবান বা কবুতরের বিষ্ঠা বা কাটা খুইরার মূল বাটা বা ছিম বিচির শাশ বাটা গরম করিয়া লেপ দিবেক নচেৎ অস্ত্র করাইবেক। ৪। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত খাওয়ার ঔষধ রাস্নাদি পাচন—রাস্না, গুলঞ্চ, শুঁট, দেবদারু, এরণ্ড মূল ইহাদের কাথ সেবন। ৫। নিম পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবেক। ৬। ক্ষত শুখাইতে হইলে নিম পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ঐ মলম নেকড়ায় মাখিয়া ক্ষতের ভিতরে প্রত্যহ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত দিবেক এবং ঘায়ের চারি দিকে দাথৈ গাছের ছাল ও খএর বাটিয়া বা আফিং জল দ্বারা মিশাইয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক।

৫১। খুজলি পাচরা।

মুষ্টিযোগ—গন্ধক চূর্ণ বা হরিদ্রা চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ৩ রতি মাত্রা বা নিম ছাল নতুবা ঐ পাতা বা কাঁচা হরিদ্রার রস বা চিরতা ভিজান জল

ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা মধু বা চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং অমৃতাদি পাচন—গুলঞ্চ, বাসক, মোথা, ছাতিয়ান, খএর, কৃষ্ণবেত, নিম পাতা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ইহাদের কাথ সেবন এবং সাবান বা নিম পাতা সিদ্ধ জলে ধৌত করিয়া মাক পাতার রসে কিঞ্চিৎ লবণ সহ বা বাসক পা- তার রসে কিঞ্চিং চিনি সহ বা হুকার জলে মর্দ্দন করিবেক বা গন্ধক ও গাঁজা তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবেক। শুখনা খুর্জ্জি ও চুণকণা থা- কিলে নিম পাতা ও হরিদ্রা বাটার লেপ বা উহা তৈলে ভাজিয়া মালিস করিবেক।

—॰—

৫২। ক্ষত, নালীক্ষত।

মুষ্টিযোগ—খাওয়ার ঔষধাদি যেরূপ ৫১নং লিখিত আছে ঐরূপ সেবন ও ধৌত করিবেক এবং তুইতা পোড়া বা সোহাগা পোড়া বা হরীতকী পোড়া বা মাইটু৷ সিন্দুর বা ফিটকারি চূর্ণ বা শ্বেতচন্দন বাটা বা নিসিন্দাপাতা বাটা বা কেসুরছাপাতা বাটা বা আফিং ইহাদের যে কোনটাই হয় ঘৃতসহ মিশা- ইয়া নেকড়ায় মাখিয়া ক্ষতে দিবেক। পরে উহার উপর কচু পাতা দিয়া চারি দিকে চুণ হরিদ্রার লেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়া তাহার উপর প্যাজ আদার পুটলি গরম করিয়া শেক দিবেক।

৫৩। ভগন্দর।

লক্ষণ—গুহ্যদ্বারের কিনারে ছিদ্র পরিমাণ ঘা থাকে।

মুষ্টিযোগ—গন্ধক ৬রতি মাত্রা চিনিসহ এবং খদিরাদ্য পাচন—খদিরকাষ্ঠ ত্রিফলা, ইহাদের কাথে মহিষ ঘৃত ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং নিমপাত বা ত্রিফলা বা কণ্টিকারি সিদ্ধ জলে ধৌত করিবেক পরে পুরানাঘৃতে সীসা ঘসিতে ঘসিতে অঙ্গারবর্ণ হইলে ক্ষতের উপরে মালিস করিবেক এবং হিঙ্গ ।৹ আনা কুল গাছের ছাল ১ তোলা ইহার ভাপরা লইবেক। উহার চারি দিকে প্যাজ আদার পুটলি গরম করিয়া শেক দিবেক।

৫৪। অগ্নিদগ্ধ।

মুষ্টিযোগ—বিলাতি আলু বা কুল পাতা বা পুঁই শাকের পাতা বা ঘৃত কুমারির শাশ ইহার যে কোনটাই হয় বাটিয়া বা তিল তৈল যত তাহার অৰ্দ্ধেক চুণার জল মিশাইয়া দিবেক। ঘা হইলে শ্বেত ধুনার চূর্ণ, তিল তৈল মধ্যে মিশাইয়া অনেকবার নাড়িতে নাড়িতে ঘৃতের মত হইবেক পরে ১০০ বার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া ঐ মলম দিবেক।

৫৫। আঘাত।

মুষ্টিযোগ—ফিটকারির জল বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিবেক বা আমাদা বা চুণ ও হরিদ্রা বা আতপ চাউল ও দুর্ব্বা ও রসুন সমভাগ ইহাদের যে কোন-টাই হয় বাটিয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক এবং রক্ত পড়িলে কিম্বা ঘা হইলে গেন্দা ফুলের পাতার রস বা খএর ভিজান জল বা শিয়াল মোত্রা পাতার রস পুনঃ পুনঃ দিবেক।

৫৬। নখের কুনিপাকা।

মুষ্টিযোগ—ডালিমের ভোগা বাটা বা আকান্দি পাতা বাটার পুলটীস জ তুইতা ভস্ম অল্প মাত্রা লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিবেক।

৫৭। হাত, পায়ের তলা ফাটা।

মুষ্টিযোগ—আমপাতার কস বা নাইটা তৈলে কিঞ্চিৎ মম গরম করিয়া লাগাইবেক।

৫৮। সির রোগাধিকারে।

মুষ্টিযোগ—ত্রিকুটের কুলি করিবেক এবং আদা বা সরষু বা দারচিনি বাটিয়া কপালে লেপ দিবেক, সরষু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া বা ফিটকারি ও কর্পূর সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া নস্য টানিবেক এবং শ্বেতচন্দন ।।০ তোলা ও সোড়া /০ আনা জলপাইয়া বাটিয়া চান্দিতে দিবেক, অর্দ্ধ মাথা বেদনায় ভূক

রাঙ্গের পাতার রস চালিতে দিবেক এবং শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস মধ্যে কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ ও গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া নস্য টানিবেক কিম্বা বেদনা স্থানে লেবুর রস রগের উপর মালিস করিবেক। পেট পরিষ্কার না থাকিলে হরীতকী বাটা সেবন করিবেক।

৫৯। চক্ষুরোগ।

মুষ্টিযোগ—স্তনের দুগ্ধ ১ফোটা মাত্রা বা সৈন্ধব লবণচূর্ণ বা হরিদ্রারচূর্ণ বা রসদ ইহার যে কোনটাই হয় ১ রতি মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ১ফোটা করিয়া দিবসে ২। ৩ বার দিবেক ফুলা ও বেদনার স্থানে বাহিরে হরীতকী বা রক্তচন্দন বা রসদ বা আফিং বা ধুতুরা পাতা জলে বাটিয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক। বাহ্যে কষা থাকিলে হরীতকী ও সৈন্ধব লবণ বাটা সেবন করিবেক এবং পুনর্নবা পাতা গাভীর দুগ্ধে বাটিয়া অঞ্জন দিলে গোটা ভাল হয়, উক্ত পাতা মধুসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে জল পরা ভাল হয়। উক্ত পাতা গাভীর ঘৃতে বাটিয়া অঞ্জন দিলে ফুল পরা ও ছানি ভাল হয় এবং চক্ষে যাতনা থাকিলে কতক দিবস স্নান বন্ধ রাখিবেক।

৬০। রাত কাণা।

মুষ্টিযোগ—আম্বলিপাতার রস বা পানের রস ও মধু ২। ৩ ফোটা চক্ষের ভিতরে সন্ধ্যাকালে দিবেক, এবং গাভীর ঘৃত হাত পায়ে ও চক্ষের পাতার উপরে মালিস করিবেক।

৬১। দন্তরোগ।

মুষ্টীযোগ—মাড়ি ফুলা ও বেধা থাকিলে ত্রিকুটের কুলি করিবে পরে হরীতকীর চূর্ণ বা গোলমরিচ ও কাফুরের চূর্ণ লাগাইবে, ক্ষত বা রক্তপরিলে নিসিন্দা বা কৎবেল বা চাবলি ইহার যে কোন পাতা হয় সিদ্ধ জলে ফিটকারী বা পাথরা খএর চূর্ণ মিসাইয়া কুলি করিয়া পরে সোহাগার খৈ বা মাজুফলের চূর্ণ মধু বা ঘৃতসহ মিশাইয়া লাগাইবেক। নচেৎ অস্ত্র করাইবে।

৬২। নাসা রোগ।

মুষ্টিযোগ—কাল তুলসী পাতা বা মুক্তবর্সি পাতার রস ২।৪ ফোটা নাসিকার ভিতরে দিবেক বা কালিজিরার পুটলী করিয়া বা নিসাদল ও ভিজা কলিচূণ ১টী শিশিতে ভরিয়া ঘ্রাণ লইবেক এবং মধুকাদি পাচন—বাসকছাল, যষ্টিমধু, পীপলী বা তাহার মূল, গোল মরিচ ইহাদের ক্বাথ মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন। খুকি কাশে ত্রিকুটের চূর্ণ মধু মিশ্রি সহ চাটনি দিবেক। বুক ও মাথা বেদনা থাকিলে সরিষা তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবেক ও উহা নাকে টানিবেক ও ত্রিকুটের কুলি করিবেক।

৬৩। শ্বেত ও রক্ত প্রদর।

মুষ্টিযোগ—অশোক ছাল বা বেড়েলা পাতা বা কাটা খুইরার মূল বা আম ছাল বা যজ্ঞডুমুর ইহার যে কোনটাই হয় রস কিম্বা ক্বাথ ১ তোলা মাত্রা দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন এবং দার্ব্যাদি পাচন—দারু হরিদ্রা, রসাঞ্জন চূর্ণ, বাসক, মুথা, চিরতা, বেল শুঁট, রক্ত চন্দন, নীল বা লাল উৎপল ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। তলপেটে বেদনা থাকিলে যেয়ের ভুসীর পুলটীস বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক। প্রস্রাব জ্বালা ও অম্লং স্রাব বা বন্ধ থাকিলে তিসি সিদ্ধ জল বা গুরচির রস বা মেহেন্দী পাতার রস ইহাদের যে কোনটাই হয় রস ২ তোলা চিনি সহ বা সোড়ার চূর্ণ ৵০ আনা চিনি সহ সেবন। যোনি দ্বারা রক্তপাতে ২৩ নম্বরে যাহা লিখা আছে তাহা করিবেক।

৬৪। সাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, অকালে প্রসব না হওয়া।

মুষ্টিযোগ—ওলট কমলের মূল বা আপাঙ্গের মূল বা আম ছাল বা মেথি ইহার যে কোনটাই হয় বাটা ।০ আনা, গোল মরিচ চূর্ণ সহ বা গুল্‌গুল ৬ রতি বা হিং ॥০ রতি ঋতুকালে সেবন এবং গর্ভানন্দ পাচন—বালা, অতইস, মোথা, মোচরস, ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ ঠাণ্ডা করিয়া সেবন আর মৃত বৎসা রোগে ১টী বৎসর যদি স্বামী সহবাস না করে তবে ঔষধের নিষ্প্রয়োজন।

৬৫। গর্ভ দোষ নিবারণ।

মুষ্টিযোগ—শ্বেত আকন্দেরমূল চূর্ণ ৬ রতি ও একবর্ণের গাভীর দুগ্ধ আধ পোয়া, বা পলাসের মূল চূর্ণ ।০ আনা গাভীর ভাল ঘৃতসহ সেবন। নতুবা নাগেশ্বর ফুলের চূর্ণ ৵০ আনা গাভীর দুগ্ধ সহ খাওয়ার পর পুরুষ সংসর্গে গর্ভবতী হয়।

৬৬। গর্ভিণীর জ্বর।

মুষ্টিযোগ—তুলসী পাতা বা বাসক পাতা বা গুলঞ্চ ইহাদের যে কোন-টাই হয় মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন এবং গর্ভচন্দনাদি পাচন—রক্ত চন্দন, অনন্ত মূল, কিসমিস, লোধ ছাল ইহাদের ক্বাথ চিনি প্রক্ষেপে সেবন। জ্বর বিরামে অতইস ও গোল মরিচ চূর্ণ সমভাগ ১০ রতি বা নাটার শস্য ও গোল মরিচ চূর্ণ সমভাগ ১০ রতি সেবন। মাথা বেদনা থাকিলে ত্রিকুটের কুলি করিবে এবং জলপটী বা দারচিনি বাটার লেপ দিবেক। বমি ও পীপাসা থাকিলে সপ ও খৈনের জল সেবন। আমরক্ত পেটের পীড়া থাকিলে গন্ধবাদালিঙ্গার পাতার রস চিনি সহ সেবন।

৬৭। প্রসব বেথা নিবারণ।

লক্ষণ—প্রবল বেথা এক প্রকার মন্দ নহে, থাকিয়া২ মুহু২ বেথা তাহাকে ২৪ ঘণ্টা অতীত কিম্বা ইহার পূর্ব্বে যদি রক্তস্রাব হইয়া শেষ জল ভাঙ্গিয়া সন্তান খাদে পরিবার উপক্রম বোধ করিলে দারচিনি ।টা ৵০ আনা বা আমলতাসের শুদা ॥০ তোলা অল্প জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া পরে কচলাইয়া ছাকিয়া সেবন। অসহ্য বেথা থাকিলে আফিং ॥ রতি সেবন এবং ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ সেবন এবং পেটের উপর তৈল ও জল একত্র মিশাইয়া মালিস করিবেক এবং বাহ্যি না হইলে অর্দ্ধ ছটাক বা তাহার অর্দ্ধেক ক্যাষ্ট্রেল তৈল সেবন এবং রিটার ফলের শস্য বাটার পুটলি ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যোনিতে লাগাইয়া রাখিলে শীঘ্র বেথা বৃদ্ধি হইয়া সন্তান প্রসব হয় প্রসবের পর হেতাল বেথা হইলে ॥ রতি আফিং সেবন রক্তস্রাব ভাঙ্গিলে তলপেটে

তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক বা যেয়ের ভুসির পুলটীস দিবেক বা গনমভুরের মূল ও গোলমরিচের কাথ সেবন।

৬৮। উন্মুক্ত ঘরে সন্তানের রংধরা ও স্তনের দুগ্ধ পান না করা।

মুষ্টিযোগ—আদার মাত বা ত্রিকুটের চূর্ণ অল্প মাত্রা মধুসহ চাটনি বা আদা বা তুলসী পাতা বা দ্রোণ পুষ্পের পাতা ইহার যে কোনটাই হয় রস সিকি তোলা মিছরি বা সৈন্ধব লবণসহ বা তেলা পোকার লাদি ১টী বা ১টী রিঠার খসা স্তনের দুধে বাটিয়া সিকি তোলা মাত্রা সেবনে বমি ও কফ নিঃসরণ হইয়া ভাল হয় এবং ঘরে গন্ধকের ধূয়া দিবেক ও কালজয়ন্তি বা দানাচেচনি পাতার রসে কটু তৈল বা সরষু তৈলে কাকুর মিশাইয়া বা কালতুলসী পাতার রস স্তনের দুধসহ গাত্রে লেপ দিবেক কোষ্ঠ বন্ধ ও পেট ফাপা থাকিলে কাষ্টেল তৈলে মধু মিশাইয়া অল্প২ চাটীতে দিবেক বা কাষ্টেল তৈল পেটের উপর মালিস করিবেক বা ঐ তৈল পানের বটুতে লইয়া গুহ্যের ভিতরে দিবেক।

৬৯। সূতিকা রোগ।

মুষ্টিযোগ—নাটার শস্য বা ডোগার চূর্ণ ৬ রতি মাত্রা গোলমরিচসহ বা জৈন বাটা ৵০ আনা সৈন্ধব লবণসহ সেবন এবং সূতিকা দশ মূল পাচন—শাইলানি, পিঠানি, বৃহতী, কণ্টাকারী, গোক্ষুর, নিম্বঝিটকি, গন্দবাদালিয়া, শুণ্টি, গুলঞ্চ, মুথা, ইহাদের কাথ সেবন। তলপেটে বেদনা ও ক্লেত বন্ধ থাকিলে যেয়ের ভুসির পুলটিস বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক বা গণমভুরের মূল ও গোলমরিচ ইহার কাথ সেবন। আমরক্ত ও পেটের পীড়া থাকিলে ১৭ নম্বরে যাহা লিখিত সেই মত করিবেক।

৭০। স্তনের দুগ্ধ শুখাইলে।

মুষ্টিযোগ—ছাতিয়ানছাল বাটার লেপ বা এড়ণ্ডপাতা সিদ্ধ জলে স্তনধৌত করিবেক বা শ্বেত সরিষা /০ আনা ও বৃহতীর মূলবাটা ৵০ আনা বা কাটা

থুইরারপাতা ১০০টী ৵ পোয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শেষ ।৵ পোয়া ছাকিয়া সন্তানের মাতা সেবন করিবেক।

৭১। স্তনের দুগ্ধ জোয়ারিলে।

মুষ্টিযোগ—অতইস চূর্ণ বা নিমের ডোগা বা নাটার ডোগা বা শঙ্খ বাটা ৬ রতি গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন এবং দশমূল পাচন—সন্তানের মাতা সেবন করিবেক, স্তন বেদনা ও ফুলা থাকিলে কালিজিরা বাটা বা দ্রোণপুষ্পের পাতার রসে চুণা মিশাইয়া বা আফিং বা ধুতুরা পাতার লেপ দিবেক এবং ছাগলের ছোট বাচ্চাকে সন্তানের মাতার স্তনের দুগ্ধপান করাইতে পারিলে উপকার দর্শে।

৭২। শিশু সন্তানের শয্যায় মূত্র ত্যাগ।

মুষ্টিযোগ—তেলাকুচের মূলের বা ডালা ও পাতার রস ॥৵তোলা চিনি সহ বা লালকেছরছার মূল ও সুপারির চূর্ণ সমভাগ ১ রতি সেবন।

৭৩। শিশু সন্তানের দন্ত উঠার সময় পেটের পীড়া ও জ্বর।

মুষ্টিযোগ—সৈন্ধব লবণ বা মধুদ্বারা দাঁতের মারির উপর মার্জ্জন করিবেক বা অস্ত্র করিয়া দিবেক এবং সোলফাপাতা বা ঐ বিচি সিদ্ধ জল ॥০ তোলা বা মোথা বাটা ১ রতি জলদ্বারা সেবন এবং স্তনের দুধে তুলা ভিজাইয়া চান্দিতে দিবেক। খুকিকাস থাকিলে অতইস বা তুলসীর মঞ্জুরি বা আকনের মূলবাটা বা আদার মাত ইহার যে কোনটাই হয় মধুসহ চাটনি, বাহ্য বন্ধ বা পেটফাপা থাকিলে কাষ্ট্রেল তৈলে অল্প তারপিন তৈল মিশাইয়া পেটের উপর মালিস করিয়া গরম জলের সেক বা ঘেতোর ভূষির পুল্টিস দিবেক ইহাতে উপকার না হইলে কাষ্ট্রেল তৈল ২০। ২৫ ফুটা মধ্যে ১ ফুটা তারপিন তৈল মিশাইয়া দুগ্ধ বা গরম জলসহ সেবন করিবেক।

৭৪। সর্ব্বপ্রকার কীটাদি দংশন।

মুষ্টিযোগ—তারপিন তৈল বা বিশল্যকরবি পাতা বা বিলাতী আলু বা বাদালিয়া মোথার গাছ বা থানকুনিপাতা বা মাখা তামাক বা রেউচিনি বা

পানের বোটা বাটিয়া বা লবণ জল বা মধু ইহার যে কোনটাই হউক ক্ষত স্থানে মালিস করিবেক।

৭৫। সর্প, শিয়াল ও কুকুর দংশন।

মুষ্টিযোগ—ঝাপিটেপারির মূল ১ তোলা গোলমরিচ ২০টি আতপ চাউল ধোয়া জল এক ছটাকসহ বাটিয়া সেবন। সাপে কাটার উপরে দড়ির বান দিবেক ও কুকুরে কাটার স্থানে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ কাবিয়া আগুন বা বারুত ভরিয়া জ্বালাইয়া দিবেক।

৭৬। পারার দোষ নিবারণ।

মুষ্টিযোগ—গন্ধক চূর্ণ ৬ রতি বা কালা তুলসী পাতার রস এক ছটাক বা নাটা গাছের চিড়োগার নির্জ্জলা রস অর্দ্ধ ছটাক সেবন এবং নবকার্ষিক পাচন—গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদির, সোমাল, ইহার ক্কাথ গুগ্গুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন আর পঞ্চ বৃহতীর ভাপরা লইবেক।

৭৭। হাম।

মুষ্টিযোগ—হরিদ্রাচূর্ণ ১ রতি, উচ্ছে পাতা কিম্বা তুলসী পাতার রসসহ সেবন এবং পাচন—নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, বাসক ছাল ইহাদের ক্কাথ সেবন।

৭৮। জল বসন্ত।

মুষ্টিযোগ—নিমছালের রস ১ তোলা লোহা দাগ করিয়া ৩ রতি সোরার চূর্ণসহ বা কর্পূর ১ রতি জলদ্বারা সেবন এবং কলমি শাকের রস গায়ে মর্দ্দনে বেদনা ভাল হয়।

৭৯। বসন্ত।

মুষ্টীযোগ—বাসিজল মধুসহ সেবনে বসন্তের গুটির জ্বালা দূর হয় বা কলমি শাকের রস গাত্রে মাখিলেই গাজ্বালা দূর হয় বা রুদ্রাক্ষ গোলমরিচ

সমভাগ মোট ৵০ আনা চূর্ণ বাসিজলসহ সেবনে আর গুটি উঠিয়া বসিয়া গেলে কাঞ্চন বৃক্ষের ছালের কাথ সেবনে উপকার হয় আর সমস্ত বসন্ত প্রকাশের পর ক্ষত স্থান শুষ্ক করার জন্য নিমপাতা ও হরিদ্রা বাটা শরীরে মাখিয়া স্নান করাইবেক পরে হরিদ্রাচূর্ণ মাখনসহ মালিসে ঘা ও শরীরের দাগ মিটিয়া যায়।

৮০। বিষ সেবনে বিষাক্ত হইলে তাহার চিকিৎসা।

১। আফিংদ্বারা বিষাক্ত হইলে বমনকারক ঔষধ দিবেক যথা সালফেট অফ্ জিঙ্ক (শ্বেত তুইতা) ১৫ রতি বা তুইতা৩৪ রতি বা রাইসরিষারচূর্ণ ৴০ আনি বা আকন্দমূল চূর্ণ ৵০ আনি বা লবণ ২॥ তোলা অল্প জলের সহিত সেবন করাইয়া পরে যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণজল সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত পরিষ্কার ও আফিঙ্গের গন্ধ না থাকে। সহজে বমন না হইলে অঙ্গুলি বা কলা গাছের মেহি মাইজ গলার ভিতর দিয়া বমনের সাহায্য করিবে। মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে কোনমতেই রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে না দুই জনে ধরিয়া অনবরত হাটাইবে সময়২ চিমটী কাটা ও বেতের বাড়ি দিবে যাহাতে নিদ্রা না হয়,বিষনাশার্থ মাজুফল বা চা বা কাফী ইহার কোন ১টা বা সকলগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া গাঢ় কাথ সেবন করাইবে এবং সেরকা বা লেবুর রস বা তেঁতুল গুলিয়া সেবন করাইবে। অবসন্ন হইলে ব্রাণ্ডী ॥ তোলা বা নিসাদল ৩ রতি চুণার জলসহ আবশ্যকমতে ১ বা ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। বুকে পেটে পায়ে বিলাতী রাই বা আদা, সরিষা, সজনা ছাল সমভাগে বাটীয়া পটী দিবে।

২। কুচিলা বা তৎবীর্য্য ষ্ট্রীকনিয়াদ্বারা বিষাক্ত হইলে—উক্ত বমনকারক ঔষধাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে বমন করাইবে তৎপরে বিষনাশার্থ মাজুফল এবং চা ইহার কোন একটি বা উভয়টী পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধ করিয়া গাঢ় কাথ বা টেনিক এসিড ঠাণ্ডাজলে মিলাইয়া সেবন করাইবে। এই বিষ সেবনে ধনুষ্টঙ্কার লক্ষণ উপস্থিত হইলে ।০ রতি আফিং বা কাফুরের জল বা গাঁজার ধুমপান বা তামাক পাতা সিদ্ধ জল সেবন করাইবে অবসন্ন অবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাণ্ডী বা নিসাদল চুণের জলসহ সেবন করাইবে।

৩। সম্বলক্ষার অর্থাৎ দারমুজ এবং হরিতালদ্বারা বিষাক্ত হইলে—বমন কারক ঔষধ অর্থাৎ শ্বেত তুতিয়া ১৫ রতি বা ইপীকেক। আনা বা আকন্দমূল চূর্ণ ৵ আনা বা লবণ ২॥ তোলা ও উষ্ণজল যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ব্বোক্তরূপে পুনঃ২ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বিষনাশার্থ চুণারজল দিবে এবং হাসের ডিম্বের শ্বেতবর্ণ পদার্থ দুগ্ধে বা জলে মিশাইয়া সেবন তৎপরে বরফ সেবন করাইবে, অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডী বা কাফুরের জল বা নিসাদল চুণার জলসহ সেবন এবং বুকে পেটে পায়ে রাই বা আদা সরিষা ও সজনা ছালের পট্টি দিবে কিম্বা আফিং অল্প জলে মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারি দিবে।

৪। জয়পালদ্বারা বিষাক্ত হইলে—যদি হজম না হইয়া থাকে তবে উপরোক্ত বমন কারক ঔষধাদিদ্বারা বমন করাইয়া বিষনাশার্থ ৩ দফার নিয়মমত ডিম, বরফ, চুণার জল দিবে এবং লেবুর রস দিবে এবং আফিং। রতি মাত্রায় ১। ২ ঘণ্টায় সেবন বা পূর্ব্বোক্তরূপে গুহ্যদ্বারে পিচকারি দিবে, অবসন্ন অবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তেজক ব্রাণ্ডী প্রভৃতি সেবন করাইবে ও বুকে পেটে পায়ে পূর্ব্বোক্তরূপ রাই প্রভৃতি পট্টি দিবে, ইহাদ্বারা জোলাপ লইলে যদি অধিক দাস্ত হয় তবে লেবুর রস সেবনে আশু প্রতিকার হয়।

৫। মিঠা বিষদ্বারা বিষাক্ত হইলে—উপরোক্ত বমন কারক ঔষধ ও যথেষ্ট পরিমাণ উষ্ণজলদ্বারা বমন করাইবে। অধিকক্ষণ পর চিকিৎসাধীন হইলে কাষ্ট্রেল তৈলদ্বারা বাহ্য করাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আফিং সেবন ও পিচকারিদ্বারা প্রয়োগ করাইবে অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডী ও নিসাদল চুণারজলসহ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিবে এবং বুকে, পেটে, পায়ে, বিলাতী রাই বা আদা, সরিষা, সজিনার ছাল প্রভৃতির পট্টি দিবেক।

৮১। পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

১। সর্ব্বপ্রকার জ্বর রোগে। পথ্য—সাগু, এরারুট, খই, মিছরী, বাতাসা, দাড়িম, পানিফল, গরম জল শীতল করিয়া পান, ইক্ষু, কিস্‌মিস্ ইত্যাদি হিতজনক। জ্বরের হ্রাস অনুসারে—দুগ্ধ সাগু, উষ্ণদুগ্ধ মুগের যুষ, রুটী প্রভৃতি। ৩। ৪ দিবস পর্য্যন্ত জ্বরশূন্য ও গ্লানিশূন্য থাকিলে পুরাতন

তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল ব্যবস্থা। জ্বররোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, সর্ব্বপ্রকার অম্ল দ্রব্য, মৈথুন, শীতল জলে স্নান, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অতিক্রোধ এবং হিমলাগান প্রভৃতি অত্যন্ত অপকারক।

২। সর্ব্বপ্রকার কাসরোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা প্রভৃতির ডাল, পটোল, ডুমুর, মোচা, কচি বেগুন, রুটী, ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্য, মাংসের যুষ, ছাগ দুগ্ধ, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি উপকারী। সহ্য হইলে ছাগমাংস খাইতে পারেন।

অপথ্য—গুরুপাক ও তীক্ষবীর্য্য দ্রব্য সকল, শাক, অম্ল, দধি, কলায়ের ডাল, নারিকেল, মলমূত্রের বেগ ধারণ, লঙ্কার ঝাল, চরস, গাঁজা বা তামাকের ধূমপান, উচ্চশব্দোচ্চারণ, রাত্রিজাগরণ, হিমলাগান, সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি অত্যন্ত অপকারক।

৩। প্রমেহ রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, বেগুন, পোটল, ঝিঙে, মানকচু, থোড়, মোচা, কাঁচা মুগ, মসূর এবং বুটের ডাল, অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্য খাইতে পারেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—সর্ব্বপ্রকার অম্লদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক দুগ্ধ, অধিক মৎস্য, অধিক মিষ্ট, মৈথুন, রৌদ্র ও অগ্নিরতাপ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৪। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিরোরোগ, চক্ষু ও কর্ণ রোগ প্রভৃতিতে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিতাদি মৎস্য, ছাগ মাংস, ঘৃতপক্ক তরকারী, দুগ্ধ, মাখন ইত্যাদি হিতজনক। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, অগ্নির উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক অম্ল, অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

৫। উপদংশ ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর বা অড়হর ডাইলের যুষ, অল্প আলু, পটোল, ওল, মানকচু, ডুমুর, উচ্ছে, কপি প্রভৃতি তরকারী; একান্ত ইচ্ছা হইলে ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্য অল্প পরিমাণে খাইতে পারেন। তরকারী ইত্যাদিতে ঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অপথ্য—শাক, অম্ল, দধি, লঙ্কার ঝাল, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট কুমড়া, কলায়ের

ঝাল, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ শীতল জল পান, মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৬। বাতরক্ত, কুষ্ঠ এবং চর্ম্মরোগে। পথ্য—পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, অড়হর বা ছোলার ডাইল, ঝিঙে, উচ্ছে, হেলেঞ্চা, ডুমুর, তিক্তবস্তু, ঘৃতপক্ব তরকারী ব্যবহার করিবেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—নূতন চাউলের অন্ন, কলায়ের ডাইল, মৎস্য ও মাংস, শাক, অম্ল, দধি, মিষ্ট কুমড়া, পেঁয়াজ, রসুন, গুড়, দুগ্ধ, লঙ্কার ঝাল, মৈথুন, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ লাগান নিষিদ্ধ।

৭। অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, বুট ও অড়হরের ডাইল, আলু, পটোল, মানকচু, ডুমুর, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল অল্প পরিমাণে খাইতে পারেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সকল, কলায়ের ডাইল, দধি, লাউ, অম্লদ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, স্ত্রী সহবাস অহিতজনক।

৮। শোথ ও উদরী প্রভৃতিতে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগের ডাইল, বেগুন, পটোল, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা, রাত্রিতে ভাত না খাইয়া দুগ্ধসাগু বা রুটী খাইতে পারেন। পীড়া অনেক দিনের হইলে তরকারী ইত্যাদি আহার না করিয়া, কেবল দুধ ও ভাত খাইবেন। লবণ যত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল।

অপথ্য—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, লবণ, শীতল জলপান, দিবানিদ্রা, স্নান প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৯। বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্যের ঝোল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মাখন, দুগ্ধ, অন্নের মধ্যে কাগজি লেবুর রস খাইতে পারেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—শাক, অম্ল, দধি, কলায়ের ডাইল, গুরুপাক দ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, দিবানিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্টকর।

১০। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয় ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মসূর ডাইলের যূষ, কই, মাগুর প্রভৃতি জীবিত মৎস্যের ঝোল, কাঁচ বেগুন, গন্ধভাদালে, ঘোল প্রভৃতি হিতজনক। ক্ষুধা কম থাকিলে রাত্রে এরারুট বা বার্লি খাইবেন।

১১। প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মসূরের বা বুটের ডাইল, আলু, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু, কই, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্যের ঝোল, অন্নের মধ্যে কাগজি লেবুর রস। রাত্রে ভাত না খাইয়া রুটী, দুগ্ধসাগু বা এরারুট খাওয়া কর্ত্তব্য। প্লীহাদি রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক।

অপথ্য—শাক, অম্ল, দধি, ঘৃতপক্কদ্রব্য, হিম লাগান, অধিক পরিশ্রম, মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

১২। ক্রিমি প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কই, মাগুর ইত্যাদি ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্যের ঝোল, পটোল, উচ্ছে ডুমুর, বেগুন, বেতের আগা, মানকচু প্রভৃতি তরকারী। ক্রিমি রোগে তিক্ত বস্তু বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—অধিক মিষ্টদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, দধি, ঘৃত, মাংস, দিবা নিদ্রা মলমূত্রের বেগ ধারণ অপকারক। এই পীড়ায় কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৩। বাতব্যাধি (বায়ুরোগ) উন্মাদ, মূর্চ্ছা, অপস্মরা প্রভৃতি রোগে। বায়ু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু অম্ল ও লবণ রস সংযুক্ত স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর পানাহার, তিল তৈল ব্যবহার, প্রত্যহ স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে উত্তমরূপে স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, ইচ্ছার অনুকূল বিষয় সকল, বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ ও ঈশ্বর চিন্তন পরমোপকারক। দুষ্পাচ্য তীক্ষ্ণবীর্য্য [লঙ্কার ঝালাদি] বিদাহী [ভাজা পোড়া] রুক্ষ, শ্রমজনক কর্ম্ম, উদ্বেগ, ক্রোধ, শোকাদি, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয়, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, বেগধারণ, রাত্রি জাগরণ এবং মৈথুনাদি নিষিদ্ধ। প্রাতে ও বৈকালে পুরাতন তণ্ডুল, রোহিতাদি সুমৎস্যের ঝোল, মাংসের যূষ, ডুমুর, পটোল, মানকচু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি তরকারী, কাঁচা মুগ ও কলাইএর ডাইল প্রভৃতি ঈষদোষ্ণ দুগ্ধ, নবনীত, ঘোল দধি, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পক্ক আম্র, পেঁপে আতা প্রভৃতি সুফল, যব, গোধূম, ছোলা এবং ঘৃত ময়দা সুজি ও চিনিতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য সুপথ্য ও উপকারক।

১৪। আমবাত (অর্থাৎ বাতের পীড়া) ও বাত শ্লৈষ্মিক পীড়া মাত্রে।

পুরাতন তণ্ডুল, কুলত্থ কলাই, মুগ, ঘৃতাদি জীর্ণ মদ্য, ছাগাদি মাংসের যূষ, রোহিতাদি মৎস্য, পটোল, বেগুন, করোলা, সজিনার ডাঁটা, রসুন, আদা, তিল, উষ্ণ জল, তিক্ত দ্রব্য ও স্বেদক্রিয়া ইত্যাদি উপকারী। কফজনক এবং গুরুপাক দ্রব্যের আহার ও পান, মৎস্য, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট, মাষকলাই, পূর্ব্ববায়ু, বেগরোধ, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি অপকারী। এই পীড়ায় ফ্লানেল কাপড় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বাতের পীড়ার প্রথমাবস্থাতে বিশেষতঃ জ্বর থাকিলে অন্নাহার নিষিদ্ধ। মিছরি, ফুল্কা রুটী, পাঁউরুটী বা দুগ্ধ সাগু ব্যবস্থা করিবেন। গরম জল শীতল করিয়া পান। স্নান নিষিদ্ধ। প্রাচীন বাতের পীড়ায় দিবায় অন্ন ও রাত্রিতে রুটী ব্যবহার করিবেন।

১৫। কোষ বৃদ্ধি ও শ্লীপদ প্রভৃতিতে। দাউদখানি চাউলের অন্ন, রুটী, মুগযূষ, সারালম্বব্যঞ্জন, পটোল, আলু, রসুন, পুনর্ণবা মানকচু, সজিনার ডাঁটা, আদা, পুরাতন সুরা ও উষ্ণজল শীতল করিয়া পান এবং শুষ্ক ও লঘু আহার প্রভৃতি হিতজনক।

গুরুপাক অন্ন, দধি, পক্বকদলীফল, অধিক মিষ্ট, শীতল জল ব্যবহার, পর্য্যটন দিবা নিদ্রা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। কোষ বৃদ্ধিতে লাংগুট ব্যবহার কর্ত্তব্য। এই পীড়ায় প্রাতে অন্ন ও সন্ধ্যায় রুটী বা লুচি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৬। অম্লপিত্ত, শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও আনাহ প্রভৃতি রোগে। পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, আমলকী, কেশুর, সৈন্ধব, বিট ও সচল লবণ, দ্রাক্ষা, নারিকেল শস্য, ডাবের জল, ইক্ষু, লবঙ্গ, বড় এলাইচ এবং মিষ্ট সুপক্ব ফল প্রভৃতি উপকারক। অম্লপিত্ত বা শূলের পীড়া প্রবল থাকিলে অন্নাদি আহার বন্ধ করিয়া দিবাতে এবং রাত্রিতে কেবল মাত্র যবের মণ্ড ও দুগ্ধ বা দুগ্ধবার্লী অথবা দুগ্ধ খই আহার করিবেন। পীড়ার হ্রাস অনুসারে দিবায় অন্ন রাত্রিতে দুগ্ধ খই, যব বা বার্লীর মণ্ড, কুমড়ার মিঠাই, রসকরা ও আমলকীর মোরব্বা হিতকর। এই পীড়ায় আহার কালে বা আহারের অল্পক্ষণ পরে জল খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে জল খাওয়া কর্ত্তব্য। অন্নের মধ্যে পাতি বা কাগজি

দশমূল—বিল্বছাল, নাওসোণা, গাম্ভারি, পারুল, গৈনারি, ছালা পিঠানি, বৃহতী, কণ্টকারী, গক্ষুর।

ত্রিকুট—শুণ্টি, পিপলি, গোলমরিচ।

ত্রিফলা—আমলকি, হরীতকী, বহেরা।

মানখণ্ড—সচরাচর দুই ভাগ শুষ্ক মানের গুঁড়া ও এক ভাগ চাউল গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্যের ১৯ গুণ জলে পাক করিলে মানখণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কিম্বা অপর কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মানচূর্ণ ও একভাগ চাউলের গুঁড়া দেওয়া যায়। শোথ ও উদরি রোগে উপকারী।

৮৩। বয়সানুসারে ঔষধ সেবনের মাত্রা।

২০ হইতে	ঊর্দ্ধে	পূর্ণমাত্রা।
১৬ "	১৯ পর্য্যন্ত	৪ ভাগের ৩ ভাগ।
৯ "	১৫ "	অর্দ্ধ মাত্রা।
৬ "	১০ "	সিকি মাত্রা।
১ "	৫ "	৮ ভাগের ১ ভাগ।
১ বৎসরের নীচে		১৬ ভাগের ১ ভাগ।

*—লালকে ১ রত্তি বলে, ৬ রত্তিতে ১ আনা হয়।

সমাপ্ত।